আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা।

(আয়ুর্ব্বেদ-মতে লাক্ষণিক চিকিৎসা-গ্রন্থ)

প্রথম খণ্ড।

[চতুর্থ সংস্করণ]

কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

Ayurveda-Shiksha

OR

PRACTICE OF MEDICINE.

BY

KAVIRAJ—AMRITA LAL GUPTA KAVIVUSAN.

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

১। ডাক্তারী ও কবিরাজী উভয়বিধ চিকিৎসার রহস্যবিৎ ভিষক্ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, এম, এ, এল, এম, এস বিদ্যানিধি, কবিভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন-সবিনয় নমস্কার নিবেদনম্—

মহাশয়ের প্রেরিত "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা" দুই খণ্ড যথাসময়ে পাইয়াছি, সে জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। আপনার গ্রন্থখানি অতি-সুন্দর হইয়াছে। যে ভাবে আরম্ভ করিয়াছেন, আশাকরি সেইভাবেই সমাপ্ত করিয়া মহাশয় দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইবেন। একখানি যোগ-সংগ্রহ সাদর উপহার পাঠাইলাম। এ বাটীর মঙ্গল, মহাশয়ের কুশল প্রার্থনীয়।

বিনয়াবনত—শ্রীগণনাথ সেন। ৬৫ নং বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১১।৫।০৯।

২। নাটোরের ভূতপূর্ব্ব রাজচিকিৎসক অধুনা ৺কাশীবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সেন কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন—

আপনার প্রণীত "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড আমি যতদূর দেখিলাম, অতি উত্তম হইয়াছে, ইহা দ্বারা যে দেশের মহৎ উপকার সাধন হইবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মহাশয়ের কুশল বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সেন।

৬১ নং পাঁড়ের হাবেলী, বেনারেস সিটী। ১৫ই বৈশাখ, ১৩১৫ সাল।

৩। আমি অসংখ্য ধন্যবাদের সহিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার" প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি, এই শ্রেষ্ঠ এবং বিজ্ঞ চিকিৎসকমহাশয় হিন্দুদিগের প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রকাশ করিতে গিয়া এক বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। গ্রন্থকার অতি সহজ ভাষায় আয়ুর্ব্বেদীয় গুপ্ত-রত্নসমূহ জনসাধারণের সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে রোগের চিকিৎসা-প্রণালী, তৎসঙ্গে ঔষধের নির্ব্বাচন, প্রয়োগ ও প্রস্তুতপ্রণালী বিস্তৃতরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে চিকিৎসা-কার্য্যে রোগনির্ণয়, ঔষধনির্ব্বাচন ও পথ্যাপথ্য নির্দ্দেশ করা চিকিৎসকের প্রধান কার্য্য। সুবিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয় প্রত্যেক রোগ-নির্ণয়ের সহিত সেই রোগের ঔষধের প্রয়োগ-প্রণালী ও পথ্যাপথ্যের সুন্দররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার যেরূপ নিপুণতার সহিত গ্রন্থ-প্রণয়ন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসার পাত্র এবং আমি নিঃসন্দেহ চিত্তে বলিতে পারি, তিনি তুল্য বিজ্ঞতার সহিত ঐ গ্রন্থপ্রণয়নকার্য্য সমাধা করিবেন। এই পুস্তকে প্রাচীন হিন্দুচিকিৎসাসম্বন্ধীয় বহুতর আবশ্যকীয় বিষয় সন্নিবেশিত হওয়াতে প্রত্যেক চিকিৎসাব্যবসায়ীর হস্তে ইহার একখানি পুস্তক থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ১২।৩।০৯।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুপ্ত। পেনশন প্রাপ্ত য়্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন, এলাহাবাদ।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা।

(আয়ুর্ব্বেদ-মতে লাক্ষণিক চিকিৎসা-গ্রন্থ।)

প্রথম খণ্ড।

[চতুর্থ সংস্করণ।]

কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত

ও

১৭ নং কাশীনাথ দত্তের ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবিনোদলাল গুপ্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

AYURVED SHIKSHA,

OR

PRACTICE OF MEDICINE.

BY

KAVIRAJ AMRITA LAL GUPTA KABIVUSAN.

PRINTED BY S. C. CHAKRABARTI AT THE

KALIKA PRESS

17. *Nanda Kumar Chowdhury's 2nd Lane,*

CALCUTTA.

1912.

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা।

(লাক্ষণিক চিকিৎসা-গ্রন্থ।)

দ্বিতীয় খণ্ড।

তৃতীয় সংস্করণ।

কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ কর্ত্তৃক-
সঙ্কলিত

ও
১৭ নং কাশীনাথ দত্তের ষ্ট্রীট্ "বন্দেমাতরম্ ঔষধালয়" হইতে
শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিরাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Ayurved-Shiksha

OR

PRACTICE OF MEDICINE.

BY
KAVIRAJ AMRITA LAL GUPTA KABIVUSAN.

PRINTED BY S. C. CHAKRABARTY AT THE
KALIKA PRESS,
17 Nanda Koomar Chowdhury's 2nd Lane,
CALCUTTA.

1914

এই খণ্ডের মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র এতই জটিল যে সংস্কৃতে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি এবং বহুকাল বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক চিকিৎসা-বিষয়ক জ্ঞানলাভ ব্যতীত উহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে সফলকাম হওয়া একপ্রকার অসম্ভব, এমতাবস্থায় সাধারণের পক্ষে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মর্ম্ম অবগত হওয়া সহজসাধ্য নহে,—অথচ যাহার সহিত জীবন-মরণের নিত্যসম্বন্ধ, এরূপ একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের মর্ম্মগ্রহণ সকলেরই কর্ত্তব্য; কিন্তু বঙ্গ-ভাষায় লিখিত তদ্রূপ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাবিষয়ক সরল গ্রন্থ নাই। হোমিও-প্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থসকলের মর্ম্ম যেরূপ সহজে উপলব্ধি করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসকল রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াও দীর্ঘকাল সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা-বিষয়ক শিক্ষা লাভ না করিলে, উত্তমরূপে চিকিৎসা-জ্ঞান জন্মে না, এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অনেকে লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারেন না, কারণ প্রাচীন মহর্ষিগণ কেবল অধিকার অনুসারেই ঔষধ নির্ব্বাচন ও তাহার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু লক্ষণানু-যায়ী চিকিৎসাবিষয়ক কোনও সহজগ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই এবং দুইটী, তিনটী বা ততোধিক রোগ মিলিত অথবা একটী মূলরোগে বিবিধ মারাত্মক উপসর্গ উপস্থিত হইলে, কোন্ রোগের বা উপসর্গের চিকিৎসা কোন্ সময়ে কিরূপ ভাবে করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বিশেষ কোন উপদেশ প্রদান করেন নাই; তাঁহারা কেবল ঔষধগুলিকে জ্বর প্রভৃতি রোগের অধিকারানুসারে বিন্যস্ত করিয়াছেন, কোন্ কোন্ অবস্থায় কোন্ কোন্ উপসর্গ বিদ্যমানে কোন্ ঔষধটী প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, সে বিষয়ে যদি তাঁহারা কিম্বা তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থকারগণ বিশেষভাবে উপদেশ প্রদান করিতেন; তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদের উপর জন সাধারণের যেরূপ শ্রদ্ধা, তদ-পেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইত, সন্দেহ নাই।

দৃষ্টান্তস্থলে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উন্নতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা

রাজ-চিকিৎসা, সুতরাং রাজার সাহায্যে উহার এত উন্নতি ; কিন্তু এলোপ্যাথিক চিকিৎসার কথা ছাড়িয়া দিলেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার এই অল্পকালের মধ্যে যে কতই উন্নতি হইয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে অন্যান্য কারণের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় সরল চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থের বহু প্রচলনই এদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিস্তারের একটি প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হইবে। অনেকে মনে-করেন যে, আয়ুর্ব্বেদীয় সংস্কৃত গ্রন্থে যাহা আছে, তাহাই যথেষ্ট ; উহার সংস্কার বা বঙ্গানুবাদ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই ; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা এটা বুঝিয়া দেখেন না যে, বিজ্ঞচিকিৎসক বঙ্গের সর্ব্বত্র সহজ প্রাপ্য নহে এবং যাহাতে সাধারণের জীবন মরণের নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান সর্ব্ব সাধারণের মধ্যেই প্রচারিত হওয়া কর্ত্তব্য। আরও একটী দুঃখের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্যদেশে বহুদর্শী চিকিৎসকগণের বহুদর্শনের ফলস্বরূপ যেরূপ মেডিকেলজার্ণাল বা চিকিৎসাবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, আমাদের দেশের বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সে বিষয়ে একেবারেই উদাসীন, তাঁহারা আজীবন চিকিৎসা এবং ঔষধের গুণাগুণ সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন, তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই তৎসমস্ত বিলুপ্ত হয় ; ইহা, কি কম দুঃখের কথা ?

আমাদের যা কিছু ছিল, এইরূপ ভাবেই তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে যদি এবিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা যায়, তবে এখনও যাহা কিছু আছে, তাহাও হয়ত কালের প্রভাবে ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় দীর্ঘকাল যাবৎ চিকিৎসাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ঔষধ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সামান্য অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাও দেশের জন সাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং এইজন্যই "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা" নামক এই অভিনব গ্রন্থের সৃষ্টি ; হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থদৃষ্টে যেরূপ সহজে ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়, এই গ্রন্থখানি দৃষ্টে সাধারণে তদ্রূপ ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিবেন, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিচারের ভার সুধীগণের হস্তে অর্পণ করিলাম। উপসংহারে এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের নিকট নিবেদন এই—তাঁহারা স্ব স্ব চিকিৎসাবিষয়ক জ্ঞানলব্ধ ফল পুস্তকাকারে প্রচার করিলে দেশের একটী প্রধান অভাব দূরীভূত হইবে।

পরিশেষে উপসংহারে বক্তব্য এই—গ্রন্থের কোন স্থানে ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হইলে এবং আমাকে তাহা জানাইলে, পুনঃ সংস্করণে সংশোধন পূর্ব্বক গ্রন্থ মুদ্রিত করিব।

শ্রীঅমৃত লাল গুপ্ত।

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

এই গ্রন্থে প্রত্যেক রোগের নিদানানুযায়ী লক্ষণসকল সরলভাবে বিস্তারিত-রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

রোগের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক লক্ষণানুসারে এবং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার গতিভেদে কোন্ সময়ে কোন্ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় এবং অবস্থাবিশেষে প্রলেপ ও বর্ত্তি প্রভৃতি ব্যবহারের নিয়ম সকল বিস্তারিতরূপে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার গতিভেদে এবং বাহ্যিক লক্ষণানুসারে অথবা ২। ৩টী রোগ মিলিত হইলে যে সকল অনুপানে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, সেই সকল সহজপ্রাপ্য অনুপান ঔষধের সঙ্গে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

একটী রোগ উৎপন্ন হইলে, তাহার উপদ্রবস্বরূপ অন্য যে সমস্ত উৎকট রোগ উপস্থিত হয়, এই গ্রন্থে সেই সমস্ত উপদ্রবের চিকিৎসাবিধি ও ঔষধসকল প্রদত্ত হইয়াছে।

চিকিৎসাবিধির মধ্যে প্রত্যেক রোগের উৎপত্তির কারণ এবং যন্ত্রাদির বিকৃতিবশতঃ রোগসমূহ কিরূপে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ক সংপ্রাপ্তি যথাসাধ্য পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

রোগসমূহের কোন্ অবস্থায় অর্থাৎ মুখ্যরোগের সঙ্গে ২।৩ বা ৪টী রোগ মিলিত হইলে এবং রোগের নূতন ও পুরাতন অবস্থায় অথবা বাত-পিত্তাদি-ভেদে কিরূপ ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক, চিকিৎসাবিধির মধ্যে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক অবস্থায় ৩।৪টী ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্যবস্থিত ঔষধের নিম্নেই তাহার প্রস্তুত প্রণালী ও উপকরণের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রত্যেক রোগের অবস্থাভেদে সহজলভ্য পথ্য সকল সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

ঔষধসমূহ প্রস্তুত করিতে হইলে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য এবং বিষ, উপবিষ ও উদ্ভিজ্জাদির প্রায়শঃ আবশ্যকতা হয়, সুতরাং উহাদের শোধন ও জারণ মারণের সহজপ্রণালী বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

একটী ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে, এবং তন্মধ্যে কোনও দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইলে, তৎপরিবর্ত্তে তদ্গুণবিশিষ্ট কোন্ দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা পরিভাষা নামক অংশে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

তৈল, ঘৃত, মোদক ও অবলেহ প্রভৃতির প্রস্তুত প্রণালী সহজে যাহাতে হৃদয়ঙ্গম হয়, এরূপ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মূর্চ্ছা, কাথ ও কল্কদ্রব্যাদির পাকের নিয়ম পরিব্যক্ত হইয়াছে।

রোগীর অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন পথ্যাদির আবশ্যকতা বশতঃ মসূরযূষ, মুগেরযূষ, মণ্ড, মাংসযূষ ও উষ্ণোদক প্রভৃতির প্রস্তুতপ্রণালীর উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থে যে সকল ঔষধ সন্নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমাদের বহু পরীক্ষিত, সুতরাং ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময়ে ঔষধগুলি অপরীক্ষিত বলিয়া কাহারও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

শাস্ত্রে যেরূপ মাত্রার উল্লেখ আছে, তদ্রূপ মাত্রায় আজ কাল ঔষধ প্রয়োগ করা হয় না. আমরা সচরাচর যে মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকি, ইহাতে সেইরূপ মাত্রা লিখিত হইয়াছে।

যে সকল ঔষধের প্রয়োগ কলিকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে দৃষ্ট হয় না, এই গ্রন্থে সেইরূপ অনেক ঔষধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ঐ সকল ঔষধের প্রয়োগপ্রণালী বিশেষতঃ জ্বরবিকার-চিকিৎসা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

গ্রন্থবিশেষে কোনও ঔষধে দ্রব্যের ও পরিমাণের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ ঔষধ প্রস্তুতকালে যে যে দ্রব্য যে পরিমাণে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

ব্যবসায়ের অনুরোধে অনেকে বিষ, উপবিষ, ধাতু ও উপধাতু প্রভৃতি দ্রব্যের শোধন ও জারণ মারণের সহজ প্রণালী এবং ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুতের

সহজ প্রণালী সাধারণের নিকট ব্যক্ত করেন না, কিন্তু আমি এই গ্রন্থে প্রত্যেক বিষয় সরলভাবে ব্যক্ত করিয়াছি, কিছুই গোপন করি নাই।

সতর্কীকরণ।

"আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা" সম্পূর্ণ নূতন ধরণের গ্রন্থ, এইরূপ গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও মুদ্রিত হয় নাই, সুতরাং আইনানুসারে ইহা মুদ্রিত করিতে কেবলমাত্র আমিই সম্পূর্ণ অধিকারী। এই অবস্থায় যদি কেহ ইহার নকল বা কোনও অংশবিশেষ মুদ্রিত করেন, তবে তিনি আইনের আমলে আসিবেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনী।

প্রথমখণ্ড "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার" দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। বিগত ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমি প্রথমতঃ এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হই এবং ঐ অব্দের শেষেই প্রথমখণ্ড মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়; সুতরাং এই অল্পকালের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক নিঃশেষিত হওয়া আমার পক্ষে সামান্য সন্তোষের কারণ নহে।

চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থসকল মাতৃভাষায় মুদ্রিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয়-গ্রন্থ ঐরূপভাবে একখানিও এযাবৎ প্রকাশিত হয় নাই, সুতরাং বলিতে গেলে এ বিষয়ে "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা"ই প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য সফল হইবে কিনা, তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিবার অবসর আমি কখনও পাই নাই, কারণ স্বদেশী আন্দোলনই আমাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমানে আমাদিগের আত্মনির্ভরশীলতা ও কার্য্যকরী ক্ষমতা যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই গ্রন্থই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ; কারণ স্বদেশী আন্দোলনে প্রবুদ্ধ না হইলে, অন্য সময়ে আমি এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতাম কি না সন্দেহ।

হোমিওপ্যাথিকের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদীয় সরল চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রচারিত হয় এবং জন সাধারণ উহা দৃষ্টে আয়ুর্ব্বেদের মর্ম্ম অবগত হইয়া সহজে চিকিৎসা

করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমি এই গ্রন্থের লিখন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; কিন্তু আশা ফলবতী হইবে কি না জানি না, যদি হয়, মানবজন্ম সার্থক জ্ঞান করিব।

প্রথমতঃ যখন এই দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন চিকিৎসকমণ্ডলী এই গ্রন্থের জন্য এতাদৃশ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিবেন, এবং ইহার মুদ্রণকার্য্য এতদূর অগ্রসর হইবে, এরূপ আশা ছিল না, এখন বুঝিতে পারিতেছি, ইহা একমাত্র ভগবানের দয়া।

পরিশেষে বক্তব্য এই—এই গ্রন্থদ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ; তবে প্রথমখণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড দর্শনে অন্যান্য খণ্ডগুলি প্রাপ্তির জন্য জনসাধারণ যেরূপ অধীর হইয়াছেন এবং চিকিৎসকমণ্ডলী উহা দৃষ্টে যেরূপ উচ্চ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, কিঞ্চিৎ উপকার হইলেও হইতে পারে।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনী

প্রথম খণ্ড "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা"র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এত অল্পকালের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়া আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা এই গ্রন্থ যে জনসাধারণের আদরের বস্তু হইয়াছে এবং আয়ুর্ব্বেদের উপর দিন দিন যে তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনী।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইল।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

১৭ নং কাশীনাথ দত্তের ষ্ট্রীট, নিমতলা ; কলিকাতা।

মতান্তরে স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজ প্রস্তুত করণ।

স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজ প্রস্তুত সম্বন্ধে শাস্ত্রে মতান্তর দৃষ্ট হয়। আমরা যে মত এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, উহাই সহজ, চারি প্রহরে প্রস্তুত হয়। প্রত্যুষে ছয়টার সময় চড়াইলে সন্ধ্যা ছয়টার সময় বা একটু অগ্রপশ্চাৎ উহার পাক শেষ হয়। এই নিয়মে মকরধ্বজ পাক করিতে হইলে, একখণ্ড খড়ীদ্বারা বোতলের মুখ রুদ্ধ করিতে হয়, তৎপরে বোতলের মধ্যস্থ কজ্জলী যখন গলিতে আরম্ভ হয়, তখনই ঐ খড়ী আপনি উঠিয়া যায়, কিন্তু জ্বাল মৃদু হইলে আপনি উঠিয়া যায় না, খড়ী খুলিয়া ফেলিতে হয়; তখন দেখা যায় কজ্জলী গলিয়া বোতলের গলায় সংলগ্ন হইয়াছে ও সেই জন্য বোতলের মুখ রুদ্ধপ্রায় হইয়াছে, তখন একটি লৌহশলাকা (হুকারশলা) আগুণে পোড়াইয়া বোতলের গলা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়, মধ্যে মধ্যে এইরূপ করিলেই চারি প্রহরে বা বারো ঘণ্টায়ই উহার পাক সমাধা হয়, এই সহজ মতই আমরা এই গ্রন্থে লিখিয়াছি, কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও তিন প্রকারে মকরধ্বজ পাক করা যায়।

১। আট প্রহরে বা এক দিন এক রাত্রিতে পাক। ২। বারো প্রহরে বা দুই দিন এক রাত্রিতে পাক। ৩। ষোল প্রহরে বা দুইদিন দুই রাত্রিতে পাক। এই তিন প্রকার মকরধ্বজ পাক করা অত্যন্ত কঠিন, ইহাতে যেমন অর্থব্যয়, তেমনি পরিশ্রম, তাহার পর যার জন্য এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম-স্বীকার, তাহা প্রস্তুত হইবে কি না তাহারও কোনই স্থিরতা নাই, কারণ সাধারণ মকরধ্বজের প্রস্তুতপ্রণালী আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে বোতলের মুখের ছিপি উঠাইয়া ফেলিতে হয়, সুতরাং বোতলের মধ্যে অনায়াসে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় ও পাক নিষ্পন্ন হইল কি না, অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু এই তিন প্রকারে মকরধ্বজ পাক করিতে হইলে এমন ভাবে বোতলের মুখ রুদ্ধ করিতে হয়, যেন কোনও প্রকারে ছিপি উঠিয়া যাইতে না পারে; সুতরাং পাক সমাধা হইল কি না তাহা বুঝিবার কোনও উপায় থাকে না, কেবল নির্দ্দিষ্ট নিয়মে জ্বাল দিয়া হাঁড়ী নামাইতে হয়। বিশেষতঃ উহাতে বোতলের মুখ রুদ্ধ থাকে বলিয়া সময় সময় বোতলের ছিপি উঠিয়া যাইতে দেখা যায় বা ছিপি উঠিতে না পারিলে বোতল কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া পড়ে অথবা বোতল ফাটিয়া যায়, কারণ মুখ রুদ্ধ

থাকায় বোতলের মধ্যস্থ ধূম নির্গত হইতে পারে না। এই সকল কারণে ঐ নিয়মে তিন চারি বার মকরধ্বজ পাকের চেষ্টা করিয়াও একবার কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন। কিন্তু বোতলের মুখ খোলা থাকিলে, ঐ সকল অসুবিধা কিছু-মাত্র ভোগ করিতে হয় না অথচ পাক সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হওয়া যায়, এই জন্যই আমরা সহজ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আরও দুই প্রকার মকরধ্বজ আছে, যথা—ষড়্গুণ-বলিজারিত মকরধ্বজ ও সিদ্ধ মকরধ্বজ, ইহাদের পাকের বিধান নিম্নে দ্রষ্টব্য।

ষড়্গুণ-বলিজারিত মকরধ্বজ। একটি বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে একটি মাটীর পাত্র রাখিয়া চুল্লীর উপর স্থাপন করিবে, তৎপরে যে পরিমাণ পারদ দ্বারা মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই পরিমাণে পারদের সমান গন্ধকচূর্ণ উক্ত মাটির পাত্রে প্রদান করিবে এবং উহা গলিয়া তৈলের ন্যায় হইলে তাহাতে সেই পারদ নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে ক্রমশঃ পারদের ছয়-গুণ গন্ধক দেওয়া হইলে ও তাহা হইতে ধূমনির্গম রহিত হইয়া আসিলে হাঁড়ী নামাইয়া ঐ পারদ বাহির করিয়া লইবে। এইরূপে শোধিত পারদ আট তোলা ও স্বর্ণের সূক্ষ্ম পাত এক তোলা একত্র মর্দন পূর্ব্বক উহার সহিত আট তোলা গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কজ্জলীকরত স্বর্ণসিন্দূরের ন্যায় চারি প্রহর পাক করিবে।

সিদ্ধমকরধ্বজ। বিশুদ্ধ পারদ ৮ তোলা ও বিশুদ্ধ স্বর্ণের সূক্ষ্মপাত ৪ তোলা একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক মিশ্রিত হইলে তাহার সহিত বিশুদ্ধ গন্ধক ১৬ তোলা মিশাইয়া আটপ্রহর মর্দ্দন করতঃ কজ্জলী করিবে, তৎপরে শ্বেত অঙ্কোট অর্থাৎ ধলা আঁকড়া ফলের রস, রক্তকার্পাস ফুলের রস ও ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা ঐ কজ্জলী পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে, পশ্চাৎ বোতলের মধ্যে স্থাপন করিয়া মকরধ্বজের ন্যায় চারি প্রহর পাক করিবে ও পাক শেষ হইলে নামাইয়া স্বর্ণসিন্দূর গ্রহণ করিবে। এই স্বর্ণসিন্দূরের সহিত পুনর্ব্বার দ্বিগুণ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কজ্জলীকরতঃ পূর্ব্বোক্ত তিনটি দ্রব্যের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক শুষ্ক করিবে ও বোতলের মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার চারিপ্রহর পাক করিবে। এইরূপে আরও একবার পাক করিলে সিদ্ধমকরধ্বজ প্রস্তুত হয়।

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

—:*:—

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রথমখণ্ড অপেক্ষা দ্বিতীয়খণ্ডে যাহাতে চিকিৎসা-বিধি ও ঔষধ-প্রয়োগ-প্রণালী বিস্তারিতরূপে সরল ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা পাইয়াছি। চিকিৎসা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। অতি সঙ্ক্ষেপে চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে যাঁহারা চিকিৎসা বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা উহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না, বিশেষতঃ এমন অনেক জটিল রোগ আছে, যাহাতে সহসা মারাত্মক উপসর্গ উপস্থিত হইয়া রোগীকে বিনষ্ট করিতে পারে, তখন মূল-রোগের চিকিৎসা কিয়ৎকাল স্থগিত রাখিয়া মারাত্মক উপসর্গের চিকিৎসা অগ্রে করিতে হয়; তজ্জন্য এই খণ্ডেও বিসূচিকা, অতিসার, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে উপসর্গের চিকিৎসা সরল ভাষায় বিস্তারিতরূপে পৃথক্ আলোচিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের যে সামান্য অভিজ্ঞতা আছে, তদ্দ্বারা চিকিৎসা-বিধি ও ঔষধ-প্রয়োগপ্রণালী যাহাতে উত্তরোত্তর অধিকতর সরল হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। প্রথমতঃ যখন এই দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন চিকিৎসকমণ্ডলী আমার এই গ্রন্থের জন্য এতাদৃশ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিবেন এবং এই কার্য্যে এতদূর অগ্রসর হইবে, এইরূপ আশা করিতে পারি নাই। যাহা হউক, এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, একমাত্র ভগবানের কৃপা ব্যতীত মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে এরূপ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাই সম্ভবপর হইত না। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থদ্বারা জনসাধারণ বিশেষ উপকৃত হইবেন, এরূপ আশা করাই আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, তবে প্রথমখণ্ড যেরূপ অত্যল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছে, তাহাতে আশা করিতেছি যে, এই খণ্ডও প্রথম খণ্ডের ন্যায় আদৃত হইবে।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

নিবেদন।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকেরা বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়া এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। গ্রন্থখানি যে ধরণে মুদ্রিত হইতেছে, ঐ ধরণের গ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদে এক খানিও নাই, সুতরাং বলিতে গেলে কেবলমাত্র রোগের লক্ষণ সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে বিশেষ সাহায্য পাই নাই, কারণ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে কেবল রোগের অধিকার ভেদে কতকগুলি করিয়া ঔষধ বিন্যস্ত হইয়াছে; কিন্তু ঐ সকল ঔষধের প্রয়োগ-প্রণালী, চিকিৎসাবিধি এবং মারাত্মক-উপসর্গের চিকিৎসা বিস্তারিত রূপে লিপিবদ্ধ হয় নাই; অথচ ঔষধের প্রয়োগ প্রণালী সবিশেষ জানা না থাকিলে, ঔষধ প্রয়োগই চলে না, এস্থলে একটী উপমা দিলে কথাটা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কুইনাইন আমাদের দেশে বহু প্রচলিত, জ্বর নষ্ট করা উহার প্রধান গুণ বা মুখ্যক্রিয়া। পিত্তনাশ করা ও বল বৃদ্ধি করা অপ্রধান গুণ বা গৌণক্রিয়া, কিন্তু কুইনাইনের এরূপ অনেক গুণ সত্ত্বেও প্রায়শঃ জ্বর বিনাশের জন্যই উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে; পিত্ত বিনাশের জন্য বা বলবৃদ্ধির জন্য উহা প্রায়শঃ ব্যবস্থা করা হয় না। কুইনাইন জ্বরনাশক ঔষধের মধ্যে এতাদৃশ শক্তিশালী অথচ উহার প্রয়োগ প্রণালী অনেকেই অবগত নহেন, এই জন্যই কেহ বা আমরসের অপকাবস্থায় কেহ বা অন্ত্রাদি পরিষ্কৃত না করিয়াই কুইনাইন প্রয়োগ করেন এবং তাহার ফলে রোগীর জ্বর আটকাইয়া প্লীহা-যকৃৎ প্রভৃতি মারাত্মক উপসর্গ উপস্থিত হয়, এই সকল কারণে যে কোনও ঔষধই হউক, তাহার প্রয়োগ প্রণালী উত্তমরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। প্রয়োগ প্রণালী না জানিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে, তদ্দ্বারা সর্ব্বদা বিপদ ঘটিতে নাও পারে; কিন্তু রোগীর রোগমুক্তির পক্ষে যে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে, তাহা বলাই বাহুল্য।

এইরূপ চিকিৎসাবিধি জানা না থাকিলেও কোনও রোগের চিকিৎসাই চলে না, আবার মারাত্মক উপসর্গের চিকিৎসা জানা না থাকিলে, চিকিৎসার অভাবে উপসর্গ দ্বারাই রোগী বিনষ্ট হইতে পারে; সুতরাং এসম্বন্ধে

চিকিৎসা-কার্য্যে ব্রতী হইয়া জ্ঞানলাভ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। আয়ুর্ব্বেদে চিকিৎসা-বিধি ও উপসর্গ চিকিৎসার যে সামান্য উল্লেখমাত্র দৃষ্ট হয়, তাহারই ক্ষীণসূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক চিকিৎসা-বিষয়ে আমাদের যে সামান্য অভিজ্ঞতা আছে, কেবল তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এই গ্রন্থ লিখিতে হইতেছে। ইহাতে উপদ্রব এবং মূল রোগের বিবিধ ঔষধ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার তাহার কারণ এই যে, সকল দেশের জল বায়ু এক প্রকার নহে, কোন দেশ উচ্চ; কোন দেশ জলব্যাপ্ত, আবার কোন দেশ পর্ব্বত বা বালুকা সমাচ্ছন্ন, সুতরাং সকল দেশের লোকের পক্ষে একই ঔষধ সমান কার্য্যকারী হয় না, আমি বিভিন্ন দেশে চিকিৎসা করিতে গিয়া ইহা পরীক্ষা করিবার অবসর পাইয়াছি; সুতরাং নানা শ্রেণীর ঔষধ এই গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হওয়ায় গ্রন্থের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে।

এই সকল কারণে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। এই গ্রন্থ চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে যতগুলি রোগের বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত রোগের চিকিৎসা-বিধি ও ঔষধ-প্রয়োগ-প্রণালী চতুর্থখণ্ডে লিপিবদ্ধ হইবে।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

দ্বিতীয় সংস্করণের বক্তব্য।

"আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা" দ্বিতীয়সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ নিঃশেষিত হওয়াতে, দিন দিন যে এই গ্রন্থের আদর বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

তৃতীয় সংস্করণ

এবারে দ্বিতীয় খণ্ডের ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এতদ্দ্বারা গ্রন্থের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে।

সূচীপত্র।

—*—

(প্রথম খণ্ড।)

পরিভাষা-প্রকরণ।

ত্রয়োদশ সন্নিপাত জ্বরের নামান্তর ও লক্ষণান্তর।

সন্নিপাতজ্বরে-ঔষধ।

জীর্ণ ও বিষমজ্বরে-ঔষধ।

চূর্ণ-প্রয়োগ বিধি।

প্রথমখণ্ডের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

সূচীপত্র

[দ্বিতীয় খণ্ড।]

—:*:—

প্রথমখণ্ডের সূচিপত্রের সহিত ইহার পত্রাঙ্কের মিল আছে।

অতীসারে-শূল-চিকিৎসা।

অতীসারে-পিপাসা-চিকিৎসা।

অতীসারে-বমন-চিকিৎসা।

অর্শে—উদরাধ্মান-চিকিৎসা।

অর্শে—কোষ্ঠবদ্ধ-চিকিৎসা।

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা

শোধন ও মারণবিধি

পারদশোধনবিধি ।

প্রস্তরখলে পারদ রাখিয়া রস্থনের স্বরস দ্বারা ঐ পারদ কিছুকাল মর্দ্দন করিবে, অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাকিয়া পানের রসে ঐ পারদকে পুনরায় মর্দ্দন করিবে ; তৎপরে পূর্ব্ববৎ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাকিয়া লইবে অথবা পান ও রস্থনের স্বরস একত্র করিয়া তদ্দ্বারা পারদকে রৌদ্রে ভাবনা দিয়া ঐ রস শুষ্ক হইলে, জলে ধৌত করিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাকিয়া লইবে ।

হিঙ্গুলোত্থপারদপ্রস্তুতবিধি ।

হিঙ্গুলকে নিম্বপত্ররসে অথবা জামীরের (গোড়ালেবুর) রসে এক প্রহর কাল মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকার করিয়া একটী দৃঢ় মৃণ্ময় হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন করিবে এবং ঐ হাঁড়ির মুখে একখানা শরা চিৎ করিয়া চাপা দিবে ; অনন্তর ঐ শরার সন্ধিস্থান মৃত্তিকা বা ময়দার লেই দ্বারা এরূপ ভাবে লিপ্ত করিবে, যেন হাঁড়ির মধ্য হইতে ধূম নির্গত না হয়, কারণ ধূম নির্গত হইলে তৎসঙ্গে পারা বহির্গত হইয়া যাইতে পারে ; তৎপরে শরার উপর কিছু জল দিয়া হাঁড়ির নিম্নে জ্বাল দিতে থাকিবে, শরার জল উষ্ণ হইলে, যখন ঐ জল হইতে ঈষৎ ধূম উঠিতে থাকিবে, তখন ঐ জল হাতা দ্বারা ফেলিয়া দিয়া পুনরায় শীতল জল দিবে এবং ঐ জল পূর্ব্ববৎ উষ্ণ হইলে আবার ফেলিয়া দিবে,

এইরূপ ভাবে প্রতিতোলা হিঙ্গুলে ৫ বার করিয়া জল পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। হিঙ্গুলোত্থিত পারদ শরার পৃষ্ঠে কালীর সহিত মিশ্রিত থাকে, সেই পারদকে প্রস্তরের খলে পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ ও ধৌত করিয়া কাপড়ে ছাকিলেই পরিষ্কৃত হয় ; এই পারদ অষ্টদোষ বর্জ্জিত ও সর্ব্বকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গন্ধকশোধনবিধি।

একখানা লৌহনির্ম্মিত হাতায় কিঞ্চিৎ ঘৃত রাখিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ গন্ধকের ক্ষুদ্রখণ্ড সমূহ ঐ হাতায় নিক্ষেপ করিবে এবং গন্ধকের খণ্ডসমূহ দ্রব হইলে, উহা দুগ্ধমধ্যে নিক্ষেপ করিবে, পরে ঐ দুগ্ধনিক্ষিপ্ত গন্ধককে জলে ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইলেই উহা বিশোধিত হয় ; এই রূপে শোধিত গন্ধক সর্ব্বকার্য্যে প্রযোজ্য।

কজ্জলীপ্রস্তুতবিধি।

পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াদ্বারা শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক তুল্যাংশে লইয়া একখানা প্রস্তরখলে মর্দ্দন করিবে, যাবৎ গন্ধক ও পারদ মিশ্রিত হইয়া কজ্জল প্রায় দৃষ্ট না হইবে, তাবৎ মর্দ্দন করিতে থাকিবে, পারদের সূক্ষ্মকণা-সমূহ অদৃশ্য হইলে কজ্জলী প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে। কোন ঔষধে পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ১ ভাগ উক্ত থাকিলে, সেই স্থানে কজ্জলী ২ ভাগ গ্রহণ করিবে ; যে ঔষধে গন্ধকের ভাগ অধিক থাকিবে, সেই ঔষধে কজ্জলীর সহিত অতিরিক্ত গন্ধক পূর্ব্বে মিশ্রিত করিয়া লইবে অর্থাৎ পারদ ২ তোলা এবং গন্ধক ৩ তোলা কোন ঔষধে আবশ্যক হইলে, সেই স্থানে ৪ চারিতোলা কজ্জলীর সহিত ১তোলা শোধিত গন্ধক উত্তমরূপে মদ্দন করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিবে। পারদশোধনবিধি ১ পৃষ্ঠায় ও গন্ধকশোধনবিধি ২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গুলশোধনবিধি।

হিঙ্গুলকে একখানা কাপড়ে বাঁধিয়া হাঁড়ির মধ্যে জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রসে নিমজ্জিত করতঃ হাঁড়ির নিম্নে জ্বাল দিবে ; কিছুকাল পরে ঐ হিঙ্গুল বাহির করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই হিঙ্গুল শোধিত হয়। এতদ্ব্যতীত বক-ফুলের পাতার রস দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া লইলেও হিঙ্গুল শোধিত হয়।

রসসিন্দুরপ্রস্তুতবিধি।

রসসিন্দুর প্রস্তুত সম্বন্ধে বিবিধ মত শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়; কিন্তু সর্ব্বদা ব্যবহৃত বিধি এই স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইল। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শোধিত পারদ ৮ তোলা এবং শোধিত গন্ধক পারদের সমান গ্রহণ করিয়া কজ্জলী করত ঐ কজ্জলীকে বটের অঙ্কুরের কাথদ্বারা ৩ বার ভাবনা দিবে; অনন্তর ঐ কজ্জলী মৃত্তিকালিপ্ত একটি কাচের বোতলে পূর্ণ করিয়া তাহার মুখ খড়ী দ্বারা বন্ধ করিবে এবং একটী মাটির হাঁড়ির নিম্নভাগে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে ঐ বোতল এরূপভাবে স্থাপন করিবে, যেন ঐ হাঁড়ীর ছিদ্রের উপর বোতল দণ্ডায়মান থাকে, তৎপরে ঐ হাঁড়ী বালুকাদ্বারা পূর্ণ করিয়া হাঁড়ীর নিম্নে জ্বাল দিবে, সময় সময় বোতলের মুখ উত্তপ্ত লৌহের শিকদ্বারা পরিষ্কার করিয়া দিবে, এরূপভাবে চারিপ্রহর জ্বাল দিলে সমস্ত পারদ বোতলের গলায় সংলগ্ন হইবে। বোতলের মধ্য হইতে অগ্নির আভা দৃষ্ট হইলে, পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে, তৎপরে বোতল শীতল হইলে ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্য হইতে রসসিন্দুর গ্রহণ করিবে। পারদ শোধন বিধি ১ পৃষ্ঠায় ও গন্ধক শোধনবিধি ২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণসিন্দুরপ্রস্তুতবিধি।

স্বর্ণপাত ১ তোলা শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে শোধন করিয়া কাঁচিদ্বারা অতি সূক্ষ্মরূপে কর্ত্তন করিবে: পরে উহার সহিত শোধিত পারদ ৮ তোলা মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে, স্বর্ণের সহিত পারদ মিশ্রিত হইলে, উহাতে শোধিত গন্ধক ৮ তোলা প্রদান পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া মৃত্তিকালিপ্ত বোতলে পূর্ণ করিবে, পরে সচ্ছিদ্র হাঁড়ীর উপর ঐ বোতল স্থাপন করিয়া বোতলের গলার নিম্নভাগ পর্য্যন্ত বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিবে, এবং গলদেশ সম্যক্‌রূপে লবণে বেষ্টিত করিয়া বোতলের মুখ খড়ী দ্বারা রুদ্ধ করত রস-সিন্দূরের পাকের নিয়মানুসারে ৪ প্রহর পাক করিবে; বোতলের মধ্য হইতে অগ্নির আভা দৃষ্ট হইলে, পাক শেষ হইয়াছে জানিবে; বোতল শীতল হইলে ভগ্ন করিয়া স্বর্ণসিন্দূর গ্রহণ করিবে এবং বোতলের নিম্নস্থস্বর্ণ যথোক্ত নিয়মানুসারে পুট দিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে। স্বর্ণ শোধন বিধি ৮ পৃষ্ঠায়, পারদ শোধনবিধি ১ পৃষ্ঠায় ও গন্ধক শোধনবিধি ২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অভ্রশোধনবিধি।

বালুকারহিত কৃষ্ণাভ্র ও অভ্রের এক চতুর্থাংশ শালিধান্য একখণ্ড কম্বলে বদ্ধ করিয়া ৩ দিন জলমধ্যে রাখিবে, পরে ঐ অভ্র হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিলে কম্বল হইতে যে অভ্রচূর্ণ বহির্গত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে; শাস্ত্রকারগণ ইহাকেই ধান্যাভ্র নামে নির্দ্দেশ করেন, এই অভ্র অগ্নির উত্তাপে ভাজিয়া কুলের কাথে নিক্ষেপ করিবে, অনন্তর হস্তদ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই উহা বিশোধিত হয়।

অভ্রভস্মবিধি।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শোধিত ধান্যাভ্র একদিন আকন্দের ক্ষীরে পেষণ পূর্ব্বক ছোট চাকির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। অনন্তর ঐ অভ্র আকন্দের পাতার দ্বারা বেষ্টিত করিয়া একখানা শরার মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক অন্য শরাদ্বারা রুদ্ধ করিবে এবং শরাদ্বয়ের মুখ মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া একটি গর্ত্তমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক বনঘুটিয়ার অগ্নিদ্বারা তীব্রপুট প্রদান করিবে। এইরূপে অভ্রকে পুনরায় আকন্দের ক্ষীরে পেষণ পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া আকন্দের পাতা বেষ্টিত করিবে এবং পূর্ব্ববৎ দুই খানা শরার মধ্যে রাখিয়া পুট দিবে; এই প্রকার আকন্দের ক্ষীরে সাতবার পুট প্রদান করা কর্ত্তব্য; অনন্তর বটের কুড়ির কাথ প্রস্তুত করিয়া উক্ত কাথ দ্বারা অভ্র পেষণ পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া ৩ বার তীব্র পুট দিবে, এইরূপে অভ্র ভস্ম হয়; উহা দেখিতে রক্তবর্ণ এবং সমস্ত ঔষধে প্রয়োজ্য; অথবা শোধিত ধান্যাভ্র গোমূত্রে পেষণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, অনন্তর ২ খানা শরার মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া ঘুটিয়ার আগুণে পুনঃ পুনঃ পুট প্রদান করিবে, এইরূপ ক্রিয়া দ্বারাও অভ্র ভস্ম হয়। শত পুটিত অভ্র সমস্ত ঔষধে ব্যবহৃত হয়, সহস্রবার পুট প্রদান করিলে অভ্র বিশেষ গুণশালী হয়, এই অভ্র রসায়নে প্রয়োজ্য।

লৌহশোধনবিধি।

লৌহকে চূর্ণ করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করত কদলীমূলের জলে নিক্ষেপ করিবে, এইরূপ ৭ বার উত্তপ্ত করিয়া ৭ বার কদলীমূলের জলে নিক্ষেপ করিলে লৌহ শোধিত হয়। এইরূপে সর্ব্বপ্রকার লৌহ শোধন করিবে। যাহারা তুবড়ী

প্রভৃতি বাজী প্রস্তুত করে, তাহারা অনায়াসে লৌহ চূর্ণ করিয়া দিতে পারে, কিন্তু এই সুবিধা না থাকিলে, গোমূত্রে দীর্ঘকাল ভিজাইয়া রাখাই কর্ত্তব্য।

লৌহভস্মবিধি।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শোধিত লৌহচূর্ণ কিছুদিন (৩।৪ মাস) গোমূত্রে রাখিবে, অনন্তর গোমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক গোলাকার করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং ২ হস্ত পরিমিত গভীর গর্ত্তমধ্যে বনঘুটিয়া দ্বারা ঐ লৌহে তীব্র পুট প্রদান করিবে; এইরূপে গোমূত্রে পেষণ করিয়া একশত বার পুট দিলে লৌহ ভস্ম হয় এবং তাহা ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সহস্রবার পুট দিলে সেই লৌহ রসায়নে ব্যবহৃত হয়।

মণ্ডূরশোধনবিধি।

লৌহ অগ্নিতে দগ্ধ করিলে তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহাকে মণ্ডূর কহে, শতাধিক বর্ষের মণ্ডূর সমধিক গুণবিশিষ্ট; অশীতি বর্ষের মণ্ডূর মধ্যম; ষাট বৎসরের মণ্ডূর অধম; ইহা অপেক্ষা অল্পকালের মণ্ডূর বিষসদৃশ; সুতরাং তাহা অব্যবহার্য্য। সাধারণতঃ মণ্ডূর মৃত্তিকাভ্যন্তরে ও জলাশয় ইত্যাদি খনন করিতে অনেক সময়ে পাওয়া যায়, এই মণ্ডূর গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে ধৌত ও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে; এইরূপ ৭বার দগ্ধ করিয়া ৭ বার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিলে মণ্ডূর বিশোধিত হয়।

মণ্ডূরভস্মবিধি।

শোধিত মণ্ডূর চূর্ণ করিয়া গোমূত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক বর্ত্তুলাকার করিবে, অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গর্ত্তমধ্যে বনঘুটিয়া দ্বারা পুনঃ পুনঃ লৌহবৎ পুটপাক করিবে; এক শত পুট প্রদান করিলে মণ্ডূর সমধিক গুণশালী হয়।

বঙ্গশোধনবিধি।

পদ্মরাঙ লৌহপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া চূনের জলে নিক্ষেপ করিয়া ২ ঘণ্টা কাল জ্বাল দিলেই বঙ্গ শোধিত হয়। দ্রবীভূত পদ্মরাঙ চূণের জলে নিক্ষেপ কালে অতি সাবধান হওয়া আবশ্যক, যেহেতু উহার কণা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া চক্ষু, মুখ ও কর্ণ প্রভৃতি বিনষ্ট করিতে পারে।

বঙ্গভস্মবিধি।

উল্লিখিত নিয়মে শোধিত পদ্মরাঙ্ লৌহপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নির উত্তাপে দ্রব করিবে; অনন্তর পদ্মরাঙের সমান শুষ্ক হরিদ্রা উহাতে নিক্ষেপ করিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবে, হরিদ্রা ভস্মসাৎ হইলে পদ্মরাঙের তুল্যাংশ যমানী উহাতে প্রদান করিবে এবং পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিতে থাকিবে, যমানী ভস্ম হইলে, পদ্মরাঙের সমান জীরা প্রদান করিবে এবং জীরা ভস্ম হইলে পদ্মরাঙের সমান তেঁতুলবৃক্ষের শুষ্ক-ছাল প্রদান করিবে এবং উহা ভস্মীভূত হইলে পদ্মরাঙের সমান অশ্বত্থবৃক্ষের শুষ্কছাল প্রদান করিবে ও সর্ব্বদা লৌহদণ্ডদ্বারা আলোড়ন করিবে, এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা পদ্মরাঙ্ ভস্ম হয়; ইহাকে বঙ্গভস্ম বলে। এই বঙ্গ ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ কেবলমাত্র শুষ্ক সিদ্ধিপত্র (ভাঙ্গ) দ্বারা বঙ্গ ভস্ম করিয়া থাকেন। বঙ্গভস্মকে দুগ্ধ দ্বারা ছানিয়া গোলাকার ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ঘুটিয়ার আগুণে একটি পুট দিলে উহা আরও উৎকৃষ্ট হয়।

সীসকশোধনবিধি।

সীসকের শোধন বিধি বঙ্গের ন্যায়।

সীসকভস্মবিধি।

শোধিত সীসক লৌহপাত্রে দ্রব করিবে, অনন্তর উহাতে অল্প পরিমাণে যবক্ষার (সোরা) প্রদান করিবে এবং লৌহদণ্ডদ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিতে থাকিবে, এইরূপ অল্প যবক্ষার সহিত তীব্র অগ্নির উত্তাপে জ্বাল দিলে সীসক ভস্ম হয়, যাবৎ সীসক রক্তবর্ণ ও চূর্ণাকার না হইবে, তাবৎকাল অল্প অল্প যবক্ষার দিয়া জ্বাল দিবে এবং লৌহদণ্ডদ্বারা আলোড়ন করিবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা সীসক ভস্ম হয় এবং তাহাই ঔষধে প্রয়োজ্য।

তাম্রশোধনবিধি।

তাম্র পিটিয়া পাত করত গোমূত্র সহ একপ্রহর তীব্রাগ্নিতে পাক করিবে, এইরূপে তাম্র দোষবিহীন ও শোধিত হয়।

তাম্রভস্মবিধি।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শোধিত তাম্রপাতের দ্বিগুণ পরিমিত হিঙ্গুল জম্বীরের

(গোড়ালেবুর) রসে মর্দ্দন করিয়া ঐ হিঙ্গুলদ্বারা তামার পাত লেপন করিবে; অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ২ খানা শরার মধ্যে ঐ তামার পাত স্থাপন পূর্ব্বক সন্ধি স্থান মৃত্তিকাদ্বারা লিপ্ত করিবে এবং ঐ মূষা শুষ্ক হইলে বনঘুটিয়াদ্বারা তীব্র পুট প্রদান করিবে; এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা তাম্র ভস্ম হয়। শোধিত তাম্রকে দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত মূষামধ্যে স্থাপন করিয়া ২।৩ বার তীব্রপুট দিলেও তাম্র ভস্ম হয়।

তাম্রেরঅমৃতীকরণ।

তাম্র ভস্মকে ছোলঙ্গলেবুর রসে বা গোড়ালেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া শুষ্ক করিবে; অনন্তর একটী ওলের মধ্যে পূর্ণ করিয়া উপরে মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক গজপুট প্রদান করিবে, এইরূপে তাম্রের অমৃতীকরণ সমাধা হয়। এই তাম্র বমন, বিরেচন, অরুচি ও ভ্রান্তিদোষবিহীন; ইহা প্রমেহ, কুষ্ঠ ও অন্যান্যরোগের বিবিধ ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পিত্তল ও কাংস্যশোধনবিধি।

পিত্তল ও কাংস্যের শোধন তাম্রের ন্যায় জানিবে।

পিত্তল ও কাংস্যভস্মবিধি।

পিত্তল ও কাংস্যের ভস্ম প্রণালী তাম্রবৎ জানিবে।

খর্পরশোধনবিধি।

খর্পর (দস্তা) একখণ্ড কাপড়ে আবদ্ধ করিয়া একটী পাত্রের মধ্যে ঝুলাইয়া ঐ পাত্র গোমূত্রে পূর্ণ করিবে, অনন্তর ঐ পাত্রের নিম্নে জ্বাল দিতে থাকিবে, এরূপ ৩।৪ প্রহর জ্বাল দিলে খর্পর বিশোধিত হয়।

খর্পরভস্মবিধি।

শোধিতখর্পরকে একটী লৌহপাত্রে রাখিয়া অগ্নিতে গলাইবে, অনন্তর উহাতে অল্প অল্প সৈন্ধবলবণ দিয়া জ্বাল দিবে এবং পলাশবৃক্ষের দণ্ডদ্বারা ঐ খর্পর আলোড়ন করিতে থাকিবে; যাবৎ ঐ খর্পর ভস্মীভূত অর্থাৎ চূর্ণাকার না হয়, তাবৎ সৈন্ধবলবণ প্রদান করিবে ও দণ্ডদ্বারা আলোড়ন করিবে; এইরূপে খর্পর ভস্ম হইয়া থাকে।

রৌপ্যশোধনবিধি।

রৌপ্য পাত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ তিলতৈল, তক্র (ঘোল) গোমূত্র, কাঁজি ও কুলথকলায়ের কাথ, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে সাতবার করিয়া নিক্ষেপ করিবে; এইরূপে রৌপ্য শোধিত হয়। সাবধানে উত্তপ্ত করা উচিত, কারণ বেশী উত্তাপ দিলে রৌপ্য গলিয়া যাইতে পারে।

রৌপ্যভস্মবিধি।

শোধিতরৌপ্যের সমান স্বর্ণমাক্ষিক ও গন্ধক এই উভয় দ্রব্য একত্র করিয়া আকন্দের ক্ষীরদ্বারা মর্দ্দন করিবে; পরে উক্ত মর্দ্দিতদ্রব্য দ্বারা রৌপ্য-পাত লেপন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং মূষামধ্যে ঐ পাত রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা মূষা লেপন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, তৎপরে গভীর গর্ত্তমধ্যে বনঘুটিয়ার অগ্নিদ্বারা পুট দিবে, এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা মূষান্তর্গত রৌপ্য ভস্ম হয়; মূষা হইতে রূপার পাত পৃথক করতঃ প্রস্তরখলে চূর্ণ করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে। অথবা কিঞ্চিৎ হরিতাল জলে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা রৌপ্য পাত লেপন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, এবং মূষার মধ্যে রৌপ্যপাত স্থাপন করিয়া উহার ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে শোধিত গন্ধক চূর্ণ রাখিয়া পুট দিবে। এইরূপে ১২ পুটেই রৌপ্য ভস্ম হইয়া থাকে। ঘুটিয়া ২০।২৫ খানির বেশী দেওয়া উচিত নহে; কারণ বেশী ঘুটিয়া দিলে প্রবল অগ্নির উত্তাপে রৌপ্য গলিয়া যাইতে পারে।

স্বর্ণশোধনবিধি।

সোণার পাত অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া রৌপ্য শোধনের নিয়মানুসারে তৈলাদি পঞ্চদ্রব্যের প্রত্যেকের মধ্যে সাতবার নিক্ষেপ করিলেই স্বর্ণ শোধিত হয়। স্বর্ণ সাবধানে উত্তপ্ত করা উচিত, কারণ বেশী উত্তাপ দিলে উহা গলিয়া যাইতে পারে।

স্বর্ণভস্মবিধি।

বিশোধিত স্বর্ণের পাতকে কাঁচিদ্বারা অতি সূক্ষ্মরূপে কর্ত্তন করিয়া উহার দ্বিগুণ বিশুদ্ধ পারদ গ্রহণ করিবে, অনন্তর স্বর্ণ ও পারদ উভয়দ্রব্য একত্র

করিয়া একটী প্রস্তরখলে দৃঢ়রূপে দুইদিন মর্দ্দন করিবে; কারণ উত্তমরূপে মর্দ্দন না করিলে স্বর্ণ সহজে ভস্ম হয় না; তৎপর পারদের সমান গন্ধক উহাতে মিশ্রিত করতঃ কজ্জলী করিয়া মূষামধ্যে স্থাপন করিবে, অনন্তর মৃত্তিকা সংযুক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মূষা দৃঢ়রূপে লিপ্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক হইলে, ত্রিশখানি বনঘুটিয়া দ্বারা উহাকে গর্ত্তমধ্যে পুট দিবে, তৎপরে ঐ স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া পুনরায় সমভাগ পারদ স্বর্ণের সহিত মিশ্রিত করতঃ গন্ধক সহ কজ্জলী করিয়া মূষামধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ত্রিশখানি বনঘুটিয়া দ্বারা পুটপাক করিবে; এইরূপ সর্ব্বসমেত ২।৩ বার পুট দিলেই স্বর্ণ ভস্ম হইয়া সর্ব্বকার্য্যোপ-যোগী হয়। ঘুটিয়া বেশী দিলে সোণা গলিয়া যাইতে পারে; সুতরাং ২৫।৩০ খানির বেশী দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

স্বর্ণমাক্ষিকশোধনবিধি।

তিনভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও একভাগ সৈন্ধবলবণ একত্র করিয়া জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রস সহ লৌহপাত্রে পাক করিবে এবং লৌহদণ্ডদ্বারা আলো-ড়ন করিতে থাকিবে, যাবৎ লৌহপাত্র রক্তবর্ণ না হয়, তাবৎ ঐ প্রকার জ্বাল দিবে এবং রক্তবর্ণ হইলে স্বর্ণমাক্ষিক বিশুদ্ধ হইয়াছে জানিবে।

স্বর্ণমাক্ষিকভস্মবিধি।

শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ ও তাহার চারিভাগের এক ভাগ গন্ধক একত্র করিয়া এরণ্ডতৈলে মর্দ্দন করিবে, পরে উহাকে চাকির ন্যায় করিয়া একখানা শরার মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক অন্য শরাদ্বারা মুখবন্ধ করিবে এবং মৃত্তিকাদ্বারা দৃঢ়রূপে সন্ধিস্থান লিপ্ত করিয়া গর্ত্তমধ্যে বনঘুটিয়ার দ্বারা তীব্রপুট প্রদান করিবে, এইরূপে ঐ স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম হইয়া সিন্দূরের ন্যায় বর্ণ ধারণ করে।

রৌপ্যমাক্ষিকশোধনবিধি।

রৌপ্যমাক্ষিককে কাকরোল, মেড়াশিঙ্গী ও গোড়ালেবুর রসদ্বারা একদিন রৌদ্রে পুনঃপুনঃ ভাবনা দিবে; এই প্রক্রিয়াদ্বারা রৌপ্যমাক্ষিক বিশোধিত হইয়া থাকে।

রৌপ্যমাক্ষিকভস্মবিধি।

স্বর্ণমাক্ষিকের ন্যায় রৌপ্যমাক্ষিক ভস্ম করিবে।

পিণ্ডহরিতালশোধনবিধি।

হরিতালকে বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করিয়া একটী হাঁড়ির মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিবে, অনন্তর সেই হাঁড়ীতে চাল কুমড়ার রস এমতভাবে প্রদান করিবে, যেন হরিতাল সর্ব্বদা কুমড়ার রসে নিমজ্জিত থাকে, তৎপরে হাঁড়ীর নিম্নে অগ্নির তাপ প্রদান করিবে; এরূপভাবে এক প্রহর পাক করিয়া চূণের জলে পূর্ব্ববৎ এক প্রহর পাক করিবে; অনন্তর তৈলে এক প্রহর পাক করিলেই হরিতাল বিশোধিত হয়। কেহ কেহ কেবলমাত্র চূণের জলে পাক করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বংশপত্রহরিতালশোধনবিধি।

বংশপত্র হরিতালকে চূণের জলে সাত বার ভাবনা দিয়া লইলে উহা বিশোধিত হয়।

হরিতালভস্মবিধি।

শোধিত হরিতালকে পুনর্ণবার রসে একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকার করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে; অনন্তর একটী হাঁড়ীর অর্দ্ধাংশে পুনর্ণবাক্ষার স্থাপন করিয়া তদুপরিভাগে শরাদ্বয়ে অবরুদ্ধ হরিতাল স্থাপন করিবে এবং তদুপরিভাগে পুনর্ণবার ক্ষার প্রদান পূর্ব্বক হাঁড়ীর গলদেশ পর্য্যন্ত ঐ ক্ষারে পূর্ণ করিবে, তৎপরে হাঁড়ীর মুখ অন্য একখানা শরাদ্বারা রুদ্ধ করতঃ সন্ধিস্থান লিপ্ত করিয়া হাঁড়ীতে ৫ দিন পর্য্যন্ত সর্ব্বদা জ্বাল দিতে থাকিবে এবং অগ্নিজ্বাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে; এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা উভয় প্রকার হরিতাল ভস্ম হয়, ইহা বিবিধরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহার মাত্রা ১ রতি।

রসমাণিক্যপ্রস্তুতবিধি।

শোধিত বংশপত্রহরিতালকে কুমড়ার জলে ৩ বার বা ৭ বার ভাবনা দিয়া পুনরায় দধির মাত বা কোনও অম্লরসে ৩ বার বা ৭ বার ভাবনা দিবে,

অনন্তর ঐ হরিতালকে শুষ্ক করিয়া তণ্ডুলাকৃতি করত দুইখানা শরা দ্বারা অবরুদ্ধ করিবে এবং শরাদ্বয়ের সন্ধিস্থান পেষিত কুলের পাতাদ্বারা লিপ্ত করিবে, এইরূপে ঐ হরিতালপূর্ণ শরা বালুকাদ্বারা অর্দ্ধ পরিপূরিত হাঁড়ীর মধ্যস্থলে রাখিয়া তাহার উপরিভাগ বালুকাদ্বারা পূর্ণ করিবে; অনন্তর ঐ হাঁড়ীতে জ্বাল প্রদান করিতে থাকিবে, যাবৎকাল পাত্রের নিম্নভাগ অরুণবর্ণ না হয়, তাবৎ অগ্নির তাপ প্রদান করিবে।

গোদন্তহরিতালশোধনবিধি।

হাঁড়ীর মধ্যে কিছু গোময় রাখিয়া তদুপরি একটী পান রাখিবে এবং তদুপরি গোদন্তহরিতাল স্থাপন করিয়া ঐ হাঁড়ীর উপর অন্য একটী হাঁড়ী উত্তানভাবে স্থাপন করিবে এবং উভয় হাঁড়ীর সন্ধিস্থান লেপন করত ঐ হাঁড়ীর নিম্নে ১ দিন অগ্নির তাপ প্রদান করিবে. এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা গোদন্ত-হরিতাল শোধিত হয়।

মনঃশিলাশোধনবিধি।

মনঃশিলাকে চূণের জলে সাতবার ভাবনা দিলে মনঃশিলা শোধিত হইয়া ঔষধে ব্যবহাপযোগী হয়।

দারুমুজশোধনবিধি।

সাদা ও লাল দারমুজের শোধনবিধি পিণ্ডহরিতালের ন্যায় জানিবে।

সোহাগাশোধনবিধি।

সোহাগাকে কোন পাত্রে রাখিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া খৈ করিলেই সোহাগা শোধিত হয়। এই সোহাগার খৈ ঔষধে প্রযোজ্য।

কড়িশোধনবিধি।

কড়িকে কাঁজি দ্বারা জ্বাল দিলে উহা বিশোধিত হয়।

কড়িভস্মবিধি।

শোধিত কড়িকে অঙ্গারাগ্নিতে দগ্ধ করিলে, দগ্ধ হইয়া যখন ফুলিয়া উঠিবে তখন শীতল করিয়া পেষণ করিলেই কড়িভস্ম হয়।

মৌক্তিকশুক্তি ও জলশুক্তি শোধনবিধি।

শুক্তিকে একখণ্ড কাপড়ে বান্ধিয়া একটী হাঁড়ীতে ঝুলাইবে, অনন্ত জম্বীর রস ও কাঁজিতে নিমজ্জিত করিয়া জ্বাল দিলেই শুক্তি শোধিত হয়।

মৌক্তিকশুক্তি ও জলশুক্তিভস্মবিধি।

শোধিত শুক্তিকে অঙ্গারাগ্নিতে দগ্ধ করিতে করিতে যখন উহা চূণের ন্যায় সাদা হইবে ও অনায়াসে ভগ্ন হইবে, তখন শুক্তি ভস্ম হইয়াছে বুঝিবে।

শঙ্খশোধনবিধি।

শঙ্খ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাপড়ে বদ্ধ করত জম্বীর (গোড়ালেবু) রসে ও কাঁজিতে শুক্তির ন্যায় পাক করিবে; অনন্তর উষ্ণজলে ধৌত করিয়া লইলেই শঙ্খ শোধিত হয়। শঙ্খনাভির শোধন ও ভস্মপ্রণালী শঙ্খের ন্যায়।

শঙ্খভস্মবিধি।

শোধিতশঙ্খ মূষামধ্যে স্থাপন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলে শঙ্খ ভস্ম হয়।

সমুদ্রফেনশোধনবিধি।

সমুদ্রফেণকে কাগজীলেবুর রসের সহিত পেষণ করিলে উহা শোধিত হয়।

সৌরাষ্ট্রীমৃত্তিকাশোধনবিধি।

সৌরাষ্ট্রীমৃত্তিকা গব্যদুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া লইলেই বিশোধিত হয়।

গৈরিকশোধনবিধি।

গেরিমাটীকে জম্বীর (গোড়ালেবু) রসে পাক করিলেই উহা বিশোধিত হইয়া থাকে।

রসাঞ্জনশোধনবিধি।

রসাঞ্জনকে একদিন জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রসে ভাবনা দিলে উহা বিশোধিত হয়।

হীরাকসশোধনবিধি।

হীরাকসকে ভৃঙ্গরাজ (ভীমরাজ) রসের সহিত কিছুকাল পাক করিলে নির্ম্মল হইয়া বিশোধিত হয়।

তুত্থকশোধনবিধি।

তুত্থক (তুঁতে) ও তাহার অর্দ্ধাংশ গন্ধক একত্র করিয়া মূষামধ্যে পূর্ণ করত মূষার উপরি ভাগ মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিবে; অনন্তর মূষা শুষ্ক হইলে কিছুকাল অগ্নিতে দগ্ধ করিবে; এইরূপে তুত্থক শোধিত হয়।

কঙ্কুষ্ঠশোধনবিধি।

কঙ্কুষ্ঠ কাঁজিতে এক প্রহর ভিজাইয়া রাখিলে শোধিত হয়।

স্ফটিকশোধনবিধি।

ফিট্‌কিরি অগ্নি সন্তাপে ফুটাইয়া লইলেই শোধিত হয়।

নিশাদলশোধনবিধি।

নিশাদলকে উষ্ণজলে মর্দ্দন পূর্ব্বক উষ্ণ জলে গুলিয়া একখণ্ড মোটা কাপড়দ্বারা ছাকিবে এবং কিছুকাল একটী পাত্রে রাখিবে, অনন্তর ঐ জল শীতল হইলে, পাত্রের নিম্নস্থিত নিশাদলের দানা গ্রহণ করিবে; এইরূপে শোধিত নিশাদল ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

যবক্ষারপ্রস্তুতবিধি

যবের শুক (শুয়া) অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহা হইতে ⁄২ সের পরিমিত ভস্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জলে মিশ্রিত করিবে; অনন্তর ঐ জল ক্রমান্বয় একুশবার মোটা কাপড় দ্বারা ছাকিয়া তীব্র অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে, এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা জল নিঃশেষ হইলে, পাকপাত্রে যবক্ষার দৃষ্ট হয়।

যবক্ষারশোধনবিধি।

যবক্ষার উষ্ণ জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক উষ্ণজলে গুলিয়া একটী পাত্র মধ্যে রাখিবে এবং ঐ জল শীতল হইলে পাত্রের নিম্নসঞ্চিত বিশুদ্ধ যবক্ষার গ্রহণ করিবে।

হীরকশোধনবিধি।

হীরককে কণ্টকারীর মূলের মধ্যে পূর্ণ করিয়া বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ করত একটী হাঁড়ীতে ঝুলাইয়া রাখিবে, অনন্তর ঐ হাঁড়ীতে কুলত্থ কলাইয়ের কাথ প্রদান করিয়া জ্বাল দিবে, ঐ কাথ নিঃশেষ হইলে ঐ হাঁড়ীতে কোদধান্যের কাথ প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় জ্বাল দিবে ; এইরূপে তিন দিন পাক করিলে হীরক বিশোধিত হয়।

হীরকভস্মবিধি।

শোধিত হীরককে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত কুলত্থ কলায়ের কাথে নিঃক্ষেপ করিবে ; এইরূপে ২১ একুশবার দগ্ধ করিয়া নিক্ষেপ করিলে হীরক ভস্ম হয়।

মুক্তা ও প্রবালশোধনবিধি।

মুক্তাকে বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করত একটী পাত্রে ঝুলাইয়া ঐ পাত্র জয়ন্তীপাতার রসে পূর্ণ করিবে ও পাত্রের নিম্নে অগ্নিতাপ প্রদান করিতে থাকিবে, এইরূপে এক প্রহর পাক করিলে মুক্তা শোধিত হয়। প্রবালের শোধনবিধিও মুক্তার ন্যায় জানিবে।

মুক্তা ও প্রবালভস্মবিধি।

শোধিত মুক্তাকে লঘু পুটে পাক করিলে উহা ভস্ম হয়। প্রবালের ভস্ম-বিধিও মুক্তার ন্যায় জানিবে।

বৈক্রান্তশোধন ও ভস্মবিধি।

বৈক্রান্তের শোধন ও ভস্মবিধি হীরকের শোধন ও ভস্মবিধিবৎ জানিবে।

বিবিধরত্নশোধনবিধি।

পদ্মরাগ ইত্যাদি রত্নকে বস্ত্র খণ্ডে বদ্ধ করিয়া একটী হাঁড়ীর মধ্যে ঝুলাইয়া জম্বীর (গোড়ালেবু) রসে বা ছোলঙ্গলেবুর রসে নিমজ্জিত করিবে ; অনন্তর ঐ হাঁড়ীর নিম্নে জ্বাল প্রদান করিবে ; এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা রত্নসমূহ বিশোধিত হয়।

বিবিধরত্নভস্মবিধি।

কুলথ কলায়ের ক্বাথ দ্বারা মনঃশিলা, হরিতাল ও গন্ধক মর্দ্দন করিয়া ঐ মর্দ্দিত দ্রব্যদ্বারা রত্নসমূহকে বেষ্টন পূর্ব্বক মূষামধ্যে স্থাপন করিবে; অনন্তর ঐ মূষা মৃত্তিকাদ্বারা লিপ্ত করিয়া পুটপাক করিবে; এইরূপ আটবার পুট-পাক করিলে রত্নসমূহ ভস্মীভূত হয়।

উপরত্নশোধন ও ভস্মবিধি।

পেরোজ, কাচ, স্ফটিক ও বিবিধ বর্ণের মণির শোধন ও ভস্মবিধি রত্নের শোধন ও ভস্মবিধিবৎ জানিবে।

রাজপট্টশোধন ও ভস্মবিধি।

রাজপট্ট চূর্ণ করিয়া উহার সহিত গব্যঘৃত মিশ্রিত পূর্ব্বক বস্ত্র খণ্ডে বদ্ধ করিবে; অনন্তর ঐ রাজপট্ট লৌহপাত্রে ঝুলাইয়া মহিষের দুগ্ধে নিমজ্জিত করতঃ অগ্নির তাপ প্রদান করিবে, এইরূপে দুগ্ধ নিঃশেষ হইলে, সৈন্ধবলবণে, ক্ষারবর্গে ও শজিনার রসে নিক্ষেপ করিয়া ছোলঙ্গলেবুর রসে বা জম্বীররসে একদিন ভাবনা দিবে এবং বস্ত্রবদ্ধ করিয়া ঐ রসের সহিত পুনরায় পাক করিলে রাজপট্ট বিশোধিত হয়। শোধিত রাজপট্টকে পুটপাক করিলে ভস্মীভূত হয়।

শিলাজতুশোধনবিধি।

শিলাজতুকে গোদুগ্ধে, ত্রিফলাক্বাথে ও ভীমরাজরসে যথাক্রমে মর্দ্দন পূর্ব্বক এক দিন করিয়া ভাবনা দিলে বিশোধিত হয়।

নখীশোধনবিধি।

নখীকে কাঁচা তেঁতুলের রসে অথবা গোময় রসে সিদ্ধ করিয়া ভাজিয়া লইবে; অনন্তর গুড় ও হরীতকীর জলে ভিজাইয়া লইলেই নখী বিশুদ্ধ হয়।

বিষশোধনবিধি।

বিষকে (কাঠবিষকে) খণ্ড খণ্ড করিয়া ২।৩ ঘণ্টা গোমূত্রে পাক করতঃ জলে ধৌত করিবে; অনন্তর উপরিস্থিত ত্বক্ ফেলিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই বিষ শোধিত হয়।

কৃষ্ণসর্পবিষশোধনবিধি।

যুবা ও বলবান্ কৃষ্ণসর্পের নূতনবিষ গ্রহণ করিয়া সর্ষপতৈল দ্বারা আপ্লুত করিবে; অনন্তর রৌদ্রে ঐ বিষ শুষ্ক করিয়া পানের রস, বক বৃক্ষের পত্রের রস ও কুড়ের কাথ, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা যথাক্রমে ৩ বার ভাবনা দিবে; এইরূপে সর্পবিষ বিশুদ্ধ হয় এবং ইহাই ঔষধে প্রযোজ্য।

জৈপালবীজশোধনবিধি।

জৈপালের খোসা পরিত্যাগ করিয়া শুভ্রবর্ণ বীজ গ্রহণ করিবে; অনন্তর ঐ বীজ দ্বিখণ্ড করিয়া মধ্যস্থ জিহ্বাসদৃশ সূক্ষ্মপাত সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্তর খলে মর্দ্দন করিবে; পরে উহা নূতন শরায় লেপন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই উহার তৈল নিঃশেষিত হয়, এইরূপে উহা তৈলরহিত হইলে উহাকে বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করতঃ একটী পাত্রে ঝুলাইয়া গোদুগ্ধ সহ অগ্নিতে এক প্রহর পাক করিবে; এইরূপে জৈপালবীজ বিশোধিত হয়।

ধুস্তূরবীজশোধনবিধি।

ধুস্তূরবীজকে বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করতঃ একটী গোদুগ্ধপূর্ণ পাত্রে ঝুলাইয়া নিম্নে অগ্নির তাপ প্রদান করিবে, এইরূপে ২ ঘণ্টা কাল গোদুগ্ধ সহ পাক করিয়া জলে ধৌত পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই ধুস্তূরবীজ শোধিত হয়।

সিদ্ধিবীজ ও সিদ্ধিশোধনবিধি।

সিদ্ধির বীজ ধুস্তূর বীজের স্থায় গোদুগ্ধে সিদ্ধ করিলে বিশোধিত হয়। সিদ্ধিপত্র সিদ্ধিবীজের স্থায় গোদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া জলে ধৌত পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিলে বিশোধিত হয়।

লাঙ্গলীশোধনবিধি।

লাঙ্গলীকে এক দিন গোমূত্রে ভাবনা দিলেই উহা বিশোধিত হয়।

বৃদ্ধদারকবীজশোধনবিধি।

বৃদ্ধদারক (বিস্তারক) বীজসকল বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করিয়া গোদুগ্ধপূর্ণ পাত্রে ধুস্তূর বীজের স্থায় সিদ্ধ করিয়া শোধন করিবে।

অহিফেনশোধনবিধি।

অহিফেনকে গোদুগ্ধে একবার ভাবনা দিলেই তাহা শোধিত হয়।

কুঁচিলাশোধনবিধি।

কুঁচিলাকে এক প্রহর দুগ্ধ দ্বারা সিদ্ধ করিলেই উহা বিশোধিত হয়।

ভল্লাতকশোধনবিধি।

সুপক্ক ভেলা সমূহ জলে নিক্ষেপ করিলে যে গুলি জলে নিমগ্ন হয়, সেই সকল ভেলাই শোধনযোগ্য ; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উক্ত ভেলা সকলকে ইষ্টকচূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া ধৌত করিলেই উহা বিশোধিত হয়।

গুগ্‌গুলুশোধনবিধি।

নূতন গুগ্‌গুলু ঔষধে ব্যবহার্য্য, কারণ উহাই সমধিক গুণশালী। নূতন গুগ্‌গুলু নরম এবং পুরাতন গুগ্‌গুলু শক্ত। গুগ্‌গুলুর সহিত সংলগ্ন প্রস্তরখণ্ড ও অন্যান্য ময়লা যথাসম্ভব দুরীভূত করিয়া খণ্ডখণ্ড করত গোদুগ্ধে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবে, অনন্তর উহাকে একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা বান্ধিয়া দুগ্ধপূর্ণ হাঁড়ীতে ঝুলাইয়া পাক করিবে, তৎপর পোট্টলীস্থিত গুগ্‌গুলু গলিয়া হাঁড়ীর তলায় পতিত হইলে, উহা রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। গুগ্‌গুলু নূতন হইলে উহা শুষ্ক করিলেও বেশ নরম থাকে, সুতরাং কিঞ্চিৎ ঘৃত দ্বারা পেষণ করিয়া লইলে আরও নরম হয়, তখন ঔষধে ব্যবহার করিতে হয়, যোগরাজ গুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে, ঘৃতদ্বারা গুগ্‌গুলু পেষণ করিয়া ক্রমশঃ তাহার সহিত চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। গুগ্‌গুলু পুরাতন হইলে উহা অত্যন্ত শক্ত হয়, সুতরাং শোধন করিয়া প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া ঔষধে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা গুগ্‌গুলু শোধিত হয়।

হিঙ্গুশোধনবিধি।

হিংকে ঘৃতসহ ভাজিয়া ঈষৎ লালবর্ণ করিবে, এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা হিং বিশোধিত হইয়া থাকে।

রসোনশোধনবিধি।

রসোনের খোসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলমিশ্রিত দুগ্ধে কিছুক্ষণ পাক করি মর্দ্দন করিবে ; অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই রসোন বিশুদ্ধ হয়।

সীজক্ষীরশোধনবিধি।

সীজক্ষীর ১৬ তোলা পরিমাণে লইয়া উহার সহিত তেঁতুল পত্রের র দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই ঐ ক্ষীর বিশোধিত হয়।

আকন্দশোধনবিধি।

আকন্দমূলের ছাল বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন করিয়া দুগ্ধপূর্ণপাত্রে স্থাপন পূর্ব্ব অগ্নিতে পাক করিলে উহা বিশোধিত হয়। আকন্দক্ষীরকে সীজক্ষীরবৎ শোধ করিবে।

কুঁচ ও করবীমূলশোধনবিধি।

কুঁচ ও করবী বৃক্ষের মূলকে আকন্দবৎ শোধন করিবে।

বিবিধবীজশোধনবিধি।

শ্বেতঘোষার বীজ, ঘোষাবীজ, দন্তীবীজ, ঝিঙ্গাবীজ, রাখালশশার বীজ তিতলাউ বীজ, কাকঠুটীবীজ ও মাকালফল, ইহাদিগকে আমলকীর রসে সিদ্ধ করিয়া শোধন করিবে। ডালকরমচার বীজ ও লাটাকরমচার বীজকে ভীমরাজের রসে সিদ্ধ করিয়া শোধন করিয়া লইবে।

জলৌকাশোধনবিধি।

তাম্রপাত্রে একসের পরিমিত জলের সহিত অর্দ্ধতোলা হরিদ্রা চূর্ণ গুলিয় উহাতে পুরাতন জলৌকা (জোক) নিক্ষেপ করিবে; এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বার জলৌকা লালা পরিত্যাগ করে এবং বিশোধিত হয়; এই জলৌকা রক্ত মোক্ষণার্থ প্রয়োগ করিবে।

পরিমাণনির্ণয়।

৬ ছয় সর্ষপে ১ যব, ৩ যবে ১ গুঞ্জা অর্থাৎ রতি, ৫ রতিতে ১ মাষা মাষা সম্বন্ধে ছয় প্রকার মত দৃষ্ট হয়—কোনও মতে ছয় রতিতে, কাহারও

মতে ৭ রতিতে, কোনও মতে ৮ রতিতে, কোনও মতে ১০ রতিতে, আবার কাহারও মতে ১২ রতিতে এক মাষা; চরকের মতে ১০ রতিতে এক মাষা, এবং সুশ্রুতের মতে ৫ রতিতে এক মাষা নিরূপিত হইয়াছে; এক্ষণে ঔষধে ১২ রতি হিসাবে মাষা গ্রহণ করা হয়, ৪ চারি মাষায় অর্থাৎ ৪৮ রতিতে এক শান অর্থাৎ ॥০ অর্দ্ধ তোলা, ২ শানে বা ৯৬ রতিতে অথবা ৮ মাষায় ১ কোল অর্থাৎ তোলা. ২ কোলে অর্থাৎ দুই তোলায় এক কর্ষ, ৪ কর্ষে বা ৮ তোলায় এক পল, ৪ পলে বা ৩২ তোলায় এক কুড়ব অর্থাৎ অর্দ্ধসের, ২ কুড়বে বা ৬৪ তোলায় ১ শরাব অর্থাৎ সের, ২ শরাবে অর্থাৎ দুই সেরে এক প্রস্থ, ৪ প্রস্থে অর্থাৎ ৮ সেরে এক আঢক, ৪ আঢকে অর্থাৎ ৩২ সেরে এক দ্রোণ, ২ দ্রোণে অর্থাৎ ৬৪ সেরে ১ সূর্প বা কুম্ভ, ২ সূর্পে অর্থাৎ ১২৮ সেরে এক দ্রোণী, বাহ বা গোণী হয়; ৪ গোণীতে ১ খাড়ী।

দ্রব্যবিশেষে মাত্রার ভেদ।

সমস্ত উদ্ভিজ্জই নূতন ও শুষ্ক গ্রহণ করিবে, কিন্তু ঐ সমস্ত দ্রব্য আর্দ্র গ্রহণ করিতে হইলে, দ্বিগুণ পরিমাণে গ্রহণ করা আবশ্যক; অর্থাৎ যদি কোন তৈল, ঘৃত বা কাথে ১ তোলা মুথা গ্রহণের উল্লেখ থাকে অথচ সময়াভাবে বা অন্য কোন কারণে উহা কাঁচা ব্যবহার করিতে হয় তবে ২ তোলা গ্রহণ করিবে।

সরসদ্রব্যবিশেষগ্রহণবিধি।

বাসক, নিম, পটোল, কেতকী, বেড়েলা, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, পুনর্ণবা, কুড়চি, অশ্বগন্ধা, শুলফা, হস্তিকর্ণপলাশ, পীতবেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, ঝাঁটি, গুগ্‌গুলু, হিং, আদা, গুড়, শর্করা ও মাংস; এই সকল দ্রব্য ঘৃত বা তৈলাদিতে প্রয়োগ করিতে হইলে আর্দ্র অর্থাৎ সরস অবস্থায় প্রদান করিবে, কিন্তু দ্বিগুণ গ্রহণ করিবে না।

পুরাতনদ্রব্যবিশেষগ্রহণবিধি।

গুড়, ঘৃত, মধু, ধনে, পিপুল ও বিড়ঙ্গ; এই সকল দ্রব্য পুরাতন হইলে সমধিক কার্য্যকারী হয়; কিন্তু রোগ বিশেষে নূতনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দ্রব্যাঙ্গগ্রহণবিধি।

খদিরাদি বৃক্ষের সার গ্রহণ করিবে। নিম্বাদি (নিম, অর্জ্জুন ও শোণা প্রভৃতি) বৃক্ষের বল্কল, দাড়িম ও হরীতকী প্রভৃতি ফলের খোসা, পটোল ও তালীশাদির পাতা গ্রহণ করিবে। সচরাচর যে সকল বৃক্ষ ও তাহাদের মূল বৃহৎ এবং অভ্যন্তরস্থ কাষ্ঠ সারবিশিষ্ট, তাহাদের বল্কল গ্রহণ করিবে। যে সকল বৃক্ষ ক্ষুদ্র ও যাহাদের অভ্যন্তর সারবিহীন (আকনাদি প্রভৃতি) সেই সকল বৃক্ষের মূল, শাখা ও পত্র সমস্তই ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

ঋতুভেদে দ্রব্যাঙ্গ গ্রহণ।

উদ্ভিজ্জের মূল শীত ও গ্রীষ্মকালে উদ্ধৃত করিবে, পত্র বর্ষা ও বসন্ত ঋতুতে আহরণ করা বিধেয়, ত্বক্, কন্দ (ভূমিকুষ্মাণ্ডাদি), ক্ষীর (মনসা, আকন্দ প্রভৃতির) ও সপত্রগুল্মাদি শরৎকালে এবং বৃক্ষের সার হেমন্তঋতুতে গ্রহণ করিবে কিন্তু ফল ও পুষ্প যে ঋতুতে উৎপন্ন হয়, সেই ঋতুতেই গ্রহণ করা আবশ্যক।

ঔষধের বীর্য্যকালনিরূপণ।

চূর্ণ ঔষধ ২ মাসের পর বীর্য্যহীন হয় এবং বটিকা, মোদক, অবলেহ ও সাধারণতঃ সমস্ত ঔষধই এক বৎসরের পর হীনবীর্য্য হইয়া থাকে। পক্ক-ঘৃত, পক্ককটুতৈল এবং লঘুপাকের ঔষধ চারি মাসান্তে বীর্য্য বিহীন হয়, কিন্তু পক্কতিলতৈল ও এরণ্ডতৈল এক বৎসরের পর বীর্য্যশালী হইয়া থাকে। আসব, ধাতুদ্রব্য ও পারদ যত পুরাতন হয়, ততই সমধিক গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ঔষধগ্রহণের স্থাননিরূপণ।

আগ্নেয় গুণ সম্পন্ন বিন্ধ্যাচলাদি পর্ব্বতস্থিত ঔষধ এবং সোম গুণসম্পন্ন হিমালয়াদি পর্ব্বতস্থিত ঔষধ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পর্ব্বত ব্যতীত অন্যান্য স্থানের ঔষধ গ্রহণ করিবে। জঙ্গল ও সাধারণদেশস্থিত পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের ঔষধ কীটাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত না হইলে, তাহাও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ঔষধগ্রহণে অপ্রশস্তস্থান।

দেবালয়, বল্মীকাবৃত স্থান, কূপমধ্য, শবদাহভূমি, বৃক্ষমূল, পথের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান, জলাবৃতভূমি ও লবণাক্ত ভূমিতে যে সকল উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয়, তাহা কখনও গ্রহণ করিবে না এবং অকালজাত ও কীটাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত এবং বহুকালজাত বৃক্ষ গ্রহণ করা বিধেয় নহে, বৃক্ষের স্বাভাবিক আয়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর অবয়ব বিশিষ্ট বৃক্ষও ঔষধে প্রয়োজ্য নহে।

পুংস্ত্রীভেদে প্রাণিজদ্রব্যগ্রহণ।

মাংসরস, তৈল বা ঘৃতাদি প্রস্তুত করণার্থ পক্ষিজাতির (পায়রা, কুক্কুট, তিত্তিরি ও ময়ূর প্রভৃতির) মাংস গ্রহণ করিতে হইলে, পুরুষ পক্ষীর মাংসই গ্রহণ করিবে, পশুজাতির মাংস ও মূত্র গ্রহণ করিতে হইলে, স্ত্রীজাতীয় পশুর মাংস ও মূত্র গ্রহণ করিবে, কিন্তু পশুমধ্যে স্ত্রীজাতীয় বন্ধ্যা ছাগীর এবং পুরুষ শৃগালের মাংস গ্রহণ করা বিধেয়, পশু ও পক্ষীসকল বলিষ্ঠ, বয়ঃপ্রাপ্ত, রোগবিহীন ও সুন্দরকায় হওয়া আবশ্যক, মূত্র গ্রহণ করিতে হইলেও স্ত্রীজাতীয় পশুর (ছাগী, গর্দ্দভী ও গাভীর) মূত্র, তাহাদের উদরস্থ আহার জীর্ণ হইলে গ্রহণ করিবে।

এক দ্রব্যের অভাবে অন্য দ্রব্য গ্রহণ।

মধুর অভাবে পুরাতন গুড় এবং পুরাতন গুড়ের অভাবে নূতন গুড় রৌদ্রে চারি প্রহর উত্তপ্ত করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে। দুগ্ধের অভাবে কাঁচা মুগের বা মসূরের যূষ, ইক্ষুগুড়জাত মিশ্রী বা ইক্ষু চিনির অভাবে খাড়গুড়, শালিধান্যের অভাবে ষেটেধান্য, দ্রাক্ষার অভাবে গাম্ভারীর ফল, দাড়িমের অভাবে বৃক্ষাম্ল (তেঁতুল), সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা অভাবে পঞ্চপর্পটী বা ফিট্‌কারী, তগরমূলের অভাবে শীহলীছোপ, লৌহের অভাবে মণ্ডূর, শ্বেতসর্ষপের অভাবে সর্ষপ, চই ও গজপিপুলের অভাবে পিপুলমূল, চাকুলের অভাবে শালপাণী, মুক্তাতিকা অভাবে তালমস্তক, কুঙ্কুম অভাবে কাঁচা হরিদ্রা বা কুসুমপুষ্প, মুক্তা অভাবে শঙ্খভস্ম, হীরক অভাবে পীত কড়িভস্ম, কাকড়াশৃঙ্গী অভাবে মায়াম্বুবীজ, ধনের অভাবে শুলফা, বারাহীকন্দ অভাবে চামার

আলু, মূর্ব্বা (সূচীমুখী) অভাবে জিঙ্গিনীবৃক্ষের মূল, পুষ্করমূল অভাবে কুড়, সৈন্ধবলবণের অভাবে সামুদ্রলবণ বা বিট্‌লবণ, কুস্তম্বুরুর অভাবে ধনে এবং পুষ্পের অভাবে কচিফল গ্রহণ করিবে ; উদরাময়রোগে কচি বিল্বফলই সর্ব্বদা গ্রাহ্য ; যষ্টিমধুর অভাবে চই বা আমলকী, কুড়্‌চির অভাবে তালমূলীর মূল, রাস্নার অভাবে পরগাছা, জীরার অভাবে ধনে এবং তুম্বুরুর অভাবে শালিধান্য প্রয়োগ করিবে।

ভল্লাতক (ভেলা) রোগীর অসহ্য হইলে, তৎপরিবর্ত্তে রক্তচন্দন বা রক্তচিতার মূল অবস্থানুসারে প্রয়োগ করিবে। ইক্ষুর অর্থাৎ আকের অভাবে নলতৃণ, মস্ত অভাবে শিণ্ডাকী, শুক্তির অভাবে কাঁজি, রক্তচিতার অভাবে দন্তীমূল অথবা আপাঙ্‌ক্ষার, ধন্বযাস অভাবে দুরালভা, কুলেখাড়ার অভাবে গোক্ষুরবীজ বা মানকচুর মূল, লক্ষণামূল অভাবে ময়ূরপুচ্ছ, বকুলের অভাবে সুঁদি উৎপল বা পদ্ম গ্রহণ করিবে, নীলোৎপল অভাবে কুমুদ, জাতীপুষ্প অভাবে লবঙ্গ, আকন্দ বা সীজ প্রভৃতির ক্ষীরের অভাবে ঐ সকল বৃক্ষের পত্ররস, বিষলাঙ্গুলিয়ার ও গেটেলার অভাবে কুড়, শ্রীখণ্ডচন্দনের অভাবে কর্পূর, রক্তচন্দন অভাবে বেণার মূল, আতইষ অভাবে মুথা, হরীতকী অভাবে আমলকী এবং নাগকেশর অভাবে পদ্মকেশর ব্যবহার করিবে।

স্বর্ণের অভাবে স্বর্ণমাক্ষিক বা লৌহ, রূপার অভাবে রৌপ্যমাক্ষিক অর্থাৎ বিমল ব্যবহার করিবে ; স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাবে কান্তলৌহও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কান্তলৌহ অভাবে তীক্ষ্ণলৌহ (ইস্পাতলৌহ) ব্যবহার্য্য।

রসাঞ্জন অভাবে দারুহরিদ্রা, তালীশপত্রের অভাবে স্বর্ণতালী, বামনহাটির অভাবে তালীশপত্র বা কণ্টকারীর মূল গ্রহণ করিবে, সাচিক্ষারের অভাবে পাঙ্গালবণ, অম্লবেতসের অভাবে চুক্র, গাম্ভারীফলের অভাবে পীতসালপুষ্প, নখীর অভাবে লবঙ্গপুষ্প, কস্তূরীর অভাবে কাকোলী, কাকোলীর অভাবে জাতীপুষ্প, কর্পূরের অভাবে বেড়েলা বা সুগন্ধিমুথা, দারুহরিদ্রার অভাবে কাঁচা হরিদ্রা ব্যবহার করিবে ; সেবনযোগ্য ঔষধে অজমোদার প্রয়োগ থাকিলে যমানী প্রদান করিবে এবং প্রলেপাদিতে অজমোদার প্রয়োগ থাকিলে যমানী প্রদান করা কর্ত্তব্য।

মেদের অভাবে অশ্বগন্ধা, মহামেদের অভাবে অনন্তমূল, জীবকের অভাবে গুলঞ্চ, ঋষভকের অভাবে ভূমিকুষ্মাণ্ড, ঋদ্ধির অভাবে বেড়েলা, বৃদ্ধির অভাবে গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর অভাবে শতমূলী, রোহিতক ছাল অভাবে নিমছাল, মৃগনাভির অভাবে খাটাসী, যে কোন মাংসের অভাবে কপোত (পায়রা) মাংস, মাংসযূষের অভাবে মুগের যূষ এবং যে কোন দুগ্ধের অভাবে গর্ভবতী গাভীর দুগ্ধ গ্রহণ করিবে।

এক দ্রব্যের অভাবে সমগুণ বিশিষ্ট অন্য দ্রব্য প্রয়োগবিধি।

বটিকা, চূর্ণ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুতকালে, কোন দ্রব্যের অভাব হইলে সেই ঔষধের পরিবর্ত্তে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী তুল্যগুণবিশিষ্ট কোন দ্রব্য প্রদান করিবে এবং অনেক স্থানে বিবেচনা পূর্ব্বক বা প্রাচীন বৈদ্যগণের উপদেশ অনুসারে একটি দ্রব্যের অভাবে রোগনিবারক দ্রব্য-বিশেষ গ্রহণ করিবে। কিন্তু কোন ঔষধ প্রস্তুতকালে দ্রব্য বিশেষের মাত্রাধিক্য দৃষ্ট হইলে বা সেই সকল দ্রব্য মুখ্য ঔষধ বিবেচিত হইলে, সেই ঔষধের পরিবর্ত্তে তৎসদৃশ অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ সুদর্শনচূর্ণে বা জ্বরভৈরবচূর্ণে চিরতা, জ্বরনাগময়ূর চূর্ণে কৃষ্ণজীরাচূর্ণ প্রভৃতি দ্রব্য, কুটজাবলেহে কুড়চির ছাল, বাসাবলেহে বাসক, পিত্তান্তকরসে রৌপ্যভস্ম, গুড়ূচ্যাদিলৌহে বা সর্ব্বজ্বরহরলৌহে লৌহভস্ম, এই সকল প্রধান ঔষধের অভাবে বা পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য কদাচ গ্রহণ করিবে না।

কোন ঔষধ প্রস্তুতকালে সেই ঔষধে রোগের অবস্থানুসারে কোন দ্রব্য অনুপযুক্ত বোধ করিলে, চিকিৎসক তাহার পরিবর্ত্তে অন্য ঔষধ গ্রহণ করিবেন এবং সুচিকিৎসক রোগের উপযুক্ত অতিরিক্ত কোন দ্রব্যও আবশ্যক হইলে গ্রহণ করিবেন। যে সমস্ত দ্রব্য অন্যান্য ঔষধের অভাবে নিরূপিত হইয়াছে, সেই সমস্ত দ্রব্য রোগ ও ঔষধের ফলাফল বিবেচনাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে অর্থাৎ সকল স্থানেই অভাবে বা পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য গ্রহণ করিলে, সেই ঔষধে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না।

স্বরস ও তদভাবে রসপ্রস্তুতবিধি।

কীটাদি কর্ত্তৃক অভক্ষিত স্বরসউদ্ভিদ্ ভূমি হইতে উদ্ধৃত করিয়া জলে ধৌত পূর্ব্বক পেষণ করিবে, অনন্তর বস্ত্র বা যন্ত্রাদির সহযোগে ঐ দ্রব্যের রস বহির্গত করিয়া লইবে, ইহাই স্বরস নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

স্বরসের অভাব হইলে শুষ্কদ্রব্য কুট্টিত করিয়া আটগুণ জলে সিদ্ধ করত চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে গ্রহণ করিবে অথবা শুষ্ক দ্রব্য অর্দ্ধসের পরিমাণে চূর্ণ করিয়া এক সের জলে অহোরাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে, উহা স্বরসের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

তণ্ডুলোদকপ্রস্তুতবিধি।

আটতোলা পরিমাণে আতপ তণ্ডুল (চাউল) কুট্টিত করিয়া চতুর্গুণ জলে অহোরাত্রি ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে; এইরূপে তণ্ডুলোদক প্রস্তুত হয়।

উষ্ণোদকপ্রস্তুতবিধি।

জল অগ্নিসন্তাপে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ, চতুর্থাংশ অথবা অর্দ্ধাংশ পরিমাণে অবশিষ্ট থাকিতে গ্রহণ করিবে, ইহাকে উষ্ণোদক কহে। অল্প পরিমাণে শোষিত হইলেও সেই জলকে উষ্ণোদক কহে।

কাঁজিপ্রস্তুতবিধি।

কুট্টিত আশুধান্য ৮ সের এবং খণ্ডীকৃত কচি মূলা ২ সের ও জল ১৬ সের এই সমস্ত একটি পাত্রে রাখিবে এবং যখন উহা অম্লরসভাবাপন্ন হইবে, তখন কাঁজি প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে। আশুধান্যের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে চাউল দ্বারাও কাঁজি প্রস্তুত হয়।

তক্রপ্রস্তুতবিধি।

দধিতে চতুর্থাংশ জল মিশ্রিত করিয়া মন্থনদণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিলে, তাহার স্নেহ অংশকে মাখন ও জলীয় অংশকে তক্র বা ঘোল কহে।

কট্বরপ্রস্তুতবিধি।

সরবিশিষ্ট দধিকে মন্থন করিলে যে তক্র নির্ম্মিত হয়, তাহাকে কট্বর কহে।

অম্লমূলকপ্রস্তুতবিধি।

কাঁজিতে মূলা ভিজাইয়া রাখিয়া বাসি করত পাক করিলে তাহাকে অম্লমূলক কহে।

মধুশুক্তপ্রস্তুতবিধি।

জম্বীর রস ২ সের, মধু অর্দ্ধসের এবং পিপুলমূল অর্দ্ধসের; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া একটী কলসীতে পূর্ণ করত ধান্যরাশির মধ্যে একমাস রাখিবে, এই প্রকারে মধুশুক্ত প্রস্তুত হয়।

পর্পটীপ্রস্তুতবিধি।

সমভাগ শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। লৌহপর্পটী, বিজয়পর্পটী ও পঞ্চামৃতপর্পটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে, কজ্জলীর সহিত অপরাপর দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া লইবে, অনন্তর পর্পটী পাককালে গোময়োপরি অতি কোমল কলার পাতা এমতভাবে স্থাপন করিবে যেন ঐ কলার পাতার মধ্যস্থানে তরলপদার্থ অবস্থান করিতে পারে, অর্থাৎ মধ্যস্থান ঢালু হয় এবং অন্য কোমল কলার পাতা দ্বারা কিঞ্চিৎ গোময় বেষ্টিত করিয়া লইবে, তৎপরে বদরী কাষ্ঠের কয়লার মৃদু অগ্নিতে লৌহনির্ম্মিত পুরুহাতা উত্তপ্ত করিয়া তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ গব্যঘৃত প্রদান করিবে, অনন্তর ঐ কজ্জলী বা কজ্জলীর সহিত মিশ্রিত দ্রব্য উহাতে অল্প পরিমাণে প্রদান করিবে এবং একটী ছোট লৌহ খুন্তি দ্বারা নাড়িতে থাকিবে, যখন ঐ কজ্জলী লৌহ হাতা হইতে পৃথক্ হইয়া আঠার ন্যায় হইবে, তখন উক্ত খুন্তি দ্বারা ঐ কজ্জলীকে কলার পাতার ঢালুস্থানে বিন্যস্ত করিবে এবং অন্য কদলীপত্র বেষ্টিত গোময় দ্বারা শীঘ্রই দৃঢ়রূপে চাপ দিবে, যেন কোন পার্শ্ব হইতে উহার ধূম বহির্গত না হয়; এইরূপ ভাবে চাপ দিয়া মুহূর্ত্ত পরে ঐ গোময়-পিণ্ড অপসারিত করিলে পর্পটী প্রস্তুত হইয়াছে দেখিবে। পর্পটী সহজে ভগ্ন হইলে ও ভগ্ন করিবার কালে শব্দ না হইলে, মৃদুপাক হইয়াছে বুঝিবে এবং ভাঙ্গিতে শব্দ হইলে উহা খরপাক হইয়াছে বুঝিবে, এইরূপ খরপাকের পর্পটী পরিত্যাজ্য।

অন্নাদিসাধনবিধি।

তণ্ডুলের পরিমাণ যত হইবে, তাহার পাঁচগুণ জলদ্বারা অন্ন পাক করিবে এবং তণ্ডুলের নয়গুণ জলদ্বারা বিলেপী পাক করিবে, তণ্ডুলের ঊনবিংশগুণ জল দ্বারা পাক করিলে তাহাকে মণ্ড কহে এবং একাদশগুণ জলে পাক করিলে তাহাকে পেয়া বলা যায়। সিঠার অর্থাৎ কণার ভাগ অধিক ও তরল পদার্থের ভাগ অল্প থাকিলে বিলেপী পাক করা হইয়াছে বুঝিবে এবং সিঠা রহিত অথচ তরল থাকিলে মণ্ড পাক হইয়াছে বুঝিবে, সিঠার ভাগ অল্প এবং তরল পদার্থের ভাগ অধিক থাকিলে পেয়া প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিবে।

মাংসরসপ্রস্তুতবিধি।

মাংসরস তিন প্রকার যথা ঘন, অচ্ছ অর্থাৎ পাতলা ও অচ্ছতর অর্থাৎ অত্যন্ত পাতলা। ঘন মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে ৯৬ তোলা মাংসকে প্রস্তরে কিঞ্চিৎ পেষণ পূর্ব্বক বটকাকার করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইবে, অনন্তর ৪ সের জলে সিদ্ধ করত এক সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পাতলা মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে ৪৮ তোলা মাংসকে পূর্ব্ববৎ ঘৃতে ভাজিয়া চারি সের জলসহ পাক করিবে এবং এক সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। অচ্ছতর মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে ৮ তোলা মাংসকে কুট্টিত করত ঘৃতে ভাজিয়া ৪ সের জলসহ পাক করিবে এবং এক সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে।

মাংসযূষপ্রস্তুতবিধি।

দাইল প্রভৃতি বস্তুর দ্বিগুণ মাংস লইয়া সর্ব্বসমষ্টির আটগুণ জলসহ পাক করিবে এবং এক চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া গ্রহণ করিবে।

দুগ্ধপাকবিধি।

ঔষধের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেবন করিবার বিধি থাকিলে, ঐ ঔষধের আটগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের চারিগুণ জল গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত দ্রব্য একটী হাঁড়ীতে রাখিয়া পাক করিবে, তৎপরে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইলেই দুগ্ধ পাক হইয়াছে জানিবে।

মোদকপাকবিধি।

মোদক পাক করিতে হইলে সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি বা ইক্ষুগুড় গ্রহণ করিবে, কিন্তু যে স্থানে বিশেষ বিধান দৃষ্ট হইবে, সেই স্থানে চিনি বা গুড় সেই পরিমাণে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। মোদকে চূর্ণের পরিমাণ অধিক হইলে চিনিকে প্রথমে অল্পজল সহ পাক করিয়া চিনির রস যথারীতি পাক না হইতেই চুল্লীর উপরিস্থিত ঐ রসের মধ্যে চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া হাতা দ্বারা আলোড়ন করিবে, কিন্তু মোদকে চূর্ণের পরিমাণ অল্প থাকিলে চিনিতে অল্প জল দিয়া যথারীতি রস প্রস্তুত করত চুল্লী হইতে ঐ পাত্র অবতরণ করিবে, অনন্তর ঐ চিনির রসমধ্যে সমস্ত চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া হাতা দ্বারা আলোড়ন করিতে থাকিবে ও যাবৎ চিনির রসের সহিত চূর্ণ সম্যক্ প্রকারে মিশ্রিত না হয়, তাবৎ দৃঢ়রূপে আলোড়ন করিবে; অনন্তর শীতল হইলে উহাতে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে।

গুড়পাকবিধি।

গুড় পাককালে হাতায় করিয়া উহার পরীক্ষা করিবে, কিঞ্চিৎ গুড় হাতার উপর তুলিয়া ধরিলে যখন সূতার ন্যায় নাল পড়িবে এবং হাতায় লিপ্ত হইবে, তখন উহার পাক সমাধা হইয়াছে জানিবে; জলপূর্ণ পাত্রে গুড় নিক্ষেপ করিলে যখন নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিবে অর্থাৎ বিস্তৃত না হইবে, তখন উহার পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে।

গুগ্‌গুলুপাকবিধি।

গুড় পাকের ন্যায় গুগ্‌গুলুর পাক জানিবে।

ঔষধপ্রস্তুতবিধি।

রোগীর আর্থিক অবস্থানুসারে অল্প বা অধিক মাত্রায় ঔষধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে; তাহাতে বটিকাদির গুণের বিশেষ তারতম্য হয় না, কিন্তু অগ্নিপক্ক ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় প্রস্তুত করাই বিধেয়।

বটিকা, চূর্ণ ও অবলেহ প্রস্তুত করিতে হইলে, সমস্ত উদ্ভিজ্জ দ্রব্য (মূল, সার, পত্র, বল্কল ও ফল প্রভৃতি) রৌদ্রে শুষ্ক করত চূর্ণ করিয়া লইবে, অনন্তর যাবতীয় দ্রব্য (ধাতু ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি) যথা পরিমাণে ওজন করিয়া মিশ্রিত করিবে, বটিকা প্রস্তুতকালে ঔষধের পরিমাণ অধিক হইলে সমস্ত দ্রব্য প্রথমে শিলায় পেষণ করিবে; এবং যখন ঔষধের কণা অদৃশ্য হইবে, তখন উহাকে প্রস্তর খলে রাখিয়া মর্দ্দন করিবে। ঔষধের পরিমাণ অল্প হইলে খলে মর্দ্দন করিয়া লইবে। দ্রব্যের স্বরস বা কাথ প্রভৃতি দ্বারা ঔষধে ভাবনার বিধান থাকিলে খলস্থিত ঔষধ যথোক্ত রস বা কাথ দ্বারা মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে; চূর্ণ প্রস্তুতকালে সমস্ত দ্রব্যের পৃথক্ চূর্ণসমূহ সম্যক্‌রূপে মিশ্রিত হইলে চূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে। অবলেহ পাকের সময়ে কাথের পাক শেষ হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া উহা চূর্ণসমূহ তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক ঘন হইলে নামাইবে।

চূর্ণের পাকনিষেধ।

অগ্নিতে চূর্ণের পাক করা কর্ত্তব্য নহে। অগ্নিসন্তাপে চূর্ণ ঔষধের বীর্য্য নষ্ট হয়। অবলেহ বা মোদক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে কাথ বা রস যথা নিয়মে পাক করিয়া চুল্লী হইতে নামাইয়া তন্মধ্যে চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে।

স্নেহপাকবিধি।

ঘৃত বা তৈল দৃঢ় কটাহে রাখিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে এবং স্নেহ-দ্রব্য (তৈল বা ঘৃত) ফেণারহিত হইলে উহাকে চুল্লী হইতে অবতরণ করিবে; অনন্তর কিঞ্চিৎ শীতল হইলে স্নেহের চতুর্গুণ জলসহ কুট্টিত মূর্চ্ছার দ্রব্য সকল উহাতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিবে, মূর্চ্ছাপাক শেষ হইলে স্নেহদ্রব্য ছাকিয়া উহাতে কল্কদ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক স্নেহদ্রব্যের চতুর্গুণ জল সহ পাক করিবে; অনন্তর কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া উহাতে কাথ প্রদান করিবে; যেস্থানে ৩।৪ বা ততোধিক কাথসহ স্নেহ পাক করিবার বিধি দৃষ্ট হইবে, সেই স্থানে একটী কাথ প্রায় শোষিত হইলে অন্য একটী কাথ প্রদান করিবে এবং স্বরস, দুগ্ধ বা কাঁজি, তৈল বা ঘৃতে প্রদানের উল্লেখ থাকিলে তাহাও কাথ পাক

শেষ না হইতেই অর্থাৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতেই এক একটী করিয়া যথাক্রমে তৈল বা ঘৃতে প্রদান করিবে। গন্ধপাকের উল্লেখ থাকিলে কল্ক দ্রব্য ছাকিয়া অল্প জলীয়াংশ থাকিতে গন্ধদ্রব্য সকল প্রদান করিবে, যে স্থানে গন্ধ-দ্রব্যের পরিমাণ অধিক সেই স্থলে গন্ধদ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেই ক্বাথ দ্বারা গন্ধপাক সমাধা করিবে।

স্নেহ পাকার্থ যে চুল্লী প্রস্তুত হইবে, তাহার নয়টী ক্ষুদ্র মুখ প্রস্তুত করিবে ও চুল্লীমধ্যে কাষ্ঠপ্রদান করণার্থ পূর্ব্বদিকে প্রধান মুখ রাখিবে।

তৈলের বা ঘৃতের পাক এক দিনের মধ্যে সমাধা করিবে না, তৈল বা ঘৃতে ক্বাথ প্রদান করিয়া বাসি হইলে, স্নেহদ্রব্যকে পাক করিবে; কিন্তু প্রাণিজ মাংসের ক্বাথ বা ধান্যাদির ক্বাথসহ পাক করিতে হইলে, এক দিনের মধ্যে ঐ ক্বাথ শোষণ করিবে; দুগ্ধসহ পাক করিতে হইলে, দুই রাত্রি মধ্যে, কোন দ্রব্যের স্বরসসহ পাক করিতে হইলে, তিন রাত্রিমধ্যে এবং তক্র অর্থাৎ ঘোল, কাঁজি বা দধিসহ পাক করিতে হইলে, পাঁচরাত্রি মধ্যে পাক শেষ করিবে। মূল বা লতাদির ক্বাথসহ স্নেহপাক উক্ত থাকিলে, দ্বাদশরাত্রি মধ্যে পাক সমাধা করিবে; এইরূপে তৈল বা ঘৃতের পাক নিষ্পন্ন করিবে।

ঘৃত বা তৈলের পাকশেষ পরীক্ষা করিতে হইলে, পাত্রস্থ কল্ক অঙ্গুলিতে লেপন করিবে, যদি ঐ কল্ক অঙ্গুলিতে সংলগ্ন না হয়, এবং উহা দ্বারা বাতির ন্যায় প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে পাক সমাধা হইয়াছে বুঝিবে; বিশেষতঃ ঐ কল্ক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যদি কোন শব্দ না হয়, তাহা হইলে তৈল বা ঘৃতের পাক শেষ হইয়াছে জানিবে।

তৈল ও ঘৃত যে সকল কাষ্ঠের অগ্নিতে পাক করিতে হইবে, সেই সকল বৃক্ষ অম্লরস বিশিষ্ট বা বিষাক্ত না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

ভাবনাবিধি।

ঔষধে কোন দ্রব্যের ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিতে হইলে, ঔষধের সম পরিমাণ ক্বাথ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাহার আটগুণ জলসহ সিদ্ধ করিবে; অনন্তর অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইয়া তদ্দ্বারা ভাবনা দিবে।

ঔষধকে রস, কাথ বা দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা মর্দ্দন করিয়া তরল হইলে দিনে রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিবে এবং রাত্রিতে বাসি করিবে, কিন্তু ঔষধ দ্রব অবস্থায় রাত্রিতে রাখিবে না, দিনে সন্ধ্যার পূর্ব্বে শুষ্ক করিয়া রাখিবে এবং পরদিন পুনরায় ভাবনা দিবে। যে স্থলে ভাবনা সম্বন্ধে দিন বা বার উল্লেখ না থাকে, সেই স্থলে সাত দিন বা সাত বার ভাবনা বিধি জানিবে।

কাথে—প্রক্ষেপমাত্রানিরূপণ।

কাথের মধ্যে কোন দ্রব্যের প্রক্ষেপ দিয়া উহা সেবন করিবার বিধি থাকিলে হিং, সৈন্ধবলবণ প্রভৃতি তীক্ষ্ণদ্রব্যসমূহ ২ রতি পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে; জীরকাদি দ্রব্যের চূর্ণ চারি আনা প্রক্ষেপ দিবে এবং চিনি, মধু বা গুড় প্রক্ষেপ দিতে হইলে, কাথ্য দ্রব্যের আট ভাগের এক ভাগ কাথে প্রদান পূর্ব্বক ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

কাথে দোষভেদে মধু ও চিনির প্রক্ষেপমাত্রা।

কাথে মধু প্রক্ষেপ দিতে হইলে বায়ুর আধিক্য অবস্থায় কাথের ষোল ভাগের এক ভাগ, পিত্তাধিক্য অবস্থায় কাথের আট ভাগের এক ভাগ, কফাধিক্য অবস্থায় কাথের চারি ভাগের এক ভাগ প্রদান করিবে; কিন্তু চিনি প্রক্ষেপ দিতে হইলে বায়ুর আধিক্য অবস্থায় কাথের চতুর্থাংশ, পিত্তাধিক্য অবস্থায় আটভাগের এক ভাগ এবং কফাধিক্য অবস্থায় কাথের ষোল ভাগের এক ভাগ প্রদান করিবে। অনেক স্থলে চিনি ও মধু ইহাপেক্ষা কমও দেওয়া হয়।

দোষভেদে অনুপানের মাত্রা।

ঔষধ সেবন কালে বাতাদি দোষের পর্য্যালোচনা করিয়া অনুপানের মাত্রা নির্দ্ধারিত করিবে, অল্পাগ্নিব্যক্তির কফজনিত রোগে বটিকাদি ও অবলেহ প্রভৃতি ঔষধের অনুপান অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় প্রদান করিবে, বায়ুজনিত রোগে ১ তোলা মাত্রায় এবং পিত্তজনিত রোগে ১।০ তোলা মাত্রায় প্রদান করিবে; কিন্তু গুড় ও চিনি প্রভৃতি অনুপানরূপে প্রয়োগ করিতে হইলে, দোষভেদে মাত্রা স্থির করিয়া লইবে।

ঔষধভক্ষণবিধি।

রোগী প্রশস্তভাবে উপবেশন পূর্ব্বক স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর অথবা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্রে ঔষধ রাখিয়া সেবন করিবে, ঔষধ সেবনকালে মুখ বা চক্ষু বিকৃত করিবে না এবং ঔষধ সেবনান্তে জলদ্বারা মুখ ধৌত করিয়া তাম্বূলাদি মুখশোধন দ্রব্য চর্ব্বণ করিবে।

ঔষধ সেবনের কালনির্ণয়।

প্রভাতকালেই ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ব্যাধিবিশেষে, ধাতু-বিশেষে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় ক্বাথ ও দুগ্ধাদিপক ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য।

বায়ুর প্রকোপ ও বিবিধ রোগবিশেষে ঔষধের সেবনকাল সম্বন্ধে অনেক মত দৃষ্ট হয়, এইজন্য প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তৃগণ ঔষধ ভক্ষণের দশ প্রকার কাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যথা—ভোজনের আদিতে, মধ্যে, অন্তে, মুহুর্মুহুঃ, সামুদ্গ (ভোজনের আদিতে ও অন্তে), ভুক্তদ্রব্য সংযোগে, গ্রাসে, গ্রাসান্তরে, ভক্তান্তরে ও অভুক্ত অবস্থায়। অপান বায়ু কুপিত হইলে ও সর্ব্ববিধ রোগে ভোজনের আদিতে, সমান বায়ু প্রকুপিত হইলে এবং শরীরের মধ্যভাগস্থিত রোগে ভোজনের মধ্যে অর্থাৎ অর্দ্ধেক ভোজন করিয়া ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। উদান বায়ু প্রকুপিত হইলে ও সুস্থকায় এবং ঊর্দ্ধজত্রুগতরোগে ভোজনের পরে ঔষধ সেবন করিবে, ব্যান বায়ু প্রকুপিত হইলে প্রাতঃকালে, প্রাণবায়ু প্রকুপিত হইলে গ্রাসে ও গ্রাসান্তরে ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। শ্বাস, কাস ও তৃষ্ণারোগে মুহুর্মুহুঃ, হিক্কারোগে ও কোষ্ঠবদ্ধ এবং তীক্ষাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে সামুদ্গ অর্থাৎ ভোজনের আদিতে ও অন্তে (দুইবার), অরুচিরোগে ও সুকুমার বালক এবং ঔষধ বিদ্বেষীদিগের পক্ষে খাদ্যদ্রব্যের সহিত ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। হীনাগ্নি ও বুদ্ধিভ্রংশ ব্যক্তিকে গ্রাসে গ্রাসে ঔষধ সেবন করাইবে, কুষ্ঠ ও প্রমেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে গ্রাসান্তরে ঔষধ সেবন বিধেয়, বলবান্ ব্যক্তির পক্ষে এবং কঠিন ব্যাধি উপস্থিত হইলে, অভুক্ত অর্থাৎ ভোজন

না করিয়া (খালি পেটে) ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। মধ্যদেহগত রোগে দুই-বার ভোজনের মধ্যসময়ে ঔষধ সেব্য।

স্তন্যপায়ীশিশুর ঔষধসেবনবিধি।

যে সকল স্তন্যপায়ী অর্থাৎ ২।৩ মাসের শিশু ঔষধ সেবন করিতে অক্ষম, তাহাদের কাথ সেবন আবশ্যক হইলে, তাহারা যাহার স্তন্য (স্তনদুগ্ধ) পানকরে তাহাকে ঐ কাথ সেবন করাইবে; অথবা রোগাক্রান্ত শিশুর, উপযুক্ত ঔষধ সমূহের চূর্ণ মধুসংযোগে তাহার মাতার স্তনের অগ্রভাগে লেপন করিয়া দিবে, এইরূপে স্তনদুগ্ধ পান কালে শিশুর দেহে ঔষধ প্রবিষ্ট হয়। স্তন্যপায়ী শিশুর প্রায় সমস্ত রোগের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা ও ঔষধ এই গ্রন্থের বাল-রোগাধিকারে বর্ণিত হইবে।

মহাপুটবিধি।

লৌহ, অভ্র, মণ্ডুর, তাম্র ও অন্যান্য ধাত্বাদির পুটপাকার্থ মহাপুটের প্রয়োজন; মহাপুট প্রদান করিতে হইলে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা বিশিষ্ট দুইহস্ত প্রশস্ত চতুষ্কোণ গর্ত্ত প্রস্তুত পূর্ব্বক তন্মধ্যে ১০০০ বিলঘুটে রাখিয়া অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক তদুপরি মূষা স্থাপন করিবে; এবং ৫০০ বিলঘুটে চাপা দিয়া পুনর্ব্বার অগ্নি প্রদান করিবে; যখন সমস্ত বিলঘুটে ভস্মীভূত এবং মূষা শীতল হইবে, তখন মূষা বাহির করিয়া ধাতুদ্রব্য গ্রহণ করিবে। ধাতু-দ্রব্যের পরিমাণ অধিক হইলেই মহাপুটের আবশ্যকতা হয়।

গজপুটবিধি।

লৌহ, অভ্র ও মণ্ডূর প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য ও অন্যান্য দ্রব্যসমূহ গজপুটে পাক করিতে হইলে, একগজ গভীর গোলাকার গর্ত্ত প্রস্তুত করিবে; ঐ গর্ত্তের মুখ-ভাগের ব্যাস অর্থাৎ প্রশস্ততা ২৪ অঙ্গুলি হইবে এবং প্রশস্ততা ক্রমশঃ অধিক হইয়া গোলাকারভাবে নিম্নভাগে ৩৬ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত ধারণ করিবে অর্থাৎ মুখভাগ হইতে নিম্নভাগের প্রশস্ততা দেড়গুণ হওয়া আবশ্যক; গর্ত্তের চারি ভাগের তিন ভাগ বিলঘুটিয়া দ্বারা পূর্ণ করিয়া তদুপরিভাগে ঔষধ স্থাপন পূর্ব্বক গর্ত্তের অবশিষ্টাংশ বিলঘুটিয়া দ্বারা পূর্ণ করিবে; অনন্তর উপরে

অগ্নি প্রদান করিবে; এইরূপ গর্ত্তে লৌহ, অভ্র ও রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য ও অন্যান্য ঔষধ পাক করিবে; এইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট গর্ত্তই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বরাহপুটবিধি।

যে গর্ত্তের সকল দিকেরই পরিমাণ পৌনে এক হাত হইবে, সেই গর্ত্তে ঔষধ পাক করিতে হইলে তাহাকে বরাহপুট কহে।

কৌক্কুটপুটবিধি।

যে গর্ত্তের সকল দিকেই অর্থাৎ গভীরতা ও প্রশস্ততা ষোল অঙ্গুলি থাকিবে. সেই গর্ত্তে পুট প্রদান করিতে হইলে, তাহাকে কৌক্কুটপুট কহে।

কপোত পুট বা লঘু পুটবিধি।

যে গর্ত্তে আট খানা বিলঘুটিয়া দ্বারা পুট প্রদান করা যায়, তাহাকে কপোতপুট কহে, লঘুপুট ইহার নামান্তর।

ভাণ্ডপুটবিধি।

তুষপূর্ণ বৃহৎ হাঁড়ীর মধ্যে মূষা স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নি প্রদান করিয়া হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিবে. এইরূপভাবে পুট প্রদানকে ভাণ্ডপুট কহে।

ঔষধ পরিজ্ঞানের উপায়।

উদ্ভিজ্জ ও অন্যান্য দ্রব্যের নাম অজ্ঞাত থাকিলে রাখাল, তপস্বী, শীকারী, মালাকর ও পরিভ্রমণকারীদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া ঔষধের নাম পরিজ্ঞাত হইবে।

ঔষধের গুণপরীক্ষা।

কোনও অপরিজ্ঞাত গুণযুক্ত নূতন ঔষধ প্রস্তুত করা হইলে, প্রথমতঃ ইতর লোককে প্রয়োগ করিয়া ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা করিবে, অনন্তর রাজপদবাচ্য ব্যক্তিকে প্রদান করিবে।

বিরেচনের—অযোগ্য ব্যক্তি।

বালক, বৃদ্ধ, অতিস্নিগ্ধ, ক্ষতক্ষীণ, ভয়ার্ত্ত, পরিশ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, স্থূলাঙ্গ, গর্ভিণী, নবজ্বরী, নবপ্রসূতাস্ত্রী, মন্দাগ্নিযুক্ত, শল্যপীড়িত এবং রুক্ষধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি, উরঃক্ষত ও শোষ (যক্ষ্মা) রোগী, অধোগত রক্তপিত্ত রোগী, নূতন-প্রতিশ্যায রোগী এবং মদাত্যয় রোগী ; এই সকল ব্যক্তিকে কখনও বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না।

নস্যগ্রহণের অযোগ্য ব্যক্তি।

নূতন প্রতিশ্যায় রোগী, গর্ভিণী, বিষদোষ পীড়িত ব্যক্তি, অজীর্ণ রোগী, বস্তিক্রিয়ান্বিত ব্যক্তি, স্নেহদ্রব্য ও আসবাদি তরলদ্রব্যপায়ী ব্যক্তি, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি, শোকাভিভূত ব্যক্তি, তৃষ্ণার্ত্ত, বৃদ্ধ, বালক, মলমূত্র বেগধারী ব্যক্তি, স্নাত, শ্রান্ত ও কামাতুর ব্যক্তি এই সকলকে নস্য প্রদান করিবে না। বিশেষতঃ অষ্টবর্ষের ন্যূন এবং অশীতিবর্ষের ঊর্দ্ধ ব্যক্তিকেও নস্য প্রদান করা অবৈধ।

বমনের অযোগ্য ব্যক্তি।

তিমির রোগ, গুল্মরোগ ও উদরীরোগ দ্বারা পীড়িত ব্যক্তি এবং কৃশ, অতি বৃদ্ধ, গর্ভিণী, স্থূলকায় ক্ষতরোগী, মদার্ত্ত, বালক রুক্ষদেহ, ক্ষুধিত, নিরূহ ক্রিয়ান্বিত এবং উদাবর্ত্ত, ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত, প্রকুপিত বায়ু, পাণ্ডু, ক্রিমি ও অধ্যয়ন দ্বারা স্বরভঙ্গ রোগীকে বমন কারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না, ঐ সমস্ত ব্যক্তির অজীর্ণ, বিষরোগ বা কফাধিক্য হইলে, যষ্টিমধুর ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে।

কটুতৈলমূর্চ্ছাবিধি।

কটূতৈল ৪ সের লইয়া অগ্নিতে পাক করত নিষ্ফেন হইলে, আম্র-পল্লবাদি দ্বারা পরীক্ষা করিবে অর্থাৎ উত্তপ্ত তৈলে প্রদান করিবামাত্র পত্র ভর্জ্জিত হইলে, পাক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; তখন চুল্লী হইতে নামাইয়া শীতল হইলে, এই সকল দ্রব্য দ্বারা মূর্চ্ছা পাক করিবে। প্রথমে

হরিদ্রারস ২ তোলা প্রদান করিবে; অনন্তর কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা এবং আমলা, মুথা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগকেশররেণু, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুকা ও বহেড়া; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে কুট্টিত করিয়া ১৬ সের জলে মিশ্রিত করত তৈলে প্রদান করিবে। তৈলের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে সমস্ত দ্রব্যের (মূর্চ্ছনদ্রব্য ও জলের) হ্রাসবৃদ্ধি করিবে।

তিলতৈলমূর্চ্ছাবিধি।

তিলতৈল ৪ সের লইয়া অগ্নিতে পাক করত নিক্ষেপ করিবে, অনন্তর আম্রপল্লবাদি দ্বারা পরীক্ষা করণান্তর শীতল হইলে, এই সকল দ্রব্যদ্বারা মূর্চ্ছাপাক কবিবে। প্রথমে হরিদ্রারস ৪ তোলা প্রদান করিবে, পরে মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা, লোধ, বালা, নালুকা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কেয়ার মাথী ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া ১৬ সের জলে মিশ্রিত করত তৈলে প্রদান করিবে। তৈলের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে মূর্চ্ছনদ্রব্য ও জলের হ্রাসবৃদ্ধি করিবে।

এরণ্ডতৈলমূর্চ্ছাবিধি।

এরণ্ডতৈল ৪ সের লইয়া অগ্নিতে পাক করিয়া পত্রাদি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া নামাইবে, পরে শীতল হইলে এই সকল দ্রব্য প্রদান করিবে। মঞ্জিষ্ঠা মুথা, ধনে, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, জয়ন্তীপত্র, রাস্না, বনখর্জ্জুর, বটের ঝুরি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নালুকা, কেয়ারঝুরি, দধি ও কাঁজি ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা কুট্টিত করত ১৬ সের জলে মিশ্রিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। তৈলের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে সমস্ত দ্রব্যের হ্রাস ও বৃদ্ধি করিবে।

ঘৃতমূর্চ্ছাবিধি।

ঘৃত ৪ সের অগ্নিতে পাক করত ফেণারহিত হইলে আম্রপল্লবাদি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া চুল্লী হইতে নামাইয়া শীতল করিবে; অনন্তর এই সকল দ্রব্য প্রদান করিবে। প্রথমে হরিদ্রার রস ৮ তোলা প্রদান করিয়া তৎপরে ছোলঙ্গ লেবুর রস ৮ তোলা প্রদান করিবে; অনন্তর হরীতকী, আমলা,

বহেড়া ও মুথা; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে ৮ তোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া ১৬ সের জলে মিশ্রিত করত ঘৃতে প্রদান করিবে। ঘৃতের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে সমস্ত দ্রব্যের হ্রাস বৃদ্ধি করিবে।

গন্ধপাক-দ্রব্য।

এলাইচ, শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু, মুরামাংসী, কাঁকোলী, জটামাংসী, শঠী, সরলকাষ্ঠ, গেঁঠেলা, কর্পূর, শিহ্লক, বেণার মূল, মৃগনাভি, নখী খাটাসী, কৃষ্ণাগুরু, মুথা, মেথী ও লবঙ্গ; এই সকল দ্রব্য বিষ্ণু তৈলাদিতে গন্ধপাকার্থ প্রদান করিবে।

মতান্তরে—গন্ধপাকদ্রব্য।

দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, দারুচিনি, তেজপত্র, মুথা, কুড়, কুঙ্কুম, গেঁঠেলা, বচ, জটামাংসী, কর্পূর, কুন্দুরুখোটী, খাটাসী, মৌরী, এলাইচ, নখী, শ্বেতচন্দন, বালা, প্রিয়ঙ্গু, মেথী, কস্তূরী, সুগন্ধ চাঁপা, দেবতাড়, নালুকা, পৃক্কা ও কাঁকোলী; এই সমস্ত গন্ধদ্রব্য দ্বারা তৈলের গন্ধপাক সমাপ্ত করিবে। অন্যান্য বায়ুনাশক অথচ সুগন্ধ দ্রব্যও বিবেচনা পূর্ব্বক তৈলে প্রদান করিবে।

যূষপ্রস্তুতবিধি।

মুগ, মসুর, কুলথ কলায়, বনমুগ বা ছোলা প্রভৃতি কোন একটি দাইলের পরিমাণ অপেক্ষা অষ্টাদশ গুণ জল লইয়া একত্র সিদ্ধ করিবে, এবং গলিয়া পেয়া অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঘন হইলে ছাকিয়া রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে।

খৈরমণ্ড প্রস্তুতবিধি।

টাট্‌কা খই উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া উপযুক্ত গরম জলে চট্‌কাইতে থাকিবে, পরে খই গলিয়া গেলে কাপড় দ্বারা ছাকিয়া, উহাতে কিঞ্চিৎ মিশ্রী বা ইক্ষু-চিনি মিশ্রিত করিয়া রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে।

হিঙ্গুলাকৃষ্ট রস ও রৌপ্যভস্ম-প্রণালী।

হিঙ্গুল হইতে পারদ গ্রহণের আবশ্যকতা হইলে, ঐ সঙ্গে একেবারে রৌপ্য ভস্ম করা যাইতে পারে। শোধিত রূপার পাত কাঁচি দ্বারা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া শোধিত হিঙ্গুলচূর্ণ দ্বারা উহা আবৃত করিয়া হাঁড়ীর তলায় স্থাপন-পূর্ব্বক নিম্নে জ্বাল দিলে উপরের শরার নিম্নভাগে পারদ সংলগ্ন হইবে, এবং রৌপ্য ভস্ম অবস্থায় হাঁড়ীর তলায় পতিত থাকিবে। এই রূপাভস্ম দেখিতে ঠিক রূপার ন্যায় হইয়া থাকে, অর্থাৎ বর্ণের কোন তারতম্য হয় না।

স্বর্ণভস্মকালে স্বর্ণসিন্দুরের উৎপত্তি ও তৎসহ স্বর্ণের উত্থান।

অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজের সহিত স্বর্ণ উত্থিত হয় না, স্বর্ণ ভস্ম অবস্থায় বোতলের নিম্নে পতিত থাকে। স্বর্ণসিন্দূরের সহিত স্বর্ণ উঠাইবার জন্য আমিও অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। সুতরাং নানা কারণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, স্বর্ণসিন্দূরের সহিত স্বর্ণ উঠাইবার চেষ্টা কার্য্যকরী হইবে না। এইজন্য আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা প্রথমখণ্ডে আমি এইরূপ মতই লিপি-বদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা প্রথমখণ্ড প্রচারিত হওয়ার পর ঘটনা-ক্রমে আমার ঐরূপ মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। একদিন স্বর্ণ ভস্ম করিবার প্রয়োজন হওয়ায় পারদের সহিত স্বর্ণ মর্দ্দন পূর্ব্বক গন্ধকের সহিত কজ্জলী করিয়া প্রথম পুট প্রদানের পর মূষা খুলিয়া দেখা গেল যে উপরের মূষাতে স্বর্ণসিন্দূর উত্থিত হইয়াছে, নিম্নের মূষাস্থিত স্বর্ণ ওজন করিয়া দেখা গেল, একভরির স্থানে মোটে এগার আনা রহিয়াছে। তখন মনে করিলাম হয়ত অবশিষ্ট পাঁচ আনা সোণা স্বর্ণসিন্দূরের সহিত উত্থিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বর্ণসিন্দূরের সহিত সোণা উঠিয়াছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য ঐ স্বর্ণসিন্দূর খলে পেষণ পূর্ব্বক পুনরায় পুট দিয়া দেখা গেল, যথার্থই পাঁচ আনা সোণা এই স্বর্ণসিন্দূরের মধ্যে ছিল। তখন অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম ঘুটিয়াগুলি একটু ভিজা ছিল, তজ্জন্য অগ্নির উত্তাপের তারতম্যেই ঐরূপ হইয়াছে। যাহা হউক তারপর আমি এ সম্বন্ধে আর পরীক্ষা করিবার অবসর পাই নাই। আশা করি এই কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী আছেন, তাঁহারা

পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। কারণ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে, আয়ুর্ব্বেদের একটী প্রধান অভাব দূরীভূত হয়। গন্ধক, পারদ ও স্বর্ণ এই তিন দ্রব্য স্বর্ণসিন্দুরের প্রধান উপাদান, কিন্তু স্বর্ণসিন্দূর প্রস্তুতকালে গন্ধক সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া যায়, কেবলমাত্র পারদ ও স্বর্ণ এই দুইটী উহাতে থাকে। সোণা ও পারদ এই উভয় দ্রব্যই পৃথক্‌ভাবে বহুগুণশালী, সুতরাং উভয়ের মিশ্রণে স্বর্ণসিন্দূর প্রস্তুত হইলে তদ্দ্বারা যে জরা, মরণাদি পর্য্যন্ত রহিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যখন সোণা উহাতে থাকে না, তখন উহা দ্বারা ষোল আনা উপকারের আশাও করা যায় না। কেহ কেহ বলেন, স্বর্ণসিন্দুরের সহিত স্বর্ণ কোন কালেই থাকে না, কিন্তু স্বর্ণের গুণ ও বীর্য্য উহাতে থাকে; সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে সোণা না থাকিলেও উহা গুণহীন হয় না। এই উভয় মতের কোন্‌টি প্রকৃত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন, আয়ুর্ব্বেদও এ সম্বন্ধে নীরব।

ভল্লাতকের গুণ ও প্রয়োগপ্রণালী।

ভল্লাতকের ন্যায় সুলভ অথচ মহোপকারী ঔষধ সচরাচর দৃষ্ট হয় না, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল কেহই উহা প্রয়োগ করেন না, কেহ কেহ বলেন উহা বিষাক্ত, কেহ কেহ বলেন উহা আজকাল মানব শরীরে সহ্য হয় না, কিন্তু আমার মতে ইহার কোনও যুক্তিই সমর্থনযোগ্য নহে, প্রথম কথা এই—বিষ বলিয়া যদি উহা পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে আয়ুর্ব্বেদের অধিকাংশ ঔষধই পরিত্যাজ্য, সুচিকাভরণ প্রভৃতি ঔষধে সর্পবিষ ব্যবহৃত হয়, অথচ সূচিকাভরণের ন্যায় মহোপকারী ঔষধ মৃত্যুপ্রদ সন্নিপাত বা বাতশ্লেষ্মবিকারের আর কি আছে? এবিষয়ে শাস্ত্রের যুক্তি এই—বিষ উত্তমরূপে শোধন করিয়া যুক্তিযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতে পারিলে, সেই বিষই অমৃতের ন্যায় উপকারী হয়। বাস্তবিক এই মতই সমর্থনযোগ্য ও প্রকৃত।

দ্বিতীয় কথা এই—কেহ কেহ বলেন উহা মানব শরীরে সহ্য হয় না, এই মতও সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ সকলেরই শরীরে যে উহা সহ্য হইবে না, তাহা অসম্ভব। যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহারা ভল্লাতক কখনও প্রয়োগ করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না, আয়ুর্ব্বেদে ঐ ধরণের একটী বচন আছে, আমার বিশ্বাস তাঁহারা সেই জন্যই ঐরূপ বলিয়া থাকেন। সেই সংস্কৃত বচনটী এই—"ভল্লাতকাসহত্বেতু রক্তচন্দন মিষ্যতে" অর্থাৎ ভল্লাতক অসহ্য হইলে,

তৎপরিবর্ত্তে রক্তচন্দন প্রয়োগ করিবে। কিন্তু ইহা যে সকলের শরীরেই অসহ্য হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। যেখানে অসহ্য হইবে, উহার অর্থ এই যে, ভল্লাতক অত্যন্ত পিত্তবর্দ্ধক, সুতরাং পিত্তপ্রধান শরীরে অর্থাৎ অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতি রোগে উহা সহ্য হয় না। কিন্তু অমৃতভল্লাতক যে নিয়মে প্রস্তুত হয়, আমার বিশ্বাস অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ঐ সকল পিত্তপ্রধান রোগেও সহ্য হইতে পারে, তবে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, ভল্লাতক এতাদৃশ উপকারী হইলেও পিত্তনাশক দ্রব্যের সংযোগ ব্যতীত ভক্ষণ করা কদাপি উচিত নহে, এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ ঘৃত, দুগ্ধ ও চিনি সহযোগে ইহা ভক্ষণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এই জন্যই অমৃতভল্লাতক দুগ্ধ, চিনি ও ঘৃতসংযোগে পাক করিয়া সেবনের বিধি আছে, কিন্তু তথাপি উহা সেবনে শরীর গরম হইলে বা গাত্রজ্বালা অনুভূত হইলে অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে, চিনি দ্বারা প্রস্তুত তিলের লাড়ু, নারিকেলের দুধ, ইক্ষুরস, ডাবের জল প্রভৃতি দ্রব্য ঐ সকল উপসর্গ নিবারণের জন্য প্রতিষেধকরূপে আমরা ব্যবস্থা করিয়া থাকি। উহা সেবনকালে যাহাতে দাস্ত পরিষ্কার থাকে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। অর্শরোগে অমৃতভল্লাতক অমৃতের ন্যায় উপকারী, অর্শোরোগে ইহা প্রয়োগে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত ও বলি শুষ্ক হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে, রক্তগুল্মরোগে কেবলমাত্র উহা প্রয়োগেই রোগিণী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, এইরূপ দেখা গিয়াছে, আর পারদবিকৃতি, উপদংশবিষ ও কুষ্ঠ ইহা প্রয়োগে বিনষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে, এমন কি আমার বিশ্বাস এই সকল রোগের বিষ নষ্ট করিতে ইহা সালসা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা সালসার জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিতে অসমর্থ, তাঁহাদিগকে আমি অমৃতভল্লাতক ভক্ষণ করিতে পরামর্শ দেই। অত্যল্প খরচে রোগমুক্ত হইবার পক্ষে এমন অদ্বিতীয় ঔষধ আর নাই। অমৃত ভল্লাতকের মাত্রা ১৫ ফোটা হইতে ৬০ ফোটা পর্য্যন্ত ঈষদুষ্ণ দুগ্ধসহ দিনে একবার আহারান্তে সেব্য।

ভল্লাতকশোধনে—সতর্কতা।

ভল্লাতক এতাদৃশ উপকারী হইলেও উহা শোধনের বা প্রস্তুতের সময় অতি সতর্ক হওয়া উচিত, নচেৎ বিপদের সম্ভাবনা, প্রথমতঃ দুই হস্তে ঘৃত মাখাইয়া সুপক্ক ভল্লাতক জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে যে গুলি ডুবিয়া যাইবে, সেইগুলি গ্রহণ পূর্ব্বক ইষ্টক চূর্ণ বা শুরকীর সহিত একদিন এক রাত্রি

ভিজাইয়া রাখিবে, অনন্তর পুনর্ব্বার হস্তদ্বয় ঘৃতদ্বারা লিপ্ত করিয়া আস্তে আস্তে গুরকীর সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক জলে ধৌত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। অমৃতভল্লাতক প্রস্তুত করিতে হইলে আবার হস্তদ্বয় ঘৃতলিপ্ত করিয়া যাতি দ্বারা উক্ত ভেলা সকল কাটিয়া দুইখণ্ড করিবে, তৎপরে যথানিয়মে জলের সহিত পাক করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে এবং এই ক্বাথ ঘৃত ও দুগ্ধসহ যথা-নিয়মে পাক ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সাত দিবস ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক ভক্ষণ করিবে। শোধনের সময় যদি উহার আঠা কোন অঙ্গে লাগে, তবে সেইস্থান রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, এই জন্যই হস্তদ্বয়ে ঘৃতলিপ্ত করা কর্ত্তব্য। আর উহা পাকের সময়ে সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া লওয়া উচিত, কারণ উহার ধূম বা বাষ্প লাগিলে, সেইস্থানও রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, যাহা হউক ইহাতে ভয়ের কোনও কারণ নাই, যে স্থান ফুলিয়া উঠিবে, সেই স্থানে নারিকেল তৈল ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

তাম্র, কাংস্য ও পিত্তলভস্মের সহজ প্রণালী।

উক্ত তিনটী দ্রব্যের ভস্মপ্রণালী যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেই প্রকারই করিবে। কিন্তু তামা, কাঁসা ও পিতলের গুঁড়া সংগ্রহ করিতে পারিলেই সহজে ভস্ম হয়। যেখানে কুঁদের কার্য্য হয়, সেই খানেই উহাদের গুঁড়া সংগ্রহ হইতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এই পরিভাষা প্রকরণে, জারণ, মারণ ও শোধনের যে সকল সহজ প্রণালী লিখিত হইল, ঐ নিয়মানুসারে আমি শত শত বার স্বহস্তে জাগরণ, মারণ ও শোধন করিয়াছি ; সুতরাং ঐ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া কাহাকেও কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত বা মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হইবে না। বলা বাহুল্য ঐ সকল সহজ প্রণালী আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত আমাকে যে নানা প্রকারে কষ্ট ও ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

পরিভাষা সম্পূর্ণ।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা

বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রাধান্য। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বিকৃতি যাবতীয় রোগের কারণ এবং সমতাই সুস্থতার হেতু; ইহারা জীবের দেহে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিয়া, দেহীর জীবন-রক্ষা ও দেহের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনও একটি বিকৃত বা কুপিত হইলে, জীবশরীরে বিবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয় এবং দেহী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যেরূপ বিবিধ বাষ্পীয় যন্ত্র অর্থাৎ এঞ্জিন প্রভৃতি, জল, বাষ্প ও অগ্নিসংযোগে চালিত হইয়া নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সাহায্যে জীবের দেহেও বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত এই ৪টী দ্বারা দেহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হয়।

বায়ু, পিত্ত ও কফের সাধারণ স্থান। সাধারণতঃ বায়ু শ্রোণি ও গুহ্য নাড়ীতে অবস্থিত। শ্রোণি ও গুহ্য নাড়ীর উপরি ভাগে এবং নাভির নিম্নে পক্বাশয় অবস্থিত; এই পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যস্থলে পিত্তের স্থান এবং আমাশয়ে শ্লেষ্মার স্থান নির্ণীত হইয়াছে।

বায়ুর কার্য্য। সন্ধিভ্রংশ, অঙ্গ (হস্তপদাদি) বিক্ষেপ, শরীরে মুদ্গরাদি দ্বারা পীড়নবৎ কষ্ট, স্পর্শাজ্ঞানতা, শরীরের অবসন্নতা, শূলবৎ বেদনা, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, বিদারণবৎ কষ্টবোধ, মল মূত্রাদির সম্যক্ প্রকার নির্গমনাভাব, শরীরে ভঙ্গবৎ বেদনা, শিরাদির সঙ্কোচ, মলের পিণ্ডীভাব, রোমাঞ্চ, তৃষ্ণা, কম্প, শরীরের রুক্ষতা, অস্থি সমূহের ছিদ্রতা (মধ্য শুষ্কতা), রসাদির শোষণ, স্পন্দন, রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টিতবৎ ভাব, স্তব্ধতা, মুখের কষায়স্বাদ, দেহের কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণতা; এই সমস্ত বায়ুর কার্য্য।

পিত্তের কার্য্য। দাহ, শরীরের রক্তাভা, উষ্ণতা, পাকক্রিয়া, ঘর্ম্ম, ক্লেদ, স্রাব, শরীরের অবসন্নতা, মূর্চ্ছা, মত্ততা, মুখে কটু ও অম্লরস বোধ, দেহের পাণ্ডু ও অরুণ বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণতা; এই সমস্ত পিত্তের কার্য্য।

শ্লেষ্মার কার্য্য। স্নিগ্ধতা, কাঠিন্য, কণ্ডূ, শীতবোধ, গুরুতা, দেহের স্রোতঃ সমূহের বিবন্ধ, লিপ্ততা, শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃত বোধ, শোথ, অপরিপাক, নিদ্রাধিক্য, দেহের শ্বেতবর্ণতা, মুখ স্বাদু ও লবণবোধ এবং দীর্ঘসূত্রতা ; এই সমস্ত কফের কার্য্য।

বায়ুর স্থানভেদে নাম ও কার্য্য। বায়ু, স্থানভেদে পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া শরীরে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিতেছে। ১। হৃদয়ে প্রাণবায়ু, অবস্থিত থাকায়, উহার সাহায্যে আহার্য্য দ্রব্য অন্ননালী দ্বারা উদরে প্রবিষ্ট হয় এবং এই বায়ুই প্রাণধারণ করিতে সক্ষম হয় ; প্রাণবায়ুর প্রকোপ বশতঃ হিক্কা ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। ২। অপানবায়ু পক্বাশয়ের নিম্নভাগে অবস্থিত থাকিয়া যথাসময় মল, মূত্র, শুক্র, আর্ত্তব ও গর্ভ অধোগামী করে। অপানবায়ু প্রকুপিত হইলে, বস্তিদেশস্থিত এবং গুহ্যনাড়ীগত বিবিধ পীড়া, প্রমেহ ও অন্যান্য বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। ৩। সমানবায়ু নাভিমণ্ডলে অবস্থিত থাকিয়া আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যে বিচরণ করে, সমানবায়ুই পাচকাগ্নিসংযোগে ভুক্ত অন্নের পরিপাকক্রিয়া সম্পাদন করে এবং ভুক্ত অন্নের সারভাগ (রস) মলমূত্রাদি হইতে পৃথক্ করে। ৪। উদানবায়ু কণ্ঠদেশে অবস্থিত থাকায়, উহার সাহায্যে গীত ও বাক্য-প্রয়োগ ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ; উদানবায়ুর বিকৃতি হইলে, ঊর্দ্ধজত্রুগত বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হয়। ৫। ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীরগত, ইহার সাহায্যে ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ (রস) সর্ব্বশরীরে প্রবাহিত হয় এবং ঘর্ম্ম নির্গম, গমন, উৎক্ষেপণ, নিমেষ ও উন্মেষ ইত্যাদি কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। দেহীর সমস্ত কার্য্যই বায়ুসাপেক্ষ। ব্যানবায়ুর কার্য্য শরীরচালনা, উদানবায়ুর কার্য্য উদ্বহন, প্রাণবায়ুর কার্য্য আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ, সমানবায়ুর কার্য্য মলমূত্রাদির পৃথক করণ, অপানবায়ুর কার্য্য শুক্র মূত্রাদির প্রবর্ত্তন ও ধারণা ; পাঁচ প্রকার বায়ুর দ্বারা এই সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

পিত্তের স্থানভেদে নাম ও কার্য্য। পিত্ত পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া স্থানভেদে পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণ করিয়াছে॥ ১॥ পাচকপিত্ত অগ্ন্যাশয়ে অবস্থিত। ইহার সাহায্যে অন্নের পরিপাক ও অবশিষ্ট পিত্তগণের অগ্নিবল বর্দ্ধিত হয়, এই পিত্তই রস, মল ও মূত্রাদির বিরেচন-কার্য্য সমাধান করে।

২। রঞ্জকপিত্ত যকৃৎ ও প্লীহায় অবস্থান করিতেছে, রঞ্জকপিত্ত দ্বারা ভুক্ত-দ্রব্যের রস রক্তরূপে পরিণত হয়। ৩। সাধকপিত্ত হৃদয়ে অবস্থিতি করে, ইহা দ্বারা বুদ্ধি, মেধা এবং স্মৃতিশক্তি উৎপন্ন হয়। ৪। আলোচকপিত্ত চক্ষুর্দ্বয়ে অবস্থিতি করিয়া দ্রব্যাদির রূপদর্শন কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ৫। ভ্রাজক পিত্ত সর্ব্বদেহস্থ চর্ম্মে অবস্থিতি করিয়া দেহের কান্তি সম্পাদন করে এবং ইহার সাহায্যে দেহে মর্দ্দিত প্রলেপ ও তৈলাদির পরিপাক হইয়া থাকে।

কফের স্থানভেদে নাম ও কার্য্য। শ্লেষ্মা পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া স্থানভেদে পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণ করিয়াছে। ১। ক্লেদন নামক শ্লেষ্মা আমাশয়ে অবস্থিত, ইহা ভুক্তদ্রব্যকে ক্লিন্ন অর্থাৎ কর্দ্দমভাবাপন্ন করে এবং নিজের ক্ষমতাবলে অন্য চতুর্ব্বিধ শ্লেষ্মার জলীয়শক্তি বৃদ্ধি করে। ২। অবলম্বন নামক শ্লেষ্মা হৃদয়ে অবস্থান করিয়া ত্রিকদেশ (মস্তক ও বাহুদ্বয়ের সন্ধি) ধারণ করে এবং ঐ শ্লেষ্মা শুষ্ক বা বিকৃত হইলে বাহুর কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। ৩। রসন নামক শ্লেষ্মা কণ্ঠদেশে অবস্থান করায় রসজ্ঞান জন্ম, রসনা আমাদের রস-জ্ঞানের প্রধান উপায়। ৪। স্নেহন নামক শ্লেষ্মা মস্তকে অবস্থান করিয়া স্নেহপদার্থ প্রদান দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করে। ৫। শ্লেষ্মণ নামক শ্লেষ্মা সন্ধিস্থানে অবস্থান করে এবং ইহার সাহায্যে শরীরের যাবতীয় সন্ধি সংশ্লিষ্ট থাকে।

জ্বর-চিকিৎসা।

জ্বরোৎপত্তির কারণ। অনিয়মিত আহার বিহার দ্বারা প্রকুপিত দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা আমাশয়ে গমন পূর্ব্বক আমরসের সহিত মিলিত হইয়া পাচকাগ্নিকে পাকাশয় হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া ত্বক্ (চর্ম্মকে) আশ্রয় করায়, এই জন্যই শরীর উত্তপ্ত হয় এবং ইহাকেই জ্বর বলে। এই জ্বর আট প্রকার, যথা—বাতজ্বর, পিত্তজ্বর, কফজ্বর, বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্ম, পিত্ত-শ্লেষ্ম ও সন্নিপাত এবং আগন্তুজ্বর।

পৃথক্ দোষ তিন প্রকার যথা—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক। যে কোন রোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই তিনটীর মধ্যে দুইটীর লক্ষণ মিলিত

হইলে, তাহাকে দ্বন্দ্বজ বা দ্বিদোষজ এবং তিনটীর লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে ত্রিদোষ বা সন্নিপাতজ বলে। দ্বন্দ্বজ তিন প্রকার যথা—বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক। সান্নিপাতিক এক প্রকার।

জ্বরের পূর্ব্বরূপ। পরিশ্রম বোধ, চিত্তের অস্থিরতা বা কার্য্যে অনিচ্ছা, শরীরের বিবর্ণতা, মুখের বিরসতা, জলপরিপূর্ণ নেত্র, এবং শীতল দ্রব্য, বায়ু ও রৌদ্রাদিতে পুনঃপুনঃ ইচ্ছা ও দ্বেষ, হাই, শরীর বেদনা ও ভারবোধ, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকারে প্রবিষ্টবৎ বোধ, বিমর্ষভাব ও শীতবোধ; জ্বরের পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ হয়; বিশেষতঃ বাতিক জ্বরের পূর্ব্বে অত্যন্ত হাই, পৈত্তিক জ্বরের পূর্ব্বে চক্ষুর্দ্বয়ে অত্যন্ত জ্বালা এবং শ্লৈষ্মির জ্বরের পূর্ব্বে মুখে অত্যধিক অরুচি হইয়া থাকে; এই তিনটী লক্ষণের দুইটি মিলিত হইলে, তাহাকে দ্বন্দ্বজ এবং এক সঙ্গে তিনটী মিলিত হইলে, তাহাকে সান্নিপাতিক জ্বর বলে। উক্ত তিনটি লক্ষণ দ্বারা একদোষজনিত তিনপ্রকার, দ্বিদোষজ বা দ্বন্দ্বজ তিন প্রকার এবং ত্রিদোষজ বা সন্নিপাতজ এক প্রকার; এই সপ্তবিধ জ্বর অতি সহজেই নিরূপিত হইতে পারে।

বাতজ্বরের লক্ষণ। জ্বরকালে গাত্রকম্প, জ্বরের আগমন কালের অনিশ্চয়তা বা উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি, কণ্ঠ ও ওষ্ঠদেশের শুষ্কতা, নিদ্রাশূন্যতা, হাঁচির অভাব, গাত্রের রুক্ষতা, সমস্ত গাত্রে বিশেষতঃ মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে বেদনার আধিক্য, মুখের বিরসতা, মলের কঠিনতা, উদরে বেদনা, উদর আধ্মান এবং সময় সময় হাই উঠা; এই সমস্ত বাতজ্বরের লক্ষণ।

পিত্তজ্বরের লক্ষণ। জ্বরের তীক্ষ্ণবেগ অর্থাৎ অত্যন্ত উত্তাপ, পাতলা-দাস্ত, নিদ্রার অভাব, বমি এবং কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ ও নাসিকায় স্ফোটকার ন্যায় নির্গম, ঘর্ম্ম নির্গম, অযথাবাক্য পুনঃপুনঃ প্রয়োগ, মুখ কটুবোধ, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, পিপাসা এবং নেত্রদ্বয়ে, মলে ও মূত্রে পীতবর্ণাভা; এই সমস্ত পিত্ত-জ্বরের লক্ষণ।

কফজ্বরের লক্ষণ। গাত্র আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ বিবেচনা, জ্বরের অল্প বেগ, অলসতা, মুখের মধুরাস্বাদ, মল ও মূত্রের শুক্লবর্ণতা, শরীরের স্তব্ধতা, আহারান্তে ভোজনে যেরূপ অনিচ্ছা তাদৃশ ভাব, বমি, অঙ্গের অবসন্নতা,

অপরিপাক, শরীরে ভারবোধ, শীতবোধ, বমনেচ্ছা, রোমাঞ্চ, অতিনিদ্রা, সর্দ্দিভাব, অরুচি, কাস ও চক্ষুর শুক্লবর্ণাভা; এই সমস্ত কফজ্বরের লক্ষণ।

বাতপিত্তজ্বরের লক্ষণ। পিপাসা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, নিদ্রানাশ, মস্তক-বেদনা, কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, বমি, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকারবৎ দর্শন, সন্ধিস্থানে ভঙ্গবৎ বেদনা ও হাই উঠা; এই সমস্ত বাতপিত্তজ্বরের লক্ষণ।

বাতশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ। শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ বিবেচনা, সন্ধিস্থানে বেদনা, নিদ্রাধিক্য, শিরোবেদনা, সর্দ্দিবোধ, কাস, অত্যন্ত ঘর্ম্ম, শরীরে অত্যন্ত তাপ ও জ্বরের মধ্যবেগ; এই সমস্ত বাতশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ। শ্লেষ্মাদ্বারা মুখলিপ্ততা, মুখ তিক্তবোধ, তন্দ্রা, মোহ, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, ক্ষণকাল দাহ ও পরমুহূর্ত্তে শীতবোধ; এই সমস্ত পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ।

সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ ২৫ পৃষ্ঠায় ও আগন্তুজ্বরের লক্ষণ ৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বর-চিকিৎসাবিধি।

—:*:—

জ্বরের আরম্ভ কাল হইতে দিন গণনাক্রমে জ্বরসমূহ পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই নামকরণ, সময়ানুসারে ও অবস্থানুসারে পৃথক্ ঔষধের প্রয়োগ ও চিকিৎসার সুবিধার জন্যই হইয়াছে। যথা—সাম-জ্বর (তরুণজ্বর), নিরামজ্বর, মধ্যজ্বর, জীর্ণ বা পুরাতনজ্বর ও অতি জীর্ণজ্বর। নিদানগ্রন্থে অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক, চাতুর্থকবিপর্য্যয়, সতত ও সন্ততজ্বর এবং রসগত, রক্তগত, মেদোগত, মাংসগত, অস্থিগত ও মজ্জাগত প্রভৃতি যে সমস্ত জ্বরের লক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল জ্বর, পুরাতন ও অতিজীর্ণজ্বরের অন্তর্গত। পুরাতন ও জীর্ণজ্বরের অনেক ঔষধ সমকার্য্যকারী অর্থাৎ একই ঔষধ দ্বারা উভয়বিধ জ্বর দূরীভূত হয় এবং মধ্যজ্বরে প্রযুক্ত ঔষধ দ্বারা অনেক স্থানে বিষমজ্বর দূরীভূত হয়, বিষমজ্বর পুরাতন জ্বরেরই অন্তর্গত।

সামজ্বর। সাত দিন পর্য্যন্ত যে জ্বর তীক্ষ্ণভাবে শরীরে অবস্থান করে এবং মুখ হইতে লালানিঃসরণ, বমনেচ্ছা, হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অপরিপাক, মুখের বিরসতা, মূত্রাধিক্য, শরীরের জড়তা, ক্ষুধানাশ

ও গাত্রে ভারবোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই জ্বরকে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য গণ সামজ্বর বলিয়া থাকেন।

আমপক্ক লক্ষণ, যথা—জ্বরের মৃদুতা অর্থাৎ জ্বরের বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস এবং বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও মলমূত্রের যথাযথরূপে নির্গমন হইলে, বায়ুপিত্তাদির পরিপাক হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

নিরামজ্বর। ক্ষুধার উদ্রেক, শরীরের কৃশতা অর্থাৎ জ্বরকালীন শরীরের যেরূপ অবস্থা ছিল তদপেক্ষা কৃশতা, জ্বরের অল্পতা ও অষ্টাহকাল অর্থাৎ সপ্তাহ অতীত হইলে তৎপরবর্ত্তী দিনে সামজ্বরের উল্লিখিত লক্ষণ ক্রমশঃ নিবৃত্তি হইলে, নিরামজ্বর বুঝিতে হইবে, কাহারও মতে দশ দিবস পর্য্যন্ত নিরামতা অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এবং রসাদি ধাতু দশ দিনে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

মধ্যজ্বর। অষ্টাহের পরবর্ত্তী দিন হইতে দ্বাদশদিবস পর্য্যন্ত মধ্যজ্বর শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে, কোনও কোনও গ্রন্থকার বলেন যে, চতুর্দ্দশ দিবস পর্য্যন্ত মধ্যজ্বর সংজ্ঞা, কিন্তু এই মত সর্ব্বসম্মত নহে।

পুরাতন জ্বর। ত্রয়োদশ দিবস হইতে যে জ্বর শরীরে অল্পভাবে প্রকাশ পায় এবং বাতাদি দোষের অল্পতা দৃষ্ট হয়, তাহাকে পুরাতন জ্বর বলে।

অতি জীর্ণজ্বর। ত্রিসপ্তাহ অর্থাৎ একুশ দিনের পর যে জ্বর ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি উৎপাদন পূর্ব্বক শরীরের কৃশতা সম্পাদন করে, তাহাকে অতি জীর্ণজ্বর বলে।

জ্বরে—ঔষধপ্রয়োগ।

সামজ্বরে অর্থাৎ সপ্তাহমধ্যে কাথ (পাচন) প্রয়োগ নিষিদ্ধ, কেবলমাত্র দোষসংশোধক, আমরসপাচক ও কোষ্ঠশোধকবটিকা প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে কারণ রস (পারদ) সংযুক্ত বটিকা সপ্তাহ মধ্যে সেবনে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। বরং ইহা দ্বারা বাতাদি দোষের সমতা জন্মে এবং অনেকস্থানে ঐ জ্বর আর নিরামজ্বররূপে বা বিষমজ্বরে পরিণত হয়না অর্থাৎ সাতদিবস মধ্যেই জ্বর একেবারে কমিয়া যায়; কিন্তু সপ্তাহমধ্যে জ্বর একেবারে দূরীভূত না হইয়া মৃদুভাবে অবস্থিতি করিলে, সেই অবস্থায় নিরামজ্বরে নির্দ্দিষ্ট দোষ-পাচক কষায়

পাচন) ও বটিকা প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। শরীরের অবস্থানুসারে অনেক স্থানে ঐ সমস্ত ঔষধ প্রয়োগেও জ্বর নিবৃত্ত হয় না বা নিবৃত্ত হইলেও ২।৩ দিন পরে পুনরায় উৎপন্ন হয়; তখন পুরাতনজ্বরের নির্দ্দিষ্ট ঔষধ ও ক্বাথ প্রভৃতি রোগীকে সেবন করাইবে। সময় সময় জলবায়ুর দোষে ও শরীরের অবস্থানুসারে অনেক স্থানে এই সমস্ত ঔষধদ্বারাও জ্বর নিবৃত্ত হয় না বা নিবৃত্ত হইয়া পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, এমতাবস্থায় বাতাদি দোষের পর্য্যালোচনা করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক অতি জীর্ণজ্বরের ঔষধসমুহ (ক্বাথও বটিকা প্রভৃতি)সেবন করাইবে, ঐ সমস্ত জ্বর এত দীর্ঘকাল শরীরে অবস্থান করে যে, রোগীর অবশেষে শাস্ত্রোক্ত বিবিধ তৈল মর্দ্দন ও ঘৃতাদি সেবন পর্য্যন্ত প্রয়োজন হয়।

সান্নিপাতজ্বর।—বায়ু, পিত্ত ও কফের এক সময়ে প্রকোপবশতঃ অতি কষ্টকর সান্নিপাতিক জ্বর উৎপন্ন হয়, এই জ্বরের চিকিৎসার্থ যে সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ নিরূপণ করা হইয়াছে, লক্ষণ সমূহের হ্রাস বৃদ্ধি দৃষ্টি করিয়া উপযুক্ত অনুপানের সহিত অতি ধীরভাবে ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সন্নিপাত জ্বরের নিরামাবস্থা দীর্ঘকাল পরে দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যকতা হয় না, নিরামজ্বরের নির্দ্দিষ্ট ঔষধাদি দ্বারাই সেই জ্বর দূরীভূত হয়, অনেক স্থানে শরীরের অবস্থানুসারে দীর্ঘকাল এই জ্বর স্থায়ী হওয়ায় পুরাতন বা অতি জীর্ণজ্বরের বটিকা, চূর্ণ এবং ক্বাথ প্রভৃতিও রোগীকে প্রয়োগ করিতে হয়।

আগন্তুজ্বর।—আগন্তুজ্বর উৎপন্ন হইবার পরে বাতাদি দোষের সহিত সম্মিলিত হয় সুতরাং যে জ্বরে যে দোষের প্রাধান্য থাকিবে, সেই দোষনাশক চিকিৎসা করিলেই জ্বর আপনি কমিয়া আইসে, যথা—কোনও ব্যক্তি কোন কারণ বশতঃ ক্রোধান্বিত হওয়ায় জ্বর উপস্থিত হইয়াছে, এমতাবস্থায় পিত্তনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলেই জ্বর হ্রাস পাইবে; এইরূপে কাম ও শোকজনিতজ্বরে বায়ুনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে; কারণ এই উভয়বিধ জ্বরই বায়ু প্রকুপিত হয়। অন্যান্য আগন্তুজ্বরেরও এই নিয়মে প্রতিকার করিবে।

কারণভেদে জ্বরের রূপান্তর। বাতজ্বর শৈত্যক্রিয়া দ্বারা বাতশ্লেষ্মজ্বররূপে এবং কফজ্বরও ঐরূপ অহিতাচরণ দ্বারা বাতশ্লেষ্মজ্বররূপে

পরিগণিত হইয়া থাকে, এইরূপ পিত্তপ্রধান জ্বরে শৈত্যাদি ক্রিয়া দ্বারা পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, বাতশ্লেষ্মজ্বরে অহিতাচরণদ্বারা সন্নিপাতজ্বর এবং পিত্তশ্লেষ্মজ্বর হইতে পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতজ্বর উপস্থিত হইয়া থাকে, এমতাবস্থায় বিবেচনাপূর্ব্বক রোগের আক্রমণ বুঝিয়া অর্থাৎ বাতজ্বর হইতে বাতশ্লেষ্মার আক্রমণ বুঝিতে পারিলে, বাতশ্লেষ্মজ্বরের এবং বাতশ্লেষ্মজ্বর হইতে সন্নিপাতজ্বরের আক্রমণ বুঝিতে পারিলে, সন্নিপাতজ্বরেরই চিকিৎসা করিবে ; এইরূপ কফজ্বর হইতে বাতশ্লেষ্মজ্বর হইলে, বাতশ্লেষ্মজ্বরের, পিত্তজ্বর হইতে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর হইলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর হইতে সন্নিপাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের এবং বায়ুর রুক্ষতা বশতঃ পিত্ত প্রকুপিত হইলে, বাতপিত্তজ্বরের ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কোনও কোনও রোগে অনেক উপদ্রব উপস্থিত হয় ও তজ্জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। যথা—বাতশ্লেষ্মজ্বরের শিরোবেদনা, কাস ও সন্ধিস্থানে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে ঐ সকল উপদ্রব নিবারণের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ অর্থাৎ শিরঃশূল অত্যন্ত প্রবল হইলে লক্ষ্মীবিলাস, কাস প্রবল হইলে কাসান্তকরস বা চন্দ্রামৃতরস প্রভৃতি ঔষধ এবং প্রবল গাত্রবেদনার জন্য স্বেদ ও বাতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি প্রয়োজ্য।

সহজ ব্যবস্থা।—সর্ব্বপ্রথম রোগীর রোগ পরীক্ষা করিয়া তৎপর রোগানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং তদ্দ্বারা কিরূপ ক্রিয়া বা ফলাফল হইতেছে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে, নচেৎ চিকিৎসায় সফলতা লাভের আশা কম। রোগনির্ণয়ে বিলম্ব ঘটিলে এবং তৎক্ষণাৎ ঔষধ-প্রয়োগ অনিবার্য্য হইলে অগ্রে একটু স্বর্ণসিন্দূর বা রসসিন্দূর মধুসহ রোগীকে প্রদান করিয়া পশ্চাৎ রোগ স্থির করিয়া, তদনুযায়ী ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

সামজ্বরে—ঔষধ।

মৃত্যুঞ্জয়রস। শ্লেষ্মজ্বরে বা বাতশ্লেষ্মজ্বরে এই ঔষধ আদার রস ও মধু অনুপানে প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস সংযোগে প্রয়োজ্য, কিন্তু যথারীতি কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে, পানের রসের সহিত সেবন করাইবে। বাতজ্বরে বা পিত্তজ্বরে কেবল মধুর সহিত সেবন বিধি, পিত্তপ্রধান জ্বরে বা

কফজ্বরের নিরামাবস্থায় অথবা দূষিত জলবায়ু সমুৎপন্ন জ্বরেও এই ঔষধ ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়, জ্বরের অবস্থানুসারে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিকে একসময় ২।৩ বটী দেওয়া যাইতে পারে, ৭।৮ বৎসর বয়স্কদিগকে ১ বটী সেবন করাইবে। জ্বরের অবস্থানুসারে দিবসে ২।৩ বার সেবন বিধি; পুরাতন জ্বরে প্লীহা বৃদ্ধি পাইলে, এই ঔষধ কৃষ্ণজীরা-চূর্ণ ও পুরাতন ইক্ষুগুড় সহযোগে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মস্তক বেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, আদার রস ও পানের রস সহযোগে সেব্য। ২।১ বার ঈষৎ তরল দাস্ত হইলে, জীরা-চূর্ণ ও মধুসহ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

মৃত্যুঞ্জয় রস। বিষ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, পিপুল ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা ও হিঙ্গুল ২ তোলা; জলে মর্দ্দন করিবে,, বটী ১ রতি। এই ঔষধে হিঙ্গুল ২ তোলার পরিবর্ত্তে কেহ কেহ পারদ ১ তোলা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

হিঙ্গুলেশ্বর। বাতজ্বরে কম্প, মাথার বেদনা বা হাই প্রবল থাকিলে, এই ঔষধ মধুর সহিত মাড়িয়া উষ্ণজল সহযোগে রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে আদার রস ও মধু সংযোগে দিবসে ১।২ বা ৩ বার সেবন করিতে দিবে। জ্বর একবার নিবৃত্ত হইয়া পুনঃপুনঃ হইলে এবং সামজ্বরের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, ইহা পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে না।

হিঙ্গুলেশ্বর। পিপুল ১ তোলা, হিঙ্গুল ১ তোলা ও বিষ ১ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জলসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জয়াবটী। বাতজ্বরে এই ঔষধ মধুর সহিত বা অবস্থানুসারে আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। পিত্তজ্বরে দাহ প্রবল থাকিলে, করলা পাতার রস ও মধু অথবা ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধুযোগেও দেওয়া যায়। বাতশ্লেষ্মজ্বরে আদার রস ও মধু এবং বাতপিত্তজ্বরে চন্দন ঘসিয়া তাহার সহিত সেবন করিতে দিবে। নিরামজ্বরে, মধ্যজ্বরে বা পুরাতনজ্বরেও এই ঔষধ উপকারী; পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বরে, বাতপিত্তজ্বরে বা পিত্তজ্বরের নিরাম অবস্থায় সেফালিকাপাতার রস ও মধু সংযোগে সেবন করিতে দিবে। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে, পিপুলচূর্ণ ও মধু সহযোগে ব্যবস্থা করিবে। এইঔষধ ছাগীমূত্রে ২১বার ভাবনা দিয়া প্রয়োগ করিলে জীর্ণজ্বরে বিশেষ উপকার দর্শে। কেহ কেহ এই ঔষধে সমস্ত দ্রব্যের সমান জয়ন্তীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ছাগীমূত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক অনুপান-বিশেষে

নানাপ্রকার রোগে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহা একটি প্রসিদ্ধ জ্বরনাশক ঔষধ।

জয়াবটী। বিষ, শুঠী, পিপুল, মরিচ, মুথা, হরিদ্রা, নিমপাতা ও বিড়ঙ্গ; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করত সমভাগে লইয়া ছাগীমূত্রে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

অগ্নিকুমার রস। সর্ব্ববিধ জ্বরে এই ঔষধ আমদোষ সংশোধক ও অগ্নিমান্দ্য নিবারক, অগ্নিমান্দ্য (অজীর্ণদোষে জ্বর হইলে এবং সেই জ্বরে উদরাধ্মান, সর্ব্বশরীর বেদনা, বমন বা দাস্ত ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে, ইহা বিশেষ উপকারী। অনুপান—আমজ্বরে শুণ্ঠীচূর্ণ ও মধু; কফজ্বরে আদার-রস ও মধু বা নিসিন্দা পাতার রস ও মধু এবং সন্নিপাতজ্বরের প্রারম্ভে পিপ্পলী-চূর্ণ ও আদার রস। জ্বরে এই ঔষধ সেবন দ্বারা অগ্নিবল বর্দ্ধিত হয় ও আম-দোষের নিবৃত্তি হয়; ইহা অতিসার, আমাতিসার, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী ও শ্বাস প্রভৃতি রোগেও বিভিন্ন অনুপান সংযোগে প্রয়োগ করা যায়।

অগ্নিকুমার রস। মরিচ ।০ আনা, বচ ।০ আনা, কুড় ।০ আনা, মুথা ।০ আনা, বিষ-১ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

তরুণজ্বরারি। জ্বরের দিন গণনা করিয়া ৫ম, ষষ্ঠ, বা ৭ম দিনে প্রাতঃ-কালে জলের সহিত ইহার একটিমাত্র বটিকা সেবন করিতে দিবে। ইহাতে ২।৩ বার দাস্ত হয় এবং সেই দিনই জ্বর বন্ধ হয়, বাতজ্বরে বা বাতপৈত্তিকজ্বরে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। জ্বরের অবস্থায় যাহার প্রত্যহ যথারীতি কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় অথবা তৎসহ দাহ, ঘর্ম্ম, তন্দ্রা ও প্রলাপাদি বিদ্যমান থাকে, তাহাকে প্রয়োগ করিবে না। কারণ এই ঔষধ বিরেচক।

তরুণজ্বরারি। শোধিত জয়পালবীজ, গন্ধক, পারদ ও বিষ; এই সকল সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরমুরারি। এই ঔষধ অত্যন্ত বিরেচক; জ্বরারম্ভ হইতে দিন গণনা করিয়া ৫।৬ বা ৭ দিন পরে ইহা প্রাতে জল সহ সেবন করাইবে; এই ঔষধের প্রয়োগ-বিধি তরুণজ্বরারির ন্যায়, বাতজ্বরে বা বাতপিত্তজ্বরে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলেই এই ঔষধ সেব্য। বালক, বৃদ্ধ বা গর্ভিণীদিগকে এই তীব্র বিরে-চক ঔষধ সেবন করাইবে না।

জ্বরমুরারি। হিঙ্গুল ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, শুঁঠ ২ তোলা, পিপুল ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, হরীতকী ১ তোলা ও শোধিত জয়পালবীজ ৮ তোলা। একত্র করিয়া জলসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

নবজ্বরেভাঙ্কুশ। কফজ্বরে বা পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে এবং যে সকল জ্বরে জ্বরকালে ঘর্ম্ম হয় না, সেই সকল জ্বরে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী, ঔষধ সেবনে ঘর্ম্ম হইলে জ্বরের নিবৃত্তি হয়, ঘর্ম্মদ্বারা জ্বর বিরাম হইলেও পুনরায় জ্বর উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, সেই সময় এই বটী রোগীকে পুনরায় সেবন করাইবে। ইহা দিনে ২।১ বার এবং রাত্রে ২।১ বার সেব্য। অনুপান—আদার রস ও মধু।

নবজ্বরেভাঙ্কুশ। গন্ধক, পারদ, সোহাগার খৈ ও হরিতাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া রোহিতমৎস্যের পিত্ত দ্বারা ২ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

চণ্ডেশ্বর রস। কফজ্বরে বা বাতশ্লেষ্মজ্বরে মাথায় বেদনা বা গলদেশ ভারবোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে. নিরামজ্বরে শিরঃশূল বিদ্যমান থাকিলেও ইহা সেবন করান যাইতে পারে। দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য। অনুপান আদাররস ও মধু।

চণ্ডেশ্বর রস। বিষ, পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া নিসিন্দাপাতার রসে ২১ বার ভাবনা দিবে। বটী অৰ্দ্ধরতি।

মহাজ্বরাঙ্কুশ। সাম ও নিরাম এই উভয়বিধ জ্বরেই এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সর্ব্বশরীরে বেদনা, মাথায় ভারবোধ, অগ্নিমান্দ্য ও কাস ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে, ইহা রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা কফজ্বরে বা বাতশ্লেষ্মজ্বরে বিশেষ উপকারী; দিনে ২।১ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য। রোগীর মাথায় ও গাত্রে বেদনা থাকিলে অনুপান—নিসিন্দা পাতার রস ও মধু।

মহাজ্বরাঙ্কুশ। রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, ধুস্তুর বীজ ৩ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, মরিচ ৪ তোলা; এই সমস্ত একত্র করিয়া জল সহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরকুলান্তক। বাতশ্লেষ্মজ্বরে বা পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে জ্বরের বেগ অধিক থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ উপযুক্ত অনুপানসহযোগে সেবন করাইবে, বালক বা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে এই বটী কখনও সেবন করাইবে না, যাহারা বাতাস বা রৌদ্র সহ্য করিতে অতি কষ্টবোধ করে অর্থাৎ সুখী তাহাদিগকেও ইহা প্রদান করিবে না। ইহা সেবনে জ্বর বিরাম হইলে, রোগীকে শীতল দ্রব্য ভোজন এবং অন্নাহার করিতে দিবে। জ্বরে দাস্ত বা বমন না থাকিলে, ইহা জ্বরের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ তিন

বেলা তিনবার এবং রাত্রে একবার রোগীকে সেবন করাইবে; অনুপান—আদার রস ও মধু।

জ্বরকুলান্তক। লৌহ, অভ্র, বিষ, হিঙ্গুল, লালদারমুজ, সাদাদারমুজ, মনঃশিলা, শ্বেত-আকন্দের মূল, শ্বেতকরবীর মূল, ও জয়পালবীজ, সমভাগে লইয়া সর্ব্বসমান পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী উহার সহিত মিশ্রিত করত আদার রসসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

পঞ্চবক্ত্র রস। বাতজ্বরে গাত্রকম্প, সন্ধিস্থানে বেদনা এবং ঘর্ম্ম দ্বারা জ্বরবিচ্ছেদ, এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী, যাহাদের প্রত্যহ বৈকালে বা রাত্রে ঐরূপভাবে জ্বর হইতে থাকে, তাহাদি-গকে নিঃসন্দেহচিত্তে ইহা সেবন করাইবে। জ্বর বিরাম হইলে যথোচিত অন্ন-পথ্য প্রদান করিবে। প্রত্যহ যাহারা অহিফেন সেবন করে, তাহাদের জ্বরেও এই ঔষধ সমধিক কার্য্যকারী। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ইহা দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার আদার রস ও মধুসহ সেব্য. বাতশ্লেষ্মজ্বরে আকন্দমূলের রসের সহিত সেবন করিতে দিবে।

পঞ্চবক্ত্র রস। রস, গন্ধক, সোহাগার খৈ, মরিচ, আফিং ও পিপুল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ধুতুরার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

কফকেতু রস। শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লেষ্ম জ্বরের হ্রাসবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া এই ঔষধ দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার রোগীকে সেবন করাইবে। কফ-জ্বরে যাহাদের সর্ব্বদা স্তব্ধভাব, নিদ্রাধিক্য, আহারে অনিচ্ছা ও মুখে দুর্গন্ধ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মজ্বরে ও সন্নিপাতজ্বরে ঐ সমস্ত লক্ষণ থাকিলেও ইহা সেবন করান যায়। সুখী, বালক ও গর্ভিণীকে ইহা প্রদান করিবে না। অনুপান- পানের রস ও মধু; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু।

কফকেতুরস। সোহাগার খৈ, শুঠী, পিপুল,মরিচ ও শঙ্খভস্ম সমভাগ, বিষ সর্ব্ব ঔষধের সমান; এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া আদার রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

ক্ষারবটী। বাতশ্লেষ্ম বা পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে তীক্ষ্ণ বেগ থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে; বৃদ্ধ, বালক ও সুখী ব্যক্তিদিগকে কখনও সেবন করাইবে না; শ্রমজীবী ব্যক্তিকেই সেবন করাইবে; ইহা সেবনে শরীরের অবস্থানু-সারে কাহারও ২।১ বার দাস্ত এবং কাহারও বা ২।১ বার বমি হয়। এই বটী অবস্থাভেদে একবার বা ২।৩ বার ব্যবহার করাইবে; জ্বর নিবৃত্তি হইলেও

রোগীর অন্ন ভক্ষণ নিষিদ্ধ ; এই ঔষধ প্রায়শঃ অধিক সেবনের আবশ্যকতা হয় না, জ্বর বন্ধ হইলে আর ইহা সেবন করাইবে না ; তখন রোগীকে অন্ন পথ্য দিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

ক্ষারবটী। যবক্ষার, সাদা দারমুজ, আতপচাউলের গুড়া ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জল সহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বিষবটী। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে বা বাতশ্লেষ্মজ্বরে অত্যধিক উত্তাপ, ঘর্ম্ম নির্গম বা হাত পা জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে ; জ্বরের অবস্থা দৃষ্টি করিয়া ইহা দিবসে ২।৩ বার সেব্য। এই ঔষধ সেবনে জ্বর বিরাম হইলে, রোগীকে অন্নপথ্য দিবে ও শীতলদ্রব্য সেবন করাইবে। বালক, বৃদ্ধ ও সুখী ব্যক্তিকে ইহা সেবন করাইবে না ; শ্রমজীবী দিগের পক্ষে ইহা সেব্য, কিন্তু রোগীর দাস্ত বা বমি থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে না। অনুপান—করলাপাতার রস বা আদার রস ও মধু।

বিষবটী। রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, হিঙ্গুল ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, সৈন্ধবলবণ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা ও বিষ ৮ তোলা ; এই সকল মিশ্রিত করিয়া মহিষের পিত্তে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

শম্ভুনাথ রস। জ্বরে প্রলাপ, মত্ততা, সন্ধিস্থানে ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, তন্দ্রা ও নিদ্রাধিক্য প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে, বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিকে কখনও সেবন করাইবে না ; ইহা জ্বরের অবস্থানুসারে দিনে ২।৩বার ও রাত্রে ২।১ বার সেবন করাইবে, জ্বর কম থাকিলে, দিনে ২ বার ও রাত্রে ১ বার মাত্র সেবন বিধি ; অহিফেনসেবী দিগের পক্ষেও এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ; ইহা সেবনে জ্বর বন্ধ হইলে রোগীকে অন্নপথ্য দিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু বা পানের রস ও মধু।

শম্ভুনাথরস। বিষ ৮ তোলা, রস ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, মরিচ ৮ তোলা ও আফিং ১২ তোলা ; এই সমস্ত একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

কস্তূরীভৈরব। বাতশ্লেষ্মজ্বরে ঘর্ম্ম, নিদ্রাধিক্য, পার্শ্ববেদনা ও কাসের প্রবলতা দেখিতে পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। প্রবল পিত্তশ্লেষ্ম ও সন্নিপাত জ্বরে এই ঔষধ কার্য্যকারী বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিকে অর্দ্ধবটী সেবন করাইবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

কস্তূরীভৈরব। হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগারখৈ, জাতীফল, জয়িত্রী, মরিচ, পিপুল ও কস্তূরী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে বা আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরকস্তূরী। বাতশ্লেষ্মজ্বরে রোগীর নিদ্রাধিক্য, উৎকাসি, সর্দ্দি ও শিরোবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। দিবসে ২।৩ বটী সেব্য ; জ্বরের বেগ অধিক থাকিলে রোগীকে ইহার ৪।৫টী বটিকা পর্য্যন্ত সেবন করাইবে। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অনুপান—আদার রস ও মধু।

জ্বর কস্তূরী। হিঙ্গুল ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, সোহাগারখৈ ১ তোলা, জাতীফল ১ তোলা, জয়িত্রী ১ তোলা, সিদ্ধিবীজ ১ তোলা, কস্তূরী ১ তোলা, পিপ্পলী ১ তোলা ও স্বর্ণসিন্দূর ৩ তোলা ; এই সকল আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

আগরকস্তূরী। পিত্তজ্বরে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে ও বাতশ্লেষ্মজ্বরে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। সন্নিপাতজ্বরে ও দাহ বা তন্দ্রা প্রবল থাকিলে, রোগীকে ইহা সেবন করাইবে। অনুপান রুদ্রাক্ষঘষা ও মধু এবং বাতশ্লেষ্মজ্বরে ও সন্নিপাতজ্বরে বাতশ্লেষ্মার আধিক্যবশতঃ ঘর্ম্ম, জ্বরের প্রবল তাপ ও নিদ্রাধিক্য প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে আদার রস ও মধু।

আগরকস্তূরী। আগর কাষ্ঠ ১ তোলা, কস্তূরী ১ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ১ তোলা, রুদ্রাক্ষ ১ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, রক্তচন্দন ১ তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

আগরকস্তূরী (মতান্তরে)। বাতশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ সম্যক্ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ গাত্র বেদনা, নিদ্রাধিক্য ও পর্ব্বভেদ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে এবং বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে কাস,অরুচি,বুকে বেদনা ও হিমাঙ্গতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। বালক ও বৃদ্ধব্যক্তির পক্ষে অর্দ্ধবটী সেবন ব্যবস্থা। অনুপান—আদাররস ও মধু। সন্নিপাত জ্বরে কফের প্রবলতা অথবা বাতশ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, তালশাখাররস ও মধু।

আগরকস্তূরী (মতান্তরে)। আগরকাষ্ঠ, কস্তূরী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রস, গন্ধক, হরিতাল, রুদ্রাক্ষ, বিষ, জাতীফল ও জয়িত্রী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জলসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

কস্তূরীভূষণ (মতান্তরে)। বাতশ্লেষ্মজ্বরে এবং সন্নিপাতজ্বরে বাত বা বাতশ্লেষ্মার প্রাধান্য থাকিলে,এই ঔষধ সেবন করাইবে। সন্নিপাতজ্বরে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলেও ইহা ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান আদার রস ও মধু।

কস্তূরীভূষণ (মতান্তরে)। কস্তূরী, অভ্র, রৌপা, স্বর্ণ, হরিতাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কর্পূর, রুদ্রাক্ষ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া বামনহাটীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২রতি।

জ্বরে-উপদ্রব-চিকিৎসা।

জ্বরে—আধ্মান-চিকিৎসা।

হিঙ্গ্ষ্টকচূর্ণ। জ্বরে রোগীর অগ্নিমান্দ্য অথবা উদরাধ্মান হইলে বা অগ্নির দুর্ব্বলতা বশতঃ ক্ষুধা হ্রাস পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জ্বর ব্যতীত রোগীর স্বভাবতঃ উদরাধ্মান হইলেও এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, যমানী, সৈন্ধবলবণ, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিং, এই আটটী দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—বালক ও বৃদ্ধের জন্য /০আনা, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ৵০ আনা।

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ। জ্বরে অগ্নিমান্দ্য বশতঃ বা স্বভাবতঃ উদরাধ্মান হইলে, এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। যাহাদের স্বভাবতঃ অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বরে প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ। হিং ১ তোলা, বচ ২ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, যমানী ৫ তোলা, হরীতকী ৬ তোলা, রক্তচিতারমূল ৭ তোলা ও কুড় ৮ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে /০ আনা, পূর্ণবয়স্কের পক্ষে ৵০ আনা।

দারুষট্কপ্রলেপ। এই প্রলেপ যথাবিহিত নিয়মে প্রস্তুত করিয়া একখণ্ড সরু কাপড়ের উপর আধইঞ্চি পুরু করিয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে উদরে লাগাইয়া দিবে, ইহা দ্বারা আধ্মান (পেট ফাঁপা) শীঘ্রই কমিয়া আইসে। অলসক ও বিলম্বিকা রোগেও এই প্রলেপ বিশেষ উপকারী।

দারুষট্কপ্রলেপ। দেবদারু, বচ, কুড়, যমানী, হিং, সৈন্ধব; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে লইয়া কাঁজির সহিত পেষণ করত কাঁজির জলসহযোগে উষ্ণ করিয়া, গাঢ় হইলে, উষ্ণ থাকিতে কাপড়ে লাগাইয়া প্রলেপ দিবে।

যবপ্রলেপ। এই প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া উক্ত দারুষট্ক প্রলেপের ন্যায়

ব্যবহার করিবে। ইহা ব্যবহারে জ্বরকালীন উদরাধ্মান শীঘ্র হ্রাস হয়। অলসক ও বিলম্বিকারোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যবপ্রলেপ। যবচূর্ণ দুইছটাক ও যবক্ষার দুই ছটাক একত্র ঘোলসহ মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ করিবে ও পূর্ব্ববৎ উদরে প্রলেপ লাগাইয়া দিবে; অবস্থানুসারে অধিক প্রলেপ প্রস্তুত করিতে হইলে ঔষধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

জ্বরে—অতীসার-চিকিৎসা।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস। জ্বরকালে পিত্তের প্রকোপবশতঃ অতিরিক্ত পাতলাদাস্ত হইলে, এই ঔষধ মুথার রস ও মধু সহ এবং পাতলাদাস্তের সহিত সামান্য উদরাধ্মানে জীরাচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। মলের তরলতা বিবেচনা করিয়া ঔষধের মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করিবে, মল ক্রমশঃ ঘন হইয়া আসিলে ইহা আর অধিক সেবন করাইবে না। এই ঔষধ জ্বরাতিসার ও অতিসার রোগেও সেবন করান যাইতে পারে।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস। রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, সাজীমাটী ।০ আনা, সোহাগারথৈ ।০ আনা, যবক্ষার ।০ আনা বিটলবণ ।০ আনা, সৈন্ধবলবণ ।০ আনা সাম্ভারলবণ ।০ আনা, সৌবর্চ্চললবণ ।০ আনা, করকচলবণ ।০ আনা, হরীতকী ।০ আনা; আমল ।০ আনা, বহেড়া ।০ আনা, শুঁঠ ।০ আনা, পিপুল ।০ আনা, মরিচ ।০ আনা, ইন্দ্রযব ।০ আনা, জীরা ।০ আনা, কৃষ্ণজীরা ।০ আনা, রক্তচিতা ।০ আনা, যমানী ।০ আনা, হিং ।০ আনা, বিড়ঙ্গ ।০ আনা ও শুল্‌ফা ।০ আনা, এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে; বটী ৫ রতি। বালক ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে ২ রতি। জ্বরকালে বমন থাকিলে হিং স্থানে শটীর পালো প্রয়োগ করিবে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক। জ্বরে পিত্তের প্রকোপবশতঃ অতিরিক্ত পাতলা দাস্ত হইলে বা জ্বর হইবার পরই আমাশয় বা রক্তামাশয় হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। অবস্থানুসারে ইহা দিবসে ১।২ বা ৩ বার সেবন করিতে দিবে। স্তন্যপায়ী শিশু বালক ও প্রসূতির পক্ষে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। ইহাদের উদরাময়, আমাশয় বা প্রবাহিকায় ইহা সেবনে শীঘ্রই উপকার দৃষ্ট হয়; রোগীর আম পরিপাক বা রক্তদাস্ত বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ সেবন করাইবে। অনুপান—আমাতিসারে ভর্জ্জিত জীরাচূর্ণ ও মধু বা দগ্ধবিল্ব ও ইক্ষুগুড়, রক্তাতীসারে দাড়িম পাতার রস ও ইক্ষুচিনি

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক। পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা কজ্জলী করিয়া উৎকৃষ্ট।

রূপে প্রস্তুত পর্পটী ৪ তোলা (পর্পটী ৪ তোলা প্রস্তুত করিতে হইলে পারদ ও গন্ধক সমভাগে কিছু অধিক পরিমাণে লইয়া কজ্জলী করিবে) জাতীফল ২ তোলা, জয়িত্রী ২ তোলা, লবঙ্গ ২ তোলা, নিমপাতা ২ তোলা, নিসিন্দাপাতা ২ তোলা ও ছোট এলাইচ ২ তোলা একত্র জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি। ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কহে। এই ঔষধ মর্দ্দনান্তে ২ খানি ঝিনুক দ্বারা আবৃত করিয়া উত্তমরূপে মৃত্তিকাদ্বারা লেপন করিবে, শুষ্ক হইলে ৩০ খানা বনঘুটিয়া দ্বারা পুট দিবে গন্ধকের গন্ধ বাহির হইবামাত্র ঔষধের পাক সমাধা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বটী ৩ রতি। ইহাকে মহাগন্ধক কহে ; ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অপেক্ষা অধিক উপকারী।

প্রাণেশ্বররস। জ্বরকালে রোগীর অতিরিক্ত পাতলাদাস্ত হইলে, এই ঔষধ জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু সংযোগে দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইবে, রোগীর মল ঘন না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে যথারীতি এই ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। জ্বরাতিসারে বা অতিসারেও এই ঔষধ সমধিক উপকারী।

প্রাণেশ্বর রস। রস, গন্ধক, অভ্র, সোহাগারখৈ, শলুফা, যমানী ও জীরা প্রত্যেকে ৪ তোলা, যবক্ষার, হিং, বিট্ লবণ, সাম্ভারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, করকচলবণ, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ধূনা ও রক্তচিতা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরে—বমন-চিকিৎসা।

—০:*:০—

পিপ্পল্যাদ্যলোহ। জ্বরকালে রোগীর বমনবেগ প্রবল হইলে অথবা অন্যান্য বিবিধকারণে পিত্তের প্রকোপবশতঃ পিত্তবমন, ক্রিমিকর্ত্তৃক উদীর্ণ বমনবেগ, তীব্র ঔষধ প্রয়োগে বমন অথবা অতিসারে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ অত্যধিক বমন হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে ; কিন্তু অগ্নিমান্দ্যবশতঃ অন্নের অপরিপাক অবস্থায় বমন হইলে, এই ঔষধ সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না। অত্যধিক বমনবশতঃ হিক্কা উপস্থিত হইলে, এবং হিক্কারোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—শশার বীজের মধ্যস্থ শাসবাটা ও স্তনদুগ্ধ।

পিপ্পল্যাদ্যলোহ। পিপুল, আমলকী, দ্রাক্ষা (অভাবে কিস্‌মিস্), কুলের মধ্যস্থ শাস, যষ্টিমধু, ইক্ষুচিনি, বিড়ঙ্গশাস ও কুড় ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্ব ঔষধের সমান লৌহ মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

চন্দ্রকান্তিরস। জ্বরে,জ্বরাতিসারে বা অতিসারে বমন উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ নিঃসন্দেহ চিত্তে রোগীকে সেবন করাইবে। পিত্তের অত্যধিক প্রকোপ বশতঃ বমন হইলে, পিপ্পল্যাদ্যলৌহ সেবনেই সমধিক উপকার হয়। বালক, বৃদ্ধ বা শিশুদিগের জ্বরে বমন হইলেও ইহা সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—স্তনদুগ্ধ ও শশার বীজের শাস বাটা।

চন্দ্রকান্তি রস। বদরীবীজের শাস ২ তোলা, চালিতার কুঁড়ি ৪ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ২ তোলা ; একত্র করিয়া স্তনদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ৪ রতি।

স্বর্ণমৎস্যণ্ডী। ক্রিমির বিকার বশতঃ বমন হইলে, এই ঔষধ সমধিক উপকারী ; জ্বরবিকারের ন্যায় মৃত্যুপ্রদ ক্রিমিজনিত বিকার উপস্থিত হইলে অর্থাৎ রোগীর উদরে বেদনা, বমন ও দাস্তকালীন পুনঃ পুনঃ ক্রিমি নির্গত হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। জ্বরেও অনেক স্থানে এইরূপ বিকার দৃষ্ট হয়, সুতরাং তাহা নিবারণার্থ বিশেষ চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক। অনুপান— শশার বীজ বাটা ও স্তনদুগ্ধ।

স্বর্ণমৎস্যণ্ডী। স্বর্ণ ১ তোলা, মুক্তা ১ তোলা, প্রবাল ১ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, মিশ্রী ৩ তোলা ও স্বর্ণসিন্দূর ৬ তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া স্তনদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

ক্রিমিনাশকযোগ। জ্বরকালে ক্রিমির প্রকোপবশতঃ পুনঃপুনঃ বমন, হৃদয়ে ও উদরে বেদনা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে বমনের পরই সেবন করাইবে। শিশু ও বালকদিগের ক্রিমির লক্ষণ অবগত হওয়া কঠিন, তাহাদিগের এই সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বমনের পর ঔষধ প্রয়োগ করিবে ; ইহাতে ক্রিমির শান্তি হয়। নিম্নলিখিত কাথসমূহ জ্বরের সামাবস্থায় অর্থাৎ সপ্তাহমধ্যে সেবনে কোন বাধা নাই ; কারণ এই সমস্ত ঔষধ ক্রিমিনাশক।

ক্রিমিনাশকযোগ। মিশ্রী, ইকরের শাস ও খেজুরবৃক্ষের মাথী ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা ; শেষ ৮ তোলা। (১)

ক্রিমিনাশকযোগ। মিশ্রী ও খেজুরবৃক্ষের মাথী; সমভাগে ২ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক ৩২তোলা জলে পাক করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া পান করাইবে, বালক বা শিশুদিগের জন্য প্রস্তুত করিতে হইলে উহার অর্দ্ধমাত্রা গ্রহণ করিবে। (২)

ছর্দ্দিহরযোগ। জ্বরে বা অন্যান্য কারণে বমনবেগ উপস্থিত হইলে অথবা ক্রিমির জন্য বমন হইলে, রোগীকে এই জল সেবন করাইবে; ইহাতে বমি ও হিক্কা উভয়ই নষ্ট হয়।

ছর্দ্দিহরযোগ। অশ্বত্থগাছের শুষ্ক ছাল দগ্ধ করিয়া জলে ফেলিয়া রাখিবে, সেই জল ছাকিয়া সময় সময় রোগীকে পান করাইবে

জ্বরে—প্রলাপ-চিকিৎসা।

সিদ্ধবটী। জ্বরকালে রোগীর প্রলাপ (অযথা বাক্যপ্রয়োগ) দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করাইবে, রোগীর প্রলাপের বাহুল্য দর্শন করিলে প্রলাপ নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করান আবশ্যক; অনুপান—আদার রস ও মধু।

সিদ্ধবটী। অশ্বত্থবৃক্ষের বল্কলচূর্ণ, আমড়াবৃক্ষের বল্কলচূর্ণ ও স্বর্ণসিন্দুর; সমভাগে লইয়া ঐ সকল ঔষধের সমান কনকধুতুরার বীজ মিশ্রিত করত আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

প্রলাপনিবর্ত্তক। যে কোন জ্বরে প্রলাপ ও মত্ততা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে, ইহা একবার সেবন করাইয়া ১ ঘণ্টার মধ্যে প্রলাপ নিবৃত্ত না হইলে, পুনরায় আর এক বটী সেবন করাইবে; কিন্তু প্রলাপ বন্ধ হইলে আর সেবন করাইবে না। অবস্থাভেদে অর্দ্ধ বটী বা সিকি বটী প্রয়োগ করিবে। অনুপান—জল।

প্রলাপনিবর্ত্তক। আফিং /০ আনা, কর্পূর ।/০ পাঁচ আনা; জল সহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরে—দাহ-চিকিৎসা।

দাহমঞ্জরী। জ্বরকালে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ অসহ্য দাহ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। সন্নিপাতজ্বরেও অত্যধিক দাহ থাকিলে, রোগীকে ইহা সেবন করান যাইতে পারে, অবস্থাভেদে এই ঔষধে

কোষ্ঠশুদ্ধি হয় ; রোগীর অধিক দাস্ত হইলে বিবেচনা পূর্ব্বক এই ঔষধ সেবন করাইবে অথবা ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিবে। ইহা দিবসে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার করলাপত্রের রস ও মধু অনুপানে সেবনের ব্যবস্থা।

দাহমঞ্জরী। রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, রক্তচন্দন ৩ তোলা, ইন্দ্রযব ৪ তোলা, কটুকী ৫ তোলা ; এই সমস্ত ঔষধ মিশ্রিত করিয়া করলাপাতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৬ রতি।

দাহান্তকলৌহ। পিত্তপ্রধান জ্বরে অসহ্য দাহ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইবে, যে সমস্ত জ্বরে পিত্ত বা বাতপিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ জ্বরকালে যে সকল রোগীর বমন, পাতলা-দাস্ত, অন্ধকারবৎ দর্শন ও মূর্চ্ছা ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করাইবে ; কিন্তু জ্বরে শ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে, ইহা রোগীকে প্রদান করিবে না ; অনুপান—ইন্দ্রযবভিজান জল।

দাহান্তকলৌহ। রক্তচন্দন ১ তোলা, বদরীবীজের শাস ১ তোলা, ভৃঙ্গরাজ ১ তোলা, ইক্ষুচিনি ১ তোলা, লৌহ ৪ তোলা ও ইন্দ্রযব ২ তোলা ; এই সমস্ত ঔষধের চূর্ণ ভৃঙ্গরাজরসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

দাহহরলেপ। পিত্তপ্রধান বা বাতপিত্ত জ্বরে রোগীর প্রবল দাহ থাকিলে, এই প্রলেপ যথাবিধি প্রস্তুত করিয়া তাহার গাত্রে লেপন করিবে, ইহা দ্বারা দাহ তৎকালেই দূরীভূত হয় বটে ; কিন্তু জ্বরের বেগ অধিক থাকিলে ইহা গাত্রে লেপন না করিয়া সমস্ত গাত্রে বিন্দুবৎ ছড়াইয়া দিবে ; যেহেতু শীতল জলীয়দ্রব্য শরীরে শুষ্ক হইলে, জ্বর বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

দাহহরলেপ। প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বেণার মূল, বালা, নাগকেশরের রেণু, তেজপাতা, কৈবর্ত্ত-মুথা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শ্বেতচন্দনের কাথে মর্দ্দন করিবে ; পরে ঐ কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীর গাত্রে লেপন বা বিন্দু বিন্দু আকারে সেচন করিবে।

জ্বরে—পিপাসা-চিকিৎসা।

ষড়ঙ্গপানীয়। জ্বরকালে রোগীর প্রায়শঃ পুনঃ পুনঃ পিপাসা হয়, পিপাসা উপস্থিত হইবামাত্র, তখনই রোগীকে এই জল পান করিতে

দিবে, এই জল দিবসে প্রস্তুত হইলে দিবসেই সেবন করাইবে; কিন্তু রাত্রে আবশ্যক হইলে পুনরায় প্রস্তুত করিয়া দিবে। ইহা সেবনে পিপাসা ও জ্বর উভয়ই নষ্ট হয়। এই পানীয় তৃষ্ণা রোগে বা অন্যান্য রোগের উপসর্গীভূত পিপাসায়ও প্রয়োগ করা যায়।

ষড়ঙ্গপানীয়। মুথা, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক /৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, অনন্তর এই জল পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাকিয়া শীতল হইলে অল্প মাত্রায় রোগীকে পান করিতে দিবে।

তৃষ্ণাহরযোগ। নিম্নলিখিত ঔষধ পিপাসার সময় রোগীর মুখে অল্প অল্প পরিমাণ প্রদান করিবে, পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে, ঐ সময় এই ঔষধ রোগীর মুখে পুনঃপুনঃ প্রদান করিলে পিপাসা ক্রমশঃ হ্রাস পায়।

তৃষ্ণাহরযোগ। খৈ চূর্ণ করিয়া উষ্ণজলে গুলিয়া অবলেহবৎ প্রস্তুৎ করিবে এবং মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীর মুখে প্রদান করিবে। (১)

তৃষ্ণাহরযোগ। কিসমিস্, রক্তচন্দন, খর্জ্জুর ও বেণার মূল; এই সকলদ্রব্য সমভাগে মিলিত ৪ তোলা পরিমাণে লইয়া ১৬ তোলা অত্যুষ্ণজলে ভিজাইয়া রাখিবে; পর দিন ঐ জল ছাকিয়া লইয়া তাহাতে মধু ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া পিপাসার সময় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। (২)

তৃষ্ণাহরযোগ। ধনে ২ তোলা কুট্টিত করিয়া উহাকে ৮ তোলা অত্যুষ্ণজলে ভিজাইবে, পরদিবস ছাকিয়া উহাতে ইক্ষুচিনি ॥৹ তোলা মিশ্রিত করিয়া পিপাসা কালে রোগীকে সেবন করিতে দিবে; অতি শীঘ্র এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে, উষ্ণজলে ভিজাইবার ৩ ঘণ্টা পরে চিনি মিশ্রিত করিয়া ঐ জল পান করিতে দিবে। (৩)

জ্বরে—কাস-চিকিৎসা।

কাসকুঠার। জ্বরে কাসের বেগ উপস্থিত হইলে,রোগীর অত্যন্ত ক্লেশ হয়, সুতরাং তন্নিবারণার্থ এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। জ্বরকালে যাহাদের কাস তরলাবস্থায় বা অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ প্রয়োজ্য। সন্নিপাতজ্বরে বা সাধারণতঃ কাস-রোগেও ইহা রোগীকে সেবন করান যায়। জ্বরে কাস ও মাথায় বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ সমধিক উপকারী। দিবসে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার

সেবন করাইবে। অনুপান—বাবুইতুলসীর পাতার রস ও সৈন্ধবলবণ অথবা বাসক পাতার রস ও মধু।

কাসকুঠার। হিঙ্গুল ১ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, পিপুল ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও সোহাগারখৈ ১ তোলা; এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

চন্দ্রামৃতরস। জ্বরে কাসের নিরন্তর বেগ থাকিলে এবং কাস কিঞ্চিৎ শুষ্ক হওয়ায় যথারীতি নিঃসৃত না হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কফজ্বরে, বাতশ্লেষ্ম জ্বরে বা পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে যে কোন অবস্থায় কাসের বেগ দৃষ্ট হইলে, ইহা রোগীকে সেবন করান যায়। দিবসে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য। অনুপান—পানের রস ও মধু। কাস শুষ্ক হইলে, বাবুইতুলসী পাতার রস ও সৈন্ধবলবণ, পুরাতন কাসে বাসকপাতার রস ও মধু।

চন্দ্রামৃতরস। রস ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, সোহাগার খৈ ৮ তোলা, মরিচ ৫ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, পিপুল ১ তোলা, হরীতকী ১ তোলা, আমলকী ১ তোলা, বহেড়া ১ তোলা, চই ১ তোলা, ধনে ১ তোলা, জীরা ১ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ১ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

কাসান্তকরস। জ্বরকালে বা অন্যান্য রোগে কাসের অল্প বেগ দৃষ্ট হইলে, বিশেষতঃ কফজ্বরে রোগীকে এই ঔষধ দিবসে ২।১ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

কাসান্তকরস। রস, গন্ধক, বিষ, শালপাণি ও ধনে; ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ এবং সমস্ত ঔষধের সমান মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটি ২ রতি।

জ্বরে—সর্ব্বাঙ্গগত শূল-চিকিৎসা।

বাতগজাঙ্কুশ। জ্বরকালে রোগীর মস্তকে বিশেষতঃ গাত্রে ও শরীরের সমস্ত সন্ধিস্থানে বেদনার আতিশয্য দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা সেবনে জ্বর ও গাত্রবেদনা এই উভয়েরই নিবৃত্তি হয়। রোগের অবস্থা দৃষ্টি করিয়া দিবসে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেবন করাইবে; অনুপান—

কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে আদার রস ও সৈন্ধবলবণ। যথারীতি কোষ্ঠশুদ্ধি ও মাথায় ভার থাকিলে নিসিন্দাপাতার রস ও মধু।

বাতগজাঙ্কুশ। রসসিন্দূর, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, কাকড়াশৃঙ্গী, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গণিয়ারিছাল ও সোহাগারখৈ; এই সকল সমভাগে লইয়া মুণ্ডী ও নিসিন্দাপত্র রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

রামবাণরস। অগ্নিমান্দ্য প্রযুক্ত জ্বর উপস্থিত হইলে অথবা জ্বর হইবার পর বা পূর্ব্ব হইতে পেটফাঁপা, অম্লোদ্গার বা দুই একবার পাতলা দাস্ত ও উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে, রোগীর গাত্রবেদনা প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল অবস্থায় গাত্রবেদনা ও অজীর্ণ নিবারণের জন্য রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে; অগ্নিমান্দ্য বিহীন গাত্রবেদনায়ও ইহা উপকারী। অবস্থাবিশেষে দিবসে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার প্রয়োজ্য। অনুপান—অম্লোদ্গার, পেটফাঁপা ও পাতলা দাস্ত থাকিলে, জীরাচূর্ণ ও মধু, কোষ্ঠকাঠিন্য ও গাত্রবেদনায় আদার রস ও মধু; কেবলমাত্র দাস্ত থাকিলে, জল বা মুথার রস ও মধু।

রামবাণরস। রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা ও জাতীফল ॥০ তোলা; এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া কাঁচা তেঁতুলের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

রসোনাদিকাথ। বিবিধ শীতক্রিয়া বশতঃ বক্ষঃস্থলের বাম বা দক্ষিণপার্শ্বে, পৃষ্ঠে ও কটিদেশে অথবা গ্রীবাদিসন্ধিস্থলে অসহ্য বেদনা অনুভূত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা আমবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বরে সপ্তাহমধ্যে এই কাথ সেবনে কোনও প্রতিবন্ধকতা নাই; যেহেতু ইহা আমবাত নিবারক; রোগের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে প্রাতে ও রাত্রে ২ বার এই কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

রসোনাদিকাথ। রসোন, নিসিন্দাপাতা ও শুঁঠ; প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিবে এবং ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইবে।

বালুকাস্বেদ। বাতশ্লেষ্মজ্বরে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ও সন্ধিস্থানে অসহ্য

বেদনা হইলে, স্বেদ প্রদান কর্ত্তব্য। স্বেদ প্রয়োগদ্বারা শরীরের বেদনা, স্তব্ধতা ও ভারবোধ ইত্যাদি প্রশমিত হয়।

বালুকাস্বেদ। একটী মৃত্তিকাপাত্রে বালুকা রাখিয়া তীক্ষ্ণ অগ্নির উত্তাপে ভাজিতে থাকিবে; ঐ বালুকা যখন ঈষৎ রক্তাভ হইবে, তখন ভাজা হইয়াছে বুঝিতে হইবে, অনন্তর ঐ বালুকায় কাঁজি এমন ভাবে সেচন করিবে, যেন বালুকার উত্তাপে ঐ কাঁজি শুকাইয়া যায়। পরে ঐ উষ্ণ বালুকা একখানা ন্যাকড়ায় বান্ধিয়া স্বেদ প্রদান করিবে; বক্ষঃস্থল ব্যতীত রোগীর হস্তপদাদি সন্ধিস্থানেই সমধিক স্বেদ প্রদান কর্ত্তব্য; পুনঃপুনঃ স্বেদ প্রদান দ্বারা রোগীর ঘর্ম্ম হইলে স্বেদ প্রয়োগ বন্ধ রাখিবে, কিন্তু এই ঘর্ম্ম নির্গম রোগের প্রবলতা বশতঃ অনেকবার স্বেদ প্রদানের পরই দৃষ্ট হয়, ক্রমশঃ ২।৩ ঘণ্টা স্বেদ প্রয়োগ করিবে, বাতশ্লেষ্মার অত্যধিক প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, আরও অধিক সময় স্বেদ প্রয়োগ করা বিধেয়। সাধারণতঃ দিবসে ও রাত্রে দুইবার স্বেদ প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

জ্বরে— শিরঃশূল-চিকিৎসা।

লক্ষ্মীবিলাস। জ্বরকালে মাথায় অসহ্য বেদনা উপস্থিত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে; শিরঃশূল এবং গাত্রবেদনায় ইহা অত্যন্ত উপকারী। জ্বরারম্ভ সময় ব্যতীত অন্য সময় মাথায় অসহ্য বেদনা হইলে তাহাও এই ঔষধ সেবনে বিনষ্ট হয়। দিবসে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য। অনুপান—নিসিন্দাপাতা ও পালিধাপাতার রস এবং মধু। কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে আদা এবং পানের রস ও মধু।

লক্ষ্মীবিলাস। লৌহ, অভ্র, বিষ, মুথা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধুতুরাবীজ, বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধিবীজ ও পিপুলমূল; এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা এবং গোক্ষুর ২ তোলা; একত্র মিলিত করিয়া ধুতুরা পাতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস। জ্বরকালে বা অন্যান্য যে কোন রোগে বা অবস্থায় শিরোবেদনা হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে; যাহাদের শরীর কৃশ এবং বিবিধ রোগে জর্জ্জরিত ও বায়ুপ্রধান, তাহাদের জ্বর হইলে বা জ্বরারম্ভের পূর্ব্ব হইতে মাথায় অসহ্য বেদনা প্রকাশ পাইলে, ইহা দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মস্তিষ্কগত বিবিধ কফ জনিত রোগে উপকারী। অনুপান—কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে পানের রস ও মধু, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু।

স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস। অভ্র ৮ তোলা এবং রস, গন্ধক, কর্পূর, জাতীফল জয়িত্রী, বৃদ্ধদারক-বীজ, ধুতুরাবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বেড়েলা, গোক্ষুরবীজ ও হিজলবীজ, এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

জ্বরে—অরুচি-চিকিৎসা।

সুধানিধিরস। জ্বরে রোগীর অরুচি জন্মিলে অর্থাৎ পথ্য সেবনে অনিচ্ছা হইলে এবং তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য ও সর্ব্বশরীরে বেদনা থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। প্রাতে ১ বার সেব্য; অনুপান—শুঁঠচূর্ণ ও ইক্ষু গুড়।

সুধানিধিরস। রস ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা; একত্র কজ্জলী করিয়া উহাকে দন্তী-ক্বাথ, জম্বীররস আদার রস এবং ছোলঙ্গলেবুর রস ও ছোলঙ্গমজ্জার রসদ্বারা ক্রমান্বয় এক-বার করিয়া ভাবনা দিবে, অনন্তর উহার সহিত সোহাগার খৈ ২ তোলা, লবঙ্গচূর্ণ ৫ তোলা ও বিষ।০ আনা মিশ্রিত করিবে। বটী ৫ রতি।

আমলাদ্যযোগ। জ্বরকালে রোগীর অরুচি জন্মিলে, এই ঔষধ মুখে ধারণ করিতে দিবে; ক্রমান্বয় দিবসে ২।৩ বার মুখে ধারণ করিলে রুচি হয়। ঔষধ গলাধঃকরণ করিবে না; উষ্ণ জলসহ কিছুকাল মুখে রাখিয়া পরে কুল্‌কুচা করিবে।

আমলাদ্যযোগ। আমলা, কিস্‌মিস্‌ ও ইক্ষুচিনি সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে।

দাড়িমাদি চূর্ণ। জ্বরে অরুচি থাকিলে অথবা অরুচির সহিত জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, পীনস (নাসাস্রাব) ও কাস থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ঈষদুষ্ণ জল।

দাড়িমাদি চূর্ণ। দাড়িমের খোসা ২ তোলা, ইক্ষুগুড় ১ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, পিপুল ১ তোলা এবং দারুচিনি, ছোটএলাইচ ও তেজপত্র; ইহাদের প্রত্যেকে ।/৮ রতি মিশ্রিত করিবে। মাত্রা চারি আনা।

সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা।

ত্রয়োদশসন্নিপাত জ্বরের সাধারণ লক্ষণ। ক্ষণকাল দাহ এবং পর-ক্ষণেই শীতবোধ, অস্থি, সন্ধিস্থান ও মস্তকে বেদনা, চক্ষু হইতে জল নির্গম,

চক্ষুর্দ্বয়ের রক্তিমা ও ঘোলাটে বর্ণ, চক্ষুর্দ্বয়ের কোটরে প্রবেশ, কর্ণে বিবিধ-শব্দ শ্রবণ ও বেদনা বোধ, কণ্ঠের অভ্যন্তর ধান্যের শূয়াদ্বারা আবৃতবৎ বোধ, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, অসম্বন্ধ বাক্য-প্রয়োগ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ ও গোজিহ্বাবৎ খরস্পর্শ, সর্ব্বশরীরের শিথিলতা, রক্তের সহিত পিত্তের অল্প উদ্গীরণ বা কফের সহিত পিত্ত-নিঃসরণ, মস্তক ইতস্ততঃ সঞ্চালন, পিপাসা, নিদ্রার অভাব, বক্ষঃস্থলে বেদনা, অনেক সময় পরে অল্প মলমূত্রত্যাগ, গাত্র হইতে অল্প পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গমন, শরীরের নাতিকৃশতা অর্থাৎ শরীর সুস্থ দেহবৎ প্রতীয়মান, সর্ব্বদা অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ, শরীরে কৃষ্ণ ও রক্তাভ মণ্ডলাকার কোঠ উৎপত্তি (বোলতাদষ্টস্থানবৎ উন্নত), অতি অল্প বাক্য প্রয়োগ, মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি স্থানে ফোস্কার ন্যায় উদ্গম, উদরে ভার বোধ এবং অনেক দিন পরে বায়ু, পিত্ত ও কফের পরিপাক অর্থাৎ সমতা, এই সমস্ত সন্নিপাত-জ্বরের সাধারণ লক্ষণ অর্থাৎ এই সমস্ত লক্ষণ ত্রয়োদশবিধ সন্নিপাতের লক্ষণ সমূহের অন্তর্গত। যথা—রক্তের সহিত পিত্ত নিঃসরণ পাকল সন্নিপাতের লক্ষণান্তর্গত। গাত্রে মণ্ডলাকার কোঠের উৎপত্তি, ভল্লু সন্নিপাতের লক্ষণান্তর্গত। জিহ্বা খরস্পর্শ, কর্কটক সন্নিপাতের লক্ষণান্তর্গত ইত্যাদি।

বায়ু, পিত্ত ও কফের হ্রাস, মধ্যাবস্থা এবং বৃদ্ধি অনুসারে-ত্রয়োদশ সন্নিপাতের নাম ও বিশেষ লক্ষণ।

বিস্ফারক বা বাতোল্বন সন্নিপাতের লক্ষণ। শ্বাস, কাস, ভ্রম, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, মোহ, কম্প, পার্শ্বশূল, হাইউঠা ও মুখে কষায় রস বোধ, এই সমস্ত বিস্ফারক অর্থাৎ বাতোল্বনসন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (১)

আশুকারী বা পিত্তোল্বনসন্নিপাতের লক্ষণ। অতিসার, ভ্রম, মূর্চ্ছা, মুখে ফোস্কাবৎ উত্থিত হওয়া, গাত্রে রক্তবর্ণ বিন্দুর উদ্গম ও অত্যন্ত দাহ এই সমস্ত আশুকারী বা পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (২)

কম্পনা বা কফোল্বনসন্নিপাতের লক্ষণ। দেহের জড়তা, গদ্‌গদ্ বাক্য অর্থাৎ অস্পষ্টবাক্য প্রয়োগ, রাত্রিতে নিদ্রাধিক্য, চক্ষুর্দ্বয়ের স্তব্ধতা ও মুখের মধুরাস্বাদ, এই সমস্ত কম্পনা বা কফপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (৩)

বভ্রু বা বাতপিত্তোল্বনসন্নিপাতের লক্ষণ। মত্ততা, তৃষ্ণা, মুখের শুষ্কতা, চক্ষুর নিমীলনভাব, আধ্মান, অরুচি, তন্দ্রা, শ্বাস, কাস, ভ্রম ও শ্রান্তিবোধ ; এই সমস্ত বভ্রু বা বাতপিত্ত প্রধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (৪)

শীঘ্রকারী বা বাতশ্লেষ্মোল্বনসন্নিপাতের লক্ষণ। শীতপ্রধানজ্বর, মূর্চ্ছা, হাঁচি, পিপাসা, পার্শ্ববেদনা, শূল, ঘর্ম্মাভাব, তন্দ্রা ও শ্বাস ; এই সমস্ত শীঘ্রকারী বা বাতশ্লেষ্ম প্রধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (৫)

ভল্লু বা পিত্তশ্লেষ্মোল্বনসন্নিপাতের লক্ষণ। শরীরের অভ্যন্তরে দাহ ও বহির্ভাগে শীতবোধ, অত্যন্ত তৃষ্ণা, দক্ষিণপার্শ্বে, বক্ষঃস্থলে, মস্তকে ও গলায় বেদনা, অতি কষ্টে কফপিত্ত উদ্গীরণ, গাত্রে মণ্ডলাকার কোঠের উৎপত্তি, পাতলাদাস্ত, শ্বাস, হিক্কা ও চক্ষুর্দ্বয়ের নিমীলন ভাব, এই সমস্ত ভল্লু বা পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (৬)

কুটপালক বা বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মোল্বনসন্নিপাতের লক্ষণ।

রোগীর সর্ব্বদা হাইর উদ্রেক, শরীরের স্তব্ধতা ও চক্ষুর্দ্বয়ের স্পন্দহীনতা, এই সমস্ত কুটপালক বা বায়ু, পিত্ত ও কফপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ ; এই সন্নিপাত মৃত্যুপ্রদ। (৭)

সংমোহ বা প্রবৃদ্ধবায়ু, মধ্যপিত্ত ও হীনকফ সন্নিপাতের লক্ষণ।

বাতাধিক্য বশতঃ গাত্র বেদনা, কম্প, নিদ্রানাশ ও বিষ্টম্ভের প্রাধান্য এবং পিত্তের মধ্যবিধ প্রকোপ বশতঃ দাহ, উষ্ণতা ও ঘর্ম্মের মধ্যাবস্থা এবং কফের অল্পপ্রকোপ বশতঃ শরীরে ভারবোধ, অগ্নিমান্দ্য, উৎকাসি, সর্দ্দিবোধ ও কাসের অল্পতা ; বিশেষতঃ প্রলাপ, পরিশ্রমবোধ, মোহ, কম্প, মূর্চ্ছা, গ্লানি, ভ্রম এবং পক্ষাঘাত ; এই সমস্ত সংমোহ অর্থাৎ প্রবৃদ্ধবায়ু, মধ্যপিত্ত ও হীনকফ সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত অতি ভয়ানক। (৮)

পাকল বা মধ্যবায়ু, প্রবৃদ্ধপিত্ত ও হীনকফ সন্নিপাতের লক্ষণ।

বায়ুর মধ্যবিধ প্রকোপবশতঃ পূর্ব্বোক্ত গাত্রবেদনা প্রভৃতির মধ্যাবস্থা, পিত্তের অত্যন্ত প্রকোপ বশতঃ দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতির প্রবলতা এবং কফের হীনতাবশতঃ শরীরের গুরুত্ব ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির অল্পতা ; বিশেষতঃ মোহ, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, গ্রীবাদেশে বেদনা, শিরঃপীড়া, কাস, শ্বাস, ভ্রম, তন্দ্রা, সংজ্ঞানাশ,

বক্ষঃস্থলে বেদনা, মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে রক্ত নির্গম, চক্ষুর্দ্বয়ের স্পন্দন রাহিত্য ও রক্তিমা এবং রোগীর জ্ঞানহীনতা ; এই সমস্ত পাকল বা মধ্যবায়ু, প্রবৃদ্ধপিত্ত ও হীনকফ সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাতে রোগীর ৩ দিবসে মৃত্যু হয়। (৯)

ক্রকচ বা প্রবৃদ্ধবাত, হীনপিত্ত ও মধ্যকফ সন্নিপাতের লক্ষণ।

পূর্ব্বোক্ত গাত্র বেদনাদির প্রবলতা ; দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতির অল্পতা এবং গাত্রগুরুতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির মধ্যাবস্থা, বিশেষতঃ প্রলাপ, শ্রমবোধ, মোহ, কম্প, মূর্চ্ছা, গ্লানি, ভ্রম, শোষ এবং গ্রীবাদেশে বেদনা ; এই সমস্ত ক্রকচ বা প্রবৃদ্ধবায়ু, হীনপিত্ত ও মধ্যকফ সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (১০)

যাম্য বা হীনবাত, প্রবৃদ্ধপিত্ত ও মধ্যকফ সন্নিপাতের লক্ষণ।

পূর্ব্বোল্লিখিত গাত্রবেদনাদির অল্পতা ; দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতির প্রবলতা ; গাত্রগুরুতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির মধ্যাবস্থা ; বিশেষতঃ হৃদয়ে দাহ, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র ও ফুস্‌ফুসের পকতা, রক্ত ও পূয উর্দ্ধ ও অধোগামী হইয়া নিঃসরণ এবং দন্ত সকলের শীর্ণতা ; এই সমস্ত যাম্য বা হীনবাত, প্রবৃদ্ধপিত্ত ও মধ্যকফ সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (১১)

কর্ক্কটক বা মধ্যবাত, হীনপিত্ত ও প্রবৃদ্ধকফ সন্নিপাতের লক্ষণ।

পূর্ব্বোক্ত গাত্র বেদনাদির মধ্যাবস্থা, দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতির অল্পতা ; গাত্রগুরুতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির প্রবলতা ; বিশেষতঃ অত্যধিক অন্তর্দ্দাহ, মুখমণ্ডলের রক্তাভা এবং কফ,বায়ু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হওয়ায় বক্ষঃস্থল হইতে ঐ কফের নির্গমনাভাব, পার্শ্বদেশে বাণবিদ্ধবৎ বেদনা, হৃদয় উৎপাটিতবৎ বোধ, চক্ষুদ্বয়ের নিমীলতা, প্রতিদিন শ্বাস ও হিক্কার বৃদ্ধি, জিহ্বা অঙ্গারবৎ দগ্ধ ও খরস্পর্শবৎ প্রতীয়মান, গলমধ্যে শূয়া অর্থাৎ হুলদ্বারা আবৃতবৎ বোধ, কপোতের শব্দের ন্যায় অব্যক্ত শব্দের উচ্চারণ ; এই সমস্ত কর্ক্কটক বা মধ্যবায়ু, হীনপিত্ত ও প্রবৃদ্ধকফ সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ।

বৈদারিক বা হীনবাত, মধ্যপিত্ত ও প্রবৃদ্ধকফ সন্নিপাতের লক্ষণ।

পূর্ব্বোক্ত গাত্রবেদনাদির অল্পতা, দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতির মধ্যাবস্থা, গাত্রগুরুতা প্রভৃতির প্রবলতা, বিশেষতঃ অস্থিশূল, কটিদেশে বেদনার আধিক্য, অন্ত-

দাহ সর্ব্বশরীরে বেদনা, ভ্রম, অত্যন্ত কষ্টবোধ, শিরঃপীড়া এবং বস্তিদেশে, গ্রীবায় ও হৃদয়ে বেদনা, বাক্যের জড়তা, নয়নের নিমীলনতা, শ্বাস, কাস, হিক্কা, দেহের জড়তা ও জ্ঞাননাশ, এই বৈদারিক বা হীনবাত, মধ্যপিত্ত ও প্রবৃদ্ধ কফ সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত কষ্টসাধ্য, কিন্তু এই সন্নিপাতে কর্ণমূলে শোথ হইলে সুখসাধ্য। (১৩)

ত্রয়োদশ সন্নিপাতজ্বরের নামান্তর ও লক্ষণান্তর।

শীতাঙ্গসন্নিপাতের লক্ষণ। গাত্রের অত্যন্ত শীতলতা, শ্বাস, কাস, হিক্কা, মোহ, কম্প, প্রলাপ, ক্লান্তি, বলহানি, অন্তর্দাহ, বমন, শরীরে বেদনা ও স্বরভঙ্গ ; এই সমস্ত শীতাঙ্গসন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত অসাধ্য। (১)

তন্দ্রিকসন্নিপাতের লক্ষণ। অত্যন্ত তন্দ্রা,প্রবল পিপাসা, অতিসার, প্রবল শ্বাসবেগ, কাস, গাত্রবেদনা, জ্বরের প্রবল তাপ, গলদেশে শোথ, নাসিকার অগ্রভাগের শীতলতা, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, ক্লান্তিবোধ, শ্রবণশক্তির হ্রাস ও দাহ, এই সমস্ত তন্দ্রিক সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত কষ্টসাধ্য। (২)

প্রলাপকসন্নিপাতের লক্ষণ। ত্রিদোষের অত্যন্ত প্রকোপবশতঃএই সন্নিপাতে সহসা অসংখ্য প্রলাপবাক্য কথন, কম্প, বেদনা, শরীরে দাহ ও অজ্ঞানতা ; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সন্নিপাত অসাধ্য। (৩)

রক্তষ্ঠীবী সন্নিপাতের লক্ষণ। রক্তবমন, শরীরে রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ চক্রাকৃতি শোথ, চক্ষুর্দ্বয়ের রক্তবর্ণতা, পিপাসা, অরুচি বমি, শ্বাস, অতিসার, ভ্রম, আধ্মান, জ্ঞানলোপ, হিক্কা ও অত্যন্ত গাত্রবেদনা ; এই সমস্ত রক্তষ্ঠীবী সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত অসাধ্য (৫)

ভুগ্ননেত্র সন্নিপাতের লক্ষণ। নয়নের অতিশয় বক্রভাব, শ্বাস, কাস, তন্দ্রা, ভ্রম, প্রলাপ, মত্ততা, কম্প, শ্রবণশক্তির হ্রাস ও মোহ ; এই সমস্ত ভুগ্ননেত্র সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। ইহা অসাধ্য (৫)

অভিন্যাসসন্নিপাতের লক্ষণ। অত্যন্ত মোহ, চেষ্টাহীনতা, ইন্দ্রিয়াদির বিকলতা, প্রবল শ্বাস, বাক্‌শক্তির হ্রাস, দাহ, মুখের চিক্কণতা (মুখে

তৈলমর্দ্দনবৎ ভাব), মন্দাগ্নি ও বলক্ষয় ; এই সমস্ত অভিন্যাস সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত অসাধ্য। (৬)

জিহ্বকসন্নিপাতের লক্ষণ। জিহ্বা কণ্টকাবৃত বোধ, অনন্তর একেবারে বাক্যরোধ, শ্রবণশক্তির হ্রাস, বলক্ষয়, শ্বাস, কাস ও শরীরে অত্যন্ত উত্তাপ ; এই সমস্ত জিহ্বকসন্নিপাতের লক্ষণ। ইহা কষ্টসাধ্য। (৭)

সন্ধিগসন্নিপাতের লক্ষণ। শরীরের সন্ধিস্থানে ফুলা ও বেদনা, মুখে কফলিপ্ততা, নিদ্রাহীনতা ও কাস ; এই সমস্ত সন্ধিগ সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। ইহা কষ্টসাধ্য। (৮)

অন্তকসন্নিপাতের লক্ষণ। সর্ব্বদা শিরঃকম্পন, কাস, শরীরের অসহ্য বেদনা, হিক্কা, শ্বাস, দাহ, মোহ, শরীরে অত্যন্ত তাপ, চিত্তের ব্যাকুলতা ও প্রলাপ ; এই সমস্ত অন্তক সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত অসাধ্য। (৯)

রুগ্‌দাহসন্নিপাতের লক্ষণ। অসহ্য দাহ, প্রবল পিপাসা, শ্বাস, প্রলাপ, অরুচি, ভ্রম, মোহ এবং মন্যা (ঘাড়ে), হনু ও কণ্ঠদেশে বেদনা ও শ্রমবোধ ; এই সমস্ত রুগ্‌দাহ সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। ইহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। (১০)

চিত্তভ্রমসন্নিপাতের লক্ষণ। দোষের প্রকোপ বশতঃ রোগীর নিরন্তর গান, নৃত্য, হাস্য, প্রলাপবাক্য উচ্চারণ, বিকৃতভাবে দ্রব্যাদি দর্শন, মোহ- এবং শরীরে বেদনা ও দাহ, ভয়ে প্রায়শঃ উৎপীড়িতভাব ; এই সমস্ত চিত্তভ্রম-সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত কষ্টসাধ্য। (১১)

কর্ণিকসন্নিপাতেরলক্ষণ। কর্ণমূলে তীব্রশোথ ও বেদনা, কণ্ঠরোধ, বধিরতা, শ্বাস, প্রলাপ, ঘর্ম্ম, মোহ ও দাহ ; এই সমস্ত কর্ণিক সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত কষ্টসাধ্য। (১২)

কণ্ঠকুব্জসন্নিপাতের লক্ষণ। কণ্ঠদেশে ধান্যাদির শূয়া (অগ্রভাগ) দ্বারা অবরুদ্ধবৎ বোধ, প্রবল শ্বাস, প্রলাপ, অরুচি, দাহ, শরীরে বেদনা, পিপাসা, হনুস্তম্ভ, শিরঃপীড়া, মোহ ও কম্প, এই সমস্ত কণ্ঠকুব্জসন্নিপাতের লক্ষণ। এই সন্নিপাত কষ্টসাধ্য। (১৩)

সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসাবিধি।

সন্নিপাত অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপ বশতঃ মৃত্যুপ্রদ জ্বরবিকার উৎপন্ন হয়, সুতরাং অতি সাবধানে তাহার প্রতিকারে চেষ্টিত হইবে; অন্যান্য জ্বরের উপদ্রব সকল কাল বিলম্বে উপস্থিত হইয়া অনেক স্থানে ঔষধ ব্যতীতও নিবৃত্ত হয়; কিন্তু ত্রিদোষ জনিত জ্বর দেহীকে আক্রমণ করিলে, তাহার উপদ্রব সকলও প্রবল বা সাধারণ ভাবে তৎসঙ্গে উপস্থিত হয়, ঐ সকল উপদ্রবের মধ্যে অনেকগুলি বলবৎ ও মুখ্যরোগে পরিণত হইয়া রোগীর জীবন নষ্ট করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ সকল আশু জীবন নষ্টকারী উপদ্রব সমূহের নিবৃত্তি করিতে পারিলে, মূলরোগ অনেকাংশে মন্দীভূত হইতে থাকে এবং রোগী রোগের ভোগকাল অন্তে সুস্থ হইতে পারে। ৭ম দিনে, ৯ম দিনে, ১০ম দিনে, ১১শ দিনে, ১২শ দিনে, ও ১৪শ দিনে ঐ জ্বর বিবিধ মারাত্মক উপদ্রব সহ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, অনেক স্থানে ১৮শ দিন এবং ২২ দিনেও বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। কতিপয় লক্ষণাক্রান্ত জ্বর ঐ সকল দিনে বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ হ্রাস পায় এবং কতিপয় লক্ষণাক্রান্ত জ্বর ঐ সকল দিনে রোগীর জীবন নষ্ট করিয়া থাকে, অতএব রোগীর যখন যে উপদ্রব উপস্থিত দেখিবে, তখন তাহার নিবৃত্তি করিতে সমধিক চেষ্টা করিবে, এবং বলবান একটী উপদ্রব নষ্ট হইলে অন্য উপদ্রবের প্রতীকার করিবে। উদরাধ্মান, মলমূত্রের রোধ, শ্বাস এবং হিক্কা প্রভৃতি উপদ্রব শীঘ্রই জীবন নাশক; অতএব জীবন-নাশক উপদ্রব সকলের কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিকারে চেষ্টিত হইবে। সন্নিপাতজ্বর উপস্থিত হইলে শ্বাস, কাস, হিক্কা, বমন, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মত্ততা, অতিসার, মলমূত্ররোধ, উদরাধ্মান, তন্দ্রা, প্রলাপ, আক্ষেপ, গাত্র কম্প, গাত্র-বেদনা, ঘর্ম্ম, অরুচি ও জ্ঞানহীনতা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, এই সকল উপদ্রবের মধ্যে অনেকস্থানে একটী উপদ্রব অন্য উপদ্রবের কারণ হয়, যথা— প্রবল বমন হইতে হিক্কাবেগ, ঘর্ম্ম ও শরীরের শীতলতা, হিক্কা হইতে শ্বাস, মলমূত্রাদির রোধ হইতে উদরাধ্মান, আবার ঐ উদরাধ্মান নিবৃত্ত না হইলে, ক্রমশঃ শ্বাসবেগ উপস্থিত হয়। এই উদরাধ্মান এবং মলমূত্রের রোধ গুহ্য-দেশস্থিত অপান বায়ুর প্রকোপ বশতঃ হইয়া থাকে। নিরন্তর কাসের বেগ

বা কাসের বিকৃতি হইতে শ্বাস, ইত্যাদি উপদ্রবের উৎপত্তি হয়, একটী নষ্ট হইলে অন্য উপদ্রব স্বয়ং হ্রাস পাইতে থাকে, এমতাবস্থায় যে সকল উপদ্রব অন্য উপদ্রবের কারণ স্বরূপ, সেই সকল উপদ্রবকেই প্রথমে নষ্ট করা কর্ত্তব্য, সাধারণতঃ যাহাতে বায়ু অনুলোম হয়, অগ্নিবল ক্রমশঃ বৃদ্ধিপায় ও কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এরূপ ঔষধ সন্নিপাতজ্বরে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু বিরেচক ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি নিতান্ত গর্হিত। বক্ষঃস্থলস্থিত শ্লেষ্মা যাহাতে শুষ্ক হইতে না পারে অর্থাৎ তরল ভাবে মুখ হইতে বা অধোগামী হইয়া নিঃসৃত হয় তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সন্নিপাতজ্বরে মল ও মূত্র রোধ হওয়ায় সহসা উদারাধ্মান বা অকস্মাৎ জ্ঞান শূন্যতা, মূর্চ্ছা ও উন্মত্ততা প্রভৃতি উপদ্রব অনেক স্থানেই দৃষ্ট হয়, অনেকস্থানে রোগীর শ্বাস ক্রিয়ার সময় সময় লোপ ও নাড়ীর গতির বিপর্য্যয়, শরীর শীতল ও জড়পদার্থবৎ ইত্যাদি লক্ষণ সকলও দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেই সকল অবস্থায় চিকিৎসক অধীর হইলে রোগীর অমঙ্গল হইতে পারে, সুতরাং চিকিৎসক ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে অনেক স্থানে নিরাশ রোগীও রোগমুক্ত হইতে পারে, সন্নিপাতজ্বরের উপদ্রব নষ্ট করিতে না পারিলে কেবল জ্বরের ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ কোন উপকার হয় না।

ঐ সকল অবস্থায় অনেক সময় রোগীর নিকট উপস্থিত থাকিয়া মনোযোগ সহকারে রোগীর বাহ্য লক্ষণ ও নাড়ীর গতি পর্য্যালোচনা করা উচিত এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা অন্তর উপদ্রব অনুসারে ঔষধ সমূহ রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য, অনেকস্থানে চিকিৎসকের বিবেচনার অভাবে এবং অনেকস্থানে উপযুক্ত ঔষধের অভাবে রোগীর মৃত্যু হয়, উপদ্রব সমূহের সম্যক্ বা আংশিক অবস্থা পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া রোগীকে সেবন করান কর্ত্তব্য। উদরাধ্মান, সংজ্ঞাহীনতা, নাড়ীর বিশৃঙ্খলতা, শ্বাসবেগ ও হিমাঙ্গতা, অনেক সময় একই রোগীতে যুগপৎ দৃষ্ট হয়; ইহার কারণ উল্লেখ করিতে হইলে গ্রন্থের আয়তন বর্দ্ধিত হয়; এই জন্য কারণের উল্লেখ না করিয়া কেবল চিকিৎসাবিষয়ক সামান্য উপদেশ এস্থলে বর্ণিত হইল। সাধারণতঃ সন্নিপাতজ্বরে প্রথমে কফনিবর্ত্তক রুক্ষস্বেদাদি প্রয়োগ করিয়া, পশ্চাৎ বায়ু ও পিত্তের প্রতিকার করিবে। কিন্তু বিকার উপস্থিত হইলে যে দোষ প্রধান দেখিবে, তাহার চিকিৎসা করিবে।

উদরাধ্মানকালে যথোক্ত প্রলেপ প্রয়োগ ও স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ স্বেদ প্রদান এবং যথা নির্দ্দিষ্ট ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য, তৎসঙ্গে মূত্রকারক বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করাও বিধেয়, এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার না হইলে, মলদ্বারে বর্ত্তি ও বিবিধ বস্তিক্রিয়া করা কর্ত্তব্য।

সংজ্ঞা বিলুপ্তপ্রায় হইলে যাবৎ রোগী ঔষধ সেবন করিতে সক্ষম হয়, তাবৎকাল কফনিবর্ত্তক বৃহৎ কফকেতু বা শ্লেষ্মসুন্দর রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে এবং ঔষধের ক্রিয়া দর্শন করিয়া বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা জ্ঞান উৎপাদন করিবে; কিন্তু ঔষধ গলাধঃকরণ না হইলে, নস্য গ্রহণ করাইয়া জ্ঞান উৎপাদন করা কর্ত্তব্য, প্রথমে বমনযোগ্য রোগীকে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে, বমনদ্বারা সঞ্চিত শ্লেষ্মা উর্দ্ধগামী হইয়া নিঃসৃত হইলে, জ্ঞানের সঞ্চার হয়. যাহার পক্ষে ঔষধ সেবন অসম্ভব, তাহাকে নস্য প্রয়োগ করিলে জ্ঞানসঞ্চার হয়, তীক্ষ্ণবমন ও তীক্ষ্ণনস্য বালক, বৃদ্ধ ও ক্ষীণরোগীকে প্রয়োগ করিবে না।

বমন দ্বারা সঞ্চিত শ্লেষ্মা উত্থিত না হইলে, রোগীর বক্ষঃস্থলস্থিত কফ শুষ্ক হইয়াছে বুঝিতে হইবে, অতএব বমনক্রিয়ার পূর্ব্বেই কফের তরলতা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য এবং বমন আরম্ভ হইলেও যে সমস্ত ঔষধে শ্লেষ্মা তরল হয়,তাহা (শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ বা ভার্গ্যাদি কাথ প্রভৃতি) সেবন করান কর্ত্তব্য। বমনকালে শ্লেষ্মা যত অধিক নিঃসৃত হয়, ততই রোগীর পক্ষে মঙ্গল। বমনকারক ঔষধ প্রদানকালে রোগীর বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিবে, যেহেতু শুষ্ককফে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার হয় না। বমন ও নস্য প্রয়োগের অযোগ্যব্যক্তির বক্ষঃস্থলে সিদ্ধার্থক প্রলেপ ও শিরাবিদ্ধ করিয়া সূচিকাভরণ ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অল্পকালব্যাপী সামান্য মূর্চ্ছায় তীক্ষ্ণনস্য বা বমনকারক ঔষধ প্রদান করিবে না, কেবল সংজ্ঞাজনক মৃদুবীর্য্য নস্য প্রয়োগ করিবে। রোগীর সংজ্ঞালাভ হইলে, যথোক্ত নিয়মে পুনরায় চিকিৎসা করিবে।

অন্যান্য উপদ্রব নষ্ট হইলে তৎসঙ্গে নাড়ীর বিশৃঙ্খলতাও দূরীভূত হয়; তজ্জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যকতা হয় না, নাড়ীর বিশৃঙ্খলতা সম্বন্ধে অনেক কারণ দৃষ্ট হয়; বমনবেগ বা অধিক তরলদাস্ত বশতঃ অনেক সময়

নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা এমন কি স্পর্শবিহীনতা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, বমন ও দাস্ত প্রশমিত হইলে অনেকক্ষণ পরে ঐ নাড়ী স্বস্থানে আগমন করে, বাতাদিদোষের প্রকোপবশতঃ নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় ঘটিলে বাহ্য লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসা করিবে। যেহেতু নাড়ীর গতির সহিত বাহ্য লক্ষণের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

সন্নিপাতজ্বরে বিবিধ কারণ বশতঃ প্রায়শঃ শ্বাসের বেগ দৃষ্ট হয় এবং অনেক সময় ফুস্‌ফুস্‌স্থিত শ্লেষ্মা বিবিধ কারণে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শ্বাসের গতির বিশৃঙ্খলতা সম্পাদন করে, ঐ শ্লেষ্মা ঔষধাদির দ্বারা তরল হইয়া নিঃসৃত হইলে এবং ক্রমশঃ পরিপক্ক হইলে, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টের লাঘব হয়; উদরাধ্মানজনিত শ্বাস, উদরাধ্মান নিবৃত্ত হইলে হ্রাস পায়।

সন্নিপাতজ্বরে রোগীর শরীর অনেক কারণে শীতল হয়, প্রবল বমন-বেগান্তে ও অবিশ্রান্ত ঘর্ম্ম হইবার পর শরীরস্থিত পিত্তের ভাগ নিঃসৃত হওয়ায় শরীর শীতল হইয়া পড়ে, বমন বেগ নিবৃত্ত হইলেও অনেক স্থানে অগ্নির দুর্ব্বলতা বশতঃ শরীর যথোচিত উষ্ণ হয় না; তখন বলকারক উষ্ণ-বীর্য্য ঔষধ (বৃহৎকস্তূরীভৈরব, মকরধ্বজবটী এবং মৃতসঞ্জীবনীসুরা অভাবে ব্রাণ্ডি ইত্যাদি) এবং পথ্য (বিবিধ পক্ষী ও ছাগমাংসযূষাদি) প্রয়োগ করা বিধেয়, ঐ অবস্থায় স্বেদ প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু কফের প্রকোপ বশতঃ শরীরের শীতলতা লক্ষিত হইলে, উষ্ণস্বেদ প্রয়োগ এবং কফ-নিবর্ত্তক অথচ দেহের উষ্ণতাকারক বৃহৎকস্তূরীভৈরব, মৃগনাভি, মৃত-সঞ্জীবনী সুরা প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা নাড়ীও প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ্বরে অবস্থাভেদে ৭ দিন, ১০ দিন, ১২ দিন, ১৪ দিন, ১৮ দিন বা ২২ দিন অতীত হইলে, আমরসের পরিপাক বা নিরাম-অবস্থা দৃষ্ট হয় অর্থাৎ জ্বরের বেগ অপেক্ষাকৃত লঘু, ক্ষুধার উদ্রেক এবং উপদ্রবাদি হ্রাস হইয়া থাকে; সেই সময় ঐ সমস্ত ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া নিরামজ্বরে নির্দ্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ এবং ক্বাথাদি সেবনের ব্যবস্থা করিবে, ঐ অবস্থায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে বলকারক পথ্যাদি (মাংসযূষ, মাংসার্ক ও মুগের যূষ প্রভৃতি) অগ্নিবল অনুসারে প্রদান করা

কর্ত্তব্য। যেহেতু শারীরিক বলই শরীরস্থ বাতাদি দোষ নষ্ট করিতে সক্ষম হয়; অতএব অত্যন্ত দুর্ব্বল রোগীকে সন্নিপাতের সাম বা নিরাম অবস্থায় বলকারক পথ্য প্রদান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। উপদ্রবসমূহ এবং জ্বরের বেগ নিবৃত্ত হইলে, বলকারক ঔষধ (মকরধ্বজবটী ও বৃহৎ মকরধ্বজ প্রভৃতি) রোগীকে প্রদান করিবে।.

সন্নিপাতজ্বরে ঔষধ সেবনের সময় নিরূপণ করা সুকঠিন, যেহেতু লক্ষণানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা অন্তর রোগের প্রবলাবস্থায় রোগীকে সেবন করাইতে হয়, উপদ্রবনাশক ঔষধ সমূহ দোষের প্রকোপ কালে সেবন করান নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিষপ্রধান ঔষধসকল অর্থাৎ ত্রিদোষ নীহার ও সূচিকাভরণ প্রভৃতি সেবন দ্বারা কোনও উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণার্থ উপযুক্ত পথ্যাদি ও আবশ্যকমত বিবিধ ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে।

সন্নিপাতজ্বরে—ঔষধ।

চন্দ্রশেখররস। সন্নিপাতজ্বরে পিত্তশ্লেষ্মার আধিক্য দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ রোগীর দাহ, পিপাসা, গাত্রের স্থানবিশেষে মণ্ডলাকার শোথ (বোলৃতাদষ্ট-স্থানবৎ উন্নত) বা ঘর্ম্ম এই সকল লক্ষণের কোন একটী প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার করলাপাতার রস ও মধু সহযোগে সেবন করাইবে. সন্নিপাতজ্বরে রোগীর ক্রিমিদোষ বশতঃ সময় সময় বমন হইলে অথবা তন্দ্রা ও গলদেশে বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, ইহা আদার রস ও মধুসহযোগে সেবন করাইবে। এই ঔষধ শিশু ও অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিকে প্রদান করিবে না।

চন্দ্রশেখর রস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা ও মনঃশিলা ৪ তোলা; এই সকল একত্র জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া রোহিতমৎস্যের পিত্তে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

ত্রিদোষনীহাররস। সন্নিপাতজ্বরে তন্দ্রা, প্রলাপ, জ্ঞানহীনতা, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বদেশে বেদনা এবং উন্মাদবৎ ভাব ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট

হইলে, এই ঔষধ রোগীকে আদার রস সহযোগে সেবন করাইবে, কিন্তু বিবিধ রোগে কৃশ, বৃদ্ধ, বালক ও গর্ভিণী স্ত্রীকে ইহা কখনও সেবন করাইবে না; বিশেষতঃ রোগীর বায়ু কর্ত্তৃক কফ আবদ্ধ হইয়া বক্ষঃস্থলে সঞ্চিত থাকিলে অর্থাৎ কফ তরলভাবে নিঃসৃত না হইলে এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ প্রায়শঃ সেবন করাইবে না, সবল রোগীকে ঐ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে হইলে এবং আবশ্যক বোধ করিলে, এই ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে ভার্গ্যাদি ক্বাথ বা শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ শ্লেষ্মার সমতা করণার্থ সেবন করাইবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান প্রবল বিকার হইলে এবং রোগী সবল থাকিলে, আদার রস ও মধু অনুপানে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, ইহা সন্নিপাত জ্বরে রোগীর নিদ্রার অভাব, মূর্চ্ছা, কম্প, মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত নির্গম, শিরঃপীড়া, প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি, হিক্কা এবং বমন ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, সেবন করাইবে না, এই ঔষধ সেবন করিলে প্রায়শঃ রোগীর বমন হইতে থাকে; ঐ বমিতে অল্প শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং বিশেষ উপকার না হইলে, ক্রমশঃ ২।৩ বটী সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা সঞ্জাত বমির বেগ নষ্ট করিতে অনেক সময় আবার অন্য ঔষধ ও বিবিধ পথ্য সেবন করাইতে হয়।

ত্রিদোষনীহাররস। পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা; একত্র কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলী রক্তচিতার রসে আট বার ভাবনা দিবে, পরে ঐ কজ্জলীর সহিত বিষ আট তোলা মিশ্রিত করিয়া চিরতার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক রোহিতমৎস্যের পিত্তে সাত বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

বৃহৎ ত্রিদোষনীহাররস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর তন্দ্রা, প্রলাপ, জ্ঞানহীনতা, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বদেশে বেদনা ও মত্ততা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে; ইহার প্রয়োগবিধি ত্রিদোষনীহারের ন্যায়; উপকারিতা ত্রিদোষনীহার অপেক্ষা অধিক; ইহা অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য; বিশেষতঃ কফের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এবং সন্নিপাত জ্বরে গ্রীবাদেশে বেদনা, মাথায় ভার ও গদগদভাব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সমধিক ফলপ্রদ। অনুপান—আদাররস ও মধু।

বৃহৎ ত্রিদোষনীহাররস। রস ১ তোলা ও গন্ধক ৩ তোলা একত্র কজ্জলী করিবে, অনন্তর রক্তচিতার রসে ৭ বার, আদাররসে ৭ বার ও নিসিন্দাপাতার রসে ৭ বার যথাক্রমে

ভাবনা দিবে, ভাবনা শেষ হইলে, উহার সহিত বিষ ৮ তোলা, হিঙ্গুল ৮ তোলা ও রসসিন্দূর ৮ তোলা মিশ্রিত করিবে ; সমস্ত ঔষধ একত্র মর্দ্দন করিয়া রোহিত মৎস্যের পিত্তে পুনরায় ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

মৃত্যুঞ্জয়রস। সন্নিপাতজ্বরে দেহের জড়তা, নিদ্রাধিক্য, চক্ষুর্দ্বয়ের নিমীলন অর্থাৎ তন্দ্রাভাব, কাস, শরীরের বেদনা ও ভারবোধ, শিরোবেদনা, অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা (উন্মাদবৎভাব) ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ আদাররস ও মধু সহযোগে সেবন করাইবে, মস্তকে ও গলায় বেদনা থাকিলে, নিসিন্দাপাতার রস ও মধু সহযোগে সেবন করিতে দিবে। বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে এই ঔষধ সেবন করাইবে না।

মৃত্যুঞ্জয়রস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, সোহাগার খৈ ৪ তোলা, বিষ ৮ তোলা, ধুস্তুরবীজ ১৬ তোলা, শুঁঠ ১০॥৵৪ রতি, পিপুল ১০॥৵৪ রতি ও মরিচ ১০॥৵৪ রতি ; এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া ধুতুরার মূলের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

শ্রীসন্নিপাতমৃত্যুঞ্জয়রস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর মূর্চ্ছা, দেহের জড়তা, নিদ্রাধিক্য এবং পিপাসা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ ভৃঙ্গরাজ রসের সহিত সেবন করাইবে ; এবং ঔষধ সেবন করাইয়া গরম কাপড় দ্বারা তাহার গাত্র আবৃত করিয়া রখিবে, ইহা সেবনে রোগীর ঘর্ম্ম হইলে এবং পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছা ও দাহ প্রকাশ পাইলে, জ্বর তিরোহিত হইয়াছে জানিবে। ইহা সেবনে অনেকের বমন হইতে দেখা যায় ; অতএব সাবধানে সেবন করাইবে। বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে ইহা কখনও সেবন করাইবে না।

শ্রীসন্নিপাতমৃত্যুঞ্জয় রস। বিষ, রস, গন্ধক, মৎস্যপিত্ত, ময়ূরপিত্ত, ছাগপিত্ত, শূকরপিত্ত, মহিষীপিত্ত, হরিতাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আলকুশীবীজ, আপাংমূল, রক্তচিতা ও শোধিত জয়পালবীজ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগীমূত্রে মর্দ্দন করিবে ; বটী মাষকলাই প্রমাণ।

কফকেতুরস। সন্নিপাত জ্বরে কফের আধিক্য দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ দেহের জড়তা, অব্যক্ত শব্দের উচ্চারণ, নিদ্রাধিক্য, শিরঃশূল বা সর্দ্দি ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ আদার রস ও মধুসংযোগে দিবসে

২।৩বার সেবন করাইবে। এই ঔষধ বালক, গর্ভিণী এবং অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিকে কখনও সেবন করাইবে না।

কঙ্ককেতুরস। ১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসরাজেন্দ্র। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর প্রলাপ, শীতবোধ, মাথায় ও গলদেশে বেদনা, উৎকাসি অর্থাৎ অল্প শ্লেষ্মা নিঃসরণ, পিপাসা, ঘর্ম্ম, তন্দ্রা বা কাস ; ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার তুলসী-পাতার রস সহযোগে সেবন করিতে দিবে, একটী সেবনে মস্তক গরম ও দাহ উপস্থিত হইলে, তাহাকে সেই দিন ঐ ঔষধ আর সেবন করাইবে না ; তখন রোগীর মাথায় জলপটী দিবে ও তাহাকে চিনির পানা সেবন করাইবে এবং দাহ ও জ্বর বিশ্রামান্তে উপদ্রব সমূহ হ্রাস হইলে, রোগীকে ক্রমশঃ শৈত্যক্রিয়া করাইবে, ঔষধের ক্রিয়া বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত না হইয়া কদাপি শৈত্যদ্রব্য প্রয়োগ করিবে না ; যেহেতু বাতাদির প্রকোপ সত্ত্বে শৈত্যক্রিয়া করিলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। ঔষধের ক্রিয়া নাড়ী-পরীক্ষা দ্বারাও অনেকাংশে বুঝিতে পারা যায়।

রসরাজেন্দ্র। রস, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, অভ্র, সীসক, বঙ্গ, হরিতাল ও বিষ, এই সকল ঔষধ প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া প্রথমে কাকমাচীর রসে, অনন্তর আদার রসে মর্দ্দন করিবে, পরে রোহিতমৎস্ত পিত্ত, বরাহপিত্ত, ময়ূরপিত্ত, ছাগপিত্ত ও মহিষপিত্ত দ্বারা ক্রমান্বয় সাত সাতবার ভাবনা দিবে, অনন্তর শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করতঃ সেই ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া আদার রসে ১০০ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

সন্নিপাতবড়বানল রস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অগ্নিমান্দ্য, পিপাসা, পার্শ্ববেদনা, গলায় ও মাথায় ভারবোধ, ঘর্ম্ম, তন্দ্রা এবং উৎকাসি ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ অবস্থানুসারে দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইবে, এই ঔষধ বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে সেবন করাইবে না। অনুপান—আদার রস।

সন্নিপাতবড়বানল রস। রস ৮ তোলা, গন্ধক ৬ তোলা, বিষ ৭ তোলা, হরিতাল ৬ তোলা, দন্তীবীজ ৬ তোলা, সোহাগার খৈ ৫ তোলা, ধুস্তুরবীজ ৪ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপুল ৩ তোলা এবং মরিচ ৩ তোলা, এই সমুদয় একত্র করিয়া রক্তচিতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটি ২ রতি।

শম্ভূনাথ রস। সান্নিপাতজ্বরে রোগীর অতিসার, ভ্রম, মূর্চ্ছা, সর্ব্বদা প্রলাপ, উন্মাদবৎভাব, পার্শ্ব বেদনা, তন্দ্রা, অন্তর্দাহ এবং গাত্রবেদনা ইত্যাদি উপদ্রব থাকিলে, অথবা জ্বরাতিসারে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। একবটী সেবনে ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ না পাইলে, আর একবটী সেবন করাইবে, ঔষধ সেবনান্তে কিছুক্ষণ পরে রোগীর ঈষৎ নিদ্রা হইলে অথবা মাথা গরম ও অসহ্য উদ্বেগ হইলে, ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিবে, তখন রোগীর মাথায় জলপটী দিবে। জ্বরাতীসারে দাস্ত নিবৃত্ত হইয়া উদরাধ্মান উপস্থিত হইলে, অর্থে উদরাধ্মান নিবারক যোগ প্রয়োগ করিবে; রোগের প্রকোপ কিয়দংশ হ্রাস হইলে, রোগীকে শৈত্য দ্রব্য সেবন করাইবে এবং রোগীর মাথায় তৈল মাখাইয়া তাহাকে স্নান করাইবে। শৈত্যক্রিয়া দ্বারা এই ঔষধের গুণাধিক্য হয়, কিন্তু ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ না পাইলে, শৈত্য দ্রব্যাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে সেবন করাইবে না। অনুপান—আদার রস ও মধু। জ্বরাতিসারে জীরাচূর্ণ ও মধু।

শম্ভুনাথরস। লৌহ, অভ্র, তাম্র, হরিতাল, সোহাগার খৈ, হিঙ্গুল, ফিটকারী, মনঃশিলা, গোদন্ত হরিতাল ও বিষ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং রস ১৪ তোলা, গন্ধক ১৪ তোলা, ও অহিফেণ ১৪ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধির কাথ, নিসিন্দাপাতার রস, কনকধুস্তুর রস ও নিমপাতার রস, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

অঘোরনৃসিংহরস। সন্নিপাত জ্বরে রোগীর অজ্ঞানতা ও সময় সময় মূর্চ্ছা এবং ত্রিদোষের প্রকোপ বশতঃ প্রাণনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধের একবটী ডাবের জল সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত তীব্র; রোগের সাধারণ অবস্থায় কখনও প্রয়োগ করিবে না, ঔষধ সেবনান্তে নাড়ীর গতি ও বাহ্য অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রোগীকে শীতল দ্রব্য অর্থাৎ দধি ও মিশ্রীর পানা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে এবং মাথায় জলের ধারা দিতে থাকিবে, ইহার অন্যথা করিলে ঔষধই প্রাণনাশক হইবে। এই ঔষধ বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী ও সুখী ব্যক্তিকে কখনও সেবন করাইবে না; ইহা অতিসার বা জ্বরাতিসার জনিত বিকারে প্রয়োগ করা যায়।

অঘোরনৃসিংহরস। তাম্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, বঙ্গ ৩ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, স্বর্ণ মাক্ষিক ১ তোলা, রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, মনঃশিলা ১ তোলা, কৃষ্ণ সর্প বিষ ৪ তোলা,

শুঁঠ ১।/২ রতি, পিপুল ১।/২ রতি, মরিচ ১।/২ রতি, কুচিলা ২২ তোলা, ও বিষ ৮৮ তোলা ; এই সমস্ত জলে মর্দ্দন করিয়া রোহিতমৎস্য পিত্ত, মহিষপিত্ত, ময়ূরপিত্ত, শূকরপিত্ত এবং রক্ত-চিতার ক্কাথ ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী সর্ষপ প্রমাণ।

সূচিকাভরণরস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর চৈতন্যলোপ, শ্বাসবায়ুর শীতলতা, নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা বা গতিহীনতা এবং সর্ব্ব শরীর একে-বারে শীতল বোধ হইলে, যখন অন্য কোন ঔষধে উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তখন এই ঔষধ ডাবের জলসহ সেবন করিতে দিবে ; অবস্থাবিশেষে তালের শাখার রস সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এক বটীতে উপকার না হইলে, পুনরায় আর এক বটী সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ যাবৎ নাসারন্ধ্রের বায়ু উষ্ণভাবে প্রবাহিত ও নাড়ী উষ্ণবোধ না হইবে, তাবৎ আধ ঘণ্টা অন্তর এক এক বটী সেবন করাইবে। ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া মাত্রই রোগীর মাথায় তিলতৈল মর্দ্দন করিয়া শীতল জলের ধারা প্রয়োগ করিতে থাকিবে ; যখন দেখিতে পাইবে যে চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তখন শীতলজলের ধারা এবং প্রচুর শৈত্যদ্রব্য প্রয়োগ না করিলে রোগীর জীবন নষ্ট হইতে পারে। শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে এই ঔষধ কখনও প্রদান করিবে না। অতিসারজনিত বিকারেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

সূচিকাভরণরস। বিষ, কৃষ্ণসর্পবিষ ও দারমুজ ; ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ এবং হিঙ্গুল সর্ব্বসমান, একত্র জলে মর্দ্দন করিবে ; পরে রোহিতমৎস্যপিত্ত, শূকরপিত্ত, মহিষপিত্ত, ছাগপিত্ত ও ময়ূরপিত্ত, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ১ বার ভাবনা দিবে। বটী সর্ষপাকার।

বৃহৎ সূচিকাভরণরস। সন্নিপাতজ্বরে ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ রোগীর সর্ব্বশরীর শীতল, জ্ঞানলোপ, নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা, নাড়ীর স্বস্থান পরি-ত্যাগ ও মৃদুভাবে শীতল শ্বাসবায়ু পরিত্যাগ ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, অথবা অতীসার বা বিসূচিকারোগে ঐ সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। একবটী সেবনে সূচিকাভরণের ন্যায় ক্রিয়া প্রকাশ না পাইলে, পুনরায় একবটী সেবন করাইবে, তাহাতেও ক্রিয়া প্রকাশ না হইলে, আর একবটী সেবন করাইবে, অনুপান—ডাবের জল। ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পাইবামাত্রই সূচিকাভরণের ন্যায় পথ্যাদি প্রদান করিবে।

বৃহৎ সূচিকাভরণরস। রস, গন্ধক, সীসা, অভ্র, বিষ ও কৃষ্ণ সর্পবিষ ; ইহাদের প্রত্যেকে

সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে; অনন্তর রোহিত মৎস্যের পিত্ত, বরাহপিত্ত, মহিষপিত্ত, ছাগপিত্ত এবং ময়ূরপিত্ত, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ৭ বার ভবনা দিবে। বটী সর্ষপাকার।

কস্তূরীভৈরব। সন্নিপাতজ্বরে কফের বা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ বিবিধ উপদ্রব, শরীরের জড়তা, তন্দ্রা, পার্শ্ববেদনা, নিদ্রাধিক্য, সন্ধিস্থানে বেদনা, মুখে কফলিপ্ততা ও কাস, এই সমস্ত বিদ্যমান থাকিলে এবং সন্ধিগ সন্নিপাতে বা কম্পন সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। বাত-শ্লেষ্মজ্বরেও এই ঔষধ কার্য্যকারী। অনুপান—আদার রস ও সৈন্ধবলবণ অথবা রুদ্রাক্ষঘসা ও মধু।

কস্তূরীভৈরব। প্রস্তুতবিধি ১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরকস্তূরীভৈরব। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর তন্দ্রা, প্রলাপ, নিদ্রাধিক্য, পার্শ্ববেদনা, মস্তকে ভার বোধ, উৎকাসি, দেহের জড়তা, মত্ততা, চক্ষুর্দ্বয়ের স্তব্ধতা ও মুখে মধুরাস্বাদ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে অথবা কম্পন, শীঘ্রকারী বা সন্ধিগসন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ বাতশ্লেষ্মজ্বরেও বিশেষ কার্য্যকারী। অনুপান—আদার রস ও মধু অথবা রুদ্রাক্ষঘসা ও মধু।

জ্বরকস্তূরীভৈরব। প্রস্তুতবিধি ১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আগরকস্তূরী। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর শরীরের ভিতরে ও বাহিরে অসহ্যদাহ, প্রবলঘর্ম্ম, পিপাসা, দক্ষিণ পার্শ্বে অসহ্য বেদনা এবং অন্যান্য অঙ্গে বেদনা বোধ, মস্তকে ভার বোধ, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, দাস্ত, বমন, জ্ঞানলোপ বা নাসিকার অগ্রভাগের শীতলতা প্রভৃতি নানাউপসর্গ থাকিলে অথবা ভল্লু, আশুকারী, রক্তষ্ঠীবী, শীঘ্রকারী, বৈদারিক, সন্ধিগ ও রুগ্‌দাহ, এই সমস্ত সন্নিপাতে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—দাহ প্রবল থাকিলে শ্বেত-চন্দন ঘসা, রুদ্রাক্ষ ঘসা ও স্তনদুগ্ধ; বমন প্রবল থাকিলে শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধ; গাত্রবেদনা থাকিলে আদার রস ও মধু এবং উৎকাসি বা শ্বাস প্রবল থাকিলে শুঁঠ ও বামনহাটীর কাথ।

আগরকস্তূরী। প্রস্তুতবিধি ১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আগর কস্তূরী (মতান্তরে)। সন্নিপাতজ্বরে দেহের জড়তা, নিদ্রা-ধিক্য, চক্ষুদ্বয়ের স্তব্ধতা, পার্শ্ববেদনা, তন্দ্রা, চক্ষুর্দ্বয়ের স্পন্দন হীনতা, নাসিকার

অগ্রভাগের শীতলতা, গলদেশে শোথ, জিহ্বার কৃষ্ণবর্ণতা, বাক্‌শক্তির হীনতা বা অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে অথবা কম্পন, শীঘ্রকারী, কুট-পালক, তন্দ্রিক ও অভিন্যাস সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ হীনকফ, হীনপিত্ত বা হীন বায়ু সন্নিপাতে প্রয়োগ করিবে না। ইহা বাতশ্লেষ্মজ্বরেও বিশেষ উপকারী। অনুপান—রুদ্রাক্ষ ঘসা ও মধু, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও সৈন্ধবলবণ ; শ্বাস প্রবল থাকিলে শুঁঠ ও বামন হাটীর কাথ।

আগরকস্তূরী (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণকস্তূরী। সন্নিপাতজ্বরে অসংখ্য প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, গাত্রবেদনা ও অসহ্য পার্শ্ববেদনা, নিদ্রার অভাব, উদরাধ্মান, নাসিকার অগ্র-ভাগের শীতলতা, শ্রবণশক্তির হ্রাস, দাহ, মত্ততা, কম্প, মোহ, সন্ধিস্থানে বেদনা ও ফুলা, চিত্তের ব্যাকুলতা, নিরন্তর গান, হাস্য বা হনুস্তম্ভের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে অথবা শীঘ্রকারী, সংমোহ, ক্রকচ, পাকল, শীতাঙ্গসন্নিপাত, তন্দ্রিক, প্রলাপক, ভুগ্ননেত্র, সন্ধিগ ও চিত্তভ্রমসন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু বা শুঁঠ ও বামনহাটীর কাথ।

স্বর্ণকস্তূরী। স্বর্ণ, কস্তূরী, রৌপ্য, অভ্র, প্রবাল, মুক্তা, বংশপত্র, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণসিন্দুর, জয়িত্রী, জাতীফল, কর্পূর, দারুচিনি এলাইচ, লবঙ্গ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

মৃগাঙ্ককস্তূরী। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর মূর্চ্ছা, গ্রীবা ও কটিদেশে বেদনা, নাসিকা ও মুখ হইতে রক্ত নির্গম, অন্তর্দাহ, বাক্যের জড়তা, জ্ঞান-নাশ, পিপাসা, অরুচি, বমন, মোহ, অসহ্য দাহ ও শরীরের অত্যন্ত উত্তাপ ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে অথবা কম্পন, রুগ্‌দাহ, অন্তক, রক্তষ্ঠীবী, তন্দ্রিক, বৈদারিক, যাম্য ও পাকল সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে ; অনুপান—রুদ্রাক্ষ ঘসা ও স্তনদুগ্ধ বা শ্বেতচন্দন, শসার বীজ ও স্তনদুগ্ধ অথবা তালশাখার রস ও মধু।

মৃগাঙ্ককস্তূরী। কস্তূরী ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, স্বর্ণসিন্দুর ১ তোলা, রসসিন্দুর-২ তোলা, শ্বেতচন্দন ২ তোলা, বামনহাটী ২ তোলা, রসমাণিক্য ২ তোলা ও রুদ্রাক্ষ ২ তোলা ; এই সমস্ত একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

মৃগাঙ্ককস্তূরী (মতান্তরে)। সন্নিপাতজ্বরে অতিসার, তন্দ্রা, অত্যন্ত দাহ, মূর্চ্ছা, অন্তর্দাহ, পিপাসা, ঘর্ম্ম, চক্ষুদ্বয়ের স্পন্দহীনতা, মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত পূযাদি নির্গম, নাসিকার অগ্রভাগের শীতলতা, শরীরে চক্রাকৃতি শোথ, জ্ঞানশূন্যতা, এবং হনু ও কণ্ঠদেশে বেদনার ভাব বিদ্যমান থাকিলে অথবা আশুকারী, ভল্লু, পাকল, যাম্য, তন্দ্রিক, রক্তষ্ঠীবী ও রুগ্‌দাহ সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—বমন থাকিলে শ্বেতচন্দন ও স্তনদুগ্ধ, অন্যান্য অবস্থায় তালশাখার রস ও মধু।

মৃগাঙ্ককস্তূরী (মতান্তরে)। কস্তূরী ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, রুদ্রাক্ষ ১ তোলা ও শ্বেতচন্দন ১ তোলা ; এই সমস্ত একত্র করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

নবজ্বরেভকস্তূরী। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর দেহের জড়তা, নিদ্রাধিক্য, স্তব্ধভাব, অন্তর্দাহ, পিপাসা, মস্তকে ও গলদেশে বেদনা, বা বাক্যের জড়তা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে অথবা কম্পন, ভল্লু বা সন্ধিগ সন্নিপাতজ্বরে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে, কিন্তু সংমোহ, পাকল, যাম্য ও ক্রকচ সন্নিপাতে প্রয়োগ করিবে না। অনুপান আদার-রস ও মধু। দাহ ও পিপাসা প্রবল থাকিলে শ্বেতচন্দনঘসা ও স্তনদুগ্ধ, স্তব্ধতা ও নিদ্রাধিক্য প্রভৃতি অবস্থায় তালশাখার রস ও মধু।

নবজ্বরেভ কস্তূরী। কস্তূরী ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা এবং আগরু কাষ্ঠ, রক্তচন্দন, বিষ, অভ্র, লৌহ, হরিতাল ও রুদ্রাক্ষ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা ও স্বর্ণসিন্দূর ৪ তোলা ; এই সকল একত্র করিয়া সিদ্ধিপত্র ক্বাথে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

মহালক্ষ্মীবিলাস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর দেহের জড়তা, গদ্গদ বাক্য (অস্পষ্ট বাক্য) কথন বা বাকরোধ, নিদ্রাধিক্য, শীতজ্বর, প্রবল তন্দ্রা, এবং কটিদেশে, গ্রীবায়, পার্শ্বদেশে, বক্ষঃস্থলে, মস্তকে, গলায় ও যাবতীয় সন্ধিস্থানে বেদনা, চক্ষুদ্বয়ের স্তব্ধতা, কপোতের ন্যায় অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ, গলদেশে ফুলা, নাসিকাগ্রভাগের শীতলতা, শ্রবণশক্তির হ্রাস, কাস, মুখ কফলিপ্তবৎ বোধ, কর্ণমূলে তীব্র শোথ ও কণ্ঠরোধ অথবা কণ্ঠদেশে ধান্যশূকাবৃতবৎ বোধ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে অথবা কম্পন, শীঘ্রকারী, ভল্লু, কুটপালক, কর্কটক, বৈদারিক, তন্দ্রিক, জিহ্বক, সন্ধিগ, কর্ণিক ও কণ্ঠকুব্জ

সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ বিবিধ কফরোগে ব্যবহৃত হয়। অনুপান—আদার রস ও মধু বা পানের রস ও মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস। অভ্র ৮ তোলা, রস ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধতোলা, কর্পূর ২ তোলা, জাতীফল ২ তোলা, জয়িত্রী ২ তোলা, বিস্তারক বীজ ২ তোলা, ধুস্তূরবীজ ২ তোলা ও স্বর্ণ ৷৷০ তোলা ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

চতুর্ভুজরস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর মূর্চ্ছা, গাত্রকম্প, ভ্রম, শ্রান্তি-বোধ, সর্ব্বদা হাই, পক্ষাঘাত (অঙ্গবিশেষের স্পর্শবিহীনতা), সর্ব্বগাত্রে বিশেষতঃ পার্শ্বে, গ্রীবায় ও সন্ধিস্থানে বেদনাধিক্য, শরীরের শীতলতা, সর্ব্বদা প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ, জ্ঞানশূন্যতা, মত্ততা অর্থাৎ উন্মাদবৎভাব, বক্রভাবে পদার্থ দর্শন, সর্ব্বদা শিরঃকম্পন বা চিত্তের ব্যাকুলতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা বিস্ফারক, বভ্রু, কুটপালক, সংমোহ, ক্রকচ, শীতাঙ্গসন্নিপাত, প্রলাপক, ভুগ্ননেত্র, অভিন্যাস, অন্তক, চিত্তবিভ্রম ও কণ্ঠ-কুব্জ সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ বায়ুজনিত বিবিধ বিকারে ও কফপ্রধান উন্মাদরোগে বিশেষ কার্য্যকারী। অনুপান—তালের শাখার রস ও মধু।

চতুর্ভুজরস। স্বর্ণসিন্দুর ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, মনঃশিলা ১ তোলা, কস্তূরী ১ তোলা, ও হরিতাল ১ তোলা ; একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি। এই ঔষধ এরণ্ডপত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিতে হয়।

কস্তূরীভূষণ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর দেহের জড়তা, গদ্‌গদ বাক্য (অস্পষ্টবাক্য) কথন, নিদ্রাধিক্য, তন্দ্রা, পার্শ্ব ও কটিদেশে বেদনা এবং সন্ধিস্থানে ফুলা ও বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে অথবা কম্পন, কর্কটক, বৈদারিক, জিহ্বক, সন্ধিগ ও কণ্ঠকুব্জ সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে ; অনুপান—রুদ্রাক্ষ ঘসা ও স্তনদুগ্ধ। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদাররস ও মধু ; শ্বাসপ্রবল থাকিলে শুঁঠ ও বামনহাটীর মূলের ক্বাথ এবং সৈন্ধবলবণ।

কস্তূরীভূষণ। রসসিন্দুর, অভ্র, সোহাগার খৈ, শুঁঠ, কস্তূরী, পিপুল, সিদ্ধিবীজ, দন্তী-বীজ, মরিচ ও কর্পূর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে ; পরে আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে, বটী ২ রতি।

কস্তূরীভূষণ (মতান্তরে)। সন্নিপাতজ্বরে পার্শ্বশূল, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, গাত্রবেদনা, গলদেশে অত্যন্ত বেদনা ও শোথ, শ্রবণশক্তির হ্রাস, সন্ধি-স্থানে ফুলা ও বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে অথবা বিস্ফারক, শীঘ্রকারী, সংমোহ, ক্রকচ, কর্কটক, তন্দ্রিক, সন্ধিগ ও কণ্ঠকুব্জ সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। অনুপান—বামনহাটীর মূলের ক্বাথ ও সৈন্ধবলবণ অথবা তালের শাখার রস ও মধু কিম্বা রুদ্রাক্ষঘসা ও মধু।

কস্তূরীভূষণ (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব। সন্নিপাতজ্বরের প্রত্যেক অবস্থায় এই ঔষধ অমৃতের ন্যায় উপকারী, রোগীর সর্ব্বশরীরের শীতলতা, নাড়ীর স্বস্থান ত্যাগ, নাড়ীস্থানের শীতলতা, জ্ঞানলোপ বা উন্মাদবৎভাব ইত্যাদি মৃত্যুসূচক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে এবং বায়ুজনিত বিকার, সূতিকাবিকার ও রক্তপিত্তবিকার প্রভৃতি উৎকট অবস্থায় এই ঔষধ প্রযোজ্য। বাতশ্লেষ্মপ্রধান বিষমজ্বরে ও সর্ব্ববিধ সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় অথবা শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে যাহাদের কফ, কাস, দুর্ব্বলতা, মাথাভার ও কার্য্যে অনিচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ সর্ব্বদা বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষেও এই ঔষধ উৎকৃষ্ট রসায়ন। বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে অর্দ্ধ বা সিকি বটী সেব্য। অরুচি থাকিলে এই ঔষধে তামার পরিবর্ত্তে রৌপ্য ভস্ম তামার সমান গ্রহণ করিবে; কিন্তু বিষমজ্বরে অমৃতীকরণ বিধানানুসারে তাম্রভস্ম প্রয়োগ করিবে। অনুপান—বাতশ্লেষ্ম, পিত্তশ্লেষ্ম অথবা ত্রিদোষ প্রধান বিকারে তালের শাখার রস ও মধু, বমন থাকিলে শশার বীজবাটা ও স্তনদুগ্ধ। দাহ প্রবল থাকিলে, সাদাচন্দনঘসা, শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধ। বিষমজ্বরে আদার রস ও মধু বা পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু। কফপ্রধান শরীরে বিবিধরোগে পানের রস এবং মধু।

বৃহৎকস্তূরীভৈরব। কস্তূরী, কর্পূর, তাম্র, ধাইপুষ্প, শূকশিম্বীবীজ, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, আকনাদি, বিড়ঙ্গশাস, মুথা, শুঁঠ, বালা, হরিতাল, অভ্র ও আমলকী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আকন্দপাতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে)। উল্লিখিত বৃহৎ কস্তূরীভৈরব যে সকল অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, এই ঔষধও সেই সকল অবস্থায় তাদৃশ কার্য্য কারী, কিন্তু সন্নিপাতজ্বরে রোগীর পাতলা দাস্ত ও উদরাময় থাকিলে, ইহা

সমধিক উপকারী ; জ্বরাতিসারে বিকার হইলে ইহা অমৃতবৎ ফলপ্রদ। অরুচি থাকিলে এই ঔষধে তাম্রস্থানে তামার সমভাগ রৌপ্য ব্যবহার্য্য। বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে অর্দ্ধ বা সিকি বটী প্রযোজ্য। অনুপান—সন্নিপাত বিকারে পাতলা দাস্ত থাকিলে ও জ্বরাতীসারে বিকার হইলে মুথার রস ও মধু, অন্যান্য রোগে বৃহৎ কস্তূরীভৈরবের ন্যায়।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে)। কস্তুরী, কর্পূর, তাম্র, ধাইপুষ্প, শৃকশিম্বীবীজ, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, জয়িত্রী, বিড়ঙ্গশাস, মুথা, শুঁঠ, জাতীফল, হরিতাল, অভ্র, হিঙ্গুল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আকন্দপাতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সন্নিপাতজ্বরে-উপদ্রব-চিকিৎসা।

সন্নিপাতজ্বরে—কাস-চিকিৎসা।

কাসান্তকরস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর কাস উপস্থিত হইলে এবং কাস পরিপক্ক না হইয়া তরলভাবে উঠিতে থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে ; ঔষধ ব্যবহার কালে শ্লেষ্মার অল্প বা অধিক পরিমাণে উদ্গীরণ বিষয়ে বিশেষ কোনও বিবেচনা করিবার আবশ্যকতা হয় না, কিন্তু কাস অত্যন্ত শুষ্ক হইলে, ইহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। অনুপান—তুলসী-পাতার রস ও সৈন্ধবলবণ।

কাসান্তকরস। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাসকুঠার। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর কাস তরলভাবে অল্প বা অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইলে এবং রোগীর মাথায় বেদনা বা ভারবোধ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার আদার রস ও মধু সংযোগে সেবন করাইবে, রোগীর দাস্ত বা উদরাময় থাকিলে কণ্টকারীর কাথের সহিত ইহা প্রয়োগ করিবে।

কাসকুঠার। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এলাদিচূর্ণ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর কাস শুষ্কাবস্থায় অল্প পরিমাণে

নিঃসৃত হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। যাহাদের সর্ব্বদা কাসের বেগ বিদ্যমান আছে, অথচ শ্লেষ্মা বহির্গত হয় না, তাহাদিগের পক্ষেও এই ঔষধ সমধিক উপকারী। যখন কাসের বেগ প্রকাশ পাইবে, সেই সময় ইহা উষ্ণজল সহযোগে সেবন করাইবে।

এলাদিচূর্ণ। ছোট এলাইচ চূর্ণ ১ তোলা, দারুচিনি চূর্ণ ২ তোলা, নাগেশ্বর চূর্ণ ৩ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৪ তোলা, সোহাগার খৈ ৫ তোলা, পিপুল চূর্ণ ৬ তোলা ও ইক্ষুচিনি ২১ তোলা, মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৩ রতি বা /০ আনা।

সন্নিপাতজ্বরে—শ্বাস-চিকিৎসা।

ভার্গ্যাদিক্কাথ। সন্নিপাতজ্বরে কাসের প্রকোপ বশতঃ বা জ্বরের বেগ বশতঃ সহসা শ্বাসের বেগ প্রবল হইলে, রোগীকে এই ক্কাথ সেবন করাইবে। যে সকল রোগীর শ্লেষ্মা শুষ্ক হওয়ায় বক্ষঃস্থল হইতে ঐ শ্লেষ্মা বহির্গত হয় না, তাহাদিগের পক্ষেও এই ক্কাথ সমধিক উপকারী। ইহা অল্প অল্প পরিমাণে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

ভার্গ্যাদিক্কাথ। বামনহাটী, কণ্টকারী ও সৈন্ধব, ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; ছাকিয়া পান করিতে দিবে।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ। সন্নিপাতজ্বরে বা অন্যান্য জ্বরে শ্বাসের বেগ প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ঔষধ অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে, জ্বরের প্রকোপ বশতঃ কাস শুষ্ক হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর বক্ষঃস্থলে সন্‌সন্‌ শব্দ, বেদনা ও উদরাধ্মান প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই চূর্ণ সেবনে কাস তরল হয় এবং বেদনা ও উদরাধ্মান হ্রাস পায়, স্তন্যপায়ী বালকের ও বৃদ্ধ ব্যক্তির ঐরূপ শুষ্ক কাসে এবং কাসের সহিত অল্প শ্বাসবেগ দৃষ্ট হইলে, এই চূর্ণ অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধ বায়ুর অনুলোমক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। অনুপান— উষ্ণ জল।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ কাকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী বহেড়া, কণ্টকারী, বামনহাটীর ছাল, কুড়, জটামাংসী, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সাম্ভারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ ও করকচলবণ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা /০ আনা। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে ১ রতি।

শ্বাসকুঠার। বাতশ্লেষ্মপ্রবল সন্নিপাতজ্বরে ক্ষুদ্র শ্বাসের সহিত কাসের বেগ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। রোগীর বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা এবং স্বরভঙ্গ ইত্যাদি উপসর্গ শ্বাসের সহিত প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—শুঁঠ ও বামহাটীর কাথ এবং সৈন্ধবলবণ।

শ্বাসকুঠার। পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, মনঃশিলা, শুঁঠ ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা ও মরিচ ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র জলে মর্দ্দন করিবে বটী ২ রতি।

শ্বাসচিন্তামণি। সন্নিপাতজ্বরে যে কোন প্রকার শ্বাসবেগ দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শ্বাসকালে রোগীর জ্ঞানশূন্যতা, উদরাধ্মান ও মোহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে; যাহাদের শ্বাসকালে পুনঃপুনঃ হিক্কা বা বমন প্রভৃতি উপস্থিত হয় এবং কাস শুষ্ক বা তরলভাবে বহির্গত হয়, দাস্ত ও বক্ষঃস্থলে বেদনা বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকেও এই ঔষধ সেবন করাইবে। অনুপান—বহেড়া-ঘসা ও মধু। বমন ও হিক্কা থাকিলে শশার বীজ বাটা ও স্তনদুগ্ধ।

শ্বাসচিন্তামণি। রস, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, মুক্তা ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর ক্ষুদ্র, ঊর্দ্ধ, ছিন্ন, বা মহাশ্বাসের বেগ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শ্বাসের সঙ্গে উদরাধ্মান, জ্ঞানশূন্যতা, নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা, দাস্ত ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলেও এই ঔষধ সেবন করান যায়। জ্বরভিন্ন অন্য রোগে শ্বাস উপস্থিত হইলেও এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—বহেড়া ঘসা ও স্তনদুগ্ধ অথবা শুঁঠ ও বামনহাটীর কাথ।

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, লৌহ, ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, মুক্তা ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা ও স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, এই সকল একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সন্নিপাতজ্বরে—বমন, রক্তবমন ও হিক্কা-চিকিৎসা।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। সন্নিপাতজ্বরে পিত্তের প্রকোপবশতঃ রোগীর বমন ও তজ্জন্য হিক্কা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বহেড়ার শাসবাটা এবং স্তনদুগ্ধ।

পিপ্‌পল্যাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রকান্তিরস। সন্নিপাতজ্বরে বমন প্রবল থাকিলে এবং তৎসঙ্গে দাস্ত, হিক্কা প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইবে। অনুপান—শশার বীজ বাটা ও স্তনদুগ্ধ।

চন্দ্রকান্তিরস। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণমৎস্যশুণ্ডী। সন্নিপাতজ্বরে ক্রিমির প্রকোপবশতঃ রোগীর দাস্ত, বমনবেগ ও হৃদয়ে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। অবস্থাভেদে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য; অনুপান—শশার বীজ বাটা ও স্তনদুগ্ধ।

স্বর্ণমৎস্যশুণ্ডী ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিনাশকযোগ। সন্নিপাতজ্বরে ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ রোগীর পুনঃপুনঃ বমন ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে, বমনান্তেই এই ক্বাথ সেবন করাইবে।

ক্রিমিনাশকযোগ। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ছর্দ্দিহরযোগ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর বমন দৃষ্ট হইলে, তাহাকে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এই যোগ ক্রমশঃ সেবন করাইবে।

ছর্দ্দিহর যোগ। প্রস্তুতবিধি ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জাতীপত্রযোগ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর রক্তবমন হইলে, দিবসে ২।৩ বার এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

জাতীপত্রযোগ। জাতীপত্রের রস ও বিল্বপত্ররস একত্র মধুসহ সেবন করাইবে।

এলাদিগুড়িকা। সন্নিপাতজ্বরে পিত্তের প্রকোপবশতঃ রোগীর রক্তবমন হইলে, এই ঔষধ দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার রোগীকে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চাটিয়া সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ রক্তপিত্ত, কাস এবং যক্ষ্মা রোগেও প্রশস্ত।

এলাদিগুড়িকা। এলাইচ ১ তোলা, তেজপাতা ১ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, পিপুল ৪ তোলা এবং ইক্ষুচিনি, যষ্টিমধু, পিণ্ডীখেজুর ও দ্রাক্ষা, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, এই সমুদয় দ্রব্য মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা।

সন্নিপাতজ্বরে—প্রলাপ চিকিৎসা।

সিদ্ধবটী। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর সর্ব্বদা প্রলাপ ও মত্ততা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে; কিন্তু রোগীর উদরাধ্মান ও বায়ুর রুক্ষতা বশতঃ শ্লেষ্মা শুষ্ক হইয়া বক্ষঃস্থলাদিতে বেদনা হইলে অর্থাৎ পাকল বা সংমোহ প্রভৃতি সন্নিপাতে এই ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ। এক ঘণ্টা অন্তর একবটী জলসহ সেবন করাইবে। ইহা সেবনে জ্বরকালীন মত্ততা নিবৃত্তি হয়; ঔষধ সেবনে ১ ঘণ্টার মধ্যে প্রলাপ ও মত্ততা নিবৃত্তি হইলে ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ কবিবে।

সিদ্ধবটী। প্রস্তুত বিধি ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রলাপনিবর্ত্তক। সন্নিপাতজ্বরের যে কোন অবস্থায় রোগীর সর্ব্বদা প্রলাপ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে।

প্রলাপনিবর্ত্তক। প্রস্তুত বিধি ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সন্নিপাতজ্বরে—দাহ-চিকিৎসা।

দাহমঞ্জরী। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অসহ্য দাহ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ অবস্থানুসারে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১

বার করলাপাতার রস ও মধুসহ প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবনে শরীরের অবস্থানুসারে কোষ্ঠশুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। যাহাদের দাহ বিদ্যমান ও তৎসঙ্গে ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ বমন বেগ বা বমন প্রকাশ পায়, তাহাদিগের করলাপাতার রস অনুপান অসহ্য হইলে জলসহ সেবন করিতে দিবে।

দাহমঞ্জরী। প্রস্তুতবিধি ২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দাহান্তকলৌহ। সন্নিপাতজ্বরে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ অসহ্য দাহ এবং তৎসঙ্গে দাস্ত ও বমন হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে অর্থাৎ ভল্গু, বৈদারিক বা কর্কটক প্রভৃতি সন্নিপাতে এই ঔষধ প্রদান করিবে না। অনুপান—জল, বমন এবং দাস্ত থাকিলে ইন্দ্রযব ভিজান জল।

দাহান্তকলৌহ প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দাহহরলেপ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর দাহ প্রবল হইলে, এই লেপ রোগীর গাত্রে প্রয়োগ করিবে, অল্প দাহ হইলে গাত্রে বিন্দু বিন্দু সেচন করিলেই উপকার হয়, কিন্তু দাহ প্রবল হইলে লেপন করা কর্তব্য। তবে প্রলেপের ক্রিয়া অল্পকালস্থায়ী, ইহা অনেকস্থানে পরীক্ষিত হইয়াছে।

দাহহরলেপ। প্রস্তুতবিধি ২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধান্যশর্করা। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অন্তর্দাহ ও তৎসঙ্গে পিপাসা থাকিলে, রোগীকে ২।১ ঘণ্টা অন্তর অল্প অল্প মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করাইবে।

ধান্যশর্করা। ধনে ৪ তোলা, জল ১৬ তোলা, সন্ধ্যার সময় ভিজাইয়া পর দিবস ঐ জল ছাঁকিয়া লইবে; অনন্তর উহাতে অল্প ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

সন্নিপাতজ্বরে—তৃষ্ণা-চিকিৎসা।

ষড়ঙ্গপানীয়। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর পিপাসা প্রবল হইলে, এই জল প্রস্তুত করিয়া পিপাসাকালে রোগীকে প্রদান করিবে, মুহুর্মুহুঃ পিপাসা

হইলেও এই জল প্রদান করিতে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। ইহা সেবনে জ্বরবেগও অনেকাংশে নিবৃত্ত হয়।

ষড়ঙ্গপানীয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৃষ্ণাহরযোগত্রয়। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর পিপাসা উপস্থিত হইলে, এই তিনপ্রকার যোগের মধ্যে যে কোনও প্রকারের যোগ প্রস্তুত করিয়া রোগীকে পিপাসার সময় অল্প অল্প মাত্রায় প্রদান করিবে।

তৃষ্ণাহরযোগত্রয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সন্নিপাতজ্বরে—ঘর্ম্ম-চিকিৎসা।

স্বেদহরযোগ। সন্নিপাতজ্বরে সর্ব্বশরীরে অবিশ্রান্ত ঘর্ম্মোদ্গম হইলে, এই দ্বিবিধ যোগের মধ্যে কোনও একটী যোগ সমস্ত গাত্রে উপযুক্তরূপে লেপন করিয়া দিবে, ইহাতে ঘর্ম্ম নিবৃত্ত হয়, পুনরায় ঘর্ম্মোদ্গম হইলে, ঐ চূর্ণ পুনঃপুনঃ গাত্রে লেপন করিবে।

স্বেদহরযোগ। কুলত্থকলাই রৌদ্রে শুকাইয়া শিলায় পেষণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে; অনন্তর মোটা কাপড় দ্বারা ছাকিয়া লইবে। (১)

চিরতা, কৃষ্ণজীরা, কট্‌কী, বচ ও কট্‌ফল; এই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। (২)

সন্নিপাতজ্বরে—অতিসার-চিকিৎসা।

প্রাণেশ্বররস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। অল্পদাস্ত ও তৎসঙ্গে উদরাধ্মান দৃষ্ট হইলে, ইহা সেবন করাইবে না; মল ক্রমশঃ ঘন হইলে, ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

প্রাণেশ্বর রস। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর পাতলাদাস্ত ও তৎসঙ্গে সামান্য উদারাধ্মান দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে; কিন্তু উদরাধ্মান প্রবল থাকিলে, অথবা মল ক্রমশঃ ঘন হইয়া আসিলে ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিবে। রোগের অবস্থানুসারে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও ঈষদুষ্ণ জল।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর উদরাময় অর্থাৎ আমাশয় বা রক্তামাশয় হইলে, এই ঔষধ অবস্থানুসারে রোগীকে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আমাশয়ে ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু; রক্তামাশয়ে দগ্ধবিল্ব ও ইক্ষুগুড়।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সন্নিপাতজ্বরে—সর্ব্বাঙ্গশূলচিকিৎসা।

বাতগজাঙ্কুশ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ও সন্ধিস্থানে এবং মস্তকে অসহ্য বেদনা হইলে, এবং জ্বর ব্যতীতও বাতরোগে হস্তপদাদি অসাড় বোধ হইলে, রোগীকে এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বটী সেবন করিতে দিবে। অনুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, আদার রস ও মধু। কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে নিসিন্দাপাতার রস ও মধু।

বাতগজাঙ্কুশ। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতশৈলেন্দ্ররস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে; জ্বরব্যতীত বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগেও গাত্রে অসহ্য বেদনা হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়; বেদনার আধিক্য থাকিলে দিনে ২।১ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য। বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে মাত্রা—অর্দ্ধ বটী বা সিকি বটী। অনুপান আদার রস ও সৈন্ধবলবণ।

বাতশৈলেন্দ্র রস। পারদ, গন্ধক, বিষ, কুড়, কট্‌ফল, চই, লবঙ্গ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সোহাগারখৈ, জয়িত্রী, জাতিফল, মনঃশিলা, অভ্র, বঙ্গ, তাম্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, পিপুল, ধুস্তুরবীজ, ও স্বর্ণসিন্দূর এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া নিশিন্দা পাতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর মাথায় ভারবোধ বা অসহ্য বেদনা এবং মুখে ঘা হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার নিসিন্দাপাতার রস ও পানের রস সহযোগে সেবন করাইবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধুসহ সেবন বিধি।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বালুকাস্বেদ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর প্রবল গাত্রবেদনা, শরীরের শীতলতা ও কম্প প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগীর গাত্রে এই স্বেদ প্রদান করিবে, কিন্তু যেস্থানে কফের হীনতা এবং বায়ু ও পিত্তের প্রবলতা দৃষ্ট হইবে অর্থাৎ বল্গু, সংমোহ বা পাকল প্রভৃতি সন্নিপাতজ্বরে এই স্বেদ-প্রদান করিবে না। রোগীর বক্ষঃস্থল ও অণ্ডকোষ ব্যতীত যাবতীয় সন্ধি-স্থানে ও সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ প্রদান কর্ত্তব্য।

বালুকাস্বেদ। প্রস্তুতবিধি ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সন্নিপাতজ্বরে—অরুচি-চিকিৎসা।

আমলাদ্যযোগ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অরুচি জন্মিলে অর্থাৎ পথ্যাদি সেবন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ পাইলে, এই যোগ সেবন করিতে দিবে।

আমলাদ্যযোগ। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সুধানিধিরস। সন্নিপাতজ্বরে বা অন্যান্য রোগে রোগীর অরুচি জন্মিলে অথবা জিহ্বার স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা রহিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শুঁঠ চূর্ণ ও ইক্ষুগুড়।

সুধানিধিরস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সন্নিপাতজ্বরে—শোথ-চিকিৎসা।

রক্তমোক্ষণ। সন্নিপাত জ্বরের অন্তে রোগীর কর্ণমূলে শোথ অর্থাৎ ফুলা দেখিতে পাইলে ঐস্থানে শোধিত জলৌকা (জোঁক) লাগাইয়া দিবে, জোঁক দ্বারা সেই স্থানের রক্ত নিঃসারিত হইলে, ঐ স্থানের দোষ সংশোধনার্থ এবং ঘা শুকাইবার জন্য পঞ্চতিক্ত ঘৃত বা ত্রিফলাদি ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু জ্বরের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় জলৌকা প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে।

হিঙ্গ্বাদিলেপত্রয়। কর্ণিকসন্নিপাতজ্বরে অথবা অন্যান্য সন্নিপাতজ্বরের প্রারম্ভে বা মধ্যাবস্থায় কর্ণমূলে শোথ হইলে, হিঙ্গ্বাদিলেপ বা কুলথাদি লেপ প্রয়োগ করিবে। গলায় ফুলা দেখিতে পাইলে, বীজপূরকাদি লেপ প্রদান করিবে।

হিঙ্গ্বাদি লেপ। হিং, হরিদ্রা, বনযমানী, সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, কুড় ও বিড়ঙ্গ। এই সকল দ্রব্য সমভাগে জলে মর্দ্দন করিয়া অগ্নিতে ঈষদুষ্ণ করিয়া লেপ প্রদান করিবে।

কুলথাদিলেপ। কুলথকলাই, কট্‌ফল, শুণ্ঠী ও কৃষ্ণজীরা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে জলসহ বা সিদ্ধিপত্ররসদ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক অগ্নিতাপে ঈষদুষ্ণ করিয়া লেপ প্রদান করিবে।

বীজপূরকাদিলেপ। টাবালেবুর মূল, গণিয়ারি, দেবদারু, শুঁঠ, চই ও রক্তচিতার মূল, সমানাংশে জলসহ মর্দ্দন করিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া গলদেশে প্রলেপ দিবে।

সন্নিপাতজ্বরে—মূর্চ্ছা, জ্ঞানলোপ ও শ্লৈষ্মিকবিকার-চিকিৎসা।

মহেন্দ্রসূর্য্যরস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর মূর্চ্ছা অর্থাৎ জ্ঞানলোপ হইলে, অথবা তন্দ্রা ও প্রলাপ বিদ্যমান থাকিলে, ঔষধাদি সেবনের অনুপযুক্তাবস্থায় আদার রসের সহিত এই ঔষধ মিশ্রিত করিয়া রোগীর নাসিকাভ্যন্তরে প্রদান করিবে। যেহেতু নস্যপ্রয়োগদ্বারা শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইলে, জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া থাকে।

মহেন্দ্রসূর্য্যরস। পারদ ও গন্ধক সমভাগে কজ্জলী করিয়া রসোনের রসে কিছুকাল মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলীর সমান মরিচ চূর্ণ উহাতে প্রদান করিবে এবং রসোনের রস দ্বারা মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২।৩ রতি।

বচাদিনস্য। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর জ্ঞানলোপ, মাথায় বেদনা, এবং কফ কর্তৃক বক্ষঃস্থলের ক্রিয়া রোধ হইলে,এই নস্য আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া নাসিকারন্ধ্রে ফুৎকার দ্বারা প্রয়োগ করিবে, অপস্মারে এবং বায়ুজনিত বিকারে জ্ঞানলোপ হইলেও এই নস্য বিশেষ উপকারী।

বচাদিনস্য। বচ, রসুন, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, বৃহতীফল, রুদ্রাক্ষ, গৃহধূম (ঝুল), হিজলবীজ ও শোধিত বিষ; এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া আদার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক রোহিত মৎস্য পিত্তে ৩ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। মাত্রা ২ রতি।

সৈন্ধবাদিনস্য। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর প্রবল তন্দ্রা উপস্থিত হইলে, এই নস্য আদার রসসংযোগে নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে। তন্দ্রা দীর্ঘকালব্যাপী হইলে অর্থাৎ রোগীকে কোনরূপে উদ্বোধিত করিতে অক্ষম হইলেই, এই নস্য প্রয়োগ করিবে, নচেৎ এই নস্য প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা নাই।

সৈন্ধবাদিনস্য। সৈন্ধবলবণ, সজিনাবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড়, সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি।

তুরঙ্গাদি নস্য। ভুগ্ননেত্র সন্নিপাতরোগে রোগীর মূর্চ্ছা ও নেত্রের বক্রগতি লক্ষিত হইলে এই নস্য আদার রস সহ নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে। ইহাদ্বারা নেত্রের বক্রভাব ও মূর্চ্ছা বিনষ্ট হয়।

তুরঙ্গাদি নস্য। অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ, বচ, মৌলসার, মরিচ, পিপুল শুঁঠ ও রসুন; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি।

সিদ্ধার্থকলেপ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর জ্ঞানলোপ হইলে এবং নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় ও শরীরের শীতলতা ইত্যাদি প্রকাশ পাইলে, রোগীর বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে এই প্রলেপ লাগাইয়া দিবে। রোগীর জ্ঞানসঞ্চার হইলে এবং নাড়ী স্বস্থানে আগমন করিলে, প্রলেপ প্রয়োগ বন্ধ করিবে। এই প্রলেপ অধিক সময় লাগাইয়া রাখিলে সেই স্থানে ফোস্কা জন্মে।

সিদ্ধার্থকলেপ। শ্বেতসর্ষপ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণজল সহযোগে মর্দ্দন করিবে; পরে বস্ত্রখণ্ডে লাগাইয়া প্রলেপ দিবে।

বৃহৎকফকেতু। সন্নিপাতজ্বরে কফের প্রকোপ বশতঃ রোগীর প্রবল তন্দ্রা, জ্ঞানলোপ ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হওয়ায় ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা সেবনে শ্লেষ্মার প্রকোপ নিবৃত্তি হইলে জ্ঞান-সঞ্চার হয়। দিনে দুই ঘণ্টা অন্তর ও রাত্রে দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। অনুপান—তালের শাখার রস ও মধু।

বৃহৎ কফকেতু। স্বর্ণ ॥০ তোলা, মুক্তা ॥০ তোলা, প্রবাল ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা ও স্বর্ণসিন্দুর ৪ তোলা; সুনরুদ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

শ্লেষ্মসুন্দররস। সন্নিপাতজ্বরে কফের প্রকোপ বশতঃ রোগীর প্রবল তন্দ্রা, জ্ঞানলোপ ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার আধিক্য উপলব্ধি হইলে, এই ঔষধ রোগীকে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—তালের শাখার রস ও মধু।

শ্লেষ্মসুন্দররস। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণসিন্দুর, রসসিন্দুর, মুক্তা, রস, গন্ধক, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; এই সকল দ্রব সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

তুত্থকযোগ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মাবৃত হইয়া জ্ঞান-লোপ হইলে, ঐ শ্লেষ্মা নিঃসরণার্থ বমনকারক এই ঔষধ সেবন করাইবে। শ্লেষ্মা তরল না থাকিলে বমন হয় না বরং রোগীর কষ্ট হয়; সুতরাং শ্লেষ্মার তরলতা পরীক্ষা করিয়া ইহা প্রয়োগ করিবে। বালক, বৃদ্ধ, চিররুগ্ন ও গর্ভিণীদিগকে এই যোগ সেবন করিতে দেওয়া উচিত নহে।

তুত্থকযোগ। কাঁচা তুতে ও লৌহভস্ম সমান ভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—চাউলধোয়া জল। (১)

কাঁচা তুতে ॥০ অৰ্দ্ধ তোলা এবং সোহাগার খৈ ।০ চারি আনা; মিশ্রিত করিবে; মাত্রা-২ রতি। অনুপান আদার রস। (২)

সন্নিপাতজ্বরে—আক্ষেপ, মত্ততা ও বুদ্ধিভ্রম-চিকিৎসা।

বৃহৎকফকেতু। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ তৎ-সঙ্গে বায়ু কুপিত হইলে অর্থাৎ বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ উন্মাদবৎভাব, আক্ষেপ (হস্ত ও পদ প্রভৃতির সঞ্চালন) এবং বুদ্ধির বিপর্য্যয় হইলে,

রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, কিন্তু পিত্তকর্ত্তৃক বায়ু কুপিত হওয়াতে বা একমাত্র বায়ুর প্রকোপ বশতঃ আক্ষেপ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ তাদৃশ কার্য্যকারী হয় না; ইহা দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার সেব্য। সন্নিপাতজ্বরে কফের ও বায়ুর প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। অনুপান—তালের শাখার রস ও মধু।

বৃহৎ কফকেতু। প্রস্তুতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কফকেতু (মতান্তরে)। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর কফের প্রকোপ বশতঃ বায়ু কুপিত হইলে অর্থাৎ বাতশ্লেষ্ম প্রধান অবস্থায় মত্ততা, আক্ষেপ ও বুদ্ধির বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ কফকেতুর নিয়মানুসারে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সন্নিপাতজ্বরে ও বাতশ্লেষ্মবিকারে বিশেষ ফলপ্রদ।

বৃহৎ কফকেতু (মতান্তরে)। স্বর্ণ ১ তোলা, মুক্তা, ১ তোলা, প্রবাল ১ তোলা, জাতীফল ১ তোলা ও স্বর্ণসিন্দূর ১ তোলা; ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ বা ৩ রতি।

বাতকুলান্তক। সন্নিপাতজ্বরে বায়ুর প্রবলতা বশতঃ অথবা বায়ু ও পিত্ত উভয়ের প্রকোপ বশতঃ মত্ততা, বুদ্ধিভ্রম ও আক্ষেপ উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ বভ্রু ও সংমোহ প্রভৃতি সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে, এতদ্ভিন্ন রোগীর মূর্চ্ছা, সর্ব্বদা প্রলাপ, কম্প, নিদ্রানাশ, পক্ষাঘাত, শ্রবণ শক্তির লোপ, ইন্দ্রিয়ের বিকলতা, বিকৃতভাবে পদার্থের রূপ-দর্শন ও ভয়ের উদ্রেক প্রভৃতি অবস্থা লক্ষিত হইলে, অর্থাৎ বিস্ফারক, আশু-কারী, বভ্রু, সংমোহ, পাকল, যাম্য তন্দ্রিক, প্রলাপক, রক্তষ্ঠীবী, ভুগ্ননেত্র, জিহ্বক, রুগ্‌দাহ ও চিত্তবিভ্রম প্রভৃতি সন্নিপাতেও রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। অনুপান—বেড়েলার রস ও মধু।

বাতকুলান্তক। কস্তুরী, হরীতকী, নাগকেশররেণু, বহেড়া, পারদ, গন্ধক, জাতীফল, এলাইচ ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি। সন্নিপাতজ্বরে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ এবং রুক্ষবায়ু সহ শ্লেষ্মার প্রকোপ প্রযুক্ত রোগীর মত্ততা, মতিভ্রম ও আক্ষেপ (হস্ত পদাদির বিক্ষেপ) উপস্থিত হইলে অর্থাৎ সংমোহ ও ক্রকচ ইত্যাদি

সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ দিনে ২।১ বার ও রাত্রে ১ বার সেবন করাইবে। অনুপান—তালের শাখার রস ও মধু; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি। হীরক (অভাবে পীতকড়িভস্ম) ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, মুক্তা ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ৪ তোলা; ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সন্নিপাতজ্বরে—উদরাধ্মান এবং মলমূত্ররোধ-চিকিৎসা।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। সন্নিপাতজ্বরে উদরাধ্মান (আমাশয়স্থিত বায়ু কুপিত হওয়ায় হৃদয়, পার্শ্ব ও উদর প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও ফাঁপা এবং নাভির নিম্নস্থ পক্বাশয় স্থিত বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় মলমূত্ররোধ ও গুড়্ গুড়্ শব্দ) হইলে, রোগীকে এই চূর্ণ ৵০ বা ৵০ আনা মাত্রায় উষ্ণ জল সহযোগে দিনে ২।৩ বার এবং রাত্রে ২।১ বার সেবন করিতে দিবে।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখরস। সন্নিপাতজ্বরে উদরাধ্মান অর্থাৎ আমাশয়, পক্বাশয় ও বস্তিস্থান স্ফীত হইলে এবং তজ্জন্য শ্বাস, পার্শ্ব ও উদরে বেদনা এবং গুড়্ গুড়্ শব্দের উপলব্ধি অথচ দাস্ত বা প্রস্রাব বন্ধ হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে. প্রবল উদরাধ্মান দৃষ্ট হইলেও ইহার প্রভাবে তাহা প্রশমিত হয়। রোগীর বায়ুর প্রকোপ অনুসারে ঔষধ দিনে ২।১ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেবন করিতে দিবে, আধ্মান নিবৃত্ত হইলে, ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিবে; যেহেতু এই ঔষধ স্নিগ্ধগুণ বিশিষ্ট; এই জন্যই বিবিধ বায়ু ও পিত্তজনিত রোগে ব্যবহৃত হয়। অনুপান—চাউলধোয়া জল।

চতুর্ম্মুখরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা ও স্বর্ণ ।০ আনা; সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে এবং এরণ্ড পত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিবে ও ছায়ায় শুষ্ক করিবে। বটী ২ রতি।

দারুষটকপ্রলেপ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর উদরাধ্মান অর্থাৎ আমাশয়

ও পক্কাশয়ের ক্ষাপ এবং তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগীর সমস্ত উদরে এই প্রলেপ উষ্ণাবস্থায় লাগাইয়া দিবে।

দারুষট্ কপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যবপ্রলেপ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর উদরাধ্মান হইলে, দারুষট্ক প্রলেপের ন্যায় ইহা সমস্ত উদরে লাগাইয়া দিবে।

যবপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বটপত্রীপ্রলেপ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইলে ও তজ্জন্য বস্তি দেশের (পক্কাশয়ের নিম্নভাগের) স্ফীততা এবং উদরাধ্মানাদি দৃষ্ট হইলে, এই প্রলেপ বস্তিদেশে লাগাইয়া দিবে।

বটপত্রীপ্রলেপ। কাঁচা হিমসাগরের পাতা ১ ছটাক ও যবক্ষার ১ তোলা একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে; পরে উহা উদরে লাগাইয়া দিবে।

বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ। সন্নিপাতজ্বরে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ রোগীর বস্তিদেশের স্ফীততা ও মূত্ররোধ হইলে, এই প্রলেপ বস্তিদেশে লাগাইয়া দিবে।

বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ। তেলাকুচার মূল ১ ছটাক লইয়া কাঁজির জলসহ পেষণ পূর্ব্বক বস্তি-দেশে লাগাইবে।

বস্তিক্রিয়া। সন্নিপাতজ্বরে প্রস্রাব বন্ধ হওয়ায় রোগীর বস্তিস্থান স্ফীত হইলে এবং তজ্জন্য অসহ্য কষ্ট ও উদরাধ্মান লক্ষিত হইলে, প্রস্রাবদ্বারে পিচ-কারী প্রয়োগ করিবে। মলরোধ এবং উদরাধ্মান হইলে, হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি বা ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি প্রয়োগ অথবা গুহ্যদেশে পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি। হিং, মধু ও সৈন্ধবলবণ; সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া বাতির ন্যায় প্রস্তুত করিবে; অনন্তর ঐ বর্ত্তি ঘৃতলিপ্ত করিয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইবে।

ত্রিকটুকাদ্যা বর্ত্তি। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, শ্বেতসর্ষপ, গৃহধূম, কুড় ও ময়নাফল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিলিত ২ তোলা একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক মধু ৮ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, অনন্তর গাঢ় হইলে বাতির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইবে।

সন্নিপাতজ্বরে—নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা হিমাঙ্গ-চিকিৎসা।৹

বালুকাস্বেদ। সন্নিপাতজ্বরে কফের প্রকোপ বশতঃ শরীর শীতল এবং নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় লক্ষিত হইলে, রোগীর হৃদয়, চক্ষু ও অণ্ড-কোষ ব্যতীত সমস্ত স্থানে এই স্বেদ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিতে থাকিবে, যাবৎ শরীর উষ্ণ না হয়, তাবৎ স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

বালুকাস্বেদ। প্রস্তুতবিধি ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কর্কোটিকাদ্য উদ্‌বর্ত্তন। শীতাঙ্গসন্নিপাতে বা অন্যান্য সন্নিপাতজ্বরে রোগীর গাত্র শীতল হইলে, এই চূর্ণ তাহার সমস্ত গাত্রে সর্ব্বদা গাঢ়রূপে মর্দ্দন করিবে। ইহা প্রয়োগদ্বারা শ্লেষ্মা বিনষ্ট ও শরীর উষ্ণ হয়।

কর্কোটিকাদ্য উদ্বর্ত্তন। শীতগোনামূল, কুলথকলাই, পিপুল, বচ, কৃষ্ণজীরা, চিরতা, রক্তচিতার মূল, বালা ও হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ছটাক এবং কট্‌ফল চূর্ণ দুই ছটাক; এই সমস্ত মিশ্রিত করিবে।

মৃগনাভিযোগ। সন্নিপাতজ্বরে শ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ অথবা পুনঃপুনঃ ঘর্ম্ম বশতঃ রোগীর শরীর শীতল হইলে ও নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় ঘটিলে এই ঔষধ অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে; ঔষধ সেবন দ্বারা নাড়ী প্রকৃতিস্থ ও শরীর উষ্ণ হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিবে।

মৃগনাভিযোগ। মৃগনাভি ২ রতি বা ৪ রতি এবং মৃতসঞ্জীবনী সুরা ৪ তোলা (অভাবে ব্রাণ্ডি) মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ তোলা।

বৃহৎকস্তূরীভৈরব। সন্নিপাত জ্বরে রোগীর শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ অথবা পুনঃপুনঃ ঘর্ম্ম হওয়ায় নাড়ীর গতিলোপ ও শরীর শীতল হইলে, এক ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ তালের শাখার রস সহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব। প্রস্তুতবিধি ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সূচিকাভরণ। সন্নিপাতজ্বরে বাতশ্লেষ্মার বা শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ রোগীর জ্ঞানলোপ ও সর্ব্বশরীর শীতল হইলে, এই ঔষধ মৃতকল্প ব্যক্তিকে আদার রস সহ সেবন করাইবে, এক বটীতে ক্রিয়া প্রকাশ না পাইলে, পুনরায় ১ বটী সেবন করিতে দিবে, এইরূপে ৪।৫।৬ বটী পর্য্যন্ত

রোগের প্রবলতানুসারে সেবন করান যায়, ইহা সেবন করাইতে না পারিলে রোগীর মস্তকের কিঞ্চিৎ স্থান ক্ষত করিয়া লাগাইয়া দিবে এবং ক্রিয়াপ্রকাশ পাইলে যথোচিত শীতক্রিয়া করিবে।

বৃহৎ সূচিকাভরণ। প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আগন্তু জ্বর-চিকিৎসা।

বিষভক্ষণজনিতজ্বরের লক্ষণ। বিষভক্ষণজনিত জ্বরে অতিসার, অন্নে অরুচি, পিপাসা, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও মূর্চ্ছা, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। জঙ্গম বিষ ভক্ষণে অতীসার হয় না, স্থাবর বিষই বিরেচন গুণসম্পন্ন।

ওষধিগন্ধজনিত জ্বরের লক্ষণ। তীক্ষ্ণ ওষধির (পুষ্পবিশেষের পরাগ) ঘ্রাণ দ্বারা জ্বর উৎপন্ন হইলে মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা এবং বমন উপস্থিত হয়।

কামবেগজনিত জ্বরের লক্ষণ। পুরুষের অভিলষিত স্ত্রীর অপ্রাপ্তি হেতু জ্বর উৎপন্ন হইলে, তাহাতে মনের বিশৃঙ্খলতা, তন্দ্রা, আলস্য, অন্নে-অরুচি, হৃদয়ে বেদনা ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোকদিগের কামজ্বর উপস্থিত হইলে, মূর্চ্ছা, শরীরের বেদনা, পিপাসা, চক্ষু-দ্বয়ের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ, স্তনদ্বয়ে ও মুখে ঘর্ম্মোদ্গম এবং হৃদয়ে দাহ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ভয়, শোক ও ক্রোধ জনিত জ্বরের লক্ষণ। ভয়জন্য জ্বর হইলে প্রলাপ, শোকজন্য জ্বরে প্রলাপ, এবং ক্রোধজন্য জ্বরে পিত্তসহযোগে বায়ু দ্বারা রোগীর কম্প উপস্থিত হয়।

ভূতাভিষঙ্গ জ্বরের লক্ষণ। ভূতাবেশজন্য জ্বর হইলে, তাহাতে রোগীর উদ্বেগ, বিনাকারণে হাস্য, রোদন ও কম্প উপস্থিত হয়, এই জ্বর কোন সময়ে বেগবান্ ও কোন সময় অল্প বেগযুক্ত হইয়া থাকে।

অভিচার ও অভিশাপ জন্য জ্বরের লক্ষণ। অভিচার (মারণ ও বশীকরণাদি মন্ত্র) ও অভিশাপজনিত জ্বরে মোহ ও তৃষ্ণা উপস্থিত হয় এবং আভিচারিক মন্ত্রদ্বারা আকৃষ্ট ব্যক্তির প্রথমে মনস্তাপ, অনন্তর শরীরের

উষ্ণতা, তৎপরে বিস্ফোট, পিপাসা, ভ্রম, দাহ এবং মূর্চ্ছা জন্মে ও প্রতিদিন জ্বরের বেগ বর্দ্ধিত হয়।

বিষভক্ষণ ও ওষধিগন্ধজনিতজ্বরে—ঔষধ।

বিষভক্ষণে এবং তীব্র ওষধির আঘ্রাণবশতঃ জ্বর উৎপন্ন হইলে, রোগীকে বিষনাশক ও পিত্তনাশক ঔষধ এবং সর্ব্বগন্ধকৃত কষায় সেবন করাইবে। স্থাবর বিষভক্ষণে অতীসার হয়, সুতরাং তাহাতে বমন করান কর্ত্তব্য।

অজিতাগদ। স্থাবর বা জঙ্গমবিষ সেবন জন্য আগন্তুজ্বরে রোগীর অতিসার, অন্নে অরুচি ও পিপাসা ইত্যাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। অনুপান—জল।

অজিতাগদ। বিড়ঙ্গ, আকনাদি, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বনযমানী, হিং, তগর-পাদুকা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সাম্ভারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ করকচ্-লবণ ও রক্তচিতা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মধুর সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক গোশৃঙ্গমধ্যে রাখিয়া অন্য গোশৃঙ্গ দ্বারা ১৫ দিন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে, অনন্তর বহির্গত করিয়া সেবন করাইবে। মাত্রা।০ আনা।

সর্ব্বগন্ধকষায়। দারুচিনি, এলাইচ, নাগকেশর, তেজপত্র, কর্পূর, কাঁকলা, অগুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

কামজ্বরে—ঔষধ।

স্ত্রীলোকের কামজ্বর উৎপন্ন হইলে এবং তজ্জন্য মূর্চ্ছা, পিপাসা ও শরীর-বেদনা হইলে, সুগন্ধি পুষ্পাদিদ্বারা সমাচ্ছন্ন শয্যায় স্ত্রীকে স্বীয় পতি সহ ক্রীড়া করিতে দিবে, এইরূপ ক্রীড়া দ্বারা স্ত্রীলোকের কামজ্বর নিবৃত্ত হয়।

বালাদিকাথ। পুরুষের কামজ্বর উৎপন্ন হইলে এবং তজ্জন্য মনের চঞ্চলতা, তন্দ্রা, আলস্য ও অন্নে অরুচি ইত্যাদি প্রকাশ পাইলে, তাহাকে বালাদি কাথ সেবন করাইবে এবং সুন্দরী স্ত্রীর সহিত ক্রীড়া করিতে দিবে অথবা রোগীর ক্রোধ উৎপাদন করিবে, তাহাতেও কামজ্বরের শান্তি হয়।

বালাদিকাথ। বালা, পদ্মপুষ্প, রক্তচন্দন, বেণার মূল, দারুচিনি, ধনে ও জটামাংসী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ভয়াদিজনিত জ্বরে—ঔষধ।

ভয় বা শোকবশতঃ জ্বর হইলে, রোগীর মনে ক্রোধ উৎপাদন এবং কামভাব উদ্দীপন করিবে অথবা সুন্দরী স্ত্রী সহ ক্রীড়া করিতে উপদেশ প্রদান করিবে। মানসিক জ্বর উপস্থিত হইলে, মনের শান্তি প্রদান দ্বারা রোগীকে সুস্থ করিবে। ক্রোধ বশতঃ জ্বর হইলে, পিত্তনাশক দ্রব্য প্রদান করিয়া রোগের শান্তি করিবে।

ভূতাভিষঙ্গ, অভিচার ও অভিশাপজনিত জ্বরের শান্তির জন্য বিবিধ যজ্ঞ, হোম ও তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া করিবে।

নিরাম ও মধ্যজ্বরে—ঔষধ।

চন্দ্রশেখররস। পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে প্রয়োগ করিবে, নিরাম অবস্থায় রোগীর জ্বরের বেগ অধিক এবং তৎসঙ্গে দাহ, পিপাসা ও গাত্রে ঘর্ম্ম ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে রোগীকে জ্বরের ন্যূনাধিক্য অনুসারে দিনে ২।৩ বটী সেবন করাইবে, অনুপান—করলাপাতার রস ও মধু; রোগীর তন্দ্রা বা শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে, পাকা কাঁঠাল পাতার রস ও মধু; অথবা আদার রস ও মধু।

চন্দ্রশেখররস। প্রস্তুতবিধি ৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শীতারিরস। নিরামজ্বরে রোগীর কোষ্ঠপরিষ্কার না থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে ১ বার মাত্র সেবন করাইবে। ইহা সেবনে ২।৩ বার দাস্ত হয়; অবস্থানুসারে কাহারও বা ততোধিক দাস্ত হইয়া থাকে। নিরাম অবস্থায় অল্প জ্বর থাকিলে, ইহা প্রয়োগে তাহাও বিনষ্ট হয়। যাহাদের জ্বর হইলেই স্বভাবতঃ দাস্ত হয়, তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করাইবে না। বাতজ্বরে বা বাতশ্লেষ্মজ্বরের নিরাময় অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

শীতারিরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগারখৈ ১ তোলা, শোধিত জয়পাল-বীজ ২ তোলা, সৈন্ধবলবণ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, তেঁতুলচটা ভস্ম ১ তোলা, বিষ ১ তোলা;

এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে; বটী দুই রত্তি প্রমাণ।

বাতপিত্তান্তকরস। বাতপিত্তাশ্রিত জ্বরে অল্প বেগ এবং তৎসহ দাহ, পিপাসা ও ভ্রম ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা মধ্য ও জীর্ণজ্বরেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। নিরাম অবস্থায় জ্বরের বেগ পুনরায় বৃদ্ধি পাইলে অথবা জ্বরে বাতশ্লেষ্মার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ইহা কখনও সেবন করাইবে না, জ্বরের অবস্থানুসারে বৈকালে এবং দুই প্রহরের পর এক এক বটী রোগীকে সেবন করাইবে। বৈকালে অল্পকাল ২।১ ঘণ্টা মাত্র জ্বরের অল্প বেগ প্রকাশ পাইলে, সেই অবস্থায় এই ঔষধ সমধিক কার্য্যকারী। অনুপান—যষ্টিমধুর কাথ ও চিনি।

বাতপিত্তান্তক রস। রস, গন্ধক, অভ্র, মুথা লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, এবং তাম্র; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্‌, গুলঞ্চ, আমলা, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদের প্রত্যেকের রসে (রস অভাবে কাথ গ্রহণ করিবে) একবার ভাবনা দিবে। বটী ৩ রত্তি পরিমাণ।

মধ্যমজ্বরাঙ্কুশ। নিরামাবস্থায় জ্বরের অল্প বেগ এবং মধ্যজ্বরে ও রোগীর জ্বরকালে গাত্রদাহ ও ভ্রম ইত্যাদি পিত্তজ্বরের লক্ষণ বা পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বরের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে; কিন্তু রোগীর জ্বরের বেগ অধিক থাকিলে, জ্বরের নিরাম অবস্থায়ও এই ঔষধ সেবন করাইবে না, প্রাতে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে তিনবার সেবনবিধি। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু বা সেফালিকা পাতার রস এবং মধু।

মধ্যমজ্বরাঙ্কুশ। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা ও বিষ ১ তোলা, এই সমস্ত একত্রমর্দ্দন করিয়া ভীমরাজের রসে ৩ দিন ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

জ্বরারি অভ্র। বাতশ্লেষ্মাশ্রিতজ্বরের বা সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় কিম্বা মধ্য ও বিষমজ্বরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে; রোগীর কাস, প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, ইহা অত্যন্ত কার্য্যকারী; প্লীহার বৃদ্ধি দেখিতে পাইলে, এই ঔষধে সোহাগার পরিবর্ত্তে

অমৃতীকরণ বিধানানুসারে তাম্রভস্ম প্রয়োগ করিবে। যাহাদের প্রত্যহ জ্বর হয়, এবং জ্বরের মধ্য বা অধিক বেগ ও তৎসহ রোগীর গাত্রবেদনা, শিরঃশূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকে ইহা সেবন করান যায়। বিষমজ্বরে অর্থাৎ অন্যেদ্যুষ্ক, অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয়, তৃতীয়ক ও তৃতীয়কবিপর্য্যয় প্রভৃতি জ্বরের অধিক বেগ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। জ্বরের অবস্থানুসারে দিবসে একবার বা দুইবার সেবনবিধি। অনুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, আদার রস ও মধু; প্লীহার আধিক্য থাকিলে, মনসা সীজের পাতা আগুণে গরম করিয়া তাহার রস, পিপুল চূর্ণ ও মধু।

জ্বরারি অভ্র। অভ্র ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১তোলা বিষ ১ তোলা, ধুস্তুরবীজ ২ তোলা, শুঁঠ ১।৵৪ রতি, পিপুল ১।৵৪ রতি, মরিচ ১।৵৪ রতি; এই সকল মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রতি।

চিন্তামণিরস। একদোষ বা দ্বিদোষাশ্রিত জ্বরে অথবা সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় এবং অন্যেদ্যুষ্ক ও অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয় প্রভৃতি বিষমজ্বরে রোগীর কাস, গাত্রবেদনা ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করাইবে; বৃদ্ধ ও যাহাদের শরীর কৃশ তাহাদিগকে মৃদুজ্বরে এই ঔষধ যত্ন পূর্ব্বক সেবন করাইবে। জীর্ণজ্বরেও ইহা অত্যন্ত উপকারী। ইহা প্রাতে ১ বার ও রাত্রে ১ বার সেব্য। অনুপান—আদার রস ও মধু; কাস থাকিলে পিপুল চূর্ণ ও মধু।

চিন্তামণিরস। স্বর্ণ, রৌপা, হরিতাল, মুক্তা, পারদ, গন্ধক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মনঃশিলা ও কস্তূরী, এই সকল ঔষধ সমভাগে লইয়া একত্র করত জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সৌভাগ্যবটী। সর্ব্বপ্রকার জ্বরের নিরামাবস্থায় বা মধ্যজ্বরে এবং জীর্ণ ও বিষমজ্বরে অর্থাৎ অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয়, সন্তত, সততক, সততকবিপর্য্যয় প্রভৃতি জ্বরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরের মধ্য বা অল্পবেগ থাকিলে, এবং রোগীর কাস, মাথায় বেদনা, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, জ্বরের সময় চক্ষুজ্বালা ও তৃষ্ণা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। যাহাদের দীর্ঘ কাল হইতে প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তৎসঙ্গে অল্প বা

প্রবল রূপে জ্বর প্রকাশ পাইতেছে, তাহাদের পক্ষেও এই ঔষধ অমৃতবৎ উপকারী। অনুপান—প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে এবং তৎসঙ্গে কাস থাকিলে মনসা সীজের পাতার রস, পিপুলচূর্ণ ও মধু। কেবল জ্বর ও কাস থাকিলে, বাসক পাতার রস ও মধু। জ্বরকালে মাথায় বেদনা বা ভার বোধ হইলে নিসিন্দা পাতার রস ও মধু। কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে আদার রস ও মধু।

সৌভাগ্যবটী। সোহাগারখৈ, বিষ, জীরা, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সাম্ভারলবণ, করকচ-লবণ, সৌবর্চ্চললবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, অভ্র, গন্ধক ও রস, এই সকল ঔষধ সমভাগে একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে; পরে নিসিন্দা পাতা, ভীমরাজ, কেশুর্ত্তা, বাসকপাতা ও আপাঙ্‌পাতা; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ বার (মতান্তরে ৭ বার) ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

মকরধ্বজ বটিকা। সর্ব্বপ্রকার জ্বরের নিরাম অবস্থায় জ্বরের বেগ অল্প থাকিলে ও শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, শরীরের দুর্ব্বলতা বিনাশার্থ এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, বৃদ্ধ ও বিবিধ রোগে জর্জ্জরিত কৃশ ব্যক্তির জ্বর বিরামান্তে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইলে, তাহাদের শুক্রাদির অল্পতা বশতঃ পুনঃ পুনঃ জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা, এমতাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করান সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য, যক্ষ্মা ও ক্ষয়কাসাদি জনিত দুর্ব্বলতায় ইহা সেবন করান যাইতে পারে, প্রাতে ও সন্ধ্যার পর ১ বটী সেব্য। অনুপান—পানের রস ও মধু। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু।

মকরধ্বজ বটিকা। স্বর্ণ ১ তোলা, রূপা ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, কস্তুরী ১ তোলা, মুক্তা ১ তোলা, জাতীফল ১ তোলা, রসসিন্দুর ২ তোলা, কর্পূর ২ তোলা, প্রবাল ২ তোলা, অভ্র ৪ তোলা ও স্বর্ণসিন্দুর ১৬ তোলা; এই সমস্ত ঔষধ একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরারিরস। অন্যান্য জ্বরের নিরামাবস্থায় ও বিষমজ্বরে জ্বরের অধিক বেগ প্রকাশ পাইলে এবং জ্বরকালে দাহ, ঘর্ম্ম ও কম্প ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা সেবন করিলে কোনও কোনও ব্যক্তির বমন হইবার আশঙ্কা; অতএব এই ঔষধ সাবধানে সেবন করাইবে। জ্বরের অবস্থানুসারে দিনে ও রাত্রে ২।৩ বার সেব্য। অনুপান—আদার রস ও মধু।

জ্বরারিরস। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বিষ ২ তোলা, শুঁঠ ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, মরিচ ২ তোলা, সীসা ২ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, তাম্র-১ তোলা ও ধুস্তূরবীজ ২ তোলা; এই সকল ঔষধ একত্র মর্দ্দন করিবে, পরে রোহিত মৎস্যের পিত্ত, আকন্দ-ক্ষীর ও আদার রস, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা যথাক্রমে ১ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

বৃহৎ বিশ্বেশ্বররস। বাতশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিকজ্বরের নিরাম অবস্থায় অর্থাৎ ৭, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৮ বা ২২ দিন পরে ঐ উপদ্রব ও জ্বরের উত্তাপ কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে এবং সন্তত (অবিচ্ছেদী জ্বরে), সতত (দ্বৌকালীন) এবং রাত্রিগত বিষমজ্বরেও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বরের অবস্থানুসারে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—কোষ্ঠশুদ্ধি ও কাস থাকিলে, পিপুলচূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু।

বৃহৎ বিশ্বেশ্বররস। হিঙ্গুল, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরিতাল, মনঃশিলা, সোহাগারখৈ, স্বর্ণমাক্ষিক, বঙ্গ, দস্তা, সীসা, অভ্র, লৌহ, মুক্তা ও কস্তূরী; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ৮ তোলা; একত্র মিশ্রিত করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সার্ব্বভৌমরস। বাতশ্লৈষ্মিক ও সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় বা মধ্যজ্বরে জ্বরের বেগ কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইলে এবং সন্তত ও অন্যেদ্যুষ্ক প্রভৃতি বিষমজ্বরে রোগীর কাস, সর্ব্বদা প্রবল জ্বর, মাথার ভারবোধ, সর্দ্দি বা প্লীহাবৃদ্ধি ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ যত্ন পূর্ব্বক প্রাতে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে সেবন করাইবে। সর্দ্দি ও কাসসংযুক্ত বিষমজ্বরেও এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু।

সার্ব্বভৌমরস। পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, রৌপ্য, ধুস্তূরবীজ, হিজলবীজ, সিদ্ধিবীজ, সোহাগারখৈ, দারুচিনি, লালগৈরিক, দন্তীবীজ, স্বর্ণমাক্ষিক, বৃদ্ধদারকবীজ, পিপুল ও কস্তূরী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে; অনন্তর রক্তচিতার মূলের রসে ৭ বার ও আদার রসে ৭ বার যথাক্রমে ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি।

জ্বরমাতঙ্গকেশরী। সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় উপদ্রবাদি হ্রাস পাইলে ও জ্বরের বেগ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে এবং রোগীর শরীর অত্যন্ত

কৃশ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে ; ইহা প্রলাপক, চাতুর্থক, চাতুর্থক বিপর্য্যয় ও সততক প্রভৃতি জীর্ণজ্বরে এবং ক্ষয়কাস, রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে প্রবল জ্বর থাকিলেও সমধিক কার্য্যকারী ; ইহা অত্যন্ত পুষ্টিজনক ও জ্বরঘ্ন ; বৃদ্ধ ও ক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে ঐ সকল অবস্থায় জ্বরের অবস্থাভেদে প্রাতে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে সেব্য। জীর্ণজ্বরে জ্বরের উত্তাপ অতি অল্প থাকিলে, এই ঔষধে হরিতাল স্থানে মুক্তা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু অথবা আদার রস ও মধু।

জ্বরমাতঙ্গকেশরী। তাম্র ১ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, পিতল ৩ তোলা, কাংস্য ৪ তোলা, সীসা ৫ তোলা, স্বর্ণ ৬ তোলা, কস্তূরী ৭ তোলা, হরিতাল (মতান্তরে মুক্তা) ৮ তোলা, লৌহ ৯ তোলা, বঙ্গ ১০ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১১ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ১২ তোলা ও অভ্র ১৩ তোলা এই সকল একত্র করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরে—কষায়প্রয়োগ-বিধি।

বাতজ্বরে ৭ দিন অতীত হইলে রোগীকে কষায় পান করাইবে। এইরূপ পিত্তজ্বরে ১০ দশ দিন, কফজ্বরে ১২ বার দিন, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে ৭ সাত দিন, বাতশ্লেষ্মজ্বরে ৯ নয় দিন, বাতপিত্তজ্বরে ৭ সাত দিন অতীত হইলে ও সন্নিপাত জ্বরে ৭, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৮ বা ২২ দিন অতীত এবং উপদ্রবসমূহ অনেকাংশে হ্রাস পাইলে কাথ (পাচন) সেবন করিতে দিবে, ঐ সমস্ত দিন অতীত হইলে ঐ সকল জ্বরাক্রান্ত রোগীর আমরসের সম্যক্‌রূপে পরিপাক এবং জ্বর নিরামাবস্থায় পরিণত হয়, তখন রোগীকে কাথ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। জ্বরের উত্তাপ ও দোষের বলাবল অনুসারে বিবেচনা পূর্ব্বক বিবিধ কাথ ও রসপ্রধান জ্বরারি অভ্র, সৌভাগ্যবটী ও জ্বরারিরস প্রভৃতি ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রয়োগ করিবে।

শুণ্ঠ্যাদিক্কাথ। বাতজ্বরে ৭ দিন অতীত হইলে এবং রোগীর গাত্রবেদনা, অল্পজ্বর ও ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে প্রাতে এই কাথ সেবন করিতে দিবে, ইহা সেবনে জ্বরের বেগ ক্রমশঃ কমিয়া আইসে এবং দোষেরও পরিপাক হইয়া থাকে।

শুণ্ঠ্যাদিক্বাথ। শুঁঠ, চিরতা, নাগরমুথা ও গুলঞ্চ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কণাদিক্বাথ। বাতজ্বরে সাতদিন অতীত হইলে রোগীর জ্বরের অল্প-বেগ ও তৎসহ হৃদয়ে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই পাচন প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

কণাদিক্বাথ। পিপুল, রসুন, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কণ্টকারী, নিসিন্দা, চিরতা ও মুথা ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে ।০ আনা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

শ্রীফলাদিক্বাথ। বাতজ্বরের নিরামাবস্থায় অর্থাৎ ৭ দিন অতীত হইলে, রোগীর নিদ্রার অল্পতা, মাথা ঘোরা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও জ্বরকালে কম্প ইত্যাদি থাকিলে, রোগীকে এই পাচন প্রাতে সেবন করাইবে। জ্বরের বেগ অল্প এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই পাচনের সহিত সোণাপাতা ।০ আনা মিশ্রিত করিয়া লইবে। প্রত্যহ যথারীতি কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে, সোণা-পাতা মিশ্রিত করিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীফলাদিক্বাথ। বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারী, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, পিপুল, পিপুলমূল, রাস্না, কুড়, শুঁঠ, চিরতা, মুথা, বেড়েলা, গুলঞ্চ, বালা, কিস্‌মিস্, দুরালভা ও শুল্‌ফা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত দুই তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পঞ্চমূল্যাদিক্বাথ। বাতজ্বরে সাতদিন অতীত হওয়ার পর রোগীর শরীরের সন্ধিস্থানে বেদনা থাকিলে, এই পাচন প্রাতে সেবন করিতে দিবে, ইহা সেবনে বাতরোগেরও বিশেষ উপকার দর্শে, আমবাতে, বাতমিশ্রিতজ্বরে সর্ব্বাঙ্গগতবাতে এই পাচন ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পঞ্চমূল্যাদিক্বাথ। বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, বেড়েলা, রাস্না, কুলথকলাই ও কুড় ; এই নয়টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পর্পটাদিক্বাথ। পিত্তজ্বরে ১০ দিন অতীত হইলে রোগীর দাহ, বমি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই পাচন তাহাকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

পর্পটাদিক্কাথ। ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ; এই চারিটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা গ্রহণ করিবে; জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

হ্রীবেরাদিকাথ। পিত্তজ্বরে ১০ দিন অতীত হইলে, জ্বরকালে রোগীর প্রবল পিপাসা, দাহ ও পাতলা দাস্ত ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, প্রত্যহ প্রাতে এই পাচন সেবন করিতে দিবে; ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে রোগীকে সেবন করাইবে।

হ্রীবেরাদিক্কাথ। বালা, রক্তচন্দন, বেণার মূল, মুথা ও ক্ষেতপাপড়া; এই পাঁচটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ দুই তোলা গ্রহণ করিবে, জল ৩২ তোলা, শেষ৷৮ তোলা।

কিরাতাদি ক্বাথ। পিত্তজ্বরে দশ দিনের পর রোগীর জ্বরকালে দাহ তৃষ্ণা, বমনবেগ বা বমন এবং মুখের কটু আস্বাদ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে প্রত্যহ প্রাতে এই পাচন রোগীকে সেবন করিতে দিবে, এই পাচন সেবন করিলে ঐ সমস্ত উপদ্রব এবং জ্বর ক্রমশঃ কমিয়া আইসে।

কিরাতাদিকাথ। চিরতা, গুলঞ্চ, ধনে, রক্তচন্দন, বেণার মূল, ক্ষেতপাপড়া ও পদ্মকাষ্ঠ; এই সাতটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা গ্রহণ করিবে; জল ৩২ তোলা, পাক শেষ ৮ তোলা।

দ্রাক্ষাদিকাথ। পিত্তজ্বরে দশদিন অতীত হওয়ার পর রোগীর জ্বর-কালে অসহ্যদাহ, প্রলাপ, মুখশোষ, শরীরাভ্যন্তরে দাহ, মূর্চ্ছা, পিপাসা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি থাকিলে, তাহাকে এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে। ইহা সেবন করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং দেহের অবস্থানুসারে কাহারও বা ২৷১ বার দাস্ত হইয়া থাকে। এই পাচন ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে প্রয়োগ করা যায়।

দ্রাক্ষাদিক্কাথ। কিস্‌মিস্, হরীতকী, মুথা, কটকী ও ক্ষেতপাপড়া; এই সকল দ্রব্য সম-ভাগে মিলিত ২ দুই তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

সিন্ধুবারকাথ। কফজ্বরে বারোদিন অতীত হইলে এবং রোগীর শ্রবণশক্তির অল্পতা ও হাটুর শক্তি হ্রাস পাইলে, এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে; অবস্থানুসারে সাত দিনের পরও সেবন করান যাইতে পারে।

সিন্ধুবারকাথ। নিসিন্দাপাতা ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮তোলা,ছাকিয়া তাহাতে পিপুল চূর্ণ।০ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

মরিচাদিক্কাথ। কফজ্বরে, বারোদিন অতীত হইলে রোগীর শরীরে ভারবোধ, অগ্নিমান্দ্য, কাস, অরুচি ও বমনভাব ইত্যাদি উপসর্গ সহ অল্প জ্বর থাকিলে, তাহাকে এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

মরিচাদিক্কাথ। মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, রক্তচিতা কট্‌ফল, কুড়, মুথা, বচ, হরীতকী, কণ্টকারী, জটামাংসী, কাকড়াশৃঙ্গী, যোয়ান ও নিমছাল; এই ১৬টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

গুড়ূচ্যাদিক্কাথ। বাতপৈত্তিক জ্বরে সাত দিনের পর রোগীর অত্যন্ত পিপাসা, বমি ও দাহ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে ঐ সকল উপদ্রব ও জ্বর উভয়েরই নিবৃত্তি হয়; বমন প্রবল থাকিলে এই কাথের সহিত মধু অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

গুড়ূচ্যাদিকাথ। পদ্মগুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন; এই পাঁচটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহৎ গুড়ূচ্যাদিক্কাথ। বাতপৈত্তিকজ্বরে সাতদিন অতীত হইলে, রোগীর পিপাসা, দাহ, বমন ও কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে এই পাচন রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে। বাতপিত্তোল্বন সন্নিপাত জ্বরেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বৃহৎ গুড়ূচ্যাদিকাথ। গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, হরীতকী, সোন্দালমজ্জা, বালা, আকনাদি, ধনে, মুথা ও কট্‌কী, এই ১৩টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; ছাকিয়া উহাতে পিপুল চূর্ণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

ঘনচন্দনাদিক্কাথ। বাতপৈত্তিক জ্বরে সপ্তাহ অতীত হইলে গাত্রদাহ, বমন ও অরুচি ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে, এই পাচন রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে। জ্বরে পিপাসা থাকিলে, এই কাথ সেবনে তাহাও দূরীভূত হয়; পিত্তপ্রধান শরীরে এই পাচন অত্যন্ত উপকারী।

ঘনচন্দনাদিক্বাথ। মুথা, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, কট্‌কী, বেণারমূল, পলতা ও বালা এই ৭টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পঞ্চভদ্র ক্বাথ। বাতপিত্তজ্বরে সপ্তাহান্তে রোগীর গাত্রদাহ, জ্বরের আরম্ভ কালে অত্যধিক কম্প ও দাহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, প্রত্যহ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া এই পাচন সেবন করিতে দিবে; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এই ক্বাথের সহিত সোঁদাল্লর শাস ॥০ তোলা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। দূষিত জল বায়ু সমুৎপন্নজ্বরে (ম্যালেরিয়া জ্বরে) এই পাচন অত্যন্ত উপকারী।

পঞ্চভদ্রক্বাথ। গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, চিরতা ও শুঁঠ; এই পাঁচটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অমৃতাষ্টক ক্বাথ। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে সপ্তাহ অতীত হইলে পর রোগীর জ্বরকালে পিপাসা ও গাত্রদাহ অথবা বমন বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে।

অমৃতাষ্টকক্বাথ। গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পলতা, কট্‌কী, শুঁঠ, রক্তচন্দন ও মুথা; এই আটটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ ছাকিয়া উহার সহিত পিপুলচূর্ণ ৶০ আনা মিশ্রিত করিবে।

কণ্টকার্য্যাদিক্বাথ। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে সাত দিন অতীত হইলে পর রোগীর জ্বরকালে দাহ, পিপাসা এবং কাসাধিক্য অথবা পার্শ্ববেদনা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে. এই পাচন প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কাস ও হৃদয়ে বেদনা থাকিলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী।

কণ্টকার্য্যাদিক্বাথ। কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামনহাটী, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরতা, রক্তচন্দন, মুথা, পলতা ও কট্‌কী; এই এগারটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পঞ্চতিক্তক্বাথ। বাতজ্বরে, পিত্তজ্বরে, বাতপিত্তজ্বরে বা পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে এই পাচন রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রায় সমস্ত জ্বরেই যথা-নির্দ্দিষ্ট নিরামাবস্থায় এই পাচন অত্যন্ত উপকারী।

পঞ্চতিক্তক্কাথ। কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কুড় ও চিরতা ; এই পাঁচটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পঞ্চকোলক্কাথ। কফজ্বরে ১২ দিনের পর এবং বাতশ্লেষ্মজ্বরে ৯ দিনের পর এই পাচন প্রাতে সেবন করিতে দিবে। কিন্তু রোগীর উৎকাসি, হৃদয়বেদনা ও পার্শ্বশূল ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে ৭ দিনের পরই সেবন করিতে দেওয়া উচিত। সন্নিপাতজ্বরে কফের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হওয়ায় শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অনুভূত হইলে, এই পাচন বিশেষ উপকারী ; ঐ সকল অবস্থায় ইহাতে সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় রোগীকে সেবন করাইবে। নবপ্রসূতির যথারীতি রজঃস্রাবের অভাবে উদরে বেদনা এবং তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইলে, এই পাচন অত্যন্ত উপকারী ; ইহা সেবনে শোণিতস্রাব হয় এবং তজ্জনিত উপদ্রব হ্রাস পাইয়া থাকে।

পঞ্চকোলক্কাথ। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ, এই পাঁচটি দ্রব্য সমভাগে মলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পিপ্পল্যাদিক্কাথ। বাতশ্লেষ্মজ্বরে ৯ দিনের পর বা অবস্থাবিশেষে ৭ দিনের পর রোগীর অগ্নিমান্দ্য, যাবতীয় সন্ধিস্থানে ও গাত্রে বেদনা, কাস, মাথায় ভার ও অল্প জ্বরের বেগ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে, এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পিপ্পল্যাদিক্কাথ। পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, রক্তচিতা, চই, রেণুকা, এলাইচ, যমানী, শ্বেতসরিষা, বামনহাটী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, জীরা, মহানিম, আতইষ, কট্‌কী, বিড়ঙ্গ ও মূর্ব্বা, এই ২০ টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইবে, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত ঘৃতে ভর্জিত হিং ২।৩ রতি মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

বৃহৎপিপ্পল্যাদিক্কাথ। বাতশ্লেষ্মজ্বরে ৭ দিন বা ৯ দিন পরে রোগীর অত্যন্ত গাত্রবেদনা, কাস, সন্ধিবেদনা, শিরঃশূল ও বক্ষস্থলে বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে প্রত্যহ প্রাতে এই পাচন সেবন করাইবে, এই পাচন বাতব্যাধিরোগে (অপতন্ত্র, একাঙ্গবাত বা সর্ব্বাঙ্গবাতে) ব্যবহৃত হয়। ঐ সমস্ত বাতরোগাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর থাকিলে এই ক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

বৃহৎ পিপ্পলাদিক্বাথ। পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতা, শুঁঠ, বচ, আতইষ, কৃষ্ণজীরা, আকনাদি, ইন্দ্রযব, রেণুকা, চিরতা, মূর্ব্বা, শ্বেতসরিষা, মরিচ, কটফল, কুড, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, ক্ষেতপাপড়া, শুক্মূলা, কণ্টকারী, গজপিপুল, দুরালভা, যমানী, বনযমানী, কাকনাসিকা ও হিং, এই ২৮টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইবে, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, এই ঔষধে হিং পৃথক্ করিয়া রাখিবে এবং ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত ঘৃতে ভর্জিত হিং ২।০ রতি মিশ্রিত করিবে।

দশমূলক্বাথ। সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় অথবা বাতশ্লেষ্মজ্বরে রোগীর কাস, শ্বাস এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথের সহিত পিপুলচূর্ণ ।০ আনা বা অবস্থাভেদে ৵০ আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে, যাহাদের শ্বাস দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে ঐ ক্বাথে কুড়চূর্ণ ৵০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে, রোগীর বয়ঃক্রম ও বল অনুসারে ঐ সকল চূর্ণের মাত্রা নিরূপিত করিয়া ক্বাথের সহিত প্রক্ষেপ দিবে, যেহেতু ঐ সকল ঔষধ উষ্ণবীর্য্য। এই ক্বাথ প্রাতে সেবন করাইবে।

দশমূলক্বাথ : বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সমস্ত ঔষধ সমানাংশে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

দ্বাদশাঙ্গক্বাথ। সন্নিপাতজ্বরের নিরামাবস্থায় রোগীর কাস ও পার্শ্ব বেদনা থাকিলে, এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া তাহাকে সেবন করাইবে। সন্নিপাতজ্বর ব্যতীত বাতশ্লেষ্মজ্বরেও কাস এবং সন্ধিস্থানাদিতে সামান্য বেদনা অনুভূত হইলে এই ক্বাথ সেবন করান যায়।

দ্বাদশাঙ্গক্বাথ। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুলছাল, গণিয়ারি, শালপাণী, বৃহতী, কণ্টকারী; গোক্ষুর, চাকুলে, কুড় ও পিপুল; এই সমস্ত ঔষধ সমানাংশে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

চতুর্দ্দশাঙ্গক্বাথ। বাতশ্লেষ্মাধিক্য সন্নিপাতজ্বরে বা বাতশ্লেষ্মজ্বরের নিরাম অবস্থায় কাস ও হৃদয়ে বেদনা থাকিলে অথবা বিষমজ্বরে ঐ সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ক্বাথ সেবন করাইবে। কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া উহার সহিত তেউড়ীমূলচূর্ণ অবস্থাভেদে ।০ আনা বা ॥০ তোলা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করাইবে।

চতুর্দ্দশাঙ্গক্বাথ। বিল্বছাল,শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুল, গণিয়ারি,শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, চিরতা, শুঁঠ, মুথা ও গুলঞ্চ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

অষ্টাদশাঙ্গক্বাথ। পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান বা পাকল সন্নিপাত জ্বরে নিরাম অবস্থায় রোগীর বমন, পিপাসা, মোহ, দাহ, কাস ও অরুচি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, তাহাকে এই ক্বাথ সেবন করাইবে। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের নিরাম অবস্থায়ও জ্বরের বেগ অধিক থাকিলে, এই ক্বাথ প্রাতে প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করান যায়।

অষ্টাদশাঙ্গক্বাথ। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুল,গণিয়ারি, শালপাণী,চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, চিরতা, দেবদারু, শুঁঠ, মুথা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব ধনে ও গজ-পিপুল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহত্যাদিক্বাথ। সন্নিপাতজ্বরের নিরামাবস্থায় কাস, শ্বাস, দাহ ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান জ্বরের নিরামাবস্থায়ও এই ক্বাথ সেবন করান যাইতে পারে।

বৃহত্যাদিক্বাথ। বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামনহাটী, শটী, কাকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পল্‌তা ও কট্‌কী, এই সকল সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

শট্যাদিক্বাথ। সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় রোগীর শ্বাস, কাস, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বদেশে বেদনা এবং তন্দ্রা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

শট্যাদিক্বাথ। শটী, কুড়, কণ্টকারী, কাকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদি, চিরতা ও কট্‌কী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অর্কাদিক্বাথ। শীতাঙ্গ সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় রোগীর গাত্রের শীতলতা, মোহ ও কাস প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

অর্কাদিক্বাথ। আকন্দমূল, জীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বামনহাটী, কণ্টকারী, শুঁঠ ও কুড়, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোমূত্র ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

পদ্মকাদিক্বাথ। রক্তষ্ঠীবী বা যাম্যনামক সন্নিপাত জ্বরের নিরামাবস্থায় রোগীর রক্ত বমন হইলে, এই ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া তাহাকে মধ্যাহ্নে সেবন করাইবে, ইহা সেবনে পিপাসা, বমন, শরীরের চক্রাকৃতি শোথ ও ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব বিনষ্ট হয়।

পদ্মকাদিক্বাথ। পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, জাতীপুষ্প, জীবক, রক্ত চন্দন, বালা, যষ্টিমধু ও নিমছাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কারব্যাদিক্বাথ। প্রবল অভিন্যাস সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় রোগীর কোনও ইন্দ্রিয়ের শক্তির বিকলতা হইলে, তাহাকে এই ক্বাথ প্রাতে সেবন করাইবে, ইহা সেবনে ইন্দ্রিয়ের স্রোত বিশুদ্ধ হয়।

কারব্যাদিক্বাথ। কৃষ্ণজীরা, কুড়, এরণ্ডমূল, বলাডুমুর, শুঁঠ, গুলঞ্চ, শটী, কাকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, বামনহাটী, পুনর্নবা, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারী, পারুল,গণিয়ারি, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোমূত্র ৩২ তোলা,পাকশেষ ৮ তোলা।

কিরাতাদিসপ্তক। পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় রোগীর দাহ, ঘর্ম্ম ও মূর্চ্ছা থাকিলে, তাহাকে এই ক্বাথ প্রাতে সেবন করাইবে। পিত্তপ্রধান জ্বরেও এই ক্বাথ অত্যন্ত উপকারী।

কিরাতাদিসপ্তক। চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ, শুঁঠ,আকনাদি, বালা ও পদ্মমৃণাল ;-এই সকল সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

স্বল্পপঞ্চমূলক্বাথ। বাতপিত্তপ্রধান অথবা সংমোহ সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় রোগীকে এই ক্বাথ মধুর সহিত প্রাতে সেবন করাইবে। বাতপিত্তজ্বরেও এই ক্বাথ বিশেষ কার্য্যকারী।

স্বল্পপঞ্চমূলক্বাথ। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; এই সকল সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কট্ফলাদিক্বাথ। কফপ্রধান বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাত জ্বরের নিরাম অবস্থায় রোগীর কাস, মাথায় বেদনা, শ্বাস, স্বরভঙ্গ, বধিরতা ও কর্ণমূলে শোথ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, তাহাকে এই ক্বাথ প্রাতে সেবন করাইবে। বাতশ্লেষ্মজ্বরের নিরাম অবস্থায় প্লীহা ও যকৃৎ থাকিলে ইহা অত্যন্ত উপকারী।

কট্ফলাদিক্বাথ। কট্ফল, মুথা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেতপাপড়া, দেবদারু, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, চিরতা, শুঁঠ, বামনহাটী, ইন্দ্রযব, কট্কী, শটী, গন্ধতৃণ ও ধনে, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপার্থ—শোধিত হিং ২ রতি ও আদার রস ॥• তোলা।

বৃহৎ কট্ফলাদিকাথ। বাতশ্লেষ্মপ্রধান বা ক্রকচ অথবা বৈদারিক সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় রোগীর দীর্ঘকালানুবন্ধি জ্বর, কাস, মাথায় বেদনা, স্বরভঙ্গ, তন্দ্রা ও কর্ণমূলে শোথ ইত্যাদি উপদ্রব থাকিলে, তাহাকে এই ক্বাথ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় যে সকল রোগীর জ্বর প্রায়শঃ পরিত্যাগ হয় না, তাহাদের পক্ষে এবং সন্ততাদি জ্বরেও এই ক্বাথ বিশেষ উপকারী। বাতশ্লেষ্মপ্রধান বিষমজ্বরেও প্লীহা বৃদ্ধি পাইলে ইহা সেবন করান যায়।

বৃহৎ কট্ফলাদিক্বাথ। কট্ফল, মুথা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেতপাপড়া, দেবদারু, হরীতকী, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, চিরতা, শুঁঠ, বামনহাটী, ইন্দ্রযব, কট্কী, শটী, গন্ধতৃণ, ধনে, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ শোধিত হিং ২ রতি ও আদার রস ॥• তোলা, কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে আদার রস ও হিং প্রয়োগ করিবে না। প্লীহা বৃদ্ধি হইলে হিং সর্ব্বদা প্রযোজ্য।

বিষম ও জীর্ণজ্বর-চিকিৎসা।

বিষম জ্বরের সামান্য লক্ষণ। যে জ্বর নিয়মসহকারে প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময় শরীরে অবস্থান করে না, শীত ও উষ্ণতা সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম রহিত এবং কখনও অত্যন্ত বেগ কখনও বা অল্প বেগ সহকারে প্রকাশ পায় আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ তাহাকে বিষমজ্বর নামে নির্দ্দেশ করেন অর্থাৎ বাতিক-জ্বর সাতদিন, পৈত্তিকজ্বর দশ দিন, শ্লৈষ্মিকজ্বর বার দিন এবং দোষের প্রবলতা বশতঃ বাতিক জ্বর চতুর্দ্দশ দিন, পৈত্তিকজ্বর বিংশতি দিন, শ্লৈষ্মিক-জ্বর চতুর্ব্বিংশতি দিন পর্য্যন্ত যেমন নিয়ম পূর্ব্বক (স্বীয় লক্ষণ সহকারে) প্রকাশ পায়, বিষমজ্বর সেইরূপ ভাবে প্রকাশ পায় না। এই জ্বর প্রায়শঃ পূর্ব্বোল্লিখিত বাতাদি জ্বর সমূহের উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অর্থাৎ দোষপাচক ঔষধ-প্রয়োগ ব্যতীত কেবল উগ্র গুণবিশিষ্ট ঔষধদ্বারা নিবৃত্ত হওয়ায় অহিতা-চরণ দ্বারা দোষের প্রকোপবশতঃ পুনরায় অল্প বেগ সহকারে রসাদি ধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, কাহারও শরীরে প্রথম হইতেই বিষম জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জ্বর সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক, প্রলাপক ও বাতবলাসক প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সন্ততজ্বরের লক্ষণ। বায়ুর প্রাধান্য হেতু সাতদিন, পিত্তের প্রাধান্য-হেতু দশ দিন এবং শ্লেষ্মার প্রবলতা বশতঃ বারদিন ব্যাপিয়া যে জ্বর সর্ব্বদা শরীরে প্রকাশ পায়, তাহাকে সন্ততজ্বর কহে। এই জ্বর বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রবলতা বশতঃ ১৪ দিন, ২০ দিন ও ২৪ দিন যথাক্রমে শরীরে অবস্থিতি করিয়া বিশ্রাম হয় এবং পুনরায় উৎপন্ন হয়। ইহার বিশ্রামকাল দুর্লভ, সন্ততজ্বর সর্ব্বদা শরীরে অবস্থান করে, এই নিমিত্ত অনেকে ইহাকে বিষম-জ্বর মধ্যে পরিগণিত করেন না, এই জ্বর রসধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সততকজ্বরের লক্ষণ। যে জ্বর দিনে একবার ও রাত্রে একবার প্রকাশ পায় অর্থাৎ বাতাদিদোষ আমাশয়ে অবস্থান পূর্ব্বক যথাসময় দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার প্রকুপিত হইয়া কোষ্ঠাগ্নিকে বহির্গত করত অহোরাত্রে দোষপ্রকোপকালে দুইবার জ্বর উৎপাদন করে, তাহাকে সততক

জ্বর কহে। এই জ্বর দ্বিদোষাশ্রিত হইলে, দোষভেদে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা রক্তকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সততবিপর্য্যয়জ্বরের লক্ষণ। যে জ্বর অহোরাত্র ব্যাপিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু দোষের প্রকোপকালে (প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, প্রথম রাত্রে, মধ্যরাত্রে বা শেষরাত্রে) জ্বরের উপলব্ধি হয় না, তাহাকে সততবিপর্য্যয়জ্বর কহে। অর্থাৎ দিনে দোষ প্রকোপ কালে একবার জ্বর নিবৃত্ত হয় ও রাত্রে দোষপ্রকোপকালে একবার নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

অন্যেদ্যুষ্কজ্বরের লক্ষণ। বাতাদিদোষ স্বকারণে কুপিত হইয়া হৃদয়ে গমন পূর্ব্বক প্রথম প্রকোপকালে হৃদয়ে অবস্থান করিয়া পরবর্ত্তী প্রকোপকালে আমাশয়ে গমনপূর্ব্বক কোষ্ঠাগ্নিকে বহির্গত করত দিনে বা রাত্রে যে জ্বর উৎপাদন করে, তাহাকে অন্যেদ্যুষ্ক কহে। এই জ্বরে দোষভেদে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয়জ্বরের লক্ষণ। যে জ্বর সমস্ত দিবা রাত্রি অবস্থিতি করে এবং দিবা রাত্রি ভোগ করিয়া একবার কিছুকাল নিবৃত্ত হয়, তাহাকে অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয় জ্বর কহে।

তৃতীয়কজ্বরের লক্ষণ। যে জ্বর এক দিন অন্তর (জ্বরারম্ভদিন গণনা করিয়া তৃতীয় দিনে) উপস্থিত হয় অর্থাৎ স্বকারণে প্রকুপিত বাতাদি দোষ কণ্ঠদেশ আশ্রয় করত দিন ও রাত্রির মধ্যে হৃদয়ে নীত হইয়া তৃতীয় দিবসে আমাশয়ে গমন পূর্ব্বক যে জ্বর উৎপাদন করে, তাহাকে তৃতীয়ক জ্বর কহে। এই জ্বর ত্রিবিধ দৃষ্ট হয় এবং দ্বিদোষাশ্রিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বেদনা উৎপাদন করিয়া প্রকাশ পায়, যথা—বাতপিত্তাশ্রিত তৃতীয়কজ্বর অগ্রে মস্তকে বেদনা উৎপাদন করিয়া প্রকাশ পায়, পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত তৃতীয়কজ্বর কটি ও মেরুদণ্ডের সন্ধিস্থানে বেদনা উৎপাদন করিয়া প্রকাশিত হয়, বাতশ্লেষ্মাশ্রিত তৃতীয়ক জ্বর পৃষ্ঠদেশে বেদনা উৎপাদন করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। দোষভেদে তৃতীয়ক জ্বরের স্থানবিশেষে বেদনা দোষনিরূপণার্থ অবগত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। এই জ্বর মেদোধাতুকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

তৃতীয়কবিপর্য্যয়জ্বরের লক্ষণ। যে জ্বর এক দিন ব্যাপিয়া প্রকাশিত

হয় এবং জ্বরের আদি ও শেষদিন নিবৃত্ত থাকে, তাহাকে তৃতীয়কবিপর্য্যয়-জ্বর কহে।

চাতুর্থকজ্বরের লক্ষণ। যে জ্বর দুই দিন অন্তর (জ্বরের দিন গণনা করিয়া চতুর্থদিনে) প্রকাশ পায় অর্থাৎ স্বকারণে প্রকুপিত বাতাদি দোষ মস্তক আশ্রয় করত দ্বিতীয় দিনে কণ্ঠদেশে গমন করিয়া অহোরাত্রে অর্থাৎ তৃতীয় দিবসে হৃদয়ে গমন করে এবং চতুর্থ দিবসে হৃদয় হইতে আমাশয়ে গমন পূর্ব্বক যে জ্বর উৎপাদন করে, তাহাকে চাতুর্থক জ্বর কহে। চাতুর্থক-জ্বরে বায়ু ও কফের প্রধানতাই দৃষ্ট হয়, পিত্তের প্রবলতা প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না, বায়ুপ্রধান চাতুর্থকজ্বরে অগ্রে মস্তকে বেদনা ও শ্লেষ্মপ্রধান চাতুর্থকজ্বরে জ্বরের আরম্ভ কালে জঙ্ঘাদ্বয়ে বেদনা এবং পিত্তপ্রধান চাতুর্থকজ্বরে মধ্যদেহ অর্থাৎ কটিদেশে বেদনা লক্ষিত হয়। এই জ্বর অস্থি ও মজ্জাগত।

চাতুর্থকবিপর্য্যয়জ্বরের লক্ষণ। যে জ্বর দুইদিন নিরন্তর শরীরে অবস্থান করিয়া একদিন নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় চতুর্থদিন হইতে ক্রমশঃ দুই দিন প্রকাশ পায়, তাহাকে চাতুর্থকবিপর্য্যয় জ্বর কহে।

রসগতজ্বরের লক্ষণ। জ্বর শরীরস্থ রসধাতু প্রাপ্ত হইলে, দেহের গুরুতা, বমনভাব, অবসন্নতা, বমন, অরুচি ও চিত্তের অস্থিরতা; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই জ্বর সন্ততজ্বররূপে পরিণত হয়। দোষভেদে ইহার পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

রক্তগতজ্বরের লক্ষণ। জ্বর রক্তগত হইলে মুখ হইতে রক্তোদ্গীরণ, দাস্ত, চিত্তের ব্যাকুলতা, বমি, ভ্রম, প্রলাপ, পীড়কা (ব্রণ বিশেষ) ও তৃষ্ণা; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই জ্বর সততজ্বররূপে পরিণত হয়।

মাংসগতজ্বরের লক্ষণ। জ্বর মাংসগত হইলে জঙ্ঘাস্থিত মাংসপিণ্ডে পীড়নবৎ বেদনা, তৃষ্ণা, অধিক মল ও মূত্রত্যাগ, শরীরে জ্বরের তাপ প্রকাশ, অন্তর্দাহ, হস্তপদাদির সঞ্চালন ও গ্লানি; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়; এই জ্বর অন্যেদ্যুষ্কজ্বররূপে পরিণত হয়।।

মেদোগতজ্বরের লক্ষণ। জ্বর মেদোগত হইলে অতিশয় ঘর্ম্ম, পিপাসা,

মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি, গ্লানি ও অধীরতা; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই জ্বর তৃতীয়কজ্বরে পরিণত হয়।

অস্থিগতজ্বরের লক্ষণ। জ্বর অস্থিগত হইলে অস্থিসমূহে ভঙ্গবৎ পীড়া, কণ্ঠদেশ হইতে অব্যক্ত শব্দের নির্গমন, শ্বাস, বিরেচন, বমন এবং শরীর-বিক্ষেপ; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই জ্বরই চাতুর্থক জ্বররূপে পরিণত হইয়া থাকে।

মজ্জাগতজ্বরের লক্ষণ। জ্বর মজ্জাধাতুগত হইলে অন্ধকারবৎ দর্শন, হিক্কা, কাস, শীত, বমি, অন্তর্দাহ, মহাশ্বাস ও হৃদয়বিদারণবৎ পীড়া; এই-সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই জ্বর চাতুর্থক জ্বররূপে পরিণত হয়।

শুক্রগতজ্বরের লক্ষণ। জ্বর শুক্রধাতুপ্রাপ্ত হইলে, লিঙ্গের স্তব্ধতা ও সর্ব্বদা শুক্রনিঃসরণ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই জ্বরে রোগীর মৃত্যু হয়।

রাত্রিজ্বরের লক্ষণ। বিষমজ্বরাক্রান্ত রোগীর বায়ু ও কফ সমভাবে থাকিলে এবং পিত্ত ক্ষীণ হইলে, রাত্রিতে যে জ্বর উৎপন্ন হয়; তাহাকে রাত্রিজ্বর কহে।

দুর্জ্জলজনিতজ্বরের লক্ষণ। দূষিত জল পান বা দূষিত জলীয় ভূমিতে বাসহেতু জ্বর উৎপন্ন হইলে, রোগীর জ্বরারম্ভে শীত, কম্প ও জ্বরবিশ্রাম-কালে সর্ব্ব শরীরে ঘর্ম্ম লক্ষিত হয় এবং জ্বরকালে, পিপাসা, অজ্ঞানতা, বমন বা বমনবেগ, মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা, জ্বরের প্রবল তাপ, প্রস্রাবের অল্পতা বা রক্তিমা প্রকাশ পায়; এই জ্বর বিশ্রাম হইয়াও পুনঃপুনঃ আক্রমণ করে এবং ৭ দিন, ১০ দিন, ১৫ দিন বা ১ মাস পরে বা অনিয়মিত-রূপে পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ইহাকে দুর্জ্জল জনিত অর্থাৎ ম্যালে-রিয়া জ্বর কহে। এই জ্বর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শরীরে অবস্থান করিলে প্লীহা, যকৃৎ, উদরাময়, রক্তাতীসার, শোথ, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপস্থিত হয় ও সন্তত, সতত, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক প্রভৃতি জ্বরে পরিণত হইয়া থাকে।

বাতবলাসকজ্বরের লক্ষণ। যে জ্বর প্রত্যহ অল্প বেগ সহকারে প্রকাশিত হয় এবং দেহের রুক্ষতা ও স্তব্ধতা, মনের অবসন্নতা (স্ফূর্ত্তিহীনতা) এবং

হস্ত পদাদি অঙ্গে শোথ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়, তাহাকে বাতবলাসক জ্বর কহে, এই জ্বরে শ্লেষ্মার প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

প্রলাপকজ্বরের লক্ষণ। যে জ্বরে রোগীর দেহে ঘর্ম্ম ও গুরুতা উপলব্ধি হয় এবং জ্বরবেগ অল্প অনুভূত হয় অথচ জ্বরকালে শীত বিদ্যমান থাকে, তাহাকে প্রলাপক জ্বর কহে। আমাশয় ও সন্ধিসমূহস্থিত দোষ প্রকুপিত হইয়া এই জ্বর উৎপাদন করে।

অর্দ্ধনাড়ীশ্বরজ্বরের লক্ষণ। যে জ্বরে শরীরের অর্দ্ধাংশ পিত্তদ্বারা উষ্ণ এবং অর্দ্ধাংশ শ্লেষ্মাদ্বারা শীতল থাকে, তাহাকে অর্দ্ধনাড়ীশ্বর-জ্বর কহে।

জ্বরের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

যে জ্বরে রোগী সবল থাকে ও দোষের অল্পতা দৃষ্ট হয় এবং কোনরূপ উপদ্রব উপস্থিত হয় না, সেই জ্বর সাধ্য।

যে জ্বরে শরীরে অধিক সন্তাপ অনুভূত হয়, কিন্তু পিপাসা, অন্তর্দাহ, সন্ধি ও অস্থি প্রভৃতি স্থানের বেদনা ও শ্বাসের অল্পতা লক্ষিত হয়, তাহাকে বহির্বেগ জ্বর কহে। এই জ্বর সুখসাধ্য।

যে জ্বরে রোগীর অন্তর্দাহ, প্রবল পিপাসা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, অস্থি ও সন্ধিস্থানে বেদনা, ঘর্ম্মরোধ এবং বাতাদিদোষের সঞ্চয় ও মনের গ্লানি লক্ষিত হয়, তাহাকে অন্তর্দাহ জ্বর কহে, এই জ্বর কষ্টসাধ্য।

যে জ্বরে রোগী ক্ষীণ ও শোথে পীড়িত হয়, সেই জ্বর অসাধ্য। সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া যে জ্বরে রোগীকে কষ্ট প্রদান করে এবং জ্বরের বেগ বশতঃ রোগীর মস্তকে হঠাৎ সীথিপাড়ার ন্যায় প্রকাশ পায়, সেই জ্বরকে কেশ-সীমান্তকৃৎ জ্বর কহে। এই জ্বর অসাধ্য।

পূর্ব্বোল্লিখিত সততাদি জ্বরসমূহের মধ্যে জ্বরারম্ভকালে রোগীর শীত অনুভব হইলে এবং জ্বর বিরামকালে দাহ উপস্থিত হইলে, জ্বরারম্ভকালে বাত-শ্লেষ্মার প্রকোপ জানিবে এবং অন্তে পিত্তের প্রকোপ জানিবে; এই প্রকার ত্রিদোষজনিত জ্বর সাধ্য। রোগীর জ্বরারম্ভকালে দাহ অর্থাৎ পিত্তের

প্রকোপ এবং জ্বর বিরামকালে শীত অর্থাৎ বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ হইলে সেই জ্বর কষ্ট সাধ্য।

বর্ষাকালে বাতিক, শরৎকালে পৈত্তিক ও বসন্ত ঋতুতে শ্লৈষ্মিক জ্বরকে প্রাকৃত জ্বর কহে, এবং ঋতুর বিপর্য্যয় অর্থাৎ বর্ষাকালে শ্লৈষ্মিক প্রভৃতি জ্বর হইলে, তাহাকে বৈকৃত জ্বর কহে, তাহা দুঃসাধ্য এবং বর্ষাকালে উৎপন্ন প্রাকৃত বাতজ্বরও দুঃসাধ্য।

বিষমজ্বরের দোষ-নিরূপণ।

বিষমজ্বরে বাতাদি দোষসমূহ তরুণ জ্বরের ন্যায় প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়-না এবং তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সমূহও প্রকাশ পায় না, বিবিধ অহিতাচরণাদি দ্বারা বিষমজ্বরে জ্বরের বেগ বৃদ্ধি হইলে, বাতাদির প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু বিষমজ্বরে সন্নিপাতজ্বরের উপদ্রব সমূহ প্রবলভাবে প্রকাশিত হইলে, ঐ জ্বর রোগীর প্রাণনাশক হয়, বিষমজ্বরে বাতাদিদোষ ও লক্ষণ ঈষৎ ব্যক্ত-ভাবে প্রকাশিত হইলেও, বিষমজ্বর প্রায়শঃ ত্রিদোষ জনিত, ইহা অনেকে অনেক সময় স্থির করিতে পারেন না, তজ্জন্য চিকিৎসাবিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করেন, বাতাদি দোষের প্রবলতা চিকিৎসক জ্বরারম্ভকালীন লক্ষণ দ্বারা অব-গত হইবেন ; অর্থাৎ চাতুর্থকজ্বরে জ্বরারম্ভকালে মস্তকে বেদনা হইলে, বায়ুর প্রাধান্য, জঙ্ঘাদ্বয়ে বেদনা হইলে, কফের প্রবলতা এবং কটিদেশে বেদনা হইলে, পিত্তের প্রধানতা ও তৃতীয়কজ্বরে জ্বরারম্ভকালে ত্রিকস্থানে বেদনা হইলে, কফপিত্ত এই দ্বিদোষের প্রধানতা ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা হইলে, বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা বুঝিতে হইবে, এইরূপ অন্যান্য জ্বরে শ্লেষ্মা প্রবল হইলে, জঙ্ঘাদ্বয়ে বেদনা জন্মাইয়া জ্বর উৎপাদন করে ও বায়ুর প্রাধান্য থাকিলে মস্তকে বেদনা প্রকাশানন্তর জ্বর হয়, এই সকল বিষমজ্বরে একদোষের প্রকোপ ও দ্বিদোষের প্রকোপ যেরূপ দৃষ্ট হয়, ত্রিদোষের প্রকোপও সেইরূপ দৃষ্ট হয়, যথা—জ্বরের পূর্ব্বে বাতশ্লেষ্মা দ্বারা দেহের শীতলতা এবং শীতানুভব ও অন্তে পিত্তদ্বারা দাহ অথবা জ্বরারম্ভকালে পিত্তদ্বারা দাহ ও জ্বর নিবৃত্তিকালে বাতশ্লেষ্মাদ্বারা শীত প্রকাশ পাইলে, জ্বরে বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মার একত্র প্রকোপ বুঝিতে হইবে। অতএব বিষমজ্বরে যে দোষের প্রবলতা

দৃষ্ট হইবে, সেই দোষনাশক ও রসাদি ধাতুসমতাকারক ঔষধ দ্বারা জ্বরের চিকিৎসা করিবে, দিনে ও রাত্রে জ্বরের আরম্ভ কাল দ্বারাও বাতাদি দোষের প্রবলতা অনেক স্থানে অবধারিত হয় অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও রাত্রির প্রথমাংশে সততক জ্বরের বেগ প্রকাশ পাইলে, কফোল্বন এবং সায়াহ্নে ও রাত্রিশেষে প্রকাশ পাইলে, বাতোল্বন সততক জ্বর বুঝিতে হইবে। রসাদিধাতুগত জ্বরই সন্ততক প্রভৃতি বিষমজ্বররূপে পরিণত হয়, যথা—রসধাতুগতজ্বর সন্ততজ্বরে, রক্তধাতুগতজ্বর সততকজ্বরে, মেদোধাতুগতজ্বর তৃতীয়ক জ্বরে ও মাংসগতজ্বর অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরে ইত্যাদি। ধাতুগতজ্বরের পৃথক্ লক্ষণসকল বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাভেদে অবগত হইবে; অর্থাৎ রসধাতুগত সন্ততজ্বরে কফের প্রবলতা-বশতঃ দেহের গুরুতা ও অরুচি এবং পিত্তের প্রবলতা বশতঃ বমন ইত্যাদি নিয়মে রক্তধাতুগত সততক জ্বরেও বাতাদি দোষের প্রবলতা লক্ষণভেদে দৃষ্ট হয়। জ্বরে রসের সামতা ও নিরামতার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

বিষম ও জীর্ণজ্বর-চিকিৎসাবিধি।

একদোষজ, দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ (সান্নিপাতিক) নবজ্বরের চিকিৎসা হইতে বিষম ও জীর্ণজ্বরের চিকিৎসা কঠিন, কারণ বাতাদিদোষ পৃথক বা মিলিতভাবে রসানুগামী হইয়া ঐ সমস্ত জ্বর উৎপাদন করে, রসের লঘুতা ও বাতাদি দোষের পরিপাক হইলেই জ্বর নিবৃত্ত হয়, কিন্তু সন্তত ও সততক প্রভৃতি বিষমজ্বরে ঈষৎ কুপিত বাতাদি দোষ, রস ও রক্তাদি ধাতুসমূহকে আশ্রয় করিয়া জ্বর উৎপাদন করে এবং শরীরস্থ রসরক্তাদির ক্ষয়বশতঃ জীর্ণ-জ্বরে পরিণত হয়, সুতরাং এস্থলে দোষ ও দূষ্য এই উভয়েরই প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক এবং দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক জ্বর-সমূহ কত দিনে বিষম জ্বররূপে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ নিয়ম লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব, যেহেতু বাতাদির হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে জ্বরের হ্রাসবৃদ্ধি, নিরামতা বা পক্বতা দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ বাতজ্বর ৭ দিনে কাহারও বা ১৪ দিনে, পিত্তজ্বর ১০ দিনে, শরীরবিশেষে ২০ দিনে নিবৃত্ত হয়, দ্বন্দ্বজ ও সন্নিপাতজ্বরে দোষের পরিপাক ও জ্বরের লঘুতা, শরীরের অবস্থানুসারে আরও অনেকদিন পরে লক্ষিত হয়, অতএব "মুক্তানুবন্ধিত্বং বিষমত্বং"

এবং "জ্বরোৎসৃষ্টস্য বা পুনঃ" এই দুইটী বাক্যের অর্থদ্বারা বিষমজ্বরের দিন নির্দ্ধারিত করা অসম্ভব। সাধারণতঃ ১৩ দিন মধ্যে দোষের পরিপাক ও প্রবলবেগ হ্রাস পায়। বাতাদি দোষ সমূহের পরিপাক ও জ্বরের লঘুতা হইলেও পুনরায় অহিতাচরণ দ্বারা অথবা প্রথম হইতে কতকগুলি জ্বর শরীরের অবস্থানুসারে বিষমজ্বরে পরিণত হয়, বিষমজ্বর উৎপন্ন হইলে শরীরস্থ রস ও রক্তাদি-ধাতুর বিকৃতি হয় এবং রস ও রক্তাদির বিকৃতি বা অল্পতাবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন রোগ (যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি) উৎপন্ন হইয়া শরীরের কৃশতা সম্পাদন করে, তখন ঐ জ্বর জীর্ণজ্বররূপে পরিণত হয়। নবজ্বরের ত্রিসপ্তাহ পরে এইরূপ জীর্ণ-জ্বর প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, বাতাদি দোষের অল্পতা প্রযুক্ত অনেকস্থানে জ্বর মৃদুভাবে শরীরে প্রকাশ পাইয়া অহিতাচরণদ্বারা বা উপযুক্ত ঔষধ সেবনের অভাবে বিষমজ্বররূপে পরিণত হয়, এমতাবস্থায় বাতাদিদোষের যথাসম্ভব পরিপাক অবগত হইয়া চিকিৎসক রোগীকে লঘু অন্ন ভোজন করাইয়া বিষমজ্বরের উপযুক্ত ঔষধাদি সেবন করিতে দিবেন, সাধারণতঃ রোগীর অন্নাহার সহ্য হইলে, অনেক স্থানে জ্বরের পুরাণত্ব অবগত হওয়া যায়, যে হেতু পুরাতন জ্বরে অন্নাহারদ্বারা জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি প্রায়শঃ লক্ষিত হয় না, অনেক স্থানে পুরাতন জ্বরে অন্নাহার প্রদান না করায় রোগীর রস ও রক্তাদি ক্ষয় পাইয়া বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইতে থাকে। বিষমজ্বর ও জীর্ণজ্বরে রোগীর দোষের সামতা ও নিরামতা, রসের সামতা ও নিরামতা, জ্বরের উত্তাপ ও নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিবে; সন্ততজ্বরকে প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তৃগণের মধ্যে অনেকে বিষমজ্বরমধ্যে নির্ব্বাচন করেন না, কারণ উহার মুক্তানুবন্ধিত্ব লক্ষণ নাই, উহার চিকিৎসাও অনেকাংশে মধ্যজ্বরের চিকিৎসার অনুরূপ, এই জ্বর দীর্ঘকাল শরীরে অবস্থান করিলে, শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে এবং প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইতে থাকে; কাহারও বা উদরাময়, শোথ, কাস ও সর্দ্দি প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পায়, অনন্তর কাহারও আমসংযুক্ত মল ও রক্ত নির্গম, গাত্রে স্থানে স্থানে পীড়কা, জিহ্বায় ও দন্তের মূলে ক্ষত এবং সেই সকল ক্ষতস্থান ও নাসিকা হইতে রক্তনির্গম প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, হস্ত ও পদ প্রভৃতি শুষ্ক হইতে থাকে, দেখিতে নরকঙ্কালবৎ প্রতীয়মান হয়, সততকজ্বরও ঐরূপ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শরীরে প্রকাশিত হইয়া ক্রমশঃ রক্তধাতুগত জ্বরের লক্ষণসমস্ত প্রকাশ করে এব অনেকে উহাতে প্রাণ পরিত্যাগ করে, এইরূপ সমস্ত বিষমজ্বরেই জ্বরের দীর্ঘকালভোগ, উত্তাপের বৃদ্ধি, উদরাময়, শোথ, কাস, প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি, মন্দাগ্নি, অরুচি ও শরীরের

কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণই রোগীর প্রায়শঃ জীবননাশক বুঝিতে হইবে। জ্বরের দীর্ঘসূত্রতা শ্লেষ্মার কারণ, উত্তাপের বৃদ্ধি পিত্তের কারণ, বিষমজ্বরে দোষ ও দূষ্য উভয়েরই প্রকোপ হওয়ায় বাতাদির সমতাকারক এবং রস ও রক্তাদি ধাতুর সংশোধনার্থ বটিকা, কাথ ও চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; সাধারণতঃ অন্যেদ্যুষ্ক বিষমজ্বরে দীর্ঘকাল ভোগ ও তাপের বৃদ্ধি দেখিতে পাইলে, পিত্তশ্লেষ্মনিবর্ত্তক ও রসসংশোধক জয়াবটী ও মৃত্যুঞ্জয়রস প্রভৃতি রুক্ষ ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য; এইরূপ অনেক স্থানে সামজ্বরের ও অনেকস্থানে নিরামজ্বরের ও মধ্যজ্বরের ঔষধ রোগীকে সেবন করান উচিত, কিন্তু রোগীর শরীর কৃশ হইলে ও জ্বর দীর্ঘকালব্যাপী হইলে, শ্লেষ্মাদির প্রবলতা বিবেচনা করিয়া ধাতু সমতাকারক শ্লেষ্মাদি নিবর্ত্তক যথাসম্ভব রুক্ষ ঔষধ অর্থাৎ সার্ব্বভৌমরস; বৃহৎ বিশ্বেশ্বররস, বৃহৎ কস্তূরীভৈরব ও সৌভাগ্যবটী প্রভৃতি সেবন করান বিধেয়। সন্তত, সততক, তৃতীয়ক ও অন্যেদ্যুষ্ক প্রভৃতি জ্বর হ্রাস পাইলে, যদ্যপি শরীরের বল ও বর্ণ যথারীতি পূর্ব্ববৎ প্রকাশ পায়, তাহা হইলেই জ্বর নিবৃত্ত হইয়াছে জানিবে, আর যদ্যপি জ্বর সমভাবে থাকে বা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে রোগীর অমঙ্গল সম্ভাবনা, যেহেতু ঐ অবস্থায় শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইলে বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয়, অতএব এই সকল বিভিন্ন অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ ঔষধের আবশ্যক, চিকিৎসার সুবিধার্থ বিষমজ্বরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—প্রথমাবস্থায় জ্বরের প্রবলবেগ এবং তৎসঙ্গে শরীরের ও ধাত্বাদির কৃশতা, কাস, প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতির সামান্য বৃদ্ধি বা অভাব ইত্যাদি। দ্বিতীয়াবস্থা বা বিবিধ উপসর্গ সমন্বিত জ্বরের দীর্ঘসূত্রতা, শরীর ও ধাত্বাদির কৃশতা, উদরাময়, কাস, শোথ ও প্লীহা প্রভৃতির বৃদ্ধি। তৃতীয়াবস্থা জ্বর পর্য্যায়ক্রমে বা অনিয়মিতভাবে বৃদ্ধি, সময় সময় হ্রাস, প্লীহাদির অল্পতা বা মধ্যাবস্থা বা অভাব। বিষমজ্বরের চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, ঐ ত্রিবিধ অবস্থার উপর দৃষ্টি রাখা উচিত; প্রথমতঃ জ্বরের তাপ নিরীক্ষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রথমাবস্থা। জ্বরের প্রবল বেগ দৃষ্টহইলে ও শরীর এবং ধাত্বাদির নাতিকৃশতা দর্শন করিয়া সামজ্বরের মৃত্যুঞ্জয়রস, জয়াবটী ও অন্যান্য ঔষধ এবং নিরাম জ্বরের জ্বরারি অভ্র, জ্বরাশনিরস, পঞ্চভদ্রকাথ প্রভৃতি ঔষধ রোগের লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করা বিধেয়, কিন্তু বিষমজ্বরে রোগীর

আমরসের অপক্কতা ও বাতাদি দোষের প্রবলতা বশতঃ স্বীয় লক্ষণ দেখিতে পাইলে সামজ্বরের নিয়মানুসারে রোগীকে লঙ্ঘন প্রদান করিয়া সামজ্বরে নির্দ্দিষ্ট ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে; কিন্তু কাথ সেবন করাইবে না, বিশেষতঃ এই অবস্থায় শীঘ্রই জ্বর নষ্ট করিবার মানসে বিষপ্রধান বা অধিক বিষাক্ত ঔষধ সেবন করাইবে না। যেহেতু বিষমজ্বরের প্রত্যেক অবস্থায় তীব্র ঔষধাদি প্রয়োগে ধাত্বাদির বিকৃতি হয়। প্রথমাবস্থায় জ্বরের প্রবলবেগ থাকিলে, রসের পরিপক্কতা লক্ষ্য করিয়া নিরামজ্বরে নির্দ্দিষ্ট ক্বাথ রোগীকে সেবন করাইবে. প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে, প্লীহা ও যকৃতের অবস্থান ও দোষ পর্য্যালোচনা করিয়া বিবিধ ঔষধ এবং প্রলেপাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কাস বা উদরাময় প্রভৃতি উপস্থিত হইলে তত্তৎরোগ নিবারক (উপদ্রব চিকিৎসার) ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

দ্বিতীয়াবস্থা। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে অনেকস্থলে প্রায়শঃ দুর্জ্জলজ্বর এই অবস্থায় পরিণত হয়। রস ও রক্তাদি ধাতুসমূহের ক্ষয় অথবা বাতাদি দোষের প্রকোপবশতঃ শরীরের কৃশতা ও তৎসঙ্গে জ্বরের দীর্ঘ-কাল স্থায়িত্ব বা নিরন্তর বেগ, উদরাময়, প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি, শোথ ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, সর্ব্বপ্রথমে অগ্নিবর্দ্ধক অর্থাৎ উদরাময়নাশক ঔষধের প্রতি দৃষ্টি রাখাই কর্ত্তব্য, যেহেতু উদরাময়ের নিবৃত্তি হইলে, অগ্নিবল বৃদ্ধি হয়, এই অবস্থায় উদরাময়নাশক অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা রসপর্প্পটী, লৌহপর্প্পটী ও স্বর্ণপর্প্পটী প্রভৃতি পর্প্পটীজাতীয় ঔষধেই অধিক উপকার হয়, বিশেষতঃ রোগীর হস্ত পদাদি স্থানে শোথ দৃষ্ট না হইলে, কেবল উদরাময়, জ্বর, কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে. পর্প্পটীসেবীকে ব্যঞ্জনসহ সহ্যমত অন্নপথ্য প্রদান করিবে, উদরাময় এবং হস্তপদাদিস্থানে শোথ অথবা সর্ব্বাঙ্গে শোথ বিদ্যমান থাকিলে, লবণ ও জল বন্ধ করিয়া দুগ্ধান্ন পথ্য প্রদান পূর্ব্বক পর্প্পটী প্রয়োগ করিলে শীঘ্র উপকার হয়, কিন্তু রোগী লবণ ও জল পরিত্যাগ করিতে একেবারে অক্ষম হইলে দুগ্ধান্ন প্রদান পূর্ব্বক পর্প্পটী প্রয়োগ করিবে। কেবলমাত্র উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে, দুগ্ধান্ন সেবন করিবার বিশেষ আবশ্যকতা হয় না। বাতবলাসক বা অন্যান্যজ্বরে রোগীর হস্তপদাদিতে অল্পশোথ দৃষ্ট হইলে, শোথনাশক ঔষধ প্রদান করিবে। প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধিহেতু যকৃৎ ও প্লীহার স্থানে বেদনা ও তজ্জনিত জ্বর মৃদুভাবে দীর্ঘকাল অথবা নিয়ত বেগসহকারে প্রকাশ পাইলে, প্লীহা ও যকৃতের চিকিৎসানুসারে

চিকিৎসা করিবে। রোগীর দুর্ব্বলাবস্থায় কখনও তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা প্লীহা বা যকৃৎ হ্রাস করিতে চেষ্টিত হইবে না। তীক্ষ্ণ বা ক্ষারপ্রধান অর্থাৎ মাণকাদিগুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা, চিত্রকাদিলৌহ ও অভয়ালবণ প্রভৃতি ঔষধ যথানিয়মে রোগীকে সেবন করিতে দিবে ও প্লীহারোগে নির্দ্দিষ্ট প্রলেপ প্লীহা বা যকৃতের উপর প্রয়োগ করিবে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে প্লীহা বা যকৃৎ নাশক মৃদুবিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে। প্লীহা অত্যন্ত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে বর্দ্ধমানাপিপ্পলী উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহা ব্যবহারে হস্তপদাদি স্থানগত সামান্য শোথও নিবৃত্ত হয়, বিষমজ্বরের দ্বিতীয় অবস্থায় প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধির সহিত হস্তপদাদিতে শোথের আধিক্য দৃষ্ট হইলে, মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিবে, জ্বরের ঔষধ প্রত্যেক অবস্থায় বিবেচনা পূর্ব্বক প্রদান করিবে। প্লীহা ও যকৃৎ-বৃদ্ধির জন্য জ্বর হইলে, তন্নিবারণার্থ রোগীকে বিষমজ্বরে বা নিরামজ্বরে নির্দ্দিষ্ট ক্বাথ এবং বটিকা ও চূর্ণ ঔষধ অবস্থানুসারে সেবন করাইবে, উদরাময় বা প্লীহা ও যকৃৎবৃদ্ধি প্রশমিত হইলে, জ্বর অনেকস্থলে স্বয়ং মন্দীভূত হয় বটে, তথাপি উভয়বিধ ঔষধই প্রয়োজ্য; প্লীহা ও যকৃৎ রোগের চিকিৎসাকালে উপ-দ্রব নিবারণার্থ পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ ব্যবহার করা উচিত এবং যে কোন অবস্থায় শরীর পাণ্ডুবর্ণ দৃষ্ট হইলে, নবায়সলৌহ প্রভৃতি সেবন করাইবে, উদরাময় বা যকৃৎ ও প্লীহার অত্যন্ত বৃদ্ধি ব্যতীত জ্বর ধাতুগত হওয়ায় শরীরের ক্রমশঃ শীর্ণতা; জ্বরের সর্ব্বদা অবস্থান, প্লীহা বা যকৃতের সামান্য বৃদ্ধি ও কাস প্রভৃ-তির লক্ষণ অল্প প্রকাশ পাইলে, জ্বরের লক্ষণানুসারে নির্দ্দিষ্ট ঔষধ সকল রোগীকে সেবন করাইবে, বাতাদি দোষের প্রতি লক্ষ্য করাও বিশেষ কর্ত্তব্য অর্থাৎ শ্লেষ্মার আধিক্যবশতঃ অগ্নিমান্দ্য হইয়া রোগীর শরীরে সর্ব্বদা জ্বর অবস্থিত ও ক্রমশঃ শরীর শীর্ণ হইলে, সেই অবস্থায় ধাতুসমতাকারক বৃহৎ-কস্তূরীভৈরব, সার্ব্বভৌমরস, বৃহৎ বিশ্বেশ্বররস, জ্বরমাতঙ্গকেশরী ও জ্বরারি-অভ্র প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে প্রদান করিবে এবং অগ্নি ও বলবর্দ্ধক পথ্য (মাংসযূষ, মুদ্গযূষ প্রভৃতি) প্রদান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। শারীরিক বল বৃদ্ধি না হইলে, ঐ সকল অবস্থায় যতই ঔষধ প্রদান করা যায়, কিছুতেই জ্বরের লাঘব হয় না এবং রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে সকল অবস্থায় অন্যান্য রোগ জ্বরের সঙ্গে প্রধান রূপে লক্ষিত হয়, সেই সকল স্থানে তত্তৎ রোগনিবর্ত্তক জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। বিষম বা জীর্ণজ্বরে বিশেষ কারণ ব্যতীত রোগীর অন্নাহার বন্ধ করিবে না, অবস্থানুসারে অগত্যা একবেলা অন্নাহার

প্রদান করিবে, রাত্রে মণ্ড বা যূষ ভক্ষণ করিতে দিবে, জ্বর অনেক রোগের সঙ্গেই প্রকাশ পায়, এরূপ স্থলে তত্তৎ রোগনাশক অথচ জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয় অবস্থা। বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশে দুর্জ্জলজ্বর (ম্যালেরিয়া জ্বর) হইতে প্রায়শঃ এই অবস্থা দৃষ্ট হয় ; যাহাই হউক জ্বরের লক্ষণ-দ্বারা বাতাদিদোষের প্রবলতা নিরূপিত করিয়া তাহার প্রতীকারে চেষ্টিত হইবে। এই তৃতীয় অবস্থায় জীর্ণজ্বর ৭।৮ মাস অথবা ১।২ বৎসর কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে দেখা যায়, ঐ অবস্থায় স্নান আহার সমস্তই সহ্য হয় ; কেবলমাত্র জ্বরের ভোগকালে দুই চারি দিন স্নান আহার বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য, এই সমস্ত জ্বর অনেকস্থানে জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে ও ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে ঔষধভিন্নও নিবৃত্ত হয়, যে সমস্ত জ্বর এইরূপ ভাবে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অনিয়মিতভাবে অর্থাৎ মাসে দুই তিন দিন বা মাসের মধ্যে এক দিন উপস্থিত হয়, সেই সমস্ত জ্বর দীর্ঘকাল পরে বিবিধরোগ উৎপাদন করে এবং ঋতুবিশেষে প্রবলবেগে প্রকাশিত হইয়া রোগীর জীবন নষ্ট করিতে পারে, অতএব এই জ্বরকেও কোনও রূপে উপেক্ষা করা উচিত নহে, ঐ অবস্থায় বিবিধ উষ্ণবীর্য্য বটিকা ও ক্বাথ সেবন বা অন্যান্য ক্রিয়াদ্বারা রোগীর রুক্ষতা উপলব্ধি হইলে কফের ক্ষীণতা বুঝিতে পারিবে, তখন দশমূলষট্পলক ঘৃত প্রভৃতি রোগীকে সেবন করাইবে, রোগীর অন্নাহার যথারীতি সহ্য হইলে এবং অগ্নিবল প্রবল থাকিলেই ঘৃত সেবন ব্যবস্থেয়, বিষমজ্বরে কফের আধিক্য এবং অগ্নির হীনতা দেখিতে পাইলে, ঘৃত সেবন করাইবে না। ঘৃতপানকালে রোগীর অগ্নিবল সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ; অগ্নির হীনতা, উদরাধ্মান ও অম্লোদ্গার ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে, জ্বরে ঘৃত সেবন করান নিতান্ত গর্হিত। ঘৃত সেবনের কিছুদিন পরে বাতপিত্ত-প্রধান অবস্থায় বিবিধ দ্রব্যে সাধিত দুগ্ধ রোগীকে পান করাইবে। বাতপিত্ত-প্রধান জীর্ণজ্বরে শ্লেষ্মার ক্ষীণতা ও রক্তাদি ধাতুর হীনতা দৃষ্ট হইলে, বিবেচনা পূর্ব্বক রোগীকে বিবিধ দ্রব্য সংযোগে পক্ক দুগ্ধ সেবন করাইবে, বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ ও রক্তাদির হীনতা প্রযুক্ত জীর্ণজ্বরে কাস, শ্বাস, শিরঃশূল ও শোথ প্রভৃতি উপস্থিত হয়, তন্নিবারণার্থ রোগীকে পঞ্চমূল্যাদি দ্রব্যে সাধিত দুগ্ধ সেবন করান কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ ঐ সকল অবস্থায় নবায়সলৌহ প্রভৃতি

অল্পমাত্রায় রোগীকে সেবন করাইবে, জীর্ণজ্বরে প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে বা উহাতে বেদনা থাকিলে পক্ক দুগ্ধ সেবন করাইবে না ; জ্বরের তরুণাবস্থায় অথবা শ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে, এই দুগ্ধ বিষবৎ জানিবে। ঘৃত সেবন করাই-বার কিছুদিন পরে দুগ্ধ সেবন করান কর্ত্তব্য। জ্বরের এইরূপ তৃতীয়াবস্থায় সর্ব্বজ্বরহরলৌহ, বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ প্রভৃতি ঔষধ অত্যন্ত উপকারী, ঘৃত-সেবন ও পঞ্চমূল্যাদি দ্রব্য সাধিত দুগ্ধপান দ্বারা জীর্ণজ্বর দূরীভূত না হইলে, রোগীকে বমনযোগোক্ত ঔষধ সেবন করাইয়া বমনদ্বারা ঊর্দ্ধগত দোষের নিবৃত্তি করিবে এবং বিরেচনযোগোক্ত ঔষধ সেবন করাইয়া বিরেচনদ্বারা অধোগত দোষ নিঃসারণ করাইবে, এই বমন ও বিরেচন ঔষধ প্রয়োগকালে রোগীর শারীরিক বলের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। রোগী কৃশ হইলে বমন ও বিরেচনার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিবে না ; ঐ অবস্থায় বিরেচনের আবশ্যকতা হইলে, উষ্ণ দুগ্ধ পান করাইয়া রোগীর উদরস্থ মল নিঃসারণ করাইবে এবং ঊর্দ্ধগত দোষ অর্থাৎ শিরঃশূল, অরুচি, মাথায় ভার ও ইন্দ্রিয়াদির জড়তা লক্ষিত হইলে, মৃদুগুণবিশিষ্ট নস্য প্রয়োগ করিবে, ঐ নস্য প্রয়োগে নাসিকা হইতে সর্দ্দি নির্গত হইলে, ঊর্দ্ধগত দোষ অনেকাংশে নিবৃত্ত ও জ্বর নষ্ট হয়। এইরূপ অবস্থায় শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, মহালক্ষ্মীবিলাস, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস অত্যন্ত উপকারী, দশমূলষট্পলক ঘৃত প্রভৃতি সেবন, পঞ্চমূল্যাদিক্ষীর পান, বমন, বিরেচন ও নস্যপ্রয়োগ প্রভৃতির প্রায়শঃ আবশ্যকতা হয় না, রস-চিকিৎসোক্ত জ্বরাশনিলৌহ, সর্ব্বজ্বরহরলৌহ, বৃহৎচিন্তামণি প্রভৃতি বীর্য্যবান্ ঔষধ প্রয়োগে ঐ সমস্ত দোষ প্রায়শঃ নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ বিবেচনা পূর্ব্বক রেচক অথচ ঊর্দ্ধ-শ্লেষ্মনাশক অনুপান সহকারে ঔষধ সেবন করাইলে, শরীরস্থ রসাদি ধাতুর সমতা হয় এবং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জীর্ণজ্বরে বায়ুর অথবা বায়ুপিত্তের প্রবলতা বশতঃ জ্বর অতি মৃদুভাবে রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয়-পূর্ব্বক প্রকাশ পাইলে এবং স্নানাহার সহ্য হইলে, জ্বরনাশক কিরাতাদি তৈল প্রভৃতি গাত্রে মর্দ্দন করাইবে ; কিন্তু রোগীর শরীর শ্লেষ্মপ্রধান বা বাতশ্লেষ্ম-প্রধান হইলেও অনেক স্থানে ঐ সমস্ত তৈল প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না, এরূপ স্থলে শিরোরোগ চিকিৎসায় বক্ষ্যমান তপ্তরাজতৈল, কনকতৈল, মহাদশমূলতৈল ও রুদ্রতৈল প্রভৃতি, জীর্ণজ্বরে শ্লেষ্মা বা বাতশ্লেষ্মার প্রাবল্য অবস্থায় ব্যবস্থা করিবে এবং শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, মহালক্ষ্মীবিলাস, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস ও মহারাজবটী প্রভৃতি বাতশ্লেষ্মনাশক ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। ঐ

সমস্ত ঔষধে অল্প জ্বর ও গাত্র বেদনা, মাথার ভার, সর্দ্দি ও কাস প্রভৃতি উপসর্গ শীঘ্রই নিবৃত্ত হয়। জ্বররোগে রোগীর সমস্ত শরীরে অঙ্গারক প্রভৃতি তৈল উপযুক্তরূপে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করাইবে এবং তৈল শরীরে শোষিত হইলে, রোগীকে স্নান করাইবে। রোগীর শরীর বাতশ্লেষ্মপ্রধান হইলে কনকতৈল, রুদ্রতৈল প্রভৃতি মালিস করাইয়া ঈষদুষ্ণ জলে রোগীকে স্নান করাইবে, শরীর বাতপিত্তপ্রধান হইলে কিরাতাদি প্রভৃতি তৈল গাত্রে মর্দ্দন করাইয়া ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইবে, ঈষদুষ্ণ জলে স্নান অবস্থাবিশেষে ব্যবস্থা করিবে। শীতল জলে স্নান সহ্য হইলে, তাহাও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ফলতঃ অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করাই চিকিৎসকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। তৈলমর্দ্দন বহির্মার্গ গত অর্থাৎ ত্বগাদিস্থিত জ্বরেই সমধিক উপকারী, কিন্তু যে সমস্ত জ্বর নাড়ীতে প্রবল বা মৃদুভাবে প্রকাশ পায়, অথচ গাত্রে জ্বরজনিত উত্তাপ অনুভূত হয় না, সেই সমস্ত জ্বরে তৈল মর্দ্দন প্রশস্ত নহে।

জীর্ণ ও বিষমজ্বরে—ঔষধ।

কণাবটী। অন্যেদ্যুষ্ক, অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয়, তৃতীয়ক ও তৃতীয়কবিপর্য্যয়-জ্বরে আমরস বিদ্যমান থাকিলে এবং দুর্জ্জলজনিত জ্বর (ম্যালেরিয়া জ্বর) প্রবলবেগ সহকারে প্রকাশিত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। পর্য্যায়ক্রমে ঐ সমস্ত জ্বরে ঔষধ সেবনে অত্যন্ত উপকার হয়। প্রথম দিন প্রাতঃকালে একটী বটী আদার রস ও মধু সংযোগে সেবন করাইবে, প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে পিপুল চূর্ণ ও মধু সংযোগে সেবন বিধেয়; দ্বিতীয় দিন প্রাতে ঐরূপ অনুপানে দুই বটী একত্র সেবন করাইবে, তৃতীয় দিনে ৩ বটী একত্র সেবন করাইবে, এইরূপে এক একটী বটিকা ৭ দিন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া সেবন করান কর্ত্তব্য। সাত দিন মধ্যে ঐ সমস্ত জ্বরের পর্য্যায় অর্থাৎ নিয়ম বন্ধ হইলে, যে দিনে জ্বরের নিয়ম বন্ধ হইবে, সেই দিন হইতে পুনর্ব্বার এক এক বটী হ্রাস করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে, সাত দিন মধ্যে দোষের প্রবলতা বশতঃ ঐ সমস্ত জ্বর বন্ধ না হইলে, আট দিন হইতে পুনর্ব্বার এক-বটী হ্রাস করিয়া অর্থাৎ সাত বটী একত্র করিয়া যথা অনুপানে রোগীকে সেবন করাইবে এবং ৯ম ও ১০ম প্রভৃতি দিনে প্রত্যহ এক এক বটী হ্রাস করিয়া প্রয়োগ করিবে। একবার ঐ নিয়মে ঔষধ সেবনে জ্বর নিবৃত্ত না হইলে, দুই তিন বার সেবনে ঐ সমস্ত জ্বরের পর্য্যায় বন্ধ হয়।

কণাবটী। রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, গোদন্ত হরিতাল ২ তোলা ও পিপ্পলী ২ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে; অনন্তর নিম্বপত্ররসে ২১ বার ভাবনা দিবে; বটী সরিষা প্রমাণ।

জ্বরাশনিলৌহ। বাতাশ্রিত, পিত্তাশ্রিত, বাতপিত্তাশ্রিত, পিত্তশ্লেষ্মা-শ্রিত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয় ও চাতুর্থক প্রভৃতি বিষমজ্বরে এবং দুর্জ্জলজনিত জ্বরে জ্বরের বেগ অল্প থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে; ঐ সমস্ত জ্বরে প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি ও কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকি-লেও রোগীকে ইহা সেবন করান যায়। পুরাতন প্লীহা বা যকৃৎরোগে অথবা পিত্তাশ্রিত বা বাতাশ্রিত পুরাতন কাসে অল্প জ্বর থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, বিষমজ্বর ও তৎসঙ্গে প্রস্রাবে জ্বালা ও সামান্য শুক্র-

ক্ষরণ অর্থাৎ প্রমেহ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফলদর্শে। রোগীর উদরাময় থাকিলে, এই ঔষধে তাম্রভস্মের পরিবর্ত্তে রৌপ্যভস্ম প্রয়োগ করিবে। অনুপান পানের রস ও মধু, শ্লেষ্মা তরলাবস্থায় নির্গত হইলে অথবা প্লীহা ও যকৃৎ বিদ্যমান থাকিলে, পিপুলচূর্ণ ও মধু।

জ্বরাশনিলৌহ। রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সৈন্ধব ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, তাম্র- ১ তোলা; লৌহ ৫ তোলা ও অভ্র ৫ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহ পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক নিসিন্দাপত্রের রস সহ লৌহদণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিবে; পশ্চাৎ মরিচচূর্ণ ১ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। বটী ১ রতি।

চন্দনাদিলৌহ। বাতপিত্তাশ্রিত বা পিত্তাশ্রিত জীর্ণজ্বর মৃদুবেগে প্রকাশ পাইলে এবং অল্পকাল স্থায়ী হইলে, এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী; যে সকল রোগীর প্রত্যহ বা ৮।১০ দিন অন্তর অথবা পূর্ণিমা বা অমাবস্যা উপলক্ষে ২।৩ দিন অল্প অল্প জ্বর হয় এবং শরীরে রক্তের অভাব জ্বরকালে দাহ ও পিপাসা লক্ষিত হয়, তাহাদিগকে জ্বরের নিরামাবস্থায় প্রত্যহ এক বটী সেবন করিতে দিবে, জ্বরের সঙ্গে যাহাদের প্রমেহের লক্ষণ অর্থাৎ প্রস্রাবে জ্বালা, প্রস্রাব হরিদ্রা বা রক্তবর্ণ ইত্যাদি উপসর্গ প্রবলভাবে উপস্থিত হয়, তাহা-দিগকে এই ঔষধ সেবন করান আবশ্যক; জ্বরের বেগ অধিক হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে না। পুরাতন প্লীহা বা যকৃৎ জ্বরের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলেও এই ঔষধে অত্যন্ত উপকার হয়। অনুপান—ক্ষেৎপাপড়ার রস ও মধু।

চন্দনাদিলৌহ। রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণারমূল, পিপুল, হরীতকী, শুঁঠ, উৎপল, আমলকী, বিড়ঙ্গ, মুথা ও রক্তচিতা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইবে, লৌহ সর্ব্ব সমষ্টির সমান, জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস। সর্ব্ববিধ বিষমজ্বরের প্রবল বা মৃদু বেগ এই উভয় অবস্থায় রোগীর শরীর বাতশ্লেষ্ম বা শ্লেষ্মপ্রধান থাকিলে এবং সন্তত জ্বরে রোগীর মুখে ঘা ও দন্তনালীর বিশীর্ণতা, নাসিকা হইতে জলস্রাব (সর্দ্দি) ইত্যাদি লক্ষণ দেখিতে পাইলে, রোগীকে সাম বা নিরামাবস্থায়, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, যাহাদের দিবা ও রাত্রিব্যাপিয়া জ্বর প্রকাশ পায় (সন্তত প্রভৃতি জ্বর) তাহাদিগের ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগেও ইহা ব্যবহার্য্য। অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক বা চাতুর্থক জ্বরে অথবা পূর্ণিমা ও অমাবস্যা উপলক্ষে প্রত্যহ বা ২।১

দিন অন্তর যাহাদের জ্বর হয়, তাহাদের কাস, অগ্নিমান্দ্য, মাথায় সামান্য বেদনা ও ভারবোধ, সর্দ্দি ও মুখে দুর্গন্ধ ইত্যাদি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে ইহা সেবন করিতে দিবে; জীর্ণজ্বরেও শ্লেষ্মা প্রবল হইলে ইহা বিশেষ উপকারী। জ্বর-ব্যতীত উর্দ্ধজত্রুগত যাবতীয় রোগে, আমবাতে, চক্ষুরোগে অর্থাৎ চক্ষু হইতে পিচুটি ও জলপড়া এবং তজ্জন্য চক্ষুর দৃষ্টিহানি কাণপাকা, মাথায় ভার, দন্ত-মূলের স্ফীততা ইত্যাদি রোগেও এই ঔষধ অমৃতবৎ কার্য্যকারী। অনুপান— নিসিন্দাপাতার রস ও মধু অথবা অথবা নিসিন্দাপাতা ও পালিধাপাতাব রস ও মধু কিম্বা পানের রস ও মধু।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস। পারদ, গন্ধক, অভ্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, কাকড়াশৃঙ্গী, যমানী, কুড়, হিং, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সোহাগারখৈ, গজপিপুল, জয়িত্রী, যমানী, লৌহ, দুরালভা, লবঙ্গ, ধুস্তুরবীজ, জৈপালবীজ (মতান্তরে কৃষ্ণধুস্তুরবীজ), কট্‌ফল, চিতামূল, চই ও বচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে; অনন্তর বিল্বমূলছাল, আকন্দমূল, রক্তচিতামূল, দন্তীমূল, শজিনাছাল, বামনহাটী; বাসকপাতা, নিসিন্দাপাতা, গণিয়ারী, ধুস্তুরমূল, কৃষ্ণজীরার ক্বাথ, পালিধামাদারপাতা, পিপুলমূল, কণ্টকারীমূল ও আদা, এই সকল দ্রব্যে সাত বার করিয়া ভাবনা দিবে। রোগীর উদরাময় থাকিলে, জৈপাল বীজের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণধুস্তুরবীজ প্রদান করিবে। বটী ২ রতি।

পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ। বাতপিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্ম প্রধান বিষম-জ্বরে ও জীর্ণজ্বরে জ্বরের বেগ অল্প থাকিলে, নিরামাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করাইবে। জ্বরে উদরাময় অর্থাৎ আম বা আমরক্ত সংযুক্ত মল নির্গম অথবা গ্রহণী, হস্ত ও পদাদিতে শোথ, প্লীহা ও যকৃৎবৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। সন্তত, সতত, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক-জ্বর অল্পকালস্থায়ী হইলে ও অল্প বেগে প্রকাশ পাইলে অথবা ৮।১০ বা ১৫ দিন অন্তর অল্প জ্বর হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, ঐ সমস্ত জ্বরে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি ও শোথ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। পুরাতন জ্বরে প্রস্রাব কালে জ্বালা অথবা চূণ কিম্বা খড়ি গোলার ন্যায় প্রস্রাবের নিম্নে সঞ্চিত হইলে বা প্রস্রাবকালে কষ্টবোধ হইলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। উদরাময় প্রবল থাকিলে তাম্রস্থানে রৌপ্যভস্ম প্রয়োগ করিবে। অনুপান—উদরাময় থাকিলে

জীরাচূর্ণ ও মধু, কোষ্ঠকাঠিন্য ও প্লীহা বৃদ্ধির অবস্থায় পিপ্পলীচূর্ণ, হিং ও সৈন্ধবলবণ বা মনসা সীজের পাতা আগুণে গরম করিয়া তাহার রস ও মধু, প্রমেহ দোষে পানের রস ও মধু।

পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ। হিঙ্গুলোত্থ পারদ ও শোধিত গন্ধক উভয়ে সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে, পরে উহাদ্বারা পর্পটী পাক করিয়া ঐ পর্পটী ২ তোলা, স্বর্ণ ।॰ আনা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা, বঙ্গ ॥॰ আনা, প্রবাল ॥॰ তোলা, গেরীমাটী অর্দ্ধ-তোলা, মুক্তা ।॰ আনা, শঙ্খভস্ম ।॰ আনা, শুক্তিভস্ম ।॰ আনা, এই সমুদয় একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক দুই খানা ঝিনুক দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া মৃত্তিকালিপ্ত করিবে; অনন্তর মৃদুপুটে পাক করিবে। গন্ধকের গন্ধ বহির্গত হওয়া মাত্র পাক সমাধা হইয়াছে জানিবে।

বিষমজ্বরান্তকলৌহ। অন্যেদ্যুষ্ক, ত্র্যাহিক ও চাতুর্থক বিষমজ্বরে বাতপিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে এবং জ্বর অল্পক্ষণস্থায়ী ও অল্প বেগে প্রকাশ পাইলে, নিরামাবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্লীহা বা যকৃৎ অল্প বৃদ্ধি পাইলে এবং শুষ্ককাস অল্প অল্প পরিমাণে নির্গত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

বিষমজ্বরান্তকলৌহ। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তাম্র ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক-১ তোলা, লৌহ ৬ তোলা; একত্র মর্দ্দন করিবে, অনন্তর জয়ন্তীপাতা, কুলেখাড়া, বাসক-পাতা, আদা ও পান; এই সকল দ্রব্যের রসে যথাক্রমে পাঁচ'বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

ষড়াননরস। অন্যেদ্যুষ্ক, ত্র্যাহিক ও চাতুর্থক বিষমজ্বরে পিত্তশ্লেষ্মা বা বায়ুপিত্ত প্রবল থাকিলে এবং জ্বরকালে পিপাসা, দাহ ও জ্বরের বেগ অধিক প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, অনুপান—পানের রস ও মধু; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু। পিত্তাধিক্য অবস্থায় শেফালিকাপাতার রস ও মধু বা গুলঞ্চের রস ও মধু।

ষড়াননরস। পিত্তল, কাঁসা, তাম্র, হিঙ্গুল, পিপুল ও বিষ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গুলঞ্চের রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

ত্র্যাহিকারিরস। তৃতীয়ক জ্বরে বাতশ্লেষ্মা, বাতপিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে এবং জ্বরের বেগ প্রবল হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। জ্বরারম্ভকালে সামান্য শীত ও জ্বর বিরামকালে ঘর্ম্ম, গাত্র-দাহ এবং জ্বরকালে পিপাসা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, নিরামাবস্থায়

রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে, প্লীহা বা যকৃৎ সংযুক্ত অন্যান্য জ্বরে এই ঔষধ উপকারী। এই ঔষধ জ্বর বিরামকালে দিনে ১ বার ও রাত্রে ১ বার সেব্য। অনুপান—আতইষের ক্বাথ।

ত্র্যাহিকারিরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, মনঃশিলা ১ তোলা, হরিতাল- ১ তোলা, আতইষ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, রৌপ্য ॥০ আনা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া নিমছালেররসে ও অপরাজিতাররসে ক্রমান্বয় মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

চাতুর্থকারিরস। চাতুর্থকজ্বরে বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে এবং জ্বরের বেগ অল্প প্রকাশ পাইলে ও জ্বর অল্প কাল স্থায়ী হইলে, নিরাম অবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, যাহাদের অনেক দিন হইতে জ্বর প্রকাশ পাইতেছে এবং শরীর কৃশ, তাহাদিগের ঐরূপ (২ দিন অন্তর) জ্বরে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। এই ঔষধ জ্বর বিরামকালে সেব্য। অনুপান— চাঁপা ফুলগাছের ছালের রস ও মধু।

চাতুর্থকারিরস। রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও হরিতাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং স্বর্ণ পারদের অর্দ্ধভাগ, সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া কৃষ্ণধুস্তুর পাতার রসে ও বকফুলের পাতার রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে ; বটী ২ রতি।

জ্বরারিরস। অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক বা চাতুর্থকজ্বরে পিত্তশ্লেষ্মার প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং রোগীর জ্বরবেগ প্রবল থাকিলে ও জ্বর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, যাহাদের জ্বরকালে অথবা জ্বরব্যতীত শূলরোগ বিদ্যমান, তাহাদিগের এই ঔষধ সেবনে উপকার দর্শে। অনু- পান—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু অথবা শেফালিকা পাতার রস ও মধু, শূলরোগে জল।

জ্বরারিরস। হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, তাম্র, সীসক, অভ্র, সোহাগার খৈ, বিট্‌লবণ ও মনঃশিলা ; এই সমুদয় দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক সোন্দালপাতার রসে দশ- দিন ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

সর্ব্বতোভদ্ররস। পিত্তশ্লেষ্ম বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান সততক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থকজ্বরে জ্বরের অল্প বেগ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন বিধেয় ; বিষমজ্বরে রোগীর কাস, উদরাময় ও বমন বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে

সাম বা নিরাম অবস্থায় প্রত্যহ ইহা সেবন করিতে দিবে। জ্বর ব্যতীত কেবল মাত্র কাসরোগে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে; ইহা দীর্ঘকাল সেবনে রোগীর কাশ ক্রমশঃ পরিপাক হইয়া সমূলে নষ্ট হয়। গ্রহণী এবং অম্লপিত্ত রোগেও এই ঔষধ উপকারী। অনুপান—কাস তরল থাকিলে পিপুলচূর্ণ ও মধু এবং শুষ্ক অবস্থায় বাসকপাতার রস ও মধু অথবা পানেররস ও মধু। উদরাময়রোগে জীরাচূর্ণ ও মধু।

সর্ব্বতোভদ্ররস। অভ্র ৪ তোলা, গন্ধক ১ তোলা এবং হিঙ্গুলোত্থ রস, কর্পূর, নাগেশ্বর, জটামাংসী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জাতীফল, জয়িত্রী, ছোট এলাইচ, গজপিপুল, কুড়, তালীশ-পত্র, ধাইপুষ্প, দারুচিনি, মুথা, হরীতকী, মরিচ, শুঁঠ, বহেড়া, পিপুল ও আমলকী ইহাদের প্রত্যেকের ॥• অৰ্দ্ধ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জলসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ। অন্যেদ্যুষ্ক, সততক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক ও চাতুর্থকবিপর্য্যয়জ্বরে এবং ৭।৮।১০।১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত দুর্জ্জলজনিত-জ্বরে অল্প বেগ প্রকাশ পাইলে ও জ্বর অল্পকাল স্থায়ী হইলে এবং গ্রহণী বা সময় সময় পাতলা দাস্ত ও মেহ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ নিরাম অবস্থায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, জাতীফল ১ তোলা, জয়িত্রী ১ তোলা, স্বর্ণ ॥• আনা, রৌপ্য ॥• আনা, লৌহ ॥৴• আনা এবং অভ্র, শিলাজতু, ভৃঙ্গরাজ, মুথা, কেশুর্ত্তে, আপাঙ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুচিনি, পিপুলমূল, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, গুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো, কণ্টকারী, শোধিতরসোন, ধনে, জীরা, কৃষ্ণ-জীরা, রক্তচন্দন, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, চিরতা ও বালা; ইহাদের প্রত্যেকের এক-তোলা এবং মরিচ ২ তোলা এই সমস্ত একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে, বটী ৪ রতি।

সততারিরস। সততক, সততকবিপর্য্যয় এবং বাতবলাসক প্রভৃতি জ্বরে জ্বরের বেগ অপেক্ষাকৃত প্রবল থাকিলে, এবং জ্বর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে রোগীর মাথায় ভারবোধ অথবা বেদনা ও প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি, শোথ এবং কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, সাম বা নিরাম অবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

সততারিরস। রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, বঙ্গ, অভ্র, লৌহ, জয়িত্রী, জাতীফল, সোহাগারখৈ, গোক্ষুর, সিদ্ধিবীজ, দারুচিনি, বৃদ্ধদারকবীজ ও কস্তূরী ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ ভাগ ও স্বর্ণসিন্দূর ৩ ভাগ ; এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক পুনর্ণবার রসে ৭ বার ও তুলসীপাতার রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ চিন্তামণিরস। অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, সন্তত ও বাতবলাসকজ্বরে এবং ৮।১০ বা ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত দুর্জ্জলজ্বরে জ্বরের প্রবল বেগ প্রকাশ পাইলে এবং বাতশ্লেষ্মার অথবা শ্লেষ্মার প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, নিরাম অবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, ঐ সমস্ত জ্বর মৃদুবেগ সহকারে প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে প্লীহা এবং যকৃৎবৃদ্ধি, কাস, মাথার বেদনা অথবা অগ্নিমান্দ্য থাকিলে, এই ঔষধ প্রযোজ্য। অনুপান— পিপুলচূর্ণ ও মধু বা আদার রস ও মধু।

বৃহৎ চিন্তামণিরস। পারদ, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মনঃশিলা, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা, হরিতাল ও কস্তূরী ; এই সকল ঔষধ সমভাগে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক ভৃঙ্গরাজ, আদা ও তুলসীপাতা ; ইহাদের প্রত্যেকের রসে যথাক্রমে সাতবার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

দুর্জ্জলজেতারস। দুর্জ্জল জ্বরে (ম্যালেরিয়া জ্বরে) জ্বরের বেগ প্রবল হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে ; অন্যান্য বিষমজ্বরেও অগ্নিমান্দ্য, সময় সময় উদরাধ্মান, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে ও সামরসে রোগীকে ইহা সেবন করান যাইতে পারে, ইহা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই বার সেব্য ; এই ঔষধ দুর্জ্জলজ্বরে সামাবস্থায় অর্থাৎ সপ্তাহ মধ্যেও রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে। এই জ্বর তৃতীয়ক, চাতুর্থক ও অন্যেদ্যুষ্ক রূপে পরিণত হইলে, সেই সকল অবস্থায়ও ইহা বিশেষ উপকারী। অনুপান—জল।

দুর্জ্জলজেতারস। বিষ ২ তোলা, কড়িভস্ম ৫ তোলা, মরিচ ৫ তোলা এবং শুঁঠ ৫ তোলা, একত্র করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি। সন্তত, সতত, সততবিপর্য্যয়, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থক, চাতুর্থকবিপর্য্যয়, বাতবলাসক ও দুর্জ্জলজনিত-জ্বরে রোগীর জ্বরের বেগ অল্প থাকিলে, তাহাকে এই ঔষধ নিরামাবস্থায়

বা অবস্থানুসারে আমরসের অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে, ঐ সমস্ত জ্বর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শরীরে প্রকাশ পাইলে এবং কাস, প্লীহা, যকৃৎ ও শোথ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও রোগীকে ইহা সেবন করান যাইতে পারে, জীর্ণ-জ্বরে রস ও রক্তাদি ধাতুর ক্ষীণতাবশতঃ রোগীর শরীর কৃশ হইলে, এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু। প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে হিং, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল চূর্ণ।

বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি। রস, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, রূপা স্বর্ণ, হরিতাল, দস্তা, কাঁসা, বঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, তিরাকস, মনঃশিলা, সোহাগারখৈ ও কর্পূর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক বামনহাটীর মূল, বাসকপাতা, নিসিন্দাপাতা, পান, জয়ন্তীপাতা, করলাপাতা, পটোলপত্র, সিদ্ধিপত্র, পুনর্নবা ও আদা ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ সাত বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ বিষমজ্বরারিরস। প্রলাপক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর এবং ৭।৮।১০ বা ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত বায়ু ও পিত্তপ্রধান দুর্জ্জল-জ্বর মধ্য বা মৃদুবেগ সহকারে অল্পকালস্থায়ী হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। জ্বরকালে রোগীর কম্প, পিপাসা, কটিদেশে বেদনা, প্লীহা বা যকৃৎ-বৃদ্ধি এবং প্রমেহদোষ বশতঃ প্রস্রাবে উৎকট জ্বালা ও রক্তের হীনতা ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এবং রক্তগতজ্বরে মুখ হইতে রক্তনির্গমন হইলে, রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে। অনুপান - পানের রস ও মধু। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি থাকিলে, পিপুলচূর্ণ ও মধু বা মনসাসীজের পাতার রস ও মধু।

বৃহৎবিষমজ্বরারিরস। কস্তুরী ২ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, তুতিয়াভস্ম ৪ তোলা, লবঙ্গ ৫ তোলা, জাতীফল-৪ তোলা, ও রসসিন্দূর ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া দ্রোণপুষ্প (ঘলঘসে) পাতার রসে ৭ বার ও পানের রসে ৭ বার যথাক্রমে ভাবনা দিবে এবং কিঞ্চিৎ দ্রব্য থাকিতে উহার সহিত শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও কর্পূর; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব। প্রলাপক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থক ও চাতুর্থকবিপর্য্যয় প্রভৃতি জ্বর এবং ৭।৮।১০ বা ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত দুর্জ্জলজ্বর অল্পবেগ সহকারে অল্পকালস্থায়ী হইলে, নিরামাবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে অনেক দিনের জ্বরে শরীর কৃশ হইলে

এবং জ্বরকালে রোগীর কম্প, পিপাসা ও দাহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রমেহ, রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস ও যক্ষ্মারোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এবং সমস্ত জীর্ণজ্বরে এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—পানের রস ও মধু।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব। বঙ্গ, দস্তা, স্বর্ণ, কস্তূরী ও রূপা; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা এবং লৌহ ৮ তোলা ও স্বর্ণমাক্ষিক, রসসিন্দূর, লবঙ্গ, জাতীফল; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর দ্রোণপুষ্প (ঘল-ঘসে) রসে ও পানের রসে যথাক্রমে সাতবার ভাবনা দিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে উহার সহিত কর্পূর শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রতি।

মহারাজবটী। সন্তত, সতত সততবিপর্য্যয়, অন্যেদ্যুষ্ক, অন্যেদ্যুষ্ক-বিপর্য্যয়, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থক, চাতুর্থকবিপর্য্যয় ও প্রলাপক-প্রভৃতি জ্বরে জ্বরের বেগ অল্প বা অধিক হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে, কিন্তু ঐ সমস্ত জ্বর অনেক দিন পর্য্যন্ত শরীরে অবস্থান করিলে এবং শরীর কৃশ হইলে সেবন করান কর্ত্তব্য; জ্বরের সহিত রোগীর সর্দ্দি, কাস, মাথায় ভার ও প্রমেহ প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, নিরাম বা সামরসাবস্থায়ও এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। রক্ত, শুক্র ও মজ্জা প্রভৃতি ধাতুগতজ্বরেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়; যক্ষ্মা, ক্ষতজকাস, রক্তপিত্ত ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগে জ্বর লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। সাধারণতঃ যাহাদের শরীর কৃশ ও প্রমেহরোগ বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে, জ্বরের বেগ ও ঊর্দ্ধগত শ্লেষ্মার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে ঔষধে কয়েকটী দ্রব্যের পরিবর্ত্তনে বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হয়, সর্দ্দি, কাস ও জ্বরের বেগাধিক্য থাকিলে, কর্পূরস্থানে কস্তূরী, সর্দ্দি জলবৎ তরল ভাবে নির্গত হইলে ও অল্পবয়স্কদিগের পক্ষে কফের আতিশয্যে স্বর্ণ স্থানে স্বর্ণ-মাক্ষিক, মুখে অরুচি ও উদরাময়ের লক্ষণ থাকিলে, তাম্র স্থানে রৌপ্য প্রয়োগ বিধেয়; ক্ষয়কাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি অবস্থায়ও জ্বরের প্রাধান্যে কস্তূরী প্রয়োগ করা আবশ্যক, কিন্তু স্বর্ণ ক্ষয়নাশক ও শুক্রবর্দ্ধক হেতু ঐ সকল অবস্থায় প্রয়োগ করা বিশেষ কর্ত্তব্য। রোগের অবস্থা দর্শন করিয়া ঐ সকল ঔষধের পরিবর্ত্তন করা উচিত। অনুপান—পানের রস ও মধু।

মহারাজবটী। রস ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, বৃদ্ধদারক (বিস্তারক) বীজ ১ তোলা, বঙ্গ ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, স্বর্ণ ॥৵ আনা, তাম্র ॥• আনা, কর্পূর ॥• আনা, সিদ্ধিবীজ, শতমূলী, শ্বেতধূনা, লবঙ্গ, কুলেখাড়াবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, শূকশিম্বীবীজ, জাতীফল, জয়িত্রী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ।• আনা, সমস্ত একত্র করিয়া তালমূলীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৪ রতি।

বৃহৎ চূড়ামণিরস। সন্তত, সতত, তৃতীয়ক, চাতুর্থক, অন্যেদ্যুস্ক-বিপর্য্যয় ও চাতুর্থকবিপর্য্যয় প্রভৃতি বিষমজ্বরে এবং দ্বন্দ্বজজ্বরে নিরাম অবস্থায় বা ঈষৎ আমরস বিদ্যমান সত্বে এবং জ্বরের বেগ অল্প বা অধিক হইলে ও জ্বর অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রসাদি ধাতুগত জীর্ণজ্বরে ইহা কার্য্যকারী, জ্বরকালে রোগীর কাস, মাথায় ও বক্ষঃস্থলে ভারবোধ এবং গাত্রে বেদনা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, ইহা সেবন করিতে দিবে, কাস, যক্ষ্মা ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি বিবিধ রোগে জ্বরবেগ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ চূড়ামণিরস। কস্তূরী, প্রবাল, রৌপ্য, লৌহ, হরিতাল, স্বর্ণ, রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দূর, লবঙ্গ, মুক্তা, দারুচিনি, মুথা, স্বর্ণমাক্ষিক, রাজপট্ট, গোক্ষুর, জাতীফল, জয়িত্রী, মরিচ, কর্পূর ও তুতে ভস্ম এই সকল ঔষধ সমভাগ এবং অশ্বগন্ধার মূলচূর্ণ ২ ভাগ একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে; অনন্তর নিসিন্দাপাতা, বামনহাটীর মূলের ক্বাথ, বাসকপাতা, আকন্দমূল ও গোক্ষুর ক্বাথ, এই সকল দ্রব্যে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস। সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুস্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক প্রভৃতি বিষমজ্বরে নিরামাবস্থায় অল্প বেগ সহকারে জ্বর অল্পকাল স্থায়ী হইলে এবং ঐ সমস্ত জ্বর অনেক দিন হইতে শরীরে প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, জ্বরে হস্ত ও পদাদিতে শোথ, মেহদোষ, শুষ্ককাস, গাত্রদাহ, প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। পুরাতন কাস, শোথ ও তৎসঙ্গে মৃদু জ্বরেও এই ঔষধ সেব্য। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে পিপুলচূর্ণ ও মধু বা তালের জটা ভস্ম ও ইক্ষুগুড়।

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস। রস ২ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, অভ্র, ১ তোলা এবং রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন, দস্তা, তাম্র, মুক্তা, প্রবাল লৌহ, শিলাজতু, গোরিমাটী, মনঃশিলা ও

স্বর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা, এই সমুদয় মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে; অনন্তর ক্ষীরাই, তুলসীপত্র, পুনর্ণবা, গণিয়ারী, ভূঁইআমলা, ঘোষালতা, কট্‌কী, পদ্মগুলঞ্চ, ঈষলাঙ্গলা, লতাফট্‌কী, মুগানী ও গন্ধভাদুলে; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী-৩ রতি। যে সকল দ্রব্যের রস নিষ্কাশিত হয় না, তাহাদের কাথ করিয়া লইবে।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ। বায়ু ও পিত্তপ্রধান সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক ও দুর্জ্জলজ্বরে নিরামাবস্থায় রোগীর জ্বর অল্প বেগসহকারে অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইলে এবং ঐ সমস্ত জ্বর বহুদিন হইতে প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। দুর্জ্জলজ্বর (ম্যালেরিয়া জ্বর) ৫।৭ ১০ ও ১৫ দিন অন্তর অপরাহ্নে অল্পবেগ সহকারে প্রকাশ পাইলে এবং জ্বরকালে গাত্রকম্প ও শীত প্রকাশ পাইলে, ঐ সকল অবস্থায় বাতপিত্তপ্রধান শরীরে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অল্পজ্বরের সহিত পুরাতন প্লীহা বা যকৃৎ ও শোথ বিদ্যমান থাকিলে এবং রোগীর রক্তহীনতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ অমৃতের ন্যায় উপকারী। যাহাদের পৈত্তিকগ্রহণী অথবা প্রবাহিকারোগ বিদ্যমান অথবা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রক্তপিত্ত বা পিত্তপ্রধান মেহরোগ লক্ষিত হয়, তাহাদিগের পক্ষেও এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। পিত্তপ্রধান শরীরেই এই ঔষধের উপকারিতা সমধিক দৃষ্ট হয়। অনুপান—প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি হইলে পিপুলচূর্ণ ও মধু বা মনসাসীজের পাতার রস ও মধু। উদরাময় অবস্থায় কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ও মধু। শোথে পুনর্ণবার রস, সাধারণ জ্বরে ক্ষেৎপাপড়ার রস অথবা শেফালিকা পাতার রস ও মধু বা গুলঞ্চের রস ও মধু।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ। রক্তচিতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুথা, গজপিপুল, পিপুলমূল, বেণারমূল, দেবদারু, চিরতা, আকনাদি, কট্‌কী, কণ্টকারী, শজিনার বীজ, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব; এই সকল ঔষধ সমভাগ এবং লৌহ সর্ব্ব ঔষধের সমান গ্রহণ করিয়া জলসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ। বায়ু ও পিত্তপ্রধান সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থকজ্বরে বা ৭।৮।১০।১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত দুর্জ্জলজ্বরে (ম্যালেরিয়া জ্বরে) নিরাম অবস্থায় অল্পবেগ সহকারে রোগীর জ্বর অল্পকাল স্থায়ী হইলে এবং ঐ সকল জ্বর বহুদিন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হওয়ায় শরীর শীর্ণ হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বেদনা-রহিত পুরাতন প্লীহা এবং যকৃৎ,

শোথ, উদরাময় (প্রবাহিকা, গ্রহণী) বা উৎকাসি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে ও তৎসঙ্গে রোগীর অল্প জ্বর অনুভূত হইলে, এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী, কিন্তু রোগীর শ্লেষ্মাধিক্য অবস্থায় অর্থাৎ সর্দ্দি, শরীরে বেদনা, তরলকাস, গাত্রের নাতিকৃশতা, অগ্নিমান্দ্য বা মাথায় সর্ব্বদা ভারবোধ ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে বিশেষতঃ বালকদিগের শ্লেষ্মপ্রধান জ্বরে এই ঔষধ সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না ; বাতপিত্তাধিক্য জীর্ণ ও বিষমজ্বরে অনেকদিন হইতে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য রক্তহীনতা, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—ক্ষেৎপাপড়ার রস ও মধু বা শেফালিকা পাতার রস ও মধু, প্লীহা বা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরে পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু, উদরাময়াশ্রিত জ্বরে কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলোহ। পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও হরিতাল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা এবং লৌহ ৮ তোলা, এই সমস্ত একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক করলাপাতার রস, দশমূলের কাথ, ক্ষেতপাপড়ার রস, ত্রিফলার কাথ, পদ্মগুলঞ্চের রস, পানের রস, কাকমাচীররস, নিসিন্দাপাতার রস পুনর্ণবার রস ও আদার রস ; এই সকল দ্রব্যে যথাক্রমে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ বিষমজ্বরান্তকরস। সতত, তৃতীয়ক, চাতুর্থক এবং চাতুর্থক বিপর্য্যয় প্রভৃতি জ্বরে আমরসের সম্যক্ পরিপাক অবস্থায় অথবা কিঞ্চিৎ আমরস বিদ্যমানে জ্বর অল্প বেগ সহকারে অল্পক্ষণ স্থায়ী হইলে, এই ঔষধ সেব্য। ঐ সকল জ্বর অনেক দিন হইতে প্রকাশ পাইলেও রোগীকে ইহা সেবন করান যায়, রসগত ও রক্তগত এবং বিবিধ ধাতুগত জ্বরে রোগীর শরীর শীর্ণ হইলে, সেই অবস্থায় এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। অনুপান— পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ বিষমজ্বরান্তকরস। রস, গন্ধক, রসসিন্দূর, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, তাম্র, হরিতাল, বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর নিসিন্দাপাতার রস; পানের রস, কাকমাচীর রস, ক্ষেতপাপড়ার রস, ত্রিফলার কাথ, করলা-পাতার রস, দশমূলীর কাথ, পুনর্ণবার রস, গুলঞ্চের রস, বাসকপাতার রস, ভৃঙ্গরাজের রস ও কেশুর্ত্তের রসে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

মহাজ্বরাঙ্কুশ। অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থকবিপর্য্যয়-

জ্বরে এবং ৭।১০। বা ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত দুর্জ্জলজ্বরে আমরসের সম্পূর্ণ পরিপাকাবস্থায় জ্বর অল্প বেগসহকারে যথাসম্ভব অল্পক্ষণস্থায়ী হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে; যাহাদের ঐ সকল জ্বর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৩।৪ মাস বা ততোধিককাল বিদ্যমান থাকে এবং প্লীহা ও যকৃৎবৃদ্ধি ও শরীরের কৃশতা দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—কৃষ্ণজীরা ভাজা চূর্ণ ও মধু অথবা পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু।

মহাজ্বরাঙ্কুশ। রস, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, বঙ্গ, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা, অভ্র, গেরিমাটী, সোহাগার খৈ ও দন্তীবীজ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রস, সিদ্ধিপত্রের কাথ, রক্তচিতার কাথ, তুলসীপত্রের রস, কাঁচাতেঁতুলের জল এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের দ্বারা ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রত্তি।

অর্দ্ধচন্দ্ররস। সন্তত ও সতত প্রভৃতি জীর্ণজ্বরে রোগীর প্রমেহবশতঃ প্রস্রাবে বিবিধ বর্ণ, শুক্রক্ষরণ ও যন্ত্রণা দৃষ্ট হইলে এবং জ্বরের মধ্য বা অল্প বেগ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরব্যতীত কেবল মেহরোগেও এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—পানের রস ও মধু। প্রমেহে—কাঁচা হরিদ্রার রস ও মধু।

অর্দ্ধচন্দ্ররস। স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, মুক্তা, লৌহ, স্বর্ণ, গন্ধক ও রস; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধাংশ বঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক মিশ্রিত করিবে, অনন্তর কেশুর্ত্তে, ঘৃত-কুমারী ও পানের রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রত্তি।

জয়মঙ্গলরস। সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক এবং রক্তগত, মেদোগত প্রভৃতি ধাতুগত জ্বরে নিরামাবস্থায় জ্বর অল্পবেগ সহকারে অল্পকাল প্রকাশিত হইলে এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ সকল জ্বরে রোগীর শরীর কৃশ হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, দুর্জ্জলজনিত জ্বর অর্থাৎ ম্যালেরিয়া জ্বর বহুকাল যাবৎ ১০।১৫ দিন বা ২।১ মাস অন্তর প্রকাশিত হইলে এবং তৎ-সঙ্গে প্রমেহদোষ থাকিলে ও রোগীর শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইলে, এই ঔষধ অতি উপকারী। ইহা কৃশতা নাশক ও পুষ্টিকারক। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

জয়মঙ্গলরস। হিঙ্গুলোত্থরস, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব-

লবণ, মরিচ, লৌহ ও রৌপ্য ইহাদের প্রত্যেকের ১ ভাগ ও স্বর্ণ ২ ভাগ একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর ধূস্তুরপত্রের রস, শেফালিকাপত্রের রস, দশমূলের কাথ ও চিরতার কাথ, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

অর্দ্ধনাড়ীশ্বররস। বিষমজ্বরে রোগীর অর্দ্ধাঙ্গ শীতল ও অর্দ্ধাঙ্গ উষ্ণ বোধ হইলে, এই ঔষধ জম্বীরের রস সহ মিশ্রিত করিয়া এক নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে; এই নস্য গ্রহণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ শরীরের অর্দ্ধভাগগত জ্বর নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধনাড়ীশ্বররস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, বিষ ২ তোলা, জৈপালবীজ ২ তোলা ও মরিচ ৮ তোলা; একত্র মিশ্রিত করিয়া হরীতকী, আমলকী, ও বহেড়ার দ্বারা প্রস্তুত কাথে মর্দ্দন করিবে; অনন্তর ঐ কাথে ৫ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

বিশ্বেশ্বররস। বিষমজ্বরে রাত্রিতে জ্বরের প্রবলবেগ লক্ষিত হইলে এবং দিনে জ্বর নিবৃত্ত থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী, কিন্তু যে জ্বর দিনে অল্পবেগে এবং রাত্রিতে অধিকবেগে প্রকাশ পায়, সেই জ্বরে ইহা তাদৃশ কার্য্যকারী নহে। অনুপান—গোদুগ্ধ।

বিশ্বেশ্বররস। হিঙ্গুল, গন্ধক ও পারদ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অশ্বত্থছালের কাথ, ধুতূরা মূলের কাথ, কণ্টকারীর কাথ ও কাকমাচীর রস; এই সকল দ্রব্যে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরকালভৈরব। অন্যেদ্যুষ্ক, অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয়, তৃতীয়ক, তৃতীয়ক-বিপর্য্যয় ও চাতুর্থকবিপর্য্যয় জ্বরে এবং দুর্জ্জলজনিত জ্বরে (পর্য্যায়ক্রমে ৭। ১০ ১২ বা ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত ম্যালেরিয়া জ্বরে) জ্বর তীব্রবেগ সহকারে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, সামদোষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী; অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ সকল জ্বর অল্পবেগ সহকারে প্রকাশিত হইলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। জ্বরের পূর্ব্বে শীত বা দাহ এবং কম্প, পিপাসা প্রভৃতি ও প্লীহা যকৃৎ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। এই ঔষধে রোগীর মুখে অরুচি এবং পিত্তের প্রবলতা বশতঃ অম্লোদ্গারাদি হইলে, তাম্রের পরিবর্ত্তে রৌপ্যভস্ম প্রদান করিবে। অনুপান—মধু। প্লীহা বা যকৃৎ বিদ্যমান থাকিলে, পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু।

জ্বরকালভৈরব। স্বর্ণ, তাম্র, রৌপ্য, সীসক, রস, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, সাদাদারমুজ

ও মনঃশিলা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া আমরুল শাকের রসে মর্দ্দন করিবে, অনন্তর মূষা মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক মূষা লিপ্ত করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। বটী-২ রতি।

চূর্ণপ্রয়োগ-বিধি।

বর্দ্ধমানাপিপ্পলী। সন্তত, অন্যেদ্যুষ্ক ও সততক প্রভৃতি রসাদিধাতুগত জীর্ণজ্বরে রোগীর অগ্নিমান্দ্য, ক্ষুধার লোপ, কাস, শ্বাস ও শোথ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে, প্লীহা বৃদ্ধিহেতু জ্বরের বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে এবং তৎসঙ্গে কাস, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি এবং কফজন্য বিবিধ উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধে জ্বর ও প্লীহা উভয়ই নষ্ট হয়। ঔষধের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত দুগ্ধেরও হ্রাস বৃদ্ধি করিবে। অনুপান—গোদুগ্ধ।

বর্দ্ধমানাপিপ্পলী। পিপুল চূর্ণ করিয়া রোগীর বয়ঃক্রম অনুসারে ২ রতি, ৩ রতি, ৫ রতি বা ৭ রতি ক্রমে প্রত্যহ বৃদ্ধি করিবে, ৫।৬ বৎসরের বালককে ২ রতিক্রমে প্রত্যহ বৃদ্ধি করিয়া সেবন করান আবশ্যক, ১০ দিন পর্য্যন্ত এইরূপ বৃদ্ধি করিয়া (১০ম দিনে ২০ রতি) ১১শ দিন হইতে পুনরায় ঐ নিয়মে হ্রাস করিবে।

বিষমজ্বরান্তকচূর্ণ। সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয়, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থকবিপর্য্যয় ও দুর্জ্জলজনিত জ্বরে জ্বরের বেগ অধিক হইলে এবং জ্বর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঐ সমস্ত জ্বর অল্পবেগ সহকারে প্রকাশ পাইলেও, ইহা ব্যবহারে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। নিরামজ্বরে এবং প্লীহা বা যকৃৎ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও, এই ঔষধ সেবনে ফল দর্শে। অনুপান—মধু ও উষ্ণ জল।

বিষমজ্বরান্তকচূর্ণ। নিমপত্র, কুড়, বহেড়া, বিষ, মুথা ও সোহাগার খৈ ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্ব সমান রসসিন্দূর একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৩ রতি।

জ্বরসংহার চূর্ণ। সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক ও দুর্জ্জল-জ্বরে জ্বরের প্রবল বা মধ্যবেগ দৃষ্ট হইলে এবং জ্বর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। মৃদুবেগ সহকারে জ্বর অল্পকাল স্থায়ী

হইলে এই ঔষধ সেবনদ্বারা জ্বরের পর্য্যায় অর্থাৎ নিয়ম বন্ধ হয়। জ্বরে প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও ইহা ব্যবহারে উপকার হয়। বালকের পক্ষে অর্দ্ধমাত্রা বা সিকমাত্রা। অনুপান—মধু ও উষ্ণজল, কাস থাকিলে তুলসীপাতাররস ও মধু।

জ্বরসংহার চূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিঙ্গুল, সোহাগার খৈ, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, কুড়, রক্তচন্দন, মুথা, নিমছাল ও শ্বেতসর্ষপ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা ও রসসিন্দুর ১৩ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

কিরাতাদিচূর্ণ। দুঃজল জনিত জ্বরে অথবা প্রবল তাপ সংযুক্ত বিষম-জ্বরে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী, যাহাদের প্রত্যহ বা তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরের নিয়মানুসারে অথবা মাসে ২।৩। ৪ বা ৫ দিন জ্বর প্রবল বেগ সহকারে প্রকাশিত হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। জ্বরে প্লীহা এবং যকৃৎ বৃদ্ধি, কাস ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। অনুপান—মধু।

কিরাতাদি চূর্ণ। চিরতা, তেউড়ীমূল, বালা, পিপুল, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ ও কট্‌কী, এই সকলের চূর্ণ সমভাবে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০ আনা বা।০ আনা।

গুড়ূচ্যাদি চূর্ণ। সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক প্রভৃতি জ্বরে ও ও দুর্জ্জলজনিত জ্বরে (ম্যালেরিয়া জ্বরে) জ্বর মধ্য বা মৃদু বেগে প্রকাশ পাইলে এবং ঐ সমস্ত জ্বরে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা অল্প দিন সেবন করিলেই জ্বরের পর্য্যায় অর্থাৎ নিয়ম ভঙ্গ হয়। বিশেষতঃ ইহা পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরে বিশেষ উপকারী। ইহা সেবনে প্লীহা ও যকৃৎ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং শরীরের বল বৃদ্ধি হয়। অনু-পান—জল। বালকের পক্ষে অর্দ্ধমাত্রা বা সিকিমাত্রা।

গুড়ূচ্যাদিচূর্ণ। পদ্মগুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো, আতইষ, শুঁঠ, চিরতা, কালমেঘ, মুথা, পিপুল, যবক্ষার, হিরাকস ও চাঁপাবৃক্ষের ছাল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিলিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা বা চারি আনা।

স্বল্পসুদর্শন চূর্ণ। সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থক ও চাতুর্থকবিপর্য্যয় প্রভৃতি বিষমজ্বরে জ্বর মধ্য বা মৃদুবেগ সহকারে

অল্পকাল বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, সাম বা নিরাম অবস্থায়, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনেক দিন হইতে জ্বর প্রকাশিত হইলে এবং প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি, কাস, শোথ প্রভৃতি থাকিলেও তত্তৎ অবস্থায় রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে। দীর্ঘকাল সমুদ্ভূত জ্বরে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। যে সকল জ্বর নিয়মিতরূপে প্রকাশিত না হইয়া অতি অল্প বেগসহকারে মাসে ২। ৪। ৫ বা ৭ দিন প্রকাশ পায়, সেই সকল জ্বরেও এই ঔষধ উপকারী। অনুপান—উষ্ণ জল।

স্বল্পসুদর্শনচূর্ণ। রস, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, গুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো, মুথা, নিমছাল, ইন্দ্রযব, যমানী, তেজপত্র, জাতীফল, জয়িত্রী, পুনর্ণবা, কুড়চিছাল, বচ, রক্তচিতা, সিদ্ধিবীজ, আমলকী ও ধাইপুষ্প, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ, সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধভাগ চিরতা চূর্ণ, এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০ বা ।০ আনা।

সুদর্শনচূর্ণ। সন্তত, সতত, সততবিপর্য্যয়, অন্যেদ্যুষ্ক, অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয় তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থক, চাতুর্থকবিপর্য্যয়, বাতবলাসক, প্রলাপক, ও দুর্জ্জলজনিতজ্বরে এবং বিবিধ ধাতুগত একদোষ, দ্বিদোষ বা ত্রিদোষাশ্রিত জ্বরে জ্বরের বেগ অল্প বা অধিক হইলে এবং অনেক দিন হইতে জ্বর প্রকাশিত হইলে, এই ঔষধ সেব্য। জ্বরে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি, কাস ও শোথ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এবং জ্বর ঐ সমস্ত নিয়মিত দিনে প্রকাশিত না হইয়া অনেক দিন হইতে অনিয়মিতভাবে মাসে ২। ৩ দিন বা প্রত্যহ প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। জলদোষোদ্ভব অর্থাৎ ম্যালেরিয়া জ্বরের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; কিছুদিন সেবন করিলে জ্বরের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয় এবং কৃশ শরীরে রস রক্তাদিধাতুর পুষ্টি হইতে থাকে, কিন্তু অল্পদিন হইতে প্রকাশিত জ্বরে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাদৃশ উপকার দৃষ্ট হয় না। এই ঔষধ সেবন আরম্ভ করিয়া দীর্ঘকাল অর্থাৎ অন্ততঃ এক মাস সেবন না করিলে, তাদৃশ উপকার হয় না। ৫। ৬ মাস বা বৎসরাবধি যাহাদের জ্বর প্রকাশ পায়, তাহাদের পক্ষেও ইহা সেবনে বিশেষ উপকার হয়। অনুপান—উষ্ণজল।

সুদর্শনচূর্ণ। আগরুকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দেবদারু, বচ, মুথা, হরীতকী, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী, শুঁঠ, বলাড মুরছাল, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, পিপুলমূল, বালা, শঠী, কুড়, পিপুল

মূর্ব্বামূল (সূচীমুখী বা বোয়াচক্র), কুড় চিছাল, যষ্টিমধু, শজিনাছাল, সুঁদি, ইন্দ্রযব, শতমূলী, দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, বেণারমূল, দারুচিনি, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা (অভাবে পক্ষপর্পটী), শালপাণী, যমানী, আতইষ, বেলশুঁঠ, মরিচ, গন্ধভাদুলে, আমলকী, গুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো, কটকী, রক্তচিতার মূল, পটোলপত্র ও চাকুলে ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ ও চিরতা চূর্ণ সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধভাগ ; এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০ আনা বা ।০ আনা।

জ্বরভৈরবচূর্ণ। বহুকালজাত সন্তত, সতত প্রভৃতি একদোষ, দ্বিদোষ বা ত্রিদোষাশ্রিত বিষমজ্বরে এবং বহুকালজাত জলদোষাশ্রিত জ্বরে জ্বরের বেগ অল্প বা অধিক হইলে, এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা, রক্তপিত্ত, শোথ ও শিরঃশূল প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্তজ্বরে ইহা বিশেষ উপকারী। সুদর্শনচূর্ণের যে সকল উপকারিতা উক্ত হইয়াছে, জ্বরভৈরবচূর্ণের উপকারিতা তদপেক্ষা অধিক। বালকদিগের পক্ষে অর্দ্ধ বা সিকি মাত্রা। অনুপান—জল।

জ্বরভৈরবচূর্ণ। শুঁঠ, বলাডুমুরছাল, নিমছাল, দুরালভা, হরীতকী, মুথা, বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেতপাপড়া, পিপুলমূল, রাখালশশার মূল, কুড়, শটী, মূর্ব্বা (বোয়াচক্র) মূল, পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুল, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, যষ্টিমধু, রক্তচিতা, শজিনাবীজ, বেড়েলা, আতইষ, কটকী, তালমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, যমানী, শালপাণী, মরিচ, গুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো, বেলশুঁঠ, বালা, পক্ষপর্পটী, তেজপত্র, দারুচিনি, আমলকী, চাকুলে, পটোলপত্র, গন্ধক, পারদ, লৌহ,অভ্র ও মনঃশিলা ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বচূর্ণের অর্দ্ধভাগ চিরতাচূর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০ আনা বা ।০ আনা।

জ্বরে—মূলিকাদিপ্রয়োগ।

কাকজঙ্ঘা, বেড়েলা, শ্যামালতা, বামনহাটী, লজ্জাবতীলতা, চাকুলে, আপাঙ ও ভৃঙ্গরাজ ; এই সকল গাছের কোন একটীর মূল পুষ্যানক্ষত্রে তুলিয়া লাল সূতায় বাঁধিয়া রোগীর হস্তে ধারণ করাইবে ; ইহাতে অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর নষ্ট হয়।

পেঁচার দক্ষিণপক্ষ সাদা সূতায় বাঁধিয়া বামকর্ণে ধারণ করিলে ঐকাহিকজ্বর প্রশমিত হয়।

তৃতীয়কজ্বরে—মূলিকাদিপ্রয়োগ।

রবিবারে আপাঙের মূল সাতগাছি লাল সূতাদ্বারা কটিদেশে বান্ধিলে তৃতীয়কজ্বর নষ্ট হয়। (১)

কর্ণের মল লইয়া বর্ত্তিকাকার করতঃ তিলতৈল সহ জ্বালাইয়া উহা দ্বারা কজ্জল প্রস্তুত করিবে, অনন্তর ঐ কজ্জলের অঞ্জন চক্ষুতে প্রয়োগ করিবে; ইহা দ্বারা তৃতীয়কজ্বর দূরীভূত হইয়া থাকে। (২)

চাতুর্থকজ্বরে—নস্য ও ঔষধ।

শিরীষপুষ্পের রসে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা মর্দ্দন করিয়া ঘৃত সহযোগে উহার নস্য গ্রহণ করিলে চাতুর্থকজ্বর নষ্ট হয়। (১)

বকপত্রের রসের নস্য গ্রহণ করিলে চাতুর্থকজ্বর নষ্ট হয়। (২)

অশ্বিনীনক্ষত্রে শ্বেতআকন্দের মূল অথবা শ্বেতকরবীর মূল উদ্ধৃত করিয়া ৩ রতি পরিমাণে গ্রহণ করতঃ চাউলের জলে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে চাতুর্থকজ্বর নষ্ট হয়। (৩)

শ্যামরুলের সহস্রপত্রের সহিত তণ্ডুলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে চাতুর্থকজ্বর নিবৃত্ত হয়। (৪)

বিষমজ্বরে—ধূপপ্রয়োগ।

অষ্টাঙ্গধূপ। গুগ্‌গুল, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেতসর্ষপ, যব ও ঘৃত; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া উহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া বস্ত্রবেষ্টিত স্থানে উহার ধূম রোগীর গাত্রে লাগাইলে চাতুর্থকজ্বর নষ্ট হয়।

অপরাজিতাধূপ। গুগ্‌গুল্, গন্ধতৃণ, বচ, ধুনা, নিমপত্র, আকন্দ, অগুরু ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া উহাতে অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক কোন বস্ত্রবেষ্টিত স্থানে রোগীকে উপবেশন করাইয়া ইহার ধূম গাত্রে লাগাইলে সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

অজাদিধূপ। ছাগলের চর্ম্ম এবং লোম ও বচ, কুড়, গুগ্‌গুল্, নিমপাতা ও মধু; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক বস্ত্রবেষ্টিত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া উহার ধূম গাত্রে লাগাইলে সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

মহেশ্বরধূপ। হিঙ্গুল, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গব্যঘৃত, গরুর অস্থি, গন্ধতৃণ, শিবনির্ম্মাল্য, কট্‌কী, শ্বেতসর্ষপ, নিমপাতা, ময়ূরপুচ্ছ, সাপের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা, গো-শৃঙ্গ, মদনফল,

বৃহতী, কণ্টকারী, বচ, কার্পাসবীজ, তুষ, ছাগবিষ্ঠা, শৃগালবিষ্ঠা ও হস্তিদন্ত; এই সকল কুট্টিত করিয়া ছাগমূত্রে ভাবনা দিয়া মৃত্তিকাতে স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নিসংযোগ করিয়া বস্ত্রাবৃত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া উহার ধূম গ্রহণ করিলে সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। এই যোগ অনেক স্থলে বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে।

ক্বাথপ্রয়োগ-বিধি।

পটোলাদি ক্বাথ। বায়ু ও পিত্তপ্রধান তৃতীয়ক ও তৃতীয়কবিপর্য্যয় প্রভৃতি বিষমজ্বরে রোগীর দাহ, ঘর্ম্ম, পিপাসা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এবং জ্বর মধ্য বা মৃদু বেগ সহকারে প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে প্রাতে সেবন করাইবে।

পটোলাদিক্বাথ। পলতা, যষ্টিমধু, কট্‌কী, মুথা ও হরীতকী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

মধুকাদি ক্বাথ। বায়ু ও পিত্তপ্রধান অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক প্রভৃতি বিষমজ্বরে রোগীর দাহ, ঘর্ম্ম, কোষ্ঠকাঠিন্য ও পিপাসা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথে মধু।০ আনা ও চিনি।০ আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহা যেমন স্নিগ্ধ তেমনি বায়ুপিত্ত নাশক ও পুষ্টিকর।

মধুকাদিক্বাথ: যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুথা, আমলকী, ধনে, বেণারমূল, গুলঞ্চ ও পটোল-পত্র; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

মহৌষধাদিক্বাথ। বায়ু ও পিত্ত প্রধান তৃতীয়কজ্বরে রোগীর জ্বরের-বেগ প্রবল হইলে, এই ক্বাথের সহিত চিনি।০ আনা ও মধু।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া অপরাহ্নে রোগীকে সেবন করাইবে।

মহৌষধাদিক্বাথ। শুঁঠ, পদ্মগুলঞ্চ, মুথা, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও ধনে, সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

উশীরাদিক্বাথ। তৃতীয়ক জ্বরে রোগীর দাহ ও পিপাসা প্রবল হইলে, এই ক্বাথে ইক্ষুচিনি।০ আনা ও মধু।০ আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

উশীরাদিক্কাথ। বেণার মূল, রক্তচন্দন, মুথা, গুলঞ্চ, ধনে ও শুঁঠ, এই সকল সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বাসাদিক্কাথ। চাতুর্থক জ্বরে রোগীর পিত্তের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং জ্বর অল্প বা প্রবলবেগ সহকারে প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথে ইক্ষুচিনি ।০ আনা ও মধু ।০ আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে চাতুর্থক জ্বর বিনষ্ট ও পিত্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাসাদিক্কাথ। বাসকছাল, আমলকী, শালপাণী, দেবদারু, হরীতকী ও শুঠ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ভার্গ্যাদি ক্কাথ। সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থক ও চাতুর্থকবিপর্য্যয় প্রভৃতি বিষমজ্বরে, বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে, এবং জ্বর প্রবল বা মৃদু বেগ সহকারে প্রকাশিত হইলে, নিরামাবস্থায় রোগীকে এই ক্কাথ সেবন করাইবে, বিষমজ্বরে ঈষৎ আমরস বিদ্যমান থাকিলে ও জ্বর অনেক সময় স্থায়ী হইলে, এই ক্কাথ সেবনে উপকার দর্শে, সন্নিপাতজ্বরে পিত্তশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে, নিরাম অবস্থায় এই ক্কাথ বিশেষ উপকারী। প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। বিষমজ্বরে প্লীহা অল্প বৃদ্ধি পাইলে বা রোগীর অগ্নিমান্দ্য থাকিলেও ইহা সেবনে বেশ উপকার হয়, কিন্তু বিষমজ্বরে রোগীর অপক্কসর্দ্দি বা কাস থাকিলে, ইহা সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না।

ভার্গ্যাদিক্কাথ। বামনহাটী, মুথা, ক্ষেতপাপড়া, কুড়, শুঁঠ, হরীতকী, পিপুল, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুলছাল, গণিয়ারি, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা

ভার্গ্যাদিকাথ (মতান্তরে)। সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক প্রভৃতি বিষম জ্বরে, পিত্তশ্লেষ্মা প্রবল হইলে এবং জ্বর অল্পবেগ সহকারে প্রকাশিত হইলে, নিরামাবস্থায় এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করাইবে, ঐ সমস্ত জ্বর অনেক দিন হইতে প্রকাশ পাইলে এবং শরীরে রস রক্তাদির অভাব দৃষ্ট হইলে, এই ক্কাথ বিশেষ উপকারী। জ্বরের সহিত পিত্তের প্রকোপ, অগ্নিমান্দ্য বা উদরাময় থাকিলে এবং প্লীহা বৃদ্ধি হইলে, তাহাও ইহা সেবনে

বিনষ্ট হয়। দুর্জ্জলজনিত জ্বর ৫। ৭। ১০ বা ১৫ দিন অন্তর নিয়মিত ভাবে অথবা অনিয়মিত ভাবে প্রকাশ পাইলেও, এই কাথ উপকারী।

ভার্গ্যাদিকাথ। (মতান্তরে)। বামনহাটী, ক্ষেতপাপড়া, শুঁঠ, বাসক, পিপুল, চিরতা, নিমছাল, পদ্মগুলঞ্চ, মুথা ও দুরালভা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহৎভার্গ্যাদিকাথ। সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয় ও চাতুর্থক প্রভৃতি বিষমজ্বরে বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে, এবং জ্বর অল্প বা প্রবল বেগসহকারে অনেক দিন হইতে প্রকাশিত হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করাইবে। ঐ সমস্ত জ্বরে রোগীর ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি, প্লীহা ও যকৃৎ-বৃদ্ধি এবং জ্বরারম্ভকালে শীত প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, নিঃসন্দেহ-চিত্তে রোগীকে ইহা প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ ভার্গ্যাদিকাথ। বামনহাটী, হরীতকী, কট্‌কী, কুড়, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, পিপুল, গুলঞ্চ, শুঁঠ, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

দার্ব্যাদিকাথ। সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থক, চাতুর্থকবিপর্য্যয় এবং দুর্জ্জলজনিতজ্বরে জ্বরের মধ্য বেগ বা অল্প বেগ বিদ্যমান থাকিলে, নিরামাবস্থায় এই কাথ রোগীকে সেবন করাইবে। অনেক দিন হইতে প্রকাশিত, বহুদিন ব্যাপী, একদোষ, দ্বিদোষ বা ত্রিদোষা-শ্রিত সর্ব্ববিধ বিষমজ্বরেই রোগীকে নিঃসন্দেহ চিত্তে ইহা সেবন করাইবে। কিছু দিন সেবন করিলে জ্বরের নিয়ম ভঙ্গ হয় অর্থাৎ জ্বর নিয়মিত দিন অতিক্রম করিয়া ভিন্নভিন্ন দিনে আগমন করে, কাহারও বা নিয়মিত দিনে জ্বরের বেগ হ্রাস পাইতে থাকে। জ্বরসহ প্লীহা, যকৃৎ ও কাস থাকিলে, এই কাথ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়; ইহা প্রাতে সেব্য।

দার্ব্যাদিকাথ। নীলঝিণ্টি, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আকনাদি, শটী, শুঁঠ, গন্ধতৃণ, চিরতা, গজপিপুল, বলাড়ুমুরমূল, পদ্মকাষ্ঠ, সিজমূল, ধনে, শুঁঠ, মুথা, সরলকাষ্ঠ, শজিনার ছাল, বালা, বৃহতী, হরীতকী, কণ্টকারী, ক্ষেতপাপড়া, কুশমূল, কট্‌কী, অনন্তমূল,

গুলঞ্চ ও কুড়; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, শুঁঠ দুই ভাগ লইবে।

দার্ব্ব্যাদি কাথ। সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থক ও চাতুর্থকবিপর্য্যয় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ধাতুগত জ্বরে, জ্বর একদোষ, দ্বিদোষ বা ত্রিদোষাশ্রিত হইলে এবং অল্প বা মধ্য বেগ সহকারে প্রকাশ পাইলে, নিরাম অবস্থায় এই কাথ রোগীকে সেবন করাইবে। বিষমজ্বরে রোগীর অত্যন্তদাহ, শরীরের কৃশতা, ঘর্ম্মনির্গম, কম্প, বমন, কাস, প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি এবং ঐ সমস্ত জ্বর অনেক দিন হইতে প্রকাশিত হইলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী। এই কাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে। ইহা সেবনে কাস এবং প্লীহাদি রোগজনিত জ্বরও নিবৃত্ত হয়।

দার্ব্ব্যাদিক্কাথ। দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, কণ্টকারী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেতপাপড়া, শ্যামালতা, তগরপাদুকা, গজপিপুল, বৃহতী, নিমছাল, মুথা, কুড়, শুঁঠ, পদ্মকাষ্ঠ, শটী, রামবাসক, সরলকাষ্ঠ, বলালতা, সিজমূল, চিরতা, রক্তচন্দন, আকনাদি, কুশমূল, কট্‌কী পিপুল ও ধনে; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

পঞ্চমূল্যাদিক্ষীর। জীর্ণজ্বরে বায়ুর রুক্ষতা বশতঃ কাস, শ্বাস, শিরঃশূল বিদ্যমান থাকিলে, এবং শরীরের ক্ষীণতা দৃষ্ট হইলে, রোগীকে পঞ্চমূলী সংযোগে পক্বদুগ্ধ বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া সেবন করাইবে।

পঞ্চমূল্যাদিক্ষীর। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা, পাকশেষ—১৬ তোলা।

বৃশ্চীরাদিক্ষীর। জীর্ণজ্বরে বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ মৃদুজ্বর, শোথ ও রক্তের হীনতা দৃষ্ট হইলে, বৃশ্চীরাদি দ্রব্যসংযোগে পক্বদুগ্ধ বস্ত্রখণ্ডে ছাকিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

বৃশ্চীরাদিক্ষীর। শ্বেতপুনর্ণবা, বেলছাল ও রক্তপুনর্ণবা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা গোদুগ্ধ ১৬ তোলা, পাকশেষ ১৬ তোলা।

বমনযোগ। জীর্ণজ্বরে রোগীর ঊর্দ্ধগত শ্লেষ্মার আধিক্যবশতঃ মাথা-ভার শিরঃশূল প্রভৃতি ও পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে, এই সমস্ত ঔষধ সেবন করাইয়া বমন করাইবে।

বমনযোগ। মদনফলচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকের ।০ বা ৷৷০ তোলা ও উষ্ণ জল এক ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া কফপ্রবল রোগীকে সেবন করাইবে। (১)

বমনযোগ। মদনফলচূর্ণ ও ইন্দ্রযবচূর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকের ।০ আনা বা ৷৷০ তোলা ও উষ্ণজল এক ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান রোগীকে সেবন করাইবে। (২)

বমনযোগ। মদনফল চূর্ণ ও যষ্টিমধু চূর্ণ ইহাদের প্রত্যেকের ।০ আনা বা ৷৷০ আনা ও উষ্ণজল এক ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। (৩)

বিরেচনযোগ। জীর্ণজ্বরে রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং বায়ু- ও পিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, প্রাতে এই যোগ রোগীকে সেবন করাইবে।

বিরেচনযোগ। সোঁদালের আটা ।০ আনা বা ৷৷০ আনা ও ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ এক ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে (১)

বিরেচনযোগ। তেউড়ীচূর্ণ ।০ আনা বা ৷৷০ আনা ও দুগ্ধ এক ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। (২)

বিরেচনযোগ। কিস্‌মিস্ ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, ছাকিয়া উহাতে সোঁদালের আটা ।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। (৩)

ক্ষীরষট্‌পলকঘৃত। জীর্ণজ্বরে কফের ক্ষীণতা প্রকাশ পাইলে এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্য বশতঃ রোগীর শরীরের রুক্ষতা উপলব্ধি হইলে, এই ঘৃত সেবন করাইবে, জ্বর অতি মৃদুভাবে প্রকাশ পাইলে ও স্নানাহার সহ্য হইলে ঘৃত সেবন ব্যবস্থেয়; জ্বরে প্লীহা বা যকৃৎ বেদনারহিত অবস্থায় বৃদ্ধি হইলে ও কাসের রুক্ষতা প্রকাশ পাইলে, রোগীকে ঈষৎ উষ্ণ দুগ্ধ সহ বৈকালে এই ঘৃত সেবন করাইবে।

ক্ষীরষট্‌পলকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের; যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে, গোদুগ্ধ ১৬ সের; কল্কদ্রব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ।০ আনা বা ৷৷০ তোলা।

দশমূলষট্‌পলকঘৃত। জীর্ণজ্বরে রোগীর কফের ক্ষীণতা প্রকাশ পাইলে এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হইলে, জ্বরের মৃদু অবস্থায় এই ঘৃত রোগীকে সেবন করাইবে, জ্বরে বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ কাস নিবৃত্ত না হইলে এবং প্লীহা বা যকৃৎ বেদনা বিহীন হইলে (পুরাতনাবস্থায়) এই ঘৃত অত্যন্ত উপকারী। জ্বর ব্যতীত উরঃক্ষত ও ক্ষয়কাসে শরীর রক্তবিহীন হইলে, এই ঘৃত ব্যবস্থা করিবে। ইহা উষ্ণদুগ্ধ সহ সকালে বা বৈকালে সেব্য।

দশমূলষট্‌পলকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে ; ক্বাথ্যদ্রব্য যথা— বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপাণী, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে, গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /৬ সের, জল ৪৮ সের, শেষ-১২ সের। ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিয়া গোদুগ্ধ /৪ সের প্রদান করিবে। কল্কদ্রব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ, যবক্ষার, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের, যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ।• আনা হইতে ॥• তোলা।

পিপ্পল্যাদ্যঘৃত। জীর্ণ জ্বরে রোগীর বায়ু ও পিত্তের রুক্ষতা বশতঃ শরীরের কৃশতা ও মৃদুজ্বর এবং তৎসঙ্গে কাস, মাথার বেদনা, অরুচি, ক্ষুধা-মান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ঘৃত সেবন করাইবে। জ্বর-ব্যতীত ক্ষয়কাস এবং দীর্ঘকালের প্রতমক শ্বাস ইত্যাদি রোগেও, ইহা ব্যবস্থা করা যায়। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধসহ সকালে বা বৈকালে সেবন করিতে দিবে।

পিপ্পল্যাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের, যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। পাকার্থ জল ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, রক্তচন্দন, মুথা, বেণারমূল, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ভুঁইআমলা, অনন্তমূল, আত-ইষ, শালপাণী, দ্রাক্ষা, আমলকী, বেলশুঁঠ, বলাডুমুর ও কণ্টকারী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। এই ঘৃতে পাকার্থ জল ১৬ সেরের পরিবর্ত্তে গোদুগ্ধ ১৬ সের ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আমরা জল ও দুগ্ধ উভয়ই প্রদান করিয়া থাকি। মাত্রা—।• আনা হইতে ॥• তোলা।

বাসাদ্যঘৃত। জীর্ণজ্বরে রোগীর কফের ক্ষীণতা এবং বায়ু ও পিত্তের রুক্ষতা বশতঃ মৃদুভাবে জ্বরের বেগ প্রকাশ পাইলে বা শরীরের কৃশতা, পুরাতন কাস, প্রমেহদোষ, প্রস্রাবে জ্বালা ও হস্তপদাদিতে সময় সময় জ্বালা উপলব্ধি হইলে, এই ঘৃত অপরাহ্নে ঈষদুষ্ণ গোদুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে।

বাসাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—বাসক, গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বলাডুমুর ও দুরালভা ; এই সমুদয় দ্রব্য

সমভাগে মিলিত /৪ সের ; জল ৩২ সের ; পাকশেষ ৮ সের। গোদুগ্ধ ৮ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুলমূল, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও শুঁঠ ; সমভাগে মিলিত ১ সের। মাত্রা—চারি আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত।

বলাঘৃত। জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ু ও পিত্তের প্রবলতা এবং মৃদুভাবে জ্বরের প্রকাশ ও শরীরের কৃশতা দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ঘৃত সেবন করাইবে, জ্বরব্যতীত বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ শরীরের কৃশতা, মাথাঘোরা, হস্ত পদাদির কম্প ও পুরাতন কাস অথবা শুষ্ক সূতিকায়, এই ঘৃত রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করাইবে। অনুপান—ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

বলাঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূচ্ছ্র্ণাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য যথা-বেড়েলা ৮ সের, জল ৬৪ সের, পাকশেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বেড়েলা ১ সের, জল ১৬ সের। মাত্রা—।০ হইতে ॥০ তোলা।

অঙ্গারকতৈল। জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুর আধিক্য দৃষ্ট হইলে এবং জ্বরের বেগ অতি মৃদুভাবে বহির্ভাগে ৫। ৭। ১০ দিন অন্তর অথবা প্রত্যহ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করাইবে, যাহাদের স্নান ও আহার সহ্য হয়, তাহাদিগকেই তৈল মর্দ্দন করাইবে। রোগীর গাত্রে তৈল মালিশ করাইয়া কিছুক্ষণ পরে স্নান করাইবে।

অঙ্গারকতৈল। তিলতৈল ৪ সের, যথানিয়মে মূচ্ছ্র্ণাপাক করিবে। কাঁজি ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশসার মূল, বৃহতী, সৈন্ধবলবণ, কুড়, রাস্না, জটামাংসী ও শতমূলী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের, জল ১৬ সের।

বৃহৎঅঙ্গারকতৈল। জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুর রুক্ষতা দৃষ্ট হইলে এবং জ্বর অতি মৃদুভাবে ৫। ৭ বা ১০ দিন অন্তর বা প্রত্যহ শরীরে প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করাইবে, জীর্ণজ্বরে রোগীর দীর্ঘ-কালীন অল্প শোথ ও শরীরের পাণ্ডুতা দৃষ্ট হইলে, এই তৈল বিশেষ উপকারী।

বৃহৎ অঙ্গারকতৈল। তিলতৈল ৪ সের ; যথানিয়মে মূচ্ছ্র্ণাপাক করিবে। কাঁজি ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুক্তমুলা, পুনর্ণবা, দেবদারু, রাস্না ও শুঁঠ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের। পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

লাক্ষাদিতৈল। জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুজন্য রূক্ষতা দৃষ্ট হইলে এবং জ্বর অতি মৃদুভাবে ৫।৭ বা ১০ দশ দিন অন্তর অথবা প্রত্যহ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করাইবে, জ্বরে প্রমেহ থাকিলে ও তজ্জন্য প্রস্রাবে জ্বালা ও শরীরের কৃশতা দৃষ্ট হইলে, এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অতি পুরাতন জীর্ণজ্বরেই এই তৈল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

লাক্ষাদি তৈল। তিল তৈল ৪ সের, যথা নিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাঁজি ২৪ সের। কল্কদ্রব্য—লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা সমভাগে মিলিত ১ সের। পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

মহালাক্ষাদিতৈল। জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুজন্য রূক্ষতা উপলব্ধি হইলে এবং জ্বর অতিমৃদ্‌ভাবে ৫।৭।১০ বা ১৫ পনরদিন অন্তর অথবা প্রত্যহ প্রকাশিত হইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। জ্বর ব্যতীত রোগীর দীর্ঘকালীন প্রতমক শ্বাস, পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত পুরাতন কাস, প্রতীশ্যায়, গাত্রের চুলকানি এবং রক্তবাত জনিত ত্রিক, পৃষ্ঠ ও কটিদেশের বেদনা ইত্যাদি রোগে এই তৈল মালিশ করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

মহালাক্ষাদিতৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে; কাথ্যদ্রব্য—লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দধির মাত ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুল্‌ফা, হরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, রেণুকা, কট্‌কী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, মুথা ও রক্তচন্দন, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

কিরাতাদিতৈল। জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুজন্য রূক্ষতা উপলব্ধি হইলে এবং স্নানাহার সহ্য হইলে ও অতি মৃদুভাবে ৫।৭।১০ বা ১৫ দিন অন্তর অথবা প্রত্যহ জ্বর প্রকাশ পাইলে, রোগীর গাত্রে এই তৈল মালিশ করিতে দিবে। অস্থি ও মজ্জাগত জীর্ণজ্বরে এই তৈল উপকারী, জ্বরব্যতীত দীর্ঘকালীন বেদনারহিত পুরাতন প্লীহা, যকৃৎ, কামলা, শোথ ও হলীমক প্রভৃতি রোগেও এই তৈল মর্দ্দন অতি উপকারী।

কিরাতাদিতৈল। কটুতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। দধির মাত ৪ সের। কাঁজি ৪ সের। কাথ্যদ্রব্য—চিরতা ২ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, পাকশেষ ৪ সের। কল্কদ্রব্য—মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশসার মূল, বালা, কুড়, রাস্না, গজপিপুল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আকনাদি, ইন্দ্রযব, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিট্‌লবণ,

বাসকছাল, শ্বেতআকন্দেরমূল, শ্যামালতা,দেবদারু ও মাকাললতা ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের, পাকার্থ--জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

বৃহৎ কিরাতাদি তৈল। জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুজন্য রুক্ষতা উপলব্ধি হইলে এবং সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থকজ্বর অথবা দুর্জ্জল জনিত জ্বর ৫। ৭ ১০ বা ১৫ দিন অন্তর অতি মৃদুভাবে প্রকাশিত হইলে, এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে। জীর্ণজ্বরে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি, অথবা শোথ বা প্রমেহ দোষ বিদ্যমান থাকিলেও, এই তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিতে দেওয়া যায়। এই তৈল দৈহিক বলবর্দ্ধক ও বর্ণের উদ্দীপক।

বৃহৎ কিরাতাদিতৈল। কটুতৈল ৮ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্য-দ্রব্য—চিরতা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। মূর্ব্বামূল ৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের, লাক্ষা ৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের। কাঁজি ৮ সের। দধির মাত ৮ সের। কল্কদ্রব্য—চিরতা, গজপিপুল, রাস্না, কুড়, লাক্ষা, রাখালশশারমূল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, যষ্টিমধু, মুথা, পুনর্ণবা. সৈন্ধবলবণ, জটামাংসী, বৃহতী, বিট্‌লবণ, বালা, শতমূলী. রক্তচন্দন, কট্‌কী, অশ্বগন্ধা, শুলফা, রেণুকা, দেবদারু, বেণারমূল, পদ্মকাষ্ঠ, ধনে, পিপুল, বচ, শটী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, বনযমানী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গোক্ষুর, শালপাণী, চাকুলে. দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ঘোড়ানিমছাল, হবুষা ও যবক্ষার ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা, পাকার্থ—জল ৩২ সের, যথানিয়মে পাক শেষ করিবে।

বৃহৎ জ্বরভৈরবতৈল। জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুজন্য রুক্ষতা দৃষ্ট হইলে এবং সতত, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক প্রভৃতি জ্বর অথবা দুর্জ্জল জনিত জ্বর প্রত্যহ বা ৫।৭।১০ দশ দিন অথবা ১ মাস পরে ২।১ দিন মাত্র অতিমৃদুভাবে প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর সমস্ত গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে, অস্থিগত মজ্জাগত বিবিধ জীর্ণজ্বরে এই তৈল অত্যন্ত উপকারী।

বৃহৎ জ্বরভৈরবতৈল। তিলতৈল ৮ সের. যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—গুলঞ্চ, বাসক, নিমছাল, মূর্ব্বামূল, রক্তচন্দন, চিরতা, কালমেঘ ও নিশিন্দাপাতা ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ১০০ তোলা, জল ৬৪ সের, পাকশেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—গুলঞ্চ, আতইষ, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা. সোমরাজী, পিপুল. পিপুলমূল, শজিনাবীজ, শালপাণী, লাক্ষা, পটোলপত্র, ধনে, কুড়, চিরতা. চাঁপামূলের ছাল. মূর্ব্বামূল, অশ্বগন্ধা, সরলকাষ্ঠ ও কণ্টকারী ; ইহাদের প্রত্যেকের ১২ তোলা লইবে। পাকার্থ জল ৩২ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

জ্বরে—পথ্যাপথ্য-বিধি।

নবজ্বরে—পথ্য।

নবজ্বরে রোগীকে প্রথমে লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাস প্রদান করাই কর্ত্তব্য, উপবাস দ্বারা আমরস ও বাতাদি দোষের পরিপাক হয়। এই লঙ্ঘন বিধি বাতাদি দোষের পরিপাক ভেদে পৃথক্ পৃথক্ রূপে শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে, যথা—বাতিকজ্বর সপ্তরাত্রে, পৈত্তিকজ্বর দশরাত্রে ও শ্লৈষ্মিকজ্বর দ্বাদশ রাত্রিতে দোষের ও আমরসের পরিপাকান্তে প্রশমিত হয়। অতএব ঐ সমস্ত নির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত লঙ্ঘন প্রদান কর্ত্তব্য, কিন্তু ঐ সমস্ত দিনের মধ্যেও বাতাদি দোষ ও আমরসের পরিপাক হইলে এবং জ্বরবেগ মন্দীভূত হইলে, রোগীকে হিতকর পথ্য (যবাগু প্রভৃতি) প্রদান করিবে। অগ্নির অল্পতা সত্বে অল্প খৈরমণ্ড প্রদান করিবে, যেহেতু ইহা সহজে জীর্ণ হয়। খৈরমণ্ড কোষ্ঠ শুদ্ধিকারক অথচ জ্বরাতিসারনাশক। বালক, বৃদ্ধ ও বিবিধ রোগে পীড়িত ব্যক্তি এবং গর্ভিণী স্ত্রী জ্বররোগে নিতান্ত দুর্ব্বল এবং ক্ষুধাভিভূত হইলে দেশ (জলাভূমি, উচ্চভূমি, উচ্চস্থান বা পার্ব্বত্যস্থান), কাল (বর্ষা, গ্রীষ্ম ও হেমন্ত ইত্যাদি) অনুসারে জ্বরে বাতাদি দোষের সমতা ও ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, ঐ সকল দিন গণনা না করিয়াও মুগ, মসূর, ছোলা, কুলথ-কলাই ও বনমুগ এই সকল দাইলের যূষ, যবমণ্ড এবং পুরাতন রক্তশালি প্রভৃতি ধান্যের খৈ এবং ঐ সকল ধান্যের তণ্ডুল দ্বারা প্রস্তুত অন্ন রোগীকে প্রদান করিবে। কারণ বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের মনুষ্যগণ প্রায়শঃ দুর্ব্বল, সুতরাং দীর্ঘকাল লঙ্ঘন সহ্য করিতে অক্ষম, এরূপ অবস্থায় একেবারে নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা না করিয়া বরং তাহাদিগকে খৈরমণ্ড, খৈ, যবমণ্ড, মসূর যূষ ও মুগের যূষ প্রভৃতি লঘু পথ্য প্রদান করিবে, তৎপর জ্বরের নিবৃত্তি হইলেই বিবেচনাপূর্ব্বক অন্নপথ্য প্রদান করিবে।

কফপ্রধান বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান জ্বরে রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, মসূর-যূষ প্রদান করিবে। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে মুগেরযূষ এবং পিত্তজ্বরে বা বাতপৈত্তিক জ্বরে মুদ্গামলকযূষ হিতকর, পিত্তজ্বরে দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি প্রবল থাকিলে খৈর মণ্ড উপকারী। অন্যান্য যূষও দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রদান করিবে। জ্বর আরোগ্য হইলে, কফপ্রধান জ্বররোগীকে মুগের যূষসহ অন্ন প্রদান করিবে,

পিত্তপ্রধান জ্বরে রোগীকে কিঞ্চিৎ চিনিসংযুক্ত মুগের যূষ সহযোগে অন্ন প্রদান বিধেয়, বায়ুপ্রধান জ্বরে এবং শ্রম ও উপবাস জনিত জ্বরে মাংসরস সহযোগে অন্নপ্রদান করিবে। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অগ্নিবল অনুসারে খৈরমণ্ড, মসুর, মুগ প্রভৃতির যূষ প্রদান করা যাইতে পারে; খৈরমণ্ড অত্যন্ত লঘু ও সহজে পরিপাক হয়, সুতরাং সচরাচর তাহাই প্রদান করা কর্ত্তব্য। সন্নিপাত জ্বরের নিরাম অবস্থায় দোষের প্রবলতা অনুসারে পেয়া, মণ্ড ও বিলেপী ইত্যাদি প্রদান করিবে এবং জ্বর লাঘব হইলে মসুরাদির যূষ সহযোগে অন্ন প্রদান করিবে।

যূষ প্রস্তুত বিধি।

মসুর, মুগ ও কুলথকলায় প্রভৃতি দ্রব্যের কোন একটীকে অষ্টাদশ গুণ জল দ্বারা সিদ্ধ করিলে উহা গলিয়া কণা রহিত হইয়া পেয়া অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঘন হইলে নামাইয়া লইবে।

অন্যপ্রকারে মুদ্গযূষ প্রস্তুত বিধি।

কুট্টিত মসুর ও মুগ প্রভৃতির কোনও একটা ৮ তোলা; শুণ্ঠীচূর্ণ ।০ চারি আনা, পিপ্পলী চূর্ণ ।০ চারি আনা একত্র ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে।

অন্যপ্রকারে মুদ্গযূষ প্রস্তুত বিধি।

মুগ ১৬ তোলা লইয়া ৪ সের জলসহ সিদ্ধ করিয়া চারিভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে চটকাইতে থাকিবে এবং যখন দেখিবে, ডাইল জলের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, তখন উহাতে দাড়িমের রস ৮ তোলা এবং সৈন্ধবলবণ, শুণ্ঠী, ধনিয়া, জীরা ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ চারি আনা করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে।

মুদ্গামলক যূষ প্রস্তুত বিধি।

আমলকী ২ তোলা, মুগের দাইল এক ছটাক, জল দুই সের একত্র সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে, এই নিয়মে যূষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মধ্যজ্বরে—পথ্য।

মধ্যজ্বরে রোগীর বাতাদি দোষের প্রকোপ হ্রাস ও জ্বর নিবৃত্ত হইলে, রোগীকে অন্নপথ্য প্রদান করিবে এবং নিম্নলিখিত দাইলের যূষ ও তরকারীসহ অন্ন ইচ্ছানুসারে সেবন করিতে দিবে। পুরাতন ষষ্টিক ও শালি তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসূর, ছোলা, কুলথকলায় ও বনমুগের যূষ এবং বেগুণ, সজ্‌নে-ডাঁটা, করলা, বেতের অগ্রভাগ, পটোল, কাঁকরোল, কচিমূলা, ইহাদের যূষ ও আকনাদি, গুলঞ্চ, বেতোশাক, ক্ষুদ্র নটেশাক, জীবন্তীশাক ও কাক-মাচীশাক রোগীর অবস্থানুসারে পথ্য প্রদান করিবে। ফলের মধ্যে কিস্‌মিস্‌, কয়েতবেল, দাড়িম ও বৈঁচি প্রভৃতি এবং অন্যান্য সুপক্কফল দেশ, কাল ও বাতাদি দোষ অনুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক রোগীকে প্রদান করিবে।

পুরাতনজ্বরে—পথ্য।

পুরাতন ষষ্টিক ও শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগ ও মসূর প্রভৃতি ডাইলের যূষ এবং বেগুণ, শজনে প্রভৃতি ও মধ্যজ্বরে নির্দ্দিষ্ট পথ্য রোগীকে প্রদান করিবে। তদ্ভিন্ন কৃষ্ণসার, হরিণ, চড়ুই, ময়ূর, লাব, শশক, তিত্তিরি, কুক্কুট (মোরগ), বক, কুরঙ্গ, চিত্র হরিণ, চকোর, চাতক, বটের ও কালপুচ্ছ প্রভৃতির মাংসের যূষ দেশ, কাল ও ব্যক্তি বিশেষে দুর্ব্বলাবস্থায় প্রদান করিবে। গব্যদুগ্ধ এবং ঘৃত ও ছাগীদুগ্ধ রোগীর অগ্নিবল ও অবস্থানুসারে জীর্ণজ্বরে রোগীকে সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ মন্দাগ্নিব্যক্তিকে ও কফপ্রধান রোগীকে প্রায়শঃ দুগ্ধ ও ঘৃত সেবন করাইবে না, জীর্ণজ্বরে রোগীর রাত্রিতে দুগ্ধপান নিষিদ্ধ, হরীতকী জীর্ণজ্বরে রোগীর নিত্য সেব্য। পর্ব্বতের ঝরণার জল পান, শ্বেতচন্দন গাত্রেলেপন, জ্যোৎস্না ও প্রিয়জনের আলিঙ্গন দীর্ঘকালীন পুরাতন জ্বরে অবস্থানুসারে হিতজনক। রোগীর বলাবল অনুসারে ও দেশ, কাল ভেদে চিকিৎসক সমস্ত খাদ্য দ্রব্য, ঔষধ ও অন্যান্য যাবতীয় বিধি নির্ব্বাচন করিবেন।

জ্বরাতিসার-চিকিৎসা।

জ্বরাতিসারের লক্ষণ।

জ্বরে অতিসার অথবা অতিসারে জ্বর উপস্থিত হইলে, তাহাকে জ্বরাতিসার বলা যায়।

পিত্তজ্বরজনিত জ্বরাতিসারের লক্ষণ। জ্বরের প্রবলবেগ, নিদ্রার অল্পতা, বমন এবং কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ ও নাসিকায় ফোস্কা উদ্গম, ঘর্ম্ম, প্রলাপ, মুখের কটু আস্বাদ, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, পিপাসা, চক্ষু ও মূত্রের পীতাভা ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত রোগীর পিত্তপ্রধান জ্বরে যদ্যপি অতিসার উপস্থিত হয় অর্থাৎ পীত, হরিৎ বা লোহিত বর্ণের পাতলা মল নির্গত হয়, তাহা হইলে উহাকে জ্বরাতিসার রোগ কহে।

পিত্তাতিসারজনিত জ্বরাতিসারের লক্ষণ। রোগীর পীত, হরিৎ বা লোহিত বর্ণের পাতলাদাস্ত এবং তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা ও গুহ্যদেশে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ সমন্বিত পিত্তাতিসারে যদ্যপি প্রবল জ্বর হয়, তাহা হইলে উহাকেও জ্বরাতিসার বলা যায়।

জ্বরাতিসার-চিকিৎসা-বিধি।

জ্বরাতিসারের সাধারণ চিকিৎসাবিধি সন্নিপাতজ্বরে অতিসার চিকিৎসার অনুরূপ, কিন্তু জ্বরাতিসারে শ্লেষ্মার প্রবলতা বশতঃ জ্বর লুপ্ত হইয়া অনেক সময় বিকার উপস্থিত হয় এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রবলতা বশতঃ মল মূত্রের রোধ প্রভৃতি অলসক ও বিসূচিকার (কলেরার) লক্ষণে পরিণত হয়, এই অবস্থায় বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইলে, তন্নিবারণার্থ বিসূচিকা ও অলসক রোগের চিকিৎসাবিধি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ পিত্তজ্বরে অতিসার ও পিত্তাতিসারে জ্বরজনিত উপদ্রবসকল একই ঔষধে বিনষ্ট হয়, এই রোগে সাধারণতঃ দাহ, ঘর্ম্ম, অজ্ঞানতা, পিপাসা ও প্রবল জ্বর প্রভৃতি বহুবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয় এবং শ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ হস্তপদাদির শীতলতা, বক্ষঃস্থলে-বেদনা ও সময় সময় শ্বাস ও হিক্কা প্রভৃতি ক্রমশঃ দৃষ্ট হয়, এবং অবস্থা-

বিশেষে ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ বমন ও দাস্ত প্রভৃতি লক্ষণও জ্বরাতিসার রূপে প্রতীয়মান হয়।

যে কোনও প্রকারের জ্বরাতিসার রোগই হউক না কেন, রোগীকে প্রথমতঃ পাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ অর্থাৎ অগ্নিকুমাররস ও রামবাণ প্রভৃতি প্রদান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু ধারক ঔষধ অর্থাৎ উশীরাদিক্বাথ ও হ্রীবেরাদি-ক্বাথ প্রভৃতি সেবন করাইয়া কোষ্ঠবদ্ধ করান নিতান্ত অন্যায়, কোষ্ঠবদ্ধ হইলে অনেকস্থলে জ্বর বৃদ্ধি হয় এবং বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগে মলমূত্ররোধ ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব সহসা উপস্থিত হয়। সুতরাং জ্বরঘ্ন অথচ অগ্নিবর্দ্ধক সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস, প্রাণেশ্বররস প্রভৃতি প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রবলজ্বর অথবা শ্লেষ্মার প্রবলতা বশতঃ রোগীর স্তব্ধতা এবং বিবিধ উপদ্রব দৃষ্ট হইলে. বৃহৎকস্তূরীভৈরব (মতান্তরে) ও বৃহৎ রত্নগর্ভ প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং প্রবল উপদ্রব নষ্ট হইলে, সিদ্ধপ্রাণে-শ্বর, প্রাণেশ্বর, কনকসুন্দর ও উশীরাদিক্বাথ প্রভৃতি প্রদান করিবে। পিপাসা-নিবারণার্থ ষড়ঙ্গপানীয়, শ্বাস উপস্থিত হইলে শ্বাসচিন্তামণি, বৃহৎ শ্বাস-চিন্তামণি, এইরূপ দাহ ও হিক্কা প্রভৃতি নিববারণার্থ সন্নিপাতরোগে দাহ, ঘর্ম্ম, শ্বাস ও হিক্কা চিকিৎসায় উল্লিখিত বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্মার প্রবলতা বশতঃ রোগী চেতনা বিহীন এবং তাহার শরীর অত্যন্ত শীতল বোধ হইলে, সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসার বিধানানুসারে গাত্রে বালুকাস্বেদ প্রদান ও মৃগনাভিযোগ, বৃহৎকস্তূরীভৈরব (মতান্তরে) প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। কিন্তু জ্বরাতিসারে বমন ও দাস্ত অত্যধিক হইলে, প্রায়ই শরীর শীতল হয়, এমত অবস্থায় রোগীকে স্বেদ প্রদান না করিয়া কেবল উষ্ণবীর্য্য ও পাচক ঔষধ (বৃহৎকস্তূরীভৈরব, মকরধ্বজবটী, মৃতসঞ্জীবনী সুরা) প্রদান করা কর্ত্তব্য। রোগীর বমন ক্রিমিজনিত অথবা পিত্তজনিত তাহা পরীক্ষা করিয়া তদনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ক্রিমিজন্য বমনে ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে অন্নপথ্য প্রদান করিবে না, সাধারণতঃ খৈরমণ্ডই জ্বরাতিসারে প্রশস্ত পথ্য, উহা সেবনে দাহ ও পিপাসার নিবৃত্তি হয়। উপদ্রব সমূহ নষ্ট হইলে ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরাতিসারের প্রবলাবস্থায় বাতশ্লেষ্মজনিত উপদ্রব সকল বিনষ্ট ও আম পরিপাক হইলে, উশীরাদি ও হ্রীবেরাদি প্রভৃতি ক্বাথ প্রদান করিবে। ঐ সকল ক্বাথ সেবনে উপদ্রব সমূহও অনেকাংশে নিবৃত্ত হয় এবং জ্বরও নষ্ট হয় বটে, কিন্তু বাত-

শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ অর্থাৎ বিসূচিকা ও অলসকরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ঐ সকল কাথ সেবন না করাইয়া উপদ্রব নাশক ঔষধ অর্থাৎ বৃহৎ কস্তূরীভৈরব, বৃহৎ রত্নগর্ভ প্রভৃতি এবং উদরাধ্মান নিবারক যোগ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ঐ সকল উপদ্রব নষ্ট হইলে, পশ্চাৎ জ্বর এবং উদরাময় নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বিবিধ কাথ সেবন করান যাইতে পারে।

জ্বরাতিসারে আমসংযুক্তমল বা রক্তমিশ্রিত মল অত্যধিক নির্গত হইলে, তৎপ্রতীকারার্থ আম ও রক্তনাশক বিবিধ যোগ ও কাথ সেবন করান আবশ্যক। কিন্তু রোগের আতিশয্যে যে সকল ঔষধে হঠাৎ আমবন্ধ হয়, তাদৃশ ধারক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য নহে। আমপাচক ও পিত্তনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

জ্বরাতিসার রোগে পৃথক্‌রূপে জ্বরের ও অতিসারের ঔষধ সেবন করাইলে কোনও উপকার হয় না। কারণ, অতিসারের ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগীর দাস্ত বন্ধ হইলে, অনেক স্থানে জ্বর মৃদু বা প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়, আবার কেবল জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিলেও তদ্দ্বারা অতিসারের উপকার হয় না; সুতরাং এই রোগে জ্বর ও অতিসার উভয় রোগনাশক একই ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়, জ্বরের প্রবলতা থাকিলে আমরস ও আমদোষ পাচক জ্বরঘ্ন অথচ পিত্তজ্বরনাশক আগ্নেয় ঔষধ যথা কনকসুন্দর, আনন্দভৈরব ও বৃহৎকস্তূরী-ভৈরব প্রভৃতি সেবন করান কর্ত্তব্য। জ্বরের অত্যন্ত প্রবলতা দৃষ্ট হইলে অবস্থা বিশেষে জ্বরঘ্ন জয়াবটী ও আগরকস্তূরী প্রভৃতি ঔষধ, ধারক ও আগ্নেয় অনুপান অর্থাৎ জীরাচূর্ণ বা মুথাররস প্রভৃতি সংযোগে প্রয়োগ করিলে উপকার হয়, কিন্তু এইমত শাস্ত্রকারগণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রায়শঃ ভেদক এবং অতিসারনাশক ঔষধ মলরোধক, এ অবস্থায় জ্বরাতিসারে জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিলে মলভেদ এবং অতি-সার নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলে মলবদ্ধ হইয়া জ্বর বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু যে সমস্ত জ্বরঘ্ন ঔষধ ভেদক নহে, কেবল মাত্র অগ্নিবর্দ্ধক, সেই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই; অনুপান বিশেষে ঐ সকল ঔষধ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিয়া আমরা অনেক সময়ই সুফল লাভ করিয়াছি। পিত্তাতিসারে জ্বর উপস্থিত হইলে, সিদ্ধপ্রাণেশ্বর ও মহাগন্ধক প্রভৃতি ধারক অথচ জ্বরঘ্ন ঔষধই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, উভয়বিধ অবস্থায়ই যে রোগের প্রবলতা দেখিবে, সেই প্রবল মুখ্য রোগনাশক অথচ

অন্য রোগ প্রশমক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অতিসার নিবৃত্ত ও জ্বর সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইলে, অরঘ্ন অথচ অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ প্রদান করিবে, এই সকল অবস্থায় ধারক ঔষধ পুনঃপুনঃ প্রয়োগে রোগীর অনেক দিন পর্য্যন্ত মৃত্বজ্বর ও কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষিত হয়, সুতরাং ঐ অবস্থায় নিরামজ্বরের ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক এবং অতিরিক্ত দাস্ত ও বমির জন্য শরীর দুর্ব্বল হইলে, মকরধ্বজবটী ও বৃহৎ মকরধ্বজবটী প্রভৃতি রোগীর অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। জ্বরাতিসারে যাবৎ রোগী সবল না হয়, তাবৎ গুরুপাক দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ, এ অবস্থায় স্নানাহারের বিষয়ে অতিশয় সাবধানতা অবলম্বন করিবে।

জ্বরাতিসাররোগে—ঔষধ।

হ্রীবেরাদিক্কাথ। জ্বরাতিসাররোগে রোগীর পাতলাদাস্ত অথবা মলের পিচ্ছিলতা, আম ও রক্তসংযুক্ত মলত্যাগ, উদরে অর্থাৎ নাভিস্থলে আমের বেদনা এবং আমের বদ্ধতা ও জ্বর ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া প্রাতে একবার বা অবস্থা-বিশেষে প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরবিহীন অবস্থায়ও উদরাময়ের ঐ সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ক্বাথ ব্যবস্থা করা যায়।

হ্রীবেরাদি ক্বাথ। বালা, আতইষ, মুথা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধনে; এই ছয়টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাক শেষ ৮ তোলা।

উশীরাদি ক্বাথ। জ্বরাতিসারে রোগীর অরুচি, জ্বর, পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে উদরে বেদনা অথবা আম ও রক্তসংযুক্ত মল নির্গমন ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ক্বাথ প্রাতে ১ বার অথবা প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই বার সেবন করিতে দিবে, বিজ্বরাবস্থায়ও ঐ সকল উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা ব্যবস্থা করা যায়।

উশীরাদিক্বাথ। বেণার মূল, বালা, মুথা, ধনে, শুঁঠ, বরাহক্রান্তা, ধাইপুষ্প, লোধ ও বেলশুঁঠ, এই নয়টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; পাকশেষ ৮ তোলা।

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ। জ্বরাতিসারে রোগীর বমনবেগ, অরুচি, পিপাসা, গাত্র দাহ ও পাতলাদাস্ত এবং জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই কাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে, রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

গুড়ূচ্যাদি কাথ। গুলঞ্চ, আতইষ, ধনে, শুঁঠ, মুথা, বালা, আকনাদি, চিরতা, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও পদ্মকাঠ, এই ত্রয়োদশ দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; পাকশেষ ৮ তোলা।

কলিঙ্গাদি ক্বাথ। জ্বরাতিসারে রোগীর জ্বর, পাতলাদাস্ত, উদরে বেদনা, বিশেষতঃ দাহ প্রবল থাকিলে, প্রাতে ১ বার বা অবস্থাভেদে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার এই কাথ সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

কলিঙ্গাদি কাথ। ইন্দ্রযব, আতইষ, শুঁঠ, চিরতা, বালা ও দুরালভা, এই ছয়টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

পঞ্চমূল্যাদি ক্বাথ। জ্বরাতিসারে রোগীর পাতলাদাস্ত বা আমসংযুক্ত মল নির্গম, বমন, উদরে বেদনা ও কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই কাথ সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

পঞ্চমূল্যাদি কাথ। শালপাণী, চাকুলে বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুথা, শুঁঠ, আকনাদি, চিরতা, বালা, কুড়চিরছাল ও ইন্দ্রযব; এই পনরটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কালিঙ্গাদি গুড়িকা। জ্বরাতিসারে রোগীর উদরে বেদনা, কামড়ানি, জ্বর এবং রক্ত সংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

কলিঙ্গাদি গুড়িকা। ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, জামের বীজ, আমের বীজের শাস, কয়েত-বেলেরপাতা, রসাঞ্জন, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বালা, কট্‌ফল, চামারকসা, লোধ, মোচরস, শঙ্খভস্ম, ধাইপুষ্প ও বটের শুঙ্গা; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চাউল ধোয়া জলে পেষণ পূর্ব্বক ছায়ায় শুষ্ক করিবে। মাত্রা ৵০ আনা বা।০ আনা।

ব্যোষাদ্য চূর্ণ। জ্বরাতিসারে রোগীর পাতলাদাস্ত অথবা আম ও রক্ত-সংযুক্ত মল নিঃসরণ, তৃষ্ণা ও অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই

ঔষধ মধু বা চাউলের জলের সহিত সেবন করাইবে। ইহা গ্রহণী, রক্তমেহ, প্লীহারোগ, পাণ্ডু, কামলা ও উদরাময় এবং তজ্জনিত শোথ বিদ্যমান থাকিলেও ব্যবস্থা করা যায়।

ব্যোষাদ্য চূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরতা, ভীমরাজ, রক্তচিতা, কট্‌কী, আকনাদি, দারুহরিদ্রা ও আতইষ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, কুড়চিরছাল-চূর্ণ সর্ব্বসমষ্টির সমান; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৶০ আনা।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস। জ্বরাতিসারে রোগীর পাতলা অথবা ঈষৎ আমসংযুক্ত দাস্ত এবং উদরে বেদনা, গুড়্‌ গুড়্‌ শব্দ ও জ্বর ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কেবল অতিসারে এবং বাতজ গ্রহণীরোগেও এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। রোগের অবস্থানুসারে দিনে ২। ৩ তিন বার ও রাত্রে ২। ১ এক বার সেব্য। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু, অথবা মুথার রস ও মধু বা চাউলের জল।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রাণেশ্বররস। জ্বরাতিসারে রোগীর পাতলাদাস্ত অথবা আমসংযুক্ত মল নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা,জ্বর বা অজীর্ণ ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কেবল উদরাময় দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, রোগের অবস্থানুসারে দিবারাত্রে ২। ৩ বা ৪ চারি বার সেব্য। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু।

প্রাণেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কনকসুন্দররস। জ্বরাতিসারে রোগীর পাতলাদাস্ত, উদরে গুড়্‌ গুড়্‌ শব্দ ও তৎসঙ্গে জ্বরের আধিক্য দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। অগ্নিমান্দ্য ও শ্লৈষ্মিক অতিসারে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু।

কনকসুন্দররস। হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, সোহাগারখৈ, পিপুল, বিষ ও ধুস্তুরবীজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্রের কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

অমৃতার্ণবরস। জ্বরাতিসারে রোগীর পাতলা দাস্ত অথবা আম বা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে; দাহ,

পিপাসা, উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ বা পেটকামড়ানি ইত্যাদি উপদ্রবসংযুক্ত আম-রক্তাতিসারে ও অতীসারে এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার দৃষ্ট হয়। এই ঔষধ গ্রহণী ও অধোগত অম্লপিত্তেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—গান্দালপাতার রস অথবা ধনে ও জীরার কাথ কিম্বা মুথার রস ও মধু॥

অমৃতার্ণবরস। হিঙ্গুলোত্থ রস, গন্ধক, লৌহ, সোহাগার খৈ, শটীর পালো, ধনে, বালা, মুথা, আকনাদি, জীরা ও আতইষ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা লইয়া ছাগীর দুগ্ধে মর্দ্দন করিবে; মাত্রা ৩ রতি।

মহাগন্ধক। জ্বরাতিসারে রোগীর আম ও রক্ত সংযুক্ত মল নির্গম, উদরে বেদনা ও জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বালক, বৃদ্ধ ও প্রসূতির জ্বরে উদরাময় হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়, বিশেষতঃ শিশুর উদরাময় ও প্রবাহিকারোগে ইহা অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—মুথার রস ও মধু বা ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা গান্দাল পাতার রস ও মধু।

মহাগন্ধক। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আনন্দভৈরবরস। জ্বরাতিসারে রোগীর জ্বর প্রবল হইলে এবং দাস্ত, উদরে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ উপস্থিত হইলে অথবা অজীর্ণ বশতঃ রোগীর জ্বর প্রকাশ ও তজ্জন্য অতিসার হইলে, এই ঔষধ ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অগ্নিমান্দ্য বশতঃ আমরসের সঞ্চার-হেতু গাত্রাদির বেদনায় পানের রস ও মধুসহ প্রশস্ত, কাসরোগে পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ সেবনে উপকার হয়।

আনন্দভৈরবরস। হিঙ্গুল, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগারখৈ ও গন্ধক; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জম্বীররসে ১ প্রহর মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

মৃতসঞ্জীবনী বটী। জ্বরাতিসারে রোগীর প্রবল জ্বরবেগ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে দাস্ত লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু বা শীতলজল সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা বিসূচিকারোগেও প্রশস্ত।

মৃতসঞ্জীবনী বটী। পিপুল ১ তোলা বিষ ১ তোলা ও হিঙ্গুল ২ তোলা; একত্র করিয়া জম্বীররসে মর্দ্দন করিবে বটী মুলার বীজের ন্যায়।

জ্বরাতিসারে—উপদ্রব-চিকিৎসা।

জ্বরাতিসারে—বমন-চিকিৎসা।

চন্দ্রকান্তিরস। জ্বরাতিসারে রোগীর উপর্য্যুপরি বমন হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু বায়ু বা শ্লেষ্মজনিত বিবিধ উপদ্রব দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ জ্বরাতিসারে বিসূচী বা অলসকের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, সেই অবস্থায় বমন নিবারক এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরের প্রবল তাপ বিদ্যমানেই এই ঔষধ বমন নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধ।

চন্দ্রকান্তিরস। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। জ্বরাতিসারে জ্বরের প্রবলতাপ এবং পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পুনঃপুনঃ বমন দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জ্বরাতিসার হইতে কখনও অলসক বা বিসূচিকা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে না। অনুপান—শশার বীজ-বাটা ও স্তনদুগ্ধ। বায়ুপিত্ত প্রধান শরীরেই এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরাতিসারে—তৃষ্ণা-চিকিৎসা।

ষড়ঙ্গপানীয়। জ্বরাতিসারে রোগীর প্রবল পিপাসা হইলে, এই জল রোগীকে পিপাসা নিবারণার্থ অল্প অল্প পরিমাণে পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা জ্বর এবং পিপাসা উভয়ই বিনষ্ট হয়।

ষড়ঙ্গপানীয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৃষ্ণাহরযোগত্রয়। জ্বরাতিসারে রোগীর পিপাসা হইলে, রোগীকে এই ত্রিবিধ যোগের যে কোন একটী যোগ সেবন করিতে দিবে।

তৃষ্ণাহরযোগত্রয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরাতিসারে—দাহ-চিকিৎসা।

দাহান্তকলৌহ। জ্বরাতীসারে রোগীর জ্বরের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং নিরন্তর দাহ বিদ্যমানে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—সদাচন্দন ঘষা ও মধু।

দাহান্তক লৌহ। প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দাহহরলেপ। জ্বরাতীসারে রোগীর অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীর গাত্রে সেচন বা লেপন করিবে।

দাহহরলেপ। প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরাতিসারে—জ্ঞানহীনতা, নাড়ীর গতির বিপর্য্যয়, হিমাঙ্গ ও শ্লৈষ্মিকবিকার-চিকিৎসা।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে)। জ্বরাতিসারে রোগীর জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইলে অথবা কফের প্রবলতা বশতঃ শরীর শীতল বা নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় এবং জ্বরের প্রবলতাবশতঃ রোগীর বিবিধ গ্লানি উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ তালের শাখার রস সহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ রত্নগর্ভ। জ্বরাতিসারে রোগীর প্রবল অতিসার, বমন, জ্ঞানহীনতা এবং হস্তপদাদির সঙ্কোচ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—রুদ্রাক্ষ ঘষা ও স্তনদুগ্ধ।

বৃহৎ রত্নগর্ভ। রৌপ্য ২ ভাগ এবং স্বর্ণ, স্বর্ণসিন্দুর, রসসিন্দুর, বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল, অভ্র, লৌহ, সীসক, হরিতাল, লবঙ্গ, জটামাংসী, তেজপত্র, দারুচিনি, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কর্পূর, জাতীফল ও জয়িত্রী; এই সকল দ্রব্য একভাগ লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি;

বৃহৎ কফকেতু। জ্বরাতিসারে শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ নাড়ীর গতির বিপর্য্যয়, জ্ঞানহীনতা, বক্ষঃস্থলে ঘড়্ঘড়্ শব্দ এবং বাতশ্লেষ্মজনিত বিবিধ বিকার দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—রুদ্রাক্ষ ঘসা ও স্তনদুগ্ধ।

বৃহৎ কফকেতু। প্রস্তুতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সূচিকাভরণ। জ্বরাতিসারে রোগীর ইন্দ্রিয়শক্তির হীনতা, জ্ঞানলোপ, নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় বা লোপ হইলে এবং অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে, রোগীকে ঔষধ সেবন করান অসাধ্য হইলে, মস্তকের কিঞ্চিৎ স্থান ক্ষত করিয়া সেই স্থানে ঔষধ লাগাইয়া দিবে ; ঔষধ প্রয়োগে নাড়ীর গতি ও শ্বাসের উষ্ণতা অনুভব করিয়া যথোচিত শৈত্যক্রিয়া করিবে। এক বটী প্রয়োগে উপকার না হইলে ক্রমশঃ ২।৩ বটী প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে এই ঔষধ কখনও প্রয়োগ করিবে না।

বৃহৎ সূচিকাভরণ। প্রস্তুতবিধি ৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরাতিসারে—পথ্যাপথ্য-বিধি।

জ্বরাতিসারে রোগীর যাবৎ মল তরল থাকে ও জ্বর নিবৃত্ত না হয়, তাবৎ খৈর মণ্ড ও যবমণ্ড (বার্লি) প্রভৃতি পথ্য রোগীকে প্রদান করিবে। জ্বর ও উদরাময়ের নিবৃত্তি এবং ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, মধ্যজ্বরে নির্দ্দিষ্ট পথ্য প্রদান করিবে ও অন্নপথ্য দিবে, অগ্নিবল বৃদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীর দুগ্ধ, অম্লদ্রব্য ও গুরুপাক দ্রব্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

প্লীহা যকৃৎ ও উরোগ্রহ-চিকিৎসা।

প্লীহাবৃদ্ধির লক্ষণ।

উদরের বাম পার্শ্বে প্লীহা অবস্থিতি করে। পিত্তবর্দ্ধক ও কফজনক দ্রব্য পুনঃ পুনঃ ভক্ষণ করিলে তদ্দারা রক্ত ও কফ বিকৃত হইয়া প্লীহা বর্দ্ধিত হয়, প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই তাহাকে প্লীহারোগ কহে। এই রোগে প্রায়ই কফ ও পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হয়।

রক্তজ প্লীহার লক্ষণ। রক্তজ প্লীহারোগে ক্লান্তি, ভ্রম, বিদাহ, বিবর্ণতা, শরীরের গুরুত্ব, মোহ ও উদরের রক্তাভা ; এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

পৈত্তিক প্লীহার লক্ষণ। জ্বর, পিপাসা, দাহ, মোহ এবং শরীরের পীতাভা অর্থাৎ পাণ্ডুতা ; এই সমস্ত পৈত্তিক প্লীহার লক্ষণ। পৈত্তিক প্লীহায় রোগীর শরীরে পাণ্ডুতার আধিক্য হইলে, দ্রবমল নির্গত অর্থাৎ অতিসার বা উদরাময় জন্মে, কোন কোনও স্থলে পাণ্ডুরোগের লক্ষণ সকল প্রবলরূপে দৃষ্ট হয়।

শ্লৈষ্মিক প্লীহার লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক প্লীহারোগে প্লীহা অল্প বেদনাযুক্ত ও প্রস্তর খণ্ডবৎ কঠিন এবং অত্যন্ত গুরু বোধ হয় ও রোগীর অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান থাকে ; শ্লৈষ্মিক প্লীহার আকার অর্দ্ধচন্দ্র বা বেলের মোরব্বার ন্যায়।

বাতিক প্লীহার লক্ষণ। প্রত্যহ রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, উদাবর্ত্ত অর্থাৎ উদর ফাঁপা এবং প্লীহায় বেদনা ; এই সমস্ত বাতিক প্লীহার লক্ষণ। ত্রিদোষের লক্ষণসমূহ প্লীহায় প্রকাশ পাইলে, তাহাকে সান্নিপাতিক প্লীহা কহে, উহা অসাধ্য। বাতজ অর্শঃ বাতিক প্লীহার ও প্লীহোদরের কারণ। অর্শঃ অনেক স্থানে প্লীহার উপসর্গরূপে দৃষ্ট হয়।

প্লীহোদরের লক্ষণ।

প্লীহার অত্যন্ত বৃদ্ধি বশতঃ উদরীরোগ হইলে, তাহাকে প্লীহোদর কহে। প্লীহোদরে শোথ, আধ্মান, দাহ, তন্দ্রা, কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্রাল্পতা, বায়ুর রুদ্ধতা ও মন্দাগ্নি ইত্যাদি উপসর্গ ক্রমশঃ প্রকাশ পায়।

যকৃৎ বৃদ্ধির লক্ষণ।

উদরের দক্ষিণপার্শ্বে যকৃৎ অবস্থিত, ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, প্লীহারোগের ন্যায় বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক যকৃৎরোগ নামে অভিহিত হয় এবং বাতাদি দোষভেদে প্লীহারোগের লক্ষণসকল যকৃৎরোগে পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ পৈত্তিক যকৃতে জ্বর, পিপাসা, দাহ, মোহ ও শরীরের পাণ্ডুতা, দ্রবমল অর্থাৎ অতিসার বা উদরাময় ও অরুচি প্রকাশ পায়। পাণ্ডুরোগের আতিশয্যে তদীয় লক্ষণসমূহ প্রবলরূপে অনেক স্থানে প্রকাশ পায় ও যকৃতের ক্ষীণতা দৃষ্ট হয়, বাতিক যকৃৎরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদাবর্ত্ত ও যকৃতে বেদনা এবং শ্লৈষ্মিক যকৃৎরোগে যকৃতে অল্প বেদনা ও যকৃতের কাঠিন্য ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পায়।

যকৃদ্দাল্যুদরের লক্ষণ।

যকৃৎ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, উদররোগও অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, তখন তাহাকে যকৃদ্দাল্যুদর কহে, এই অবস্থায় হস্তপদাদি স্থানে শোথ, মূত্র ও বায়ুর রুদ্ধতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, পাচকাগ্নির দুর্ব্বলতা, আধ্মান, দাস্ত ও তন্দ্রা ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

প্লীহা ও যকৃৎবিদ্রধির লক্ষণ।

প্লীহায় বিদ্রধি অর্থাৎ বিস্ফোটক উৎপন্ন হইলে, উচ্ছ্বাসের অবরোধ এবং যকৃতে বিদ্রধি উৎপন্ন হইলে, শ্বাস ও হিক্কা উপস্থিত হয়। প্লীহা ও যকৃৎ-বিদ্রধির চিকিৎসা ও পক্কাপকতা এবং প্লীহা ও যকৃৎ স্থিত পূয রক্তের ঊর্দ্ধাধো-গতি ভেদে সাধ্যাসাধ্য নিরুপণ প্রভৃতি বিদ্রধি চিকিৎসায় বর্ণিত হইবে।

উরোগ্রহের লক্ষণ।

হৃদয়ের অধোদেশে প্লীহা ও যকৃতের মধ্যস্থ অন্ত্র ও মাংস সন্ধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, উরোগ্রহ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা আকৃতি কচ্ছপ বা সর্পের ন্যায়। এই রোগে রোগীর বুক্কাগ্রস্থিত শিরাসকল তন্তু, কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ লক্ষিত হয় এবং জ্বর, অরুচি, পিপাসা ও শোথ হয়।

প্লীহা ও যকৃৎ-চিকিৎসা-বিধি।

জ্বরের দীর্ঘকাল অবস্থান বশতঃ ও অন্যান্য কারণে প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃৎ রক্তের স্থান; রস হৃদয় হইতে যকৃতে আগমন করিয়া রঞ্জকপিত্ত সহযোগে লোহিত বর্ণ ধারণ করে এবং রক্তনামে অভিহিত হয়। বিবিধ কফজনক ও পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন দ্বারা পাচকাগ্নি দুর্ব্বল হওয়ায় ভুক্তদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক বা হজম হইতে পারে না, সুতরাং ঐ অবস্থায় অম্লাদিরস উৎপন্ন হয় ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হয়, এই জন্যই পাচকাগ্নি দূষিত হইলে রঞ্জকপিত্তের আধার যকৃৎ ও প্লীহা উভয়ই বিকৃত হয়, অতএব প্লীহা ও যকৃৎরোগে অনায়াসে জীর্ণ হয়, এতাদৃশ অগ্নিবলবর্দ্ধক

লঘুপাক দ্রব্য সেবন করান কর্ত্তব্য, পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন একেবারে নিষিদ্ধ। প্লীহা ও যকৃৎরোগের চিকিৎসাকালে রোগীর প্লীহা ও যকৃৎ হস্তদ্বারা বিশেষরূপ পরীক্ষা করা উচিত, প্লীহা বা যকৃৎ টিপিলে বেদনা অনুভব হয় কি না, উহা কঠিন কি কোমল, রোগীর জ্বর আছে কি না, শরীরের বিশেষতঃ উদর ও হস্তপদাদি অঙ্গের রক্তিমা বা পাণ্ডুতা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য বা স্বাভাবিক কোষ্ঠ, প্লীহা বা যকৃতে বাতাদি কোন্ দোষের লক্ষণ বিদ্যমান, হস্তপদাদি স্থানে শোথ এবং উদরীরোগ বা প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়াছে কিনা ইত্যাদি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

প্লীহা ও যকৃৎরোগে জ্বর। জ্বর হইবার পর প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি হউক অথবা অন্যান্য কারণে প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধিহেতু জ্বর হউক, উভয় অবস্থায়ই প্লীহা ও যকৃতের চিকিৎসাপদ্ধতি প্রায় তুল্যরূপ ; কেবল জ্বরের প্রবলাবস্থায় প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে, বাতাদি দোষনাশক জ্বরঘ্ন ঔষধের উপর বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, বৃহৎ-চূড়ামণি, বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ এবং উদরাময় থাকিলে, পুটপক্ক-বিষমজ্বরান্তকলৌহ, বৃহৎজ্বরান্তকলৌহ ও সর্ব্বজ্বরহরলৌহ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে ; যেহেতু জ্বর নিবৃত্ত না হইলে প্লীহা বা যকৃৎ হ্রাস হয় না এবং প্লীহা বা যকৃৎ হ্রাস না হইলেও জ্বর প্রায়শঃ হ্রাস হয় না অর্থাৎ প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিহেতু পুনঃপুনঃ জ্বর হইতে থাকে, অতএব উভয়ের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত না হইলে আশানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য কারণ বশতঃ প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধিহেতু অল্প জ্বর থাকিলে প্লীহা ও যকৃৎ রোগনাশক ঔষধ যথা—মহামৃত্যুঞ্জয়লৌহ, প্লীহার্ণবরস প্রভৃতি প্রয়োগে জ্বর প্রায়শঃ নষ্ট হয়। তজ্জন্য পৃথক্ জ্বরের ঔষধ প্রয়োগের প্রায়শঃ আবশ্যকতা হয় না। প্লীহা বা যকৃৎরোগে অহিতাচরণবশতঃ জ্বর বৃদ্ধি পাইলে জরঘ্ন পৃথক্ ঔষধের প্রয়োজন হয়, জ্বর হইবার পর প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে এবং ঐ জ্বরের বেগ হ্রাস হইয়া আসিলে, সেই অবস্থায়ও প্লীহা ও যকৃৎ নাশক ঔষধ যথা—লোকনাথ-রস, বৃহৎ লোকনাথরস, রোহিতকলৌহ প্রভৃতি বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে জ্বরের জন্য পৃথক্ ঔষধের প্রায়শঃ আবশ্যকতা হয় না। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকারগণ রসায়ন শাস্ত্রবলে রোগের কারণভূত বাতাদিদোষ ও

বিবধ রোগনাশক দ্রব্যের সমষ্টিযোগে এক একটী ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন, বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে পারিলে, উহার একটী ঔষধের প্রভাবেই অনেক রোগ বিনষ্ট হইতে পারে। (১)

প্লীহা বা যকৃতের বেদনা। বাতাদি দোষভেদে প্লীহা বা যকৃতে বেদনা রোগের প্রায় প্রত্যেক অবস্থায় দৃষ্ট হয়, প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ প্রথম বৃদ্ধিকালে, উদরীরোগে পরিণতাবস্থায় অর্থাৎ প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদররোগে, পিত্তাধিক্যবশতঃ পাণ্ডুতার আতিশয্যে এবং বিদ্রধি উৎপন্ন হইলে, বেদনা লক্ষিত হয় এবং দোষভেদে প্লীহা ও যকৃতের হ্রাস অনুসারে প্লীহা ও যকৃতের বেদনার হ্রাস হইয়া থাকে, যকৃৎ বৃদ্ধি বশতঃ বেদনা অনেক সময় হৃদয়, কুক্ষি ও পার্শ্বদেশে ধাবিত হয় ও শ্বাসে কষ্ট বোধ হয়, যকৃতের বেদনা অত্যন্ত প্রবল হইলে, মাথার বেদনাও দৃষ্ট হয়, এমতাবস্থায় রোগীকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিবে, যেহেতু, এই সময় অনেক রোগীর জ্বর বৃদ্ধি হয় ও বিবিধ বিপদের আশঙ্কা থাকে, সুতরাং এই অবস্থায় প্লীহা ও যকৃৎ স্থানে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। যকৃৎরোগে দক্ষিণ হস্তস্থিত কনুইর অভ্যন্তরস্থ শিরা এবং প্লীহারোগে বামহস্তস্থিত কনুইর শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। রক্তমোক্ষণার্থ শিরাবিদ্ধ সম্ভবপর না হইলে, বাহ্য প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং প্লীহা ও যকৃতের স্থানে তার্পিণ মালিশ করিয়া গরমকাপড় (বনাত, কম্বল প্রভৃতি) উষ্ণ করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে অথবা উষ্ণ গোমূত্রদ্বারা স্বেদ দিবে ; বেদনাকালে রোগীর উদর বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, প্লীহা ও যকৃৎনাশক বিরেচক ঔষধ যথা—প্লীহশার্দ্দূলরস, লৌহমৃত্যুঞ্জয়রস, প্লীহান্তকরস, যকৃৎপ্লীহারিলৌহ, অভয়ালবণ প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে ; ঐ অবস্থায় জ্বর প্রবল হইলে, জ্বরের জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু অল্প জ্বর থাকিলে, তাহা এই সমস্ত ঔষধেই প্রায়শঃ বিনষ্ট হয়, পৃথক্ ঔষধ ব্যবহার করিতে হয় না। এই সমস্ত বিরেচক ঔষধ রোগীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিবে, রোগীর বিরেচন সহ্য না হইলে, বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে, কেবলমাত্র রোগের বলাবল অনুসারে কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং অন্যান্য প্লীহানাশক ঔষধ প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে। যাহাদের পিত্তাধিক্যবশতঃ অগ্নিমান্দ্য বা উদরাময় হয়, তাহাদের পক্ষে বাহ্য স্বেদ এবং

আভ্যন্তরিক ঔষধ রোহিতকলৌহ, লোকনাথরস, যকৃদরিলৌহ বা প্লীহার্ণব-রস প্রভৃতি প্রয়োজ্য, ঐ সঙ্গে জ্বর প্রবল থাকিলে জ্বরঘ্ন ঔষধ যথা—পুটপক্ক বিষমজ্বরান্তকলৌহ, বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ বা সর্ব্বজ্বরহরলৌহ প্রভৃতি বিবেচনা পূর্ব্বক সেবন করান আবশ্যক; শোথ দৃষ্ট হইলে অগ্নিবর্দ্ধক ও ধারক ঔষধ যথা—ত্র্যূষণাদ্যলৌহ, কটুকাদ্যলৌহ ও শোথকালানল প্রভৃতি এবং মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিবে। বেদনার জন্য সাধারণতঃ শূলহরণযোগ ও শঙ্খাদিচূর্ণ ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যকৃৎ বৃদ্ধি বশতঃ ঐ বেদনা, পার্শ্ব, হৃদয় ও কুক্ষিদেশে ধাবিত হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বৃহৎ মাণকাদি গুড়িকা, অভয়ালবণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

প্লীহা ও যকৃৎরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা। প্লীহা ও যকৃৎরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বেদনার হ্রাস, বৃদ্ধি বা অভাব অনুসারে প্রত্যেক অবস্থায় তীব্র বিরেচক প্লীহারি রস (মতান্তরে) ও প্রাণবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ সপ্তাহে ২। ১ দিন সেবন করাইবে। (৩)

যকৃৎ ও প্লীহারোগে পাণ্ডুতা। পিত্তাধিক্যবশতঃ শরীর, চক্ষু ও মুখ প্রভৃতি পাণ্ডু বা হরিদ্রাবর্ণ হইলে, যকৃৎস্থিত পিত্তের বিকৃতি বুঝিতে হইবে, এইরূপ অবস্থায় পিত্তশান্তিকর নবায়সলৌহ ও দার্ব্ব্যাদিলৌহ প্রভৃতি সেবন করাইবে, যেহেতু ঐ সকল ঔষধ রক্তবর্দ্ধক অথচ পাচক এবং পিত্ত-শান্তিকর; কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে পাণ্ডু ও কামলা রোগে সপ্তাহে ১ দিন বা ২দিন তীব্র বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে, প্লীহা ও যকৃৎরোগে কামলা অথবা পাণ্ডুরোগ উৎপত্তি হইবার পর উদরবৃদ্ধি, শোথ ও উদরাময় হইলে (প্লীহো-দর যকৃদ্দাল্যুদরের লক্ষণ ব্যতীত) প্লীহা ও যকৃৎরোগ কষ্টসাধ্য বুঝিতে হইবে; সেই অবস্থায় শোথ ও উদরাময় নিবারণার্থ পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডূর, পুনর্ণবামণ্ডূর প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে; কিন্তু অবস্থাবিশেষে কামলারোগের তাদৃশ প্রবলতা দৃষ্ট না হইলে, নবায়সলৌহ ও দার্ব্ব্যাদিলৌহ প্রভৃতি সেবন করাইবে এবং কামলা ও পাণ্ডুতার স্বল্পতা বা প্রবলতা উভয় অবস্থায় শোথবৃদ্ধি হইলে মানমণ্ড পথ্য প্রদান করিবে; প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি নিবারণার্থ লোকনাথরস বা বৃহৎ লোকনাথরস প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এইরূপ পাণ্ডু বা কামলার অবস্থায় রোগী দুর্ব্বল হইলে এবং প্লীহা ও যকৃতের

অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে অথচ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, তীব্র বিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে না, সাধারণতঃ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ও শোথনাশক অথচ প্লীহা ও যকৃৎ নিবারক ঔষধ অর্থাৎ মাণকাদিগুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা, নবায়সলৌহ বা দার্ব্ব্যাদিলৌহ প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করাইবে, রোগীকে লবণ ও জল বন্ধ করিয়া দুগ্ধান্ন পথ্য দিবে। শোথের আধিক্য দৃষ্ট হইলে মাণমণ্ড অতি উত্তম পথ্য। (৪)

প্লীহা ও যকৃৎরোগে উদরী। প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধিবশতঃ উদরী-রোগ বৃদ্ধি হইলে, প্লীহা ও যকৃৎ নাশক ঔষধ সেবন করাইবে এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বিরেচনার্থ ২।৩ দিন অন্তর প্লীহা চিকিৎসায় উক্ত বিরেচক ঔষধ প্লীহারিরস ও প্লীহাযকৃদরিলৌহ প্রভৃতি সেবন করাইবে। প্লীহোদরে প্লীহা-বৃদ্ধি বশতঃ উহা অতিশয় কঠিন হইলে, বর্দ্ধমানাপিপ্পলী উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদররোগে রোগের প্রকোপ অনুসারে যাহাতে প্রত্যহ ২। ১ বার কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এইরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিলে আরও উপকার হয়। (৫)

প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদরে শোথ। হস্ত, পদ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে, পুনর্ণবাষ্টক ক্বাথ, পথ্যাদিক্বাথ ও ত্র্যুষণাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ বাতাদিদোষ এবং মল ও মূত্রের যথোচিত নির্গম বিবেচনা করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, ঐ সমস্ত ক্বাথ প্রস্তুতকালে হরীতকী প্রভৃতি কোষ্ঠশুদ্ধিকারক দ্রব্য (দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ মাত্রায়) ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে, এবং প্রস্রাব কম হইলে, মূত্র বৃদ্ধিকারক ত্র্যুষণাদ্যলৌহ ও অন্যান্য যোগ প্রদান করিবে। প্লীহোদরে শোথ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, ঐ সমস্ত ঔষধ প্রদান না করিয়া প্লীহা ও যকৃৎ নিবারক, শোথনাশক অথচ অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ অর্থাৎ মাণকাদি-গুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা ও চিত্রকাদিলৌহ প্রভৃতি রোগীকে সেবন করাইবে এবং শোথ নিবারণার্থ মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিবে। এই অবস্থায় শরীরে পাণ্ডুতা দৃষ্ট হইলে, নবায়সলৌহ প্রভৃতি সেবন করান আবশ্যক। (৬)

প্লীহা ও যকৃৎরোগে বমন। যকৃৎ ও প্লীহা রোগে অনেক স্থানে বমন হয় ও তাহাতে রক্ত নিঃসৃত হইতে দেখা যায়; এইরূপ বমন হইলে, রোগীকে শর্করাম্ললৌহ, রক্তপিত্তান্তকরস বা আমলাম্ললৌহ অবস্থাবিশেষে সেবন করাইবে। (৭)

প্লীহা ও যকৃৎরোগে সাধারণতঃ প্লীহা ও যকৃৎ অত্যন্ত কঠিন হইলে, শঙ্খ-দ্রাবক, মহাদ্রাবক প্রভৃতি ঔষধ রোগীর বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক রোগীকে সেবন করাইবে এবং কাস ও জ্বর হইলে, সেই সেই রোগনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। প্লীহা ও যকৃৎরোগে জ্বর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, জ্বরারি-অভ্র, বৃহৎ চূড়ামণি, বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি বা সর্ব্বজ্বরহরলৌহ এবং কাস বৃদ্ধি হইলে, লক্ষ্মীবিলাসরস, চন্দ্রামৃতরস ও নিত্যোদয়রস প্রভৃতি ঔষধ কাসের হ্রাস বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যেহেতু কাস ও জ্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অনেক স্থানে বিবিধ উপদ্রব উৎপাদন করে, দীর্ঘ-কালব্যাপী প্লীহা ও যকৃৎরোগে রোগীকে পিপ্পল্যাদ্যঘৃত, চিত্রকঘৃত ও রোহিতকঘৃত প্রভৃতি প্রথমে অল্প মাত্রায় সেবন করাইয়া সহ্য করাইয়া লইবে। জ্বর ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব বিনষ্ট হইলে, অগ্নিবল অনুসারে ঘৃত সেবন করাইবে; উপদ্রব সমূহ নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত ঘৃত প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

উরোগ্রহ—চিকিৎসা-বিধি।

উরোগ্রহরোগে হৃদয় আশ্রিত মাংসখণ্ড বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হয়, এই রোগ অত্যন্ত কষ্টকর; মাংসখণ্ড বৃদ্ধি পাইলে, উহাতে বেদনা উপস্থিত হয় এবং ঐ বেদনা অনেক সময়ে হৃদয়াভিমুখে গমন করে, এই অবস্থায় স্বেদ প্রদান কর্ত্তব্য। রোগীর শরীরে শোথ দৃষ্ট হইলে শোথকালানলরস বা বারিশোষণ রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।

প্লীহা ও যকৃৎরোগে- ঔষধ।

লশুনাদ্যযোগ। এই ঔষধ প্লীহাবৃদ্ধির অবস্থায় রোগীর অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে গোমূত্র সহ সেবন করিতে দিবে।

লশুনাদ্যযোগ। শোধিত রশুন, পিপুলমূল ও হরীতকী; সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ✓০ আনা বা ।০ আনা।

শঙ্খযোগ। প্লীহা, যকৃৎ বা অগ্রমাংস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং তাহাতে বেদনা অনুভূত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে শীতল জলসহ সেবন করিতে দিবে।

শঙ্খযোগ। শঙ্খনাভিভস্ম /০ ছটাক লইয়া জম্বীর (গোড়ালেবু) রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা ✓০ আনা বা ।০ আনা।

চিত্রকযোগ। প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে, রোগীকে এই যোগ প্রাতে পাকাকলার মধ্যে পূর্ণ করিয়া সেবন করিতে দিবে, ক্রমশঃ ৫। ৭ দিন এইরূপ ভাবে সেবন করা আবশ্যক।

চিত্রকযোগ। রক্তচিতার মূল শিলায় পেষণ করিয়া উহার দ্বারা ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে এই বটিকার ২। ৩টি কলার মধ্যে পূর্ণ করিয়া সেবন করাইবে।

যমানিকাদিচূর্ণ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং উহাতে বেদনা থাকিলে কিম্বা রোগীর উদরাধ্মান বা কোষ্ঠকাঠিন্য দৃষ্ট হইলে, এই চূর্ণ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উষ্ণজল সহযোগে সেবন করিতে দিবে।

যমানিকাদিচূর্ণ। যমানী, রক্তচিতারমূল, যবক্ষার, বচ, দন্তীমূল ও পিপ্পলী; এই সকলের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ✓০ আনা বা ।০ আনা।

অপামার্গলবণ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় উহাতে বেদনা হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় জলের সহিত সেবন করাইবে।

অপামার্গলবণ। আপাঙ্ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকে /।০ পোয়া লইয়া একটী হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া হাঁড়ীর মুখ আবৃত করিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিবে, দগ্ধ হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা /০ আনা হইতে ✓০ আনা।

অর্কলবণ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং উহাতে বেদনা অনুভূত হইলে প্রাতে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ উষ্ণবীর্য্য, অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে মাথা ঘুরিতে থাকে ও শরীর দুর্ব্বল হয়, সুতরাং প্রথমতঃ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। অনুপান—শীতলজল।

অর্ক লবণ। আকন্দপাতা ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকের অর্দ্ধসের লইয়া একটী হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া হাঁড়ীর মুখ আবৃত করতঃ অগ্নিতে জ্বাল দিবে এবং দগ্ধ হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা /০ আনা বা ৵০ আনা।

রোহিতকাদ্যচূর্ণ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর জ্বর বৃদ্ধি পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ উষ্ণবীর্য্য; জ্বরের সহিত প্লীহা বা যকৃৎ বিদ্যমান থাকিলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী। প্রাতে সেব্য। অনুপান—শীতল জল।

রোহিতকাদ্যচূর্ণ। রোহিতক ছাল, যবক্ষার, চিরতা, কট্‌কী, মুথা, নিশাদল, আতইষ, ও শুঁঠ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত।

গুড়্‌চ্যাদিচূর্ণ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় উহা কঠিন ও বেদনাযুক্ত হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরের সঙ্গে প্লীহা বা যকৃৎ থাকিলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধে জ্বর ও প্লীহাযকৃৎ নষ্ট হয়।

গুড়্‌চ্যাদিচূর্ণ। প্রস্তুত বিধি ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্লীহার্ণবরস। প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও কাস বৃদ্ধি হইলে এবং প্লীহা বা যকৃৎ কঠিন বোধ হইলে, এই ঔষধ সেফালিকা পাতার রস ও মধুসহ সেবন করাইবে, ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফপ্রবল প্লীহারোগে উপকারী; কাস, শ্বাস ও বমন প্রভৃতি রোগও ইহা সেবনে বিনষ্ট হয়। প্লীহারোগে ও তজ্জনিত জ্বরে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

প্লীহার্ণবরস। হিঙ্গুল, গন্ধক, সোহাগার খৈ, অভ্র ও বিষ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, এবং পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি;

তাম্রেশ্বরবটী। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় উহাতে বেদনা হইলে এবং জ্বর, পিপাসা, মোহ অথবা চক্ষু, মুখ প্রভৃতির পাণ্ডুতা অর্থাৎ পৈত্তিক প্লীহা বা পৈত্তিক যকৃতের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে, প্লীহার প্রকোপবশতঃ রোগী পাণ্ডু বা কামলা রোগাক্রান্ত হইলে এবং

তৎসঙ্গে শোথ বা উদরাময় দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অর্শঃ ও সমানাকার ও সমান লক্ষণ সমন্বিত রোগ অর্থাৎ রক্তদুষ্টি জন্য পৈত্তিক-গুল্মও (জ্বর, পিপাসাদি লক্ষণযুক্ত) এই ঔষধ সেবনে বিনষ্ট হয়। ইহা অপরাহ্নে সেব্য। এই ঔষধ যকৃৎরোগেই সমধিক কার্য্যকারী। অনুপান—তালের জটাভস্ম ও জল।

তাম্রেশ্বরবটী। হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আপাঙপত্রক্ষার, আকন্দপাতার ক্ষার, সীজ-পত্রক্ষার, সৈন্ধবলবণ, লৌহ ও তাম্র ; এই সকল দ্রব্য সমানাংশে গ্রহণ পূর্ব্বক, জলে মর্দ্দন করিবে, বটী ৩ রতি।

(আপাঙপত্র প্রভৃতিকে হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া মুখ বন্ধ করতঃ অগ্নিজ্বালদ্বারা ক্ষার প্রস্তুত করিবে)।

রোহিতকলৌহ। যকৃৎ বা প্লীহারোগে রোগীর শরীরের পাণ্ডুতা, জ্বর, পিপাসা এবং দাহ অর্থাৎ পৈত্তিক প্লীহার যে কোনও লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে, প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিহেতু বা হস্তপদাদিতে শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে সেব্য। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

রোহিতকলৌহ। রোহিতকছাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা ও রক্তচিতা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং লৌহ সর্ব্বসমান লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

যকৃদরিলৌহ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং অগ্নিমান্দ্য, অল্পজ্বর, শরীরে পাণ্ডুতা ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রাতে বা অপরাহ্নে রোগীকে তালজটাভস্মাবস্রুত জল সহ সেবন করিতে দিবে ; এই ঔষধ অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক ও বলবৃদ্ধিকারক এবং প্লীহোদরনাশক। যকৃৎরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

যকৃদরিলৌহ। লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, তাম্র ২ তোলা, পাতিলেবুবৃক্ষের মূলের ছাল ৮ তোলা ও মৃগচর্ম্মভস্ম ৮ তোলা ; এই সমুদয় একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি। (মৃগচর্ম্মকে হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া মুখ বন্ধ করতঃ অগ্নিজ্বালদ্বারা ভস্ম করিবে)।

বৃহৎ যকৃদরিলৌহ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও রোগীর শরীর পাণ্ডু-বর্ণ হইলে এবং জ্বর, অরুচি ও পিপাসা বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে

প্রাতে বা অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে, এই ঔষধ সেবনে প্লীহা ও যকৃৎ আশ্রিত দীর্ঘকালের জ্বর বিনষ্ট হয়। যকৃৎরোগেই এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। অনুপান—আদার রস মধু বা পিপুলচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ যকৃদরিলৌহ। পারদ, গন্ধক, অভ্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কট্‌কী, বলালতা, আতইষ, আকনাদি, নিমছাল, হরীতকী, রক্তচিতা, ক্ষেতপাপড়া ও মুথা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সর্ব্ব ঔষধের অর্দ্ধভাগ লৌহ মিশ্রিত করতঃ জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

মহামৃত্যুঞ্জয়রস। প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং রোগীর জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবনে প্লীহাদি সমাশ্রিত জ্বর বা দীর্ঘকাল জাত জীর্ণজ্বর নষ্ট হয় ও প্লীহা নরম হয়। এই ঔষধ প্লীহা বৃদ্ধির অবস্থায় বিশেষ কার্য্যকারী। অনুপান—মনসা সীজের পাতার রস, পিপুলচূর্ণ ও মধু।

মহামৃত্যুঞ্জয়রস। রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা, তুতে, তাম্র, সৈন্ধবলবণ, কড়িভস্ম, সোমরাজী, বিট্‌লবণ, শঙ্খভস্ম, রক্তচিতা, হিং, কট্‌কী, সাজিমাটী, যবক্ষার, কট্‌ফল, রসাঞ্জন, জয়ন্তী ও সোহাগার খৈ, এই সকল ঔষধ সমভাগে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক আদার রসে ও পদ্মগুলঞ্চের রসে যথাক্রমে একদিন ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

লোকনাথরস। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও শরীরের পাণ্ডুতা ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে হরীতকীচূর্ণ ও পুরাতন গুড়, উদরাময় থাকিলে ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

লোকনাথরস। পারদ, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহ ও তাম্র প্রত্যেকে ২ তোলা এবং কড়িভস্ম ৬ তোলা; এই সমুদয় পানের রসে মর্দ্দন করিয়া মুষাভ্যন্তরে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি।

বৃহৎ লোকনাথরস। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জনিত জীর্ণজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও পাণ্ডুতা প্রভৃতি উপসর্গের কোনও একটী বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে, গুল্মরোগেও ইহা সেবনে উপকার

পাওয়া যায়। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে হরীতকী-চূর্ণ ও পুরাতন ইক্ষু গুড়।

বৃহৎ লোকনাথ রস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও অভ্র ১ তোলা একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে, পরে তাম্র ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা ও কড়িভস্ম ৯ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক করিবে। মাত্রা ২ রতি।

বৃহৎ গুড়পিপ্পলী। শিশুদিগের প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রস্তর-খণ্ডবৎ কঠিন হইলে অথবা তৎসঙ্গে উদরীরোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। প্লীহা বা যকৃতের সঙ্গে জীর্ণজ্বর, শোথ, কাস ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল বিদ্যমান থাকিলেও, এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার হয়। শিশুদিগের প্লীহাবৃদ্ধি রোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু অথবা গোদুগ্ধ বা শীতলজল।

বৃহৎগুড়পিপ্পলী। বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, হিং, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সাম্ভারলবণ, করকচলবণ যবক্ষার, সাজিমাটী, সোহাগার খৈ, সমুদ্রফেণ, চই, গজপিপুল, কৃষ্ণজীরা, তালজটাভস্ম, কুমড়ার ডাটাভস্ম, আপাঙ্গভস্ম, তেঁতুলখোসাভস্ম ও রক্তচিতা; এই সকল দ্রব্য সমভাগ, সমুদয় চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন ইক্ষুগুড় (দশ বৎসরের অধিককাল স্থিত) এবং ইক্ষুগুড়ের সমান পিপুলচূর্ণ গ্রহণ করিয়া সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৫ রতি। (তাল-জটা ও কুমড়ালতা প্রভৃতি হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া মুখ অবরুদ্ধ করত ভস্ম করিবে)।

মাণকাদিগুড়িকা। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং প্লীহা যকৃৎ বৃদ্ধিবশতঃ প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ হস্ত পদাদিতে শোথ ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে অবস্থানুসারে প্রাতে ও অপরাহ্নে সেবন করাইবে, এই ঔষধ বাতজ অর্শঃ নাশক, গ্রহণীনাশক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মূত্র-কারক এবং শোথাদি নাশক। যকৃৎ বা প্লীহা বৃদ্ধি হইলে, এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অনুপান—উষ্ণ জল।

মাণকাদিগুড়িকা। বৎসরাতীত পুরাতনমাণ, আপাঙভস্ম, গুলঞ্চেরচূর্ণ বা পালো, বাসক-ছাল, শালপাণী, সৈন্ধবলবণ, রক্তচিতামূল, শুঁঠ ও তালজটাভস্ম; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা এবং বিট্‌লবণ, সৌবর্চ্চললবণ, যবক্ষার ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা

ও গোমূত্র ১৬ সের। প্রথমে গোমূত্র অগ্নিতে পাক করিয়া গাঢ় হইয়া আসিলে অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে আলোড়ন করিবে। শীতল হইলে মধু ২৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।॰ চারি আনা হইতে ॥॰ অর্দ্ধ তোলা।

বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদরের লক্ষণ অর্থাৎ রোগীর হস্ত, পদ ও উদরে শোথ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে ও যকৃৎ বৃদ্ধিবশতঃ হৃদয়ে, পার্শ্বদেশে, কুক্ষি-দেশে বেদনা, অরুচি ও দীর্ঘকালীন মৃদুজ্বর ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে বা অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধি-কারক অগ্নিবর্দ্ধক এবং যকৃৎ ও প্লীহাজন্য পাণ্ডুরোগ নাশক। অনুপান—জল।

বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা। বৎসরাতীত পুরাতনমাণ, আপাঙ্ মূলভস্ম, শালপাণী, রক্তচিতার মূল, সিজমূল, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, তালজটাভস্ম, বিড়ঙ্গ, হবুষ, চৈ, বচ, বিটলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, যবক্ষার, পিপুল, শরপুঙ্খা, জীরা ও পালিধামাদার মূল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা ; এবং গোমূত্র ২৪ সের একত্র পাক করিয়া ঘন হইয়া আসিলে চুল্লী হইতে পাত্র অবতরণ পূর্ব্বক উহাতে জীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, যমানী, কুড়, শটী, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল ও রাখালশসারমূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপদিয়া যথারীতি আলোড়ন করিবে, শীতল হইলে মধু ২৪ তোলা উহাতে প্রদান করিবে। মাত্রা।॰ আনা হইতে ॥॰ তোলা।

চিত্রকাদিলৌহ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং প্লীহোদর ও যকৃদ্দাল্যুদরের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে অথবা প্লীহা বা যকৃৎ রোগে পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য ও হস্তপদাদি স্থানে শোথ, অল্প জ্বর বা অর্শের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে বা অপরাহ্নে সেবন করাইবে। ইহা যকৃৎ ও প্লীহারোগ জন্য পাণ্ডু ও শোথনাশক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। পাণ্ডু, কামলা ও শোথের অবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী। অনুপান—জল।

চিত্রকাদিলৌহ। রক্তচিতার মূল, শুঁঠ, বাসকছাল, গুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো, শালপাণী, তালজটা ভস্ম, আপাঙক্ষার ও বৎসরাতীত পুরাতন মাণ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা এবং লৌহ, অভ্র, পিপুলচূর্ণ, তাম্র, যবক্ষার, বিট্ লবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, কয়কচলবণ ও সাম্ভারলবণ, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা ও গোমূত্র ১৬ সের। প্রথমে গোমূত্র অগ্নিতে পাক করিয়া অল্প অবশিষ্ট থাকিতে তাহাতে অন্যান্য চূর্ণ প্রদান পূর্ব্বক মৃদু অগ্নি-সন্তাপে পাক করিয়া ঘন হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে উহাতে মধু ১৬ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা-৵॰ দুই আনা হইতে।॰ চারি আনা পর্য্যন্ত।

অভয়ালবণ। যকৃৎ বা প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় উহাতে বেদনা অনুভূত হইলে এবং সেই বেদনা অবস্থানুসারে হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষিদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে, প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়া কঠিন হইলে এবং তজ্জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাধ্মান প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক এবং অগ্নিবর্দ্ধক ও প্লীহা যকৃৎরোগে সমধিক উপকারী। বায়ুপিত্তের প্রাধান্য থাকিলে ইহা সমধিক প্রশস্ত। অনুপান—উষ্ণজল।

অভয়ালবণ। পালিধাছাল, পলাশছাল, আকন্দ, সিজ, আপাঙ, রক্তচিতামূল, বরুণছাল, গণিয়ারিছাল, বেতোশাক, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটা, হাফরমালী, কুড়চিছাল, ঘোষালতা ও পুনর্নবা. এই সকল বৃক্ষের মূল, পত্র ও শাখা অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া একটি হাঁড়াতে রাখিবে, অনন্তর মুখ আচ্ছাদিত করিয়া তিলনাল দ্বারা জ্বাল দিবে, ঐ সমস্তদ্রব্য ভস্মীভূত হইলে উহা হইতে /২ দুই সের ভস্ম গ্রহণপূর্ব্বক ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে ২১ বার ছাঁকিয়া লইবে, পরে ঐ ক্ষারজল এবং সৈন্ধবলবণ /২ সের, হরীতকীচূর্ণ /১ সের ও গোমূত্র ১৬ সের একত্র পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, যমানী, কুড় ও শটী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা ।• আনা হইতে ॥• আনা বা ১ তোলা। শিশুর পক্ষে /• আনা হইতে ৵• আনা।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানা। প্লীহা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং রোগীর প্লীহায় বেদনা, জ্বর, কাস ও হস্তপদাদিতে শোথ ইত্যাদি উপসর্গ অথবা প্লীহোদর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীর বয়ঃক্রম অনুসারে প্রাতে সেবন করিতে দিবে; একবার এই নিয়মে সেবন দ্বারা প্লীহা সম্যক্ নিবৃত্ত না হইলে, পুনর্ব্বার হ্রাস ও বৃদ্ধি ক্রমে ঔষধ সেবন করাইবে; এই ঔষধ রক্ত ও বলবর্দ্ধক। অনুপান—গোদুগ্ধ।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানা। প্রস্তুতবিধি ১০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহা মৃত্যুঞ্জয়লৌহ। প্লীহা বা যকৃৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় জ্বর ও কাস প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। যকৃতের বেদনা, যকৃৎবৃদ্ধিবশতঃ পার্শ্বশূল, শ্বাসকালে কষ্ট ও শিরোবেদনা প্রভৃতি এই ঔষধ সেবনে বিনষ্ট

হয় এবং প্লীহা ও যকৃৎ বশতঃ পাণ্ডুতা, অর্শ, হস্তপদাদিতে শোথ, উদরাধ্মান ও মন্দাগ্নি ইত্যাদি উপদ্রব শীঘ্রই হ্রাস পায়, অগ্রমাংস, যকৃতের ক্ষীণতা, প্লীহোদর ও যকৃদ্দাল্যুদর প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ উপকারী। প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেব্য। প্লীহা এবং যকৃৎরোগের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—তালজটা-ভস্ম-পরিস্রুত জল।

মহামৃত্যুঞ্জয়লৌহ। পারদ;গন্ধক ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকের ॥০ তোলা, লৌহ ১ তোলা, তাম্র ২ তোলা এবং যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব লবণ, বিটলবণ, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম, রক্তচিতার মূল, মনঃশিলা, হরিতাল, হিং, কট্‌কী, রোহিতকছাল, তেউড়ীমূল, তেঁতুলখোসাভস্ম, রাখাল-শশারমূল, শ্বেতআকড়মূল, আপাঙভস্ম, তালজটাভস্ম, অম্লবেতস হরিদ্রা,দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বনযমানী, যমানী, তুত্তিয়া শরপুঙ্খ, রোহিতকছাল ও রসাঞ্জন; ইহাদের প্রত্যেকের ॥০ তোলা; এই সমুদায় একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক আদার রসে ও পদ্মগুলঞ্চের রসে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে, পরে মধু ১৬ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। বটী ৬ রতি।

বারিশোষণ রস। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধ, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডুতা, মৃদুজ্বর, যকৃৎ বা প্লীহায় বেদনা, উদরীরোগ, উদরাধ্মান ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। যকৃৎ বা প্লীহার প্রবলাবস্থায় ঐ সকল উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়; প্রাতে ও অপরাহ্নে সেব্য। ইহা অত্যন্ত বলবর্দ্ধক। অনুপান—মরিচচূর্ণ, পাণ্ডুরোগে ত্রিফলার জল।

বারিশোষণরস। গন্ধক ২৪ তোলা, বঙ্গ ১২ তোলা, পারদ ৬ তোলা, অভ্র ১৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, তাম্র ৯ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, রৌপ্য ৭ তোলা, হীরক (অভাবে পীত কড়িভস্ম) ১০ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১৬ তোলা, হীরাকস ১৮ তোলা, তুত্তিয়া ৬ তোলা, হরিতাল ৪ তোলা, মনঃশিলা ৩ তোলা, শিলাজতু ৫ তোলা, মুক্তা ১ তোলা ও সোহাগার খৈ ২ তোলা; এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া জম্বীর (গোড়ালেবু) রসে ৭ বার ভাবনা দিবে, অনন্তর মুষামধ্যে পূর্ণ করিয়া মৃত্তিকাদ্বারা লেপনপূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া একটী বালুকাপূর্ণ পাত্রের অভ্যন্তরে স্থাপন করিবে, তৎপরে অহোরাত্র অগ্নিতে পাক করিবে; পরে ঐ ঔষধ গ্রহণ করিয়া বকুলবীজের ক্বাথ, কণ্টকারীর ক্বাথ, বৃহতীক্বাথ; পদ্মগুলঞ্চক্বাথ, ত্রিফলার ক্বাথ, বৃদ্ধদারকরস অভাবে ক্বাথ, শ্বেত অপরাজিতা ও রোহিতমৎস্যপিত্তে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

মহাদ্রাবক। প্লীহা অথবা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং উদরীরোগ বৃদ্ধি পাইলে, এই ঔষধ আহারের পরে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং গুল্ম প্রভৃতি রোগ বিনাশক।

মহাদ্রাবক। বাসক, রক্তচিতা, আপাঙ্, তেঁতুলছাল, কুমড়ার ডাঁটা, সিজমূল, তালজটা, পুনর্ণবা ও বেত ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া মুখ আচ্ছাদিত করতঃ অন্তর্ধূমে ক্ষার প্রস্তুত করিবে, পরে ঐ ক্ষার পাতিলেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রখণ্ডে ছাকিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, অনন্তর ঐ ক্ষার ১৬ তোলা এবং যবক্ষার ১৬ তোলা, ফিট্‌কারী ৮ তোলা, নিশাদল ৮ তোলা, সৈন্ধব ৪ তোলা, সোহাগার খৈ ২ তোলা, হীরাকস ১ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ১ তোলা, দাস্নমুজ ২ তোলা ও সমুদ্রফেণ ১ তোলা ; এই সমুদয় একত্র চূর্ণ করিয়া বকযন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে। মাত্রা ৪।৫ ফোঁটা।

শঙ্খদ্রাবক। যকৃৎ বা প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও উদরাধ্মান প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধের ১০। ১২ ফোটা ভোজনান্তে জলসহ সেবন করাইবে, এই ঔষধ অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক।

শঙ্খদ্রাবক। শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার,সোহাগারখৈ,বিট্‌লবণ,সৈন্ধবলবণ, সমুদ্রলবণ, সাগারলবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, ফিট্‌কারী ও নিশাদল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাচ-কুপীতে পূর্ণ করিয়া বারুণী যন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে। মাত্রা ১০।১২ ফোঁটা।

চিত্রকপিপ্পলী ঘৃত। প্লীহা বা যকৃৎরোগে বেদনা, জ্বর ও শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে এবং রোগীর শরীরের কৃশতা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি লক্ষিত হইলে, রোগীকে এই ঘৃত অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণ গোদুগ্ধ।

চিত্রকপিপ্পলী ঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। গোদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য--পিপ্পলী ॥০ অর্দ্ধসের ও রক্তচিতা ॥০ অর্দ্ধসের, জল ১৬ সের। যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ।০ আনা বা ॥০ আনা।

রোহিতকঘৃত। প্লীহা বা যকৃৎরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এবং যথারীতি অগ্নিবৃদ্ধি হইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করাইবে, বায়ু ও পিত্তের রুক্ষতাবশতঃ প্লীহা বা যকৃৎজন্য অল্প জ্বর ও শ্বাস বিদ্যমান থাকিলে এবং শরীরে পাণ্ডুতা দৃষ্ট হইলে,

এই ঘৃত অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধির তরুণাবস্থায় জ্বর, শ্বাস ও কাস প্রভৃতির প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ঘৃত সেবন নিষিদ্ধ, অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

রোহিতকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথা নিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—রোহিতকছাল /৩ ছটাক, কুলশুঁঠ /৪ সের, জল ৫৭ সের, শেষ ১৪।০ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা ও রোহিতকছাল ৪০ তোলা, জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা, ।০ চারি আনা বা ॥০ অর্দ্ধ তোলা।

মহারোহিতকঘৃত। প্লীহা অথবা যকৃৎরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু ও পিত্তের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ঘৃত সেবন করাইবে। বায়ু ও পিত্তের রুক্ষতাবশতঃ শ্বাস অথবা প্লীহা ও যকৃৎ জন্য অল্প জ্বর, কাস, বমন, পাণ্ডুতা, পার্শ্বশূল, হৃচ্ছূল ও কুক্ষিশূল প্রভৃতি উপদ্রবও এই ঘৃত সেবনে বিনষ্ট হয়। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

মহারোহিতকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের, যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—রোহিতকছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কুলশুঁঠ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগীদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হিং, যমানী, ধনে, বিট্ লবণ, কৃষ্ণজীরা, সচললবণ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, পুনর্ণবা, রাখালশশারমূল, যবক্ষার, কুড়, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, হবুষ, চই ও বচ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ।০ আনা বা ॥০ তোলা।

উরোগ্রহ-চিকিৎসা

চব্যাদি চূর্ণ। উরোগ্রহ বর্দ্ধিত হওয়ায় জ্বর ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রাতে ও বৈকালে সেব্য। অনুপান—জল

চব্যাদিচূর্ণ। চৈ, অম্লবেতস (থৈকল), যবক্ষার, হিং ও রক্তচিতামূল; এই সকল ঔষধের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০ আনা হইতে ।০ আনা।

পুত্রজীবকাদ্যযোগ। উরোগ্রহরোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

পুত্রজীবকাদ্যযোগ। জিয়াপুতা, শজিনাছাল, হুড়হুড়ে ও বেড়েলা; এই সকল দ্রব্যের মধ্যে একটী বা দুইটী দ্রব্যের রস একত্র করিয়া হিং (২।৩ রতি মাত্রায়) প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া সেবন করিতে দিবে।

প্লীহা ও যকৃৎরোগে—কোষ্ঠবদ্ধতা-চিকিৎসা।

প্লীহশার্দ্দূল রস। প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংস বর্দ্ধিত হওয়ায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। গুল্ম-রোগেও এই ঔষধ উপকারী। প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংস বৃদ্ধিবশতঃ জ্বর হইলে অথবা বিষমজ্বরে প্লীহা কিম্বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে এই ঔষধ সেবন করান যায়; ঔষধ সেবনে যাহাদের ২।৩ বার দাস্ত হইবে, তাহাদিগকে ২।৩ দিন অন্তর সেবন করান কর্ত্তব্য; কিন্তু কেবলমাত্র কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

প্লীহাশার্দ্দূলরস। পারদ, গন্ধক, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১তোলা, তাম্র ৫ তোলা এবং মনঃশিলা, কড়িভস্ম, তুতে, হিং, লৌহ, জয়ন্তী, রোহিতকছাল, যবক্ষার, সোহাগার খৈ, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, রক্তচিতা ও শোধিত জয়পালবীজ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তেউড়ীমূল, রক্তচিতা, পিপুল ও আদার রসে যথাক্রমে তিন তিনবার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

প্লীহান্তকরস। প্লীহা বা যকৃৎ বর্দ্ধিত হওয়ায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে, যকৃৎ বৃদ্ধি বশতঃ কাস, শ্বাসকষ্ট এবং প্লীহা বৃদ্ধিহেতু শোথ ও কোষ্ঠবদ্ধতা ইহাতে নষ্ট হয়, প্লীহা বা যকৃৎরোগে পাণ্ডুতা ও অল্পজ্বরাবস্থায়, বিশেষতঃ তৎসঙ্গে কোষ্ঠ-বদ্ধতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবনে রোগীর সমধিক উপকার দর্শে, রোগীর মলের তরলতা (দাস্ত) অনুসারে প্রত্যহ বা ২।৩ দিন অন্তর সেবন করান আবশ্যক। অনুপান—পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু।

প্লীহান্তকরস। তাম্র, রূপা, অভ্র, লৌহ, মুক্তা, হিঙ্গুল, রসাঞ্জন, পারদ, গন্ধক, গুগ্‌গুলু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রাস্না, শোধিত জয়পালবীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্‌কী, দন্তীমূল, ঘোষামূল, সৈন্ধব, তেউড়ী ও যবক্ষার; এই সমুদয় দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া এরণ্ডতৈলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

প্লীহারিরস। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধতা এবং প্লীহা স্থূলাকার ও কঠিন হইলে অথচ তাহাতে অল্প বেদনা থাকিলে অর্থাৎ কফজ প্লীহায় রোগীকে এই ঔষধের একবটী প্রাতে সেবন করাইবে। বাতজ অর্শঃ এবং বাতজ প্লীহা ও যকৃৎরোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, গুল্ম-রোগ, শূল, উদাবর্ত্ত এবং শ্বাসকাসার্ত্ত রোগীকেও বিরেচনার্থ এই ঔষধ রোগের প্রবলতানুসারে সেবন করান যায়। আমবাত রোগে কোষ্ঠকাঠিন্য-অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার দর্শে। রোগীর দাস্ত অধিক হইলে প্রত্যহ সেবন করান কর্ত্তব্য নহে। অনুপান—আদাররস ও মধু।

প্লীহারিরস। পারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা; শোধিত জয়পালবীজ ৫ তোলা. এই সমুদয় একত্র করিয়া পলাশের ছালের রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক ছায়ায় শুষ্ক করিবে। বটী ১ রতি।

লৌহমৃত্যুঞ্জয়রস। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে রোগীকে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করাইবে। প্লীহোদর ও যকৃদ্দাল্ল্যদরে শোথ প্রকাশ পাইলে অথবা প্লীহা ও যকৃতে বিদ্রধি (স্ফোটক) জন্মিলে, সেই অবস্থায় এই ঔষধ প্রযোজ্য। অগ্রমাংস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু অথবা আদাররস ও মধু।

লৌহমৃত্যুঞ্জয়রস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা, তাম্র, কুচিলা, কড়িভস্ম, তুতে, শঙ্খভস্ম, রসাঞ্জন, জায়ফল, কট্‌কী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, শোধিত জয়পালবীজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া হুড়হুড়ের রসে মর্দ্দন করিয়া যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে; অনন্তর হুড়হুড়ের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে।

যকৃৎপ্লীহারীলৌহ। যকৃৎ বা প্লীহা বর্দ্ধিত হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রাতে রোগীকে সেবন করাইবে। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পাণ্ডুতা ও জ্বর প্রকাশ পাইলে এবং উদর রোগে (প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্ল্যদরে) হস্ত পদাদিতে শোথ প্রকাশ পাইলে, কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করাইবে। রোগীর কোষ্ঠবলানুসারে প্রত্যহ বা ২।১ দিন অন্তর সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—জল বা আদার রস।

যকৃৎ প্লীহারিলৌহ। হিঙ্গুলোত্থ পারদ,গন্ধক, লৌহ ও অভ্র, ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, তাম্র, মনঃশিলা ও হরিদ্রা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, জয়পালবীজ, সোহাগার খৈ ও শিলাজতু; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এই সমস্ত ঔষধ একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, রক্তচিতা, নিসিন্দা ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এবং শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের মিলিত কাথে আদা ও ভীমরাজ রসে যথাক্রমে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

প্লীহা ও যকৃৎরোগে পাণ্ডু-চিকিৎসা।

নবায়সলৌহ। যকৃৎ বা প্লীহারোগে রোগীর শরীর পাণ্ডুবর্ণ এবং তজ্জন্য কামলা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। যকৃৎ ও প্লীহারোগে পিত্তের প্রবল অবস্থায় শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

নবায়সলৌহ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ ও রক্ত-চিতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং লৌহ ৯ তোলা, মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—এক রতি হইতে ছয় রতি।

দার্ব্ব্যাদি লৌহ। যকৃৎ ও প্লীহারোগে পিত্তের প্রবলতা বশতঃ পাণ্ডু রোগ হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্লীহা ও যকৃৎরোগের আতিশয্য বশতঃ অথবা প্লীহা ও যকৃৎ ক্ষীণ হইলে, পিত্তাধিক্য অবস্থায় এই ঔষধ সেবনে উপকার হয়। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

দার্ব্ব্যাদিলৌহ। দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও বিড়ঙ্গ; এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া, তাহার সহিত সর্ব্ব সমান লৌহ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা এক রতি হইতে ৫ রতি।

পুনর্ণবাদিমণ্ডূর। প্লীহা বা যকৃৎরোগে রোগীর শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইলে এবং তজ্জনিত কামলা ও হস্তপদাদি স্থানে শোথ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। অনুপান—জল, শোথ বিদ্যমান থাকিলে পুনর্ণবার রস ও মধু।

পুনর্ণবাদিমণ্ডূর। মণ্ডুর ৪০ তোলা এবং গোমূত্র ৫ সের, মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, আসন্নপাকে পাত্র অবতরণ পূর্ব্বক উহাতে পুনর্ণবা, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ,

দেবদারু, রক্তচিতা, কুড়, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চৈ, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, পিপুলমূল ও মুথা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা প্রক্ষেপ দিবে এবং উপযুক্তরূপে আলোড়ন করিয়া পাত্র নামাইবে। মাত্রা ।৹ আনা বা ॥৹ অর্দ্ধ তোলা।

পঞ্চামৃতলোহমণ্ডূর। প্লীহা বা যকৃৎ সত্ত্বে পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হইলে এবং তজ্জনিত শোথ সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি, পাণ্ডু বা কামলা ও শোথ একত্র প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবনে শোথ এবং পাণ্ডু অথবা কামলা ও জীর্ণ জ্বর এবং পাণ্ডুরোগ-জন্য বিবিধ উপদ্রব বিনষ্ট হয়। অনুপান—কোকিলাক্ষপাতার রস ও মধু।

পঞ্চামৃতলোহমণ্ডুর। মণ্ডুর ২৫ তোলা, গোমূত্র ১০০একশত তোলা ও পুনর্ণবার ক্কাথ ২০০ দুইশত তোলা, একটী মৃণ্ময় পাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে; পাকাবসানে উহা গাঢ় হইলে পাত্র অবতরণ করিয়া লৌহ, তাম্র, গন্ধক, অভ্র, পারদ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, ধনে ও চৈ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে উহাতে মধু ৮ তোলা মিলিত করিবে। মাত্রা দুই হইতে ॥৹ আনা পর্য্যন্ত।

প্লীহা ও যকৃৎরোগে শোথ-চিকিৎসা।

পুনর্ণবাষ্টকক্কাথ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিবশতঃ প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যু-দর উপস্থিত হইলে অথবা জীর্ণজ্বরে রোগীর হস্তপদাদি স্থানে শোথ দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ক্কাথ সেবন করিতে দিবে; পাণ্ডুরোগে শোথ, পার্শ্বশূল ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ক্কাথ সেবন করান যাইতে পারে।

পুনর্ণবাষ্টকক্কাথ। পুনর্ণবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, কট্‌কী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; পাকশেষ ৮ তোলা।

পথ্যাদিক্কাথ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিবশতঃ প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদর রোগ হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর হস্ত, মুখ, উদর ও পদদ্বয়ে শোথ প্রকাশ পাইলে, অথবা জীর্ণজ্বরে কাস ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পথ্যাদি কাথ। হরীতকী, কাঁচা হরিদ্রা, বামনহাটী, গুলঞ্চ, রক্তচিতা, দারুহরিদ্রা, পুনর্ণবা, দেবদারু, ও শুঁঠ; এই নয়টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ত্র্যূষণাদ্যলৌহ। প্লীহা ও যকৃৎরোগে রোগীর হস্তপদাদিস্থানে শোথ হইলে এবং রোগীর উদরাময় অথবা রক্তের হীনতা বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ মূত্রকারক। অনুপান—ত্রিফলার জল।

ত্র্যূষণাদ্যলৌহ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ও যবক্ষার; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সর্ব্ব-সমান লৌহ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রত্তি।

মাণমণ্ড। প্লীহা বা যকৃৎরোগে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে শোথ হইলে, রোগীকে পথ্যরূপে এই ঔষধ সেবন করাইবে; এই ঔষধ প্লীহা বা যকৃৎরোগে শোথ ও উদরাময় একত্র হইলে, সেই অবস্থায় ইহা সেবনে ফল পাওয়া যায়, তৎব্যতীত বিবিধ শোথ ও উদরীরোগে পথ্যরূপে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধ সেবনকালে অন্য পথ্য প্রদান নিষিদ্ধ।

মাণমণ্ড। পুরাতন (বৎসরাতীত) মাণের চূর্ণ ১ ভাগ ও আতপতণ্ডুলের গুড়া ২ ভাগ একত্র করিয়া দুগ্ধ সহ পাক করিবে, পাককালে দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিয়া লইবে, জল নিঃশেষিত হইয়া পায়সবৎ পাক হইলে, উহা প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে।

প্লীহা ও যকৃৎরোগে বমন-চিকিৎসা।

রক্তপিত্তান্তকরস। প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি হেতু রোগীর জ্বর, মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত নিঃসরণ এবং যকৃৎ ও প্লীহারোগে পাণ্ডু বা কামলার উৎপত্তি বশতঃ বমন হইলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে কচি দুর্ব্বাঘাসের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

রক্তপিত্তান্তকরস। অভ্র, মুণ্ডলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল ও গন্ধক সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্‌ ও গুড়ুচীর রসে বা কাথে যথাক্রমে একদিন ভাবনা দিবে। বটী ৩ রত্তি।

শতমূলাদ্যলৌহ। প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধিহেতু জ্বর, বমন এবং মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত নিঃসৃত হইলে অথবা প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি বশতঃ পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর ঐরূপ বমন হইলে, এই ঔষধ মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—কচি দূর্ব্বার রস ও মধু।

শতমূলাদ্যলৌহ। শতমূলী, ইক্ষুচিনি, ধনে, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা, রক্তচিতা ও কৃষ্ণতিলের শাস, এই সকল দ্রব্য সমভাগ ও সর্ব্ব সমান লৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৩ রতি।

ধাত্রীলৌহ। প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধিবশতঃ রোগীর বমন হইলে অথবা অম্লপিত্তরোগ উৎপন্ন হওয়ায় বমন হইলে, রোগীকে এই ঔষধ দিবসে ২। ৩ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পটোলপত্রের রস ও মধু।

ধাত্রীলৌহ। আমলকী চূর্ণ ৬৪ তোলা, লৌহ ৩২ তোলা ও যষ্টিমধু ১৬তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া আমলার ক্বাথে ৭ দিনে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ৬ রতি।

প্লীহা ও যকৃৎরোগে—বেদনা-চিকিৎসা।

তিলাদ্য লেপ। যকৃৎ বৃদ্ধি বশতঃ উহাতে বেদনা এবং পার্শ্বশূল, হৃচ্ছূল ও কাস প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে, যকৃতের উপর পুরু করিয়া এই প্রলেপ লাগাইয়া দিবে।

তিলাদ্য প্রলেপ। তিল, তিসি, এরণ্ডবীজ, শ্বেতচন্দন ও সর্ষপ সমভাগে পেষণ করিয়া যকৃতের উপরিস্থিত চর্ম্মে লাগাইবে।

হিঙ্গ্বাদ্য লেপ। প্লীহা কঠিন হইলে ও তাহাতে বেদনা বোধ হইলে এই প্রলেপ প্লীহার স্থানে সুরার (মদের) সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে।

হিঙ্গ্বাদ্যলেপ। হিং ।• আনা, নিশাদল ।• আনা, গুগ্গুলু ॥• আনা, চূণ ॥• আনা ও বংশপত্র হরিতাল ১ তোলা, মদের সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে।

শূলহরণযোগ। যকৃৎ ও প্লীহা স্থানে বেদনা অনুভূত হইলে এবং তজ্জন্য অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে জলসহ সেবন করাইবে। বিবিধ শূলরোগে এই ঔষধ সেবনে উপকার হয়।

শূলহরণযোগ। হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুচিলা, হিং, সৈন্ধবলবণ ও শোধিত-গন্ধক ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

শঙ্খাদিচূর্ণ। যকৃৎ বা প্লীহায় অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইবে এবং প্লীহা ও যকৃৎ-বৃদ্ধি-বশতঃ অগ্নিমান্দ্য, উদাবর্ত্ত ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

শঙ্খাদিচূর্ণ। শঙ্খভস্ম, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সাম্ভারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, করকচলবণ, সোহাগার খৈ, জায়ফল, শুলফা, যমানী, হিং, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা /০ আনা।

প্লীহা, যকৃৎ ও উরোগ্রহ রোগে-পথ্য।

প্লীহা ও যকৃৎরোগে জ্বর ও কাস বৃদ্ধি হইলে জ্বরের বিধানানুসারে পথ্য প্রদান করিবে। পুরাতন রক্তশালি প্রভৃতি তণ্ডুলের অন্ন এবং পুরাতন কুলত্থ কলায়, মুগডাইল ও শালিঞ্চ শাক, পল্‌তা শাক, করলা, শজিনারখাড়া, কাঁচিপেপে ও ডমুর প্রভৃতি লঘুদ্রব্য ও তিক্তরস প্রধান খাদ্য রোগীর ইচ্ছানুযায়ী প্রদান করিবে ; প্লীহা যকৃতের বেদনা ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস হইলে, অল্প মাত্রায় ছাগীদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, ঘোল, জাঙ্গল মৃগ ও পক্ষীর মাংসের যূষ ও রসুন প্রভৃতি পথ্য রোগীকে প্রদান করিবে ; উরোগ্রহ রোগে প্লীহা ও যকৃতের পথ্যানুযায়ী লঘু পথ্য প্রদান করিবে। প্লীহা রোগে শোথ বৃদ্ধি পাইলে অর্থাৎ প্লীহোদরে বা যকৃদ্দাল্যুদরে উদরীরোগের পথ্য প্রদান করিবে।

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক-চিকিৎসা।

পাণ্ডুরোগের লক্ষণ।

বাতিক পাণ্ডুরোগের লক্ষণ। বায়ুপ্রবল পাণ্ডুরোগে রোগীর চর্ম্ম, মূত্র ও চক্ষু প্রভৃতির রুক্ষতা, কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণাভা দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং কম্প,

শরীরে বেদনা, আনাহ, ভ্রম ও শূলাদি উৎপন্ন হয়। বাতিক পাণ্ডুরোগেও কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণের সহিত পাণ্ডুতার আধিক্য বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ রোগীর শরীর পাণ্ডুযুক্ত কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ হয়।

পৈত্তিকপাণ্ডুরোগের লক্ষণ। পৈত্তিক পাণ্ডুরোগে চর্ম্ম, নখ, মল ও মূত্রে পীতাভা লক্ষিত হয় এবং দাহ, পিপাসা, জ্বর, দাস্ত ও শরীরে অত্যন্ত পীতাভা দৃষ্ট হয়।

শ্লৈষ্মিকপাণ্ডুরোগের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগে রোগীর নাসিকা হইতে শ্লেষ্মার নিঃসরণ, শোথ, তন্দ্রা, আলস্য, দেহের অতিগুরুতা, ত্বক্, মল, মূত্র ও মুখে শুক্লাভা দৃষ্ট হয়; অর্থাৎ চর্ম্মাদিতে পাণ্ডুতা সমন্বিত শুক্লবর্ণতা লক্ষিত হয়।

সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগের লক্ষণ। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগের লক্ষণ সমূহ মিলিত হইলে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ এক অবস্থায় দৃষ্ট হইলে, তাহাকে সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগ কহে।

মৃত্তিকাভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগের লক্ষণ। তন্দ্রা, আলস্য, কাস, শ্বাস, শূল ও সর্ব্বদা অরুচি এবং উদরে ক্রিমি সঞ্চয়, গণ্ড, ভ্রূ, পদ, নাভি ও শিশ্নদেশে শোথ এবং রক্ত ও কফসংযুক্ত মল নিঃসরণ প্রভৃতি লক্ষণ মৃত্তিকা ভক্ষণ জনিত পাণ্ডুরোগে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ক্রিমিকোষ্ঠের লক্ষণ। পাণ্ডুরোগীর উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে, চক্ষু, গণ্ডদেশ, পদ, নাভি ও লিঙ্গে শোথ জন্মে এবং রোগীর আম ও রক্ত-সংযুক্ত মল নির্গত হয়।

কামলারোগের লক্ষণ। পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তি অধিক পরিমাণে পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন করিলে প্রকুপিত পিত্ত, রক্ত এবং মাংসকে দূষিত করিয়া কামলারোগ উৎপাদন করে, কামলারোগীর চক্ষু, চর্ম্ম, নখ ও মুখ অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ দৃষ্ট হয়, মল ও মূত্র পীত বা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, শরীরের বর্ণ ভেকের ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং ইন্দ্রিয়ের শক্তির হ্রাস দাহ, ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক,

দুর্ব্বলতা, দেহের অবসন্নতা ও অরুচি জন্মে। কামলারোগে পিত্ত কুপিত হইয়া কোষ্ঠদেশকে আশ্রয় করে, কখনও বা রক্তাদি ধাতু সমূহকে আশ্রয় করে।

কুম্ভকামলারোগের লক্ষণ। কামলারোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং সপ্তধাতু অত্যন্ত রুক্ষগুণ বিশিষ্ট হইলে, উহাকে কুম্ভকামলা কহে; ইহা অতি কষ্টসাধ্য।

হলীমকরোগেরলক্ষণ। বায়ু ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ পাণ্ডুরোগীর শরীর হরিত, কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ হইলে এবং বল ও উৎসাহের হ্রাস, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য, মৃদুজ্বর, স্ত্রীসহবাসে অনিচ্ছা, অঙ্গবেদনা, দাহ, তৃষ্ণা এবং অরুচি ও ভ্রম এই সকল উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, পাণ্ডুরোগ হলীমক নামে অভিহিত হয়। হলীমকরোগে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হয়।

পাণ্ডুরোগাদির অসাধ্য লক্ষণ। পাণ্ডুরোগে জ্বর, অরুচি, বমনেচ্ছা, বমি, পিপাসা ও ক্লান্তি লক্ষিত এবং রোগীর দেহের ক্ষীণতা ও ইন্দ্রিয়ের শক্তিহীনতা দৃষ্ট হইলে, রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। ত্রিদোষ জনিত পাণ্ডুরোগও অসাধ্য। পাণ্ডুরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে ও উদরীরোগে পরিণত হইলে অসাধ্য হয়। অল্পকাল জাত পাণ্ডুরোগেও যদ্যপি রোগীর অঙ্গ-বিশেষে শোথ দৃষ্ট হয় এবং রোগী সমস্ত বস্তু পীতবর্ণ দর্শন করে, তাহা হইলে উহা অসাধ্য হইয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগীর কফসংযুক্ত ও বদ্ধমল অল্প অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে, সেই পাণ্ডুরোগ অসাধ্য জানিবে। যে পাণ্ডুরোগী অত্যন্ত ক্লান্ত এবং বমন, মূর্চ্ছা ও পিপাসায় অভিভূত হয় ও ঘর্ম্মে যাহার সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত হয়, সেই রোগীর পাণ্ডুরোগ অসাধ্য। যে পাণ্ডুরোগীর দন্ত, নখ ও চক্ষু পাণ্ডুবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং রোগী সমস্ত বস্তু পাণ্ডুবর্ণ দর্শন করে, সেই পাণ্ডুরোগ অসাধ্য।

যে পাণ্ডুরোগীর হস্ত ও পদাদিতে শোথ এবং শরীরের মধ্যদেশ ক্ষীণ হয় অথবা হস্ত পদাদির ক্ষীণতা ও শরীরের মধ্যদেশে শোথ দৃষ্ট হয়, সেই রোগী অসাধ্য। যে পাণ্ডুরোগীর গুহ্যদেশ, মুখ, শিশ্ন ও অণ্ডকোষে শোথ জন্মে এবং গ্লানি, জ্ঞানলোপ, অতিসার ও জ্বর দৃষ্ট হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ তাহার রোগ অসাধ্য।

কুম্ভকামলারোগে রোগীর যদ্যপি বমন, অরুচি, বমনবেগ, জ্বর, ক্লান্তি, শ্বাস, কাস এবং মলভেদ অর্থাৎ উদরাময় লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন-রক্ষা হয় না। কামলারোগীর দাহ, অরুচি, পিপাসা, উদরে বন্ধনবৎ পীড়া, তন্দ্রা, মেহ এবং অগ্নিমান্দ্য হইলে, সেই কামলা রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। যে কামলা রোগীর মল ও মূত্র কৃষ্ণ, পীত বা রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং চক্ষু, মুখ ও বমন রক্তবর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত শোথ ও মেহ লক্ষিত হয়, তাহার কামলা রোগ অসাধ্য।

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

পাণ্ডুরোগে স্বভাবতঃ পিত্তের প্রবলতা দৃষ্ট হয়, পাণ্ডুরোগ বিবিধ কারণে ও প্লীহা, যকৃৎ, ক্রিমি, পিত্তজকাস, রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি বহুবিধরোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং সর্ব্বশরীর, হস্ত, মুখ, চক্ষু ও নখে ইহার লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এই রোগ উৎপন্ন হইলে বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বর্ণ দ্বারা পাণ্ডুরোগের উপলব্ধি হইয়া থাকে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে এইরূপ পীতাভার কারণ কি তাহা অবগত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। পাচকাগ্নিস্থিত পিত্তরসের সাহায্যে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়া তাহা হইতে একপ্রকার রসের উৎপত্তি হয়, সেই রস সমান বায়ু কর্ত্তৃক হৃদয়ে নীত হইয়া রসবহা ধমনী দ্বারা যকৃতে আগমন পূর্ব্বক যকৃৎস্থিত রঞ্জকপিত্তের সাহায্যে রক্তরূপে পরিণত হয়; প্লীহা ও যকৃৎ রক্তের আধার, সুতরাং প্লীহা ও যকৃৎস্থিত রক্ত অন্যান্য স্থানস্থিত রক্তের পোষণ করে অর্থাৎ রক্তবাহিনী শিরাসমূহ দ্বারা রক্ত সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত হয়, তজ্জন্য এই রোগ উৎপন্ন হইলে পিত্তের দুষ্টি সহজেই উপলব্ধি হয়, পিত্তবর্দ্ধক অর্থাৎ পিত্তপ্রকোপকারী দ্রব্যসমূহ সেবন দ্বারা অথবা যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি রোগ দ্বারা পিত্ত অত্যন্ত দূষিত হওয়ায় পিত্তের নিঃসরণ ক্রিয়ার অভাব বশতঃ শরীর পীতবর্ণ হয়, এই জন্যই যকৃৎ প্লীহা প্রভৃতি রোগ হইতে পাণ্ডু ও কামলার উৎপত্তি হয়। প্লীহা ও যকৃৎ রক্তের আধার এবং রঞ্জকপিত্ত প্লীহা ও যকৃতে অবস্থান করে, এমতাবস্থায় প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে রক্তের ক্রিয়ার হানি হয় এবং পিত্তের ক্রিয়ার অভাব হইয়া থাকে। স্থূলকথা রঞ্জকপিত্ত কর্ত্তৃক রক্তের ক্রিয়া ও

রক্তের সঞ্চার হইয়া থাকে এবং পিত্তের দুষ্টি বশতঃ রক্তের বিকৃতি জন্মে, পাণ্ডুরোগের উৎপত্তির ইহাই কারণ। এই পাণ্ডুরোগ হইতেই কামলারোগ উৎপন্ন হয়, কিন্তু দূষিত পিত্ত অত্যন্ত দুষ্ট হইয়া রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। পাণ্ডুরোগের আধিক্যই কামলারোগ বুঝিতে হইবে; যেরূপ কাসরোগ হইতে যক্ষ্মারোগের উৎপত্তি হয় এবং উভয় রোগের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান, পাণ্ডু ও কামলারোগের মধ্যেও তাদৃশ প্রভেদ আছে, কামলারোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া সমস্ত ধাতুকে (রক্ত, মাংস ও মেদ প্রভৃতিকে) আশ্রয় করিলে কুম্ভকামলারোগে পরিণত হয় অর্থাৎ কুম্ভ-কামলা, কামলারোগের অত্যন্ত প্রবল অবস্থা বুঝিতে হইবে। হলীমকরোগও পাণ্ডুরোগের ভেদমাত্র।

পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হইলে প্রথমতঃ কোন্ রোগ হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্যরাখা কর্ত্তব্য। যে স্থানে পাণ্ডু বা কামলারোগের উৎপাদক রোগ নিরুপিত হয় না অর্থাৎ অন্যান্য রোগ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল বাতাদি দোষের প্রকোপ বশতঃ শরীরের পাণ্ডুতা দৃষ্ট হয়, সেই সকল অবস্থায় বাতাদি দোষসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। স্বয়ং প্রকুপিত বাতাদি দোষজনিত পাণ্ডু বা অন্য রোগের পূর্ব্বরূপ বা রূপভেদে সমুৎপন্ন পাণ্ডুরোগ দৃষ্ট হইলে, উহার চিকিৎসার্থ ঔষধ সমূহ বিবেচনা পূর্ব্বক নির্ব্বাচন করিবে অর্থাৎ অনেক স্থানে মূলরোগের ঔষধ প্রদান করিলেও পাণ্ডুতা নষ্ট হয়, যথা—ক্রিমিজন্য পাণ্ডুরোগে বিড়ঙ্গাদিলৌহ, পারিভদ্রাবলেহ (হরিদ্রাখণ্ড), প্লীহা বা যকৃৎজন্য পাণ্ডুরোগে চিত্রকাদিলৌহ, মহামৃত্যুঞ্জয়লৌহ ও লোকনাথরস প্রভৃতি, রক্তপিত্তজন্য পাণ্ডুরোগে শত-মূল্যাদি লৌহ ও খণ্ডকাদ্যলৌহ এবং কাসজনিত পাণ্ডুরোগে লক্ষ্মীবিলাস ও রসেন্দ্রগুড়িকা প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক উপযুক্ত অনুপানে সেবন করাইবে, এইরূপ অন্যান্য রোগেও পাণ্ডুতার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তৎতৎ মুখ্য-রোগ এবং পাণ্ডুনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু সেই সমস্ত রোগের উপদ্রব স্বরূপ পাণ্ডুরোগ অথবা কামলারোগ বিবিধ উপদ্রব সহ প্রকাশিত হইলে ঐ সমস্ত মূলরোগ নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলেই পাণ্ডু ও কামলা বিনষ্ট হয় না; সুতরাং পাণ্ডু রোগাধিকারোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করাও কর্ত্তব্য। পাণ্ডু ও কামলারোগের আতিশয্যে বিবিধ উপদ্রব লক্ষিত হইলে, চিকিৎ-সকের উপদ্রব সমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পাণ্ডু ও কামলারোগের

প্রভেদ থাকিলেও প্রায়শঃ ভিন্ন ঔষধের প্রয়োজন হয় না, একই ঔষধে উভয়রোগ নষ্ট হয়। পাণ্ডু ও কামলারোগে উদরে বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, উদরাময়, বমন, পিপাসা, গাত্রকণ্ডু, অরুচি, বিমর্ষতা ও ক্ষুধার লোপ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এবং পাণ্ডু ও কামলারোগে কতকগুলি অসাধ্য লক্ষণও ক্রমান্বয় উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ সমস্ত লক্ষণ সমুহেরও যথাসাধ্য প্রতীকার করা কর্ত্তব্য, যেহেতু অসাধ্য লক্ষণান্বিত রোগীকে শারীরিক বল ও অগ্নিবল প্রভাবে অনেকস্থানে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

পাণ্ডুরোগে-ক্রিমিসঞ্চয়। পাণ্ডুরোগীর উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং আম ও রক্ত সংযুক্ত মল নির্গত হইলে, রোগীকে সাবধানে চিকিৎসা করিবে। যাহাতে উদরাময় অর্থাৎ আমরক্তের নিবৃত্তি হয়, অথচ ক্রিমিসকল বিনষ্ট হইয়া নির্গত হয়, তাদৃশ পাণ্ডুনাশক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য; যাহাতে দাস্ত হইয়া ক্রিমি নির্গত হয়, তাদৃশ ঔষধ কখনও প্রয়োগ করিবে না। ক্রিমিনাশার্থ বিড়ঙ্গাদিলোহ, ক্রিমিকালান্তকরস, ক্রিমিরোগারিরস এবং ক্রিমিভদ্রবটিকা প্রভৃতি ঔষধ রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে, এই অবস্থায় আমরক্ত নিবারণার্থ কণাদ্যলৌহ ও পীযুষবল্লীরস প্রভৃতি সেবন করান যাইতে পারে। রোগীর শোথের প্রবলতা লক্ষিত হইলে, তন্নিবারণার্থ রোগীকে, কটুকাদ্যলৌহ, ক্র্যষণাদ্যলৌহ, ত্রিকট্বাদিলোহ বা শোথকালানল রস প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে এবং রোগীকে অতি লঘুপথ্য প্রদান করিবে, স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা দ্রব্য কদাচ প্রদান করিবে না।

পাণ্ডু ও কামলারোগে-বমন। পাণ্ডুরোগে পিত্তের প্রবলতা বশতঃ প্রবল বমন বেগ দৃষ্ট হয়, আহার্য্য দ্রব্য ভোজনান্তেই বমনের সঙ্গে উঠিয়া যায়, এইরূপ অবস্থায় রোগীকে তরল দ্রব্য সেবন করিতে দিবে না, যেহেতু উহা ভোজনান্তে উত্থিত হয়; সুতরাং লঘুপাক দ্রব্য পথ্য প্রদান করিবে, এবং সপ্তামৃতলোহ ও ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি ঔষধ রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

পাণ্ডু ও কামলারোগে-জ্বর। পাণ্ডু ও কামলারোগে জ্বর হইলে, রোগীকে জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া জীর্ণজ্বর চিকিৎসোক্ত চন্দনাদি-লৌহ, সর্ব্বজ্বরহরলৌহ ও বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ প্রভৃতি ঔষধ এবং জ্বরের সঙ্গে উদরাময় লক্ষিত হইলে, পুটপক্ক বিষম জ্বরান্তকলৌহ বা বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ প্রভৃতি ঔষধ এবং প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে, বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি ও বৃহৎ বিষমজ্বরারিরস প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে এবং প্লীহা ও যকৃৎ নিবারক-ধারক ঔষধ, যথা—লোকনাথ রস, বৃহৎ লোকনাথরস ও চিত্রকাদ্য লৌহ অথবা রেচক ঔষধ যথা—মাণকাদি গুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা ও অভয়ালবণ প্রভৃতি অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে, জ্বরের সঙ্গে কাস প্রবল থাকিলে, সর্ব্বতোভদ্ররস ও বৃহৎচুড়ামণি প্রভৃতি উপযুক্ত অনুপানে সেবন করাইবে।

পাণ্ডু ও কামলারোগে-উদরাময়। পাণ্ডু ও কামলারোগে পিত্তের বিকৃতি বশতঃ উদরাময় দৃষ্ট হয়; এই রূপ অবস্থায় রোগীর উদরাময় অসাধ্য লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত হইলেও তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক। এই অবস্থায় পাণ্ডুরোগনাশক ত্রৈলোক্যসুন্দর, পঞ্চামৃতলৌহ ও বজ্রবটকমণ্ডুর প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। উদরাময় প্রবল হইলে জাতীফলাদ্যরস, হিরণ্য-গর্ভপোট্টলীরস প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা বিধেয়। উদরাময় ও শোথ উভয়ই বিদ্যমান থাকিলে পঞ্চামৃতলৌহ ও বজ্রবটকমণ্ডুর প্রভৃতি সেবন করাইয়া মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিবে; কিন্তু উদরাময় অত্যন্ত প্রবল হইলে লৌহ-পর্প্পটী বা পঞ্চামৃতপর্প্পটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিয়া অতি পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন ও দুগ্ধ পথ্য প্রদান করিবে। শোথ ও তৎসঙ্গে উদরাময় প্রকাশানন্তর পাণ্ডু এবং কামলা উৎপন্ন হইলে, তাহাতেও ঐরূপ চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডু ও কামলারোগে-কোষ্ঠকাঠিন্য। এই দুই রোগে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দৃষ্ট হইলে, তন্নিবারণার্থ প্রাণবল্লভ রস ও পাণ্ডুসূদনরস প্রভৃতি পাণ্ডু-নাশক রেচক ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অন্যান্য রোগ পাণ্ডু ও কামলার সহিত প্রবলভাবে লক্ষিত হইলে, সেই সেই রোগ নিবারক বিরেচক ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রদান করিবে অর্থাৎ বাতজ প্লীহা বা যকৃৎরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হওয়ায়

ক্রমশঃ পিত্তাদির আশ্রয় বশতঃ পাণ্ডু বা কামলারোগ উৎপন্ন হইলে, সেই স্থানে প্লীহা ও যকৃৎ নিবারক বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে, কারণ ঐরূপ স্থলে মূলরোগ নষ্ট না হইলে, তজ্জনিত অন্যরোগ বিনষ্ট হয় না, যদিও আয়ুর্ব্বেদীয় একই ঔষধ ব্যবহার দ্বারা কার্য্য বা কারণভূত উভয়বিধ রোগই নিবৃত্ত হয়, তথাপি মূলরোগ নিবারক ঔষধ প্রয়োগদ্বারা তজ্জনিত অন্যরোগ নিবারণে চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য, যখন এক রোগ হইতে অন্যরোগ প্রবলরূপে প্রকাশ পায়, তখন সেই রোগোক্ত ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। পাণ্ডু বা কামলা রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে তাহাকে তীব্র বিরেচক ঔষধ সেবন না করাইয়া মৃদু বিরেচক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।

পাণ্ডু ও কামলারোগে-শোথ। এই উভয় রোগে শোথ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীর পাণ্ডু বা কামলা জনিত শোথ কিম্বা উদরাময় বা যকৃৎ প্লীহাদি সমাশ্রিত শোথ এই বিষয় লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। যেহেতু শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগেও শোথ দৃষ্ট হয়, আবার কখনও বা পাণ্ডুরোগীর উদরাময় বা অন্য রোগ হইতেও শোথ অরিষ্ট লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়; অতএব পাণ্ডু ও কামলারোগে উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ শোথসহ দৃষ্ট হইলে পঞ্চামৃতলৌহ-মণ্ডুর বা পুনর্ণবামণ্ডুর প্রভৃতি সেবন করাইবে; কিন্তু শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগে শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস ও শ্লেষ্মকালানলরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে অধিক উপকার পাওয়া যায়, ইহা অনেক স্থানেই দৃষ্ট হইয়াছে। শোথ অত্যন্ত প্রবল হইলেও মাণমণ্ড পথ্য দিবে।

পাণ্ডু ও কামলারোগে-অরুচি। পাণ্ডু ও কামলারোগে প্রায়শঃ অরুচি দৃষ্ট হয়, এমতাবস্থায় তাহার নিবারণার্থ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; যেহেতু অন্নে অরুচি হইলে রোগী শীঘ্রই বিপন্ন হয়, এমতাবস্থায় সুলোচনাভ্র, আর্দ্রক-মাতুলুঙ্গাবলেহ ও সুধানিধি রস প্রভৃতি ঔষধ এবং যথাসম্ভব মুখরোচক দ্রব্য রোগীকে প্রদান করা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডু ও কামলারোগে সর্দ্দি ও কাস। পাণ্ডু ও কামলা রোগীর সর্দ্দি, কাস প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, মৃদুরেচক অথবা অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ সেবন করাইবে এবং লক্ষ্মীবিলাস ও মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধ সেবন

করাইবে। পাণ্ডু, কামলা বা হলীমকরোগে অগ্নিমান্দ্য বা ক্ষুধার লোপ অনেক স্থানেই দৃষ্ট হয়, এইরূপ অবস্থায় লঘু পথ্য প্রদান করা বিশেষ আবশ্যক; অন্যান্য রোগজন্য পাণ্ডুরোগে অর্থাৎ দীর্ঘকালব্যাপী জ্বর, রক্তপিত্ত, ক্রিমি, যক্ষ্মা ও শোথ প্রভৃতি রোগ হইতে পাণ্ডুতার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, কেবলমাত্র মূলরোগ নাশক পথ্যাদি প্রদান না করিয়া অগ্নিবর্দ্ধক পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডু, কামলা বা হলীমকরোগ অনেক দিনব্যাপী এবং উপদ্রব সংযুক্ত হইলে ঐ সকল উপদ্রব নষ্ট করিয়া রোগীর অগ্নিবল অনুসারে হরিদ্রাদ্যঘৃত ও দ্রাক্ষাঘৃত প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে; উহাতে রোগ সমূলে নষ্ট হয়। রোগীর শোথ, কাস এবং মৃদুভাবে জ্বর প্রকাশ পাইলে, পুনর্ণবাতৈল প্রভৃতি গাত্রে মর্দ্দন করাইয়া রোগীকে স্নান করাইবে।

পাণ্ডু, কামলা, কুম্ভকামলা ও হলীমকরোগের চিকিৎসা-ভেদ।

বাতজ, পিত্তজ ও কফজ লক্ষণভেদে পাণ্ডুরোগের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, কামলারোগে পিত্তপ্রধান পাণ্ডুরোগের ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়; যেহেতু কামলারোগ অত্যধিক পিত্তের প্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন হয়; তদ্ভিন্ন কামলারোগে মহাতিক্ত ঘৃত ও কল্যাণ ঘৃত সেবন করাইয়া শরীর স্নিগ্ধ হইলে, তৎপরে পিত্তহরণার্থ বিরেচক ঔষধ সেবন করান বিধেয়; কিন্তু কামলারোগে রোগীর দুর্ব্বলতা, জ্বর ও মলভেদ প্রভৃতি লক্ষিত হইলে বিরেচন নিষিদ্ধ, এই অবস্থায় পাণ্ডুরোগের অন্যান্য ঔষধ সেবন করান আবশ্যক।

কুম্ভকামলারোগে কামলারোগেরই ঔষধ প্রয়োগ করিবে, যেহেতু কামলারোগে সমস্ত ধাতু রুক্ষ গুণবিশিষ্ট হইলে, উহা কুম্ভকামলারূপে পরিণত হয়; অতএব স্নিগ্ধ ঔষধ অর্থাৎ ঘৃত সেবন করাইয়া তৎপরে কামলারোগর বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে এবং কামলা চিকিৎসার নিয়মানুসারে রোগীর চিকিৎসা করিবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "কুম্ভকামলায়াং তু হিতঃ কামলিকো

বিধিঃ।" পাণ্ডু ও কামলারোগে যে সমস্ত বিধি উক্ত হইয়াছে, হলীমকরোগে তাদৃশ নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ বাতজ ও পিত্তজ পাণ্ডুরোগের ঔষধ সেবন করান বিধেয়; যেহেতু বিবিধ লক্ষণান্বিত হলীমকরোগ বায়ু ও পিত্ত প্রধান পাণ্ডুরোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং চিকিৎসা-বিষয়ক বিধি পাণ্ডু ও কামলারোগের ন্যায়; শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা—পাণ্ডুরোগক্রিয়াং সর্ব্বাং যোজয়েচ্চ হলীমকে। কামলায়াঞ্চ যাদিষ্টা সাপি কার্য্যা ভিষগ্বরৈঃ॥

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে—ঔষধ।

শর্করাযোগ। পিত্তজন্য পাণ্ডুরোগীর চর্ম্ম, নখ ও মূত্র পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রাতে জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু রোগীর দাস্ত প্রবল থাকিলে, এই যোগ প্রয়োগ করিবে না। কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় প্রযোজ্য।

শর্করাযোগ। ইক্ষুচিনি ২॥৵৪ তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ১।৮ রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া ২।০ বারে প্রয়োগ করিবে। বৃদ্ধ বা বালককে সিকি মাত্রা প্রয়োগ করিবে।

গুগ্‌গুলুযোগ। কফজ পাণ্ডুরোগীর ত্বক্ ও মূত্রাদির পীতসমন্বিত শ্বেতাভা, সর্দ্দি, হস্ত ও পদাদিতে শোথ, দেহের গুরুতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল বা গোমূত্র।

গুগ্‌গুলুযোগ। গুগ্‌গুলু যথানিয়মে গোদুগ্ধে শোধন করিয়া ঘৃতে পেষণ করিবে; অনন্তর ॥০ তোলা প্রমাণ বটিকা করিবে। বালক এবং বৃদ্ধদিগের পক্ষে ।০ আনা বা অবস্থাভেদে ৵০ আনা মাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পিপ্পলীযোগ। কফজ পাণ্ডুরোগীর ত্বক্ ও হস্ত পদাদির পাণ্ডুতা সমন্বিত শ্বেতাভা দৃষ্ট হইলে এবং হস্ত পদাদিতে শোথ, গুরুতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিজন্য পাণ্ডুতা দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—গোমূত্র বা জল।

পিপ্পলীযোগ। পিপুলচূর্ণ ৷৹ আনা ও হরীতকীচূর্ণ ৷৹ আনা, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে অর্দ্ধ বা সিকি মাত্রায় সেব্য।

শুণ্ঠীযোগ। কফজ পাণ্ডু রোগীর শরীরে শ্বেতাভাসমন্বিত পাণ্ডুতা দৃষ্ট হইলে এবং হস্তপদাদিস্থানে শোথ, দেহের গুরুতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল বা গোমূত্র।

শুণ্ঠীযোগ। শুঁঠ চূর্ণ।৹ আনা ও লৌহচূর্ণ /৹ আনা; একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে, বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিকে প্রত্যহ অর্দ্ধ বা সিকি মাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

ফলত্রিকাদিক্বাথ। বায়ু বা পিত্ত প্রবল পাণ্ডুরোগে রোগীর শরীর পীতবর্ণ লক্ষিত হইলে এবং দাহ, পিপাসা ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে রোগীকে এই ক্বাথে শীতলাবস্থায় মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এই ক্বাথ কামলারোগেও ব্যবস্থা করা যায়।

ফলত্রিকাদিক্বাথ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পদ্মগুড়ূচী, বাসক, কট্কী, চিরতা ও নিমছাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

লৌহযোগ। পিত্তপ্রধান পাণ্ডুরোগে রোগীর শরীরের পীতাভা এবং জ্বর ও দাহ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইবে। ইহা কামলারোগে এবং শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগেও সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

লৌহযোগ। লৌহ, আমলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও হরিদ্রা; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /৹ আনা বা ৵৹ আনা।

বিড়ঙ্গাদিলৌহ। পিত্তজ পাণ্ডুরোগে রোগীর মল, মূত্র, হস্ত, নখ ও শরীরের পীতাভা, জ্বর, দাহ ও উদরাময় প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে এবং কামলারোগে রোগীর মল, মূত্র, এবং চর্ম্ম নখাদির হরিদ্রাভা লক্ষিত হইলে অথবা রোগীর উদরাময়, শোথ প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ বৈকালে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে—অনুপান—পুরাতন ইক্ষু গুড়।

বিড়ঙ্গাদিলৌহ। বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইবে এবং লৌহ সর্ব্ব সমান, সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

নবায়সলৌহ। বাতজ বা পিত্তজ পাণ্ডুরোগে রোগীর মল, মূত্র, মুখ, নখ ও সর্ব্ব শরীরে পীতাভা দৃষ্ট হইলে অথবা কামলা এবং হলীমকরোগে রোগীর মুখ সর্ব্বশরীরে হরিদ্রাভা অথবা কৃষ্ণমিশ্রিত পীতাভা দৃষ্ট হইলে এবং জ্বর, দাহ, উদরাময় ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ প্লীহা, যকৃৎ, জীর্ণজ্বর ও শোথে পাণ্ডু বা কামলা প্রকাশ পাইলে অত্যন্ত উপকারী, ঘৃত ও মধু সহযোগে এই ঔষধের বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে পারা যায়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেব্য। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

নবায়সলৌহ। প্রস্তুত বিধি ১৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশাঙ্গলৌহ। পিত্তজ ও বাতজ পাণ্ডুরোগে রোগীর উদরাময়, ভ্রম, শরীরের পাণ্ডুবর্ণতা এবং কামলারোগে রোগীর চক্ষু, মুখ ও নখ প্রভৃতির হরিদ্রা, পীত বা রক্তাভা এবং মল ও মূত্রের পীতাভা বা রক্তাভা, গাত্রদাহ ও হলীমকরোগে রোগীর অগ্নিমান্দ্য, দাহ, জ্বর, অরুচি এবং শরীর হরিত, কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন শোথ, প্রমেহ, গ্রহণীরোগ, প্রতমক-শ্বাস, পৈত্তিককাস, রক্তপিত্ত, পিত্তার্শঃ ও রক্তার্শঃ প্রভৃতি রোগেও এই ঔষধ সেবন করান যায়, পাণ্ডু ও কামলারোগের অবস্থায় ঐ সকল রোগের কোন একটি উৎপন্ন হইলে, তাহাতেও এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—ঘোল।

অষ্টাদশাঙ্গলৌহ। চিরতা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুথা, গুলঞ্চেরপালো, কট্‌কী, পল্‌তা, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগ; সর্ব্ব সমান লৌহ, সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

ত্রিকত্রয়াদ্যলৌহ। বাতজ ও পিত্তজ পাণ্ডুরোগে, কামলারোগে, কুম্ভ-কামলারোগে এবং হলীমকরোগে রোগীর ত্বক্, চক্ষু, মুখ ও নখ প্রভৃতি

পাণ্ডু, পীত, হরিদ্রা, বা ঈষৎ কৃষ্ণ অথবা রক্তাভ দৃষ্ট হইলে অথবা মল ও মূত্রের তাদৃশ পীতাভা এবং উদরাময় ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে সেবন করাইবে; অথবা প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্ত, পরিণাম-শূল, পৈত্তিক প্লীহা, প্রতমকশ্বাস, বাতপিত্তপ্রধান জীর্ণজ্বর, উদরীরোগ, রক্তগুল্ম, পিত্তগুল্ম ও শোথ প্রভৃতি রোগে সেবন করিতে দিবে। পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে ঐ সকল রোগের কোনও একটী উপদ্রবরূপে বা প্রধান রোগরূপে দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার হয়। অনুপান—কুলেখাড়ার রস, বা হিঞ্চার রস।

ত্রিকত্রয়াদ্য লৌহ। মণ্ডুর ভস্ম ৮ তোলা, ইক্ষুচিনি ৮ তোলা, এবং কান্তলৌহ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রক্তচিতা, মুথা ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা একত্র করিয়া ঘৃত ৮ তোলা এবং মধু ৮ তোলার সহিত লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করতঃ ৭ দিন রৌদ্রে ও শিশিরে রাখিবে। বটী ৩ রতি।

আনন্দোদয়রস। শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগে রোগীর মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব, হস্ত ও পদাদিতে শোথ, তন্দ্রা ও আলস্য প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ মন্দাগ্নি, গ্রহণী, বাতশ্লেষ্ম প্রধান জীর্ণজ্বর ও অরুচি প্রভৃতিরোগে উপকারী। অনুপান—কুলেখাড়ার রস ও মধু অথবা নিশিন্দাপাতার রস ও মধু।

আনন্দোদয়রস। রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বিষ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং মরিচ ৮ তোলা ও সোহাগার খৈ ৪ তোলা; এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করত মর্দ্দন করিয়া ভীমরাজরসে ও দাড়িমের রসে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মকরস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক পাণ্ডু-রোগে এবং কামলা, কুম্ভকামলা ও হলীমকরোগে রোগীর মুখ, চক্ষু, নখ ও সর্ব্বশরীরের পাণ্ডুতা, হরিদ্রাভা, বা কৃষ্ণাভা দৃষ্ট হইলে এবং হস্ত পদা-দিতে শোথ, মন্দাগ্নি, উদরাময়, দাহ, তৃষ্ণা ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ১৪ দিন সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ জীর্ণ জ্বর, রক্তপিত্ত, অরুচি, বমি, কাস, শোথ, প্লীহোদর, উদরাধ্মান, বাত-

গুল্ম, প্রতমকশ্বাস ও বিবিধ কাস প্রভৃতি রোগে সেবন করান যায়। পাণ্ডু, কামলা বা হলীমকরোগে ঐ সমস্ত রোগের কোনও একটি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও বাসকের মিলিত ক্বাথ।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মকরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ ও কড়িভস্ম; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এবং গোক্ষুরবীজচূর্ণ ৮ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া পটোলপত্র, ক্ষেতপাপড়া, বামনহাটীর মূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শুলফা, গুলঞ্চ, থুলকুড়িশাক, বাসক, কাকমাচী, রাখালশশা, পুনর্ণবা, কেশুর্ত্তে, সাচিশাক ও ঘল্‌ঘসে। ইহাদের প্রত্যেকের ৩২ তোলা রসে যথাক্রমে ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

ত্রৈলোক্যসুন্দররস। বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগে এবং কামলা ও হলীমকরোগে রোগীর নখ, মুখ, চক্ষু ও সর্ব্বাঙ্গে পাণ্ডুবর্ণতা, পীতাভা বা কৃষ্ণবর্ণাভা দৃষ্ট হইলে এবং মলমূত্রের হরিদ্রাভা, জ্বর, অতিসার, অরুচি ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—চিনি ও মধু।

ত্রৈলোক্যসুন্দররস। পারদ ১ ভাগ, অভ্র ৬ ভাগ, লৌহ ৮ ভাগ এবং গন্ধক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মোচরস, তালমূলী ও গুলঞ্চের পালো এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৫ ভাগ ও মাণ ২ ভাগ লইয়া মর্দ্দন করত ত্রিফলার ক্বাথে দশ দিনে ২০ বিশটী ভাবনা দিবে; পরে শজিনা ও রক্তচিতার মূলের রসে যথাক্রমে ৮ বার ভাবনা দিবে। বটী—৪ মাষা।

বজ্রবটকমণ্ডুর। পাণ্ডু, কামলা ও কুম্ভকামলারোগে রোগীর চক্ষু, মুখ এবং মলমূত্রের পীতাভা, হরিদ্রাভা বা রক্তাভা দৃষ্ট হইলে এবং রোগীর উদরাময়, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অর্শঃ, ক্রিমি ও প্লীহা প্রভৃতি রোগে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—গুলঞ্চের রস, উদরাময়ে ঘোল।

বজ্রবটকমণ্ডুর। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ, মরিচ; দেবদারু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ ও মুথা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, মণ্ডুর ৪৮ তোলা এবং গোমূত্র /৬ সের। গোমূত্র ও মণ্ডুর একত্র পাক করিয়া আসন্নপাকে অন্যান্য চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা—।০ বা ॥০ আনা।

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর। পাণ্ডু, কামলা, কুম্ভকামলা ও হলীমকরোগে রোগীর চক্ষু, মুখ, নখ এবং সর্ব্বাঙ্গে পীতাভা, হরিদ্রাভা বা পীত বর্ণ মিশ্রিত কৃষ্ণাভা ও মলমূত্রের হরিদ্রাভা বা কৃষ্ণাভা দৃষ্ট হইলে ও রোগীর উদরাময়, শোথ, এবং মৃদুজ্বর প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেবন করিতে দিবে। ইহা প্লীহা, যকৃৎ ও উদরী প্রভৃতি রোগেও অত্যন্ত উপকারী। প্লীহা বা যকৃৎরোগে পাণ্ডু বা কামলার লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া যায়। অনুপান—কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া) পাতার রস।

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর। প্রস্তুত বিধি ১৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুনর্ণবামণ্ডুর। পাণ্ডু, কামলা, কুম্ভকামলা বা হলীমক রোগে রোগীর চক্ষু ও মুখাদির পীতাভা, হরিদ্রাভা কিম্বা রক্তাভা এবং মল ও মূত্রের হরিদ্রাভা অথবা রক্তাভা লক্ষিত হইলে, বিশেষতঃ পাণ্ডু বা কামলা রোগীর শোথ, মৃদুজ্বর, প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পুনর্ণবার রস বা কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া) পাতার রস।

পুনর্ণবামণ্ডুর। পুনর্ণবা, তেউড়ীমুল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চৈ, ইন্দ্রযব, কটকী, পিপুলমূল ও মুথা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, মণ্ডুর ৪০ তোলা এবং গোমূত্র /৫ সের, প্রথমতঃ মণ্ডুরকে গোমূত্রে পাক করিয়া ঘন হইলে আসন্নপাকে অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা ।০ আনা বা ॥০ তোলা।

অমৃতলতাদ্যঘৃত। পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে রোগীর দীর্ঘকাল হইতে চক্ষু, মুখ, মল ও মূত্র প্রভৃতির হরিদ্রাভা বা পীতাভা দৃষ্ট হইলে এবং রোগীর বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ শোথ, উদরাময়, মন্দাগ্নি ও বমন প্রভৃতি হ্রাস হইলে এবং ক্ষুধা ও অগ্নিবল যথারীতি প্রকাশ পাইলে, রোগের অল্প প্রকোপ বিদ্যমানে এই ঘৃত রোগীকে, অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। বায়ু ও পিত্ত মিশ্রিত পাণ্ডু এবং হলীমকরোগেই এই ঘৃত সমধিক উপকারী। অনুপান—ঈষদুষ্ণদুগ্ধ।

অমৃতলতাদ্য ঘৃত। মহিষঘৃত /৪ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। গুলঞ্চের রস ১৬ সের, কল্কদ্রব্য—পেষিত গুলঞ্চ /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথারীতি ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ তোলা।

হরিদ্রাদ্যঘৃত। পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং রোগীর চক্ষু, মুখ, নখ, মল ও মূত্রের পীতাভা বিদ্যমান থাকিলে অথচ জ্বর, উদরাময় ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব সকল বিনষ্ট হইলে, এই ঘৃত রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে, অগ্নির বল ও ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

হরিদ্রাদ্যঘৃত। মহিষঘৃত, ৪ সের। গোদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—হরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল, বেড়েলা, যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ তোলা।

ব্যোষাদ্যঘৃত। মৃত্তিকাভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগে রোগীর চক্ষু ও মুখ প্রভৃতির পীতাভা দৃষ্ট হইলে এবং চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের তেজ নষ্ট হইলে, রোগীকে এই ঘৃত অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। রোগীর অগ্নিবল যথারীতি প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ব্যোষাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বেলশুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শ্বেতপুনর্ণবা, রক্তপুনর্ণবা, মুথা, লৌহভস্ম, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছুটী ও বামনহাটী; এই সমুদয় দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ তোলা।

দ্রাক্ষাদ্যঘৃত। পাণ্ডু, কামলা বা হলীমকরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং রোগীর হস্ত, চক্ষু, মল ও মূত্র প্রভৃতির পীতাভা ও তৎসঙ্গে মৃদু জ্বর সময় সময় প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগীর শোথ ও উদরাময় প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে এবং অগ্নিবল যথোচিত প্রকাশ পাইলে, অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। এই ঘৃত জীর্ণজ্বর, উদরীরোগ ও গুল্মরোগে অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

দ্রাক্ষাদ্যঘৃত। দশবর্ষাধিক পুরাতন গব্যঘৃত /৪ সের। যথা নিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—দ্রাক্ষা /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা—চারি আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা।

পুনর্ণবাতৈল। পাণ্ডু, কামলা বা হলীমকরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং রোগীর চক্ষু ও মুখ প্রভৃতির হরিদ্রাভা দৃষ্ট হইলে, রোগীর গাত্রে এই তৈল মালিশ করিতে দিবে। রোগীর উদরাময়, কাস ও বমন প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস হইলে, মৃদুজ্বর এবং হস্ত ও পদাদিতে সামান্য শোথ দৃষ্ট হইলে, এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পুরাতন জ্বরে, দীর্ঘকালের শোথ-রোগে, প্রমেহ, প্লীহাদি জনিত পাণ্ডু ও কামলারোগেও এই তৈল প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পুনর্ণবাতৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—পুনর্ণবা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কাকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কটফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, বেণুকা, কুড়, পুনর্ণবা-মূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, দারুচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র, মুথা ও নাগেশ্বর; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

পাণ্ডু ও কামলারোগে—উদরাময়-চিকিৎসা।

পীযুষবল্লীরস। পাণ্ডু বা কামলারোগে উদরাময় অর্থাৎ আম বা রক্তসংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে এবং রোগীর মৃদু জ্বর ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে, অনুপান—দগ্ধ বিল্ব ও ইক্ষুগুড়, রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে আয়াপানের রস।

পীযূষবল্লীরস। রস, গন্ধক, অভ্র, রূপা, লৌহ, সোহাগারখৈ, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুথা, আকনাদি, জীরা, ধনে, আতইষ, লোধ, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, দারু-চিনি, জাতীফল, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, বালা, দাড়িমের খোসা, ধাইফুল ও কুড়; ইহাদের প্রত্যেকের ॥০ তোলা ও বরাহক্রান্তা ১ তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে, পরে কেশুত্যার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া ছাগীদুগ্ধে পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিবে। বটী ১ এক রত্তি।

জাতিফলাদ্যবটিকা। পাণ্ডু বা কামলারোগে পাতলা দাস্ত বা আম-সংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে, উদরাময়ের সঙ্গে শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলেও ইহা ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু।

জাতীফলাদ্য বটিকা। পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী ১ তোলা এবং অভ্র ॥০ তোলা ; একত্র মর্দ্দন করিয়া তাহার সঙ্গে জায়ফল, মোচরস, মুথা, সোহাগার খৈ, আতইস, জীরা ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ॥০ তোলা এবং বিষ ৶০ আনা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে. পরে নিসিন্দাপাতা, সিদ্ধিপত্র জামপাতা, জয়ন্তীপত্র, দাড়িম পত্র কেশুত্যাপাতা, আকনাদি এবং ভৃঙ্গরাজ ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরস। পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর উদরাময় অর্থাৎ পাতলা বা আমসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে ; পাণ্ডু ও কামলা রোগে রোগীর উদরাময় ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, শোথ, প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ অত্যন্ত পুষ্টিকারক। অনুপান—জীরা চূর্ণ অথবা ঘৃত, মধু ও মরিচ চূর্ণ।

হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরস। পারদ ১ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, কাঁসা ৬ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা, সোহাগার খৈ ।০ আনা ; এই সমস্ত দ্রব একত্র মিশ্রিত করিয়া পাকা লেবুর রসে মর্দ্দন করিবে এবং মূষামধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক মুখরুদ্ধ করিয়া ৩০ খানা বিলঘুটিয়া দ্বারা লঘু পুটে পাক করিয়া খলে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৪ রতি।

লৌহপর্প্পটী। পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর প্রবল উদরাময় অর্থাৎ পাতলা দাস্ত ও আম বা রক্তসংযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে, পাণ্ডু ও কামলা রোগীর উদরাময় ও তৎসঙ্গে জ্বর, হস্ত এবং পদাদিতে প্রবল শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। প্রথমদিন ১ রতি পরিমাণে সেবন করিতে দিবে ; অনন্তর প্রত্যহ ১ রতি পরিমাণে বৃদ্ধি করিবে, এইরূপ ১০ম দিনে ১০ রতি পরিমাণে প্রাতে সেবন করাইবে ; অনন্তর প্রত্যহ ১ রতি পরিমাণে হ্রাস করিয়া সেবন করাইবে। ঔষধ সেবন কালে রোগীকে সৈন্ধব লবণে পক্ক নিরামিষ ব্যঞ্জনসহ অন্ন অথবা দুগ্ধান্ন পথ্য প্রদান করিবে এবং রোগীকে পিপাসা কালে দুগ্ধ পান করিতে দিবে, পর্প্পটী সেবনকালে দুগ্ধ প্রদান অত্যন্ত আবশ্যক ; সুতরাং রোগীকে সহ্যমত দুগ্ধ পান করিতে দিবে। রক্তশালি ধানের পুরাতন তণ্ডুল দ্বারা প্রস্তুত অন্ন পথ্য দিবে, রোগীর হস্তপদাদিতে শোথ প্রকাশ পাইলে, কেবলমাত্র দুগ্ধান্ন পথ্য প্রদান

করিবে, লবণ বা লবণাক্ত দ্রব্য ও জল সহযোগে পক্ক দ্রব্য বা জল একেবারে. নিষিদ্ধ।—অনুপান—ভাজাজীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ অথবা ধনে ও জীরার কাথ।

লৌহপর্প্পটী। শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক, সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে, অনন্তর পারদের সমান লৌহভস্ম ঐ কজ্জলীর সহিত দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিবে, যখন লৌহভস্ম কজ্জলীতে অদৃশ্য হইবে, সেই সময় ঐ ঔষধ মিশ্রিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অনন্তর পর্পটীপাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে।

পঞ্চামৃতপর্প্পটী। পাণ্ডু বা কামলা রোগীর প্রবল উদরাময় অর্থাৎ আম বা রক্ত সংযুক্ত মল বা তরল দাস্ত দৃষ্ট হইলে, লবণ জল বন্ধ করিয়া এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পাণ্ডু বা কামলা রোগে রোগীর উদরাময় এবং তৎসঙ্গে, জ্বর,শোথ ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, এই ঔষধ প্রথমদিন দুই রতি পরিমাণে লইয়া, প্রাতে সেবন করাইবে, পরে প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিবে এবং ৯ বা ১০ রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া সেবন করাইবে। অনন্তর প্রত্যহ ১ রতি ক্রমে মাত্রা হ্রাস করিবে; উদরাময় ও বিবিধ গ্রহণীরোগে এবং শোথে এই ঔষধ প্রয়োগ কালে লৌহপর্প্পটীর নিয়মানুসারে পথ্য প্রদান করিবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু অথবা জীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ।

পঞ্চামৃতপর্পটী। শোধিত গন্ধক ১ তোলা ও হিঙ্গুলোত্থরস ॥• তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া উহার সহিত লৌহ ।• আনা, অভ্র ৴• আনা, তাম্র /• আনা; একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক লৌহ পর্পটীর নিয়মে পাক করিবে।

কণাদ্যলৌহ। পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর আম বা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে, এই ঔষধ রক্তাতিসার, প্রবাহিকা ও গ্রহণীরোগে অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—জীরা-চূর্ণ ও মধু অথবা মুথার রস ও মধু।

কণাদ্যলৌহ। আকনাদি, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা, রক্তচিতা বেলশুঁঠ, রক্তচন্দন ও বালা; এই সকল দ্রব্য একভাগ, পিপুল ও শুঁঠ, ইহাদের প্রত্যেকে ২ ভাগ এবং সমুদয় দ্রব্যের চূর্ণসমষ্টির সমান লৌহ একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

পাণ্ডু ও কামলারোগে—শোথ-চিকিৎসা।

শোথারিচূর্ণ। পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর হস্ত, পদ ও মুখ

প্রভৃতিতে অথবা অঙ্গ-বিশেষে অল্প বা অধিক শোথ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। কফজ পাণ্ডুরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—বিল্বপত্ররস ও মধু।

শোথারিচূর্ণ। শুষ্কমূলা, আপাঙ্, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দন্তীর মূল, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা ও মুথা; এই সমুদয়ের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা।

শোথকালানল রস। পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর হস্ত পদাদিতে শোথ এবং তৎসঙ্গে জ্বর অথবা উদরাময় দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে বা অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে,এই ঔষধ গ্রহণীনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—কুলেখাড়ার রস ও মধু।

শোথকালানলরস। রক্তচিতা, ইন্দ্রযব, গজপিপ্পলী, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, লবঙ্গ, জাতীফল, সোহাগার খৈ, লৌহ, অভ্র, গন্ধক ও পারদ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোল লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

কটুকাদ্যলৌহ। পাণ্ডু ও কামলারোগে রোগীর হস্ত ও পদাদিতে শোথ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে বা অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে, কামলা বা কুম্ভকামলারোগে রোগীর শোথ থাকিলে ও পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ।

কটুকাদ্যলৌহ। কট্কী, শুঁঠ; পিপুল, মরিচ, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিতা, দেবদারু তেউড়ীমূল ও গজপিপুল,ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ ও সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ লৌহ; একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /০ আনা।

ত্র্যূষণাদ্য লৌহ। পাণ্ডু বা কামলারোগীর হস্ত ও পদাদি স্থানে শোথ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধে প্রস্রাব বৃদ্ধি হয় এবং শোথ ক্রমশঃ হ্রাস পায়। অনুপান—ত্রিফলার জল।

ত্র্যূষণাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পাণ্ডু ও কামলারোগে—কোষ্ঠবদ্ধ-চিকিৎসা।

প্রাণবল্লভ রস। পাণ্ডু ও কামলারোগে রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে ১ বার সেবন করিতে দিবে, পাণ্ডু বা কামলা-

রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতার সহিত প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি, শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা সেবনে প্লীহা ও যকৃৎবৃদ্ধি, জলোদর ও উরুস্তম্ভ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধে অধিক দাস্ত হইলে ২। ১ দিন অন্তর সেবন করাইবে। অনুপান—জল।

প্রাণবল্লভরস। হিঙ্গুলোত্থপারদ, গন্ধক; কুঙ্কুম, লৌহ, আভ্র, কড়িভস্ম, তুতে, হিং, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সীজমূল, যবক্ষার, শোধিত জৈপালবীজ, সোহাগার খৈ ও তেউড়ীমূল; এই সমুদয় সমভাগে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক ছাগীদুগ্ধে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রত্তি।

পাণ্ডুসূদনরস। পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করাইবে, ঔষধ সেবনে অধিক দাস্ত হইলে ২। ১ দিন অন্তর সেবন করাইবে। অনুপান—শীতলজল।

পাণ্ডুসূদনরস। পারদ, গন্ধক, তাম্র, শোধিত জৈপালবীজ ও গুগগুলু; এই সমুদয় সমভাগে লইয়া ঘৃতে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রত্তি বা ৩ রত্তি।

পাণ্ডু ও কামলারোগে—ক্রিমি-চিকিৎসা।

বিড়ঙ্গলৌহ। পাণ্ডু বা কামলারোগে কোষ্ঠদেশে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং রোগীর আম বা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে, ইহা অতি উপকারী। ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ বমন, নাভিমূলে বেদনা, পাতলা দাস্ত, চক্ষু ও মুখে শোথ এবং জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ ক্রিমিজন্য শূল ও বমন প্রভৃতি রোগে অতি উপকারী। অনুপান—শটীর-রস। উদরে বেদনা থাকিলে পটোলপত্ররস।

বিড়ঙ্গলৌহ। রস, গন্ধক, মরিচ, জাতীফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুঠী ও সোহাগার খৈ, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, লৌহ ৯ তোলা এবং বিড়ঙ্গশাস ১৮ তোলা এই সমস্ত চূর্ণ জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রত্তি।

ক্রিমিকালানলরস। কোষ্ঠদেশে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর উদরাময় এবং চক্ষু ও গলদেশে শোথ প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট

হইলে, এই ঔষধ প্রাতে বা সন্ধ্যায় সেবন করাইবে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—ধনে ও জীরার কাথ বা শটীর রস অথবা ভাঁটিপাতার রস ও মধু।

ক্রিমিকালানলরস। বিড়ঙ্গের শাস ১৬ তোলা, বিষ ৮ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, রস ২ তোলা এবং গন্ধক ২ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন পূর্ব্বক ছায়ায় শুষ্ক করিবে। বটী ২ রতি।

ক্রিমিরোগারিরস। পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর কোষ্ঠদেশে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং আম ও রক্তসংযুক্ত মল নির্গত, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রাতে বা সন্ধ্যায় সেবন করাইবে। ক্রিমিজন্য উদরাময়রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অনুপান—মুথার রস ও মধু।

ক্রিমিরোগারিরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, ধাইপুষ্প, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রসাঞ্জন, আকনাদি, বালা, বেলশুঁঠ ও পিপ্পলী ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকের ১ ভাগ এবং মরিচ, শুঁঠ ও মুথা ইহাদের প্রত্যেকে ২ ভাগ ; সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক ভীমরাজের রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

ক্রিমিভদ্রবটিকা। বালকের কোষ্ঠদেশে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং পাণ্ডু বা কামলারোগ প্রকাশ পাইলে অথবা পাণ্ডুরোগে উদরাময়, চক্ষু, শিরোদেশে ও পদাদিতে শোথ, বমন, অগ্নিমান্দ্য ও অল্প জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শিশুদিগের ক্রিমিজন্য ঐ সকল রোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধে ক্রিমিসকল বিনষ্ট হয়। অনুপান—শটীর রস বা পলতাপাতার রস ; স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে চাঁপাফুলের পাতার রস।

ক্রিমিভদ্রবটিকা। নিম্বপত্র, পটোলপত্র, শটীর পালো, বিড়ঙ্গশাস, শঙ্খভস্ম, মুথা, যমানী, শুঁঠ, কুড় ও কাঁটানাগকেশর পাতা ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, রৌপ্যভস্ম ১০ তোলা ও পলাশবীজ ২০ তোলা ; সমস্ত মিশ্রিত করিয়া চাঁপাফুলের পাতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

পাণ্ডু ও কামলারোগে—সর্দ্দি ও কাস-চিকিৎসা।

মহালক্ষ্মীবিলাস। পাণ্ডু বা কামলারোগীর কাস, অত্যধিক সর্দ্দি ও তন্দ্রা লক্ষিত হইলে অথবা কফজ পাণ্ডু রোগীর মন্দজ্বর, অরুচি,

ও সর্ব্বশরীরে ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পানের রস বা আদাররস।

মহালক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস। পাণ্ডু বা কামলা রোগীর অল্পজ্বর, সর্দ্দি, কাস, গলাবেদনা ও গাত্রগুরুতা প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক উপসর্গ সকল দৃষ্ট হইলে, অথবা কফজ পাণ্ডুরোগীর সর্দ্দি, শোথ ও আলস্য প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পানের রস ও মধু বা নিসিন্দা-পাতার রস ও মধু।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পাণ্ডু ও কামলারোগে—বমন-চিকিৎসা।

সপ্তামৃতলোহ। পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর বমন হইলে এবং তৎসঙ্গে অরুচি, অল্পজ্বর, হস্ত ও পদাদিতে শোথ প্রভৃতি উপদ্রব পরিলক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শূলরোগেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অনুপান—গব্যদুগ্ধ অথবা পল্‌তার রস বা হিঞ্চার রস।

সপ্তামৃতলোহ। যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া; এই সকলের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ; একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

ধাত্রীলোহ। পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর বমন হইলে, এবং তৎ-সঙ্গে অরুচি ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও অপ-রাহ্নে সেবন করাইবে। এই ঔষধ অম্লপিত্তে ও শূলে ব্যবহৃত হয়। অনু-পান—পল্‌তাররস ও চিনি।

ধাত্রীলোহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পাণ্ডু ও কামলারোগে—অরুচি-চিকিৎসা।

আর্দ্রকমাতুলুঙ্গাবলেহ। পাণ্ডু ও কামলারোগে রোগীর মুখে অরুচি হইলে, অন্নপানাদিতে অনিচ্ছা জন্মে, এই অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অগ্নির দীপ্তি হয় এবং পাণ্ডু বা কামলারোগে

রোগীর অরুচির সঙ্গে মৃদু জ্বর, শোথ, কাস এবং শ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, তাহাও এই ঔষধ প্রয়োগে বিনষ্ট হয়। অনুপান—জল।

আর্দ্রকমাতুলুঙ্গাবলেহ। আদার রস /৪ সের, ইক্ষুগুড় /২ সের ও টাবালেবুর রস /॥০ সের; এই সমস্ত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে উহাতে দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দুরালভা, চিতা, পিপুলমূল, ধনে, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা—চারি আনা।

সুধানিধিরস। পাণ্ডু ও কামলারোগে রোগীর অরুচি হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে; ইহাতে অন্ন ভক্ষণে ইচ্ছা জন্মে এবং অগ্নিমান্দ্য, শূল ও গাত্রবেদনা প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। অনুপান—ইক্ষুগুড়।

সুধানিধিরস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে—পথ্য।

রোগীকে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব ও গমের তণ্ডুল দ্বারা প্রস্তুত বিবিধ খাদ্যদ্রব্য দেশকালানুসারে প্রদান করিবে। এই রোগে মুগ, অড়হর ও মসূরের যূষ এবং জাঙ্গল জন্তুর মাংসরস অতিশয় উপকারী। পটোল, পাকা-কুমড়া, কাচকলা, হিঞ্চেশাক, গুলঞ্চ, নটেশাক, পুনর্ণবাশাক, বেগুন, রসুন, পেঁয়াজ, পাকা আম, তেলাকুচা, শিঙ্গিমাছ, তক্র (ঘোল), ঘৃত, তিলতৈল ও মাখন প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যঞ্জন রোগীকে দোষ ও কাল বিবেচনা করিয়া প্রদান করিবে। স্নানকালে সমস্ত শরীর মার্জ্জন পূর্ব্বক রোগীর স্নান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু জ্বর, শোথ, উদরাময় থাকিলে স্নান নিষিদ্ধ।

উদরীরোগ—চিকিৎসা।

বাতোদরীর লক্ষণ। বাতোদরে রোগীর হস্ত, পদ, নাভি ও কুক্ষিতে শোথ জন্মে এবং কুক্ষি, পার্শ্ব, উদর, কটি, পৃষ্ঠদেশ ও পর্ব্বস্থানে বেদনা লক্ষিত হয়, কাস শুষ্কাবস্থায় উত্থিত হয়, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, রোগীর অধো-

দেশের অর্থাৎ নাভির নিম্নভাগের গুরুতা, মলরোধ, ত্বক্, চক্ষুঃ ও মূত্র প্রভৃতির কৃষ্ণবর্ণাভা বা অরুণবর্ণতা, অকস্মাৎ উদরস্থ শোথের হ্রাস বা বৃদ্ধি, উদরে সূচিকাদ্বারা বিদ্ধবৎ বেদনা; সূক্ষ্মসূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমূহ দ্বারা উদর আচ্ছাদিত এবং উদরে অঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করিলে বায়ুপূর্ণ চামড়ার থ'লের ন্যায় শব্দের অনুভব; এই সকল লক্ষণ বাতোদর রোগীর প্রায়শঃ প্রকাশ পায়। সময় সময় এই রোগে বায়ু উদরের মধ্যে বেদনা জন্মাইয়া এবং শব্দ উৎপাদন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে।

পিত্তোদরীর লক্ষণ। পিত্তোদরে রোগীর জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহ, পিপাসা, মুখে কটু আস্বাদ, ভ্রান্তি, অতিসার, ত্বক্ ও নয়নাদির পীতাভা দৃষ্ট হয় এবং উদর বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মযুক্ত ও উষ্মাবিশিষ্ট এবং দাহান্বিত বোধ হয়। হরিৎ, পীত বা তাম্রবর্ণ শিরা সমূহ দ্বারা উদর ব্যাপ্ত এবং ধূমের ন্যায় উদ্গার উঠিতে থাকে, পৈত্তিকোদর শীঘ্র পাকিয়া জলোদরে পরিণত হয়।

শৈষ্মিক উদরীর লক্ষণ। শৈষ্মিক উদরে রোগীর অবসন্নতা, শোথ, শরীরের গুরুতা, তন্দ্রা, বমনবেগ, অরুচি, শ্বাস, কাস এবং ত্বক্ ও চক্ষু প্রভৃতির শ্বেতাভা দৃষ্ট হয়; উদর স্তব্ধ, স্নিগ্ধ, শুক্লশিরা সমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত, অত্যন্ত বৃহৎ ও দীর্ঘকাল পরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কঠিন, স্পর্শে শীতল, গুরু এবং নিশ্চল বোধ হয় অর্থাৎ উদরস্থ শোথ বৃদ্ধি পাইলে উদর বৃহৎ, কঠিন এবং স্পর্শকালে শীতল বোধ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক উদরীর লক্ষণ। দুঃশীলা কামিনীগণ কোনও পুরুষকে অন্ন বা পানীয় দ্রব্যের সহিত নখ, লোম, মূত্র, বিষ্ঠা অথবা আর্ত্তব মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে অথবা কোনও ব্যক্তি শত্রুতাবশতঃ সংযোগজ বিষভক্ষণ করাইলে কিম্বা দুষিতজল ও দুষী বিষ (অগ্ন্যাদির উপঘাত দ্বারা প্রভাব বিহীন বিষ) সেবন দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তির রক্ত এবং বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া সান্নিপাতিক উদররোগ উৎপাদন করে। এই রোগ শীতল বায়ুতে এবং মেঘাচ্ছন্ন দিনে বর্দ্ধিত হয় ও রোগীর দাহ উপস্থিত হয়, এই রোগে রোগীর কৃশতা ও নিরন্তর মূর্চ্ছা হয় এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হয় ও পিপাসায় কণ্ঠাদি শুষ্ক হইয়া থাকে, সান্নিপাতিক উদরকে দুষ্যোদর কহে।

বদ্ধোদরীর লক্ষণ। যে সকল ব্যক্তি ভোজনকালে শাক, শালুক বা বালুকাযুক্ত অন্ন ভোজন করে, সেই সকল ব্যক্তির মল দূষিত হইয়া সম্মার্জ্জনী (ঝাটা) নিক্ষিপ্ত তৃণাদির ন্যায় ক্রমশঃ অন্ত্রনাড়ীর অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয় এবং গুহ্যদ্বারে মল রুদ্ধ হইয়া অতি কষ্টে ঐ সকল মল অল্প অল্প নির্গত হয়, এই রোগে হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থ উদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহাকে বদ্ধোদর কহে।

ক্ষতোদরীর লক্ষণ। ভুক্তদ্রব্যের সহিত কোন প্রকারে কণ্টকাদি মিশ্রিত হইয়া উদরস্থ হইলে অথবা কোনও প্রকারে উহা উদরে প্রবেশ করিলে অন্ত্র নাড়ীকে ভেদ করিয়া উদররোগ উৎপাদন করে, এই রোগে অন্ত্রের ক্ষত স্থান হইতে অধিক পরিমিত জল গুহ্যদ্বার দিয়া পুনঃ পুনঃ নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং নাভির অধোদেশস্থ উদর বৃদ্ধি পায়, ইহাতে সূচিবিদ্ধপ্রায় এবং বিদীর্ণপ্রায় বেদনা অনুভূত হয়, ইহাকে ক্ষতোদর কহে।

জলোদরীর লক্ষণ। যে সকল ব্যক্তি স্নেহপান বা পিচকারী গ্রহণ করিয়া অথবা বমন, বিরেচন কিম্বা নিরূহবস্তি গ্রহণ করিয়া শীতল জল পান করে, তাহাদিগের উদরস্থ ধমনীসমূহ দূষিত হয় এবং স্নেহদ্বারা প্রলিপ্ত হয়, এই রূপে রসবহা নাড়ীর বহির্ভাগে অন্নরস সঞ্চিত হইয়া জলোদর উৎপাদন করে, ইহাকে জলোদর কহে। জলোদরে উদর চক্‌চকে, বৃহৎ, জলপূর্ণ ও প্রায়শঃ স্ফীত এবং নাভিদেশের চতুর্দ্দিক বেদনাযুক্ত ও চর্ম্মনির্ম্মিত জলপূর্ণ থ'লের ন্যায় কম্পিত ও শব্দযুক্ত হয়।

জাতোদকোদরীর লক্ষণ। জাতোদকোদরে উদর ক্ষোভিত হইলে জলপূর্ণ চর্ম্ম নির্ম্মিত থ'লের ন্যায় অল্প শব্দ হয় এবং শিরা সকল প্রায়শঃ দৃষ্টি-গোচর হয় না, কিন্তু জলপূর্ণহেতু উদর অত্যন্ত বৃহৎ হয় এবং রোগীর আলস্য, মুখের বিরসতা, মূত্রাধিক্য, পাতলা দাস্ত, অগ্নিমান্দ্য ও শরীর পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে। জাতোদকোদর জলোদরের প্রায় তুল্য লক্ষণ বিশিষ্ট।

উদররোগের যুক্ত অসাধ্য লক্ষণ।

সমস্ত উদর রোগই বহুযত্নে বিনষ্ট হয় অর্থাৎ কষ্টসাধ্য। বলবান্ ব্যক্তির জাতোদকোদর ভিন্ন অন্যান্য উদরীরোগ অল্প দিনের হইলে ও যত্নপূর্ব্বক

চিকিৎসিত হইলে, প্রশমিত হইতে পারে। বদ্ধোদর বা জলোদর পনরদিনের অধিক কালজাত হইলে, তদ্দ্বারা প্রায়শঃ রোগী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যে উদরীরোগীর চক্ষুতে শোথ, লিঙ্গনাল বক্র, এবং বল, রক্ত ও অগ্নি নষ্ট হইয়াছে এবং চর্ম্ম সূক্ষ্ম ও ক্লেদযুক্ত, সেই রোগীর রোগ অসাধ্য, সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

পার্শ্ববেদনা, অরুচি, শোথ ও অতীসারাক্রান্ত উদররোগীর রোগ অসাধ্য। তদ্ভিন্ন যে সকল উদরী রোগে রোগীর দাস্ত হইলেও উদর বায়ুপূর্ণ লক্ষিত হয়, তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করিবে।

উদররোগ-চিকিৎসাবিধি।

উদররোগে উদরে বা স্থানবিশেষে অথবা সমস্ত উদরে শোথের আধিক্য সহজেই উপলব্ধি হয় এবং সমস্ত উদরীরোগের শোথ একটী প্রধান লক্ষণ। এই শোথ লক্ষণভেদে উদরের স্থান বিশেষে হ্রাসবৃদ্ধিরূপে দৃষ্ট হয় এবং হস্ত পদাদি অঙ্গেও লক্ষিত হয়। দোষভেদে উদরী রোগের লক্ষণ] পৃথক্ পৃথক্ দেখিতে পাওয়া যায়। বাতোদরে নাভির নিম্নভাগের গুরুতা ও উদর বায়ুপূর্ণ থাকে, শ্লৈষ্মিক উদরে সমস্ত উদর গুরু ও ভারাক্রান্ত হয়, বদ্ধোদরে হৃদয় ও নাভির মধ্যদেশ শোথপূর্ণ হইয়া উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ক্ষতোদরে নাভির অধোদেশস্থ উদর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; জলোদরে এবং জাতোদকোদরে রোগীর উদর শোথের প্রবলতাবশতঃ বৃহৎ জলপূর্ণ থ'লের ন্যায় বোধ হয় ও চক্‌চকে দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ শোথ যেমন প্রবলরূপে দৃষ্ট হয়, তৎসঙ্গে মূত্রের এবং বায়ুরও রোধ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ যথারীতি মূত্রের প্রবর্ত্তন ও উদরস্থ বায়ুর নির্গমনের অভাব লক্ষিত হয়। অন্যান্য উদরীরোগ লক্ষণদ্বারা নির্ব্বাচন করিবে। পৈত্তিক উদরী এবং জাতোদক উদরী প্রভৃতি রোগে যদিও অতিসার লক্ষিত হয়, তথাপি উহাতে উদরস্থ বায়ুর রুদ্ধতা বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ বায়ুর প্রায়শঃ অনুলোমতা হয় না।

অনেকস্থানে এরূপ অবস্থা দৃষ্ট হয় যে বায়ু কর্ত্তৃক প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, ৩।৪ দিন পরে দাস্তের ঔষধ প্রয়োগ করিলে ২।১ বার অতি অল্প মল নির্গত হয়, কিন্তু উদর বায়ুপূর্ণ থাকে, প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদরেও প্রায়শঃ কোষ্ঠশুদ্ধি

হয় না, প্লীহা ও যকৃৎ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তৎসঙ্গে উদরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং হস্ত ও পদাদিতে ক্রমশঃ শোথ পরিব্যাপ্ত হয়। এস্থলে উদরীরোগে শোথ অর্থাৎ জলসঞ্চারের কারণ অবগত হওয়া আবশ্যক, লোকের সুস্থাবস্থায় রসবাহিনী ধমনী সকল সর্ব্বদা রক্ত উৎপাদন করে এবং ঐ সমস্ত রস অর্থাৎ জলীয় ধাতু আবার লসিকা পথে শোষিত হয়, কিন্তু ঐ কার্য্যের ব্যাঘাত হইলে রস সঞ্চিত হইয়া স্থানবিশেষে শোথ উৎপাদন করে এবং বিবিধ কারণে রক্তের কিয়ৎ ভাগ জলীয়াংশে পরিণত হইয়া শোথ বৃদ্ধি করে ও চর্ম্মের নিম্নস্থ ধমনীসমূহে রস সঞ্চিত হইয়া, সেই স্থান স্ফীত হয় এবং ঐ স্থান অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে গহ্বরের ন্যায় হয় অর্থাৎ তত্রত্য জলীয়াংশ সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে গমন করে ও কিছু কাল পরে পুনরায় স্বস্থানে আগমন করিলে ঐ স্থান পূর্ণ হয়। শোথ পরীক্ষা করা তত কঠিন নহে, উহা অঙ্গুলিদ্বারা সহজে পরীক্ষা করা যায়। এই উদরী রোগ শরীরে কি অবস্থায় উৎপন্ন হয়, তাহা অবগত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, অগ্নির মন্দতা এবং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপই এই রোগের কারণ। বিবিধ কারণ বশতঃ এবং বিবিধ রোগ হইতে অগ্নিমান্দ্য হইলে, বাতাদি দোষ সংদূষিত হয়, পিত্ত অর্থাৎ পাচকাগ্নির ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃ আমাশয়স্থিত শ্লেষ্মাও দূষিত হইয়া থাকে, সুতরাং বায়ুর অনুলোমাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে, পাচকাগ্নির ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃ অন্যান্য রসাদি ধাতুগত উষ্মারূপ অগ্নির ক্রিয়ার বিপর্য্যয় ঘটে, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা—"পাচকং পচতে ভুক্তং শেষাগ্নিবলবর্দ্ধনং" অর্থাৎ পাচক পিত্ত অন্নকে পরিপাক করে ও অবশিষ্ট ক্ষিত্যাদি মহাভূতগত অগ্নি ও রসাদি সপ্তধাতুগত উষ্মারূপ অগ্নির তেজ বৃদ্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু পাচকাগ্নি নষ্ট হইলে রস ও রক্তাদি সমস্ত ধাতুর তেজ নষ্ট হয়, বায়ুও পিত্ত অর্থাৎ অগ্নির অভাবে কার্য্যকারী হয় না। এক্ষণে স্পষ্টতঃ বোধ করা যায় যে ধমনীস্থিত রস নিয়মিতরূপে অগ্নির অভাবে শোষিত হইতে পারে না এবং রক্তও যথারীতি বর্দ্ধিত হইতে পারে না, সুতরাং ঐ রস একস্থানে ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতে থাকে, বিরেচনাদি দ্বারা বা মূত্রকারক দ্রব্য দ্বারা উহার হ্রাস হয়, সুতরাং উদরীরোগে সর্ব্বদা উদরে দোষ পূর্ণ থাকে, অতএব বাতাদি দোষনাশক ক্রিয়া সর্ব্বদা করিবে এবং অগ্নিবলবর্দ্ধক খাদ্য প্রদান ও বিরেচক ঔষধ বিবেচনার সহিত প্রয়োগ করিবে।

উদরীরোগের প্রথমাবস্থা। উদররোগীকে সর্ব্বদা বিরেচনার্থ বিবিধ ঔষধ প্রদান করিবে এবং সর্ব্বদা শীতল বায়ু বা জল রোগীর শরীর স্পৃষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবে, যেহেতু শীতল বায়ু বা জল সংস্পর্শে রোগীর দাস্ত বন্ধ হয়, ঔষধে কোনও উপকার হয় না। প্রথমাবস্থায় অগ্ন্যদীপক ও মৃদুবিরেচক ঔষধ যথা—পুনর্ণবাদি কাথ, পুনর্ণবাদিচূর্ণ ও পটোলাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে, বাতজ উদরে উদরাধ্মান হইলে বিশেষতঃ বদ্ধোদরে বায়ুর অনুলোম এবং অগ্নির সন্দীপনার্থ কুষ্ঠাদিচূর্ণ বা সামুদ্রাদ্যচূর্ণ যথারীতি সেবন করাইবে এবং দশমূলের কাথদ্বারা পিচকারী প্রদান করিবে, বিরেচক ঔষধ সেবনে রোগীর ২। ১ বার দাস্ত হইবার পর উদর কোমল হইলে, উদরে বস্ত্র বেষ্টিত করিয়া রাখিবে, যেন বহিঃস্থ শীতল বায়ু উদরে না লাগে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা উদরাধ্মান নিবৃত্ত থাকে। অনন্তর রোগীকে রক্তশালি তণ্ডুলের পেয়া বা কুলথকলাই প্রভৃতির যুষ অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে এবং যে সমস্ত রোগীর সময় সময় পাতলা দাস্ত হয়, তাহাদিগকেও শারীরিক বল বিবেচনা করিয়া বায়ুর অনুলোমক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক কাথ ও চূর্ণাদি ঔষধ প্রয়োগ করিবে; কিন্তু রোগী দুর্ব্বল হইলে অর্থাৎ বিরেচন ঔষধ অসহ্য হইলে, তৃতীয়াবস্থানুসারে চিকিৎসা করিবে। উদরী রোগীর শোথের আধিক্য পরিলক্ষিত হইলে, রোগীকে শোথনাশক ঔষধ যথা—ত্র্যষণাদ্যলৌহ, ত্রিকট্বাদ্যলৌহ বা কটুকাদ্যলৌহ প্রভৃতি শোথের হ্রাস বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই সমস্ত ঔষধ উদরী রোগের প্রথমাবস্থায়ই প্রয়োগ করিবে, এই সকল ঔষধ সেবনদ্বারা শোথ ক্রমশঃ কমিতে থাকে।

উদরীরোগের দ্বিতীয়াবস্থা। উদরীরোগে রোগীর শোথ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, ঐ সমস্ত শোথ নাশক ঔষধে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না, তখন অবস্থা বিশেষে অর্থাৎ রোগী সবল হইলে এবং উদরস্থ শোথ অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে, তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ যথা—দুগ্ধবটী ও ইচ্ছাভেদীরস প্রভৃতি সেবন করাইবে এবং ঐ সকল ঔষধের নিয়মানুসারে রোগীকে দুগ্ধ বা দধিসংযুক্ত অন্নপথ্য অল্পপরিমাণে প্রদান করিবে, রোগীর গাত্রে শোথ থাকিলে ঘুটের ছাই লেপন করিবে। তীক্ষ্ণবিরেচন সকল রোগীর পক্ষেই ব্যবস্থা।

উদরীরোগের তৃতীয়াবস্থা। উদররোগীর শোথ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

হইলে এবং রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে, বিরেচন ঔষধ প্রদান করা অন্যায়, এইরূপ অবস্থায় স্বর্ণপর্পটী ও রসপর্পটী প্রভৃতি রোগীকে রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া সেবন করিতে দিবে এবং মাণমণ্ড পথ্যরূপে প্রদান করিবে, জলোদরে শোথের প্রবলতা লক্ষিত হয়, এই অবস্থায় শল্য শাস্ত্রানুসারে অস্ত্র দ্বারা নাভির নিম্নভাগ ছিদ্র (টেপ) করিয়া উদরস্থ জল বাহির করিবে, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা—জাতং জাতং জলং স্রাব্যং শাস্ত্রোক্তং শস্ত্রকর্ম্ম চ। জলোদরে বিশেষেণ দ্রবসেবাং বিবর্জ্জয়েৎ॥ অন্যান্য উদররোগেও জল বাহির করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে চিকিৎসায় শীঘ্র ফল দর্শে, কিন্তু প্লীহোদর, যকৃদ্দাল্যুদর ও বদ্ধোদর রোগে ঐরূপ জল নিঃসারণ করিলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জল নিঃসারণ করিতে হইলে উদরে কি পরিমাণ জল সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া শস্ত্রকর্ম্মে পারদর্শী চিকিৎসকদ্বারা ঐ জল নিঃসারিত করাইবে, জল নিঃসরণ কালে উচ্চ বালিশের পার্শ্বে পৃষ্ঠের ভার রাখিয়া রোগীকে উপবেশন করাইবে এবং অতি সাবধানে এই কার্য্য সম্পন্ন করিবে। চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিলে জল নিঃসরণ বন্ধ করিবে, কারণ ঐ অবশিষ্ট জল ঔষধ প্রয়োগেও ক্রমশঃ হ্রাস হয়; শোথ একবার ঐরূপ ক্রিয়াদ্বারা হ্রাস হইলে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, এমতাবস্থায়, পুনঃ পুনঃ জল নির্গত করা যায় বটে, কিন্তু আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ একান্ত কর্ত্তব্য, যেহেতু ঐরূপ জল নিঃসরণ ক্রিয়া রোগীর আশু কষ্ট লাঘবের কারণ মাত্র। এইরূপ ক্রিয়ার পর স্বর্ণপর্পটী, রসপর্পটী বা লৌহপর্পটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে এবং মাণমণ্ড পথ্যরূপে প্রয়োগ করিবে। রোগীর পিপাসা হইলে কেবল নির্জ্জল দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া আবশ্যক এবং শোথ একেবারে হ্রাস হইলে মাণমণ্ড পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ ও পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। লবণ ও জল কিছুদিন বন্ধ রাখাও একান্ত কর্ত্তব্য; কারণ সহসা লবণাক্ত ব্যঞ্জনাদি বা জলীয়দ্রব্য সেবনে ঐ রোগ পুনর্ব্বার বৃদ্ধি পাইয়া রোগীকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা গিয়াছে। শোথের নিবৃত্তি হইলে রোগীকে শিশিরের জল প্রদান করা যায় এবং ঐ জলে ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়াও দেওয়া যাইতে পারে। রোগীর শোথ নিবৃত্ত হইলে সৈন্ধবলবণ ও ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জনাদি ক্রমশঃ অল্প পরিমাণে প্রদান করিবে, রোগ নিবৃত্ত হইলে, পুনঃ পুনঃ উৎপত্তির আশঙ্কা থাকে, সুতরাং রোগীকে অতি সাবধানে রাখা আবশ্যক। রোগের প্রবলাবস্থায় শিরাসমূহ জলপূর্ণ থাকায় নাড়ী অতিশয়

শিথিল ভাবে স্পন্দিত হয় এবং রোগ যতই হ্রাস পায়, নাড়ী ততই মৃদুভাব ও জড়তা পরিত্যাগ করে।

প্লীহোদর ও যকৃৎদ্দালুদরে বিধি। প্লীহোদর বা যকৃৎদ্দালুদর উৎপন্ন হইলে, বাতাদি দোষ বিবেচনা করিয়া প্লীহা ও যকৃতের ঔষধ সেবন করাইবে, অর্থাৎ প্লীহোদর বা যকৃদ্দালুদরে বায়ুর প্রবলতা লক্ষিত হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধ, শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, মাণকাদিগুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা, চিত্রকাদিলৌহ ও অভয়ালবণ প্রভৃতি ঔষধ এবং সবল রোগীকে যকৃৎ প্লীহারিলৌহ ও প্লীহশার্দ্দূল প্রভৃতি তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ দিবে। পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হইলে লোকনাথরস, বৃহৎ লোকনাথরস, যকৃদরিলৌহ ও বৃহৎ যকৃদরিলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং সবল রোগীকে মৃদু বিরেচক প্লীহা ও যকৃৎনাশক ঔষধ প্রদান করিবে, যেহেতু উদরীরোগে কোষ্ঠ শুদ্ধিকারক ঔষধ একান্ত আবশ্যক। কফজ প্লীহোদর বা যকৃৎদ্দালুদরে প্লীহার্ণব-রস, প্লীহারিরস (মতান্তরে), মহামৃত্যুঞ্জয়লৌহ ও লৌহমৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে, যে সমস্ত ঔষধে প্রত্যহ ২। ৩ বার দাস্ত হয়, এরূপ ঔষধ প্রত্যেক অবস্থায়ই প্রয়োজ্য। রোগী দুর্ব্বল হইলে বিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে না, রোগের প্রথম অবস্থায় রোগীকে পটোল, করলা, ডুমুর, শজিনার খাড়া প্রভৃতির ব্যঞ্জন ও পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন প্রদান করিবে, কিন্তু রোগ প্রবল হইলে রোগীকে মাণমণ্ড পথ্যরূপে প্রদান করিবে। জ্বরের জন্য পুটপক্ক বিষমজ্বরান্তকলৌহ, সর্ব্বজ্বরহরলৌহ, বৃহৎসর্ব্বজ্বরহরলৌহ অথবা বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ দোষভেদে ব্যবস্থা করিবে। প্লীহোদর এবং যকৃৎদ্দালুদরে শোথ নিবারণার্থ ক্র্যবণাম্বলৌহ, ত্রিকটুকাদ্যলৌহ ও শোথ-কালানলরস প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রদান করা যাইতে পারে। ঐ সকল ঔষধ প্রদান করিলে এবং মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিলেই প্রায়শঃ ঐ রোগ দূরীভূত হয়। উদরীরোগে পিপ্পলীবর্দ্ধমানা প্রয়োগে অনেকস্থলে উপকার পাওয়া গিয়াছে, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "পিপ্পলীবর্দ্ধমানম্বা কল্পদৃষ্টং প্রয়োজয়েৎ। জঠরাণাং বিনাশায় নাস্তি তেন সমং ভুবি॥" প্লীহোদরে ইহার গুণ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, বিশেষতঃ কফজ প্লীহোদরে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্লীহোদর অথবা যকৃদ্দালুদরে রোগীর জ্বর, হস্ত, পদ ও উদরে শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হয় এবং অবস্থাভেদে মলের তরলতা বা কোষ্ঠকাঠিন্য

দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং রোগীর কোষ্ঠবল বিবেচনা করিয়া প্লীহা ও যকৃতের ঔষধ যেমন প্রয়োগ করিবে, জ্বর ও কাস প্রভৃতির জন্যও সেইরূপ ঔষধ প্রদান করা আবশ্যক।

উদরীরোগে শোথ, জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে, রোগীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া বিন্দুঘৃত, চিত্রকঘৃত ও রসোনতৈল প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যেহেতু রসচিকিৎসোক্ত বিবিধ বটিকা এবং চূর্ণ ঔষধ দ্বারা রোগীর শরীরের বাতাদিদোষ যথারীতি সংশোধিত না হইলে, পুনরায় রোগের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে শরীর সংশোধিত হয় এবং বাতাদিদোষও সমতাপ্রাপ্ত হয়।

উদরীরোগে-ঔষধ।

পুনর্ণবাদিকাথ। বাতোদরের প্রথমাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, কুক্ষি, পার্শ্ব ও কটিদেশে বেদনা এবং উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ ইত্যাদি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এবং হস্ত ও পদাদিতে শোথ লক্ষিত হইলে, রোগীকে এই কাথের সহিত গোমূত্র এবং শোধিত গুগ্গুলু প্রত্যেকে।০ আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে, শ্লৈষ্মিক উদরে বা পৈত্তিক উদরেও এই কাথ প্রয়োগ করা যায়।

পুনর্ণবাদি ক্বাথ। পুনর্ণবা, দেবদারু, হরীতকী ও গুলঞ্চ এই চারিটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পুনর্ণবাদিক্বাথ (মতান্তরে)। বাতোদরের প্রথম অবস্থায় রোগীর হস্ত, পদ ও কুক্ষিদেশে শোথ প্রকাশ পাইলে এবং পার্শ্ব, উদর ও কটিদেশে বেদনা এবং কোষ্ঠবদ্ধ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধে গোমূত্র ও শোধিত গুগগুলু প্রত্যেকে।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

পুনর্ণবাদিক্বাথ। (মতান্তরে): পুনর্ণবা, দেবদারু, হরিদ্রা, কট্কী, পলতা, হরীতকী, নিমপাতা, মুথা, শুঁঠ ও গুলঞ্চ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

বাতোদরে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং কুক্ষি, উদর ও কটিদেশে বেদনা দৃষ্ট হইলে, এই ক্বাথের সহিত এরণ্ড তৈল ॥০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

দশমূলাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দেবদার্ব্বাদিযোগ। সান্নিপাতিক উদরে, বাতোদর ও শ্লৈষ্মিক উদরের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই যোগ রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে প্রাতে গোমূত্র সহ পান করিতে দিবে, ইহাদ্বারা শোথ নষ্ট হয় এবং উদরস্থ ক্রিমিও নির্গত হইয়া থাকে।

দেবদার্ব্বাদি যোগ। দেবদারু, শজিনা ও আপাং; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া গোমূত্রে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৵০ আনা বা ।০ আনা।

পটোলাদ্যচূর্ণ। বাতোদর, পিত্তোদর ও সান্নিপাতিক উদরে কিম্বা বদ্ধোদরে অথবা জলোদরে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, হস্ত, পদ ও উদরে শোথ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই চূর্ণ প্রথম একদিন প্রাতে গোমূত্র সহ সেবন করাইবে। ঔষধ সেবনে দাস্ত হইলে ছয় দিন পর্য্যন্ত শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ সহ দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে, অবস্থা বিশেষে পেয়া প্রয়োগ করা যায়, সপ্তম দিনে পুনরায় এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, এইরূপ পুনঃপুনঃ প্রদান করিবে।

পটোলাদ্যচূর্ণ। পটোলমূল, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, কমলাগুড়ি ৪ তোলা, নীলবুহ্ম ফল ৬ তোলা, তেউড়ীমূল ৮ তোলা এই সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ তোলা।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উদরে এবং বদ্ধোদরে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ও হস্তপদাদিতে শোথ, কুক্ষি এবং কটিদেশে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগের প্রথম অবস্থায় গোমূত্র সহ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ। পুনর্ণবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, কট্‌কী, গুলঞ্চ ও দেবদারু; এই সকলের চূর্ণের সমান শোধিত গুগ্‌গুলু এবং তৎসমান হরীতকীচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা বা ॥০ তোলা।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ (মতান্তরে)। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক উদরে এবং বদ্ধোদরে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে শোথ পরিলক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গোমূত্র।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ (মতান্তরে)। পুনর্ণবা, দেবদারু, গুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো, আকনাদি, বিল্বমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, রক্তচিতা ও বাসক ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা বা ॥০ আনা।

ইচ্ছাভেদীরস। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উদরীরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং রোগী সবল হইলে রোগীকে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে, ইহাতে ৫। ৭ বার দাস্ত হইলে কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিতে দিবে, রোগীর শারীরিক বল অনুসারে এই ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। দাস্ত বন্ধ হইলে লঘু পথ্য প্রদান করিবে। অনুপান—আমরুলের রস।

ইচ্ছাভেদী রস। পারদ ৵০ আনা, গন্ধক ।৵০ ছয় আনা, বহেড়া ৵০ আনা, আমলকী ৵০ আনা, পিপুল ।০ আনা, শুঁঠ ।৵০ আনা ও শোধিত জয়পাল বীজ ২॥০ তোলা ; সমস্ত মিশ্রিত করিয়া আমরুলের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—মটর প্রমাণ।

দুগ্ধবটী। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উদরী বা জলোদরী রোগে রোগীর কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে এবং রোগী সবল হইলে, এই ঔষধ প্রাতে সাত দিন পর্য্যন্ত সেবন করাইবে, রোগীর দাস্ত বন্ধ হইলে রোগীকে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং নির্জ্জল দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে, রোগীর পিপাসা হইলে কেবল নির্জ্জল দুগ্ধ পান করাইবে। অনুপান—গোদুগ্ধ।

দুগ্ধবটী। হিঙ্গুলোত্থ রস, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, লৌহ ও শোধিত জৈপাল বীজ ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

দুগ্ধবটী (মতান্তরে)। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উদরী বা জলোদরী অথবা বদ্ধোদরী রোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং উদরস্থ শোথ প্রবল হইলে সবল রোগীকে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে,

ঔষধ সেবনান্তে দাস্ত হইলে নির্জ্জল দুগ্ধ ও পুরাতন তণ্ডুলের অন্নপথ্য দিবে, এইরূপ নিয়মে রোগীকে ১৪ দিন ইহা সেবন করাইবে। অনুপান—গোদুগ্ধ।

দুগ্ধবটী (মতান্তরে)। হিঙ্গুলোত্থ রস, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও সৈন্ধবলবণ ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং শোধিত জৈপাল বীজ ৯ তোলা ; এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ভৃঙ্গরাজ রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জলোদরারিরস। জলোদরী রোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং উদরে অধিক জল (শোথ) দৃষ্ট হইলে, সবল রোগীকে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে, ঔষধ সেবনান্তে পুনঃ পুনঃ দাস্ত হইলে এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে রোগীকে তক্র (ঘোল) মিশ্রিত অন্ন প্রদান করিবে এবং পিপাসা-কালে তক্র অল্প অল্প পরিমাণে প্রদান করিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

জলোদরারি রস। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা এবং মনঃশিলা, হরিদ্রা, শোধিত জৈপাল বীজ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও রক্তচিতা ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দন্তীমূলরস, সীজেররস ও ভৃঙ্গরাজ রসে যথাক্রমে ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

বহ্নিরস। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক উদরীরোগে বা বদ্ধোদরে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং রোগী সবল হইলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে এবং দিনান্তে (মধ্যাহ্নে) তক্রমিশ্রিত অন্ন অল্প পরিমাণে ভক্ষণ করিতে দিবে। ঔষধ সেবন কালে রোগীর লবণ ও জল পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অনুপান—উষ্ণজল।

বহ্নিরস। পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে ৮ তোলা, হরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও মনঃশিলা প্রত্যেকে ২ তোলা, তেউড়ীমূল, রক্তচিতা ও শোধিত জৈপাল বীজ ; ইহাদের প্রত্যেকে ৩ তোলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দন্তীমূল ও জীরা ; ইহাদের প্রত্যেকে ৭ তোলা ; এই সমুদয় চূর্ণ একত্র করিয়া জয়ন্তী, সীজের ক্ষীর, ভৃঙ্গরাজ, রক্তচিতা ও এরণ্ডতৈলে ক্রমান্বয়ে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

শ্রীবৈদ্যনাথাদেশবটিকা। জলোদরীরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং উদরে জলের (শোথের) আধিক্য দৃষ্ট হইলে, সবল রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবনে প্রবলবেগে পুনঃপুনঃ দাস্ত হইলে, রোগীকে অল্প পরিমাণে দধি সংযুক্ত অন্ন প্রদান করিবে। ঔষধ সেবন কালে রোগীর লবণ ও জল পরিত্যাগ করা উচিত। অনুপান—উষ্ণজল।

শ্রীবৈদ্যনাথাদেশ বটিকা। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ রসসিন্দুর ও হরীতকী, এই সকল সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ শোধিত জৈপাল বীজ; এই সমুদয় মিশ্রিত করিয়া আমরুলের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। উদরীরোগে রোগীর উদরাময় ও শোথ প্রবল এবং তৎসঙ্গে পাণ্ডু, কামলা, জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। ইহা পিত্তের প্রবলাবস্থায় প্রয়োগ করা উচিত। অনুপান—পুনর্ণবার রস।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। পিপুলমূল, রক্তচিতা. অভ্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা, রক্তচিতা, কর্পূর ও সৈন্ধবলবণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং সকল চূর্ণের সমান লৌহ লইয়া একত্র জলে মর্দ্দন করিবে, বটী ৩ রতি।

চূলিকাবটী। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উদরে, জলোদরে, বদ্ধোদরে বা প্লীহোদরে অথবা যকৃদ্দাল্যুদরে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং রোগী সবল হইলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ তীব্র বিরেচক, অতএব বিবেচনা পূর্ব্বক রোগীকে প্রদান করিবে। অনুপান—উষ্ণ জল।

চূলিকাবটী। পারদ, গন্ধক, বিষ, হরিতাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও সোহাগার খৈ; এই সকল সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির চতুর্গুণ শোধিত জৈপাল-বীজ; এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ভৃঙ্গরাজ ও কেশুরিয়া রসে মর্দ্দন করিয়া পুনরায় মধুর সহিত মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানা। শ্লৈষ্মিক উদরীরোগে ও প্লীহোদরে রোগীর শোথ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীর বয়ঃক্রমানুসারে ৫।৬।৭ বা ৮ রতি ক্রমে প্রত্যহ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ দশ দিন পর্য্যন্ত রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং ঐ নিয়মে মাত্রা হ্রাস করিবে। লবণ ও জল বন্ধ রাখিয়া রোগীকে দুগ্ধ ও অন্ন পথ্য দিবে।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানা। প্রস্তুতবিধি ১০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক উদরী ও জলোদরী, বদ্ধোদরী এবং ক্ষতোদরী রোগীর তৃতীয়াবস্থায় অর্থাৎ রোগী দুর্ব্বল হইলে অথবা শোথ ও উদরাময়ের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ১ রতি পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া সেবন করাইবে, এইরূপ ১০ দিন ঔষধ সেবন করাইয়া

পুনরায় ১ রতি ক্রমে হ্রাস করা উচিত। একবার এই নিয়মে সেবনে সম্যক্-রূপে উপকার দৃষ্ট না হইলে, পুনরায় ঐ নিয়মে সেবন করিতে দিবে, লবণ ও জল বন্ধ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে, রোগীর পিপাসা হইলে কেবল নির্জ্জল দুগ্ধ প্রদান করিবে ও মাণমণ্ড পথ্য দিবে। রোগীর উদরাময়ের সঙ্গে জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধ সেবনকালে রোগী স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করিবে। উদরী ও শোথরোগে অনুপান—নির্জ্জল পক্ক গোদুগ্ধ এবং উদরাময়ে ভাজা জীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ।

স্বর্ণপর্পটী। হিঙ্গুলোত্থ রস ৮ তোলা এবং স্বর্ণ ১ তোলা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে, উভয় একত্র হইলে উহার সহিত শোধিত আমলাসা গন্ধক ৮ তোলা লইয়া লৌহপাত্রে কজ্জলী করিবে, অনন্তর পর্পটীপাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে।

রসপর্পটী। জলোদরীরোগের তৃতীয়াবস্থায় রোগীর উদরে জল (শোথ) অধিক দৃষ্ট হইলে এবং রোগী দুর্ব্বল হইলে অর্থাৎ উহার বিরেচক ঔষধ অসহ্য হইলে, এই ঔষধ প্রথম দিন ২ রতি পরিমাণে সেবন করিতে দিবে এবং প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করাইবে, অনন্তর প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রা হ্রাস করিবে, এই নিয়মে ১৮ দিন সেবন করাইয়া আরও ৩ দিন অতিরিক্ত ১ রতি পরিমাণে সেবন করাইবে, সর্ব্বশুদ্ধ ২১ দিন সেব্য। লবণ ও জল বন্ধ করিয়া ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। উদরীরোগে রোগীকে মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিবে, ইহাতে উদরস্থ শোথ নিবৃত্ত না হইলে পুনরায় ঐ নিয়মে ঔষধ সেবন করিতে দিবে। মৃদু-পাক বা উপযুক্ত পাকের পর্পটী গ্রহণ করিবে, খরপাকের পর্পটী কখনও সেবন করাইবে না। ঔষধ সেবনকালে স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করিবে। অনুপান—নির্জ্জল পক্কদুগ্ধ বা উদরাময় থাকিলে জীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ।

রসপর্পটী। হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৮ তোলা ও শোধিত আমলাসা গন্ধক ৮ তোলা (ভৃঙ্গরাজের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া শুকাইয়া ঐ গন্ধক লইবে) এই উভয় দ্রব্য একত্র কজ্জলী করিয়া পর্পটীপাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে।

লৌহপর্পটী। বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক এবং বদ্ধোদরে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে এবং উদরাময় ও শোথ প্রবল হইলে, এই ঔষধ ১ রতি

পরিমাণে প্রথম দিন সেবন করিতে দিবে, পরে প্রত্যহ ১ রতি ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত সেবন করাইবে, অনন্তর ১ রতি পরিমাণে হ্রাস করিবে, ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাদি রসপর্পটীর ন্যায়।

লৌহপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিন্দুঘৃত। উদরীরোগে রোগীর উদরস্থ জল (শোথ) এবং জ্বর ও অন্যান্য উপদ্রব হ্রাস হইলে অথচ শরীর অত্যন্ত কৃশবোধ এবং কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষিত হইলে, রোগীকে এই ঘৃত অবস্থাভেদে ৪।৫ বা ৬ ফোটা অথবা আবশ্যক হইলে ততোধিক মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। এই ঘৃত অত্যন্ত বিরেচক, ইহার মাত্রা বিবেচনা পূর্ব্বক নিরূপণ করিবে। অনুপান—ঈষ-দুষ্ণ দুগ্ধ।

বিন্দুঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা—আকন্দের ক্ষীর ১৬ তোলা, সীজের ক্ষীর ৪৮ তোলা এবং হরীতকী, কামলাগুড়ি, শ্যামালতা, নীলবৃক্ষ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, চোরপুষ্পী, রক্তচিতা, শ্বেতাপরাজিতা ও সোন্দালের মজ্জা, ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা। পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে।

চিত্রকঘৃত। প্লীহোদরে বা যকৃদ্দাল্যুদরে রোগীর শোথ, প্লীহা, যকৃৎ ও জ্বর হ্রাস হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা ও শারীরিক দুর্ব্বলতা বা কামলার ভাব দৃষ্ট হইলে, এই ঘৃত বৈকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

চিত্রকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। গোমূত্র ৮ সের। কল্কার্থ—রক্তচিতা ৮ তোলা ও যবক্ষার ৮ তোলা। পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে।

রসোনতৈল। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উদরে, বদ্ধোদরে, প্লীহোদরে বা যকৃদ্দাল্যুদরে রোগীর শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষিত হইলে, এই তৈল প্রাতে ২৫।৩০ ফোটা মাত্রায় সেবন করিতে দিবে; ইহা সেবন করিলে উদাবর্ত্ত, অন্ত্রবৃদ্ধি, ক্রিমি, কুক্ষিশূল ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি রোগও বিনষ্ট হয়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

রসোনতৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—রসোন ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য যথা—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ,

হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দন্তীমূল, হিং, সৈন্ধব, রক্তচিতা, দেবদারু, বচ, কুড়, রক্তশজিনা, পুনর্ণবা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, যমানী ও গজপিপুল; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং তেউড়ীমূল ৪৮ তোলা; জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

উদরীরোগে—উদরাধ্মান-চিকিৎসা।

কুষ্ঠাদিচূর্ণ। উদরীরোগে উদরাধ্মান দৃষ্ট হইলে, বিশেষতঃ বাতোদরে ও বদ্ধোদরে রোগীকে এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

কুষ্ঠাদিচূর্ণ। কুড়, দন্তীমূল, যবক্ষার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সৌবর্চ্চলবণ, বচ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, হিং, সাজিমাটী, চই ও চিতা; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ ও শুঁঠ ২ ভাগ; ইহাদের চূর্ণ একত্র করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা বা ॥০ আনা।

সামুদ্রাদ্যচূর্ণ। উদরীরোগীর উদরাধ্মান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে।

সামুদ্রাদ্যচূর্ণ। করকচলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, যমানী, বনযমানী, পিপুল, রক্তচিতা, শুঁঠ, হিং ও বিট্‌লবণ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ আনা বা।০ আনা।

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ। উদরীরোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদরাধ্মান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে।

স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিকটুকাদ্যবর্ত্তি। উদরীরোগে উদরাধ্মান প্রবল হইলে, এই বর্ত্তিতে ঘৃত মাখাইয়া রোগীর গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করিবে, ইহাতে বায়ু অধোগামী হয়।

ত্রিকটুকাদ্যবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উদরীরোগে—উদরাময়-চিকিৎসা।

স্বর্ণপর্পটী। উদরীরোগে রোগীর অতিসার ও সর্ব্বাঙ্গে শোথ লক্ষিত

হইলে, এই ঔষধ ১ রতি ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ দিন পর্য্যন্ত সেবন করাইবে, পরে, ঐ নিয়মে মাত্রা হ্রাস করিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লৌহপর্পটী। উদরীরোগে রোগীর অতিসার ও সর্ব্বাঙ্গে শোথ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রথমদিন ১ রতি মাত্রায় সেবন করাইবে, অনন্তর প্রত্যহ ১ রতি পরিমাণে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ দিন সেবন করাইবে, অনন্তর প্রত্যহ ১রতি করিয়া মাত্রা হ্রাস করিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ।

লৌহপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উদরীরোগে শোথের হ্রাস ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, অন্যান্য উপদ্রবেরও হ্রাস হয়, সুতরাং শোথ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করাই সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য ; অন্যান্য উপদ্রব নাশের জন্য চেষ্টা করিলে তাহাতে বিশেষ ফল দর্শে না ; অতএব অন্যান্য উপদ্রব নাশক ঔষধ প্রয়োগ করা বৃথা।

উদরীরোগে—পথ্য।

উদরীরোগে পুরাতন রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন, পুরাতন কুলথকলাই ও মুগের ডাইল, রসুন, আদা, শালিঞ্চশাক, পলতা, করলা, পুনর্ণবা ও শজিনা প্রভৃতির তরকারী এবং ছাগীদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, ছাগীমূত্র, গোমূত্র, মহিষীমূত্র, অবস্থা বিশেষে প্রদান করিবে। এই রোগে যাবতীয় লঘুদ্রব্য, তিক্তরসপ্রধান দ্রব্য ও অগ্নিবর্দ্ধক দ্রব্য প্রদান করা যাইতে পারে।

শোথ-চিকিৎসা।

বাতিক শোথের লক্ষণ। বাতিকশোথ একস্থানে স্থিরভাবে থাকে না, উহা পাতলা চর্ম্ম বিশিষ্ট, কঠিন অর্থাৎ উহাতে হস্ত প্রদান করিলে কর্কশ বোধ হয়, ঐ শোথ অরুণ ও কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট, স্পর্শশক্তি বিহীন অর্থাৎ শোথ-স্থানে হস্ত প্রদান করিলে রোগী তাহা প্রায়শঃ অনুভব করিতে পারে না এবং

শোথস্থানে ঝিন্‌ঝিনে বেদনা অনুভূত হয়। ঔষধাদি সেবন ব্যতীতও বায়ুর চলন গুণ বিদ্যমান থাকায় কখনও কখনও বাতিকশোথ স্বয়ং প্রশমিত হয়, শোথস্থান অঙ্গুলিদ্বারা টিপিলে ঢালু এবং কিছুকাল পরে পূর্ব্ববৎ সমান হয়, এই শোথ দিবাভাগে প্রবল ও রাত্রিতে প্রশমিত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক শোথের লক্ষণ। পৈত্তিক শোথ অতি কোমল অর্থাৎ উহাতে হস্ত প্রদান করিলে নরম বোধ হয় এবং উহা দুর্গন্ধ, কৃষ্ণ, পীত বা রক্তবর্ণ, উষ্ণ এবং বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। এই শোথে রোগীর অতিশয় দাহ জন্মে এবং শোথ পাকে, পরন্তু রোগীর ভ্রম, জ্বর, ঘর্ম্মোদ্গম, পিপাসা, মত্ততা ও চক্ষুর রক্তিমা লক্ষিত হয়।

শ্লৈষ্মিক শোথের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক শোথ স্থির অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধি বিহীন ও পাণ্ডুবর্ণ, উহা অঙ্গুলিদ্বারা টিপিলে ঢালু হয় না, রাত্রিতে বৃদ্ধি পায় ও দিবাভাগে প্রশমিত হয়, অনেক্ষণ পরে উহার উৎপত্তি হয় এবং অনেকক্ষণ পরে হ্রাস হয়, শ্লৈষ্মিক শোথে রোগীর মুখ-প্রসেক, নিদ্রাধিক্য, বমি, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি হইয়া থাকে।

দ্বিদোষজ শোথের লক্ষণ। যে শোথে দুই দোষের অর্থাৎ বাতিক ও পৈত্তিক বা বাতিক ও শ্লৈষ্মিক অথবা পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শোথের লক্ষণ মিলিত হয়, তাহাকে দ্বিদোষজ শোথ কহে।

ত্রিদোষজ শোথের লক্ষণ। যে শোথে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই ত্রিবিধ শোথের লক্ষণ মিলিত হয়, তাহাকে ত্রিদোষজ অর্থাৎ সান্নিপাতিক শোথ কহে।

অভিঘাতজ শোথের লক্ষণ। অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা কোন স্থান ক্ষত, ছিন্ন ভিন্ন বা আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় সেই স্থানে যে শোথ জন্মে, তাহাকে অভিঘাতজ শোথ কহে। এইরূপ শীতলবায়ু বা সমুদ্রের বায়ু সেবন বশতঃ অথবা ভল্লাতকের রস কিম্বা শূকশিম্বীর ফল শরীরে স্পৃষ্ট হইলেও শোথ জন্মে। সেই সকল আগন্তুক শোথ সঞ্চরণশীল, উষ্ণ ও লোহিতবর্ণ এবং প্রায়শঃ পৈত্তিক শোথের লক্ষণবিশিষ্ট হয়।

বিষজ শোথের লক্ষণ। বিষধর প্রাণী শরীরে বিচরণ করিলে অথবা

সবিষ প্রাণীর (গোসাপ প্রভৃতির) মূত্র বা বিষ্ঠা অঙ্গস্পর্শ করিলে কিম্বা নির্ব্বিষ প্রাণীর দন্ত ও নখ দ্বারা কোন স্থান আহত হইলে কিম্বা মল মূত্র ও শুক্রলিপ্ত মলিনবস্ত্র পরিধান করিলে অথবা বিষবৃক্ষাগত বায়ুর স্পর্শ হেতু কিম্বা বিষাক্ত চূর্ণ দ্বারা গাত্রঘর্ষণে শরীরে শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে বিষজ শোথ কহে। বিষজ শোথ কোমল, গমনশীল, অধোগামী, শীঘ্র সমুৎপন্ন এবং দাহ ও বেদনাবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

দোষভেদে শোথের স্থান নিরূপণ। আমাশয়স্থিত দোষ বক্ষঃস্থলাদি ঊর্দ্ধদেহে, পক্বাশয়স্থ দোষ বক্ষঃস্থল হইতে পক্বাশয় পর্য্যন্ত শরীরে, মলাশয়স্থিত দোষ অধোদেহে এবং সর্ব্ব শরীরগত দোষ সর্ব্বাঙ্গে শোথ উৎপাদন করে।

শোথের সাধারণ লক্ষণ। শোথের অবস্থিতি, ভার ও ফুলা সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ চিকিৎসাভিন্ন উহাদের কখনও নিবৃত্তি হয়, কখনও বা উৎপত্তি হয়, শোথের স্থান উষ্ণ, শিরাব্যাপ্ত ও রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে, ইহা সাধারণ শোথের লক্ষণ।

শোথের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

যে শোথে রোগীর শ্বাস, পিপাসা, বমন, দুর্ব্বলতা, জ্বর ও অন্নে অরুচি জন্মে, সেই শোথরোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

শরীরের মধ্যদেশ অর্থাৎ বক্ষঃস্থল ও পক্বাশয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানস্থিত অথবা সর্ব্বশরীরব্যাপ্ত শোথ কষ্টসাধ্য, যে শোথ অর্দ্ধশরীরে প্রকাশ পায়, সেই শোথ এবং যে শোথ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হয়, সেই শোথও অসাধ্য।

স্ত্রী ও পুরুষভেদে শোথের সাধ্যাসাধ্য নিরূপণ।

পুরুষের পাদদেশ হইতে শোথ ঊর্দ্ধগামী হইলে এবং স্ত্রীলোকের মুখ ও চক্ষু প্রভৃতি স্থানগত শোথ ক্রমশঃ অধোগামী হইলে সেই শোথ অসাধ্য। বস্তিদেশস্থিত শোথ পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের পক্ষেই মৃত্যুপ্রদ।

শোথ অন্য কোনও রোগের উপদ্রব ভিন্ন অর্থাৎ জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগের উপদ্রবরূপে প্রকাশিত না হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত

হইলে অথবা জ্বর, পিপাসা, উদরাময়, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও বমন এই সপ্তবিধ উপদ্রবসহ প্রকাশ পাইলে, স্ত্রী ও পুরুষ যাহারই হউক না কেন সেই শোথ অসাধ্য। সাধারণতঃ বালক, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির শোথ অসাধ্য হইয়া থাকে।

শোথ-চিকিৎসাবিধি।

শোথরোগ কিরূপে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ক সংপ্রাপ্তি উদরীরোগে অনেকাংশে কথিত হইয়াছে, কিন্তু উদরীরোগে স্থানবিশেষে শোথের উৎপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র, সর্ব্বাঙ্গগত শোথ বা স্থানবিশেষে শোথ অথবা বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ বা অস্ত্রাদির আঘাত জনিত শোথ সম্বন্ধে উদররোগে কিছুই বর্ণিত হয় নাই। বিবিধ কারণে অর্থাৎ বিবিধ অহিতকর দ্রব্য-ভোজন, বমন, বিরেচন, দধি, অপক্ব দ্রব্য, বিরুদ্ধ দ্রব্য বা বিষাক্ত দ্রব্য-সেবন, গর্ভস্রাব, মর্ম্মাভিঘাত, অহিতাচরণ, অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা অভিঘাত, বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে সংস্পর্শ, বিবিধ ব্যাধি অর্থাৎ জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগের প্রকোপবশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া রক্ত, পিত্ত ও কফকে দূষিত করে এবং উহাদিগকে বহিঃস্থ (চর্ম্ম, মাংসস্থিত) শিরা সমূহে আনয়ন করিয়া বায়ু স্বয়ং ঐ রক্ত, পিত্ত ও কফ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া, সেই স্থানের ঘনত্ব ও উন্নতি উৎপাদন করে, ইহাকে শোথ কহে। সাধারণতঃ অস্ত্রাদির অভিঘাত দ্বারা যে ফুলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও শোথশব্দ-বাচ্য। এই শোথের সম্বন্ধে জটিল রোগসমূহ অর্থাৎ জ্বর, প্লীহা, পাণ্ডু ও আমবাত প্রভৃতি যেরূপ কারণ, অস্ত্রাদির অভিঘাত, বিষাক্ত বা দূষিত দ্রব্যাদির সেবন বা সংস্পর্শও তদ্রূপ কারণ বুঝিতে হইবে, কিন্তু উহার চিকিৎসা-প্রণালী অনেকাংশে বিভিন্ন, রোগানুসারে ও লক্ষণানুসারে পৃথক ঔষধ ও প্রলেপাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। জ্বরজনিত শোথে যে সকল ঔষধ প্রযোজ্য, পাণ্ডু বা কামলা জনিত শোথরোগে তাহা হইতে অনেকাংশে ভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, এইরূপ উদরাময় জনিত শোথে অন্যরূপ ঔষধ ব্যবহার্য্য। বিসর্পাদিজন্য শোথে আবার ভিন্ন প্রলেপাদি ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা আহত ব্যক্তির শোথের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে।

যে সকল রোগের লক্ষণে শোথ উপদ্রবরূপে দৃষ্ট হয়, সেই সকল

রোগের চিকিৎসাকালে মুখ্য রোগনাশক অথচ শোথহর ঔষধ প্রয়োগ করিবে অথবা শোথের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঔষধও অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু যখন অরিষ্টলক্ষণাদিরূপে বা প্রধানরূপে লক্ষিত হইবে, তখন শোথকে প্রধান রোগরূপে চিকিৎসা করিবে। যথা—বাত শ্লেষ্ম-প্রধান বাতবলাসক জ্বরে শোথের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, জ্বরাধিকারোক্ত বাতশ্লেষ্মনাশক ও শোথহর ঔষধ অর্থাৎ বৃহৎ জ্বর-চিন্তামণি, বৃহৎ চিন্তা-মণিরস ও বৃহৎ চূড়ামণি প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে অথবা অবস্থা-বিশেষে বারিশোষক ও শোথকালানল প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। আবার উদরাময়, পাণ্ডু বা কামলা প্রভৃতি রোগে শোথের প্রাধান্য লক্ষিত হইলে দুগ্ধবটী, রসপর্পটী ও স্বর্ণপর্পটী, মাণমণ্ড ও পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর প্রভৃতি ঔষধ রোগের বলাবলানুসারে প্রদান করিবে, স্থূলকথা এই যে, ঐ সকল রোগে শোথনাশক যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে, সেই সকল ঔষধ মুখ্য রোগনাশক হওয়া বিশেষ আবশ্যক, নচেৎ বিপরীত ফল দর্শে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কতিপয় ঔষধ মুখ্য ও গৌণ উভয় রোগনাশক, যথা—রস-পর্পটী, স্বর্ণপর্পটী, দুগ্ধবটী প্রভৃতি; আবার কতিপয় ঔষধ মুখ্যরোগ ও তত্তৎরোগজনিত উপদ্রবনাশক, সেই সকল ঔষধ প্রধানরোগের উপরই অধিক ক্রিয়া দর্শায়, যথা—পুনর্ণবামণ্ডুর, পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর, মাণকাদি-গুড়িকা প্রভৃতি; আবার কতিপয় ঔষধ দোষ নষ্ট করিয়া সেই দোষজনিত যাবতীয় রোগেই কার্য্যকারী হয়, যথা—মহালক্ষ্মীবিলাস, শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, মহা-পিত্তান্তকরস ও ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি। শোথরোগে যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে, সেই সমস্ত ঔষধগুলি মুখ্য রোগনাশক হওয়া কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ ঊর্দ্ধগামী শোথে বমনকারক, অধোগামী শোথে বিরেচক ঔষধ প্রদান ইত্যাদি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, উহা স্বয়ং দোষপ্রকোপজনিত শোথ ও সবলরোগীর পক্ষেই প্রশস্ত, উদরাময় বা দুর্ব্বলরোগীর পক্ষে ঐ ব্যবস্থা অযুক্তিমূলক, সাধারণতঃ জ্বরে বা অন্যান্য রোগে শোথ প্রবল হইলে, শোথ-রোগোক্ত ঔষধ এবং পথ্য প্রদান করিবে। শোথের প্রবল অবস্থায় অন্ন ব্যঞ্জন মৎস্যাদি ভোজন বন্ধ করিয়া মাণমণ্ড পথ্যরূপে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শোথরোগে জলসংযুক্ত দ্রব্য বা লবণাক্ত দ্রব্য সেবন করিতে দিবে না, গাত্রে জলস্পর্শ করাইবে না, লবণ ও জল এই দুইটী দ্রব্যের উপর বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে, যেহেতু ঔষধ প্রয়োগে জল শোষিত হইলে শরীরস্থ রক্ত গাঢ়

হয় এবং উহাতে লবণের ভাগ বৃদ্ধি পায়, এই অবস্থায় জল পান বা লবণ সেবন করিলে ঔষধ প্রয়োগ নিষ্ফল হয়। জ্বর, উদরাময়, প্লীহা ও সূতিকা প্রভৃতি রোগেও শোথ প্রবল হইলে, অন্নভোজন বন্ধ করিয়া মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি রোগের ২।৩টি একত্র দৃষ্ট হইলে অথচ শোথ প্রবল থাকিলে, সেই সকল রোগের পৃথক্ ঔষধ প্রদান করিবে এবং শোথের জন্য মাণমণ্ড পথ্যরূপে প্রদান করা বিধেয়; যেহেতু ঐ সমস্ত রোগে শোথ প্রবল হইলে, সেই শোথই প্রায়শঃ প্রাণনাশক হয়।

শরীরের স্থান বিশেষে শোথ অল্প প্রকাশ পাইলে, বক্ষ্যমান কাথ ও বটিকা প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। আনুষঙ্গিক রোগের বলাবল অনুসারে কাথ ও বটিকা রোগীকে সেবন করাইবে, মূলরোগ যাহাতে দূরীভূত হয়, তাদৃশ ঔষধ প্রদান না করিলে, সেই রোগ বৃদ্ধি পাইয়া নানাবিধ কঠিন রোগে পরিণত হইতে পারে, স্থূল কথা শোথ প্রায়শঃ গৌণরোগ অর্থাৎ উহা অন্য রোগের উপদ্রব স্বরূপ, উহার অল্পতা দৃষ্ট হইলে অন্যান্য উপদ্রবের ন্যায় এবং প্রাধান্য দৃষ্ট হইলে, প্রধান রোগরূপে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। শোথস্থানে আঘাত লাগিয়া ক্ষত না হয়, বা রোগীর শরীরে ঠাণ্ডা না লাগে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। শোথ একবার কমিয়া আসিয়া পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি হয়, অনেকের শোথ শুকাইবার সময় সামান্য ঠাণ্ডা লাগিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। শোথ কমিয়া আসিলেও কিছুদিন পূর্ব্ব নিয়মে পথ্য সেবন বিশেষ কর্ত্তব্য।

শোথরোগে শ্বাস, পিপাসা, শরীরের দুর্ব্বলতা, জ্বর, বমন, অরুচি, হিক্কা, অতিসার ও কাস; এই সকল উপদ্রব লক্ষিত হয় এবং এই সমস্ত উপদ্রব মারাত্মক। জ্বর, কাস ও উদরাময় প্রভৃতি রোগের কোনও একটী-রোগে শোথ প্রকাশ পাইলে ক্রমশঃ অন্যান্য রোগগুলি প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন শোথ প্রবল হয়, এবং শোথের অনেকগুলি উপদ্রব একত্র দৃষ্ট হয়, এইরূপ উপদ্রবসমূহ দৃষ্ট হইলে, তখন এরূপ একটী প্রধান ঔষধ ব্যবহার করিবে, যেন তদ্দ্বারা ঐ সমস্ত রোগেরই উপকার হয়; অথচ শোথ ক্রমশঃ হ্রাস পায়; জ্বরাদি নিবারণার্থ পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

অন্যান্য রোগের উপদ্রব নষ্ট হইলে, যেমন মূলরোগ অনেকাংশে হ্রাস পায়

প্রবল শোথরোগের উপদ্রবসমূহ নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইলে, শোথের উপশম হয় না, ইহা চিকিৎসাদ্বারা অনেকস্থলে উপলব্ধি হইয়াছে, অতএব অগ্রে প্রবল শোথকে প্রশমিত করাই কর্ত্তব্য, অন্যান্য রোগের সঙ্গে আংশিক (অল্প পরিমাণে) শোথ উপদ্রবরূপে প্রকাশ পাইলে, তাহা মুখ্যরোগের চিকিৎসা দ্বারা অনেকাংশে দূরীভূত হয়।

কোনরূপ বিষধর প্রাণী শরীর স্পর্শ করিলে বা শূকশিম্বী প্রভৃতি দ্রব্য শরীরে সংলগ্ন হইলে, তজ্জন্য বাহ্যিক প্রলেপ প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য, অবস্থানুসারে ক্বাথ প্রভৃতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অভিঘাতজন্য শোথ প্রলেপাদি প্রয়োগ দ্বারা প্রায়শঃ নষ্ট হয়। ঐ সকল প্রাণীর সংস্পর্শ বা অস্ত্রাদি দ্বারা আঘাত বশতঃ শোথের সঙ্গে জ্বরাদি দৃষ্ট হয়, কিন্তু শোথ অর্থাৎ ফুলা হ্রাস পাইলে ঐ সমস্ত উপদ্রব স্বয়ংই প্রশমিত হইয়া থাকে।

শোথরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং আনুষঙ্গিক রোগ হ্রাস পাইলে রোগীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া পুনর্ণবাদ্য ঘৃত বা শুণ্ঠীঘৃত প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং পুনর্ণবাদ্যতৈল রোগীর গাত্রে মাখিতে দিবে। শোথরোগে উদরীরোগের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আক্রমণের আশঙ্কা থাকায় তৈলমর্দ্দন ও ঘৃত-সেবন বিশেষ আবশ্যক।

শোথরোগে—ঔষধ।

কৃষ্ণাদ্যলেপ। শ্লৈষ্মিক শোথরোগে রোগীর শোথস্থান কঠিন এবং পাণ্ডুবর্ণ হইলে শোথস্থানে এই প্রলেপ লাগাইবে।

কৃষ্ণাদ্যলেপ। পিপুল, বালুকা, পুরাতন সর্ষপের খৈল; শজিনার ছাল ও তিসি; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া লাগাইবে।

তিললেপ। আগন্তুক শোথ অর্থাৎ বিষধর প্রাণী শরীরে সংলগ্ন হইলে অথবা অস্ত্রাদির আঘাতদ্বারা শোথ হইলে, এই প্রলেপ লাগাইবে। শোথস্থানে উষ্ণতা এবং পিত্তের আধিক্য অর্থাৎ জ্বালা প্রভৃতি দৃষ্ট হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

তিললেপ। তিল ও যষ্টিমধু সমভাগে লইয়া মহিষের দুগ্ধে মর্দ্দন পূর্ব্বক উহাতে কিঞ্চিৎ মাখন মিশ্রিত করিয়া শোথে লাগাইবে।

পুনর্ণবাদ্যলেপ। রোগীর হস্ত ও পদ প্রভৃতি অঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে এই প্রলেপ কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীর শোথ স্থানে লেপন করিবে।

পুনর্ণবাদ্যলেপ। পুনর্ণবা, দেবদারু, শুঠী, শজিনার ছাল ও রাইসর্ষপ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাঁজিতে মর্দ্দন করিয়া উহা দ্বারা প্রলেপ দিবে।

অপামার্গস্বেদ। শ্লৈষ্মিক শোথে শোথ স্থান কঠিন হইলে বা অস্ত্রাদির অভিঘাত জনিত শোথে এই স্বেদ শোথ স্থানে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে।

অপামার্গস্বেদ। আপাং, কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া), নিশিন্দা ও জয়ন্তী; এই সমস্ত সমভাগে লইয়া কুট্টিত ও উষ্ণ করিয়া উহা দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে।

শালদলচূর্ণ। ভল্লাতকের (ভেলা) তৈল বা রস শরীরে সংলগ্ন হইলে তজ্জনিত শোথে এই চূর্ণ লাগাইবে।

শালদলচূর্ণ। শালপত্র রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া বস্ত্র খণ্ডে ছাকিয়া লইবে।

ফলত্রিকাদিক্কাথ। অণ্ডকোষে শোথ লক্ষিত হইলে অথবা রোগীর বায়ু ও শ্লেষ্মজনিত শোথদ্বয়ের মিলিত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ক্কাথ সেবন করিতে দিবে।

ফলত্রিকাদি ক্কাথ। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া, সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোমূত্র ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

পুনর্ণবাষ্টক ক্কাথ। রোগীর হস্ত ও পদাদিতে শোথ হ্রাসবৃদ্ধিক্রমে প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, শ্বাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি, পাণ্ডু অথবা কামলারোগ দৃষ্ট হইলে, এই ক্কাথ রোগীকে প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে। এই ক্কাথ উদরীরোগেও প্রয়োগ করা যায়।

পুনর্ণবাষ্টক ক্কাথ। প্রস্তুতবিধি ১৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পটোলাদিক্কাথ। রোগীর হস্ত, পদ ও অন্যান্য শরীরে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং ঐ শোথ সর্ব্বদা একস্থানে হ্রাসবৃদ্ধিক্রমে প্রকাশিত হইলে ও তৎসঙ্গে রোগীর জ্বর, কোষ্ঠকাঠিন্য ও পিপাসা বিদ্যমান থাকিলে এই ক্কাথ প্রাতে সিদ্ধ

করিয়া উহাতে শোধিত গুগ্‌গুলু ।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহা প্লীহা, যকৃৎ ও ব্রণ প্রভৃতি সমাশ্রিত শোথে উপকারী।

পটোলাদিক্কাথ। পটোলপত্র, হরীতকী, আমলা, বহেড়া; নিমছাল ও দারুহরিদ্রা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পথ্যাদি ক্কাথ। রোগীর উদর, হস্ত, পদ ও মুখে শোথ প্রকাশ পাইলে এবং শোথের সহিত জ্বর, কাস, প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্কাথ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পথ্যাদি ক্কাথ। প্রস্তুতবিধি ১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুনর্ণবাদি চূর্ণ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা অভিঘাতজ শোথ হস্ত, পদ, মুখ বা শরীরের কোনও স্থানে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। এই ঔষধ শোথনাশক বলিয়া উদরীরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—গোমুত্র।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ। পুনর্ণবা, দেবদারু, হরীতকী, আকনাদি, বিল্বমূলছাল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, গজপিপ্পলী, রক্তচিতা ও বাসক ; এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ॥০ আনা।

শোথারিচূর্ণ। রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, শ্বাস বা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। অনুপান—বিল্বপত্রের রস ও মধু।

শোথারি চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্র্যূষণাদ্যলৌহ। রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস বা উদরাময় প্রভৃতি রোগ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রাতে বা সন্ধ্যায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে প্রস্রাব বৃদ্ধি পাইয়া শোথ হ্রাস হয়। রোগীর রক্তহীনতার অবস্থায় বা বাতপিত্তপ্রধান কৃশ শরীরে শোথ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—হরীতকী, আমলা, বহেড়া সমভাগে ভিজান জল।

ত্র্যূষণাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কটুকাদ্যলৌহ। রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও উদরাময় লক্ষিত হইলে, বাতপিত্তপ্রধান অতিকৃশ বা বৃদ্ধ-ব্যক্তিকে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে শোথ ক্রমশঃ শুষ্ক হয়। অনুপান—পুনর্ণবার রস ও মধু।

কটুকাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শোথকালানল রস। রোগীর হস্ত, পদ ও মুখ প্রভৃতি স্থানে শোথ লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, শ্বাস, প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য, অথবা উদরাময় প্রভৃতি রোগ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শোথের সঙ্গে জ্বর ও উদরাময় দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া) পাতার রস ও মধু।

শোথকালানল রস। প্রস্তুতবিধি ১৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শোথাঙ্কুশ রস। রোগীর হস্ত ও পদাদিতে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং জীর্ণ-জ্বর, বিষমজ্বর, পাণ্ডু বা কামলা শোথের সঙ্গে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে পুনর্ণবার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

শোথাঙ্কুশরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করত নিসিন্দা, হাপরমালী, কয়েতবেলের ছাল, কাচা তেঁতুলের রস, পুনর্ণবা, বেলছাল ও কেশুর্ত্তা; ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রত্তি।

পঞ্চামৃত রস। রোগীর হস্ত, পদ বা মুখ প্রভৃতি অঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বরের প্রবলতা, শিরঃশূল, অগ্নিমান্দ্য বা উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্ম প্রধান শরীরে এই ঔষধ অত্যন্ত কার্য্যকারী। অনুপান—বিল্বপত্ররস ও মধু, কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে আদার রস ও মধু।

পঞ্চামৃতরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খৈ ৩ তোলা, বিষ ৩ তোলা ও মরিচ ৩ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রত্তি।

দুগ্ধবটী। রোগীর হস্ত, পদ বা সর্ব্বশরীরে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং প্রবল উদরাময়, গ্রহণী ও তৎসঙ্গে অল্পজ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ

রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনকাল পর্য্যন্ত লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া রোগীকে নির্জ্জল দুগ্ধ ও পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পথ্য দিবে। রোগীর পিপাসাকালে যথেচ্ছ দুগ্ধ প্রদান করিবে। এই ঔষধ উদরাময়যুক্ত শোথে অতিশয় উপকারী। অনুপান—গোদুগ্ধ।

দুগ্ধবটী। বিষ ১২ রতি, আফিং ১২ রতি, লৌহ ৫ রতি এবং অভ্র ৬০ রতি, এই সমুদয় একত্র করিয়া গোদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

ক্ষেত্রপাল রস। রোগীর হস্ত ও পদাদিতে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় ও জ্বর প্রবল থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনকাল পর্য্যন্ত লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া নির্জ্জল দুগ্ধ ও পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পথ্য দিবে। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ।

ক্ষেত্রপালরস। হিঙ্গুল, বিষ, অমৃতীকরণ নিয়মানুযায়ী ভস্মতাম্র, লৌহ, হরিতাল, সোহাগার খৈ, জীরা ও আফিং, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী — অর্দ্ধ রতি।

চন্দ্রকান্তিরস। রোগীর হস্ত, পদ ও মুখ প্রভৃতি শরীরে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় ও জ্বর লক্ষিত হইলে, ইহা প্রাতঃকালে দুগ্ধসহ সেব্য। লবণ ও জল বর্জ্জন পূর্ব্বক দুগ্ধান্ন পথ্য দিবে।

চন্দ্রকান্তিরস। আফিং, লৌহ ও অভ্র, এই সকল দ্রব্য সমভাগ; রসসিন্দুর সর্ব্ব ঔষধের সমান; একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ রতি।

হরগৌরীরস। রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বশরীরে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রবল উদরাময় ও অল্পজ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া সেবন করাইবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও গোদুগ্ধ।

হরগৌরীরস। হিঙ্গুলোত্থ পারদ ও আমলাসা গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিয়া পর্পটী পাক করিবে, ঐ পর্পটী ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও বঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকে।০ আনা, আফিং ২ তোলা এবং রসসিন্দুর সর্ব্ব ঔষধের সমান লইয়া সিদ্ধি পত্র রসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ রতি বা ২ রতি।

দধিবটী। রোগীর হস্ত, পদ ও মুখ প্রভৃতি শরীরে শোথের অল্পতা দৃষ্ট হইলে অথচ তৎসঙ্গে পাণ্ডু, কামলা, উদরাময় ও জ্বর বিদ্যমান থাকিলে

এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনকালে লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া দধি ও অন্ন পথ্য দিবে। এই ঔষধ কাস বিদ্যমান থাকিলে কদাচ সেবন করিতে দিবে না, পাণ্ডু ও কামলাশ্রিত শোথে ইহা প্রদান করা যায়। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও কজ্জলী।

দধিবটী। ইষ্টকচূর্ণ, হরিদ্রা ও গৃহধূমদ্বারা শোধিত পারদ ১ তোলা এবং ভৃঙ্গরাজরসে শোধিত গন্ধক ১ তোলা, এই উভয় কজ্জলী করিয়া উহার সহিত হরিতাল, বিষ, তুতে, এলবালুক, তাম্র, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও কান্তলৌহ; ইহাদের প্রত্যেকের ॥০ তোলা মিশ্রিত করিবে; অনন্তর মর্দ্দন করিয়া নিসিন্দাপত্র, লতাকটকী, অপরাজিতা, জয়ন্তী ও রক্তচিতা এই সমুদয়ের রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী সর্ষপাকৃতি।

তক্রবটী। রোগীর হস্ত, পদ ও মুখ প্রভৃতি স্থানে শোথের অল্পতা দৃষ্ট হইলে, অথচ তৎসঙ্গে উদরাময়, পাণ্ডু বা কামলা ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে; ঔষধ সেবনকালে লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া তক্র (ঘোল) ও অন্ন ভোজন করাইবে। অনুপান—ঘোল।

তক্রবটী। রস ৵০ আনা, গন্ধক ৵০ আনা, বিষ।০ আনা, তাম্র ॥০ আনা, পিপুল ১ তোলা ও মণ্ডুর ১ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া কৃষ্ণজীরার ক্বাথে ৭ দিন ভাবনা দিবে। বটী ২ রত্তি।

তক্রমণ্ডুর। রোগীর হস্ত, পদ ও অন্যান্য শরীরে অল্প শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময়, পাণ্ডু ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া এই ঔষধ সেবন করাইবে; পথ্য—ঘোলমিশ্রিত অন্ন। পিপাসাকালে ঘোল পান করিতে দিবে। অনুপান—কেশুর্ত্যার রস।

তক্রমণ্ডুর। শোধিত সিদ্ধি ৪ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, বাঁশের মূল, কৃষ্ণাগুরু, নিমছাল, বিস্তাড়কমূল ও সমুদ্রফেণ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, তেজপত্র, লবঙ্গ, এলাইচ, গুলঞ্চ, মৌরী, মরিচ, গুলঞ্চের পালো, যষ্টিমধু, জায়ফল, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, এই সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া পুনর্ণবাররসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রত্তি।

সুধানিধি। রোগীর হস্ত, পদ বা মুখ প্রভৃতি স্থানে অল্প শোথ বিদ্যমান থাকিলে অথচ তৎসঙ্গে উদরাময়, গ্রহণী, পাণ্ডু, কামলা ও জ্বর প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পথ্য—ঘোলমিশ্রিত অন্ন। পিপাসাকালে তক্র যথেচ্ছ প্রদান করিবে।

সুধানিধি। ধনে, বালা, মুথা, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য সমান ভাগ এবং সকল ঔষধের সমষ্টির দ্বিগুণ মণ্ডুর ; এই সমুদয় একত্র করিয়া কেশুর্ত্যা, গোমূত্র, পুনর্ণবা, ভৃঙ্গরাজ, নিশিন্দা ও থুলকুড়ি এই ৫টি দ্রব্যের প্রত্যেকের রসে ১৪ বার করিয়া ভাবনা দিবে। মাত্রা।০ আনা বা ॥০ তোলা।

রসপর্পটী। রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথের প্রবলতা লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময়, প্লীহাবৃদ্ধি ও কাস প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া, এই ঔষধ ২ রতি মাত্রায় প্রতিদিন সেবন করাইয়া পরে প্রত্যহ ১ রতি ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করত ১০ রতি পর্য্যন্ত সেবন করাইয়া আবার ১ রতি ক্রমে প্রত্যহ হ্রাস করিবে। এই নিয়মে ২১ দিন পর্য্যন্ত সেব্য। একবার এই নিয়মে ঔষধ সেবনদ্বারা শোথ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ না হইলে পুনরায় ঔষধ সেবন করাইবে, পথ্য—দুগ্ধান্ন। পিপাসাকালে দুগ্ধ ইচ্ছামত পান করিতে দিবে। অনুপান-দুগ্ধ, উদরাময় থাকিলে ধনে ও জীরার কাথ।

রসপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লৌহপর্পটী। রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় অম্লজ্বর, কাস, সূতিকাগ্রহণী, প্রবাহিকা, পাণ্ডু বা কামলা এই সকল রোগ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ ১ রতি ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিবে এবং ঐ নিয়মে মাত্রা হ্রাস করিবে। ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধান্ন পথ্য দিবে। পিপাসাকালে ইচ্ছামত দুগ্ধ পান করিতে দিবে এবং শোথ অত্যন্ত প্রবল হইলে মাণমণ্ড পথ্যরূপে প্রদান করিবে। অনুপান—দুগ্ধ, উদরাময় থাকিলে ধনে ও জীরার কাথ।

লৌহপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে অম্লজ্বর, কাস, শ্বাস, উদরাময়, পাণ্ডু বা কামলা ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগ লক্ষিত হইলে অথচ শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইলে, এই ঔষধ ১ রতি ক্রমে অর্থাৎ লৌহপর্পটীর নিয়মানুযায়ী মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া সেবন করাইবে। পথ্যাদি—লৌহপর্পটী বা রসপর্পটীর ন্যায়।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মাণমণ্ড। রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ পথ্যরূপে প্রদান করিবে, উদরীরোগেও শোথের আধিক্য দৃষ্ট হইলে পর্পটী প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার কালে পথ্যরূপে ইহা প্রদান করা যায়।

মাণমণ্ড। **প্রস্তুতবিধি ১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।**

শুণ্ঠীঘৃত। রোগীর হস্ত ও পদ প্রভৃতি স্থানের শোথ এবং জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রবের নিবৃত্তি হইলে এবং গ্রহণী ও পাণ্ডুতা লক্ষিত হইলে, এই ঘৃত রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

শুণ্ঠীঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য--বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুণ্ঠী ১ সের, জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ৴৹ আনা, বা ।৹ আনা।

পুনর্ণবাদ্যঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও দ্বন্দ্বজ শোথরোগীর প্রবল জ্বর, কাস, শ্বাস ও উদরাময় প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে, এই ঘৃত অপরাহ্নে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

পুনর্ণবাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। ক্বাথ্যদ্রব্য—পুনর্ণবা ১২॥৹ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—চিরতা, জয়ন্তী, শুঁঠ, পুনর্ণবা ও দেবদারু ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের, জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ।৹ আনা বা ॥৹ তোলা।

মাণকঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক শোথ-রোগীর জ্বর, কাস ও উদরাময় প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে, অথচ শরীরের স্থান বিশেষে শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

মাণকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—পুরাতন মাণ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পুরাতন মাণ ১ সের, জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ।৹ বা ॥৹ তোলা।

পুনর্ণবাদিতৈল। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও দ্বন্দ্বজ শোথরোগীর উদরাময়, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে অথচ শরীরের স্থান বিশেষে শোথ অতি অল্প লক্ষিত হইলে, এই তৈল সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে

দিবে, শোথরোগীর জীর্ণজ্বর ও তৎসঙ্গে কাস, পাণ্ডু, কামলা, প্লীহা ও যকৃৎ-বৃদ্ধি প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই তৈল মর্দ্দন করিলে উপকার হয়।

পুনর্ণবাদিতৈল। কটুতৈল ৪ সের। কাথ্যদ্রব্য - পুনর্ণবা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কাকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কটফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, রেণুক, কুড়, পুনর্ণবা; যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, দারুচিনি, লোধ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, বচ, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুলফা, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না ও দুরালভা এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা। জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

শুষ্কমূলাদ্যতৈল। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শোথরোগে রোগীর উদরাময়, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস হইলে এবং অগ্নিবল প্রবল অথচ রোগীর স্থান বিশেষে শোথ লক্ষিত হইলে, এই তৈল তাহার সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে।

শুষ্কমূলাদ্যতৈল। কটুতৈল /৪ সের। কল্কদ্রব্য—শুষ্কমূলা, পুনর্ণবা, দেবদারু, রাস্না ও শুঁঠ; সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

বৃহৎ শুষ্কমূলাদ্যতৈল। বাতিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক শোথ রোগীর উদরাময়, জ্বর, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস এবং অগ্নিবল বর্দ্ধিত হইলে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে এই তৈল মালিশ করিতে দিবে, রোগীর শরীরের স্থানবিশেষে অল্পশোথ লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে জীর্ণজ্বর, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে,এই তৈল তাহার সর্ব্বাঙ্গে মালিশের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বৃহৎ শুষ্কমূলাদ্যতৈল। কটুতৈল ৪ সের। শুষ্কমূলা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। শজিনার রস ৪ সের। ধুতুরার রস ৪ সের। নিসিন্দার রস ৪ সের। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর সমভাগে মিলিত ২ সের,জল ১৬ সের, শেষ ৮সের। পালিধাপাতার রস ৪ সের। পুনর্ণবার রস ৪ সের, ডহরকরঞ্জা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। বরুণছাল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, পুনর্ণবা, কাকমাচী, চালতে ছাল, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, কটফল, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী, রাস্না, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, শ্যামালতা ও অনন্তমূল, ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা। জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

শোথরোগে—উদরাময়-চিকিৎসা।

দুগ্ধবটী। শোথরোগীর উদরাময় উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ লবণ ও জল বন্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে। পথ্য—দুগ্ধান্ন। অনুপান—দুগ্ধ।

দুগ্ধবটী। প্রস্তুতবিধি ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসপর্পটী। রোগীর সর্ব্বাঙ্গে শোথ ও তৎসঙ্গে উদরাময় লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে।

রসপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। রোগীর সর্ব্বাঙ্গে শোথ ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, শ্বাস ও উদরাময় লক্ষিত হইলে এবং শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, এই ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে। পথ্য—দুগ্ধান্ন। অনুপান—দুগ্ধ।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শোথরোগে—কাস-চিকিৎসা।

পুরন্দর বটী। রোগীর শরীরে শোথ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে কাস বিদ্যমান থাকিলে এবং কাস অল্প পরিমাণে নির্গত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বাসকপাতার রস ও মধু।

পুরন্দরবটী। পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিবে, পরে উহাতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া ছাগীদুগ্ধে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটি ৩ রতি।

তরুণানন্দরস। রোগীর শোথ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে কাস অল্প পরিমাণে শুষ্কভাবে নির্গত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কাস ও তৎসঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ এবং জীর্ণজ্বর প্রভৃতি থাকিলে তাহাও বিনষ্ট হয়। অনুপান—বাসকপাতার রস ও মধু।

তরুণানন্দরস। পারদ ও গন্ধক সমভাগে কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলী ৮ তোলা পরিমাণে লইবে; পরে ঐ কজ্জলীকে বিল্বছাল, গণিয়ারিছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, বেড়েলা, মুথা, পুনর্ণবা, আমলকী, বৃহতী, বাসক, পান, ভুমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলী; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা রস দ্বারা ভাবনা দিবে, পরে দশতোলা পুনর্ণবার রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া অভ্র ৮ তোলা, কর্পূর ২ তোলা এবং জাতীফল, জয়িত্রী, জটামাংসী,

তালীশপত্র, এলাইচ ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের ।৹ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিয়া কুষ্মাণ্ড রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

চন্দ্রামৃতরস। রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বা হস্ত ও পদাদি স্থানে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে কাস শুষ্কাবস্থায় অল্প পরিমাণে বা তরলাবস্থায় নির্গত হইলে, এই ঔষধ পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

চন্দ্রামৃতরস। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শোথরোগে অন্যান্য যে সমস্ত উপদ্রব দৃষ্ট হয়, তাহা শোথের নিবৃত্তি হইলে হ্রাস হয়; জ্বর, পাণ্ডু বা কামলা প্রভৃতি অন্যান্য রোগ শোথের সঙ্গে উৎপন্ন হইলে, সেই সেই রোগের শোথনাশক ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করিবে অথবা অবস্থানুসারে শোথনিবারক পৃথক্ ঔষধ প্রদান করিবে। যখন শোথ প্রধান রোগরূপে লক্ষিত হয় এবং তজ্জন্য জ্বর, কাস, উদরাময়, শ্বাস, হিক্কা, বমন ও পিপাসা প্রকাশ পায়, তখন শোথের লাঘব না হইলে ঐ সমস্ত উপদ্রব হ্রাস হয় না, সুতরাং তজ্জন্য উপদ্রব নাশক ঔষধ প্রয়োগে কোন ফল হয় না। শোথ হ্রাস হইলে যে উপসর্গ সঙ্গে থাকিবে, তদনুযায়ী চিকিৎসা করিবে।

শোথরোগে—পথ্য।

শোথরোগে রোগীকে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, যবের ছাতু, বা কুলথ-কলায়, মুগের ডাইল এবং পুরাতনমাণ, কচিবেগুণ, মুলা, শিম্, করলা, রক্ত-শজিনা, বেতাগ্র, পুনর্ণবাশাক, পটোল, নিমপাতা, ডুমুর, মোচা, ঠোটে-কলা, কাচকলা, ওল, পলতা, শিঙ্গীমাছ, মাগুরমাছ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে। পুরাতন শোথরোগে মাংসযুষের প্রয়োজন হইলে, শজারু, কুক্কুট (মোরগ), লাবপক্ষী, তিত্তিরি এবং জাঙ্গল মাংস ও কচ্ছপের মাংস প্রভৃতির যুষ প্রদান করিবে। এতদ্ব্যতীত সমস্ত তিক্তদ্রব্য ও অগ্নিবর্দ্ধক দ্রব্যই শোথ-রোগীর সুপথ্য।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

কতকগুলি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ।

অগ্নিকুমার। অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক বা দীর্ঘকালে পরিপাক, তজ্জন্য মস্তকে ভার, দেহের গুরুতা, বমনভাব, আহার্য্য দ্রব্যানুরূপ মধুরাদি উদ্গার, কিম্বা অজীর্ণহেতু অম্লোদ্গার, দম্‌কাভেদ, পেটবেদনা, উদরাধ্মান, মল ও অধোবায়ুর নিরোধ এবং আহারে অরুচি এই সকল লক্ষণের একটি, দুইটি, তিনটি বা তদধিক প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয়ের কল্পিত ও ব্যবহৃত এবং সাধারণ ঔষধের মধ্যে মহোপকারী ও সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। ইহা স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন, অন্নদাপ্রসাদ সেন, কালীপ্রসন্ন সেন আমরণ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তদীয় শিষ্যানুশিষ্যবর্গ এখনও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহাকে বৃহৎ অগ্নিকুমার নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। অনুপান—দমকা ভেদ বা পাতলা দাস্তে মুথার রস ও মধু, অম্লোদ্গারে চূণের জল বা লেবুর রস, কোষ্ঠকাঠিন্যে—গরম জল, উদরাধ্মানে—চাউলের জল। আমাশয়ে প্রয়োগ করিতে হইলে, আমরুলের রস, থুলকুড়ী বা থানকুনির রস কিম্বা সাদা ন'টের মূলের রস। রক্তামাশয়ে রক্ত ন'টের মূলের রস। কেহ কেহ গ্রহণীরোগে ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধুসহ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্তু গ্রহণীর প্রথম অবস্থায় কিঞ্চিৎ উপকার হইলেও, পুরাতন অবস্থায় কোন উপকার হয় না; শত শত স্থলে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অম্লপিত্তের প্রথম অবস্থায় বা অকস্মাৎ চোয়াঢেকুর উঠিলে ইহা বেশ ফলপ্রদ।

অগ্নিকুমার। বীজ ছাড়ান হরীতকী ৪ তোলা, যমানী (যোয়ান) ২ তোঁলা, লবঙ্গ ১ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ॥০ অর্দ্ধ তোলা একত্র করিয়া জল দ্বারা উত্তমরূপে বাটিবে। বটী ৬ রতি।

ভুবনেশ্বর। উপরোক্ত অগ্নিকুমার যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য। কেহ কেহ ইহার সহিত বেলশুঁঠ একভাগ মিশ্রিত করিয়া অতীসারের প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ সেন, কৈলাসচন্দ্র সেন, পঞ্চানন রায়, ইহা

প্রায়শঃ প্রয়োগ করিতেন; এখনও তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অনুপান—অতীসারে মুথার রস ও মধু বা ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু। অন্যান্য রোগের অনুপান ও প্রয়োগ-বিধি অগ্নিকুমারের ন্যায়।

ভুবনেশ্বর। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, সৈন্ধব ও গৃহধূম প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন, বটী ৩ রত্তি। আমরুলের রসে মর্দ্দন করিলে বেশী ফলপ্রদ হয়।

আনন্দভৈরব (মতান্তরে)। আমাশয়, অতীসার ও জ্বরাতীসারের প্রথম অবস্থায় সাধারণ ঔষধের মধ্যে ইহা বেশ উপকারী। অতীসার ও আমাশয়ের প্রথম অবস্থায় জ্বর থাকিলে সমধিক উপকার করে, জ্বরের বেগ হ্রাস ও আমপরিপাক করে। অতীসারে ইহা প্রয়োগে আম পরিপাক হইলে, কর্পূররস প্রয়োগ করিয়া দাস্ত বন্ধ করিবে। ঐ সকল রোগে কাস থাকিলে, তাহাও ইহাতে প্রশমিত হয়। অনুপান—জ্বরাতীসারে ও অতীসারে মুথার রস ও মধু, আমাশয়ে শ্বেতকাঁটানোটের মূলের রস ও মধু। অন্য এক প্রকার আনন্দভৈরবের প্রয়োগ ও প্রস্তুত প্রণালী ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। উহা অপেক্ষা এইটি কিঞ্চিৎ হীনগুণ।

আনন্দভৈরব (মতান্তরে)। হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, বিষ ও পিপুল প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন। বটী ১ রত্তি।

কর্পূররস। অতীসারে মলের পক্কাবস্থায়ই ইহা প্রয়োজ্য। অপক্কাবস্থায় প্রয়োগ করিলে, আম উদরে বদ্ধ হইয়া নানারোগের সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু জলের ন্যায় দাস্ত পুনঃ পুনঃ বা অধিক পরিমাণে হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর অত্যধিক দুর্ব্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করিয়া দাস্ত বন্ধ করা উচিত। অনুপান—মুথার রস ও মধু, জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা ইসবগুল ভিজান জল। রক্তাতীসারে রক্তকাঁটানোটের মূলের রস, দূর্ব্বার রস, ডালিমের পাতার রস অথবা কুক্‌সিমের পাতার রস ও মধু।

কর্পূররস। আফিং, হিঙ্গুল, মুথা, ইন্দ্রযব, জাতীফল ও কর্পূর প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন। প্রথমে জল দ্বারা আফিং মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রত্তি।

জ্বরচূড়ামণি। ইহা স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয়ের কল্পিত, সাধারণতঃ নবজ্বর, পুরাতনজ্বর ও ক্ষুদ্র প্লীহা বা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরে ব্যবহৃত হয়। নবজ্বর, গা-ব্যথা, মাথা-কামড়ানি, সর্দ্দিরভাব, চক্ষু ছল্ ছল্ করা, রসে মুখ টল্ টল্ করা, গ্লানি, অক্ষুধা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, জ্বরের বিচ্ছেদ বা অবিচ্ছেদ যে কোন অবস্থায় ইহা ব্যবস্থা করা যায়। ঐ অবস্থায় দাস্ত বন্ধ থাকিলে, আদা ও বেলপাতার রস সহ ব্যবস্থেয়, জ্বরসহ রোগীর অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ বিদ্যমান থাকিলে মুথার রস ও মধুসহ ব্যবস্থা করিবে। ইহা নবজ্বরে—আম পাচক ও সর্ব্বাঙ্গীন গ্লানি-নাশক। পুরাতন ঘুষ্ ঘুষে বা কুইনাইনের আটকান জ্বরে অর্থাৎ বৈকালে অল্প জ্বরভাব, চক্ষু, হাত পা মুখ জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমানে শেফালিকাপাতা, গুলঞ্চ ও ক্ষেতপাপড়া একত্র ছেচিয়া কলার পাতায় রাখিয়া আগুণে গরম করিয়া তাহার রসসহ ব্যবস্থেয়, ঐ অবস্থায় ঈষৎ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, উক্ত তিন দ্রব্যের সহিত আদা এবং শোথ থাকিলে শ্বেত পুনর্ণবা একভাগ মিশ্রিত করিবে; ঐ অবস্থায় অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ থাকিলে এবং শোথ না থাকিলে, আদা ও পুনর্ণবা না দিয়া ঐ তিন পদের সহিত মুথা মিশ্রিত করিবে। ক্ষুদ্র প্লীহা বা যকৃৎ থাকিলে, মনসা-সীজের পাতার রস সহ ব্যবস্থা করিবে। সীজপাতা আগুণে গরম করিলে নরম হয়, তৎপর উহা মোচ্ড়াইয়া রস লইতে হয়। প্লীহা যকৃৎ বৃহৎ এবং বেশী শোথ থাকিলে ইহা প্রয়োগে তাদৃশ ফল হয় না। ইহা নবজ্বরের প্রথম অবস্থায়ই বেশী উপকারী, ইহাকে কেহ কেহ বৃহৎ জ্বরচূড়ামণি নামে অভিহিত করেন।

জ্বরচূড়ামণি। পারদ, গন্ধক, বিষ, মরিচ, সোহাগার খৈ ও পিপুল প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, জলে মর্দ্দন, বটী ২ রত্তি;

জ্বরান্তক রস। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কল্পিত। জ্বরচূড়ামণি যেরূপ সাধারণতঃ নবজ্বরে বেশী উপকারী, ইহা তদ্রূপ পুরাতন জ্বরে অধিক ফলপ্রদ। পুরাতন ঘুষ্ ঘুষে জ্বর, ক্ষুদ্র প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত-জ্বর ইহাদ্বারা প্রশমিত হয় এবং পুরাতন ঘুষ্ ঘুষে জ্বরেই সমধিক ব্যবহৃত হয়; তবে নবজ্বরের প্রথম অবস্থায়ও ব্যবস্থা করা যায় ও ফল হয়।

অনুপান—জ্বরচূড়ামণির ন্যায়। ইহাকে কেহ কেহ বৃহৎ জ্বরান্তক নামে অভিহিত করেন।

জ্বরান্তকরস। হিঙ্গুল ২ ভাগ এবং গন্ধক, বিষ, মরিচ, সোহাগার খৈ ও পিপুলচূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ, জলে মর্দ্দন, বটী ২ রতি।

মিঠাজোলাপ। জোলাপের ঔষধ নানাপ্রকার, তন্মধ্যে ইহা সুলভ অথচ বেশ ফলপ্রদ। সহজ শরীরে সেবন করিলে দুই একবার দাস্ত হয়। রাত্রে আহারান্তে একমাত্রা খাইলে প্রাতঃকালে দাস্ত সাফ হয়। অনুপান—উষ্ণ জল।

মিঠা জোলাপ। জঙ্গীহরীতকী চূর্ণ ১ তোলা ও ইক্ষুচিনি ৪ তোলা। ইক্ষুচিনি জলে গুলিয়া পাক করিবে এবং ঘন হইয়া আসিলে নামাইয়া উক্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঘৃত সহযোগে বটিকা করিবে। মাত্রা চারি আনা বা অর্দ্ধ তোলা।

সুকুমার মোদক (মতান্তরে)। ইহাও মিঠা জোলাপ। সহজ শরীরে বা যে স্থলে উক্ত মিঠা জোলাপ দ্বারা দাস্ত খোলসা না হয়, সেখানে এই ঔষধে দাস্ত হয়, অথচ ইহা উগ্র বা তীক্ষ্ণবিরেচক নহে, সুতরাং অপকারের সম্ভাবনা নাই। অনুপান—উষ্ণ জল।

সুকুমার মোদক (মতান্তরে)। গোলাপফুল, মৌরী, ধনে ও রেউচিনি প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং সোণামুখীচূর্ণ ৪ তোলা। প্রথমতঃ ১৬ তোলা চিনি ৩২ তোলা জলে গুলিয়া পাক করিবে এবং গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইয়া চূর্ণগুলি মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিবে। মাত্রা ।● আনা হইতে ॥● অর্দ্ধতোলা।

বাতাসা বটী। ইহা কম্পজ্বরের মহৌষধ। বালক ও শিশুদিগের পক্ষে প্রয়োজ্য নহে। বাতাসার মধ্যে পূরিয়া খাইতে দিবে।

বাতাসা বটী। বিশুদ্ধ হরিতাল ও ঝিনুক চূর্ণ করিয়া মূষা মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক পুটপাক করিবে। বালক ও শিশুর পক্ষে প্রয়োজ্য নহে। মাত্রা ২ রতি।

শ্বেতচূর্ণ। ইহাও কম্পজ্বরের পরীক্ষিত ঔষধ কিন্তু বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীর পক্ষে প্রয়োজ্য নহে, কারণ ইহা ভয়ঙ্কর বিষ। অনুপান—জল।

শ্বেতচূর্ণ। বিশুদ্ধ দারুমুজ ১ ভাগ, বিশুদ্ধ মনঃশিলা ১ ভাগ ও শামুকের খোলা ভস্ম ৩ ভাগ; জলদ্বারা একত্র মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ রতি।

কজ্জলীযোগ। ইহা কম্পজ্বরে বালক ও শিশুদিগের পক্ষে উপযোগী ঔষধ। অনুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু। প্রত্যহ ২।৩ বার সেব্য।

কজ্জলী যোগ। কজ্জলী ও ইক্ষুচিনি সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ হইতে ২ রতি।

জ্বরারি চূর্ণ। তরুণজ্বরে জ্বরের প্রবল বেগ, অত্যধিক সন্তাপ, গাত্র-দাহ, মলমূত্র বদ্ধ বা যথোচিত নির্গত না হওয়া প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে অথচ জ্বর বিচ্ছেদ না হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা প্রয়োগে জ্বরের প্রবল বেগ, সন্তাপ ও গাত্রদাহ শীঘ্র প্রশমিত হয় এবং মলমূত্র নির্গত ও ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। এক মাত্রায় উপকার না হইলে, ২।৩ বা ৪ মাত্রা প্রয়োগ করিবে, কিন্তু অতি দুর্ব্বল অথবা শ্লেষ্ম-প্রধান শরীরে প্রয়োগ নিষেধ। অনুপান—জল।

জ্বরারিচূর্ণ। সন্ট্ ও সোরা (বেনে দোকানে পাওয়া যায়) প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা—চারি আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা। বালকের পক্ষে অর্দ্ধ মাত্রা ও শিশুর পক্ষে সিকি মাত্রা।

স্বর্ণসত্ত্বযোগ। এইটি জ্বর-বিকারের সহজ অথচ মহোপকারী ঔষধ। বাতশ্লেষ্ম বা সন্নিপাত জ্বরের প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য। কিন্তু ইহা দ্বারা উপকার না হইলে অবশ্যই কস্তুরীভৈরব, বৃহৎ কস্তূরীভৈরব, স্বর্ণকস্তূরী ও আগর কস্তূরী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয়ের কল্পিত। অনুপান—তালশাখার রস ও মধু বা রুদ্রাক্ষঘষা-ও মধু।

স্বর্ণসত্ত্বযোগ। বিশুদ্ধ পারদ ও হরিতাল সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবে, অনন্তর মূষার মধ্যে রাখিয়া পুটপাক করিবে। ইহার ১ ভাগ, কস্তূরী ১ ভাগ ও স্বর্ণসিন্দুর ১ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ২ রতি।

তিসি বা মসিনার পোল্‌টিস্। নিউমোনিয়া (ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ), বক্ষঃ-স্থলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত ও শ্লেষ্মাদ্বারা বক্ষঃস্থল আবৃতবৎ বোধ এবং তজ্জন্য শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হইলে, কিম্বা ঐ অবস্থায় অল্প কাস থাকিলে বা মুখদ্বারা অল্প শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই পোল্‌টিস্ রোগীর বক্ষঃস্থল

আবৃত করিয়া লাগাইবে। বক্ষঃস্থলের অর্থাৎ বুকের দক্ষিণ ও বাম যেদিকে বেদনা থাকিবে, সেই দিকে অথবা উভয়দিকে কিম্বা পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে সেই স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া পোল্‌টিস্ লাগান উচিত। এই পোল্‌টিস্ বক্ষঃস্থল, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশের যে কোনও প্রকার বেদনায় অতি উপকারী। বাতশ্লৈষ্মিক এবং সান্নিপাতিক জ্বরে বুকে বেদনা থাকিলে, এই পোল্‌টিস্ ব্যবস্থা করিবে। বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক জ্বরে যথাক্রমে আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার ২৪ ও ৫৪ পৃষ্ঠায় বক্ষঃস্থল ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে বালুকা-স্বেদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ উভয়প্রকার জ্বরে বুকে বালুকা-স্বেদের পরিবর্ত্তে এই পোল্‌টিস্ প্রয়োগ করিবে। যে পর্য্যন্ত শ্বাস-কষ্ট ও বুক, পৃষ্ঠ বা পার্শ্ববেদনার লাঘব এবং শ্লেষ্মার পরিপাক না হয়, তাবৎ প্রয়োগ করা উচিত। অতীসারে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ বুকে ও পার্শ্বে বেদনা থাকিলে কিম্বা অতীসারে ও বিষ্টব্ধাজীর্ণে (বাতাজীর্ণে) বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ হেতু উদরাধ্মান, উদর-বেদনা ও মলরোধ হইলে, পোল্‌টিস্ প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়, উদরের অবস্থা শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হয়। অতীসারে যবপ্রলেপের পরিবর্ত্তে ইহা প্রয়োজ্য। যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বেদনাবিশিষ্ট হইলে, এই পোল্‌টিস্ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। ফিরঙ্গরোগে যকৃৎ ও প্লীহার নিম্নদেশ হইতে একপ্রকার গুটিকা উদ্গত হয়, তাহাকে সিফিলিটিক গমা কহে। ইহার আকার কাঁঠালের ভোতার ন্যায়, সহসা দেখিলে যকৃৎ বা প্লীহা-বৃদ্ধি বলিয়া ভ্রম জন্মে। উহাতে বেদনা হয় এবং ঔষধ প্রয়োগ না করিলে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এই অবস্থায় এই পোল্‌টিস্ অতি উপকারী। নিউমোনিয়া (ফুস্‌ফুস প্রদাহ) বাতশ্লেষ্মজ্বর ও সন্নিপাত জ্বরে ইদানীং ইউরোপীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বক্ষঃস্থলে পোল্‌টিসের পরিবর্ত্তে কার্পাস তুলার গদী দ্বারা বক্ষঃস্থল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাঁহারা বলেন, পুনঃ পুনঃ পোল্‌টিস্ পরিবর্ত্তনে অথবা পোল্‌টিস্ ঠাণ্ডা হইয়া গেলে, বুকে ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা, সুতরাং তুলার গদীর দ্বারা একবার আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে, ঐরূপ ঠাণ্ডা লাগিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এতদ্দেশেও অনেক চিকিৎসক ইদানীং এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা বেশ সুফলও পাওয়া যায়, সুতরাং পোল্‌টিসের পরিবর্ত্তে তুলার গদী ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বুকে, পিঠে বা পার্শ্বদেশে পোল্‌টিস্ দিতে হইলে, অগ্রে ঐ সকল স্থানে কাপড়

বিছাইয়া তদুপরি পোলটিস্ দিবে এবং পোলটিস্ ঠাণ্ডা না হইতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে অর্থাৎ ঠাণ্ডা হইয়া আসিলেই নূতন পোলটিসের ব্যবস্থা করিবে।

তিসি বা মসিনার পোলটিস। তিসি খোলায় করিয়া অল্প ভাজিয়া শিলায় পেষণ করিয়া বা ঢেকিতে কুটিয়া চূর্ণ করিবে। অনন্তর তাহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া একটি কাঁসার বা পিত্তলের বাটীতে রাখিবে, পরে একটি জলপূর্ণ কড়াই চুলার উপরে বসাইয়া জাল দিবে এবং জল ফুটিয়া উঠিলে তদুপরি ঐ বাটী রাখিবে, এমন ভাবে রাখিবে যেন বাটীটি জলের উপর ভাসমান থাকে। এইরূপে ঐ ফুটন্ত জলের উত্তাপে মসিনা গরম হইলে, যে স্থানে পোলটিস্ দিতে হইবে, সেই স্থানের দ্বিগুণ পরিমাণ বস্ত্রখণ্ড লইবে এবং তাহার অর্দ্ধাংশে মসিনা রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশ দ্বারা মসিনার অপর দিক্ ঢাকিয়া রোগ স্থানে লাগাইবে। অনেকে তিসি চূর্ণ জলে গুলিয়া লোহার হাতায় গরম করিয়া প্রয়োগ করেন, কিন্তু এই প্রক্রিয়াদ্বারা পোলটিস্ প্রস্তুত করিয়া লাগাইলে অধিক উপকার হয়। অতিসার বা অজীর্ণে উদর এবং বাতশ্লেষ্মজ্বর ও সন্নিপাত জ্বরে বুকের বেদনায় বুক জুড়িয়া পোলটিস্ লাগান উচিত।

নীললেপ। জ্বরে দাস্ত-পরিষ্কার অথচ প্রস্রাব বন্ধ থাকিলে, এই এই ঔষধ রোগীর নাভিদেশে লাগাইবে।

নীললেপ। নীল পচা আমপাতা ও জলের কলসীর নীচের মাটী প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন।

করমর্দ্দপত্রক্বাথ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক ও পিত্ত-শ্লৈষ্মিক প্রভৃতি সর্ব্বকার জ্বরে দাহ, ঘর্ম্ম, সন্তাপ, বমি, মূর্চ্ছা, পিপাসা, কম্প, কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমনার্থ এবং জ্বরবিচ্ছেদের জন্য ইহা প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। ইহা নবজ্বরে যেমন উপকারী, পুরাতন জ্বরে এবং প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরেও তেমনি উপকারী। নূতন ও পুরাতন উভয়বিধ জ্বরেই ইহা প্রয়োগে জ্বরের উত্তাপ হ্রাস হইয়া আইসে ও জ্বর বিচ্ছেদ হয়। সন্তত (অবিচ্ছেদী জ্বর অর্থাৎ যে জ্বর একজ্বর অবস্থায় অনেক দিন থাকিয়া ৭। ১০। ১২। ১৪ বা তদপেক্ষা দীর্ঘকালে বিচ্ছেদ হয়), সতত (দ্বৈ-কালীন অর্থাৎ যে জ্বর দিনে একবার ও রাত্রে একবার হয়) সতত বিপর্য্যয়, অন্যেদ্যুষ্ক বিপর্য্যয় প্রভৃতি জ্বরে

জ্বরের সন্তাপ হ্রাস ও জ্বরবিচ্ছেদের জন্য ইহা প্রয়োগ করা যায়। ঐ সকল অবস্থায় এই ঔষধ বরিশালের বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা প্রয়োগ করেন। ইহা বহু পরীক্ষিত অথচ সুলভ। নবজ্বরে প্রয়োগ করিতে হইলে, কেহ কেহ পিপুলের পরিবর্ত্তে মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন। বালকের অর্দ্ধ এবং শিশুর পক্ষে সিকি মাত্রা। নবজ্বর বা পুরাতন জ্বরের পর্য্যায় (প্রত্যহ একই সময়ে জ্বরাগমন) ভঙ্গের জন্য বা ঐ সকল জ্বরে স্থায়ী ফললাভের জন্য ইহার সহিত অন্যান্য ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। নবজ্বরে কস্তূরীভৈরব ও পুরাতনজ্বরে বৃহৎ কস্তূরীভৈরব বা জ্বরসংহারচূর্ণ, সুদর্শনচূর্ণ প্রভৃতি ঐ সঙ্গে ব্যবস্থা করিলে রোগীর শীঘ্র আরোগ্যলাভ ঘটে।

করমর্দ্দপত্রক্কাথ। করমচা পাতা ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—নবজ্বরে মরিচচূর্ণ, প্লীহা সংযুক্তজ্বরে পিপুলচূর্ণ।

জ্বরনিসূদন। কুইনাইন সংযুক্ত ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে সর্ব্বত্র রোগীর অন্নবহা নালী অথবা অন্ত্র হইতে, আম বা অপকরস মৃদুবিরেচক ঔষধ দ্বারা অথবা সঞ্চিত পিত্তরস বমন করাইয়া অপসারিত করা কর্ত্তব্য। কারণ অন্ত্র পরিষ্কার করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকারিতা সমধিক প্রকাশ পায়। নবজ্বর বিচ্ছেদ হইলে ও অপক্ক রসের বা আমরসের সংস্রব না থাকিলে, এই ঔষধ জ্বরের পুনরাক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য প্রয়োগ করা যায়। (জ্বরে আমপক্ক লক্ষণ ও নিরামজ্বরের লক্ষণ ৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। সামজ্বরে মৃদু বিরেচক ঔষধ দ্বারা দাস্ত করাইয়া ও লঙ্ঘন দিয়া যে প্রকারেই হউক আমরসের পরিপাক হইলে ইহা প্রয়োজ্য। সর্দ্দিজ্বর অথবা জ্বরে হাত, পা ও মাথা কামড়ানি থাকিলে, লঙ্ঘন বা বিরেচন দ্বারা ঐ উপসর্গ প্রশমিত করিয়া, ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহার সহিত রসসিন্দূর ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া পুরাতন জ্বরেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—নবজ্বরে জল, পুরাতন জ্বরে গুলঞ্চের রস।

জ্বরনিসূদন। কুইনাইন, কলম্বা, কালাদানা, রেউচিনি ও লৌহ প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন। বটী ৩ রতি। জ্বরবিচ্ছেদে ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর এক এক বটী প্রয়োজ্য। প্রত্যহ তিন চারিবার প্রয়োগ করিবে।

প্লীহার প্রলেপ।

প্লীহার প্রলেপ অসংখ্য, যিনি যেটি প্রয়োগে অধিক ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সেইটিরই অনুরাগী, কিন্তু ক্রিয়া প্রায় সকল প্রলেপেরই সমান।

হিঙ্গুলেপ। প্লীহা অত্যন্ত কঠিন, বেদনাযুক্ত ও বৃহদাকার হইলে এই প্রলেপ দিবাভাগে লাগাইবে। এইটী স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন, অন্নদা-প্রসাদ সেন ও কালীপ্রসন্ন সেন প্রয়োগ করিতেন, এখনও তাঁহাদের শিষ্যানু-শিষ্যগণ প্রয়োগ করেন।

হিঙ্গুলেপ। হিং ৵০, পুরাতন দালানের চূণা।৵০, নীল ৵০, মেটে সিন্দুর ৵০, পানের বোঁটা।০, কলমী লতার গ্রন্থি (গাঁইট)।০ আনা, মরিচ ॥০ আধ তোলা; একত্র করিয়া আদার রস বা গোড়ালেবুর (জম্বীর) রসে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ লাগাইবে।

সিন্দুরলেপ। ছাতিমছাল, নীল, মেটেসিন্দুর, খড়ী, পুরাতন দালানের চূণা ও হিং প্রত্যেকে সমভাগ, ব্রাণ্ডী বা দেশী মদ্য দ্বারা মর্দ্দন করিয়া দিবাভাগে প্রলেপ দিবে। এইটি বরিশাল জেলায় ব্যবহৃত ও বহু পরীক্ষিত।

হিঙ্গুললেপ। হিঙ্গুল, নীল, হরিতাল, মুদ্রাশঙ্খ, কুচ্‌লা, হিং, কচ্ছপের খোলাভস্ম ও পুরাতন দালানের চূণা প্রত্যেকে সমভাগ, জামীর বা গোড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া দিবাভাগে লেপ দিবে। এইটি বরিশালে ব্যবহৃত ও বহু পরীক্ষিত।

রসোনযোগ। বালক ও শিশুর প্লীহারোগে এই যোগটি অতি ফল-প্রদ। ইহা প্রয়োগে দাস্ত পরিষ্কার, ক্ষুধা-বৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হয় এবং প্লীহা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। অনুপান—জল। শিশুকে গুলিয়া খাওয়াইবে।

রসোনযোগ। খোসা ছাড়ান রসুন, কাঁঠালের ভোতা ভস্ম (কোন কোন দেশে ইহাকে ভুস্‌পা কহে) ও গৃহধূম অর্থাৎ ঝুল (কোন কোন স্থলে ইহাকে আন্দু কহে) প্রত্যেকে সমভাগ জলে মর্দ্দন। শিশুর পক্ষে ৩রতি ও বালকের পক্ষে এক আনা বা দুই আনা।

মুসব্বরযোগ। প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কঠিন অথবা বেদনাবিশিষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে, ইহা সাধারণ ঔষধের মধ্যে অতি ফলপ্রদ। অনেকস্থলে প্লীহারোগের প্রথম অবস্থায় কেবলমাত্র ইহা প্রয়োগে রোগ

আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। ইহা তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট ও উষ্ণবীর্য্য; সুতরাং জলসহ গিলিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিবে। বালক, যুবা ও বৃদ্ধের পক্ষেই উপযোগী, কিন্তু শিশুর পক্ষে প্রয়োজ্য নহে, কারণ তাহারা গিলিয়া খাইতে পারে না, গুলিয়া খাইতে দিলে অত্যন্ত ঝাল লাগে ও শিশুর ক্লেশ হয়। ইহা ক্ষুধাবৰ্দ্ধক, অল্পরেচক, বলবৰ্দ্ধক ও রসায়ন গুণবিশিষ্ট। বহুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা ইহা প্রয়োগ করেন।

মুসব্বরযোগ। মুসব্বর, শোধিত হিং, খোসা ছাড়ান রসুন, পিপুলচূর্ণ ও জঙ্গী-হরীতকী চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মৰ্দ্দন। বটী ৩ রত্তি। বালকের পক্ষে অৰ্দ্ধ মাত্ৰা।

এলাচিলেপ। প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন ও বেদনাবিশিষ্ট হইলে এই প্রলেপ প্লীহার উপরে লাগাইবে। শিশু ও বালকদিগের পক্ষে ইহা সমধিক কার্য্যকারী। এই লেপ বায়ুনাশক সুতরাং দাস্ত বন্ধ করে না।

এলাচিলেপ। বড় এলাচির খোসা, রসুন, হিং ও গোরসুন প্রত্যেকে সমভাগ, হুকার জলে মৰ্দ্দন। গোরসুন একপ্রকার কন্দ বিশেষ, গরু বাছুরে ইহা আগ্রহের সহিত আহার করে, দুগ্ধবতী গাভী ইহা খাইলে, দুগ্ধ হইতে রসুনের গন্ধ নির্গত হয়।

হিঙ্গুলেপ (মতান্তরে)। প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কঠিন ও বেদনাযুক্ত হইলে, এই লেপ লাগাইবে। বালক, শিশু ও বৃদ্ধের পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

হিঙ্গুলেপ (মতান্তরে)। হিং, নীল ও কাঁকড়ার মাটী প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মৰ্দ্দন। খাল, বিল ও পুস্করিণীর ধারে কাঁকড়াতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত করে, সেই গর্ত্তের উপরিস্থিত মাটী।

ক্ষারবটী। অগ্রমাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বেদনাযুক্ত হইলে, ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহা অগ্রমাসে যেমন উপকারী, প্লীহারোগেও তদ্রূপ। জ্বরসত্ত্বে-বা বিজ্বরে প্রয়োগ করা যায়; পরন্তু অগ্নিবৰ্দ্ধক, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মানাশক, জ্বর ও সৰ্দ্দিনাশক। বালক, বৃদ্ধ ও শিশু সকলের পক্ষেই প্রয়োজ্য। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ইহার ব্যবহার সমধিক প্রচলিত। অনুপান—শীতল জল।

ক্ষারবটী। তেঁতুলের খোসার ক্ষার ১ ভাগ, শঙ্খভস্ম ১ ভাগ, পঞ্চলবণ ৫ ভাগ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে ১ ভাগ, হিং ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ ও কজ্জলী ২ ভাগ;

সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া আপাঙ্গের কাথে ৭টা ও রক্তচিতার কাথে ৭টা ভাবনা দিবে, পরে জামীর বা গোড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ৩ রতি। বালকের পক্ষে ২ রতি ও শিশুর পক্ষে ১ রতি।

প্লীহার আরক (চোয়ান)। ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য জ্বরের পুরাতন অবস্থায় প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, কাস, অক্ষুধা বা অজীর্ণ প্রভৃতি উপসর্গ ও কোষ্ঠ-বদ্ধ থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে, ঐ সকল অবস্থায় এরূপ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ অতি বিরল; কিন্তু আমাশয় বা পাতলা দাস্ত হইলে প্রযোজ্য নহে। স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ সেন ইহা প্রয়োগ করিতেন।

প্লীহার আরক। হিং ৪ তোলা, বিষকচু ৩৪ তোলা, গণিয়ারী ৮ তোলা, ভাঁটমূল ৩২ তোলা, চিরতা ৩২ তোলা, হরীতকী ৮ তোলা, সৈন্ধবলবণ ১৬ তোলা, পিপুলমূল ৩২ তোলা, বাসকপাতা ৩২ তোলা, চাকুলে ৮ তোলা, শুল ৮ তোলা, বচ ৮ তোলা, মরিচ-৮ তোলা, কট্‌কী ৮ তোলা, হীরাকস ৮ তোলা, রক্তচিতার মূল ৩২ তোলা, মুছব্বর ৪ তোলা ও পুনর্নবা ১৬ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র কুটিয়া বার সের গোমূত্র সহ বকযন্ত্রে মদের ন্যায় চোঁয়াইয়া লইবে, /৪॥০ সের আন্দাজ বা ৬ বোতল আরক গ্রহণ করিবে। মাত্রা ২ তোলা, বালকের অর্দ্ধমাত্রা।

গোময়-স্বেদ। প্লীহাসংযুক্ত জ্বরে প্লীহা বৃহৎ আকার ও কঠিন বা বেদনাযুক্ত হইলে, এই স্বেদ উপর্য্যুপরি কয়েকদিন প্রয়োগ করিলে, মহোপ-কার সাধিত হয়। প্লীহা অত্যন্ত কোমল ও বেদনা হ্রাস হইয়া থাকে, আরোগ্য-লাভ পর্য্যন্ত প্রত্যহ একবার প্রযোজ্য। ইহা বহু পরীক্ষিত। কেহ কেহ যকৃৎবৃদ্ধিতে ইহা প্রয়োগ করেন, কিন্তু গোমূত্র বা গোময় পিত্ত-বর্দ্ধক অথচ যকৃৎ পিত্তের আধার; এই জন্য যকৃতে ইহা প্রয়োগের আমরা পক্ষ-পাতী নহি।

গোময়-স্বেদ। গাই গরুর টাট্‌কা চোনা ও গোবর একত্র সিদ্ধ করিবে, ইতোমধ্যে রোগীর প্লীহা বা যকৃৎ স্থানে কিছুক্ষণ তার্পিণ মালিশ করিয়া ঐ স্থানে একখানি ফ্লানেল বা কাপড় রাখিয়া তদুপরি উত্তপ্ত গোময়ের পোলটিস্‌দ্বারা স্বেদ দিবে। উত্তপ্ত গোবর নরম কলার পাতায় বা ভেরেণ্ডাপাতায় রাখিয়া তদুপরি কাপড় জড়াইয়া পোল্‌টিস্ প্রস্তুত করিবে ও তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে। ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে অপর একটি প্রস্তুত করিয়া লইবে।

গুড়ূচীলেপ। প্লীহা অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, অতি কঠিন ও বৃহদাকার

হইলে, এই লেপ প্রত্যহ একবার প্রয়োগ করিবে। স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় ইহা প্রয়োগ করিতেন, এখনও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ।

গুড়ূচীলেপ। গুলঞ্চ ও আদা সমভাগে লইয়া চোনায় মর্দ্দন ও আগুণে ঈষৎ গরম করিয়া লইবে।

আর্দ্রকলেপ। প্লীহা বেদনাযুক্ত, অত্যন্ত কঠিন ও বৃহদাকার হইলে এই প্রলেপ দিবাভাগে প্রয়োগ করিবে।

আর্দ্রকলেপ। আদা ও জিউলী গাছের ছাল সমভাগ, চোনায় মর্দ্দন ও আগুনে ঈষৎ গরম করিয়া দিবাভাগে লইবে।

শঙ্খস্বেদ। অগ্রমাস বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, রোগস্থানে কাপড় বিছাইয়া অতি প্রত্যূষে এই স্বেদ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে।

শঙ্খস্বেদ। থলিয়া বিছাইয়া তদুপরি শঙ্খ ঘর্ষণ করিয়া উষ্ণ হইলে সেই উষ্ণ শঙ্খ পুনঃ-পুনঃ লাগাইবে। থলিয়া—চট বা ছালা।

শ্বেতচূর্ণ। আমাশয়ের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ পেট্‌কামড়ানি থাকিলে, বাতাজীর্ণজনিত উদরাধ্মানে, কোষ্ঠবদ্ধে, উদরের বেদনায়, শূলরোগে, অম্লপিত্তে ও মূত্রকৃচ্ছ্র বা প্রস্রাব পরিষ্কার না হইলে, ইহা প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। এইটি সহজ ও সুলভ এবং বিখ্যাত চিকিৎসকগণের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ সেন, কৈলাসচন্দ্র সেন, পঞ্চানন সেন ও শ্যামকিশোর সেন মহোদয়গণ প্রয়োগ করিতেন। এখনও তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অনুপান-ভেদে প্রয়োগ করিলে অনেক রোগে উপকার হয়। অনুপান—আমাশয়ের প্রথম অবস্থায় আম বা জামছালের রস ঈষৎ উষ্ণ করিয়া শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপসহ, পেটফাঁপায় আমলকী ভিজান জল, কোষ্ঠবদ্ধে হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ভিজান জল, উদরের বেদনা বা শূলরোগে—আমলকী ভিজান জল, মূত্রকৃচ্ছ্রে—গোক্ষুর ভিজান জল, হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হইলে—পাথরকুচির পাতার রস, শোথে—পুনর্ণবার রস, অম্লপিত্তে—ধনে ভিজান জল, দম্‌কাভেদে—মুথার রস, অম্লোদ্গার বা চোঁয়াঢেকুর উঠিলে—চূণের জল বা লেবুর রস সহ প্রয়োগ করিবে।

শ্বেতচূর্ণ। সোরা ৪ ভাগ, ফিটকারী ২ ভাগ ও সৈন্ধবলবণ ১ ভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। সৈন্ধবলবণের পরিবর্ত্তে বিটলবণও প্রদান করা যায়। বিটলবণ-সংযুক্ত শ্বেতচূর্ণ শূলরোগে প্রয়োগ করিলে, তৎক্ষণাৎ বেদনা বন্ধ হয়।

অম্লারি (সাদা চটী)। ইহা সাধারণতঃ অজীর্ণে ও অম্লরোগে—প্রযোজ্য। বিষ্টব্ধাজীর্ণে (বাতাজীর্ণে), বিদগ্ধাজীর্ণে, ও অম্লপিত্তের প্রথম অবস্থায় বেশ উপকারী, কিন্তু আমাজীর্ণে উপকারী নহে। প্রধানতঃ বায়ু ও পিত্তজনিত অনেক রোগে অনুপানভেদে প্রয়োগ করা যায় ও উপকার হয়। শ্বেতচূর্ণ যে যে রোগে যে যে অবস্থায় যে অনুপানে প্রয়োগ করা যায় ইহাও সেই সেই রোগে সেই সেই অবস্থায় সেই অনুপানে প্রয়োগ করা যায়। জ্বরে ঘর্ম্মকারক ও মূত্রকারক হইয়া উপকার করে। ইহা বহু পরীক্ষিত। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ, অন্নদাপ্রসাদ, শ্যামকিশোর, কালীপ্রসন্ন, কৈলাসচন্দ্র, দ্বারকানাথ ও পঞ্চানন কবিরাজ প্রভৃতি মহোদয়গণ প্রয়োগ করিতেন, এখনও তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যেরা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত গণোরিয়া বা বিষাক্ত মেহ রোগের প্রথম অবস্থায়, বমি রোগে, কামলা রোগে, অকস্মাৎ কোন কারণে মূত্রবন্ধ বা অল্প হইলে, ইহা প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। অনুপান—গণোরিয়ার প্রথম অবস্থায় জ্বালা ও পূঁজ পড়া থাকিলে মসিনা বা তিসি ভিজান জল অথবা গঁদ ভিজান জল, বমি হইলে খৈ ভিজান জল, কামলারোগে কাঁচা হরিদ্রার রস ও মধু, পিপাসায়—মৌরীভিজান জল, শূলরোগে ডাবের জল, ভেদে কর্পূরের জল, প্লীহা ও যকৃতে মনসা পাতা আগুণে গরম করিয়া মোচড়াইয়া তাহার রস এবং বালক ও শিশুর অজীর্ণ, অম্ল ও প্লীহা যকৃতে পেপের আঠা সহ প্রয়োগ করিবে।

অম্লারি (সাদা চটী)। সোরা ৪ তোলা, ফিটকারী ১ তোলা ও নিশাদল ৷৹ আধ তোলা একত্র করিয়া উত্তমরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। অনন্তর লোহার পাত্রে রাখিয়া তীব্র অগ্নির উত্তাপ দিবে এবং উহা গলিয়া ফেণার ন্যায় হইলে, ক্ষিপ্রহস্তে কাঁসার থালা উপুর করিয়া তাহাতে ঢালিয়া অপর এক খানি কাঁসার থালা দ্বারা চাপা দিবে। যেন কাঁচা না থাকে কিংবা পুড়িয়া না যায়। নিয়মিত পাক ও সিদ্ধ হইলে চটীগুলি খুব শক্ত হয়। কেহ কেহ ফিটকারী বাদ দিয়া কেবলমাত্র সোরা ও নিশাদল দ্বারা চটী প্রস্তুত করেন।

জ্বরারিচূর্ণ (লালগুঁড়া)। নবজ্বর বিচ্ছেদ ও বন্ধ করিতে এই ঔষধ অদ্বিতীয়। উদরে আমরস বা পিত্ত সঞ্চিত থাকিলে, দাস্ত বা বমন দ্বারা তাহা নিঃসারিত করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা তীব্র বিষ, সুতরাং বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। বালক, বৃদ্ধ বা সুখী ব্যক্তির পক্ষে কখনও প্রয়োজ্য নহে। সাধারণতঃ যাহারা কষ্টসহিষ্ণু বা শ্রমজীবী, অথবা রৌদ্র ও বৃষ্টি সহ্য করিতে সক্ষম, তাহাদের জ্বরে প্রযোজ্য। ঔষধ-প্রয়োগে চক্ষুলাল বা মস্তক গরম হইলে, মস্তকে জলের ধারা দিবে এবং ইক্ষু ও ঘোল প্রভৃতি শৈত্যদ্রব্য যথোচিত মাথায় বা সহ্যমত প্রয়োগ করিবে। একবার ঔষধ প্রয়োগে ঘর্ম্ম না হইলে, পুনরায় প্রয়োগ করিবে এবং ঘর্ম্ম না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীর সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিবে। পল্লীগ্রামের চিকিৎসকেরা ইহা এতদ্দেশীয় কৃষকদিগকে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অনুপান—শীতল জল।

জ্বরারিচূর্ণ (লালগুঁড়া)। বিশুদ্ধ দারমুজ, মনঃশিলা ও গোদন্ত হরিতাল প্রত্যেক ১ তোলা ও বিশুদ্ধ ঝিনুক-ভস্ম ১ তোলা এবং বিশুদ্ধ হিঙ্গুল ৮ তোলা; ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধরতি।

যকৃৎ-মর্দ্দন চূর্ণ। শিশু ও বালকগণের যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বেদনাযুক্ত বা কঠিন হইলে কিম্বা যকৃৎ বৃদ্ধির সহিত প্লীহাবৃদ্ধি, জ্বর, কাস, অগ্নিমান্দ্য ও পাণ্ডুতা থাকিলে, এই ঔষধ মহোপকারী। ১৪৩ পৃষ্ঠায় যে যকৃদরিলৌহ নামক ঔষধের প্রয়োগ প্রণালী বিবৃত হইয়াছে, তাহা তামাসংযুক্ত, সুতরাং শিশু ও বালকগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে, প্রয়োগ করিলে অরুচি বা বমি হইতে পারে; তবে অমৃতীকরণ নিয়মে তামা শোধিত ও ভস্ম করিয়া তদ্দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিলে প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু ১৪৩ পৃষ্ঠোক্ত বৃহৎ যকৃদরিলৌহ ও এই ঔষধে তামা নাই, সুতরাং বিনাবিচারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার হয়। বরিশাল জেলায় ইহার প্রয়োগ সমধিক প্রচলিত। অনুপান—তালের জটা-ভস্ম ভিজা জল বা শীতল জল; শিশুর পক্ষে স্তনদুগ্ধ বা মধু।

যকৃৎ-মর্দ্দন চূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চই, পিপুল-মূল, যমানী, বিশুদ্ধ হিং, যবক্ষার, রক্তচিতার মূলের ছাল, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ করকচ লবণ, সাম্ভার লবণ ও সৌবর্চ্চল

লবণ, ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ। একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—বয়স্কের পক্ষে চারি আনা, বালকের পক্ষে দুই আনা ও শিশুর পক্ষে এক আনা বা অর্দ্ধ আনা (৩ রতি।

জয়াক্ষীর। আমাশয়ে বা আমাতীসারে পেটে বেদনা থাকিলে এবং অত্যধিক শ্লেষ্মা বা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে, অথবা আমাশয় বা আমাতীসারের পুরাতন বা নিরাম অবস্থায় এই ঔষধ মহোপকারী। আমাশয় বা আমাতীসারে পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প দাস্ত হইলে ও পেটে বেদনা থাকিলে, ক্যাষ্টর অয়েল বা হরীতকী ও পিপুল সমভাগে বাটিয়া উষ্ণজল সহ সেবন করাইয়া আম নিঃসারিত করিবে এবং দাস্ত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রক্তামাশয়ে বা রক্তাতীসারে প্রয়োগ নিষেধ।

জয়াক্ষীর। দুগ্ধে শোধিত ভাঙ্গ ২ তোলা, ছাগীদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা একত্র সিদ্ধ করিয়া ১৬ তোলা বা কেবল দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে এবং মরিচ চূর্ণ দুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া দুই বার পান করিতে দিবে।

ক্রিমিঘ্নরস। আমাশয় বা পক্বাশয়গত ক্রিমি বর্দ্ধিত হইলে, এবং তজ্জন্য জ্বর, অরুচি, পেটে বেদনা, মুখ হইতে জল উঠা, পেট মোচড়ান, গা বমি বমি, মলদ্বার চুলকান ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, স্বভাবকোষ্ঠ অর্থাৎ যাহাদের দাস্ত খোলসা আছে, অথবা পাতলা দাস্ত বা দম্‌কা ভেদ হয়, তাহাদিগকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা শিশু, বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভবতীস্ত্রী সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয় প্রয়োগ করিতেন। অনুপান—পাতলা দাস্তে মুথার রস, স্বভাবকোষ্ঠে—শঠীর রস বা চাঁপা বৃক্ষের ছালের রস, দম্‌কা ভেদে—চূণের জল, শিশুর পক্ষে স্তন-দুগ্ধ ও মধু। প্রাতঃকালে শূন্য উদরে ঔষধ সেব্য।

ক্রিমিঘ্নরস। বিড়ঙ্গ, পলাশবীজ, নিমপাতা ও রসসিন্দূর প্রত্যেক সমভাগ, জলে মর্দ্দন, বটী ৪ রতি। বালকের পক্ষে অর্দ্ধ ও শিশুর পক্ষে সিকি মাত্রা।

প্রাণবল্লভরস। ইহা স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কল্পিত, শাস্ত্রোক্ত নহে। বায়ু ও পিত্তজনিত সর্ব্বপ্রকাররোগে অনুপান ভেদে প্রয়োগ করা যায়। বমিরোগে পটোলের রস ও মধু, ধনে ও আমের আঁঠির শাঁস বাটা ও মধু অথবা বেদানার রস বা শশার বীচির শাস বাটা ও

স্তনদুগ্ধ, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, ডাবের জলে খৈ ভিজাইয়া সেই জলসহ প্রয়োগ করিবে। তৃষ্ণা রোগে বেদানার রস, আমলকীভিজাজল বা ধনে ও মৌরী ভিজান জলসহ, উন্মাদরোগে ত্রিফলার জল বা শতমূলীর রস সহ। পিত্তজনিত রোগে অনুপান—গুলঞ্চের রস, নালিতাপাতা ভিজানজল বা পল্‌তার রস ও মধু।

প্রাণবল্লভরস। রসসিন্দুর ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা বাটিয়া ২ রতি বটী করিবে।

রসযোগ। সাধারণ তৃষ্ণারোগে এই ঔষধটি অতি ফলপ্রদ। বমি-রোগেও মহোপকারী। অনুপান—বেদানা বা ডালিমের রস কিম্বা তদভাবে ধনে ও মৌরী ভিজান জল।

রসযোগ। চালিতার কচিপাতা, রসসিন্দুর ও শশাবীজের শাঁস প্রত্যেকে সমভাগ, স্তনদুগ্ধে মর্দ্দন। বটী ২ রতি।

বাসাকাথ। বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, ফুস্‌ফুস্‌ বিকৃতি বা নিউমোনিয়ারোগে এবং অন্যান্য জ্বরে অথবা কাস, শোথ, যকৃৎ, প্লীহা, রক্তপিত্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মাদ্বারা আবৃত হইলে বা তজ্জন্য শ্বাসকষ্ট প্রবল ও কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরাধ্মান হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ কবিবে। হঠাৎ শৈত্যসংযোগে বা ঠাণ্ডা লাগিয়া বুকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলেও ইহা প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। ইহা প্রয়োগে শ্লেষ্মা তরল ও কোষ্ঠ-পরিষ্কার হয় এবং উদরাধ্মান হ্রাস পায়। হাম, পানিবসন্ত ও বসন্ত প্রভৃতি রোগে ঐরূপ লক্ষণ উপস্থিত হইলেও ইহা প্রয়োগে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে উক্ত তিনরোগে ব্যবস্থা করিতে হইলে, মরিচ বাদ দিয়া অন্য তিন পদ লইবে। ইহা স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ, অন্নদাপ্রসাদ ও কালীপ্রসন্ন প্রয়োগ করিতেন।

বাসা কাথ। বাসকছাল, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্‌ ও পিপুল প্রত্যেকে ॥• তোলা, জল—৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ মিছরীচূর্ণ ২ তোলা।

পর্ণবৃন্তযোগ। বাসা কাথ যে যে রোগে যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই রোগে সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। বরিশালের চিকিৎসকেরা ইহা সমধিক প্রয়োগ করেন। শ্লেষ্মার প্রাবল্য

লক্ষিত বা উষ্ণ ক্রিয়ার আবশ্যকতা অনুভূত হইলে, পানের বোঁটা ১ তোলা ও পিপুল ১ তোলা লইবে এবং কেবল মিশ্রী প্রক্ষেপ দিবে। পিপুল ১ তোলা দিলে অধিক ঝাল হয়, সুতরাং বালক ও শিশুদিগকে প্রয়োগ করিতে হইলে, অনেকে পিপুল প্রক্ষেপ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করেন।

পর্ণবৃন্তযোগ। পানের বোঁটা ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ-পিপুল-চূর্ণ ও মিশ্রী।

অভয়াযোগ। আমাশয়, রক্তামাশয়, পুরাতন অতীসার ও অল্পকাল-জাত গ্রহণীরোগে ইহা অসাধারণ উপকারী। যে স্থলে পীযুষবল্লী, সিদ্ধ-প্রাণেশ্বর রস, মহাগন্ধক, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও কুটজাবলেহ প্রভৃতি ঔষধে রোগের কিছুমাত্র প্রতীকার হয় নাই, সেস্থলে এই মহৌষধ প্রয়োগে আশাতীত উপকার পাওয়া গিয়াছে। এমন কি দশ পনর দিন প্রয়োগে রোগের অর্দ্ধেক প্রশমিত হইয়াছে এবং এক মাস, কোনস্থলে বা দেড় মাস দুই মাস প্রয়োগে বহুকালের রোগ একবারে আরোগ্য হইয়াছে। অতীসার ও আমাশয়রোগে রোগীর উদরে পিত্ত বা আম সঞ্চিত থাকিলে ও তজ্জন্য আম বা পিত্তসংযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ অল্প নির্গত লইলে এবং পেট কামড়ানি থাকিলে, ক্যাষ্টর-অয়েল বা অভয়া-পিপ্পলী কল্কদ্বারা দাস্ত করাইয়া ইহা প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ কিঞ্চিৎ মলরোধক, কিন্তু একেবারে দাস্ত বন্ধ করে না, সুতরাং বিরেচন না দিয়াও ইহা নির্ভয়ে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তবে বিরেচন দেওয়ার পর প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। রক্তামাশয়রোগে বা রক্তাতীসারে অভয়া-পিপ্পলী কল্কদ্বারা দাস্ত করান কর্ত্তব্য নহে, কারণ উহা পিত্তবর্দ্ধক। অনুপান—ঘোল বা ছাগদুগ্ধ। দুইবেলা দুইবার প্রযোজ্য।

অভয়াযোগ। সোনার ন্যায় বা হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট নূতন বড় হরীতকী জলে ফেলিবে এবং যে গুলি ডুবিয়া যাইবে, সেই গুলি গ্রহণ করিবে, অনন্তর উহার খোসা ছাড়াইয়া ঘোলে ১ বা ২ ঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিয়া জলে ধৌত করিবে, পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে, ঐ চূর্ণ লৌহপাত্রে রাখিয়া গব্যঘৃত দ্বারা ভাজিয়া ঈষৎ লালবর্ণ হইলে নামাইবে এবং চূর্ণের সমান মিশ্রী বা ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। মাত্রা—চারি আনা-

হইতে অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত। শিশুর পক্ষে ৩ রত্তি হইতে এক আনা ও বালকের পক্ষে এক আনা হইতে দুই আনা বা চারি আনা।

বব্বূলযোগ। আমাশয়, রক্তামাশয়, পুরাতন অতীসার বা অল্পকাল জাত গ্রহণীরোগে কিম্বা ঐসকল রোগে প্রমেহ-দোষ বা গনোরিয়াজনিত জ্বালাযন্ত্রণা বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ঐ সকল রোগ ব্যতীত কেবল গণোরিয়া বা মেহ থাকিলে, ইহা প্রয়োগে বেশ উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা কিঞ্চিৎ মলরোধক, সুতরাং মেহ বা গণোরিয়ারোগীর কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, ইহার সঙ্গে সুকুমারমোদক ব্যবস্থা করা উচিত। যে যে রোগে অভয়াযোগ ব্যবস্থা করা যায়, সেই সেই রোগে অভয়াযোগ সেবনের ২।৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে বা পরে এই যোগ প্রয়োগ করিয়া অসাধারণ উপকার পাওয়া গিয়াছে। ইহা আমাশয়, রক্তামাশয়, অতীসার, রক্তাতীসার ও গ্রহণীরোগে রক্ত ও মলরোধক, অথচ ইহা প্রয়োগে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, কারণ অভয়াযোগ অল্প বিরেচক। ইহা বল ও পুষ্টিকারক অথচ সুখাদ্য। অনুপান—ঘোল বা ছাগদুগ্ধ।

বব্বূলযোগ। বাবলার আঠা বা গঁদ বাছিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে, অনন্তর লৌহপাত্রে রাখিয়া ঘৃতদ্বারা ভাজিয়া ঈষৎ লালবর্ণ হইলে নামাইয়া সমান পরিমাণ ইক্ষুচিনি বা মিশ্রী মিশাইবে। মাত্রা—চারি আনা হইতে অর্দ্ধতোলা। শিশুর পক্ষে ৩ রত্তি হইতে এক আনা ও বালকের পক্ষে এক আনা হইতে দুই বা চারি আনা।

বলাপ্রলেপ। যকৃৎ-বৃদ্ধি ও যকৃতে বেদনা থাকিলে, এই প্রলেপ যকৃতের উপরে লাগাইবে, কিন্তু রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ। খুলনা জেলার অন্তর্গত মূলঘরের বিখ্যাত চিকিৎসক পণ্ডিত প্রবর স্বর্গীয় প্রাণনাথ রায় মহাশয় ইহা আমরণ প্রয়োগ করিয়াছেন। যকৃতের পক্ষে এরূপ উপকারী প্রলেপ বিরল।

বলাপ্রলেপ। বেড়েলার পাতা হুকার কটু জল দ্বারা বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিবে।

গুড়ূচী-লেপ। যকৃৎ-বৃদ্ধি ও যকৃতে বেদনা থাকিলে, এই প্রলেপ লাগাইবে। ইহা স্বর্গীয় গঙ্গাধর প্রয়োগ করিতেন।

গুড়ূচী লেপ। গুলঞ্চ হুকার কটু জল দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

বেতাগ্রযোগ। নূতন রক্তামাশয়রোগে এই যোগ অতি ফলপ্রদ। ইহা স্বর্গীয় প্রাণনাথ রায় মহাশয় প্রয়োগ করিতেন।

বেতাগ্রযোগ। বেতের অগ্রভাগ কাটিয়া তাহার কোমল শাস ১ তোলা গ্রহণ করিবে, এবং সমভাগ ইক্ষুগুড় সহ পেষণ করিয়া উহার সহিত চুণের জল ১ তোলা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে ও লেহন করিতে (চাটিয়া খাইতে) দিবে। দিবসে তিন চারি বার প্রযোজ্য। মাত্রা—চারি আনা হইতে অর্দ্ধতোলা. শিশুর পক্ষে ৩ রতি হইতে এক আনা ও বালকের পক্ষে এক আনা হইতে দুই বা চারি আনা।

কোকিলাক্ষ যোগ। স্ত্রীলোকের বাধক প্রভৃতি রোগে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে, তন্নিবারণার্থ ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহা স্বর্গীয় প্রাণনাথ রায় মহাশয়ের বহুপরীক্ষিত মুষ্টিযোগ। দিবা রাত্রিতে ২। ৩ বার প্রযোজ্য। অনুপান—শীতল জল।

কোকিলাক্ষযোগ। কোকিলাক্ষ বা কুলেখাড়া মূলের ছাল চূর্ণ যত, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ ইক্ষুচিনি একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—তিন আনা।

পর্ণবৃন্তযোগ (মতান্তরে)। পর্ণবৃন্তযোগ যে যে রোগে যে যে অববস্থায় প্রয়োগ করা যায়; ইহাও সেই সেই রোগে সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য। ইহা বালক, বৃদ্ধ ও শিশু সকলের পক্ষেই অতি উপকারী। ইহা প্রয়োগে রোগীর শ্লেষ্মা তরল হইয়া উদ্গত ও শ্বাস-কষ্ট শীঘ্রই প্রশমিত হয় এবং দাস্ত পরিষ্কার হইয়া থাকে। খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার ব্যবহার সমধিক প্রচলিত।

পর্ণবৃন্তযোগ। (মতান্তরে)। পানের বোঁটা ১ তোলা ও পিপুলমূল ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। বালকের পক্ষে $\frac{১}{২}$ মাত্রা ও শিশুর পক্ষে $\frac{১}{৮}$ মাত্রা। পুনঃপুনঃ অল্প অল্প করিয়া প্রয়োগ করিবে।

স্বর্ণসিন্দুর ও মকরধ্বজের প্রয়োগ-প্রণালী।

ইহা সাধারণতঃ পরিবর্ত্তক ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নাশক, কিন্তু যে অনুপানের সহিত প্রয়োগ করা যায়, সেই অনুপান—দ্রব্যের গুণানুযায়ী ক্রিয়া

করে, তজ্জন্য অনুপানভেদে সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করা যায় ও সর্ব্বরোগ বিনষ্ট করে। স্বর্ণসিন্দূর বা রসসিন্দূর সর্ব্বরোগে অনুপান-ভেদে প্রয়োগ করা যায়, ইহা আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের-মত, শাস্ত্রকারগণও এই মতেরই পোষকতা করেন, এবং আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তিকাল হইতে অনন্তকাল যাবৎ চিকিৎসকেরাও সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু উহা প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে রোগীর ধাতু, অগ্নি, বল ও বয়স বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা উচিত অর্থাৎ রোগীর ধাতু রুক্ষ কি স্নিগ্ধ, গরম কি নরম বা তাহার পাচকাগ্নি সবল কি দুর্ব্বল ও বয়স প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী মাত্রা ও অনুপান কল্পনা করিবে। চিকিৎকেরা সাধারণতঃ স্তন্য-পায়ী শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতিপর বৃদ্ধব্যক্তিকেও ইহা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমিও শিশু, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, অনেক রোগীকে ইহা ব্যবস্থা করিয়াছি, কুত্রাপি কুফল প্রত্যক্ষ করি নাই, কিন্তু স্তন্যপায়ী শিশুদিগকে প্রয়োগ করিতে গিয়া কয়েক স্থলে দেখিয়াছি ;—স্বর্ণসিন্দূর বা রসসিন্দূর কিম্বা তৎসংযুক্ত ঔষধ আমাশয় বা জ্বরাতীসারগ্রস্ত শিশুর পরিপাক না হইয়া আমসংযুক্ত মলের সহিত অবিকৃত অবস্থায় নির্গত হইয়াছে, একারণে আমার বিশ্বাস যেসকল স্তন্যপায়ী শিশু আমাশয় বা অতীসারে নিতান্ত পীড়িত, তাহাদের পক্ষে উহা দুষ্পাচ্য, সুতরাং অতি অল্প মাত্রায় ব্যবস্থেয়। কারণ রসসিন্দূর বা স্বর্ণসিন্দূর বা তৎসংযুক্ত ঔষধ ঐ অবস্থায়ও বন্ধ না করিয়া অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিতে করিতে রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে ; সুতরাং আমার বিশ্বাস অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে যদিও মলের সহিত কিয়দংশ বহির্গত হয়, তথাপি কিয়দংশ শরীরে অবস্থান করিয়া রোগ আরোগ্যের সহায়তা করে। ফলতঃ ঐ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য কি না, তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই, তবে মাত্রা-হ্রাস করিয়া প্রয়োগ করাতে মলের সহিত নির্গত হওয়া সত্বেও রোগী আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। অনেকের বিশ্বাস উহা গরম, কিন্তু তাহা নহে, গরম অনুপানসহ ভক্ষণ করিলে গরম ক্রিয়া করে এবং ঠাণ্ডা অনুপানসহ প্রয়োগ করিলে ঠাণ্ডা ক্রিয়া করে, এই জন্য সন্নিপাত বা বাতশ্লেষ্মবিকারেও ব্যবহৃত হয়, আবার উন্মাদ রোগেও প্রয়োগ করা যায় এবং ঐ উভয় অবস্থায়ই সমান ফল প্রদান করে। জনসমাজে স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজের এতাদৃশ খ্যাতি কেন, তাহা এতদ্দ্বারা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। রোগ-নির্ণয়ে বিলম্ব

ঘটিলে এবং তৎক্ষণাৎ ঔষধ-প্রয়োগ অনিবার্য্য হইলে, অগ্রে একটু স্বর্ণসিন্দূর বা রসসিন্দূর মধুসহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

রসসিন্দুর, স্বর্ণসিন্দূর ও মকরধ্বজের অনুপান।

সামজ্বরে—আদা, বেলপাতা, ওকড়া, পান, নিসিন্দাপাতা, পল্‌তা কিম্বা উচ্ছে বা করল্লাপাতা, ইহাদের কোনও একটি দ্রব্যের রস এবং পিপুল বা শুঁঠচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপসহ ব্যবস্থা করিবে। বালক ও শিশুর পক্ষে অনুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে স্তন-দুগ্ধ ও মধু। সামজ্বরের লক্ষণ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা ৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরবিকারে—আদার রস, রুদ্রাক্ষ-ঘষা বা তাল-শাখার রসসহ প্রযোজ্য, বিকারের যে অবস্থায় মৃগনাভি প্রয়োগ করা যায়, সেই অবস্থায় প্রয়োগ করিতে হইলে, কস্তূরী মিশ্রিত করিয়া উহার কোন একটি অনুপানসহ প্রয়োগ করিবে। বালক ও শিশুর পক্ষেও ঐ সকল অনুপান প্রশস্ত।

নিরামজ্বরে ও পুরাতনজ্বরে—গুলঞ্চের রস, পল্‌তার রস, শেফালিকাপাতার রস, চিরতার জল, ক্ষেৎপাপড়ার রস কিম্বা কালমেঘের রস ও মধু। ২।৩টি দ্রব্যের ঘুষুড়াসহ বা কোন একটি পাচনসহ প্রয়োগে সমধিক ফলপ্রদ হয়; ঘুষুড়া মৎপ্রণীত অনুপান-দর্পণ ৬২ পৃষ্ঠায়-দ্রষ্টব্য। বালক ও শিশুর পক্ষে কালমেঘের রস জ্বরে অতি উপকারী।

প্লীহাজ্বরে—অল্প পোড়া রসুন, তালের জটা-ভস্ম, পুরাতন গুড়, রক্ত-চিতাচূর্ণ, রয়না-ছাল-চূর্ণ,হিং, পিপুলের কাথ, আদাররস বা সীজপাতা আগুণে গরম করিয়া তাহার রস।

যকৃৎ-সংযুক্ত-জ্বরে—কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে তেউড়ীচূর্ণ, কট্‌কীচূর্ণ, কোষ্ঠপরিষ্কার থাকিলে, কালমেঘের রস, আমলকীচূর্ণ বা চিরতারজল।

শোথসংযুক্ত-জ্বরে—শ্বেত বা রক্তপুনর্ণবার রস, আদার রস, বেল-পাতার রস, ইহার কোন একটি রসসহ পিপুলচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

কাসে বা কাসসংযুক্ত জ্বরে—বাসক ছালের রস, পিপুলচূর্ণ ও মধু-সহ কিম্বা বাসক-ছাল, কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু ও পিপুল এই চারি দ্রব্যের কাথসহ অথবা কেবল পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ।

শ্বাসে বা শ্বাসসংযুক্ত জ্বরে—বহেড়া-ঘষা ও স্তন-দুগ্ধ, বহেড়ার শাসবাটা ও স্তন-দুগ্ধ, তুলসীপাতার রস ও পিপুলচূর্ণ, ময়ুরপুচ্ছ-ভস্ম কিম্বা বামনহাটীর ছালের রস ও মধুসহ।

হিক্কারোগে বা হিক্কাসংযুক্ত জ্বরে—কুলের আটীর শাসবাট, বহেড়ার শাসবাটা, বড়এলাচিচূর্ণ, শশার বীজের মধ্যস্থ শাসবাটা, স্তন-দুগ্ধ কিম্বা দাস্ত পরিষ্কার না থাকিলে কট্‌কী-চূর্ণ।

মন্দাগ্নিতে—যমানী-বাটা ও সৈন্ধবলবণ কিম্বা লবঙ্গচূর্ণ।

আমাজীর্ণে—উষ্ণজল, আদাররস কিম্বা পানেররস ও মধুসহ।

বিদগ্ধাজীর্ণে—লেবুর রস, চূণের জল, ধনে ভিজান জল কিম্বা নালিতা বা পাটপাতা ভিজান জলসহ।

বিষ্টব্ধাজীর্ণে—হিং ও সৈন্ধবলবণ কিম্বা চাউলের জল বা মৌরী-ভিজান জল।

জ্বরাতীসারে—মুথার রস ও মধু বা আতৈষচূর্ণ ও মধুসহ।

অতীসারে—মুথার রস ও মধু বা বেলশুঁঠ চূর্ণ ও মধুসহ। বালক ও শিশুর পক্ষে জায়ফলঘসা ও স্তন-দুগ্ধ উৎকৃষ্ট অনুপান।

গ্রহণীরোগে—কাঁচা বেলপোড়া ও ইক্ষুগুড়, মুথার রস ও মধু বা জীরাভাজা-চূর্ণ ও মধুসহ।

প্রবাহিকারোগে (আমাশয়ে)—থান্‌কুনী বা থুলকুড়ী পাতার রস গান্ধাইলের বা গন্ধভাদালের রস কিম্বা শ্বেতকাঁটানোটের মূলের রস ও মধু।

রক্তাতীসার ও রক্তপ্রবাহিকা বা রক্তামাশয়রোগে—রক্ত-কাঁটানোটের মূলের রস ও মধু, কুড়চীর ছালের রস ও মধু, কুক্‌শিমা বা কুকুরশোঁকার রস, ডালিমের পাতার রস কিম্বা বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস ও মধুসহ।

বিসূচিকারোগে—আপাঙ্গের মূলের রস ও মধু।

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে—কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, তেউড়ী চূর্ণ, কট্‌কী-চূর্ণ বা উচ্ছেপাতার রস। কোষ্ঠ খোলসা থাকিলে গুলঞ্চের রস ও ত্রিফলা-চূর্ণ বা হরিদ্রা-চূর্ণসহ অথবা হিঞ্চাশাকের রস, কুলেখাড়ার রস বা চিরতার জল সহ।

রক্তপিত্তে বা রক্তপিত্তসংযুক্ত জ্বরে—রক্তপিত্ত দুই প্রকার, ঊর্দ্ধগত ও অধোগত। নাসারন্ধ্র, কর্ণরন্ধ্র, মুখ-গহ্বর প্রভৃতি হইতে যে রক্ত পড়ে, তাহাকে ঊর্দ্ধগত এবং মলদ্বার, লিঙ্গ ও যোনিরন্ধ্র হইতে রক্ত নির্গত হইলে, তাহাকে অধোগত রক্তপিত্ত কহে। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে—বিশল্য করণী অর্থাৎ আয়াপানের রস, কুকৃশিম বা কুকুরশোঁকার রস, বাসকছালের রস, কুড়চী-ছালের রস, কচি দূর্ব্বার রস বা আলৃতাভিজান জলসহ।

রক্তপিত্তে—কৃষ্ণতিলের শাস-বাটা ও ইক্ষুচিনি, কুড়চী ছালের রস ও বাবলার আঠা প্রবল রক্ত-রোধক।

যক্ষ্মারোগে—কচি দূর্ব্বার রস, যজ্ঞডুমুরের রস, আলৃতা ভিজান জল, বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস রক্ত-রোধক। এতদ্ব্যতীত ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে যে সকল রক্ত-রোধক অনুপান বর্ণিত হইয়াছে, যক্ষ্মারোগে রক্ত-রোধের জন্য তাহাও প্রয়োগ করা যায়। কাস থাকিলে বাসক ছালের রস ও পিপুলচূর্ণ কিম্বা বাসকছাল, যষ্টিমধু, কিসমিস্‌ ও পিপুল, এই চারি দ্রব্যের ক্বাথসহ প্রযোজ্য।

অর্শরোগে—নাগেশ্বর ফুলের রেণুবাটা চারি আনা, মাখন ॥০ তোলা ও মিশ্রীচূর্ণ ১ তোলাসহ। রক্তার্শে কৃষ্ণতিলের শাস-বাটা ও ইক্ষুচিনি প্রশস্ত অনুপান। এতদ্ব্যতীত কুড়চী-ছালের রস, আয়াপানের রস বা কুকুর-শোঁকার রস প্রয়োগ করা যায়। আম ও রক্ত নির্গত হইলে, কুড়চী-ছালের রস অতি উপকারী। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, জাঙ্গীহরীতকীচূর্ণ বা তেউড়ীচূর্ণ সহ প্রযোজ্য।

স্বরভঙ্গে—ব্রাহ্মীশাকেররস বা কণ্টকারীর রস, পিপুলচূর্ণ বা বচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করিবে।

অরুচিরোগে—আমরুল শাকের রস, অতি পুরাতন তেঁতুল, ছোলঙ্গ-লেবুর রস, অম্লবেতস বা থৈকলচূর্ণ, আদাররস ও সৈন্ধবলবণ।

ক্রিমিরোগে—আঁশ শেওড়ার পাতাররস, দাঁতনগাছ বা আইঠলী-গাছের পাতার রস, আনারসের কচিপাতাররস, ডালিমগাছের শিকড়ের ক্বাথ, আতইষচূর্ণ, সুপারী-বৃক্ষের কচিশিকড়ের রস, শঠীররস, চাঁপাগাছের ছালের রস, খেঁজুর পাতার রস, চারা খেঁজুর বৃক্ষের মাথীর রস, বিড়ঙ্গচূর্ণ বা পলাশবীজ চূর্ণ, শিশুর পক্ষে চূণের জল প্রশস্ত।

বমনরোগে—ডাবের জলে খৈ বা মুড়ি ভিজাইয়া সেই জল, পটোলের রস, দাড়িমের রস, শশার বীজবাটা ও স্তন-দুগ্ধ, বেদানার রস, চাউলের-জল বা অশ্বত্থ গাছের শুষ্ক ছাল দগ্ধ করিয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল সহ।

তৃষ্ণারোগে—দাড়িমের রস, বেদানার রস, ধনে ভিজান জল, অথবা মৌরীভিজান জল।

দাহরোগে—কদলী মূলের রস, কেশুরের রস, পোলতার রস, দাড়িমের রস, বেদানার রস, গুলঞ্চের রস, ক্ষেৎপাপড়ার রস বা শতমূলীর রস।

মূর্চ্ছারোগে—চাউলের জল, দাড়িমের রস, বেদানার রস বা শতমূলীর রস।

উন্মাদরোগে—চাউলের জল, শতমূলীর রস ও ইক্ষুচিনি, বেদানার-রস, পটোলের রস, দাড়িমের রস, পুরাতন চালকুমড়ার রস বা ত্রিফলা-ভিজান জল।

অপস্মার বা হিষ্টিরিয়া রোগে—শতমূলীর রস, পুরাতন চাল-কুমড়ার রস, চাউলের জল, ত্রিফলাভিজান জল, দাড়িমের রস, বেদানার রস বা পটোলের রস ও ইক্ষুচিনি।

বাতব্যাধিরোগে—স্নায়ুগত বাতে অশ্বগন্ধার চূর্ণ বা ক্বাথ। বাত-ব্যাধিতে ফুলা ও বেদনা থাকিলে, ভেরেণ্ডার মূলের রস, আদার রস ও সৈন্ধবলবণ সহ। গ্রন্থিগত বাতে অর্থাৎ গ্রন্থিতে ফুলা ও বেদনা থাকিলে শজিনার ছালের রস ও মধু সহ। কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে, এরণ্ডবীজ বাটা বা রসুন বাটা সহ।

উরুস্তম্ভরোগে—আদার রস ও পিপুল চূর্ণ বা শজিনার ছালের রস, পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ।

আমবাতে—ভেরেণ্ডার মূলের রস ও সৈন্ধবলবণ কিম্বা আদার রস বা রসুনবাটা সহ।

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগে—দাস্ত খোলসা থাকিলে—কাঁচা-হলুদের রস, কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে—করলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রস ও হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ।

অম্লপিত্তে—অম্লপিত্ত সাধারণতঃ দুই প্রকার—অধোগত ও ঊর্দ্ধগত। অধোগত অম্লপিত্তে অম্লগন্ধবিশিষ্ট পাতলা দাস্ত ও ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তে কোষ্ঠ-বদ্ধ, গলাবুকজ্বালা, অম্লরস ও অম্লগন্ধবিশিষ্ট বমন হয়। হাত পা জ্বালা অথচ দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে, পোলূতার রস, হিঞ্চার রস, পটোলের রস বা গুলঞ্চের রস। দাস্ত বেশী অথচ পাতলা হইলে, যবের কাথ, চূণের জল বা মুথার রস। শ্লেষ্মপ্রধান অবস্থায় অগ্নিমান্দ্য থাকিলে—লবঙ্গচূর্ণ, কোষ্ঠ-কাঠিন্যে—উচ্ছেপাতা বা করলাপাতার রস, তেউড়ীচূর্ণ বা ধনে, মৌরী ও জাঙ্গীহরীতকী ভিজানজল, অত্যন্ত পিত্তপ্রধান শরীরে—ত্রিফলার জল, আমলকীর জল, শতমূলীররস, পুরাতন চালকুমড়ার রস, চিরতার জল, ধনে-পোলতা ভিজানজল, গরম ধাতুতে অর্থাৎ বায়ুপিত্ত-প্রধান শরীরে ডাবের জল, নালিতা অর্থাৎ পাটপাতা ভিজান জল।

শূলরোগে—কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে তেউড়ীচূর্ণ কিম্বা জাঙ্গীহরীতকী, ধনে ও মৌরীভিজানজল। দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে—ধনে পোলূতার জল, শতমূলীর রস, অত্যন্ত গরম ধাতুতে অর্থাৎ বায়ু পিত্ত প্রধান শরীরে—ত্রিফলার জল বা ডাবের জল।

উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে—উদাবর্ত্ত ও অনাহরোগে বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হয়, এজন্য ঐ উভয়রোগে বায়ু-নাশক অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ঐ উভয়রোগে কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, তেউড়ীচূর্ণ বা শোধিত সীজের ক্ষীরসহ ব্যবস্থা করিবে। দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে—ত্রিফলার জল, ধনে-পোলূতার জল বা শতমূলীর রস।

গুল্মরোগে—কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, শোধিত সীজের ক্ষীর, গোমূত্র বা তেউড়ীচূর্ণ। দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে, পিপুল-চূর্ণ ও আদার রস।

হৃদ্রোগে—অর্জ্জুন ছালের রস, ক্বাথ বা চূর্ণ।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতে—মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতে প্রভেদ এই যে, মূত্রকৃচ্ছ্রে মূত্রণকালে যন্ত্রণা অত্যধিক, কিন্তু মূত্র যথোচিত পরিমাণে নির্গত হয় এবং মূত্রাঘাতে মূত্রনিঃসরণকালে যন্ত্রণা কম, কিন্তু মূত্র যথোচিত পরিমাণে নির্গত হয় না,—অল্পে অল্পে কম পরিমাণে নির্গত হয়। এই উভয়রোগে—গোক্ষুরের ক্বাথ, হিমসাগর বা পাথরকুচির পাতার রস, যবক্ষার, কদলীমূলের রস অথবা শতমূলীর রস।

অশ্মরীরোগে—বরুণছালের রসে বা ক্বাথে বরুণ-ছাল চূর্ণ প্রক্ষেপ সহ পাথরকুচির পাতার রস, কদলীমূলের রস, তৃণ পঞ্চমূলের ক্বাথ (কুশ, কাশ, শর, উলুখড় ও ইকড় সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা ; শেষ-৮ তোলা), বা কাকুড় বীজ চূর্ণ।

মেহরোগে—স্রাবযুক্ত মেহরোগে বা গণোরিয়ায়—কচি শিমূল বৃক্ষের মূলের রস, বাবলার আঠা বা গঁদভিজান জল বা কাঁচা আমলকীর রস। জ্বালাযুক্ত মেহরোগে বা গণোরিয়ায়—অড়হর পাতার রস, কাঁচা হরিদ্রার-রস, তিসি বা মসিনা ভিজান জল। মেহ বা গণোরিয়ায় রক্তস্রাব হইলে, বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস, কচি দূর্ব্বার রস অথবা গান্ধাফুলের পাতার রস। মেহ আরোগ্য হইলে, বল ও পুষ্টির জন্য অশ্বগন্ধা-চূর্ণ বা বেড়েলার ছালের চূর্ণ অনুপান ব্যবস্থা করিবে।

সোমরোগে অর্থাৎ বহুমূত্রে—কদলীপুষ্প বা মোচার রস, যজ্ঞডুমুরের বীজ চূর্ণ, জামের বীজ-চূর্ণ বা যজ্ঞডুমুর চূর্ণ।

কৃশতারোগে—অশ্বগন্ধার মূলচূর্ণ ও দুগ্ধ।

উদরীরোগে—তেউড়ী-চূর্ণ বা শোধিত সীজের ক্ষীর।

বৃদ্ধি অর্থাৎ কুরণ্ডরোগে—শোধিত গুগ্গুলু চূর্ণ ও ত্রিফলার ক্বাথ।

শ্লীপদ অর্থাৎ গোদরোগে—শোধিত গুগ্গুলু চূর্ণ ও ত্রিফলার ক্বাথ।

বিদ্রধিরোগে—শজিনার ছালের রস। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে,—শজিনার ছালের রসে তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করিবে।

ব্রণ-শোথ ও ব্রণরোগে—করলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রস,শোধিত-গুগ্‌গুলু চূর্ণ বা কট্‌কী চূর্ণ, এই সমস্ত অনুপানই বিরেচক।

ভগন্দররোগে—খদির কাষ্ঠের ক্বাথ।

ফিরঙ্গ বা গর্ম্মিরোগে—অনন্তমূলের ক্বাথ বা গুলঞ্চের রস ও তোপ-চিনি-চূর্ণ।

বাতরক্তে—গুলঞ্চের রস ও সোমরাজী বীজ-চূর্ণ।

কুষ্ঠরোগে—চাউলমুগরার বীজ বাটা দুই আনাসহ।

বসন্তরোগে—করলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রসসহ।

নাসারোগে—তুলসীপাতার রস বা পানের রস।

নেত্র বা চক্ষুরোগে—ত্রিফলার ক্বাথ বা ভৃঙ্গরাজের রস।

শিরোরোগে—পানের রস, আদার রস বা নিসিন্দাপাতার রসসহ।

প্রদররোগে—শ্বেতপ্রদরে আমলকী বীজের শাসবাটা ও ইক্ষুচিনি, চাউলের জল ও কুশমূল বাটা কিম্বা গান্দাফুলের পাতার রস। রক্তপ্রদরে—অশোকের ছালের রস বা ক্বাথ।

বাধকে—ওলট্‌কম্বলের মূলের শিকড় চারি আনা ও গোলমরিচ ৩।৪টি একত্র বাটিয়া তৎসহ।

সূতিকারোগে—সূতিকারোগে অনুপানের স্থিরতা নাই। প্রসবের পর স্ত্রীদিগের নানাপ্রকার রোগ হয়। সূতিকাক্ষেত্রে যে সকল রোগ হয়, তাহাদিগকে সূতিকা-জ্বর, সূতিকা-গ্রহণী প্রভৃতি কহে, সুতরাং জ্বর হইলে, জ্বরোক্ত অনুপান বা গ্রহণীরোগ হইলে, গ্রহণীরোগোক্ত অনুপান দিবে। স্ত্রীরোগে এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচিত হইবে।

বালরোগে—বালকের যে কোন রোগ হইলে, অনুপান কল্পনা করা একটু কঠিন, এস্থলে কয়েকটিমাত্র লিখিত হইল, বিস্তারিত আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা চতুর্থ খণ্ডে বালরোগাধিকারে পৃথক্ বর্ণিত হইবে। অন্নভোজী বা দুগ্ধান্ন-ভোজী বালকের নবজ্বরে বা সামজ্বরে—তুলসীপাতার রস ও মধু। পুরাতন বা নিরামজ্বরে—অন্নভোজী শিশু ও বালকের পক্ষে কালমেঘের রস ও মধু,

গুলঞ্চের রস ও মধু বা সেফালিকা পাতার রস ও মধু। প্লীহাজ্বরে—পিপুল-চূর্ণ ও মধু বা পিপুলচূর্ণ ও পুরাতন গুড়। জ্বরাতীসারে ও অতীসারে—মুথার রস ও মধু, বেলশুঁঠচূর্ণ বা বেলশুঁঠের কাথ ও মধু, আতৈষ-চূর্ণ ও মধু, ধাইফুল চূর্ণ ও মধু। রক্তাতীসারে—কুড়চীছালের রস, আয়াপানের রস বা কুকুরশোঁকার রস ও মধু। আমাশয়ে—সাদা নোটের শিকড় বাটা ও মধু। রক্তামাশয়ে—রক্ত কাঁটা নোটের মূল বাটা ও মধু কিম্বা রক্তাতী-সারোক্ত অনুপান দিবে। কাসে, কিম্বা জর ও কাসে পিপুল চূর্ণ ও মধু, বা বচচূর্ণ ও মধু, কাকড়াশৃঙ্গীচূর্ণ ও মধু বা তুলসীপাতার রস ও মধু। কাস তরল করিবার আবশ্যক হইলে পানের বোঁটা বা পিপুলমূলের পাচনসহ দিবে। বমনে শশার বীজবাটা ও স্তন-দুগ্ধ। গ্রহণীরোগে—মুথার রস ও মধু বা জীরাভাজা চূর্ণ ও মধু। বল পুষ্টির জন্য অশ্বগন্ধা চূর্ণ ও মধু।

বিষাধিকারে—বিশুদ্ধ অপরাজিতা মূলের চূর্ণ ও মধু।

রসায়নে—দুগ্ধের সর ও মধু, মাখন ও মিশ্রী, অশ্বগন্ধা চূর্ণ ও মধু, বেড়েলা চূর্ণ ও মধু, শতমূলীর রস বা চূর্ণ ও মধু, ভৃঙ্গরাজের রস বা চূর্ণ ও মধু, ভুঁই আমলার রস ও মধু, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস বা চূর্ণ ও মধু।

বাজীকরণে—শোধিত সিদ্ধি বীজ চূর্ণ, ঘৃতভর্জ্জিত মাষকলাই চূর্ণ, পুরাতন শিমুল গাছের ছাল চূর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ড-চূর্ণ, শতমূলীচূর্ণ কুলেখাড়া বীজ-চূর্ণ, কুঙ্কুম বা কস্তূরী।

শাল্মলী-রসায়ন। *বল, পুষ্টি এবং রসায়ন ও বাজীকরণের জন্য ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহার গুণ এক মুখে বলা যায় না। পুরাতন অতীসার বা সংগ্রহ গ্রহণীরোগীর বল ও পুষ্টির জন্য ইহা প্রয়োগে আশাতীত উপকার পাওয়া যায়, কারণ ইহা কিঞ্চিৎ ধারক বা মলরোধক গুণবিশিষ্ট। ঐ সকল রোগে যাহার শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল, তাহাকে গ্রহণীনাশক অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ইহা প্রয়োগ করিবে। অনুপান—ছাগ-দুগ্ধ বা ঘোল।*

শাল্মলী রসায়ন। শিমুল বৃক্ষের মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া লইবে, অনন্তর ঐ চূর্ণ ১০ তোলা, ৫ তোলা পরিমাণ গব্য ঘৃতে ইষৎ ভাজিয়া নামাইবে, ও উহার সমান পরিমাণ ইক্ষুচিনি বা মিশ্রীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা—চারি আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা।

চূরণ। ইহা পশ্চিম প্রদেশে প্রচলিত ঔষধ। পশ্চিম প্রদেশের লোকেরা ভুক্ত দ্রব্যের অপরিপাক ও কোষ্ঠ খোলাসা হওয়ার জন্য প্রায়শঃ এই ঔষধ ব্যবহার করেন। সাধারণতঃ ভাস্করলবণ যে যে অবস্থায় প্রযোজ্য, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু ভাস্করলবণ অপেক্ষা ইহা হীনগুণ। বিষমাগ্নিরোগে ভুক্তদ্রব্য যথাসময়ে পরিপাক না হইলে ও তজ্জন্য বিবিধ গ্লানি প্রকাশ পাইলে এবং বিষ্টব্ধাজীর্ণ রোগে ভুক্ত দ্রব্যের অপরিপাক, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বেদনা, মলের পিচ্ছিলতা, অপক্ব মলনির্গম, কখনও বা পাতলা দাস্ত, অথবা আমরসের অপরিপাক বশতঃ নানাপ্রকার বাত-বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। প্রাত্যহিক অজীর্ণদোষে এবং রসশেষাজীর্ণেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। ইহা মুখ-রোচক, আগ্নেয়, বায়ুনাশক, অম্লপিত্ত, শূল ও অরুচি প্রভৃতি নাশক।

চূরণ। বিট্‌লবণ, যবক্ষার, যমানী, অম্লবেতস (থৈকল), ধনে, মৌরী ও মেথী প্রত্যেকে সমভাগ। যমানী, ধনে, মৌরী ও মেথী ওজন করিয়া একসঙ্গে ঈষৎ ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া বিট্‌লবণ, যবক্ষার ও থৈকল চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—দুই আনা হইতে চারি আনা বা অর্দ্ধ তোলা।

পাক মকরধ্বজ। অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, আমাতীসার, বাতিক গ্রহণী, পৈত্তিক গ্রহণী প্রভৃতি রোগে ইহা মহোপকারী। ঐ সকল রোগে ধাতুদৌর্ব্বল্য বা পুরুষাঙ্গের শিথিলতা বা মেহদোষ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধে তাহাও প্রশমিত হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, আমপাচক, বল ও পুষ্টিজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং রসায়ন ও বাজীকরণে শ্রেষ্ঠ। বাতাজীর্ণ ও বাতিক গ্রহণী প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে না। বরিশালে ইহাঁর প্রয়োগ সমধিক প্রচলিত। অনুপান—পানের রস ও মধু। বলপুষ্টির জন্য মাখন ও মিশ্রীচূর্ণ।

পাক মকরধ্বজ। স্বর্ণসিন্দূর ১ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, জাতিফল ৪ তোলা, লবঙ্গ ৫ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা ও কস্তূরী এক আনা। পানের রসে মর্দ্দন, বটী ৬ রতি।

বৃহৎ পাক মকরধ্বজ। অগ্নিমান্দ্য, অতীসার ও গ্রহণীরোগের যে কোন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যায়। পাকমকরধ্বজের যে সকল গুণ উক্ত হইয়াছে, তদপেক্ষা ইহাতে সেই সকল গুণ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান।

ইহা বরিশালে সমধিক ব্যবহৃত। অবস্থাভেদে অনুপান কল্পনা করিবে। সাধারণ অনুপান—পানের রস ও মধু, অতিসারে—মুথার রস ও মধু, গ্রহণী রোগে বেল পোড়া ও ইক্ষু গুড়, মুথার রস ও মধু বা জীরাচূর্ণ ও মধু। বল ও পুষ্টির জন্য অথবা শুক্রমেহ বিনাশের জন্য মাখন ও মিশ্রী।

বৃহৎ পাক মকরধ্বজ। স্বর্ণসিন্দুর ১ তোলা, রসসিন্দুর ৷৷০ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, জাতিফল ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, মুক্তা এক আনা, প্রবাল এক আনা, স্বর্ণ এক আনা ও কস্তুরী দেড় আনা। পানের রসে মর্দ্দন, বটী ৬ রত্তি।

কদলীমূল-পানক। উন্মাদরোগে এই মুষ্টিযোগটি অসাধারণ ফলপ্রদ, এমন কি রোগের প্রথম আক্রমণে কেবল ইহা প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হইতে পারে।

কদলীমূল-পানক। কদলী বৃক্ষের মূল, খেজুর বৃক্ষের ন্যায় কাটিয়া ও নলী বসাইয়া তাহার নিম্নে একটা পাত্র বসাইবে। ঐ রস দিনে দুই তিন বার পান করিতে দিবে। মাত্রা—২ তোলা।

চন্দন-লেপ। চক্ষু উঠিবার উপক্রমে চক্ষু খর খর করিলে ও চক্ষু হইতে জলস্রাব হইলে, এই প্রলেপ চক্ষুর আবরকচর্ম্মের উপর লাগাইবে।

চন্দন-লেপ। রক্তচন্দন ঘসা ও কর্পূর সমভাগে বাটিয়া লইবে।

নিম্ব-পত্র-যোগ। চক্ষু উঠিলে যখন চক্ষু লালবর্ণ ও খর খর করে বা চক্ষু হইতে অনবরত জলস্রাব হয়, তখন এই ঔষধ পরিষ্কার কাপড়ে জড়াইয়া ফোঁটা ফোঁটা রস চক্ষুর ভিতরে প্রয়োগ করিবে।

নিম্ব-পত্র-যোগ। কচি নিমপাতা চারি আনা, রক্তচন্দন অর্দ্ধতোলা ও মধু ৫ ফোঁটা একত্র পরিষ্কার খলে পেষণ করিয়া লইবে। সাবধান যাহাতে পেষণ করিবে, সেই পাত্র উত্তম রূপে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে। রোগ আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিন বেলা তিনবার প্রয়োগ করিবে।

কর্পূর-যোগ। চক্ষুতে ছানি পড়িলে এই ঔষধ পক্ষীর পালকদ্বারা চক্ষুর ভিতরে প্রয়োগ করিবে। রোগ আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিন বেলা তিনবার প্রয়োগ করিবে।

কর্পূর-যোগ। কর্পূর ও উৎকৃষ্ট মধু একত্র পেষণ করিয়া লইবে। যাহাতে পেষণ করিবে, সেই পাত্র উত্তমরূপে ধুইয়া মুছিয়া লইবে।

নীলযোগ। চক্ষুর মুনি বহির্গত হইয়া পড়িলে, এই প্রলেপ চক্ষুর আবরকচর্ম্মের উপরে লাগাইবে।

নীলযোগ। পচা আমের আঠির মধ্যস্থ শাস ১ তোলা, নীল ৷৷০ তোলা ও জীয়লীর আঠা ২ তোলা জলদ্বারা উত্তমরূপে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

রাতকাণারোগে—অর্থাৎ রাত্রিকালে চক্ষুতে দেখিতে না পাইলে, পানের বোঁটার রস ৭ দিন চক্ষুর ভিতরে প্রয়োগ করিবে, ২। ৩ বার প্রযোজ্য।

কোষ্ঠকাঠিন্যে ও উদরাধ্মানে। বালকদিগের হঠাৎ উদরাধ্মান বা তজ্জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হইলে, কালকাসুন্দে পাতার রস ও সরিষার তৈল একত্র ফেনাইয়া তলপেটে মালিশ করিবে, কিন্তু জ্বর থাকিলে প্রয়োগ নিষেধ। এতদ্ব্যতীত পানের বোঁটায় ক্যাষ্টর-অয়েল মাখাইয়া মল-দ্বারে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে কোষ্ঠ খোলসা হয়। এই প্রক্রিয়া জ্বরে বিজ্বরে সর্ব্বাবস্থায়ই করা যায়। ক্যাষ্টর-অয়েল ও মধু সমানভাগে মিশাইয়া বালক ও শিশুর জিহ্বায় লাগাইয়া দিলে, মিষ্টতাপ্রযুক্ত তাহারা আনন্দ-সহকারে খায়, এইরূপে বিনাক্লেশে শিশু ও বালকের বিরেচন কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী জ্বরে বিজ্বরে সর্ব্বাবস্থায় ক্যাষ্টর-অয়েল প্রয়োগ করা যায়, তবে জ্বরসত্ত্বে প্রয়োগ করিতে হইলে, জ্বরের প্রশমন অবস্থায় অর্থাৎ জ্বর কমিয়া আসিলে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রস্রাব বন্ধ হইলে—বালক ও শিশুদিগের প্রস্রাব বন্ধ হইলে, লেবুর রস ও চিনি একত্র করিয়া নাভিতে মালিশ করিবে। পাথরকুচি বা পাথর চুণার পাতার রসসহ মকরধ্বজ বা স্বর্ণসিন্দুর প্রয়োগ করিলেও অভীষ্ট ফল লাভ হইতে পারে।

লবঙ্গযোগ। বালকের প্লীহা-বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, এই যোগ জলসহ প্রাতে প্রয়োগ করিবে। প্লীহার সঙ্গে জ্বর থাকিলে, জ্বরের জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

লবঙ্গযোগ। সীজের ক্ষীর শোধন করিয়া তদ্দ্বারা লবঙ্গ-চূর্ণ তিনবার ভাবনা দিয়া প্রয়োগ করিবে। মাত্রা—১ রতি হইতে ৬ রতি অর্থাৎ এক আনা পর্য্যন্ত।

নালীঘা রো —প্রথমতঃ ৪ খানি কলার নরম পাতা লোহার শলার দ্বারা বহু ছিদ্রযুক্ত করিবে, পরে হিঞ্চাশাকের শিকড় ধুইয়া ছেচিয়া দুইখানি পাতায় রাখিয়া অপর দুইখানি পাতাদ্বারা ঢাকিয়া নালীর উপরে স্থাপন করিয়া উত্তমরূপে কাপড়দ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে, যেন বান্ধন স্থির থাকে। ঐ বন্ধন দুই দিন দুই রাত্রি অতীত হইলে খুলিয়া নিমপাতা সিদ্ধ জল দ্বারা ধৌত করিবে এবং পুনর্ব্বার ঐরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে এইরূপ উপর্য্যুপরি ২। ৩ বার ঔষধ প্রয়োগ করিলে ক্ষত শুষ্ক হয়। বরিশালের অন্তর্গত চাঁদসীর বিখ্যাত ডাক্তার ইহা প্রয়োগ করেন।

আকান্দীযোগ। হাত পা বা অন্য কোন অঙ্গ কাটিয়া গেলে আকান্দী পাতা ছেচিয়া তদ্দারা ক্ষতস্থান বান্ধিয়া রাখিলে, অতি শীঘ্র জোড়া লাগে। অস্থি ভগ্ন হইলে, আকান্দী লতা ও পাতা ছেচিয়া তদ্দারা ঐরূপ ভগ্নস্থান বান্ধিয়া রাখিলে ভগ্নাস্থি জোড়া লাগে।

নস্য। বাতিক, শ্লৈষ্মিক কিম্বা বাতশ্লৈষ্মিক শিরোরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং মস্তকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকিলে, এই দুইটি নস্য প্রয়োগ করিবে। ইহাতে হাঁচি হয় ও শ্লেষ্মা তরল হইয়া বহির্গত হইয়া থাকে।

কর্পূর সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া তাহার নস্য গ্রহণ করিবে। (১) কৃষ্ণজীরা পাতলা নেকড়ায় বান্ধিয়া পোট্‌লী করিবে এবং ঐ পোট্‌লী একটু একটু রগড়াইবে ও তাহার গন্ধ গ্রহণ করিবে। (২) ইহা স্বর্গীয় শ্যামকিশোর সেন মহাশয় প্রয়োগ করিতেন।

বকুল-বর্ত্তি। যে কোন কারণে উদরাধ্মান এবং তজ্জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হইলে, এই বর্ত্তি মল-দ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহাতে উদরাধ্মান অতি শীঘ্র প্রশমিত ও কোষ্ঠ খোলাসা হয়। ইহা আর সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য, কিন্তু শিশুদিগের পক্ষে প্রযোজ্য নহে, কারণ ইহা প্রয়োগে মল-দ্বার জ্বালা করে। ইহা বরিশালে সমধিক ব্যবহৃত।

চক্ষু উঠিলে—হাতীশুঁড়ার রস চক্ষুর ভিতরে ফোঁটা ফোঁটা দিবে। ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা অতি শীঘ্র প্রশমিত হয়। এরূপ ঔষধ চক্ষু উঠা রোগে বিরল

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা

দ্বিতীয় খণ্ড।

কাস-চিকিৎসা।

বাতিক কাসের লক্ষণ। হৃদয়, ললাটের একদেশ, মস্তক, উদর এবং পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, মুখ সর্ব্বদা শুষ্ক, বল, স্বর এবং ওজোধাতুর ক্ষীণতা, সর্ব্বদা কাসের বেগ, স্বরভঙ্গ ও শুষ্ক কাস অর্থাৎ তরল শ্লেষ্মাবিহীন থুথু নির্গমন ; এই সমস্ত বাতিক কাসের লক্ষণ।

পৈত্তিক কাসের লক্ষণ। বক্ষঃস্থলে দাহ, জ্বর ও মুখের শুষ্কতা এবং মুখের তিক্তাস্বাদ, পিপাসা, পীতবর্ণ বমন, কাসের কটু আস্বাদ এবং শরীরের পীতবর্ণতা ও দাহ ; এই সমস্ত পৈত্তিক কাসের লক্ষণ।

শ্লৈষ্মিক কাসের লক্ষণ। মুখের লিপ্ততা, শরীরের অবসন্নতা, শিরোবেদনা, শরীরে কফের আধিক্য, অরুচি, শরীরে ভারবোধ, কণ্ডু এবং কাসে পুনঃপুনঃ গাঢ় শ্লেষ্মনিঃসরণ, এই সমস্ত শ্লৈষ্মিক কাসের লক্ষণ।

ক্ষয়জ কাসের লক্ষণ। বিবিধ কারণে বক্ষঃস্থল (ফুস্ফুস্) ক্ষত হইলে বায়ু উহাকে আশ্রয় করত এই কাস উৎপাদন করে। এই কাসে প্রথমতঃ শুষ্ক (তরল শ্লেষ্মাবিহীন) থুথু নির্গত হয় ; অনন্তর রক্তমিশ্রিত কাস নির্গত, কণ্ঠদেশ শূলবিদ্ধবৎ প্রবল বেদনাযুক্ত, বক্ষঃস্থলে ভঙ্গবৎ বেদনা ও শূলদ্বারা বিদ্ধবৎ জ্ঞান, পার্শ্বাদি স্থানস্পর্শে অত্যন্ত কষ্ট, ঐসকল স্থান তাপযুক্ত বোধ ও গণ্ডস্থলে বেদনা অনুভূত হয় এবং রোগী জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও স্বরভঙ্গরোগে আক্রান্ত হয় ও কপোতের ন্যায় অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে, এই সমস্ত ক্ষতজ কাসের লক্ষণ।

ক্ষয়জ কাসের লক্ষণ। ক্ষয়কাসে রোগীর শরীরে শূল বিদ্ধবৎ

বেদনা, জ্বর, দাহ, মোহ ও বলক্ষয় জন্মে এবং ধাতুক্ষয় প্রযুক্ত রোগী দুর্ব্বল হয় ও তাহার মাংস ক্ষয় হইতে থাকে এবং কাসের সহিত পুঁয সংযুক্ত রক্ত নির্গত হয়, এই সমস্ত ক্ষয়জ কাসের লক্ষণ।

কাসের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

ক্ষীণব্যক্তিদিগের ক্ষয়জ কাস দেহনাশক, কিন্তু বলবান্ ব্যক্তির ক্ষয়কাস কদাচিৎ প্রতিকারসাধ্য, বলবান্ ব্যক্তির ক্ষতজকাসও সাধ্য। ক্ষয়জ ও ক্ষতজ কাস অল্পদিনের হইলে এবং উপযুক্ত চিকিৎসক, উপযুক্ত ঔষধ ও উপযুক্ত পরিচারক প্রযুক্ত হইলে প্রশমিত হইতে পারে।

বৃদ্ধ ব্যক্তির সকল প্রকার কাসই যাপ্য, ইহাকে জরাকাস কহে। অপরাপর বাতাদি দোষজনিত ত্রিবিধ কাস সাধ্য।

কাস চিকিৎসা-বিধি।

কাসরোগে প্রাণ ও উদান বায়ুর ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলতা লক্ষিত হয়। হৃদয়স্থিত প্রাণ নামক বায়ু বিবিধ কারণে বিপথগামী হইলে কণ্ঠদেশস্থিত উদান বায়ুর অনুগত হইয়া কণ্ঠদেশ হইতে ভগ্ন কাংস্যপাত্রের ন্যায় শব্দ উৎপাদন করে. ইহাকেই চলিত ভাষায় কাস কহে। ধূমপান, ধূলা, ব্যায়াম ও অতিদ্রুত আহার ইত্যাদি কারণে প্রাণবায়ু আহত হয়। শ্বাসগ্রহণকালে দেহমধ্যে যে বায়ু প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে প্রাণবায়ু কহে এবং প্রশ্বাসকালে শরীর হইতে উর্দ্ধগামী হইয়া যে বায়ু নির্গত হয়, তাহাকে উদানবায়ু কহে। শ্বাসপ্রশ্বাসধমনীতে শ্লেষ্মা সর্ব্বদা অবস্থিত থাকায় শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া সমাধা হয়। বিবিধ কারণে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিলে এবং শ্বাসবাহিনী ধমনীস্থিত শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলে শুষ্ককাস নির্গত হয় অর্থাৎ কাসের সহিত তরল শ্লেষ্মা নির্গত হয় না, শ্বাসপথে তরল শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকিলে কাসে অধিক পরিমাণে তরল শ্লেষ্মা নির্গত হয়। পৈত্তিক কাসে পিত্তরসমিশ্রিত শ্লেষ্মা শ্বাসবাহিনী ধমনীদ্বারা নির্গত হয়, এইজন্য মুখের তিক্ততা অনুমিত হয়। উৎকট শারীরিক পরিশ্রম অথবা অশ্বারোহণাদি বশতঃ হৃদয় আহত হইলে, আভ্যন্তরিক উষ্ণতা বশতঃ

এবং বায়ুর রুক্ষতা হেতু ঐ শ্লেষ্মা শুষ্ক হয় সুতরাং এই অবস্থায় কাসের সহিত তরল শ্লেষ্মা নির্গত হয় না; প্রথমে কাস নির্গত হয়, অনন্তর শ্বাসবহা ধমনীদ্বারা ফুসফুসস্থিত রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে।

শুক্রাদিধাতুর ক্ষয়বশতঃ অগ্নি হীনবল হইলে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা কুপিত হয়, সুতরাং ক্ষয়ী ব্যক্তির দৈহিক বিধানানুসারে সঞ্চিত রক্ত অথবা পূঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মা শ্বাসবাহিনী ধমনী দ্বারা নির্গত হয়।

ক্ষয়কাসরোগে রোগীর কাসের সহিত পূঁযসংযুক্ত যে সমস্ত কফ নির্গত হয়, তাহা দেখিতে শ্বেতাভ, হরিদ্রাভ বা পীতাভ লক্ষিত হয়। ঐ সকল পূঁযসংযুক্ত কাস জলে নিঃক্ষিপ্ত হইলে নিমজ্জিত হয়, কিন্তু সাধারণতঃ শ্লেষ্মা জলের উপর ভাসমান থাকে। ফুসফুসের স্ফোটক, প্লীহা বা যকৃতের স্ফোটক অথবা অন্যান্য যন্ত্রের বিকৃতিবশতঃ ঐ সমস্ত পূযমিশ্রিত শ্লেষ্মার ন্যুনাধিক্যতা দৃষ্ট হয়।

সাধারণতঃ বাতিক কাসে বা শ্লৈষ্মিক কাসে যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, ক্ষতজ এবং ক্ষয়জ কাসে উহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক, যেহেতু ক্ষয়জকাস উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে পরিণামে যক্ষ্মাকাসে পরিণত হয়, তখন ঐ কাস, রোগীর মারাত্মক হয়। সমস্ত কাসই দীর্ঘকাল পরে চিকিৎসার অভাবে কষ্টকর হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক কাস উপযুক্ত চিকিৎসাদ্বারা অল্প দিনে প্রশমিত হইতে পারে। বাতিক কাসে রোগী প্রবলবেগে পুনঃ পুনঃ কাসিতে থাকে, নিরন্তর কাসের বেগ বশতঃ রোগীর অত্যন্ত কষ্ট এবং স্বরভঙ্গ, পার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানে বেদনা পরিলক্ষিত হয়। শ্লৈষ্মিক কাসে রোগীর মুখ হইতে শ্লেষ্মা যথারীতি কাসের বেগকালে নির্গত হয়। পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের আস্বাদ তিক্ত হয় এবং যে সমস্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তাহা ঈষৎ কটু বোধ হয়। এই সমস্ত বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা রোগীর কাস পরীক্ষা করা যায়। জ্বর, যকৃৎ ও শোথ প্রভৃতি রোগে কাস প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, ঐ সমস্ত রোগে বাতাদির প্রকোপ অনুসারে কাসে বাতাদি দোষের আধিক্য অনেক স্থানে লক্ষিত হয়, আবার অনেক স্থলে বাতিক বা পৈত্তিকরোগেও কোন কারণে শৈত্যক্রিয়া বশতঃ তরল বা ঘন শ্লেষ্মা নির্গত হইতে দেখা যায়, সুতরাং মূলরোগের সঙ্গে তজ্জনিত

কাসে বাতাদির আধিক্য সকল স্থানে একরূপ থাকে না, সেই জন্যই কাসে দোষ বিশেষের উপর লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, নচেৎ চিকিৎসায় ফললাভ অসম্ভব।

জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ এবং অন্যান্য রোগের সঙ্গেও কাস বিদ্যমান থাকে, কখনও কখনও ঐ সমস্ত রোগ হ্রাস পাইলেও কাসের প্রবলবেগ বিদ্যমান থাকে, কখনও বা ঐ সমস্ত মূলরোগ ও কাস উভয়ই সমান ভাবে লক্ষিত হয়। যে সমস্ত রোগের সঙ্গে কাস প্রকাশ পায়, তাহাদের চিকিৎসাকালে কাসের সাধারণ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু কাস প্রবল হইলে, মুখ্যরোগের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে।

ক্ষয় ও ক্ষতজকাস অতি কঠিন, সুতরাং উহাদের চিকিৎসাকালে চিকিৎসকের বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষতজকাসে রোগীর কখনও ভারবহন বা পথপর্য্যটন করা কর্ত্তব্য নহে এবং ক্ষয়কাসাক্রান্ত ব্যক্তির স্ত্রীসহবাস, অহিতকর দ্রব্য ও বিরেচক ঔষধসেবন পরিত্যাগ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, যেহেতু সময়ান্তরে ক্ষয় ও ক্ষতজকাস অতি কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে, একারণ ঐ দুই প্রকার কাসের চিকিৎসাকালে রোগীর জ্বর, শ্বাস ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি উপদ্রব সমূহের উপর দৃষ্টিপ্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। অনেক স্থানে অন্যান্য রোগ হইতে ক্ষয়কাস উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তখন মুখ্যরোগের চিকিৎসার উপর লক্ষ্য রাখিয়া কাসের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

কাসরোগ অন্যান্য রোগের উপদ্রব রূপে এবং বিবিধ কারণে স্বয়ং উৎপন্ন হয় ও অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদান করে, সুতরাং উহাকে উপেক্ষা করা নিতান্তই মূঢ়তার কার্য্য। কাস স্বয়ং উৎপন্ন হইলে বা অন্যান্য রোগের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে, কাসের অবস্থানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

শ্লৈষ্মিক কাসে অর্থাৎ কাসের বেগকালে গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য উপসর্গ থাকিলে প্রথমতঃ কাসান্তকরস বা কাসকুঠার এবং অবস্থাভেদে শৃঙ্গারাভ্র বা অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনন্তর শ্লেষ্মা ক্রমশঃ পরিপাক হইয়া আসিলে এবং কাসের বেগ ও তৎসঙ্গে যাবতীয় উপসর্গ প্রশমিত হইলে, যথারীতি উহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে।

শ্লৈষ্মিক কাসে রোগীকে শীতল পানীয় ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য কখনও প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে।

বাতিককাস অনেক সময় অতি প্রবল হয়, উহাতে আদৌ শ্লেষ্মা নির্গত হয় না, রোগী পুনঃপুনঃ কাসের বেগ বশতঃ বক্ষঃস্থল ও পার্শ্ব বেদনায় পীড়িত হয় এবং অবস্থাবিশেষে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হয়। এই কাস অন্য রোগের সঙ্গে বা স্বয়ং প্রকাশ পাইলে, চন্দ্রামৃতরস, অমৃতার্ণবরস, পঞ্চামৃতরস বা পুরন্দরবটী এবং অবস্থাবিশেষে রোগ কঠিন ও শ্বাস প্রবল হইলে তরুণানন্দরস, নিত্যোদয়রস বা অন্যান্য বিবিধ বটিকা, চূর্ণ অথবা অবলেহ প্রয়োগ করিবে।

পৈত্তিক কাসে প্রায়শঃ জ্বরাদির হ্রাসবৃদ্ধি দৃষ্ট হয়; ঐ কাস অন্য রোগের সঙ্গে বা স্বয়ং উৎপন্ন হইলে, বিবেচনার সহিত উহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য; যেহেতু উহাতে জ্বরাদি উপসর্গ সময়ে প্রবল হইতে পারে। এই অবস্থায় রোগীকে পিত্তকাসান্তকরস ও তালীশাদ্যচূর্ণ বা সমশর্করচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ এবং অবস্থাবিশেষে চন্দ্রামৃতলৌহ ও বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

ক্ষতজ ও ক্ষয়কাস চিকিৎসাকালে ঐ সকল রোগে জ্বরাদি উপদ্রব সমূহের উপর দৃষ্টি প্রদান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ক্ষতজকাসে চন্দ্রামৃতলৌহ, শর্করাদ্যলৌহ ও বাসাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ এবং ক্ষয়জকাসে কাসলক্ষ্মীবিলাস, নিত্যোদয়রস, বসন্ততিলক, সার্ব্বভৌমরস বা কাঞ্চনাভ্র প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে এবং জ্বর প্রবল থাকিলে তজ্জন্য মহারাজবটী, বৃহৎ চূড়ামণি বা জ্বরমাতঙ্গকেশরী প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। ক্ষয়কাসরোগে রোগীর শরীরের পুষ্টিবিধানার্থ মকরধ্বজবটী এবং জ্বর নিবৃত্ত হইলে, চ্যবনপ্রাশ ব্যবস্থা করিবে। কাসরোগে প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে, তজ্জন্য প্লীহা ও যকৃৎ নিবারক ঔষধসকল প্রদান করিবে, কিন্তু ঐসকল ঔষধ তীব্রবিরেচক না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কাসরোগে শোথ ও উদরাময় প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, ঐ রোগ প্রায়শঃ প্রাণনাশক হয়, তখন সাধারণ চিকিৎসাদ্বারা উপকার লাভ অতীব কঠিন হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় শোথ চিকিৎসার নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ লবণ ও জল বন্ধ করিয়া স্বর্ণপর্পটী বা বিজয়পর্পটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে।

কাসরোগে সাধারণতঃ উপদ্রবসমূহ নষ্ট হইলে এবং রোগীর অগ্নিবল প্রবল থাকিলে, শারীরিক বলরক্ষার্থ কৃশব্যক্তিকে দশমূলঘৃত বা দশমূলষট্পলকঘৃত প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে, এই সকল ঘৃত ক্ষয়জন্য কাসেই

সমধিক উপকারী। রোগীর গাত্রে বাসাচন্দনাদিতৈল বা চন্দনাদিতৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। বাসাচন্দনাদিতৈল দুগ্ধের সহিত অবস্থানুসারে পান করাইলেও উপকার হয়। এই তৈল কোষ্ঠবদ্ধতা ও শ্বাসের ঈষৎ প্রকোপ থাকিলে অথবা শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে পান করিতে দিবে।

কাসরোগ পুরাতন হইলে অত্যন্ত কষ্টপ্রদ হয়। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক কাস এবং ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসরোগ পুরাতন হইলে, রোগীর শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হয়; পরন্তু ঐ অবস্থায় কাসের সহিত জ্বরভাব ও শ্লেষ্মনিঃসরণ, কাহারওবা কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হয় এবং ক্ষয়কাসাদিরোগে কাহারওবা রক্ত নির্গত হইতে দেখা যায়; অতএব এই অবস্থায় যাহাতে শরীরের ধাতুপুষ্টি ও দোষের শমতা হয়, এমত ধাতুপোষক ও দোষপ্রশমক ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

পুরাতন কাসে শ্লেষ্মার অত্যধিক নিঃসরণ ও তৎসঙ্গে দোষভেদে জ্বরভাব লক্ষিত হয় ও রাত্রিতে গাঢ় শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে দেখা যায়, এমত অবস্থায় পুষ্পায়ুধরস, সার্ব্বভৌমরস, বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র বা বসন্ততিলক প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক রোগীর বয়ঃক্রমানুসারে সেবন করিতে দিবে এবং জ্বরে সময় সময় সর্দ্দি, মাথাভার প্রভৃতি লক্ষণসকল বিদ্যমান থাকিলে তন্নিবারণার্থ বিবিধ ঔষধ অর্থাৎ জ্বরাধিকারোক্ত বৃহৎ চূড়ামণি, সার্ব্বভৌম-রস, শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, সর্ব্বতোভদ্ররস বা মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি অনুপান-ভেদে ব্যবস্থা করিবে, ইহাতে জ্বর এবং শ্লেষ্মা উভয়ই বিনষ্ট হয়। যকৃতের বৃদ্ধিবশতঃ কাসের প্রকোপ লক্ষিত হইলে যকৃৎ নিবারক ঔষধ দোষভেদে প্রদান করিবে। ঐ অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং কাসের শুষ্কতা বা শ্বাসের প্রবলতা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, মৃদুবিরেচক ও যকৃৎ নাশক, মাণকাদিগুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা ও অভয়ালবণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে যকৃৎনিবারক তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধসকল কখনও প্রদান করিবে না।

বাতিক কাসের পুরাতন অবস্থায় নিরন্তর কাসের বেগবশতঃ পুনঃপুনঃ শ্লেষ্মাবিহীন থুথুমাত্র নির্গত হইলে, রোগীকে তরুণানন্দরস, নিত্যোদয়রস, কাসলক্ষ্মীবিলাসরস বা কণ্টকার্য্যবলেহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে প্রদান

করিবে, ঐ সমস্ত ঔষধে, জ্বরেরবেগও নিবৃত্ত হয়। জ্বরের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে জ্বরাধিকারোক্ত জ্বরাশনিলৌহ, জ্বরারিঅভ্র বা বৃহৎ চূড়ামণি প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে প্রদান করিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় বাসাচন্দনাদিতৈল বা চন্দনাদিতৈল প্রয়োগে প্রায়শঃ উপকার পাওয়া যায়।

পৈত্তিক কাস পুরাতন হইলে কাসলক্ষ্মীবিলাস, দশমূলষট্পলক ঘৃত ও চন্দ্রামৃত লৌহ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে। ঐ সকল ব্যক্তির প্রায়শঃ জ্বর হইলে, তদ্দ্বারা শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইতে থাকে; অতএব যাহাতে জ্বর নিবৃত্ত হয় অথচ কৃশতা উপস্থিত হইতে না পারে, তাদৃশ ঔষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদীয় একই ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অনুপান বিশেষে প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা নানা উপসর্গের প্রতীকার হয়, সুতরাং ঐ অবস্থায় জ্বরাধিকারোক্ত জ্বরাশনিলৌহ, মহারাজবটী, বৃহৎবিষমজ্বরারিরস বা পুটপক্ক বিষমজ্বরান্তক-লৌহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করিলেই উদ্দেশ্যসিদ্ধ হইতে পারে।

ক্ষতজ ও ক্ষয়কাস দীর্ঘকালজাত হইলে জ্বরাদি উপদ্রব সহকারে অত্যন্ত কষ্টকর হয়, পরন্তু উহারা যক্ষ্মাকাসে পরিণত হইয়া থাকে, সুতরাং ক্ষয়কাস ও ক্ষতজকাস দীর্ঘকালজাত এবং রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে কাস নিবারক অথচ পুষ্টিজনক ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ প্রদান করিবে এবং তৎসঙ্গে ছাগমাংসযূষ বা কুক্কুটযূষ পথ্য প্রদান করিবে। ঐ অবস্থায় শ্লেষ্মা ও তৎসঙ্গে রক্তাদি অধিক নির্গত হইলে, কাঞ্চনাভ্র, সার্ব্বভৌমরস, নিত্যোদয়রস, বসন্ততিলক বা বৃহৎ বাসাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে, কাসের সঙ্গে রক্ত নির্গত হইলে, বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড, বৃহৎ বাসাবলেহ বা শর্করাদ্যলৌহ প্রভৃতি যক্ষ্মারোগে বক্ষ্যমান ঔষধ সেবন করাইবে। রোগীর জ্বর বিদ্যমান থাকিলে তাহার প্রতীকার করা বিশেষ আবশ্যক। জ্বরাধিকারোক্ত মহারাজবটী, জ্বরমাতঙ্গকেশরী বা বৃহৎ চূড়ামণিরস প্রভৃতি ঔষধ কাসের পুরাতন অবস্থায় জ্বরবিনাশার্থ প্রদান করা যায়।

জরাকাস অর্থাৎ বার্দ্ধক্যজনিত কাস অতি কষ্টকর, ইহা একেবারে নিবৃত্ত হয় না, বিবিধ ঔষধ প্রয়োগে যাপ্য থাকে, কিন্তু সামান্য অহিতাচরণ বশতঃ পুনরায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনেকের ঐ কাসের সহিত জ্বর বিদ্যমান থাকে, এমত অবস্থায় বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া রোগীকে ঔষধ এবং

পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান বিশেষ আবশ্যক। জ্বরের হ্রাসবৃদ্ধি এবং বাতাদিদোষ বিশেষের প্রবলতা বিবেচনা করিয়া জ্বরঘ্ন ঔষধ এবং পুরাতনকাস ও ক্ষয়কাস-রোগে নির্দ্দিষ্ট ঔষধসমূহ যথা—সার্ব্বভৌমরস, শৃঙ্গারাভ্র, বসন্ততিলক, পুষ্পায়ুধ-রস, নিত্যোদয়রস, কণ্টকার্য্যাদি অবলেহ, দশমূলষট্পলকঘৃত, ছাগলাদ্যঘৃত বা চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। বার্দ্ধক্যজনিত কাসরোগে বল ও পুষ্টিকর ঔষধসমূহ ও পথ্যপ্রয়োগ বিশেষ আবশ্যক, কিন্তু জ্বরসত্বে কোনপ্রকার ঘৃত বা চ্যবনপ্রাশ ব্যবস্থেয় নহে।

সমস্ত কাসরোগে ধূমপান, শারীরিক কঠোর পরিশ্রম ও রুক্ষান্ন সেবন প্রভৃতি পরিত্যাগ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

কাসরোগে—ঔষধ।

পঞ্চমূল্যাদিক্বাথ। বাতজ কাসরোগে কাস শুষ্ক হইলে এবং রোগীর পার্শ্বদ্বয়ে ও মস্তকে বেদনা এবং স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া উহাতে পিপুলচূর্ণ ৵০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ক্বাথ বাতজকাসে অত্যন্ত উপকারী; জ্বর বিদ্যমানেও প্রয়োগ করা যায় এবং উপকার হয়।

পঞ্চমূল্যাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহৌষধাদিলেহ। বাতজকাসরোগে কাস শুষ্ক হইলে এবং রোগীর পার্শ্বে, মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে তিলতৈলের সহিত চাটিয়া সেবন করিতে দিবে।

মহৌষধাদিলেহ। শুঁঠ, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দ্রাক্ষা, শঠীবপালো ও ইক্ষুচিনি; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা বা ।০ আনা।

বৃহত্যাদিক্বাথ। পৈত্তিককাসে মুখের তিক্তাস্বাদ, জ্বর ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ক্বাথ সিদ্ধ করত উহাতে ইক্ষুচিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বৃহত্যাদি ক্বাথ। বৃহতী, কণ্টকারী, কিসমিস, বাসক, শঠী, বালা, শুঁঠ ও পিপুল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বলাদ্যক্বাথ। পৈত্তিককাসে রোগীর জ্বর, মুখের তিক্ততা, কাসের

বেগবশতঃ বমন ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই কাথ সিদ্ধকরত উহাতে ইক্ষুচিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বলাদ্যকাথ। বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টকারী, বাসকছাল ও কিসমিস; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

দ্রাক্ষাদ্যবলেহ। পৈত্তিককাসে কফের অনুবন্ধ দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ কাসে গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত এবং দেহের গুরুতাবোধ হইলে, বিশেষতঃ রোগীর মুখ তিক্ত ও পুনঃপুনঃ কাসের বেগবশতঃ বমন হইলে, এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে।

দ্রাক্ষাদ্যবলেহ। কিসমিস, আমলকী, পিণ্ডীখর্জ্জুর, পিপুল ও মরিচচূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে; মাত্রা ৵৹ আনা হইতে ।৹ আনা।

শট্যাদিযোগ। পৈত্তিককাসে মুখের তিক্ততা, কাসের বেগবশতঃ বমন এবং দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ঘৃতের সহিত সেবন করিতে দিবে।

শট্যাদিযোগ। শটী, বালা, কণ্টকারী, ইক্ষুচিনি ও শুঁঠ সমভাগে লইয়া জলে পেষণ করতঃ উহাতে জলমিশ্রিত করিয়া বস্ত্রখণ্ডে ছাকিয়া লইবে।

দশমূলকাথ। কফজকাসে রোগীর মাথায় বেদনা, দেহে ভারবোধ, আহারে অরুচি ও মুখ হইতে ঘনশ্লেষ্মা নির্গত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও পার্শ্বে বেদনা অনুভূত হইলে, এই কাথে পিপুলচূর্ণ ৵৹ আনা বা ।৹ আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দশমূলকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুষ্করাদিকাথ। কফজ কাসরোগে রোগীর মাথায় ভার, আহারে অরুচি ও শরীর ভারবোধ এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই কাথ তাহাকে প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে। জ্বরে কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলেও এই কাথ সেবন করান যায়।

পুষ্করাদি কাথ। কুড়, কট্‌ফল, বামনহাটী, শুঁঠ ও পিপুল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ককুভাদ্যযোগ। ক্ষতজকাস বা ক্ষয়কাসরোগে রোগীর কাসের সহিত পূয সংযুক্ত রক্ত অথবা কেবল রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

ককুভাদ্য যোগ। অর্জ্জুনছাল চূর্ণ করিয়া তাহাকে বাসকরসদ্বারা ৭ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা /০ আনা বা ৶০ আনা।

পিপ্পল্যাদ্য চূর্ণ। কাসে কেবল শ্লেষ্মা নির্গত হইলে অথবা রোগীর শ্বাসবেগ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চাটিয়া সেবন করিতে দিবে।

পিপ্পল্যাদ্য চূর্ণ। পিপুল, পদ্মকাঠ, কিসমিস ও বৃহতীফল; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৶০ আনা।

মরিচাদ্য চূর্ণ। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক কাসের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে অথবা ক্ষতজ ও ক্ষয়কাসে রোগীর মুখ হইতে রক্ত বা পূঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কাসের সহিত জ্বরাদি অনুগত হইলেও সেবন করান যায়।

মরিচাদ্য চূর্ণ। মরিচ চূর্ণ ২ তোলা, পিপুল চূর্ণ ১ তোলা, অম্লদাড়িমবীজ চূর্ণ ৮ তোলা, পুরাতন গুড় ১৬ তোলা এবং যবক্ষার ১ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া মর্দ্দন কবিবে। মাত্রা /০ আনা।

এলাদিচূর্ণ। পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের তিক্ততা, কাসের বেগবশতঃ বমন ও জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে অথবা ক্ষতজ ও ক্ষয়কাসে রোগীর মুখ হইতে কেবল রক্ত বা পূঁযমিশ্রিত রক্ত নির্গত হইলে, এই চূর্ণ উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা রক্তপিত্তরোগে এবং যক্ষ্মারোগেও ব্যবস্থা কবা যাইতে পারে।

এলাদি চূর্ণ। এলাইচ ১ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, নাগেশ্বর ৩ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, সোহাগার খৈ ৫ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৬ তোলা এবং ইক্ষুচিনি ২১ তোলা; সমুদয় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /০ আনা বা ৶০ আনা।

সমশর্করচূর্ণ। কাসরোগীর গাত্রবেদনা, পার্শ্ববেদনা, জ্বর, মুখের তিক্ততা, দাহ এবং ঘনশ্লেষ্মা উদ্গীরণ অথবা কাসের বেগবশতঃ বমন

প্রভৃতি পৈত্তিক এবং শ্লৈষ্মিক কাসের লক্ষণসকল দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ জল-সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক; কাসরোগে অগ্নিমান্দ্য এবং উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে ব্যবহৃত হয়। অনুপান—উষ্ণ জল।

সমশর্করচূর্ণ। লবঙ্গ ২ তোলা, জাতীফল ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা এবং শুঁঠ ৩২ তোলা এই সমুদয় চূর্ণের সমান ইক্ষুচিনি একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা।

তালীশাদ্য চূর্ণ। পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের তিক্ততা, জ্বর, হৃদয়ে দাহ বা কাসের নিরন্তর বেগ বশতঃ বমন এবং শরীর ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে কাসের বেগকালে জলসহ সেবন করিতে দিবে। কাসের প্রবলতাবশতঃ শ্বাস ও অরুচি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এবং উদরাময়, হৃদ্রোগ ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগেও ইহা সেবন করান যায়।

তালীশাদ্য চূর্ণ। তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, দারুচিনি ॥০ তোলা, ছোট এলাইচ ॥০ তোলা ও ইক্ষুচিনি ৩২ তোলা; এই সমুদয় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /০ আনা বা ৵০ আনা। ইহা বালক এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিকে অর্দ্ধমাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

মনঃশিলাদ্য ধূম। রোগীর নিরন্তর কাস উপস্থিত হইলে এবং কাসের বেগ বশতঃ শ্বাস, বমন ও জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ধূম পান করিতে দিবে এবং ধূম পানান্তে ইক্ষুগুড় মিশ্রিত দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অল্প বয়স্ক বালকদিগকে সেবন করাইবে না।

মনঃশিলাদ্য ধূম। মনঃশিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী; মুথা ও ইঙ্গুদী বৃক্ষের ছাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগীমূত্রে মর্দ্দনকরতঃ উহা দ্বারা একখানা বস্ত্র রঞ্জিত করিবে, অনন্তর ঐ বস্ত্র দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া একটী শরায় স্থাপিত কুলকাষ্ঠের প্রদীপ্ত অগ্নির উপর রাখিবে এবং ছিদ্র বিশিষ্ট অপর শরাদ্বারা উহা আবৃত করিবে; এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা ঐ শরার ছিদ্র হইতে যে ধূম বাহির হইবে, তাহা একটী নল দ্বারা টানিতে দিবে।

মনঃশিলা ধূম। রোগীর কাসের প্রবল বেগ প্রকাশ পাইলে এবং কাসের বেগ বশতঃ বমন ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তাহাকে এই ধূম পান করাইয়া গোদুগ্ধ পান করিতে দিবে।

মনঃশিলা ধূম। মনঃশিলা জলে ঘর্ষণ করিয়া উহা কুলের পাতায় মাখিবে, এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কুটিয়া উহার ধূম পান করাইবে।

অগস্ত্যহরীতকী। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক কাসের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, বিশেষতঃ রোগীর জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা ও কাসের প্রকোপ বশতঃ শ্বাস, হৃদয়ে বেদনা, কাসের প্রবল বেগ ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, দীর্ঘকালব্যাপী কাসে শীর্ণদেহ ব্যক্তির পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন। হৃদ্রোগ ও শ্বাসকাসে এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

অগস্ত্যহরীতকী। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, আলকুশীবীজ, শঙ্খপুষ্পী, শটী, বেড়েলা, গজপিপ্পলী, আপাঙ্, পিপুলমূল, রক্তচিতা, বামনহাটী ও কুড়; ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা, পুট্টলীবদ্ধ যবধান /৮ সের, হরীতকী ১০০টা; এই সমস্ত ২ মণ জলে পাক করিবে, ২০ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইয়া, ঐ হরীতকীগুলি, ঘৃত ১ সের ও তিল তৈল ১ সের দ্বারা যথাক্রমে ভাজিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্বাথে মিশ্রিত করিবে এবং উহাতে পুরাতন গুড় ১২॥০সের প্রদান করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করত ঘনীভূত হইলে, অগ্নি হইতে নামাইয়া উহাতে পিপুলচূর্ণ অর্দ্ধসের প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে মধু ১ সের মিশাইবে। মাত্রা ॥০ তোলা ও হরীতকী ১টা।

কণ্টকার্য্যাদি অবলেহ। বাতিক কাসে রোগীর অল্পজ্বর, কাস বা শ্লেষ্মা বিহীন থুথু উদ্গীরণ ও কাসের প্রকোপজন্য পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে এবং ঐ কাস দীর্ঘকালব্যাপী হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে; বিশেষতঃ কাসের প্রকোপবশতঃ শ্বাস প্রবল হইলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী। প্রতমক শ্বাস, কাস ও হিক্কা প্রভৃতি রোগেও, এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অনুপান—উষ্ণজল।

কণ্টকার্য্যাদি অবলেহ। কণ্টকারী ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাকিয়া লইয়া ঐ ক্বাথ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে; অনন্তর ক্বাথ গাঢ় হইলে অগ্নি হইতে পাত্র অবতরণ করিয়া গুলঞ্চের পালো, চই, রক্তচিতা, মুথা, কাকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা, বামনহাটী, রাস্না ও শটী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, ইক্ষুচিনি ২॥০ সের

(১৬০ তোলা) এবং ঘৃত ও তিলতৈল প্রত্যেকে ৬৪ তোলা, মধু ৩২ তোলা ও বংশলোচন ৩২ তোলা, উহাতে প্রদান করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

বাসাবলেহ। ক্ষতজকাসে বা ক্ষয়কাসে রোগীর কাসের সঙ্গে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ বা বিশুদ্ধ রক্ত নির্গত অথবা কেবলমাত্র মুখ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইলে এবং পার্শ্বে ও হৃদয়ে বেদনা, জ্বর ও হৃদয়ে দাহ প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রযোজ্য। বাতশ্লেষ্মপ্রধান কাসরোগে কাসের বেগ-বশতঃ শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে রক্ত নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে অথবা শ্বাসকাসরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণজল।

বাসাবলেহ। বাসকপত্রের স্বরস ৪ সের, মৃদু অগ্নিতে কিছুক্ষণ পাক করিয়া উহাতে ইক্ষুচিনি ১ সের প্রদান করত, পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিয়া পাক করিবে, উভয় মিশ্রিত হইয়া গাঢ় হইলে, উহাতে ঘৃত ১৬ তোলা ও পিপুল চূর্ণ ১৬ তোলা যথাক্রমে প্রদান করিয়া আলোড়ন করত পাত্র নামাইবে এবং শীতল হইলে মধু ১ সের উহাতে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা বা ॥০ আনা।

কাসান্তকরস। শ্লৈষ্মিক কাসরোগে রোগীর গাঢ় বা তরল শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং অল্পদিন সমুৎপন্ন বাতিক কাসে রোগীর হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও উৎকাসি দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কাসের সহিত জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হয়। অনুপান—পানেররস ও মধু অথবা আদাররস ও সৈন্ধবলবণ।

কাসান্তকরস। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাসকুঠার। শ্লৈষ্মিক কাসরোগে গাঢ় বা তরলশ্লেষ্মা মুখ হইতে নির্গত হইলে বা বাতিক কাস অল্পদিন হইতে প্রকাশ পাইলে এবং ঐ কাসের প্রকোপবশতঃ বক্ষঃস্থল, পার্শ্বদেশ ও মস্তকে বেদনা এবং জ্বর অনুভূত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদাররস ও সৈন্ধবলবণ বা তুলসীপাতাররস ও সৈন্ধবলবণ।

কাসকুঠার। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতার্ণবরস। বাতিককাসে রোগীর নিরন্তর কাসের বেগ অথচ শ্লেষ্মাবিহীন থুতুমাত্র নির্গত হইলে এবং রোগীর কাসের বেগবশতঃ হৃদয়, পার্শ্ব ও মস্তক প্রভৃতি স্থানে বেদনা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে মধুসহ সেবন করিতে দিবে। কাসের সঙ্গে জ্বর থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

অমৃতার্ণবরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগার খৈ, রাস্না, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, রক্তচিতা, পদ্মগুলঞ্চের পালো, পদ্মকাষ্ঠ, মধু ও বিষ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

পঞ্চামৃত রস। বাতিক কাসে রোগীর নিরন্তর কাসের বেগ এবং শ্লেষ্মবিহীন থুতুমাত্র নির্গত হইলে ও কাসের বেগবশতঃ হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। কাসের বেগবশতঃ শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলেও, ইহা সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—বহেড়াঘসা ও মধু।

পঞ্চামৃত রস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা, মরিচ ১০ তোলা, অভ্র ৪ তোলা ও বিষ ১ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া লেবুর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

পুরন্দরবটী। বাতিক কাসে রোগীর প্রবল কাসের বেগ অথচ শ্লেষ্মা উদ্গীরণ না হইলে এবং হৃদয়ে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা ও কাসের বেগবশতঃ শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে আদাররস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

পুরন্দর বটী: পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা এবং শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা একত্র ছাগী দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ছাগীদুগ্ধে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

চন্দ্রামৃত রস। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক কাসে রোগীর নিরন্তর কাসের বেগ অথচ গাঢ় বা তরল শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে এবং মুখের তিক্ততা, তৃষ্ণা ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যাহাদের কাসের প্রকোপবশতঃ হৃদয়ে এবং

বক্ষঃস্থলে বেদনা ও কাসের সঙ্গে রক্ত নির্গত ও শ্বাস লক্ষিত হয়, তাহাদিগকেও ইহা সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—পানের রস ও মধু বা বাসক পাতার রস ও মধু অথবা পিপুলচূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও সৈন্ধবলবণ।

চন্দ্রামৃত রস। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাসসংহারভৈরব রস। বাতিককাসে রোগীর শ্লেষ্মাবিহীন থুথু উদ্গীরণ হইলে এবং কাসের প্রকোপ বশতঃ শ্বাসের প্রবলতা, জীর্ণজ্বর ও হৃদয়, পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের তিক্ততা, পিপাসা ও অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ ঐ কাস দীর্ঘকালোৎপন্ন হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।—অনুপান—বাসক, শুঁঠ, ও কণ্টকারী প্রত্যেকে দশ আনা লইয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করত ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ।

কাসসংহারভৈরব রস। পারদ, গন্ধক, অমৃতীকরণবিধান অনুসারে তাম্রভস্ম, অভ্র, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ, লৌহ, মরিচ, কুড়, তালীশপত্র, জাতীফল ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা একত্র মর্দ্দন করতঃ থুলকুড়ি, কেশুর্ত্যা, নিসিন্দা, কাকমাচী, ঘলৃষসিয়া, শালপাণী, গীমা, বামনহাটী, হরীতকী ও বাসক; ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা যথাক্রমে ভাবনা দিবে। বটী ৫ রতি।

পিত্তকাসান্তক রস। পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের তিক্ততা, জ্বর ও পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, তাহাকে এই ঔষধ বাসক পত্রের রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য ও কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ থাকিলে তাহাও নষ্ট হয়।

পিত্তকাসান্তক রস। অমৃতীকরণবিধি অনুসারে তাম্রভস্ম, অভ্র ও কান্তলৌহ সমভাগে লইয়া কালকাসুন্দেছালের রস, বকপুষ্প ও অম্লবেতসের রসে যথাক্রমে ১ দিন মর্দ্দন করিবে। বটী ৬ রতি।

চন্দ্রামৃতলৌহ। পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের তিক্ততা বিশেষতঃ পিপাসা ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এবং ক্ষতজ কাসরোগে বাতপিত্তাধিক্য রোগীর রক্তবমন ও অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ

তাহাকে বাসকপাতার রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। রক্তবমন হইলে কচি দূর্ব্বার রস ও মধু সহ প্রযোজ্য।

চন্দ্রামৃত লৌহ। শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ধনে, চই, জীরা, ও সৈন্ধবলবণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং মনঃশিলা দ্বারা জারিত লৌহ সর্ব্ব সমান; সমস্ত একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও ক্ষতজনিতকাসে রোগীর জীর্ণজ্বর, দাহ, পিপাসা মুখশোষ, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাসের প্রবলতা এবং হৃদয়ে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, বিশেষতঃ রোগীর কাস দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে আদার রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনকালে ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জনাদি সেব্য।

বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা। পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বিষ, মনঃশিলা, যবক্ষার, সাজিমাটী, সোহাগার খৈ, ধুস্তূরবীজ ও মরিচ; এই সমুদয় সমভাগে একত্র মিশ্রিত করতঃ জয়ন্তী, চিতামূল, মান, ঘেঁটকোল, থুলকুড়ি, সিদ্ধিপত্র, কেশুর্ত্তা, ভৃঙ্গরাজ, আদা ও নিসিন্দাপাতা; ইহাদের প্রত্যেকের রসে যথাক্রমে ভাবনা দিবে। বটী—মটর প্রমাণ।

শৃঙ্গারাভ্র ও সার্ব্বভৌম রস। শ্লৈষ্মিক কাসে, পৈত্তিক কাসে ও ক্ষয়কাসে রোগীর গাঢ় শ্লেষ্মা অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত এবং মুখের স্বাদ মধুর বা তিক্ত বোধ হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। কাসের প্রকোপকালে রোগীর জ্বর, পার্শ্বশূল, হৃৎশূল ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও ইহা সেবন করান যাইতে পারে। যাহাদের কাসরোগে অগ্নি দুর্ব্বল এবং মুখ হইতে দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত, বমন ও শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকেও এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত বলবর্দ্ধক, যক্ষ্মারোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই ঔষধ সেবনে শ্লেষ্মা ক্রমশঃ পরিপাক হইতে থাকে ও কাসের বেগ হ্রাস হইয়া আইসে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান কাসরোগীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—আদার রস ও মধু বা পানের রস ও মধু অথবা বাসক পত্রের রস ও মধু।

শৃঙ্গারাভ্র ও সার্ব্বভৌমরস। অভ্র ১৬ তোলা এবং কর্পূর, জয়িত্রী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপাতা, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, কুড় ও ধাইফুল; ইহাদের প্রত্যেকে ॥০ তোলা; হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকে।০ আনা; এলাইচ, জায়ফল ও গন্ধক; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, পারদ ॥০ তোলা; এই সমুদয় দ্রব্যের চূর্ণ মিলিত করিয়া জলে পেষণ করিবে। বটী ২ রতি।

স্বর্ণভস্ম ১ তোলা পরিমাণে লইয়া উক্ত শৃঙ্গারাভ্রোক্ত অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করত জলে মর্দ্দন করিলে তাহাকে সার্ব্বভৌমরস কহে। বটী ২ রতি।

কাসলক্ষ্মীবিলাস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও ক্ষয়কাসে রোগীর জ্বর, হৃদয় ও পার্শ্বে বেদনা, শরীরের অত্যন্ত কৃশতা, পুনঃ পুনঃ কাসের প্রকোপ বশতঃ শ্বাসের প্রবলতা বা মুখ হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা নিঃসরণ, মুখের তিক্ততা, দেহের পাণ্ডুতা, প্রমেহদোষ অথবা হস্ত বা পদাদি স্থানে শোথ প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনকালে শাক, অম্লদ্রব্য এবং ভাজা-দ্রব্য ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। পুষ্টিকর-দ্রব্য অর্থাৎ দুগ্ধ ও মাংসযূষ প্রভৃতি অবস্থাভেদে রোগীকে ব্যবস্থা করা উচিত। কাসরোগে জীর্ণদেহ ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করিলে, বিশেষ উপকার হয়। অনুপান—শীতল জল।

কাসলক্ষ্মীবিলাস। বঙ্গ, লৌহ, অভ্র, অমৃতীকরণ নিয়মানুসারে তাম্রভস্ম, কাঁসা, পারদ, গন্ধক ও হরিতাল; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং খর্পর ৪ তোলা; এই সমুদয় একত্র করত কেশুর্ত্তারসে ও কুলথকলায়ের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া পরে উহার সহিত এলাইচ, জাতীফল, তেজপাতা, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তগরপাদুকা, দারুচিনি ও বংশলোচন; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া পুনরায় কেশুর্ত্তে ও কুলথকলায়ের ক্বাথে মর্দ্দন করিবে। বটী বুট প্রমাণ।

বিজয়ভৈরবরস। কাসরোগে রোগীর শ্বাসের প্রবলতা ও কোষ্ঠ-কাঠিন্য দৃষ্ট হইলে এবং হৃদয়, পার্শ্ব অথবা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা প্রকাশ পাইলে সবল রোগীকে এই ঔষধ প্রদান করিবে। কাসের সহিত জ্বর, প্লীহা বা যকৃৎ-বৃদ্ধি ও পাণ্ডুতা প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসরোগীকে এই ঔষধ কদাপি প্রদান করিবে না। অনুপান—আদার রস ও মধু।

বিজয়ভৈরবরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র, হরিতাল, বিড়ঙ্গ, রেণুকা, মুথা,

এলাইচ, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিতা এবং শোধিত জৈপাল বীজ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা এবং পুরাতন গুড় ২ তোলা একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

জয়াগুড়িকা। কাসরোগে শ্বাসের প্রবলতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দৃষ্ট হইলে এবং জীর্ণজ্বর, প্রমেহদোষ ও গাত্র-বেদনা প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পুরাতন সূতিকারোগে কাস দৃষ্ট হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়। কাসরোগে পাণ্ডুতা, কামলা, অরুচি, হৃদয়ে বেদনা এবং প্লীহা বা যকৃৎ-বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে,এই ঔষধ প্রয়োগে যথেষ্ট উপকার হয়। ইহা দুর্ব্বল, ক্ষতজ ও ক্ষয়কাসাক্রান্ত ব্যক্তিকে কখনও সেবন করাইবেনা। অনুপান—আদার রস ও মধু।

জয়াগুড়িকা। পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, কুড়চিছাল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, মুথা, এলাইচ, পিপুলমূল, রেণুকা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিতা ও শোধিত জৈপাল বীজ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ, পুরাতন গুড় ২ ভাগ; এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

পুষ্পায়ুধরস। শ্লৈষ্মিক কাসরোগে রোগীর মুখ হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা অত্যধিক নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে তাঁহার জ্বর, হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও শরীরের কৃশতা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে শ্লেষ্মা শীঘ্রই পরিপাক হয় এবং জ্বর ও কাসের বেগ হ্রাস পায়; সুতরাং কাসের অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক। শ্বাসের প্রকোপ থাকিলে সেবন করাইবে না। অনুপান—পানের রস ও মধু।

পুষ্পায়ুধরস। স্বর্ণসিন্দূর, অভ্র, লবঙ্গ, কর্পূর, জাতীফল ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং ছোট এলাইচ ১ তোলা ও কস্তুরী অর্দ্ধ তোলা; এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১০ রতি।

কাঞ্চনাভ্ররস। ক্ষয়কাসরোগে রোগীর পূঁয বা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা বা কেবলমাত্র শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং রোগীর হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, প্রবল জ্বর ও প্রমেহদোষ অর্থাৎ শুক্রক্ষরণ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বল ও পুষ্টিজনক। এই ঔষধ যক্ষ্মাকাসে ব্যবহৃত হয়, পৈত্তিক ও

শ্লৈষ্মিক কাসে রোগীর প্রবল জ্বর ও শরীরের কৃশতা বিদ্যমান থাকিলে, ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়।

কাঞ্চনাভ্র রস। স্বর্ণ, স্বর্ণসিন্দূর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, হরীতকী, রৌপ্য, কস্তুরী ও মনঃশিলা; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

তরুণানন্দরস। বাতিক, পৈত্তিক, ক্ষয় ও ক্ষতজকাসে রোগীর শরীর অতিকৃশ হইলে এবং কাসের বেগ বশতঃ শ্বাসের প্রকোপ, তৎসঙ্গে জীর্ণজ্বর এবং স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বাতিক কাসে মুখ হইতে শ্লেষ্মাবিহীন থুথু ও ক্ষয়কাসে রক্ত বা পূঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কাসের সঙ্গে অরুচি, কামলা এবং হস্ত ও পদাদিতে শোথ প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। পুরাতন কাসে ইহা অতি উপকারী। শ্বাসকাসরোগেও ইহা প্রয়োগে অনেক স্থলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

তরুণানন্দরস। প্রস্তুতবিধি ২১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নিত্যোদয় রস। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিককাস দীর্ঘকালব্যাপী হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, অরুচি বা প্রমেহ প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, অথবা ক্ষয়কাসে বা রাজযক্ষ্মারোগে ঐ সমস্ত লক্ষণ থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কাসের প্রকোপ বশতঃ হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং স্বরভঙ্গ প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ পুরাতন কাসের সহিত জীর্ণজ্বর, প্রমেহ, পাণ্ডু অথবা কামলা-দোষ থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ইহা পুষ্টি ও বলবর্দ্ধক। অনুপান—শ্লেষ্মা তরল থাকিলে পিপুলচূর্ণ ও মধু। শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলে ও শ্বাসের প্রবলতা থাকিলে, বাবুই তুলসীপাতার রস ও সৈন্ধবলবণ। কাসের সহিত রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, বাসক পাতার রস ও মধু।

নিত্যোদয়রস। শোধিত পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া যথানিয়মে কজ্জলী করিবে; অনন্তর ঐ কজ্জলী ৪ তোলা লইয়া উহাকে বিল্বছাল, গণিয়ারী, শোণাছাল, গাম্ভারী, পারুল, বেড়েলা, মুথা, পুনর্ণবা, আমলকী, বৃহতী, বাসক, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলী, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা রস (অভাবে কাথ) দ্বারা ভাবনা দিবে, তৎপরে উহার সহিত স্বর্ণ ॥০ আনা, রৌপ্য ॥০ আনা, স্বর্ণমাক্ষিক ॥০ আনা, অভ্র ৮ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা এবং জাতীফল, জয়িত্রী, জটামাংসী, তালীশপত্র, ছোট এলাইচ ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা

মিশ্রিত করিয়া বাসকপত্র রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পুনরায় ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বসন্ততিলক রস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, ক্ষয় অথবা ক্ষতজকাসে রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে. এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পূঁয বা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা অথবা অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হইলে কিম্বা কাসের সহিত শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে কাস দীর্ঘকাল ব্যাপী ও রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, ঐ সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত রোগীকে এই ঔষধ শরীরের বলরক্ষার্থ সেবন করান আবশ্যক। ইহাতে শারীরিকবল-বৃদ্ধি পায়। শ্লেষ্মাধিক বা বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির হৃদ্রোগে, প্রতমক শ্বাসরোগে (হাঁপিতে) এবং পুরাতন কাসের সঙ্গে জ্বর ও প্রমেহদোষ থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—বাসক পাতার রস ও মধু।

বসন্ততিলকরস। স্বর্ণ ১ তোলা, অভ্র ২তোলা, লৌহ ৩ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ৪ তোলা, বঙ্গ-২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা এবং প্রবাল ৪ তোলা ; এই সমুদয় একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক গোক্ষুর ক্বাথ, বাসকপত্ররস ও ইক্ষুরস দ্বারা যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে ; অনন্তর কস্তূরী ১ তোলা ও কর্পূর ১ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রতি।

চ্যবনপ্রাশ। বাতিককাসরোগ পুরাতন হইলে এবং রোগীর কাসের সহিত শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে,এই ঔষধ সেবন করাইবে। যে সকল ব্যক্তির কাসের প্রকোপ বশতঃ শরীর অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল, তাহাদিগেরপক্ষে, এই ঔষধ প্রশস্ত। ক্ষতকাস ও ক্ষয়কাস রোগে পূঁয বা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং জ্বর ও অন্যান্য উপদ্রব না থাকিলে,এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পুরাতন কাসরোগে বায়ু ও পিত্তপ্রবল শরীরে প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করান যায়। বৃদ্ধ ব্যক্তির কাসরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বালকদিগকেও অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যায়। তমক শ্বাসরোগে (হাঁপি) কৃশ ও দুর্ব্বল বাতপিত্তাধিক বা বাতাধিক ব্যক্তির পক্ষে এবং হৃদ্রোগ ও যক্ষ্মারোগে ইহা প্রযোজ্য। এই ঔষধ অত্যন্ত অগ্নি ও বলবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকারক। অনুপান—মধু।

চ্যবনপ্রাশ। বিল্বছাল, গণিয়ারীছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, বেড়েলা, শালপাণী, চাকুলে, মুগাণী, মাষাণী, পিপুল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, কাকড়াশৃঙ্গী, ভূঁই-আমলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, বেড়েলা, গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শঠী

মুথা, পুনর্ণবা, অশ্বগন্ধা, ছোটএলাইচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসকছাল, কাকোলী ও কাকজঙ্ঘা, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, পোট্টলীবদ্ধ গোটা সুপক্ক এবং সরস আমলকী ৫০০ শত (৭৸/০ ছটাক), এই সমুদয় ৬৪ সের জলে পাক করিবে এবং ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথ বস্ত্রখণ্ডে ছাকিয়া লইবে; অনন্তর আমলকীর বীজগুলি ফেলিয়া চট্‌কাইয়া কাপড়ে ছাকিয়া লইয়া ঐ আমলকীকে গব্য ঘৃত ৪৮ তোলা ও তিল তৈল ৪৮ তোলা উভয় মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ভাজিয়া লইবে। পরে ঐ ক্বাথের সহিত মিছ্‌রি ৬৷০ সের মিশ্রিত করিয়া ভর্জ্জিত আমলকীর সহিত পাক করিবে; লেহবৎ ঘন হইলে উহাতে বংশলোচন ৩২ তোলা, পিপুল ১৬ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, তেজপাতা ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা ও নাগেশ্বর ২ তোলা; এই সমুদয় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবে; যখন উহা অঙ্গুলিতে সংলগ্ন না হইবে এবং বটিকাকারে পরিণত করা যাইবে, তখন পাক শেষ হইয়াছে জানিবে। শীতল হইলে উহাতে মধু ৪৮ তোলা দিবে। মাত্রা।০ হইতে ১ তোলা।

দশমূল ষট্‌পলকঘৃত। বাতিক কাসরোগের পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠ-কাঠিন্য, শরীরের কৃশতা এবং কাসের বেগ বশতঃ শ্বাসের প্রকোপ, হৃদয় ও পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং শ্লৈষ্মিক কাসে রোগীর শরীরের কৃশতা ও গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে। কিন্তু কাস-রোগীর উদরাময়, জ্বর ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঘৃত তাহাকে কখনও সেবন করিতে দিবে না। যাহাদিগের অগ্নি সবল অর্থাৎ ঘৃতসেবনে অয়োদ্গার বা পাতলা দাস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, কেবলমাত্র তাহাদিগকেই ঘৃতপান ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

দশমূল ষট্‌পলক ঘৃত। গব্য ঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছা পাক করিবে। ক্বাথ্য দ্রব্য—বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৮ সের, জল ৬৪০সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতা, শুঁঠ, ও যবক্ষার; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা।০ আনা বা ॥০ তোলা।

ছাগলাদ্যঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক কাসের পুরাতন অব-স্থায় রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য, হৃদয়, পার্শ্বদেশ বা অন্যান্য স্থানে বেদনা, শ্বাস ও জীর্ণজ্বর দৃষ্ট হইলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ক্ষতজ ও ক্ষয়কাসরোগে শ্লেষ্মসংযুক্ত পূঁয বা রক্ত অথবা শ্লেষ্মাবিহীন

রক্ত নির্গত ও রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে। যাহাদের কাসের সঙ্গে উদরাময়, প্রবল জ্বর অথবা হস্ত বা পদাদি স্থানে শোথ প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হয়, তাহাদিগকে এইঘৃত সেবন করাইবে না। এই ঘৃত অত্যন্ত বলবর্দ্ধক ও মাংসবর্দ্ধক। ইহা হৃদ্রোগ ও যক্ষ্মারোগে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান --উষ্ণ দুগ্ধ।

ছাগলাদ্য ঘৃত। গব্য ঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—নপুংসক ছাগমাংস ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথানিয়মে পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে; শীতল হইলে ইক্ষু চিনি /১ সের ও মধু /১ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

বাসাচন্দনাদি তৈল। পুরাতন কাসরোগে রোগীর শরীর কৃশ এবং জীর্ণজ্বর, পাণ্ডু বা কামলা প্রভৃতি উপসর্গ তৎসঙ্গে দৃষ্ট হইলে, এই তৈল তাহার গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। কাসের প্রকোপ বশতঃ শ্বাসের প্রবলতা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে, এই তৈল ২০।৩০ ফোঁটা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধের সঙ্গে সেবন করান যাইতে পারে। এই তৈল যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তরোগে প্রয়োগ করা যায়। কাসের সঙ্গে জ্বর, শোথ ও উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ প্রবলরূপে প্রকাশ পাইলে, এই তৈল মর্দ্দন ও পান করিতে দিবে না। বাতাধিক ও কৃশ ব্যক্তির পক্ষে এই তৈল উপকারী। বাতিক কাস, ক্ষয়কাস, ক্ষতজ কাস ও তমক শ্বাসরোগে এই তৈল প্রয়োগে অধিক উপকার পাওয়া যায়।

বাসাচন্দনাদি তৈল। তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথ্যদ্রব্য—বাসকছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দধির মাত ১৬ সের। রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, বামনহাটীর মূল ও কণ্টকারী; ইহাদের প্রত্যেকে /২॥০ সের এবং বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিবে, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—রক্তচন্দন, রেণুকা, শোধিত খট্টাশী, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রাস্না, যষ্টিমধু, শৈলজ, শঠী, কুড়, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্যদ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

কাসরোগে—পাণ্ডু ও কামলা-চিকিৎসা।

নবায়সলৌহ। পৈত্তিক, ক্ষয়, ক্ষতজ অথবা অন্যান্য কাসে বিবিধ কারণে শরীরের পাণ্ডুতা বা কামলা দৃষ্ট হইলে,এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। কাসের সঙ্গে, জ্বর, দাহ, শরীরের কৃশতা এবং পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

নবায়সলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশাঙ্গলৌহ। কাসরোগে বিবিধ কারণে পাণ্ডু বা কামলা লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর উদরাময়, জ্বর, শোথ, প্রমেহ বা অন্যান্য উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্তাশ্রিত কাসে অথবা ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসে, কামলা বা পাণ্ডুতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

অষ্টাদশাঙ্গলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাসরোগে—রক্তবমন-চিকিৎসা।

এলাদিগুড়িকা। ক্ষতজ বা ক্ষয়কাসে রক্ত বমন হইলে অথবা রক্ত-মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে,মধ্যাহ্নে বা সন্ধ্যায় কিম্বা অবস্থা-ভেদে প্রত্যহ দুই তিনবার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণ জল।

এলাদিগুড়িকা। প্রস্তুতবিধি ৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাসাখণ্ড। ক্ষতজ বা ক্ষয়কাসে রোগীর রক্ত বমন বা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে শ্বাসের প্রবলতা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও উৎকাসি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কাস, প্রতমক শ্বাস, যক্ষ্মা এবং ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে অতি উপকারী, পরন্তু পুষ্টি-কারক ও বলবর্দ্ধক। অনুপান—জল।

বাসাখণ্ড। বাসকমূলের ছাল ৮০০ তোলা, জল ১০০ সের, শেষ ২৫ সের। এই ক্বাথ ছাকিয়া ইক্ষুচিনি ৮০০ তোলা মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। অনন্তর পাকাবসানে হরীতকীচূর্ণ ১/৮ সের প্রদান করিবে। পাক শেষ হইলে চুল্লী হইতে পাত্র অবতরণ করিয়া, উহাতে পিপুলচূর্ণ ১৬ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও নাগেশ্বর; ইহাদের

প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রদান করিবে। ঔষধ শীতল হইলে, উহাতে মধু ১ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।• আনা বা ॥• তোলা।

শর্করাদ্যলৌহ। পিত্ত বা বাতপিত্তপ্রাধান রোগীর ক্ষতজ বা ক্ষয়কাস-রোগে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করাইবে। অনুপান—কচি দূর্ব্বার রস ও মধু।

শর্করাদ্যলৌহ। ইক্ষুচিনি, কৃষ্ণতিলের শাঁস, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা ও রক্তচিতা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ; এই সমস্ত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /০ আনা।

শতমূল্যাদ্যলৌহ। বায়ুপিত্তপ্রধান রোগীর পৈত্তিক কাসরোগে বমন এবং শ্লেষ্মা মিশ্রিত রক্তবমন অথবা কেবলমাত্র রক্তবমন দৃষ্ট হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—কচি দূর্ব্বার রস ও মধু।

শতমূল্যাদ্যলৌহ। শতমূলী, ইক্ষুচিনি, ধনে, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা, রক্তচিতা এবং কৃষ্ণতিলের শাঁস; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

কাসরোগে—স্বরভঙ্গ-চিকিৎসা।

ভৈরবরস। কাসরোগের প্রথম অবস্থায় স্বরভঙ্গ ও শ্বাসের প্রকোপ থাকিলে এবং গাঢ় শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

ভৈরবরস। পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, মরিচ, চৈ ও রক্তচিতা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া আদার রস দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

ত্র্যম্বকাভ্র। কাসরোগের পুরাতন অবস্থায় স্বরভঙ্গ ও শ্বাসবেগ দৃষ্ট হইলে অথবা রক্ত বা পুঁয সংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু।

ত্র্যম্বকাভ্র। অভ্রভস্ম ৮ তোলা লইয়া উহাকে কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী, পিপুলমূল, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, কুলপত্র, আমলা, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা রসে (অভাবে ক্বাথদ্বারা) পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

কাসরোগে শ্বাসের প্রবলতা, কাসাশ্রিত জীর্ণজ্বর এবং হৃদয় ও পার্শ্ব-দেশে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রবগুলির চিকিৎসা কাসের নির্দ্দিষ্ট ঔষধে বর্ণিত

হইয়াছে। প্রবল জ্বর, উদরাময়, শোথ এবং যকৃৎ ও প্লীহা-বৃদ্ধি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ কাসের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে, তাহার চিকিৎসা চিকিৎসা-বিধি অনুসারে করিবে। শোথ ও উদরাময় প্রভৃতি কাসের সহিত দৃষ্ট হইলে, শোথ ও উদরাময়ের চিকিৎসানুসারে তাহার চিকিৎসা করিবে। প্রবল কাসে রোগীর শ্বাসের অত্যধিক বেগ অথচ কোষ্ঠকাঠিন্য বিদ্যমান থাকিলে, বিরেচনার্থ বিজয়ভৈরবরস ও জয়াগুড়িকা প্রভৃতি প্রদান করিবে অথবা অন্যান্য মৃদুবিরেচক ঔষধও অবস্থানুসারে বিবেচনা পূর্ব্বক সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

কাসরোগে—পথ্য।

কাসরোগে শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, গোধূম, শ্যামাধান্য, যবধান এবং মাষকলায়, মুগ ও কুলথকলায়ের যুষ, গ্রাম্য (ছাগাদি) আনূপ ও মরুদেশজ প্রাণীর মাংসের যুষ, পুরাতন ঘৃত, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, বেতো শাক, কাক-মাচী, বেগুণ, কচি মূলা, কালকাসুন্দা, সুনুণী শাক, কিস্‌মিস্‌, তেলাকুচা-শাক, ছোলঙ্গ লেবু, রসুন, উষ্ণ জল ও ছোট এলাইচ, এই সমস্ত দ্রব্য রোগীর পক্ষে হিতকর। কাসরোগের নূতন অবস্থায় জ্বর বা অন্য কোন রোগ তৎসঙ্গে বিদ্যমান না থাকিলে, উষ্ণ জলে রোগীকে স্নান করান কর্ত্তব্য; ঐ অবস্থায় শীতল জল পান ও শীতল জলে স্নান এবং শীতল অথচ জলীয়াংশ বহুল দ্রব্য অর্থাৎ ইক্ষু, শাক আলু ও শশা প্রভৃতি ফল ও মূল এবং রুক্ষ-দ্রব্য সেবন কর্ত্তব্য নহে। কাস পুরাতন হইলে বিশেষতঃ রোগীর শরীর কৃশ হইলে, বাতিক, পৈত্তিক, ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসে দুগ্ধ ও মাংসযুষ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে। ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসরোগে মৈথুন, রৌদ্র এবং বিরেচক ঔষধ অত্যন্ত অহিতকর।

রাজযক্ষ্মারোগ-চিকিৎসা।

যক্ষ্মারোগের সাধারণ লক্ষণ। স্কন্ধ ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, হস্ত ও পদদ্বয়ে অধিক তাপ এবং জ্বর; রাজযক্ষ্মারোগের এই তিনটী সাধারণ লক্ষণ।

বাতিক যক্ষ্মার লক্ষণ। স্বরভঙ্গ, স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশে সঙ্কোচ এবং শূলবিদ্ধবৎ বেদনা; এই তিনটী বাতিক যক্ষ্মার লক্ষণ।

পৈত্তিক যক্ষ্মার লক্ষণ। জ্বর, দাহ, অতিসার ও মুখ হইতে রক্ত-মিশ্রিত শ্লেষ্মার উদ্গীরণ অথবা রক্ত বমন; এই চারিটী পৈত্তিক যক্ষ্মার লক্ষণ।

শ্লৈষ্মিক যক্ষ্মার লক্ষণ। মাথায় ভারবোধ, অরুচি, কাস, গলায় সুড়্ সুড়্ করা অথবা উৎকাসি; এই চারিটী শ্লৈষ্মিক যক্ষ্মার লক্ষণ।

ব্যবায়শোষের লক্ষণ। ব্যবায় অর্থাৎ মৈথুনের আধিক্যপ্রযুক্ত যে শোষ অর্থাৎ ক্ষয়রোগ জন্মে, তাহাকে ব্যবায়শোষ কহে। এই রোগে শুক্র-ক্ষয়জনিত লক্ষণ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ লিঙ্গ ও অণ্ডকোষে বেদনা, মৈথুনে অশক্তি, সহবাসকালে বিলম্বে শুক্রের বা রক্তের নির্গমন, শরীরের পাণ্ডুতা, শুক্রক্ষয়-হেতু বায়ুর প্রকোপ বশতঃ মজ্জা, অস্থি, মাংস, মেদ, রক্ত এবং রসধাতু যথাপূর্ব্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে।

শোকজ শোষের লক্ষণ। বন্ধুবিয়োগে সর্ব্বদা চিন্তায় নিমগ্ন ব্যক্তির ক্রমশঃ শোকজ শোষ উৎপন্ন হয়। এই রোগে শরীর ক্রমশঃ শিথিল এবং পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হয় ও শরীরস্থ ধাতুসমূহ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে।

জরাশোষের লক্ষণ। বার্দ্ধক্যহেতু ক্ষয় উৎপন্ন হইলে, তাহাকে জরাশোষ কহে। জরাশোষাক্রান্ত ব্যক্তির দেহ কৃশ এবং বীর্য্য, বল বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি অল্প হয়। শরীরের কম্প, অরুচি, ভগ্ন কাংস্যপাত্রবৎ স্বর, শ্লেষ্মাবিহীন শুষ্ক কাস (থুথু) নিঃসরণ, দেহের গুরুতা, চিত্তের অস্থিরতা, মুখ, নাসিকা ও চক্ষু হইতে জলস্রাব, শুষ্ক মল নির্গমন এবং দেহের রুক্ষতা; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অধ্বশোষের লক্ষণ। অধিক পথ ভ্রমণ বশতঃ যে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অধ্বশোষ কহে। ঐসকল ব্যক্তির অঙ্গ শিথিল, দেহের কান্তি ভর্জ্জিত দ্রব্যের ন্যায় রুক্ষ, শরীরের স্পর্শশক্তির হীনতা, ক্লান্তিবোধ এবং কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক হইয়া থাকে।

ব্যায়ামশোষের লক্ষণ। অধিক শারীরিক ব্যায়াম বশতঃ যে ক্ষয়-রোগ জন্মে, তাহাকে ব্যায়ামশোষ কহে। এই রোগে পূর্ব্বোক্ত অধ্বশোষের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ক্ষয়ভিন্ন উরঃক্ষতের অন্যান্য উপসর্গ বিদ্যমান থাকে।

ব্রণশোষের লক্ষণ। কোন স্থানে ব্রণ জন্মিলে, রক্তস্রাব এবং বেদনা ও আহারের অক্ষমতা বশতঃ শোষ হইলে, তাহাকে ব্রণশোষ কহে। এই রোগ অসাধ্য।

উরঃক্ষতের সাধারণ লক্ষণ। ধনুরাকর্ষণ, গুরুতরভার-বহন, উচ্চ-স্থান হইতে পতন, ধাবমান অশ্ব ও গো প্রভৃতিকে বলপূর্ব্বক ধারণ, প্রশস্ত নদী পার হওয়া, ধাবমান অশ্বের সহিত বেগে গমন, দূরে লম্ফ প্রদান এবং অন্যান্য বিবিধকারণে বক্ষঃস্থলে ক্ষত হইলে অথবা অত্যধিক স্ত্রী সহবাস বা রুক্ষ ও অল্পপরিমিত অন্ন ভোজনে বায়ু কুপিত হইলে, উরঃক্ষতরোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে বক্ষঃস্থল ভগ্ন, বিদীর্ণ বা দ্বিধা বিভক্তপ্রায় অনুমিত হয় এবং পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, অঙ্গশোষ ও কম্প উপস্থিত হয়, ক্রমশঃ বীর্য্য, বল, বর্ণ, আহারে রুচি ও অগ্নিবল নিস্তেজ হইতে থাকে এবং জ্বর, শরীরে বেদনা, মনের গ্লানি ও পাতলা দাস্ত প্রকাশ পায়। কাসের সহিত পচা, দুর্গন্ধ, পীতবর্ণ, গ্রন্থিবৎ ও রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। বক্ষঃক্ষত হেতু বিশেষতঃ স্ত্রী সহবাস দ্বারা শুক্র ও ওজোধাতুর ক্ষয় হইলে, উরঃক্ষত রোগীও অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

উরঃক্ষতের বিশিষ্ট লক্ষণ। বক্ষঃস্থলে বেদনা, রক্তবমন ও প্রবল কাস, এই সকল লক্ষণ উরঃক্ষতরোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রকাশ পায়।

উরঃক্ষতজাত ক্ষয়রোগের বিশিষ্ট লক্ষণ। শোষাক্রান্ত রোগীর রক্তের সহিত মূত্র নির্গত হয় এবং পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা জন্মে।

রাজযক্ষ্মারোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক যক্ষ্মারোগের সর্ব্বশুদ্ধ এগারটী লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ সান্নিপাতিক লক্ষণাক্রান্ত যক্ষ্মারোগী অসাধ্য।

অন্নে অরুচি, জ্বর, শ্বাস, কাস-রক্ত-বমন ও স্বর-ভঙ্গ ; এই ছয়টী লক্ষণাক্রান্ত যক্ষ্মারোগ অসাধ্য ; অথবা কাস, অতিসার, পার্শ্ববেদনা, স্বরভঙ্গ; অন্নে-অরুচি এবং জ্বর ; এই ছয়টী লক্ষণাক্রান্ত রোগও অসাধ্য।

কাস, শ্বাস ও রক্তপিত্ত এই তিনটী লক্ষণাক্রান্ত যক্ষ্মারোগ অসাধ্য।

উল্লিখিত ১১ একাদশ বা ছয় অথবা তিনটী লক্ষণাক্রান্ত রোগীর মাংস-

ও বল-ক্ষয় হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে; কিন্তু রোগী সবল এবং পরিপুষ্ট থাকিলে, উল্লিখিত তিন, ছয় বা একাদশ লক্ষণাক্রান্ত হইলেও, তাহাকে চিকিৎসা করিবে।

অধিক ভোজী অথচ ক্ষয়প্রাপ্ত, অতিসারাক্রান্ত এবং মুষ্ক (অণ্ডকোষ) ও উদরে শোথযুক্ত যক্ষ্মারোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

যে যক্ষ্মারোগীর চক্ষু শুক্লবর্ণ ও অন্ন ভোজনে বিদ্বেষজন্মে এবং যে রোগী ঊর্দ্ধশ্বাসে পীড়িত ও কষ্টসহকারে পুনঃপুনঃ প্রস্রাব করে, সেই সকল যক্ষ্মা-রোগী বিনষ্ট হয়।

যক্ষ্মারোগীর সহস্র দিন অতীত হইলে, ঐ যক্ষ্মারোগ সাধ্য।

সর্ব্বদা জ্বরবিহীন, বলবান্, বমন ও বিরেচনাদি ক্রিয়া সহিষ্ণু, লোভ-সংবরণ সমর্থ, দীপ্তাগ্নি ও অকৃশ ব্যক্তিকে চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তির রোগ সাধ্য।

রাজযক্ষ্মারোগ-চিকিৎসা-বিধি।

যক্ষ্মা, ক্ষয় এবং শোষ ইহাদের ধাত্বর্থের প্রভেদ থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে ঐ তিনটী শব্দ একই রোগার্থ-বাচক। এই ত্রিবিধ শব্দের একই অর্থ শাস্ত্র-কারগণ নির্ণয় করিয়াছেন। বিবিধ কারণে রসাদি ধাতুর যথাক্রমে শোষণ বশতঃ ইহাকে শোষ কহে অর্থাৎ রস ধাতুর পথ রুদ্ধ হইলে, তৎপরবর্ত্তী ধাতু-সকল অর্থাৎ রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র যথাক্রমে অনুলোমভাবে শুষ্ক হইতে থাকে; এবং রতিক্রিয়াসক্ত ব্যক্তির ধাতুক্ষয়বশতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতু-সকল প্রতিলোম ভাবে ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে ও মানব শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক হয়, ইহাকে ক্ষয় কহে। ফলতঃ রসাদি ধাতুর অনুলোম ভাবে ক্ষয় এবং শুক্র ও মজ্জা প্রভৃতির প্রতিলোম ভাবে ক্ষয়, এই উভয় কারণেই ক্ষয় অর্থাৎ যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয়। ব্যবায় শোষের লক্ষণ পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা শুক্র ও মজ্জা প্রভৃতি ধাতুর প্রতিলোম ক্ষয়বশতঃ উৎপন্ন হয়। জরাশোষ, অধ্বশোষ ও শোকজশোষ প্রভৃতি রোগে ধাতুসমূহের ক্ষয় হয়, ব্যায়ামশোষ ও উরঃক্ষতরোগের লক্ষণ প্রায়শঃ তুল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, উরঃক্ষতরোগে ফুস্-ফুসে ক্ষত হওয়ায় রক্ত বা পূঁযাদি কাসের সহিত নির্গত হয়, ব্যায়াম

শোষরোগে ফুস্‌ফুসে সেইরূপ ক্ষত না হইলেও, তাহার লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক যক্ষ্মার প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ রোগারম্ভে প্রকৃত রোগ অনুমান করা অনেক স্থানে কষ্টকর হয়, কারণ রোগারম্ভে লক্ষণ-গুলি সম্যকরূপে প্রকাশ পায় না, স্বল্প জ্বর, কাস ও তৎসঙ্গে দুই একটী লক্ষণ মাত্র প্রকাশ পায়, কাহারও জ্বর, প্রমেহ, উৎকাসি অথবা সর্দ্দির লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং হৃদয়ে ও স্কন্ধদেশে সামান্য বেদনা অনুমিত হয়, সর্দ্দি ও কাস ক্রমশঃ গাঢ় হয়; তৎসঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়, কাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কাসে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হয়, ঐ শ্লেষ্মা কাহারও রোগের আক্রমণের সঙ্গে গাঢ় হয়, ক্রমশঃ শ্লেষ্মা ঈষৎ পীতবর্ণ ধারণ করে, আবার কাহারও শ্লেষ্মা সম্পূর্ণ হরিদ্রাভ লক্ষিত হয়, উহা দেখিতে পক্ক শ্লেষ্মবৎ প্রতীয়মান হয়, শরীরও তৎসঙ্গে শীর্ণ হইতে থাকে এবং জ্বর বৃদ্ধি পায়, অনেক স্থানে শ্লেষ্মা ক্রমশঃ ঘন হইতে দেখা যায়, কফের আধিক্য বশতঃ কাহারও শ্লেষ্মা রাত্রিকালে অধিক পরিমাণে নির্গত হয়, অবস্থা-বিশেষে কাসের বেগবশতঃ রোগীর এমন লক্ষিত হয়, বাতাদি দোষভেদে কাসের বেগ বশতঃ রক্ত-মিশ্রিত শ্লেষ্মা দৃষ্ট হয়, রোগের প্রকোপের সঙ্গে ক্রমশঃ রক্ত এবং শ্লেষ্মা উভয় অধিক পরিমাণে নির্গত হয়; সকল অবস্থায় রক্ত নির্গত হয় না, বাতাদি দোষভেদে বিশুদ্ধ শ্লেষ্মা, রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা বা অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় এবং স্বরভঙ্গ, শ্বাসের প্রবলতা ও স্কন্ধদেশে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ যক্ষ্মারোগে নিয়ত জ্বর, গলায় সুড়্ সুড়্ করা, সর্ব্বদা গ্লানিবোধ, স্কন্ধদেশে ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, কাসের বেগকালে অল্প বা অধিক শ্লেষ্মার নিঃসরণ অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মার নিঃসরণ ও শরীরের কৃশতা; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। অন্যান্য যে সমস্ত লক্ষণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, দোষের হ্রাসবৃদ্ধি বশতঃ ঐ সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে, রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় জ্বর ও ফুস্‌ফুসের পীড়ার আধিক্য হয় এবং প্রমেহদোষ, মূত্রাধিক্য বা প্রস্রাবে খড়িগোলার ন্যায় পূর্ব্বোক্ত চিহ্ন প্রভৃতি প্রকাশ পায়।

ব্যবায়শোষ ও ব্যায়ামশোষ প্রভৃতি রোগে প্রাগুক্ত লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়, ঐ সমস্ত শোষ অর্থাৎ ক্ষয়রোগে জ্বর, কাস ও শরীরের কৃশতা ক্রমশঃ

লক্ষিত হয়, অনন্তর রোগ-বৃদ্ধির সঙ্গে বিবিধ অরিষ্ট লক্ষণ অর্থাৎ উদরাময়, শোথ ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন রোগ অসাধ্য হইয়া পড়ে। যক্ষ্মারোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, জ্বরের প্রবলতা, কাস ও তৎসঙ্গে শ্বাসের প্রবলতা, স্কন্ধদেশে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, শোথ, ও প্রমেহদোষ ইত্যাদি লক্ষণ দোষভেদে প্রকাশ পাইয়া থাকে। রক্তপিত্ত-রোগেও ঐ সমস্ত লক্ষণের অনেকগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ পায়, কিন্তু বক্ষ্যমাণ রক্তপিত্তের লক্ষণ সমূহ দ্বারা যক্ষ্মারোগের বিশেষত্ব নির্ব্বাচন করিয়া লক্ষণভেদে অর্থাৎ যাহাতে জ্বর নিবৃত্ত থাকে ও অন্যান্য উপসর্গ সমূহ ক্রমশঃ হ্রাস পায়, এরূপ ঔষধ প্রদান করিবে। যক্ষ্মারোগে জ্বরই প্রধান উপদ্রব, ঐ জ্বর সর্ব্বদাই হ্রাস বৃদ্ধি ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে; সুতরাং জ্বরাদি উপদ্রব-নাশার্থ ঔষধ প্রয়োগ একান্ত কর্ত্তব্য; উপদ্রব নাশ হইলে মুখ্যরোগনাশক ঔষধ প্রদান করিবে।

যক্ষ্মারোগে-জ্বর। যক্ষ্মারোগে জ্বর-নিবারণার্থ কাঞ্চনাভ্ররস, বৃহৎ-বসন্ততিলক, রাজমৃগাঙ্ক কিম্বা কনকসুন্দররস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু জ্বর প্রবল হইলে, কেবলমাত্র ঐ সমস্ত ঔষধের উপর নির্ভর না করিয়া ঐ সমস্ত ঔষধ এবং জ্বরাধিকারোক্ত মহারাজ-বটী, বৃহৎকস্তুরীভৈরব (ভাবনার), জ্বরমাতঙ্গকেশরী বা বৃহৎ চূড়ামণি প্রভৃতি ঔষধও প্রদান করিবে; জ্বরাধিকারে মধ্যজ্বর ও জীর্ণজ্বর-চিকিৎসায় বাত-শ্লেষ্মনাশক অথচ ধাতুপোষক যে সমস্ত ঔষধ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই বিবেচনা পূর্ব্বক প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য; যেহেতু যক্ষ্মারোগে জ্বর প্রবল ও শ্লেষ্মদোষ সর্ব্বদাই বিদ্যমানথাকে। পুরাতন অবস্থায় জ্বর হ্রাস হইলে এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হইলে অথবা জ্বর সময় বিশেষে প্রকাশ পাইলে, বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ ও জয়মঙ্গলরস প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা যায়, কিন্তু যক্ষ্মারোগীর জ্বর-বেগ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া ঐ সমস্ত ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। মুখ্যরোগ নিবৃত্তির সহিত রোগীর জ্বরের বেগ সময় সময় হ্রাস পায় বটে; কিন্তু তজ্জন্য ঔদাস্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। এই রোগে জ্বর নিবারণার্থ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বীর্য্য বা অধিক বিষাক্ত দ্রব্যে প্রস্তুত মৃত্যুঞ্জয়রস, শম্ভুনাথ রস ও জ্বরকুলান্তক প্রভৃতি ঔষধ কখনও রোগীকে

সেবন করাইবে না; অথবা রোগীকে লঙ্ঘন (উপবাস) করাইয়া জ্বর হ্রাস করিবার চেষ্টা করিবে না, যেহেতু ক্ষয় নিবৃত্তি না হইলে, জ্বর কদাপি নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ বা উপবাস দ্বারা ক্ষয়রোগীর বিষম অনিষ্ট ঘটে। জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও বল রক্ষার্থ অন্ন, মাংসযূষ ও দুগ্ধ সর্ব্বতোভাবে প্রদান কর্ত্তব্য। অবস্থা বিশেষে রাত্রে দুগ্ধ ও রুটী প্রদান করিবে।

যক্ষ্মারোগে-রক্তবমন। রক্তবমন যক্ষ্মারোগের একটী প্রধান উপদ্রব, পিত্তের আধিক্য বশতঃ ঐরূপ বমন হয়; সমস্ত যক্ষ্মারোগীর রক্ত-বমন হয় না। অনেক স্থলে রক্ত শ্লেষ্মার সহিত মিশ্রিত থাকে অর্থাৎ কাসের সঙ্গে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে, এমতাবস্থায় উহা রক্তপিত্ত কি যক্ষ্মারোগ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, যেহেতু ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত-রোগে কফ-সংযুক্ত রক্ত নির্গত হয় এবং শ্বাস, কাস ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব সকল বিদ্যমান থাকে। এমতাবস্থায় জ্বরের সর্ব্বদা-বেগ ও স্কন্ধদেশে বেদনা প্রভৃতি বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা উভয় রোগের মধ্যে ভেদ নিরূপণ করিবে; কিন্তু রোগের লক্ষণসমূহ সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না হইলে এবং রোগ-নিরূপণ করিতে না পারিলে, যাহাতে উভয় রোগের নিবৃত্তি হয়, এরূপ ঔষধ প্রদান করিবে। শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি ঔষধ উভয়রোগ নিবর্ত্তক, সুতরাং শ্লেষ্মমিশ্রিত রক্তবমন দৃষ্ট হইলে, এলাদি-গুড়িকা, বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ এবং অবস্থাভেদে বাসাখণ্ড, শর্করাদ্যলৌহ ও পিত্তান্তকরস প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে। পুনঃপুনঃ সমধিক রক্ত নির্গমন নিবৃত্ত করিবার জন্য ঐ সমস্ত ঔষধ এবং বিবিধ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু বাহ্য শীতল দ্রব্য প্রয়োগ বা পানার্থ শৈত্য গুণবিশিষ্ট তরল দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। শৈত্যদ্রব্য প্রয়োগে জ্বরবেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ও তৎসঙ্গে কাস, কফ, বৃদ্ধি পাইলে বিপদ ঘটিতে পারে। শ্লেষ্মমিশ্রিত রক্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে, রোগী অল্পদিনের মধ্যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে পারে; সুতরাং তাহা নিবারণার্থ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। রোগীর জ্বরবেগ কম হইলে এবং অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হইলে, বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড বা কুষ্মাণ্ডখণ্ড পিত্তাধিক্য অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ঐ সমস্ত ঔষধের পিত্ত-নাশক ও

রক্তরোধক উভয় গুণ বিদ্যমান সত্ত্বেও, কিঞ্চিৎ শৈত্যগুণ থাকায় জ্বরের প্রবলাবস্থায় প্রদান করা যুক্তিযুক্ত নহে।

যক্ষ্মারোগে-শ্বাস। যক্ষ্মারোগে কাসের সঙ্গে শ্বাসেরও প্রবলতা দৃষ্ট হয়, যাহাদের কাসের সঙ্গে রক্ত নির্গত হয়, তাহাদের শ্বাসের বেগ যেরূপ দৃষ্ট হয়, যাহাদের রক্তবিহীন শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তাহাদেরও তাদৃশ শ্বাসের প্রকোপ হইয়া থাকে, এই শ্বাস প্রশ্বাস সময়বিশেষে অতি বলবান্ হইয়া পড়ে, এমনকি শ্বাস সংরুদ্ধপ্রায় অনুমিত হয়, তখন রোগীকে দেখিলে সদ্যঃ মরণোন্মুখ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ক্ষণকাল পরে ঐ শ্বাসবেগ পুনরায় কিয়দংশে হ্রাস পায়, এই শ্বাসের আশু প্রতীকারার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিলেও বিশেষ উপকার হয় না, রোগ যতই বলবান্ হয়, শ্বাসের বেগও ততই প্রবল হয়, রোগ হ্রাস না হইলে, শ্বাসের জন্য যতই ঔষধ প্রদান করা যায়, উহা দ্বারা বিশেষ কোন উপকার পাওয়া যায় না; এই অবস্থায় শ্বাসকাসচিন্তামণি, শ্বাসকুঠার বা অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং অবস্থা বিশেষে বিবিধ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করা যায়। কাসের জন্য শ্বাসের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; যেহেতু শ্বাস, কাসেরই আশ্রিত; কাস হ্রাস হইলে তৎসঙ্গে শ্বাসও হ্রাস পায়; সুতরাং বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ, বাসাখণ্ড, নিত্যোদয়রস ও তরুণানন্দ প্রভৃতি শ্বাস ও কাস উভয় নিবর্ত্তক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। শ্বাসের অত্যন্ত প্রবলতা দেখিতে পাইলে, পূর্ব্বোক্ত শ্বাসকুঠার প্রভৃতি প্রযোজ্য। শ্বাস, কাসের আশ্রিত; সুতরাং উল্লিখিত কাসের ঔষধ সর্ব্বদা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

যক্ষ্মারোগে-কাস। যক্ষ্মারোগে বিবিধপ্রকারের কাস দৃষ্ট হয়, রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা, শ্লেষ্মার সহিত রক্তকণা বা পূঁয নির্গমন, অথবা পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা উদ্গীরণ, স্বরবিকৃতি বা দুর্গন্ধ লক্ষিত হয়। উরঃক্ষতরোগে পূঁযাদি মিশ্রিত শ্লেষ্মা অধিকাংশ লক্ষিত হয়, অন্যান্য শোষরোগেও প্রথমতঃ কাসের স্বল্প বেগ প্রকাশ পায়; কিন্তু কালবিলম্বে উহা প্রাণনাশক হইয়া থাকে;সুতরাং যক্ষ্মারোগে কাসে রক্তাদির উদ্গীরণ পর্য্যালোচনা করিয়া কাসের চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ কাসে রক্তের ভাগ অধিক হইলে, বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ এবং কেবলমাত্র শ্লেষ্মা অধিকপরিমাণে নির্গত হইলে,

শৃঙ্গারাভ্র, বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র অথবা সার্ব্বভৌমরস প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে। কাসের হ্রাস হইলে যথাবিধানে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যক্ষ্মারোগে জ্বরাদি উপদ্রব চিকিৎসার সহিত কাসেরও চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যক্ষ্মারোগে যে সমস্ত ঔষধ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত ঔষধের মধ্যে অনেকগুলি ঔষধ মুখ্য রোগ ও উপদ্রব উভয় নাশক। রোগারম্ভ কালে কাস ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব প্রবলরূপে প্রকাশ পাইলে, যে সমস্ত ঔষধে উপদ্রবসমূহ ও মুখ্য রোগ অর্থাৎ ক্ষয় উভয়ই বিনষ্ট হয়, তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধ প্রয়োগ অত্যন্ত আবশ্যক, এমতাবস্থায় কনকসুন্দররস, কাঞ্চনাভ্ররস, বৃহৎ কাঞ্চনাভ্ররস, রাজমৃগাঙ্ক, নিত্যোদয়রস বা বৃহৎ বসন্ততিলক প্রভৃতি যক্ষ্মারোগে নির্দ্দিষ্ট ঔষধসমূহ প্রয়োগ করিবে, কারণ ইহার প্রত্যেক ঔষধই কাস, জ্বর,প্রমেহ ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব নাশক অথচ ক্ষয় নিবারক, সুতরাং যক্ষ্মারোগে কাস, জ্বর ও মেহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, উপদ্রব ও মুখ্যরোগ নাশক ঐ সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। জ্বর, রক্ত-বমন প্রভৃতি উপদ্রব বিনষ্ট হইলে বা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে মহামৃগাঙ্ক,ক্ষয়কেশরী,কুমুদেশ্বর, চ্যবনপ্রাশ, অমৃতপ্রাশঘৃত, ছাগলাদ্যঘৃত, অশ্বগন্ধাঘৃত বা অন্যান্য ঔষধ রোগের অবস্থানুসারে সেবন করাইবে। রসচিকিৎসায় উক্ত মহামৃগাঙ্ক প্রভৃতি ঔষধ জ্বরাদি উপদ্রবের প্রবলতাসত্ত্বে ব্যবহার করিলে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না, কিন্তু উপদ্রব কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে উহা সমধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে। যক্ষ্মারোগে কাঞ্চনাভ্র বা বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে ক্ষয় নষ্ট হওয়ায় কাসও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যক্ষ্মারোগে প্রমেহ। যক্ষ্মারোগে মেহ একটী প্রধান উপদ্রব। স্ত্রীসহবাসে আসক্ত ব্যক্তিদিগের ধাতুক্ষয় বশতঃ ব্যবায়শোষ উৎপন্ন হইলে, মেহদোষ বলবান্ হয়। অন্যান্য কারণ বশতঃ যক্ষ্মারোগে মেহদোষ (শুক্রক্ষরণ ও অন্যান্য লক্ষণ) বা মূত্রকৃচ্ছ্রাদি দৃষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে জ্বরাদি উপদ্রবসমূহও বিদ্যমান থাকে। জ্বরাদি উপদ্রব চিকিৎসার ন্যায় মেহরোগের চিকিৎসা কর্ত্তব্য। মেহদোষ নিবারণার্থ রোগীকে বৃহৎ বঙ্গেশ্বর, চন্দ্রকান্তিরস ও অপূর্ব্বমালিনী-বসন্ত প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে এবং ধাতুক্ষয় নিবারণার্থ মকরধ্বজ বটী, বৃহৎ মকরধ্বজ বা বসন্তকুসুমাকর রস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শুক্রক্ষরণ বা ধাতুক্ষয় এই রোগের প্রধান

লক্ষণ। উহা হইতে শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে; সুতরাং তাহা নিবারণার্থ বিশেষ চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। মেহরোগে বক্ষ্যমাণ অন্যান্য ঔষধ সকলও বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

যক্ষ্মারোগে বেদনা। যক্ষ্মারোগীর পার্শ্বদেশ, বক্ষঃ, মস্তক ও স্কন্ধ প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পায় ও ঐ বেদনা সময় সময় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাহার পার্শ্বদেশে, স্কন্ধে ও মস্তক প্রভৃতি স্থানে বলাদিপ্রলেপ প্রয়োগ করিবে। ঐ সমস্ত প্রলেপ দ্বারা কিছু সময়ের জন্য বেদনা তিরোহিত হয়, কিন্তু মূল রোগ অর্থাৎ ক্ষয় নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ বেদনা প্রায়শঃ রোগী অনুভব করিয়া থাকে, রোগীর যন্ত্রণা লাঘবের নিমিত্ত ঐ প্রলেপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

যক্ষ্মারোগে উদরাময়। যক্ষ্মারোগীর জ্বরাদি উপদ্রব প্রবল হইলে অথবা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঐ সকল উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, তাহার শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইতে আরম্ভ হয় এবং শারীরিক বল, বর্ণ ও পাচকাগ্নি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকে। রোগীর ক্ষুধা হ্রাস পায় এবং অরুচি জন্মে, তখন উদরাময় একটী প্রধান লক্ষণরূপে প্রতীয়মান হয় এই উদরাময় রোগে বিবিধ বর্ণের অর্থাৎ অপক্ব শ্লেষ্মযুক্ত বা রক্ত সংযুক্ত অথবা মিশ্রিত নানা বর্ণের পাতলা মল নির্গত হয়। অবস্থা বিশেষে রোগের প্রারম্ভে পাতলা দাস্ত হয় এবং ক্রমশঃ আমাতিসার, রক্ত তিসার প্রভৃতি উৎকট রোগে পরিণত হয় ও নাভিমূলে প্রায়শঃ বেদনা থাকে, এই সঙ্গে জ্বর, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রবগুলিও হ্রাস বৃদ্ধি ক্রমে প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় রোগ অতি কঠিন হইয়া পড়ে; উদরাময় যক্ষারোগের একটী অরিষ্ট লক্ষণমধ্যে গণনীয়, যক্ষ্মারোগীর মল রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য; সুতরাং উদরাময় নিবারণার্থ রোগীকে জাতীফলাদি-চূর্ণ ও মহারাজনৃপতিবল্লভ এবং রোগের প্রবলাবস্থায় পঞ্চামৃতপর্পটী, স্বর্ণপর্পটী বা বিজয়পর্পটী ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উদরাময়রোগের প্রবলাবস্থায় রোগীকে লঘু পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। উদরাময় হইতে শোথাদি লক্ষণও প্রকাশ পায়, সুতরাং উদরাময় নিবৃত্তি না হইলে, রোগীর শীঘ্রই মৃত্যু ঘটে।

যক্ষ্মারোগে শোথ। যক্ষ্মারোগে উদরাময় প্রকাশ পাইলে অল্পকাল

মধ্যেই রোগীর হস্তপদাদি অঙ্গে শোথ ও যকৃতের ক্ষীণতা প্রকাশ পায়। অবস্থা-বিশেষে শোথ ও উদরাময় এক সময়ে দৃষ্ট হয়; শোথ প্রকাশ পাইলে রোগীর সমস্ত লক্ষণগুলি বদ্ধমূল হয়, তখন জীবনের আশঙ্কা হইয়া থাকে; এই সময় শ্বাস, কাসাদিও প্রায়শঃ প্রবল হয়, হস্তপদাদি অঙ্গে কাহারও বা উদরে, অণ্ডকোষে বা লিঙ্গে শোথের আধিক্য দৃষ্ট হয়; এই অবস্থায় শোথকালানল রস, ক্ষেত্রপাল রস, বিজয়পর্পটী বা পঞ্চামৃতপর্পটী রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ঐ সমস্ত ঔষধের অনেকগুলি শোথ এবং উদরাময় এই উভয়ের প্রকোপ অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু শোথ বিদ্যমান সত্ত্বে পথ্যাদির নিয়ম উদরাময়ের অবস্থা হইতে পৃথক্; উহা ঔষধের প্রয়োগবিধি স্থলে দ্রষ্টব্য। শোথের অল্পতা দৃষ্ট হইলে এবং উদরাময় সম্যক্‌রূপে প্রকাশ না পাইলে শোথ-কালানল রস বা কটুকাদ্য লৌহ প্রভৃতি সেবন করান যাইতে পারে। শোথ-নিবারণার্থ ঔষধ ব্যবহার কালে যক্ষ্মারোগীর জ্বরাদি উপদ্রব বিনাশার্থ পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শোথের নিমিত্ত যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, সেই অনুসারে পথ্য প্রদান করা আবশ্যক; কিন্তু যক্ষ্মারোগীর পক্ষে মাংসযূষ বা অন্যান্য বলকারক যে সমস্ত পথ্য উক্ত হইয়াছে, তাহাও অবস্থা-বিশেষে শোথ এবং উদরাময় এই উভয় বিদ্যমান সত্ত্বে রোগীকে সেবন করিতে দিবে, যেহেতু উহা দ্বারা বল রক্ষা পাইয়া থাকে।

সর্ব্ববিধ যক্ষ্মারোগেই রোগীর বল রক্ষার্থ বিবিধ ঔষধ ও পথ্য আবশ্যক। ব্যবায়শোষে রোগীর উপদ্রব সকল বিনষ্ট হইলে, ছাগলাদ্য ঘৃত, বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত বা চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ এবং দুগ্ধ ও ছাগমাংসযূষ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে।

শোকজন্য শোষে রোগীর মনে হর্ষোৎপাদন বিশেষ আবশ্যক এবং আশ্বাস প্রদান কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় দুগ্ধ ও স্নিগ্ধ মধুর রসাত্মক শীতল দ্রব্য এবং অগ্নিদীপক ও লঘুপাক দ্রব্য ভোজনের ব্যবস্থা করিবে ও অন্যান্য উপদ্রব উপস্থিত হইলে, যথানিয়মে তাহার চিকিৎসা করিবে।

ব্যায়াম দ্বারা শোষরোগ উৎপন্ন হইলে, উরঃক্ষত রোগের নিয়মানুসারে তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য; জ্বরাদি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, যথানিয়মে তাহার নিবারণার্থ ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে।

অধ্বশোষে রোগীকে দিবা নিদ্রা ব্যবস্থা করিবে এবং শীতল ও মধুররস-বিশিষ্ট দ্রব্য সেবন করিতে দিবে; বিশেষতঃ এই রোগে শতাবরীঘৃত বা ছাগলাদ্য ঘৃত এবং মাংস-যূষ পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য; রোগ প্রবল হইলে, উপদ্রব বিনাশার্থ তাহার পৃথক্ চিকিৎসা করিবে।

ব্রণশোষরোগে স্নিগ্ধ অথচ অগ্নিবর্দ্ধক, স্বাদু ও শীতল আহার্য্য দ্রব্য এবং দাড়িমাদি রসে ঈষৎ অম্লীকৃত বা নিরম্ল মুগযূষ ও মাংসযূষ প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং যথানিয়মে ব্রণের চিকিৎসা করা আবশ্যক।

উরঃক্ষতরোগে পার্শ্ববেদনা, জ্বর ও অতীসার প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, ঐ সকল উপদ্রবের যথানিয়মে চিকিৎসা করিবে এবং রোগীকে বলাদি চূর্ণ ও অন্যান্য বিবিধ যোগ সেবন করিতে দিবে, পরন্তু উপদ্রব সকল বিনষ্ট হইলে, রোগীকে বলকারক পানীয় অর্থাৎ মাংস-যূষ প্রভৃতি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্ববিধ ক্ষয়রোগ পুরাতন হইলে এবং জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে, রোগীকে বিবিধ পুষ্টিকর খাদ্য এবং ছাগলাদ্য ঘৃত, বা অমৃতপ্রাশ ঘৃত এবং বৃহৎ মকরধ্বজ রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন ও চন্দনাদি তৈল বা বাসা চন্দনাদি তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে ও কিছুকাল পর্য্যন্ত রোগীকে স্ত্রীসহবাস, উৎকট পরিশ্রম, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম, পথগমন এবং পচা, বাসি বা রুক্ষ দ্রব্য সেবন করিতে দিবে না। যাহাতে শরীর সবল হয় এরূপ খাদ্য, পরিষ্কার বায়ু সেবন, পরিমিত আহার, ছাগ-সন্নিধানে শয়ন ও ছাগদুগ্ধ-পান প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যক। উদরাধ্মান, অগ্নিমান্দ্য, শুক্রক্ষয়, মলক্ষয় বা জ্বর যাহাতে না হয়, তৎপক্ষে সাবধান হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

যক্ষ্মারোগে—ঔষধ।

অশ্বগন্ধাদ্য ক্বাথ। ক্ষয়রোগে পার্শ্বাদি বেদনা, জ্বর ও রক্তবমন প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং মাংস-যূষ ও দুগ্ধ পথ্য প্রদান করিবে।

অশ্বগন্ধাদ্য ক্বাথ। অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতমূলী, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য

সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপার্থ—কুড় চূর্ণ ৵৹ আনা ও আতইষ চূর্ণ ৵৹ আনা।

ত্রয়োদশাঙ্গ ক্বাথ। যক্ষ্মারোগীর পার্শ্ববেদনা, জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

ত্রয়োদশাঙ্গ ক্বাথ। ধনে, পিপুল, শুঁঠ, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই ১৩টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

শৃঙ্গ্যর্জ্জুনাদ্য চূর্ণ। যক্ষ্মারোগীর পার্শ্বদেশে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা, কাস এবং শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

শৃঙ্গ্যর্জ্জুনাদ্য চূর্ণ। কাকড়াশৃঙ্গী, অর্জ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে, কুড়, হরীতকী, গুলঞ্চের পালো, তালীশপত্র, মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, এলাইচ ও ইক্ষুচিনি; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵৹ আনা বা।৹ আনা।

কর্পূরাদ্য চূর্ণ। যক্ষ্মারোগীর শ্বাস, কাস, স্বরভঙ্গ ও বমন প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

কর্পূরাদ্য চূর্ণ। কর্পূর, দারুচিনি, কাকোলী, জাতীফল ও জয়িত্রী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ একভাগ; লবঙ্গচূর্ণ ২ ভাগ, জটামাংসী ৩ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ, পিপুল ৫ ভাগ, শুঁঠ ৬ ভাগ এবং ইক্ষুচিনি সর্ব্ব সমান; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵৹ আনা।

বলাদি চূর্ণ। উরঃক্ষতরোগে রোগীর রক্ত ও পূযাদিসংযুক্ত কাস নির্গত এবং শরীর অত্যন্ত কৃশ বোধ হইলে, এই ঔষধ দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ সেবন করাইবে।

বলাদি চূর্ণ। বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, গাম্ভারীফল, শতমূলী ও পুনর্নবা; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।৹ আনা।

ককুভাদ্যবলেহ। উরঃক্ষতরোগে ও অন্যান্য যক্ষ্মারোগে রোগীর রক্ত বা পূযাদি সংযুক্ত কাস নির্গত হইলে এবং রোগীর পার্শ্বে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা ও শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে, এই চূর্ণ প্রত্যহ দুগ্ধসহ সেবন করাইবে।

ককুভাদ্যবলেহ। অর্জ্জুনছাল, গোরক্ষচাকুলের মূলের ছাল ও শূকশিম্বীর বীজ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, ইক্ষু চিনি ১২ তোলা ও গোদুগ্ধ /২ সের ; এই সমস্ত যথানিয়মে পাক করিবে, অনন্তর /০ ছটাক ঘৃতে সন্তলন করত উহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ।০ আনা।

রাস্নাদিলৌহ। উরঃক্ষত, ব্যবায় শোষ, ব্যায়াম শোষ ও যক্ষ্মারোগে রোগীর রক্ত ও পূযাদিসংযুক্ত কাস, শরীর অত্যন্ত কৃশ এবং উদরাময়, জ্বর, শোথ, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, বাতপিত্তপ্রধান রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ পুরাতন যক্ষ্মারোগে অতি উপকারী। অনুপান—বাসকপাতার রস ও মধু বা কচি দূর্ব্বার রস ও মধু।

রাস্নাদিলৌহ। রাস্না, অশ্বগন্ধা, কর্পূর, থানকুনি, শিলাজতু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা ও রক্তচিতা ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং লৌহ সর্ব্বসমান ; একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

যক্ষ্মারিলৌহ। উরঃক্ষত, ব্যায়ামশোষ ও যক্ষ্মারোগে রোগীর রক্ত এবং পূযাদি সংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত ও শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ।

যক্ষ্মারিলৌহ। স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গশাস, শিলাজতু ও হরীতকী ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ ; এই সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃত ও মধুসহ বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা /০ আনা।

বিন্ধ্যবাসিযোগ। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও ব্যায়ামশোষ প্রভৃতি রোগে রোগীর রক্ত বা পূযাদি সংযুক্ত কাস নির্গত এবং তাহার শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

বিন্ধ্যবাসিযোগ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শতমূলী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বেড়েলা ও গোরক্ষ চাকুলে ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং লৌহ ৯ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া ঘৃত ও মধুসহযোগে বটিকা করিবে। মাত্রা /০ আনা।

ক্ষয়কেশরী। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও ব্যায়ামশোষরোগে রোগীর রক্ত বা পূযাদি সংযুক্ত কাস, শরীরের অত্যন্ত কৃশতা এবং উদরাময় ও শোথ দৃষ্ট

হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বাসক পাতার রস ও মধু।

ক্ষয়কেশরী। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, এলাইচ, জাতীফল ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং লৌহ ৪॥০ তোলা ও রসসিন্দুর ৪॥০ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রত্তি।

চূড়ামণিরস। যক্ষ্মা এবং অন্যান্য শোষরোগে রোগীর শরীরের কৃশতা, অল্প জ্বর এবং বক্ষঃস্থল ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, বাত-পিত্তের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু। ঔষধ সেবনান্তে চিনি ও কিঞ্চিৎ মধুসংযুক্ত ছাগীদুগ্ধ সেব্য।

চূড়ামণিরস। রসসিন্দুর ১ তোলা, স্বর্ণ ॥০ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা; একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক রক্তচিতা ও ঘৃতকুমারীর রসে যথাক্রমে এক প্রহর এবং ছাগীদুগ্ধে তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া উহার সহিত মুক্তা, প্রবাল ও বঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকে ॥০ অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত করত মূষা মধ্যে রাখিয়া মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা দুই রত্তি।

মৃগাঙ্করস। যক্ষ্মা ও উরঃক্ষতরোগে রোগীর মৃদুজ্বর, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা, প্রমেহ, রক্ত বা পূঁয সংযুক্ত কাস নির্গত এবং শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবন কালে রোগীকে মাংসযূষ এবং ছাগীদুগ্ধ পথ্য প্রদান করিবে। অনুপান—২টী মরিচ-চূর্ণ ও মধু অথবা ২টী পিপুল চূর্ণ ও মধু।

মৃগাঙ্করস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, মুক্তা ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, সোহাগার খৈ ।০ আনা; এই সমুদয় একত্র করিয়া কাঁজিতে পেষণ করত গোলাকার করিবে; অনন্তর শুষ্ক করিয়া মূষা মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক লবণ যন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা ৪ রত্তি।

রাজমৃগাঙ্করস। যক্ষ্মারোগে, ব্যায়ামশোষে বা উরঃক্ষতরোগে রোগীর কেবল মাত্র শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রবল বা মধ্যবিধ জ্বর, শ্বাস, বক্ষঃস্থল, পার্শ্বদেশ ও মস্তক প্রভৃতি স্থানে বেদনা, প্রমেহ, স্বরভঙ্গ এবং অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা জ্বর ও প্রমেহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমানেও অতিশয় উপকারী। অনুপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু।

রাজমৃগাঙ্করস। রসসিন্দূর ৩ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, রৌপ্য ১ ভাগ, মনঃশিলা ২ ভাগ, হরিতাল ২ ভাগ ও শোধিত গন্ধক ২ ভাগ; এই সমুদয় একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক একটী বড় কড়ির মধ্যে পূর্ণ করত ছাগীদুগ্ধে পেষিত সোহাগা দ্বারা ঐ কড়ির মুখ রুদ্ধ করিয়া মাটীর মুষামধ্যে পূর্ণ করিবে এবং মুষা-রুদ্ধ করিয়া মাটীদ্বারা লেপন করত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে কড়ি হইতে বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৪ রতি।

কনকসুন্দর রস। কাস, ব্যবায়শোষ ও উরঃক্ষতরোগে রোগীর কাসে অত্যধিক শ্লেষ্মা নির্গত এবং প্রবল জ্বর, শ্বাস, পার্শ্ববেদনা, মাথায় ভার অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। কাসে রক্ত বা পূয নির্গত হইলেও এই ঔষধ সেবন করান যায়। অনুপান—পিপুল-চূর্ণ ও মধু।

কনকসুন্দর রস। পারদ ১ তোলা, স্বর্ণ ।• আনা এবং মনঃশিলা, গন্ধক, তুতে, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, বিষ ও সোহাগার খৈ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া জয়ন্তীপাতা, ভৃঙ্গরাজ, আকনাদি, বাকসপাতা, বকপুষ্প, ঈশলাঙ্গলা ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে; শুষ্ক হইলে, আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

বসন্ততিলক রস। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত বা অন্যান্য শোষরোগে রোগীর বিবিধ বর্ণের শ্লেষ্মা বা পূযাদি সংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত এবং তৎসঙ্গে বক্ষঃস্থলে বেদনা, মধ্যবিধ জ্বর, শ্বাস ও প্রমেহ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এবং অত্যন্ত কৃশতা ও দুর্ব্বলতা থাকিলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা শরীরের পুষ্টিবর্দ্ধক। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু বা বাসকপত্রের রস ও মধু।

বসন্ততিলক রস। প্রস্তুতবিধি ২০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বসন্ততিলক রস। যক্ষ্মা, ব্যায়ামশোষ বা উরঃক্ষতরোগে রোগীর রক্ত বা পূয সংযুক্ত কাস বা দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রবল জ্বর, প্রমেহ, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস ও মাথায় ভার প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ক্ষয়রোগীর সর্ব্বদা জ্বর ও অন্যান্য উপদ্রব সত্বে ইহা অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ বসন্ততিলকরস। অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণমাক্ষিক, কর্পূর রসসিন্দূর ও কস্তূরী; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা এবং স্বর্ণসিন্দূর সর্ব্বসমান; এই সমুদয় একত্র করিয়া পানের রসদ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

কাঞ্চনাভ্ররস। যক্ষ্মারোগে বা উরঃক্ষতরোগে রোগীর রক্ত বা পূয সংযুক্ত শ্লেষ্মা অথবা কেবলমাত্র শ্লেষ্মা কাসের সহিত নির্গত ও তৎসঙ্গে প্রবল-জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ ও স্কন্ধ বা পার্শ্ব বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মারোগীর প্রবল জ্বর ও মেহ প্রভৃতি উপদ্রব সত্ত্বে এই ঔষধ অতি উপকারী। অনু-পান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

কাঞ্চনাভ্ররস। প্রস্তুতবিধি ২৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্ররস। যক্ষ্মা ও বিবিধ শোষরোগে রোগীর শরীর অতি কৃশ হইলে এবং প্রমেহ, শ্বাস ও অল্প জ্বর প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা ক্ষয়রোগের পুরাতন অবস্থায় অত্যন্ত উপকারী। রোগের অল্পতা সত্ত্বে সেবন করিলে শরীরের পুষ্টিসাধন হয়। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ।

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্ররস। স্বর্ণ, স্বর্ণসিন্দূর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, কস্তুরী, লবঙ্গ, জয়িত্রী ও এলবালুকা; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া একত্র মর্দ্দন করত ঘৃতকুমারী, কেশরাজ ও ছাগীদুগ্ধে ক্রমান্বয়ে ৩ তিনদিন ভাবনা দিবে। বটী ৪ রতি।

নিত্যোদয় রস। বিবিধ যক্ষ্মারোগে রক্ত বা পূয মিশ্রিত শ্লেষ্মা বা কেবল শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে অরুচি, স্বরভঙ্গ, শ্বাস, প্রমেহ, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা এবং অল্প বা মধ্যবিধ জ্বর অথবা পাণ্ডু ও কামলা বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ক্ষয়কাসরোগের পুরাতন অবস্থায় ঐ সমস্ত উপদ্রব হ্রাস পাইলে, এই ঔষধে অত্যন্ত উপকার দর্শে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

নিত্যোদয় রস। প্রস্তুতবিধি ২৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সার্ব্বভৌমরস। যক্ষ্মারোগে রোগীর কাসের সহিত অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর, প্রমেহ, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, মাথার ভার, স্বরভঙ্গ, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বদেশে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, বাতশ্লেষ্মার প্রবল অবস্থায়, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মারোগের

পুরাতন অবস্থায় অথবা জ্বর ও অন্যান্য উপদ্রবের অল্পতা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করান যায়। অনুপান—বাসক পাতার রস ও মধু।

সার্ব্বভৌম রস। প্রস্তুতবিধি ২২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চ্যবনপ্রাশ। যক্ষ্মা বা অন্যান্য শোষ অথবা উরঃক্ষতরোগে রোগীর শ্বাস, প্রমেহ, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা, রক্ত বা পূয মিশ্রিত শ্লেষ্মা নিঃসরণ, স্বরভঙ্গ ও মাথার ভার প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ কৃশ ব্যক্তিকে সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মা বা উরঃক্ষত রোগীর শ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় এবং জ্বরাদি উপদ্রব প্রবল হইলে, এই ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য নহে। রোগের পুরাতন অবস্থায় অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। কৃশ, বালক ও যুবা ব্যক্তিকে বায়ু ও পিত্তের প্রবলাবস্থায় সেবন করাইলে, উপকার দর্শে। এই ঔষধ বিবিধরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা বলবর্দ্ধক। অনুপান—মধু।

চ্যবনপ্রাশ। প্রস্তুতবিধি ২৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ছাগলাদ্য ঘৃত। যক্ষ্মা, ব্যায়ামশোষ, ব্যবায়শোষ, অধ্বশোষ ও উরঃক্ষতরোগে রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এবং পূয বা রক্ত সংযুক্ত শ্লেষ্মা অথবা বিশুদ্ধ ফেণবৎ শ্লেষ্মা কাসের সহিত নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে প্রমেহ, অল্প জ্বর, বক্ষঃস্থলে বা পার্শ্বে বেদনা, স্বরভঙ্গ, পাণ্ডু বা কামলা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মা বা অন্যান্য শোষরোগে রোগীর উদরাময়, শোথ ও শ্বাসের প্রবলতা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, ঘৃত সেবন করাইবে না। পাচক অগ্নি প্রবল থাকিলে, ঘৃত সেবন কর্ত্তব্য। এই ঘৃত ক্ষত কাস ও রক্তপিত্তরোগে রোগীর দুর্ব্বলাবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

ছাগলাদ্য ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছা পাক করিবে। নপুংসক ছাগমাংস ১২৷৷০ সাড়ে বারসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বাসকছাল ১২৷৷০ সাড়ে বারসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধা ১২৷৷০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগীদুগ্ধ /৮ সের। কল্কদ্রব্য—শতমূলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, জীবক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কচিশিমূলমূল,

খচ, চোরকাচ, কাঁকুল, সালেমমিশ্রী, তালমূলী, চই, শূকশিম্বীবীজ, যমানী, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণজীরা, ছোটএলাইচ, মেথী ও বামনহাটী ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা।০ আনা বা ॥০ তোলা।

বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত, ব্যবায়শোষ, অধ্বশোষ ও অন্যান্য ক্ষয়রোগে রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এবং রক্ত বা পূয মিশ্রিত কাস অথবা অত্যধিক ফেণাবৎ শ্লেষ্মা নির্গত হইলে ও রোগীর বক্ষঃস্থল, পার্শ্বদেশ ও স্কন্ধ প্রভৃতি স্থানে বেদনা, স্বরভঙ্গ এবং জীর্ণজ্বর প্রভৃতি উপদ্রব তৎসঙ্গে লক্ষিত হইলে, এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধ সহ সেবন করাইবে। রোগীর উদরাময়, শোথ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, ঘৃত সেবন করাইবে না ; অগ্নি সবল থাকিলে ঘৃত সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মারোগীর বল রক্ষার্থ এই ঔষধ অত্যন্ত আবশ্যক। ইহা কাস, ইন্দ্রিয়ের শক্তি হীনতা প্রভৃতি রোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছা পাক করিবে। কাথ্য দ্রব্য—অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। নপুংসক ছাগমাংস ২৫ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, আলকুশীবীজ, এলাইচ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, মুগাণী, মাষাণী, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েলা, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ; এই সকল দ্রব্য মিলিত /১ সের। পাক শেষে ঘৃত ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে ইক্ষুচিনি ৩২ তোলা ও মধু ৩২ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা বা ॥০ তোলা।

বৃহৎ চন্দনাদি তৈল। যক্ষ্মা ও অন্যান্য শোষরোগে রোগীর জ্বর, পার্শ্বশূল, উদরাময় ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস হইলে অথবা বাতপিত্ত প্রধান রোগীর শারীরিক কৃশতা, শ্বাস, কাস ও রক্তবমন প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, এই তৈল তাহার গাত্রে মালিশ করিতে দিবে ; কিন্তু যক্ষ্মারোগের প্রবলাবস্থায় তৈল মর্দ্দন নিষিদ্ধ।

বৃহৎ চন্দনাদিতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছা পাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—লাক্ষা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। দধির মাত ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—রক্তচন্দন, বালা, নখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, শটী, এলাইচ, খাটাশী, নাগেশ্বর, তেজপাতা, শিলারস, মুরামাংসী, জটামাংসী, কাকলা, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, লতাকস্তুরী, লবঙ্গ, অগুরু, কুঙ্কুম, দারুচিনি,

রেণুকা ও লালুকা, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। পরে গন্ধদ্রব্য প্রদান করিয়া যথানিয়মে পাক শেষ করিবে।

বাসাচন্দনাদিতৈল। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও ব্যায়ামশোষ প্রভৃতি রোগে রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে এবং জ্বর, উদরাময় ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান না থাকিলে অথবা বায়ু ও পিত্তপ্রধান শ্বাস ও কাসযুক্ত রোগীকে এই তৈল সমস্ত গাত্রে, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে ও সন্ধিতে মালিশ করিতে দিবে। এই তৈল সবল অগ্নি ব্যক্তিকে ২০।২৫ ফোঁটা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ সহ সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে; রোগের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে বা শ্লেষ্মপ্রধান অবস্থায় তৈল মর্দ্দন নিষিদ্ধ। তৈল মর্দ্দন করাইয়া রোগীকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইবে।

বাসাচন্দনাদি তৈল। প্রস্তুতবিধি ২৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যক্ষ্মারোগে—রক্তবমন ও সরক্তশ্লেষ্মোদ্গীরণ-চিকিৎসা।

অলক্তকযোগ। যক্ষ্মা, শোষ বা উরঃক্ষতরোগে রোগীর রক্তবমন হইলে, এই ঔষধ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় অথবা অবস্থাভেদে দিনে ৩।৪ বার ও রাত্রে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে।

অলক্তকযোগ। জলে আলতা ভিজাইয়া সেই জল ২ তোলা পরিমাণে লইয়া উহাতে মধু।০ আনা বা ॥০ আনা মিশ্রিত করিয়া লইবে।

বিশল্যকরণীক্বাথ। যক্ষ্মা, শোষ ও উরঃক্ষত প্রভৃতি রোগে রোগীর পুনঃপুনঃ রক্তবমন লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সিদ্ধ করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ রক্তামাশয় এবং রক্তাতিসারেও প্রয়োগ করা যায়।

বিশল্যকরণীক্বাথ। বিশল্যকরণীর (আয়াপানের) পাতা ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; অথবা পাতার রস ২ তোলা।

চন্দনাদিযোগ। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও শোষরোগে রক্তবমন লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় বা অবস্থাভেদে রাত্রিতে সেবন করাইবে।

চন্দনাদিযোগ। রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু সমভাগে মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধের সহিত রোগীকে সেবন করাইবে।

এলাদি গুড়িকা। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত বা অন্যান্য শোষরোগে রোগীর রক্তবমন অথবা রক্ত বা পূঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় বা অবস্থাভেদে রাত্রিতে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ রক্তপিত্তরোগেও ব্যবহৃত হয়। অনুপান—জল।

এলাদিগুড়িকা। প্রস্তুতবিধি ৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাসাবলেহ। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত বা অন্যান্য শোষরোগে রোগীর রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে শ্বাস, বক্ষঃস্থল ও পার্শ্বে বেদনা এবং স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

বাসাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাসাখণ্ড। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও বিবিধ শোষরোগে, রোগীর রক্তবমন, রক্ত বা পূঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মা নিঃসরণ, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা ও শ্বাস বিদ্যমান থাকিলে, কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ রক্তপিত্ত, ক্ষতজকাস ও ক্ষয়কাসরোগে ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, সুতরাং ঐ সমস্ত রোগে উদরাময় অবস্থায় প্রয়োগ করিবে না। অনুপান—উষ্ণজল।

বাসাখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ২০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বাসাবলেহ। যক্ষ্মা ও শোষরোগে রোগীর রক্ত বা পূঁয মিশ্রিত কাস ও তৎসঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এবং বক্ষঃস্থল ও পার্শ্বদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ বাসাবলেহ। বৃহতী ২০০ তোলা, কণ্টকারী ২০০ তোলা, বাসক মূলের ছাল ২০০ তোলা ও বামনহাটীরছাল ২০০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথে ইক্ষুচিনি ২ সের মিশ্রিত করত পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে উহাতে অভ্র ৮ তোলা, পিপুল ৩২ তোলা এবং কুড়, তালীশপত্র, মরিচ, তেজপাতা, মুরামাংসী, বেণারমূল, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, দারুচিনি,

বামনহাটী, বালা ও মুথা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা দিবে এবং পাক শেষে চুল্লী হইতে পাত্র অবতরণ করিয়া ঘৃত ১৬ তোলা এবং শীতল হইলে মধু ৩২ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত অথবা শোষরোগে রোগীর প্রবল বমন অথবা রক্তের সহিত শ্লেষ্মা বা পূঁযমিশ্রিত কাস লক্ষিত হইলে অথবা কাসে দুর্গন্ধ অনুমিত হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মা-রোগীর বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা, শ্বাস, পাণ্ডু বা কামলা ও বমন প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ অতি উপকারী। রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড। বাসকছাল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। পুরাতন কুষ্মাণ্ডের শাস চূর্ণ ৪০০ তোলা লইয়া উহাকে /৪ সের ঘৃতে ভাজিয়া উহার সহিত ইক্ষুচিনি ৮০০ তোলা এবং উল্লিখিত বাসকের কাথ মিশ্রিত করত পাক করিবে। পাকাবসানে মৃদু অগ্নিতে মুথা, আমলকী, বংশলোচন, বামনহাটী, দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাইচ ; ইহাদের প্রত্যে-কের চূর্ণ ২ তোলা এবং এলবালুকা, শুঁঠ, ধনে, মরিচ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও পিপুলচূর্ণ ৩২ তোলা প্রদান করিবে। শীতল হইলে মধু /১ এক সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ হইতে ॥০ তোলা।

শর্করাদ্যলৌহ। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও শোষরোগে রক্তবমন দৃষ্ট হইলে অথবা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর, দাহ, হৃদয়ে ও পার্শ্ব-দেশে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ রক্তপিত্তরোগে ব্যবহৃত হয়। অনুপান—কাঁচ দুর্ব্বার রস অথবা পাকা যজ্ঞডুমুরের রস।

শর্করাদ্য লৌহ। প্রস্তুতবিধি ২৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রক্তপিত্তান্তকরস। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও অন্যান্য শোষরোগে রক্তবমন জ্বর ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা রক্তপিত্তরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনুপান—কচিদুর্ব্বার রস ও মধু অথবা ইক্ষুচিনি এবং মধু।

রক্তপিত্তান্তকরস। অভ্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, বংশপত্রহরিতাল ও গন্ধক, এই সকল

দ্রব্য সমভাগে লইয়া যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্ ও গুলঞ্চের রসে যথাক্রমে ১ দিন মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

যক্ষ্মারোগে—শ্বাস-চিকিৎসা।

শ্বাসকুঠার রস। যক্ষ্মা উরঃক্ষত বা অন্যান্য শোষরোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর শ্বাসের বেগ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, রক্তমিশ্রিত অথবা বিশুদ্ধ শ্লেষ্মা নিঃসরণ, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বদেশে বেদনা এবং অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় সেবনবিধি। অনুপান—বহেড়া ঘসা ও মধু।

শ্বাসকুঠাররস। প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্বাসচিন্তামণি। যক্ষ্মা ও অন্যান্য শোষরোগের প্রবলাবস্থায় শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং শ্বাস অত্যন্ত কষ্টজনক বোধ হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর পার্শ্ব-শূল প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু অথবা বহেড়া ঘসা ও মধু।

শ্বাসচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্বাসকাসচিন্তামণি। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও অন্যান্য রোগের প্রবলাবস্থায় শ্বাসের প্রবলতা ও শ্বাস-কষ্ট দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে, রক্ত বা পূঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মা অথবা কেবলমাত্র শ্লেষ্মা কাসের সঙ্গে নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ শ্বাসজকাসে ও বাতজকাসে ব্যবহৃত হয়। অনুপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু।

শ্বাসকাসচিন্তামণি। পারদ, গন্ধক ও স্বর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ ভাগ, মুক্তা অর্দ্ধভাগ, গন্ধক ২ ভাগ ও অভ্র ২ ভাগ এবং লৌহ ৪ ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কণ্টকারীর কাথ, ছাগীদুগ্ধ, যষ্টিমধুর কাথ ও পানের রসে যথাক্রমে সাতবার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

যক্ষ্মারোগে—প্রমেহ-চিকিৎসা।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বররস। ব্যবায় শোষ বা যক্ষ্মারোগে শুক্রক্ষরণ, মূত্রাধিক্য অথবা প্রমেহের অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—যজ্ঞডুমুর চূর্ণ ও মধু অথবা গব্যদুগ্ধ।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বররস। বঙ্গ, রস, গন্ধক, রূপা, কর্পূর ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, স্বর্ণ ও মুক্তা; ইহাদের প্রত্যেকের ॥০ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া কেশুর্ত্ত্যার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

অপূর্ব্বমালিনীবসন্ত। যক্ষা, ব্যবায়শোষ বা অন্যান্য ক্ষয়রোগে শুক্রক্ষরণ, প্রস্রাবে জ্বালা, মূত্রাধিক্য অথবা প্রমেহের অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রমেহাশ্রিত জ্বরে ও জীর্ণ-জ্বরে প্রয়োগ করা যায়। ব্যবায় শোষে রোগী অত্যন্ত কৃশ হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গুলঞ্চের রস ও চিনি।

অপূর্ব্বমালিনীবসন্ত। বৈক্রান্ত (অভাবে পীতবর্ণ কড়িভস্ম), অভ্র, অমৃতীকরণবিধি অনুসারে তাম্রভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য, বঙ্গ, প্রবাল, রসসিন্দূর, লৌহ, সোহাগার খৈ এবং শঙ্খভস্ম; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া বেণার মূলের কাথ, শতমূলীর রস ও হরিদ্রার রসে যথাক্রমে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া কস্তুরী ও কর্পূর ইহাদের প্রত্যেকে বৈক্রান্তের সমান মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রতি।

বসন্তকুসুমাকররস। যক্ষা, ব্যবায়শোষ এবং অন্যান্য শোষরোগে শুক্রক্ষরণ, মূত্রাধিক্য, প্রস্রাবে জ্বালা অথবা প্রমেহজনিত বিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ব্যবায় শোষে অত্যধিক শুক্রক্ষয় বশতঃ বিবিধ লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। ইহা অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক এবং বহুমূত্র নিবারক। অনুপান-ঘৃত, মধু ও চিনি।

বসন্তকুসুমাকর রস। স্বর্ণ ও রৌপ্য; ইহাদের প্রত্যেকে ২ ভাগ; বঙ্গ, সীসা ও লৌহ; ইহাদের প্রত্যেকে ৩ ভাগ, অভ্র, প্রবাল ও মুক্তা; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ ভাগ; এই সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাক্রমে গব্য দুগ্ধ, ইক্ষুরস, বাসকছালের কাথ, লাক্ষার কাথ, বালার কাথ, কদলীমূলের রস, কলার মোচার রস, পদ্মের রস, মালতীফুলের রস ও কুঙ্কুমের কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া পশ্চাৎ স্বর্ণের সমান কস্তুরী মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রতি।

চন্দ্রকান্তিরস। যক্ষা ও ব্যবায় শোষ ও অন্যান্য ক্ষয়রোগে রোগীর শুক্রক্ষয়, প্রস্রাবে জ্বালা, মূত্রাধিক্য অথবা প্রমেহজনিত অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এবং রোগী অত্যন্ত কৃশ হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ মূত্রাতিসারে অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—মূত্রাধিক্যাবস্থায় আমলকী-চূর্ণ, শুক্রক্ষয়ে যজ্ঞডুমুর চূর্ণ বা শতমূলীর রস।

চন্দ্রকান্তিরস। রস, গন্ধক, অভ্র, রৌপ্য, হরিতাল, কাঁসা, লৌহ, বেণারমূল, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ এবং সর্ব্ব সমান বঙ্গ; একত্র মর্দ্দন করিয়া আমহালের কাথ, আমলকীরস, কুলত্থকলায়ের কাথ, লজ্জাবতীর রস, বটের ঝুরির রস ও শিমুলের মূলের রসে যথাক্রমে ৩ বার ভাবনা দিয়া পরে জাতীফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, এলাইচ ও জয়িত্রী; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ পারদের সমান মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রত্তি।

বৃহৎ মকরধ্বজ। যক্ষ্মা, ব্যবায় শোষ এবং অন্যান্য ক্ষয়রোগে শুক্রক্ষরণ ও মূত্রাধিক্য প্রভৃতি কারণে শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, এবং যক্ষ্মা, উরঃক্ষত বা শোষরোগীর রসাদি ধাতুসমূহের পোষণার্থ এই ঔষধ সেবন করাইবে। ব্যবায় শোষে এবং যক্ষ্মারোগে প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন অত্যন্ত আবশ্যক। অনুপান—পানের রস ও মধু।

বৃহৎ মকরধ্বজ। স্বর্ণ ২ ভাগ এবং বঙ্গ, মুক্তা, লৌহ, জাতীফল, জয়িত্রী, রূপা, কাঁসা, রসসিন্দুর, প্রবাল, কস্তুরী, কর্পূর ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং স্বর্ণসিন্দুর ৪ ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র করত জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রত্তি।

যক্ষ্মারোগে—বেদনাচিকিৎসা।

শতপুষ্পাদিলেপ। যক্ষ্মারোগে রোগীর স্কন্ধে, মস্তক ও পার্শ্বে বেদনা থাকিলে, এই প্রলেপ ঈষদুষ্ণ করিয়া রাত্রে ও প্রাতে লাগাইবে; এইরূপ ভাবে প্রত্যহ ২।৩ বার প্রলেপ লাগাইয়া দিবে।

শতপুষ্পাদি লেপ। শুল্‌ফা, কুড়, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা ও শ্বেতচন্দন; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর উহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লইবে।

বলাদিলেপ। যক্ষ্মারোগে রোগীর পার্শ্বদেশে, মস্তকে ও স্কন্ধদেশে বেদনা থাকিলে, এই প্রলেপ ঈষদুষ্ণ করিয়া ঐ সকল স্থানে প্রাতে ও রাত্রে ২।৩ বার ক্রমান্বয় লাগাইয়া দিবে।

বলাদিলেপ। বেড়েলা, রাস্না, তিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল ও ঘৃত; এই সকল সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে।

পলঙ্কষাদিলেপ। যক্ষ্মারোগে রোগীর মস্তকে, পার্শ্বদেশে ও বক্ষঃ-

স্থলে বেদনা লক্ষিত হইলে, এই প্রলেপ ঈষদুষ্ণ করিয়া ঐ সকল স্থানে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার লাগাইয়া দিবে।

পলঙ্কষাদিলেপ। গুগ্‌গুলু, দেবদারু, শ্বেতচন্দন, নাগেশ্বর ও ঘৃত; সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া লইবে।

যক্ষ্মারোগে—উদরাময়-চিকিৎসা।

জাতীফলাদিচূর্ণ। যক্ষ্মারোগীর উদরাময় অর্থাৎ পাতলা দাস্ত লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে, স্বরভঙ্গ, স্কন্ধদেশ বা মস্তকে বেদনা, মাথায় ভার, অন্নে-অরুচি, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল। প্রাতে বা সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেব্য।

জাতীফলাদি চূর্ণ। জাতীফল, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা, তগরপাদুকা, কৃষ্ণতিলের শাস, তালীশপত্র, রক্তচন্দন, শুঁঠ, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কর্পূর, হরীতকী, আমলকী, মরিচ, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও নাগেশ্বর; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, শোধিত সিদ্ধিপত্র চূর্ণ ১৬ তোলা এবং ইক্ষুচিনি সর্ব্বচূর্ণের সমান, এই সমুদয় সম্যক প্রকারে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৵০ আনা বা ।০ আনা।

ত্রিকট্বাদিচূর্ণ। যক্ষ্মারোগীর উদরাময় অর্থাৎ আম বা রক্ত নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে শ্বাস, মেহ অর্থাৎ শুক্রক্ষরণ, প্রস্রাবে জ্বালা, পাণ্ডু বা কামলা এবং হস্তপদাদি অঙ্গে শোথ ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আরাপানের রস ও মধু।

ত্রিকট্বাদি চূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, এলাইচ, জায়ফল ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা ও লৌহ ৯ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মাড়িবে। মাত্রা /০ আনা।

মহারাজ নৃপতিবল্লভরস। যক্ষ্মারোগীর প্রবল উদরাময় দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ পুনঃপুনঃ পাতলা দাস্ত বা আমসংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে উদরে বেদনা, কাস, শ্বাস, পার্শ্ব ও মস্তকে বেদনা, কাসে অত্যধিক রক্ত বা শ্লেষ্মা নিঃসরণ, অরুচি, হৃদয়ে দাহ ও প্রমেহ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে জীরাচূর্ণ ও মধুসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

মহারাজ নৃপতিবল্লভরস। কান্তলৌহ ৬ তোলা এবং অভ্র, অমৃতীকরণ নিয়মানুসারে তাম্রভস্ম, রৌপ্য ও স্বর্ণমাক্ষিক; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা এবং স্বর্ণ, মুক্তা, সোহাগার খৈ, কাকড়াশৃঙ্গী, গজপিপ্পলী, দন্তীমূল, মরিচ, তেজপাতা, যমানী, বালা, শুঁঠ, ধনে সৈন্ধব-লবণ, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা ও বিষ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ২ তোলা এবং লবঙ্গ, জয়িত্রী, জায়ফল ও দারুচিনি ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও সমস্ত দ্রব্যের অর্দ্ধেক বিট্ লবণ, এবং বিট্ লবণ সহ সমস্ত দ্রব্যের সমান ছোট এলাইচ চূর্ণ ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া মর্দন পূর্ব্বক ছাগী দুগ্ধে ৭ বার ও ছোলঙ্গলেবুর রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ১০ রতি।

পঞ্চামৃতপর্পটী। যক্ষ্মা এবং অন্যান্য শোষে রোগীর প্রবল উদরাময় দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে হস্ত, পদ ও অন্যান্য অঙ্গে শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মা বা অন্যান্য শোষরোগীর কাস, শ্বাস, মেহ, রক্তবমন বা অন্যান্য উপদ্রব উদরাময়ের সঙ্গে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন বিধি। প্রথম দিন প্রাতে দুই রতি সেবন করিতে দিবে, অনন্তর প্রত্যহ প্রাতে ২ রতি নিয়মে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১৪ রতি পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিবে ও পুনরায় ২ রতি নিয়মে প্রত্যহ মাত্রা হ্রাস করিবে। অনুপান ধনে ও জীরার ক্বাথ। শোথাধিক্যে, এই ঔষধ সেবনকালে লবণ জল বর্জ্জন করিয়া দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে।

পঞ্চামৃতপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও শোষরোগীর উদরাময় প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে শোথ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ক্ষয়রোগীর জ্বর, কাস, শ্বাস ও পার্শ্বদেশ এবং হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা, এই সকল উপদ্রব উদরাময়ের সঙ্গে প্রকাশ পাইলে অথবা ঐ সকল উপদ্রব উদরাময়ের সঙ্গে বিদ্যমান না থাকিলেও এই ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য অর্থাৎ উদরাময় এবং শোথ উভয়ের প্রকোপসত্ত্বে এই ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। ঔষধ প্রথম দিন প্রাতে ১ রতি পরিমাণে সেবন করাইবে; এবং প্রত্যহ ১ রতি পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে, অনন্তর ১ রতি পরিমাণে হ্রাস করিবে। ঔষধ সেবন কালে উদরাময় অত্যন্ত প্রবল থাকিলে প্রথমাবস্থায়, সজল দুগ্ধ অথবা জীরা, মরিচ, ধনে ও সৈন্ধবলবণ সংযোগে ছাগমাংস ও জাঙ্গলমাংসের পাতলা যুষ রোগীকে প্রদান করিবে;

তৎপর মল গাঢ় হইয়া আসিলে অর্থাৎ ২।৩ দিন পরে ঐ সমস্ত পথ্য পরিবর্ত্তন করিয়া লবণ জল বর্জ্জন পূর্ব্বক দুগ্ধান্ন যথেচ্ছা নির্ভয়চিত্তে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজয়পর্পটী। যক্ষ্মা এবং শোষ রোগীর প্রবল উদরাময় অর্থাৎ আম বা রক্তসংযুক্ত মল অথবা পাতলা দাস্ত হইলে ও তৎসঙ্গে হস্ত, পদ প্রভৃতি শরীরে বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মারোগীর, জ্বর, কাস ও পার্শ্বদেশে বেদনা, প্রমেহ, শ্বাস, স্বরভঙ্গ এবং অন্যান্য যাবতীয় লক্ষণ উদরাময়ের সঙ্গে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। প্রথম দিন ২ রতি প্রযোজ্য; অনন্তর প্রত্যহ প্রাতে ১ রতি মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত সেবন করাইয়া পুনরায় ১ রতি ক্রমে মাত্রা হ্রাস করিবে। পথ্য স্বর্ণপর্পটীবৎ। শোষ প্রবল হইলে, লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—দুগ্ধ।

বিজয়পর্পটী। আমলাসা গন্ধক ভৃঙ্গরাজরসে তিন বার ভাবনা দিয়া লৌহপাত্রে অগ্নির উত্তাপে গালাইয়া ভৃঙ্গরাজরসে নিক্ষিপ্ত করিবে, পরে ঐ গন্ধক ৮ তোলা ও হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৪ তোলা লইয়া উহার সহিত রূপা ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, বৈক্রান্ত ॥০ তোলা ও মুক্তা ।০ আনা একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিবে। অনন্তর পর্পটী পাকের নিয়মানুসারে লৌহ পাত্রে কুল কাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা পাক করিবে।

যক্ষ্মারোগে—শোথ-চিকিৎসা।

শোথকালানল রস। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত এবং শোষরোগীর হস্ত, পদ প্রভৃতি স্থানে শোথ এবং তৎসঙ্গে জ্বর, শ্বাস, কাস ও সামান্য উদরাময় প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। যক্ষ্মারোগীর শোথের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে অথচ উদরাময়ের অল্পতাসত্ত্বে ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অনুপান—কুলেখাড়া পাতার রস ও মধু।

শোথকালানল রস। প্রস্তুতবিধি ১৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্রপালরস। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত এবং শোষরোগীর হস্ত ও পদাদি স্থানে শোথ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে উদরাময়, জ্বর, কাস, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস,

এবং পার্শ্বদেশে, স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। শোথের প্রবলাবস্থায় এবং তৎসঙ্গে উদরাময়ের ঈষৎ প্রকোপসত্ত্বে এই ঔষধ সেবন করান উচিত। ইহা সেবন কালে লবণ ও জল বর্জ্জন পূর্ব্বক দুগ্ধান্ন পথ্য দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। অনুপান—দুগ্ধ।

ক্ষেত্রপালরস। প্রস্তুতবিধি ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত এবং শোথরোগে শোথ প্রবল হইলে অথবা তৎসঙ্গে উদরাময় দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ যথানিয়মে সেবন করাইবে। পথ্য—দুগ্ধান্ন; লবণ ও জল বর্জ্জন বিধেয়।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যক্ষ্মারোগে-পথ্য।

যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও শোষ রোগীকে পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, যব ও গমের রুটী, মুগ ও ছোলার যূষ এবং ছাগ, জাঙ্গল পক্ষী, মৃগমাংস যূষ, ছাগদুগ্ধ, ছাগ দুগ্ধোৎপন্ন মাখন ও ঘৃত, কলার মোচা, গব্যঘৃত, মাহিষ ঘৃত, মিছরি, পলতা ও শজিনা প্রভৃতি দ্রব্য ও সৈন্ধবলবণে পক্ক ব্যঞ্জনাদি প্রায়শঃ সেবন করিতে দিবে।

যক্ষ্মারোগীর শ্বাস, কাস ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রবের হ্রাস হইলে, পাকা আম, পাকা কাঁঠাল, কিস্‌মিস্, খর্জ্জুর, পানিফল ও নারিকেল প্রভৃতি দ্রব্য রোগীকে অগ্নিবলানুসারে প্রদান করিবে।

কর্পূর, কস্তুরী, শ্বেতচন্দন, অবগাহন স্নান, অট্টালিকায় বাস, মাল্যধারণ, হর্ষজনক গীত-বাদ্য শ্রবণ, নৃত্য দর্শন, জ্যোৎস্না, উৎকৃষ্ট বসন ধারণ, যজ্ঞ, দান, দেবতা পূজা এবং মনের তুষ্টিজনক অন্ন-পানীয়; এই সমস্ত যক্ষ্মারোগীর পক্ষে হিতকর।

রক্তপিত্ত-চিকিৎসা।

শ্লৈষ্মিক রক্তপিত্তের লক্ষণ। শ্লেষ্মাধিক্য রক্তপিত্তে ঘন, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, অল্পস্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল রক্ত নির্গত হয়।

বাতিক রক্তপিত্তের লক্ষণ। বাতিক রক্তপিত্তে কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ ফেণাযুক্ত পাতলা ও রুক্ষ রক্ত নির্গত হয়।

পৈত্তিক রক্তপিত্তের লক্ষণ। পিত্তাধিক্য রক্তপিত্তে কষায় (কাথের ন্যায়) বর্ণবিশিষ্ট অথবা কৃষ্ণবর্ণ, গোমূত্রাভ, চিক্কণ, গৃহধূমবৎ বর্ণযুক্ত অথবা সৌবীরাঞ্জন সদৃশ রক্ত নির্গত হয়।

দ্বিদোষজ রক্তপিত্তের লক্ষণ। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ইহাদের মধ্যে দুই দোষের লক্ষণ একত্র মিলিত হইলে, উহাকে দ্বিদোষজ রক্তপিত্ত কহে।

সান্নিপাতিক রক্তপিত্তের লক্ষণ। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই ত্রিবিধ রক্তপিত্তের লক্ষণ মিলিত হইলে, সান্নিপাতিক রক্তপিত্ত কহে।

দোষভেদে রক্তপিত্তের গতি নির্দ্দেশ। কফসংসৃষ্ট রক্তপিত্ত উর্দ্ধ-গামী হয় অর্থাৎ কর্ণ, নাসা ও মুখ হইতে বিবিধবর্ণ বিশিষ্ট রক্ত নির্গত হয়। বাতাশ্রিত রক্তপিত্ত অধোগামী হইয়া থাকে অর্থাৎ লিঙ্গ, যোনি ও গুহ্যদ্বার হইতে রক্ত নির্গত হয়। বাতশ্লেষ্মাশ্রিত রক্তপিত্ত উর্দ্ধ ও অধোগামী হইয়া নির্গত হয় এবং অত্যন্ত প্রকুপিত হইলে সময়ে সময়ে লোমকূপ হইতেও রক্ত নির্গত হয়।

রক্তপিত্তের উপদ্রব। রক্তপিত্তরোগে শরীরের দুর্ব্বলতা, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, মত্ততা, পাণ্ডুতা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভুক্তদ্রব্যের বিদগ্ধ পাক, অধী-রতা, হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, পিপাসা, দাস্ত, মস্তকের তাপ, পূযনির্গম, আহারে অনিচ্ছা, অপরিপাক ও মাংস প্রক্ষালন জলবৎ রক্তের বিকৃতি; এই সকল উপসর্গ দৃষ্ট হয়।

রক্তপিত্তের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। রক্তপিত্ত একদোষজ হইলে সাধ্য, দ্বিদোষজ হইলে যাপ্য এবং ত্রিদোষ সমুৎপন্ন রক্তপিত্তরোগ অসাধ্য। মন্দাগ্নি, ব্যাধি কর্ত্তৃক দেহের ক্ষীণতা, বার্দ্ধক্য, অরুচি বশতঃ ভোজনে অনিচ্ছা এবং প্রবলবেগে রক্ত নির্গমন, এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত রক্তপিত্ত রোগী অসাধ্য।

ঊর্দ্ধভাগ অর্থাৎ মুখ, নাসিকা ও কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইলে, ঐ ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত সাধ্য। অধোভাগ অর্থাৎ লিঙ্গ, যোনি ও গুহ্যদ্বার হইতে রক্ত স্রাব হইলে উহা যাপ্য। রক্তপিত্তের প্রকোপ বশত, ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই উভয়মার্গ হইতে এক সময়ে রক্তস্রাব হইলে উহা অসাধ্য।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগ অল্পদিন হইতে প্রকাশ পাইলে, এবং শ্বাস, কাসাদি উপদ্রব না থাকিলে অথচ রক্তপিত্ত অল্প বেগযুক্ত হইলে অর্থাৎ রক্ত অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হইলে, সবল রোগীর পক্ষে উহা সাধ্য এবং হেমন্ত ও শরৎ ঋতুতে ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত উৎপন্ন হইলে, তাহাও সাধ্য হয়।

মাংস ধৌত জলের ন্যায় পচা গন্ধযুক্ত, কর্দ্দমাক্ত-জলসদৃশ, মেদ, পূঁয ও রক্তসদৃশ, যকৃৎ খণ্ডের ন্যায় বা পাকাজাম ফলের ন্যায় কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিবিধ বর্ণযুক্ত ঊর্দ্ধ বা অধোগামী পিত্ত-সংযুক্ত রক্ত নির্গত হইলে, উহা অসাধ্য এবং পূর্ব্বোল্লিখিত উপদ্রবসমূহ বিদ্যমান থাকিলে সেই রক্তপিত্তও অসাধ্য।

যে রক্তপিত্ত রোগী দৃশ্য (ঘটপটাদি পদার্থ) এবং অদৃশ্য (শূন্যমার্গাদি) সমস্ত রক্তবর্ণ দর্শন করে, সেই রোগীর রক্তপিত্ত অসাধ্য। যে রক্তপিত্তরোগী অত্যধিক রক্তবমন করে ও লোহিত উদ্গার দর্শন করে ও যাহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, সেই রোগী বিনষ্ট হয়।

রক্তপিত্ত-চিকিৎসা-বিধি।

অতিরিক্ত রৌদ্র, ব্যায়াম, পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য, শোক, পথপর্য্যটন, অত্যধিক স্ত্রীসহবাস এবং তীক্ষ্ণ দ্রব্য, উষ্ণ দ্রব্য, ক্ষারাত্মক দ্রব্য, লবণ ও কটু-রস বিশিষ্ট দ্রব্য সেবন দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইলে রক্তও প্রকুপিত হয়, অতএব পিত্ত ও রক্ত উভয়ের প্রকোপবশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয়, কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে, পিত্ত রক্তবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া নিঃসৃত হয়, এই জন্য শাস্ত্রে উহা রক্তপিত্ত নামে কথিত হইয়াছে ; এই রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধগামী ও অধোগামী এবং রোগের প্রকোপ কালে বিবিধ উপদ্রব উৎপাদন করে। ঊর্দ্ধগামী রক্তপিত্তের এই সকল প্রধান কারণ সহজেই পরিজ্ঞাত

হওয়া যায়; হৃৎপিণ্ডস্থ বৃহৎধমনী এবং শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র ও যকৃতের পীড়া বশতঃ রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইলে ঐ রক্তপিত্ত যক্ষ্মারোগে পরিণত হয়। রক্তপিত্তরোগে লোমকূপ, নাসারন্ধ্র, কর্ণ, পক্কাশয়, মুখ, লিঙ্গ, যোনিদেশ বা মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালে যে রজঃ নিঃসৃত হয়, উহা রক্তপিত্ত-মধ্যে গণনীয় নহে।

কর্ণবিবর এবং নাসারন্ধ্র হইতে যে রক্ত নির্গত হয়, সেই রক্ত কর্ণবিবরের বাহ্যদেশ ও নাসারন্ধ্রের সম্মুখভাগ হইতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিঃসৃত হইলে, সচরাচর জলবৎ পাতলা দৃষ্ট হয় এবং নাসারন্ধ্রের পশ্চাৎ ভাগ হইতে রক্ত নির্গত হইলে উহা গাঢ়, কৃষ্ণবর্ণ ও শ্লেষ্মামিশ্রিত দৃষ্ট হয়। মুখ গহ্বরের বিবিধ স্থানস্থিত রক্ত মুখমার্গ দ্বারা নিঃসৃত হয়। জিহ্বা, তালু ও গণ্ডদেশের অভ্যন্তর ও দাঁতের মাড়ি হইতে যে রক্ত নির্গত হয়, ঐ সকল রক্তে শ্লেষ্মা ও ফেণা যুক্ত লালা সংলগ্ন থাকে; শ্বাসমার্গ, পরিপাক নলীর ঊর্দ্ধাংশ ও পাকাশয় স্থিত রক্তপিত্তের প্রকোপ বশতঃ মুখ দ্বারা নির্গত হয়। সাধারণতঃ ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে এবং পৈত্তিক যক্ষ্মারোগে রক্তবমন একটী প্রধান লক্ষণ। উভয় রোগেই রক্তনিঃসরণ দৃষ্ট হয়, নিম্নলিখিত কারণে রক্ত বমন হইলে রক্তপিত্তরোগে পরিণত হয়, যথা—পক্কাশয়ের ক্ষত বা কোনরূপ সাংঘাতিক পীড়া, যকৃতে রক্ত সঞ্চালিত হইলে, রক্ত সমষ্টিভূত হওয়া, হৃৎপিণ্ডদ্বয়ের অবরোধ হইলে বিবিধ পীড়ার উৎপত্তি ও বিবিধ কারণে রক্তের বিকার হইলে, সূক্ষ্ম শিরার গাত্র হইতে রক্তস্রাব এবং স্ত্রীলোকদিগের স্বভাবতঃ রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া। যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তরোগের মধ্যে রক্তস্রাবে সাধারণতঃ যে সকল প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা এই—যক্ষ্মা রোগে রক্ত নির্গমের পূর্ব্বে কাসের বেগ উপস্থিত হয় ও কাসে নির্গত রক্তে শ্লেষ্মাদি মিশ্রিত থাকে, এইরূপ লক্ষণ প্রথমাবস্থায় প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় এবং ঐ নির্গত রক্ত ক্ষারাত্মক এবং মুখ লবণাক্ত অনুভূত হয়, রোগী বক্ষঃস্থলে ভার ও বিবিধ কষ্ট অনুভব করে; কণ্ঠনালী সুর্‌সুর্ করে; কোনও কোনও স্থলে কাস ব্যতীত মুখ রক্তে পরিপূর্ণ হয়, আবার সামান্য কাসের পরে রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং ঐ রক্ত অনেকাংশে উজ্জ্বল ও উহাতে ফেণা বিদ্যমান থাকে। রক্তপিত্তরোগে নির্গত

রক্ত ঈষৎ কৃষ্ণাভ এবং ঘনীভূত দৃষ্ট হয় এবং মুখ হইতে নিঃসৃত রক্ত, অম্লরস-বিশিষ্ট, বমনের পূর্ব্বে পকাশয়ে অসুখ বোধ, সময় সময় বমন করিবার ইচ্ছা, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও উদরে বেদনা বোধ হয় এবং অনেক সময়ে পকাশয়-স্থিত সঞ্চিত রক্ত মলের সহিত নির্গত হয়। যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তরোগের বাতাদি দোষ এই সমস্ত চিহ্ন দ্বারা নিরূপণ করা সুকঠিন, উহা সামান্য লক্ষণ দ্বারা নিরূপণ করিবে। রক্তপিত্তের ও যক্ষ্মারোগের ভেদ উক্ত উভয় রোগের লক্ষণদ্বারাও নির্ণয় করা সুকঠিন, কারণ শ্লৈষ্মিক রক্তপিত্তে শ্লেষ্মা সংযুক্ত পিচ্ছিল রক্ত নির্গমন পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, এবং পৈত্তিক যক্ষ্মারোগে কাস, জ্বর, দাহ ও রক্ত নির্গমন ইত্যাদি উল্লেখ করা হইয়াছে। রক্তপিত্তরোগের ন্যায় যক্ষ্মারোগেও দুর্ব্বলতা, শ্বাস, কাস ও জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে উভয় রোগের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান লক্ষণ দ্বারা রোগ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ রোগোৎপত্তির পূর্ব্ব লক্ষণও পরিজ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যক; যেহেতু, নিদান অর্থাৎ রোগোৎপাদক অহিতাচরণ ও অহিতকর দ্রব্য সেবন রূপ কারণ। পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ। রূপ অর্থাৎ লক্ষণ। উপশয় অর্থাৎ ঔষধ প্রয়োগ এবং আহারাদি দ্বারা রোগ প্রশমন বিষয়ের পরীক্ষা এবং সংপ্রাপ্তি অর্থাৎ দোষ ও দূষ্য সংমিশ্রণরূপ ব্যাপার, এই পাঁচটীর দ্বারাই উৎকট রোগ সকল নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তের নিদান, সংপ্রাপ্তি ও উপশয় অনেকাংশে তুল্য, সুতরাং ঔষধ এবং পথ্যাদি দ্বারা উভয়ের ভেদ সর্ব্বত্র নির্ণয় করা সুকঠিন, পূর্ব্ব লক্ষণ ও সাধারণ লক্ষণ দ্বারা ইহার প্রভেদ যথাসম্ভব স্থির করিবে। রক্তপিত্তরোগে শরীরের অবসন্নতা, শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, কণ্ঠদেশ হইতে ধূম নির্গমনবৎ বোধ, বমন, শ্বাস ও প্রশ্বাসে রক্তগন্ধ এই সকল লক্ষণের ২।১টী বাতাদি দোষভেদে রোগ প্রকাশের পূর্ব্বে (পূর্ব্বরূপের অবস্থায়) লক্ষিত হয়, এবং কোন কোন স্থলে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া শীঘ্রই সান্নি-পাতিক রক্তপিত্তে পরিণত হয়। যক্ষ্মারোগে কাস, শ্বাস, গাত্র বেদনা, শ্লেষ্ম নিঃসরণ (সর্দ্দি, কাস) তালু শোষ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, প্রবল সর্দ্দি, নিদ্রাধিক্য, চক্ষুর শুক্লতা, মাংস ভোজনে বলবতী ইচ্ছা, স্ত্রীসহবাসে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্নে কাকাদি পক্ষী ও বিভীষিকা দর্শন ইত্যাদি

লক্ষণের মধ্যে ২। ৪টী বা সমস্ত লক্ষণ বাতাদি দোষভেদে রোগ প্রকাশের পূর্ব্বে লক্ষিত হয়।

রোগ প্রবল হইলে যক্ষ্মা এবং রক্তপিত্তের অনেক বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশিত হয়, ঐ সমস্ত লক্ষণ দ্বারা রোগ নিরূপিত হইতে পারে। যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তের প্রবলাবস্থায় চিকিৎসার্থ যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা অনেকাংশে একরূপ; সুতরাং ঔষধ প্রয়োগ জন্য বিশেষ কোন ভ্রম হয় না। উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে রক্ত বমন, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি থাকিলে, প্রায়শঃ তুল্য ঔষধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু রক্তপিত্তে পিত্তের আধিক্য বশতঃ ঔষধ ও পথ্য কিয়দংশে ভিন্নরূপ হইয়া থাকে।

রক্তপিত্তে বমন। রক্তপিত্তরোগে অধিক রক্তবমন লক্ষিত হইলে, তজ্জন্য রোগীকে রক্ত বন্ধকারক ও তৃপ্তিকর আহারাদি এবং বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে; কিন্তু রোগী বলবান্ হইলে রক্ত বন্ধ করিতে চেষ্টা পাওয়া অন্যায়; যেহেতু রক্ত বন্ধ হইলে, দুষ্ট রক্ত দেহে রুদ্ধ হইয়া হৃদ্রোগ, গুল্ম, গ্রহণী ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। দুর্ব্বল রোগীর জন্যই রক্ত-বন্ধকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। রক্তবমন নিবারণার্থ রোগের প্রবলাবস্থায় বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ, বৃহৎ শর্করাদ্যলৌহ, ধাত্রীলৌহ বা আম-লাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ এবং বিবিধ যোগ বাতাদি দোষভেদে প্রদান করিবে। রক্ত বমন থাকিলে এবং অল্প জ্বর দৃষ্ট হইলে রক্তপিত্তান্তকরস, শতমূলাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবনে প্রায়শঃ ঐ জ্বর নিবৃত্ত হয়। জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে অত্যধিক শীতল পথ্য প্রদান করিবে না, যে-হেতু অত্যধিক শৈত্যক্রিয়া দ্বারা জ্বর বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, তখন কেবলমাত্র ঐ সকল ঔষধ প্রদান করিয়া খৈর মণ্ড বা পেয়াদি রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং জ্বরবেগ নিবৃত্তিকাল পর্য্যন্ত লঘু পথ্য প্রদান করিবে। রক্তপিত্তে রক্তনির্গমন প্রবল হইলে, বিরেচনার্থ দ্রাক্ষাদি কাথে ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। অধিক বমন বশতঃ পিপাসা ও দাহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, প্রদররোগে বক্ষ্যমাণ চন্দনাদি চূর্ণ ও ষড়ঙ্গপানীয়ের শুঁঠ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ৫টী দ্রব্যদ্বারা সাধিত পানীয় সেবন করাইবে; অথবা হ্রীবেরাদি বা ধান্যকাদি কাথ প্রদান করিবে। রক্তপিত্তের পুরাতন অবস্থায়

কুষ্মাণ্ডখণ্ড, বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড, কুষ্মাণ্ডাবলেহ বা দূর্ব্বাদ্যঘৃত প্রভৃতি প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

রক্তপিত্তে—নাসাগত রক্তস্রাব। ঊর্দ্ধগ* রক্তপিত্তরোগে রোগীর নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব হইলে, তন্নিমিত্ত বিবিধ যোগ প্রদান করিবে এবং রক্ত অত্যধিক স্রাব হইলে, তন্নিবারণার্থ আমলা ঘৃতে ভাজিয়া কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক রোগীর মস্তকে প্রদান করিবে এবং দাড়িমপুষ্পাদির রস দ্বারা নস্য প্রয়োগ করিবে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে, রক্ত নিবারণার্থ শীঘ্রই প্রতীকার করা আবশ্যক। সবল রোগীকে বিরেচনার্থ দ্রাক্ষাদি কাথ বা ত্রিবৃতাদি মোদক অল্প মাত্রায় প্রদান করা যাইতে পারে, এবং পূর্ব্বোক্ত আমলাদ্য লৌহ, শতমূলাদ্য লৌহ প্রভৃতি যথানুপানে ব্যবস্থা করিবে। ঐ সকল মৃদুরেচক ঔষধ পিত্ত শান্তিকারক। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে বিরেচন প্রদান একান্ত আবশ্যক; কিন্তু তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে বিপরীত ফল দর্শে। এই অবস্থায় রোগীকে খৈর মণ্ডাদি পথ্য প্রদান করিবে এবং পিপাসা, দাহ ও অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, হ্রীবেরাদি কাথ বা ধান্যকাদি কাথ, শুঁঠবিহীন ষড়ঙ্গপানীয় ও অন্যান্য ঔষধ প্রদান করিবে। জ্বর বিদ্যমান থাকিলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

রক্তপিত্তে—কর্ণগত রক্তস্রাব। রক্তপিত্তরোগে কর্ণাভ্যন্তর হইতে অনেক সময়ে রক্তস্রাব হইয়া থাকে এবং অনেক সময়ে কর্ণনালী হইতে বিবিধ কারণে পূঁযাদি মিশ্রিত বা সজল রক্ত নির্গত হইতেও দেখা যায়, কিন্তু কর্ণগত অন্য রোগ বা রক্তপিত্তরোগের জন্য ঐরূপ হয়, তাহা বিশেষরূপে নিরূপণ করিয়া সেই অনুসারে চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ নস্য প্রদান, প্রলেপ প্রভৃতি যে সমস্ত বিধি উক্ত হইয়াছে; সেই সমস্ত যোগ প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, দ্রাক্ষাদি কাথ বা অন্যান্য যে সমস্ত রেচক ঔষধ উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

রক্তপিত্তরোগে—মূর্চ্ছা। রক্তপিত্তরোগ প্রবল হইলে, রোগী সময় সময় মূর্চ্ছায় অভিভূত হয় অর্থাৎ জ্ঞান লোপ হইয়া যায়; এরূপ অবস্থায় অধীর না হইয়া যাহাতে রোগের প্রতীকার হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবে। রোগের প্রবলতা বশতঃ দুর্ব্বলতা হইতে মূর্চ্ছা উৎপন্ন হয়, সুতরাং রোগ

উপশমের নিমিত্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ; বিশেষতঃ যাহাতে রোগী পথ্য সেবন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা আবশ্যক। সময়ানুসারে বলকারক পথ্য— দুগ্ধাদি বা মাংস যূষ প্রদান অত্যন্ত আবশ্যক ; নচেৎ মূর্চ্ছা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অত্যধিক রক্তনির্গত হওয়ায় অনেকস্থলে মূর্চ্ছার আধিক্য দৃষ্ট হয়। জ্বর, হৃদয় বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রবগুলি প্রবল না হইলে, মুখে, চক্ষুতে শীতল জল প্রদান ও অন্যান্য শৈত্য দ্রব্য প্রদান করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ সকল উপদ্রব বিদ্যমানে শৈত্য দ্রব্য প্রদান না করিয়া বলকারক পথ্য ও ঔষধ প্রদান করাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত। এই রোগে স্থানবিশেষে মূর্চ্ছা এরূপ ভাবে রোগীকে আক্রমণ করে, যে মূর্চ্ছিতাবস্থায়ই রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং মূর্চ্ছার প্রতি দৃষ্টি প্রদান একান্ত কর্ত্তব্য।

রক্তপিত্তরোগে—পিপাসা। রক্তপিত্তরোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ সাধারণতঃ পিপাসা এতদূর বলবতী হয় যে,পুনঃপুনঃ শীতল দ্রব্য পান করিতে অভিলাষ জন্মে। এমতাবস্থায় শুঁঠবিহীন ষড়ঙ্গপানীয় এবং জ্বরাধিকারোক্ত তৃষ্ণাহর যোগ রোগীকে পান করিতে দিবে। যদিও রোগের প্রবলতা বশতঃ পিপাসা একেবারে প্রশমিত না হইয়া পুনঃপুনঃ উপস্থিত হয়, তথাপি পিপাসার কালে ঐ সমস্ত ষড়ঙ্গপানীয় ও ধান্যকাদি ক্বাথ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। জ্বরাদি উপদ্রব না থাকিলে পিপাসা কালে, রোগীকে শীতল জল বা শীতল পানীয় প্রদান করা যাইতে পারে।

রক্তপিত্তরোগে—উদরাময়। রক্তপিত্তরোগের প্রবলাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় অনেক স্থলে দাস্ত বা পাতলা মল নির্গত হইতে দেখা যায়, ঐ সকল পিত্ত সংযুক্ত মলে রক্ত মিশ্রিত থাকে, কাহারও বা মলে পিত্তের ভাগ দৃষ্ট হয়, এরূপ অবস্থায় মলের তরলতা লক্ষিত হইলে, কণকবটী, বৃহৎ গগনসুন্দর রস এবং রক্তের ভাগ অধিক হইলে নূতনাবস্থায় অহিফেণবটী অল্প মাত্রায় সেবন করান যাইতে পারে। যাহাতে মল গাঢ় হয় এবং ক্ষুধা বর্দ্ধিত হয়, এরূপ পথ্য ও ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় রোগের প্রথম প্রকোপ কালে জ্বরাতিসারোক্ত উশীরাদি বা হ্রীবেরাদি ক্বাথ দিনে এক বার প্রয়োগে অনেক উপকার পাওয়া যায়। উহাতে দাহ, পিপাসা ও জ্বর কিয়দংশে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু এই দাস্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং ঐ দাস্ত উদরাময় রূপে পরিণত

হইলে, তখন আর ঐ সমস্ত ঔষধে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না; এমতাবস্থায় বৃহৎ কুটজাবলেহ, বিজয় পর্পটী, লৌহ-পর্পটী, স্বর্ণ-পর্পটী বা পঞ্চামৃত-পর্পটী নিয়ম পূর্ব্বক সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এইরূপাবস্থায় জ্বর থাকিলে এই সমস্ত ঔষধে অনেকাংশে উপকার হয়।

রক্তপিত্তের ভেদ। রক্তপিত্তরোগে রক্তভেদ লক্ষিত হইলে, রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া ছাগদুগ্ধে সিদ্ধ চন্দনাদি কাথ, কুটজাষ্টক, কুটজাবলেহ, চন্দনাদি চূর্ণ, মধুকাদ্যবলেহ বা কণাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। এই সমস্ত ঔষধ অত্যধিক রক্তস্রাব দৃষ্ট হইলে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; সবল রোগীর অত্যধিক রক্তস্রাব সহসা বন্ধ করিলে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সবল রোগীর রক্তভেদ দৃষ্ট হইলে, বিবিধযোগ এবং ঐ সকল ঔষধ অল্প মাত্রায় সেবন করাইবে এবং রোগ পুরাতন হইলে ও জ্বর, কাস, পার্শ্বশূল প্রভৃতি নিবৃত্ত হইলে, বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ এবং শর্করাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই অবস্থায় পাতলা মল বা রক্তসংযুক্ত মল দৃষ্ট হইলে এবং রোগ কিঞ্চিৎ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, পঞ্চামৃত পর্পটী, লৌহ পর্পটী বা স্বর্ণ পর্পটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত ঔষধ সেবন কালে উপর্যুক্ত নিয়মে আহারাদি করা কর্ত্তব্য। অধোগত রক্তপিত্ত অতি কঠিন, সুতরাং যত্নপূর্ব্বক উহার প্রতীকারে চেষ্টিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

রক্তপিত্তে—রক্তস্রাব। অধোগত রক্তপিত্তে রক্তস্রাব দৃষ্ট হইলে, উহার পরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। যেহেতু রক্তমেহরোগে ঐরূপ লক্ষণ লক্ষিত হয়, সুতরাং প্রমেহের পূর্ব্ব লক্ষণ দ্বারা তাহার পরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এই রক্ত প্রস্রাব পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই হইয়া থাকে, এই অবস্থায় বিবিধ যোগ, তৃণপঞ্চমূলসাধিত ক্ষীর, শতাবর্য্যাদি-ক্ষীর, শতমূলাদি লৌহ, বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ বা খণ্ডকাদ্য লৌহ প্রভৃতি ঔষধ রোগীর বলাবল অনুসারে সেবন করিতে দিবে এবং রোগীকে শীতল ও পিত্ত-নাশক পথ্য প্রদান করিবে; রুক্ষ ও উষ্ণ দ্রব্য কখনও সেবন করিতে দিবে না। রোগের পুরাতন অবস্থায় দূর্ব্বাদ্য ঘৃত ও সপ্তপ্রস্থ ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ অত্যন্ত

উপকারী। প্রমেহরোগে বক্ষ্যমাণ বৃহৎ দাড়িমাদ্য ঘৃত ও অন্যান্য পৈত্তিক মেহ নাশক ঔষধ উপকারী।

লোমকূপগত রক্তপিত্ত। রক্তপিত্ত লোমকূপগত হইলে, চর্ম্মগত পিত্তরোগের ন্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশ হয়, উহাতে চর্ম্মোপরি বিবিধ চিহ্ন এবং ক্ষত উৎপন্ন হয়। অনেক স্থলে কালপ্রকর্ষে কুষ্ঠরোগের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে. লোমকূপগত চর্ম্মরোগে আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয়বিধ ঔষধই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বাহ্যিক ঔষধ গাত্রে মর্দ্দন করা বিধেয়। রোগীকে সেবনার্থ পিত্তান্তকলৌহ, মহাতিক্ত ঘৃত বা দূর্ব্বাদ্য ঘৃত প্রভৃতি প্রদান করিবে এবং রোগীর গাত্রে বিবিধ তৈল মর্দ্দন ব্যবস্থা করিবে।

রক্তপিত্তে—উপদ্রব। রক্তপিত্তরোগে রোগীর বিবিধ উপদ্রব লক্ষিত হয়। সান্নিপাতিক জ্বরের ন্যায় এই রোগের প্রবলাবস্থায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং শ্বাস, কাস, বক্ষঃস্থলে বেদনা ও রক্তভেদ বা রক্তবমন প্রভৃতি লক্ষিত হইয়া থাকে। সময় সময় এত অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় যে, রোগীর সহসা মৃত্যু ঘটে; এই অবস্থায় অতি সাবধানে তাহার প্রতীকারে চেষ্টিত হইবে, যাহাতে ঐ রক্তপাত ক্রমশঃ কমিয়া আইসে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। রোগীর শোণিত ও বল রক্ষার্থ বিবিধ প্রাণীর মাংসের যূষ, মৃতসঞ্জীবনী সুরা ও মৃগমদাসব প্রদান বিশেষ আবশ্যক, কেননা বল হ্রাস হইলে, শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া সহসা মৃত্যু হইতে পারে; সুতরাং সর্ব্বদা রোগীকে শ্লেষ্মনাশক অথচ বলকারক মকরধ্বজ বটী, বৃহৎ কস্তুরীভৈরব ও অন্যান্য ঔষধ প্রদান করিবে, কিন্তু শ্লেষ্মনিবারক উষ্ণবীর্য্য ঔষধসমূহের উগ্রতা বশতঃ পিত্ত বৃদ্ধি ও বমন না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, কারণ পিত্তবর্দ্ধক ঔষধ সেবনে উপকার না হইয়া বরং অনিষ্ট সম্পাদিত হয়।

রক্তপিত্তে—শ্বাস। রক্তপিত্তরোগে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে ও শ্বাসের আনুষঙ্গিক কাস ও জ্বর তৎসঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে, মহাশ্বাসারি লৌহ ও শ্বাসচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অবস্থাভেদে বমন প্রবল থাকিলে, পিপ্পল্যাদ্য লৌহ এবং স্বরভেদ লক্ষিত হইলে, ডামরেশ্বরাভ্র প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শ্বাসের সহিত কেবলমাত্র কাসের

প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ বা কণ্টকার্য্যাদি অবলেহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

রক্তপিত্তে—কাস। রক্তপিত্তরোগে পূর্ব্বোল্লিখিত যক্ষ্মারোগের ন্যায় কাস প্রকাশ পায়। এই কাসের জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রায়শঃ ব্যবহার করিতে হয় না; কেবল মুখ্যরোগ নাশক ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে উহার উপদ্রব সকল হ্রাস পায়; যেহেতু কাস ও রক্তবমন উভয় একই সঙ্গে অথবা একের প্রকোপ হইলে অন্য উপদ্রব প্রবল হয়, তথাপি অবস্থা ভেদে অনেক স্থলে কাস উপদ্রবের প্রকোপ দৃষ্ট হয়; সুতরাং তন্নিবারণার্থ চন্দ্রামৃত-লৌহ, তালীশাদি চূর্ণ, চন্দ্রামৃত রস বা সমশর্কর লৌহ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

রক্তপিত্তে—জ্বর। রক্তপিত্তরোগে ও যক্ষ্মারোগের ন্যায় জ্বর প্রকাশ পায়; কিন্তু যক্ষ্মারোগ অপেক্ষা রক্তপিত্তে জ্বরের অনেকাংশে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। যক্ষ্মারোগে জ্বর সর্ব্বদা নাড়ীতে অনুভূত হয়, কিন্তু রক্তপিত্তে সর্ব্বদা জ্বরে প্রকাশ পায় না, রোগের অত্যন্ত প্রকোপ কালে উহার অন্যান্য উপদ্রব সকল প্রবল হইলেই জ্বর প্রবল হয়। রক্তপিত্তের নূতন অবস্থায় জ্বর প্রবল হইলে, জ্বরাধিকারোক্ত জয়াবটী, জয়ন্তীবটী এবং জ্বরে শ্লৈষ্মিকবিকার লক্ষিত হইলে, বৃহৎ কস্তুরীভৈরব রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইলে এবং জ্বরের বেগ কিয়দংশে হ্রাস পাইলে, ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে মহারাজবটী, জ্বরমাতঙ্গকেশরী, সর্ব্বতোভদ্ররস ব বৃহৎ বিষম-জ্বরারিরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে। জ্বর হ্রাস হইলে অথবা জ্বর কিছু সময় মাত্র প্রকাশ পাইলে, অধোগত রক্তপিত্তে সর্ব্বজ্বরহরলৌহ, পুটপক-বিষমজ্বরান্তকলৌহ, বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ বা রক্তপিত্তান্তক রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জ্বর প্রকাশ না পাইলে, কেবল মাত্র মুখ্য রোগাধিকারোক্ত ঔষধ সকল বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

রক্তপিত্তরোগের প্রবলাবস্থায় কাস ও জ্বরের সঙ্গে ক্রমশঃ শোথ, অত্যধিক রক্ত-নির্গমন বা অন্যান্য অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ঐ সকল উপদ্রবের যথা-নিয়মে চিকিৎসা করিবে। ঐ সকল উপদ্রব নিরস্ত হইলে অথবা রোগ পুরাতন

হইলে, রোগীর পুষ্টিসাধনার্থ এবং পিত্ত সংশমনার্থ কুষ্মাণ্ড খণ্ড, বৃহৎকুষ্মাণ্ডখণ্ড, কুষ্মাণ্ডাবলেহ, বাসাঘৃত বা দূর্ব্বাদ্য ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ উর্দ্ধ বা অধোগত রক্তপিত্তে অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে এবং রোগীর গাত্রে হ্রীবেরাদ্য-তৈল বা জ্বরাধিকারোক্ত লাক্ষাদি কিম্বা মহালাক্ষাদি তৈল মালিশ করাইবে। ঐ সমস্ত তৈল জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, প্রয়োগ করিবে না।

রক্তপিত্তরোগে-ঔষধ।

ফল্গুযোগ। অধোগত রক্তপিত্তরোগে প্রস্রাবে রক্ত নির্গত হইলে বা রক্তভেদ হইলে, এই ঔষধ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় যথানিয়মে সেবন করাইবে।

ফল্গুযোগ। সুপক্ক যজ্ঞডুমুরের রস ২ তোলা এবং মধু ২।০ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

লাক্ষাযোগ। উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে রক্তবমন হইলে, এই যোগ প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং অবস্থাভেদে রাত্রে সেবন করিতে দিবে।

লাক্ষাযোগ। লাক্ষাচূর্ণ ॥০ অর্দ্ধ তোলা, ঘৃত ও মধু প্রত্যেকে /০ আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

বাসাযোগ। উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রক্তবমন হইলে, এই ক্বাথ প্রাতে ও মধ্যাহ্নে সেবন করাইবে। রক্তপিত্তরোগে হৃদয়ে বেদনা, জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথ অত্যন্ত উপকারী।

বাসাযোগ। বাসকছাল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা (অভাবে পঙ্কপর্পটী), হিং, লোধ, রসাঞ্জন, পদ্মকেশর, সুঁদিমূল, মধু ও ইক্ষুচিনি ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ /০ আনা।

বাসাযোগ (মতান্তরে)। উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রক্ত-বমন এবং তৎসঙ্গে কাস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। তমকশ্বাস এবং স্বরভেদরোগেও এই যোগ উপকারী।

বাসাযোগ (মতান্তরে)। বাসক পাতার রস ৮ তোলা, তালীশপত্র চূর্ণ।০ আনা এবং মধু।০ আনা মিশ্রিত করিয়া লইবে।

দূর্ব্বাদ্য নস্য। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে রোগীর নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও বৈকালে তাহার নাসিকায় অল্প অল্প পরিমাণে নস্যের ন্যায় প্রয়োগ করিবে।

দূর্ব্বাদ্য নস্য। কচি দূর্ব্বার রস এবং দাড়িম পুষ্পের রস সমভাগে কাপড়ে ছাকিয়া ২ তোলা পরিমাণে লইবে; অনন্তর উহার সহিত আল্‌তা ভিজান জল মিশাইয়া নাসিকার রন্ধ্র পথে প্রয়োগ করিবে।

তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর। অধোগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর প্রস্রাব দ্বার হইতে রক্ত নির্গত হইলে, এই দুগ্ধ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর। কুশতৃণ, কাশতৃণ, শর, কৃষ্ণেক্ষু এবং উলু; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, ছাগীদুগ্ধ জল ১৬ তোলা এবং ৬৪ তোলা একত্র পাক করিবে, দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া শীতল হইলে, প্রযোজ্য।

শতমূল্যাদিক্ষীর। অধোগত রক্তপিত্তরোগে মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাব হইলে, এই দুগ্ধ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগীকে প্রাতে একবার এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার সেবন করিতে দিবে।

শতমূল্যাদি ক্ষীর। শতমূলী ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা, একত্র পাক করিবে এবং দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া শীতল হইলে, প্রয়োগ করিবে।

চন্দনাদিক্ষীর। অধোগত রক্তপিত্তরোগে রক্তভেদ হইলে বা মলের সহিত টাট্‌কা রক্ত নির্গত হইলে, এই দুগ্ধ যথানিয়মে পাক করিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে; অবস্থাভেদে বৈকালেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা ব্যবস্থা করা যায়।

চন্দনাদি ক্ষীর। রক্তচন্দন, বেলশুঁঠ, আতইষ; কুড়্‌চির ছাল ও বাবলার আটা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা; একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া শীতল হইলে প্রযোজ্য।

ধাত্রীলৌহ। রক্তপিত্তরোগে বমন লক্ষিত হইলে এবং তজ্জন্য বক্ষঃস্থলে বেদনা ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, ইহার এক একটী বটী অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পটোল পত্রের রস ও মধু।

ধাত্রীলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সমশর্করলৌহ। রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় রক্তপ্রস্রাব বা রক্তবমন হইলে, এবং রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অম্লপিত্তরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—নারিকেল জল।

সমশর্করলৌহ। লৌহ ৪ তোলা ছাগী দুগ্ধ ১৬ তোলা, গব্যঘৃত ৮ তোলা ও ইক্ষুচিনি ৪ তোলা, একত্র পাক করিয়া পাকাবসানে বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ তোলা প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে মধু ৪ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

পঞ্চামৃত পর্পটী। অধোগত রক্তপিত্তরোগে মলদ্বার হইতে মলের সঙ্গে রক্ত নির্গত বা উদরাময় হইলে, এই ঔষধ রোগীকে ২ রতি ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া ৮ রতি, ১০ রতি বা ১৪ রতি পর্য্যন্ত প্রাতে সেবন করিতে দিবে; অনন্তর প্রত্যহ ২ রতি ক্রমে হ্রাস করিবে। অনুপান—দুগ্ধ। পথ্য—দুগ্ধান্ন। পিপাসাকালে দুগ্ধ সেব্য।

পঞ্চামৃত পর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। অধোগত রক্তপিত্তরোগে মলদ্বার হইতে মলের সঙ্গে বা পূর্ব্বে ও পরে রক্ত নির্গত অথবা উদরাময় হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। সেবনের নিয়ম ১৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লৌহপর্পটী। অধোগত রক্তপিত্তরোগে মলদ্বার হইতে মলের সঙ্গে বা কেবলমাত্র রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। *সেবন বিধি ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।*

লৌহপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসামৃত রস। রক্তপিত্তরোগে মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত

হইলে এবং তাহার সঙ্গে অল্প জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অম্লপিত্তরোগে বমন ও জ্বর থাকিলে অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—ধারোষ্ণ দুগ্ধ।

রসামৃতরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা এবং স্বর্ণমাক্ষিক, শিলাজতু, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কিস্‌মিস্, মোল (মৌয়া), ধনে, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, ধাইপুষ্প, নিম্বপত্র ও যষ্টিমধু; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, ইক্ষুচিনি ৭॥০ তোলা, মধু ৭॥০ তোলা; একত্র মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা।০ আনা হইতে অর্দ্ধতোলা।

বাসাবলেহ। রক্তপিত্তরোগে প্রবল রক্তবমন বা সরক্ত শ্লেষ্মোদ্গীরণ এবং তৎসঙ্গে জ্বর, পার্শ্বশূল, হৃদয়ে বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় রোগীকে ॥০ তোলা মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণ জল।

বাসাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বাসাবলেহ। নূতন বা পুরাতন রক্তপিত্তরোগে প্রবল রক্তবমন বা সরক্ত শ্লেষ্মোদ্গীরণ লক্ষিত হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, পার্শ্বশূল, হৃদয়বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঈষদুষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ বাসাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাসাখণ্ড। রক্তপিত্তরোগে রোগীর রক্তবমন লক্ষিত হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে।০ আনা বা ॥০ তোলা মাত্রায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণ জল।

বাসাখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ২৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুষ্মাণ্ডখণ্ড। রক্তপিত্তরোগে মুখ, নাসিকা এবং মলদ্বার বা প্রস্রাবদ্বার হইতে রক্ত নির্গত হইলে, বাতপিত্তাধিক ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রক্তপিত্তে অবস্থা বিশেষে জ্বরের বেগ হ্রাস হইলে, এই

ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। রক্তার্শোরোগে এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ।

কুষ্মাণ্ড খণ্ড। ত্বক্ বীজাদি রহিত পুরাতন কুষ্মাণ্ডচূর্ণ ১২॥০ সের ও গব্যঘৃত ৪ সের একত্র ভর্জ্জিত করিবে এবং মধুর ন্যায় বর্ণ হইলে উহাতে কুষ্মাণ্ড জল ১৬ সের ও ইক্ষুচিনি ১২॥০ সের প্রদান করিবে, তৎপরে পাক শেষ হইয়া আসিলে উহাতে পিপুল, শুঁঠ ও জীরা প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা; মরিচ ও ধনে; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও শীতল হইলে মধু /২ সের মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা।

খণ্ড কুষ্মাণ্ডাবলেহ। ঊর্দ্ধগত এবং অধোগত উভয়বিধ রক্তপিত্তে ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান না থাকিলে, এই ঔষধ দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা দাহ, রক্তপ্রদর, পিত্তাশ্রিত জীর্ণ জ্বর, বমন, উরঃক্ষত এবং ক্ষয়রোগের জীর্ণাবস্থায় ব্যবহৃত হয়; শ্লেষ্মাধিক্য অবস্থায় অথবা বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে, ঐ সকল রোগে তাদৃশ উপকারী নহে। বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্তপিত্তরোগে জ্বরাদি বিকার অবস্থায় ব্যবহার নিষিদ্ধ।

খণ্ড কুষ্মাণ্ডাবলেহ। বীজ, বল্কল ও শিরাবিহীন বৃহৎ পুরাতন কুষ্মাণ্ডের শাস ১২॥০ সের লইয়া ২৫ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট জল থাকিতে ঐ জল যন্ত্রের সহিত ছাকিয়া লইবে, পরে ঐ কুষ্মাণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করত ৪ সের ঘৃত সহ ভর্জ্জিত করিবে এবং কুষ্মাণ্ড মধুর ন্যায় বর্ণ ধারণ করিলে, উহাতে ঐ জল এবং ইক্ষু চিনি ১২॥০ সের প্রদান পূর্ব্বক লেহবৎ পাক করিতে থাকিবে। পাক সমাধা হইলে, উহাতে পিপুল, শুঁঠ, জীরা প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং ধনে, তেজপাতা, এলাইচ, মরিচ, দারুচিনি; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা প্রদান করিবে। শীতল হইলে মধু ২ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ। ঊর্দ্ধ ও অধোগত রক্তপিত্তরোগে জ্বরাদি উপদ্রব বিদ্যমান না থাকিলে অথবা রোগের পুরাতন অবস্থায় মুখ, নাসিকা, গুহ্যদেশ, যোনিদেশ এবং মূত্রনালী হইতে রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। রক্তপিত্তরোগের প্রকোপ অবস্থায়

বিবিধ উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে। জ্বর, কাস, বমন ও ভেদ প্রভৃতি উপদ্রব সকল বিনষ্ট হইলে এবং রোগীর বাতাদির সমতা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। ইহা রক্তার্শঃ, রক্তপ্রদর, বমন, বিসর্প, দাহ, পিত্তাশ্রিত জীর্ণ ও বিষম জ্বর প্রভৃতি অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন যক্ষ্মারোগে জ্বর, কাস, শ্বাস ও বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ। বীজ, ত্বক্ ও শিরা বিহীন পুরাতন কুষ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম শাস ১২॥০ সের এবং গব্য দুগ্ধ ১২॥০ সের মিলিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। অনন্তর ইক্ষুচিনি ১৮৸০ পৌনে উনিশ সের, গব্য ঘৃত /৪ সের, নারিকেল /১ সের, পিয়ালফলের মজ্জা ১৬ তোলা, গোক্ষুর চূর্ণ ৮ তোলা সহ যথানিয়মে পাক করিবে এবং পাক শেষ হইলে উষ্ণ থাকিতে উহাতে শুল্‌ফা ২ তোলা, যবক্ষার, যমানী, গোক্ষুর, কোকিলাক্ষবীজ, হরীতকী, আলকুশী ও দারুচিনি, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা এবং ধনে, পিপুল, মুথা, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বালা, তেজপত্র, শঠী, জাতীফল, লবঙ্গ, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, পানিফল ও ক্ষেতপাপড়া; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং রক্তচন্দন, শুঠ, আমলা ও কেশুর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ তোলা এবং বেণার মূল, সোমরাজী, মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা, প্রদান করিবে। শীতল হইলে মধু /২ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে মুখ হইতে শ্লেষ্মসংযুক্ত অথবা বিশুদ্ধ রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ অল্প জ্বর বিদ্যমানে বা বিজ্বর অবস্থায় অত্যন্ত উপকারী। বক্ষঃস্থলে বেদনা, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব-সকল হ্রাস হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রক্তপিত্ত বা যক্ষ্মা-রোগে জ্বরাদি নিবৃত্ত হইতে, পুরাতন অবস্থায় শরীরের কৃশতা বিদ্যমান থাকিলে ইহা অত্যন্ত উপকারী। রক্তপিত্তের নূতন অবস্থায় প্রবল জ্বর ও শ্বাসাদি উপদ্রব না থাকিলে, প্রয়োগ করা যায়। কৃশ ব্যক্তির উরঃক্ষতে, কাসে, হৃদ্রোগে ও পুরাতন প্রতমক শ্বাস প্রভৃতি অবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—জল বা দুগ্ধ।

বাসা কুষ্মাণ্ডখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ২৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুটজাষ্টক। অধোগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর রক্তভেদ এবং তৎ-

সঙ্গে বিবিধ উপদ্রব লক্ষিত হইলে, রোগের কিঞ্চিৎ পুরাতন অবস্থায় বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রথমাবস্থায় অধিক পরিমাণে রক্তভেদ হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইলে রক্ত বন্ধ হইয়া অনিষ্ট ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই ঔষধ রক্তার্শঃ, রক্তপ্রদর, রক্তাতিসার এবং রক্তামাশয়রোগে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা শীতল জল।

কুটজাষ্টক। কুড়চির ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ঐ ক্বাথ ছাকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং ঘন হইয়া আসিলে পাত্র অগ্নি হইতে অবতরণ পূর্ব্বক উহাতে মোচরস, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, আতইস, মুথা, বেলশুঁঠ ও ধাইপুষ্প; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া লৌহ দর্ব্বী (হাতা) দ্বারা আলোড়ন করিবে। মাত্রা।০ আনা।

ত্রিবৃতাদিমোদক। রক্তপিত্তরোগে মুখ ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই মোদক রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

ত্রিবৃতাদি মোদক। তেউড়ীমূল ২ ভাগ এবং হরীতকী, আমলা ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এবং সর্ব্ব সমষ্টির দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি সহ মোদক পাক করিবে এবং শীতল হইলে, উপযুক্ত পরিমাণে মধু প্রদান করিবে। মাত্রা।০ আনা।

দূর্ব্বাদ্য ঘৃত। রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ জ্বর, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে ও সময় বিশেষে রক্ত বমন প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত দুগ্ধের সহিত রোগীকে পান করিতে দিবে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, ইহা নস্য রূপে রোগীকে পান করিতে দিবে। কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইলে, কর্ণে পূরণ করিবে। চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে, চক্ষুর মধ্যে প্রয়োগ করিবে। অধোগত রক্তপিত্তরোগে মলদ্বার ও মূত্রদ্বার হইতে রক্ত নির্গত হইলে, ইহার পিচ্‌কারি প্রয়োগ করিবে। লোমকূপগত রক্তপিত্ত-রোগে এই ঘৃত গাত্রে মর্দ্দন করিবে।

দূর্ব্বাদ্য ঘৃত। ছাগঘৃত /৪ সের। দাদখানি চাউল /৪ সের ও জল ১৬ সের একত্র পেষণ পূর্ব্বক ঐ জল ছাকিয়া ১৬ সের লইবে। ছাগী দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—কচি দূর্ব্বা, সুঁদির-

কেশর, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুক, ইক্ষুচিনি, শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, মুথা, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

বাসাঘৃত। রক্তপিত্তরোগে শ্বাস, পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইয়া শ্লেষ্মার সহিত অথবা বিশুদ্ধ রক্ত মুখ হইতে নির্গত হইলে, এই ঘৃত রোগীকে উষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে।

বাসাঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছা পাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—বাসকের ছাল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বাসক পুষ্প ৩২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া শীতল হইলে মধু ৬৪ তোলা উহাতে প্রদান করিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধ তোলা।

হ্রীবেরাদ্য তৈল। রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ জ্বর ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে, ঊর্দ্ধ এবং অধোগত রক্তপিত্তে অথবা কেবল লোমকূপ হইতে রক্তস্রাব হইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে।

হ্রীবেরাদ্য তৈল। তিলতৈল /৪ সের। কাথ্য দ্রব্য—লাক্ষা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোদুগ্ধ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—বালা, বেণারমূল, লোধ, পদ্মকেশর, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, নাগরমুথা, শঠী, রক্তচন্দন, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, বহেড়া ছাল, আমের বীজ, জামের শাস ও লালমুন্দির মূল; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

রক্তপিত্তে—জ্বর-চিকিৎসা।

জয়াবটী। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগের নূতনাবস্থায় শ্বাস, কাস প্রভৃতি উপদ্রবের অল্পতা থাকিলে এবং মৃদুবেগে রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় রক্তচন্দনের কাথের সহিত সেবন করিতে দিবে।

জয়াবটী। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জয়ন্তী বটী। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগের প্রথম প্রকোপ কালে অর্থাৎ, নূতনাবস্থায় শ্বাস, কাসাদি উপদ্রব না থাকিলে এবং জ্বর লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় রক্তচন্দনের কাথের সহিত সেবন করাইবে।

রক্তপিত্তের মধ্যাবস্থায় প্রবল জ্বর লক্ষিত হইলেও এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

জয়ন্তীবটী। বিষ, আকনাদি, অশ্বগন্ধা, বচ, তালীশপত্র, মরিচ, পিপুল, নিম্বপাতা ও জয়ন্তীমূল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগীমূত্রে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে)। ঊর্দ্ধ বা অধোগামী রক্ত-পিত্তের প্রবলাবস্থায় রোগীর জ্বর অথবা শ্লৈষ্মিক বিকার অর্থাৎ শরীরের শীতলতা, দাহ, মূর্চ্ছা, পিপাসা ও নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ শশার বীজ বাটা ও সাদা চন্দন ঘসিয়া উভয় একত্র করত তাহার সহিত সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বজ্বরহর লৌহ। অধোগত রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় সরক্ত মল অথবা রক্তভেদ হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ক্ষেতপাপ্ড়ার রস ও মধু।

সর্ব্বজ্বরহর লৌহ। প্রস্তুতবিধি ১০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দনাদি লৌহ। অধোগত রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় রক্ত প্রস্রাব, সরক্ত মল ভেদ অথবা কেবলমাত্র রক্তভেদ হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান – ক্ষেতপাপ্ড়ার রস ও মধু অথবা রক্তচন্দনের ক্বাথ ও মধু।

চন্দনাদি লৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহারাজ বটী। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা অথবা মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি হইতে কেবলমাত্র রক্ত নির্গত হইলে এবং রোগীর পিপাসা, দাহ ও হৃদয় বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা ঐ সকল লক্ষণ বিদ্যমান না থাকিলেও যদ্যপি জ্বর বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ সপ্তাহ অতীত হইলে, জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও উহা ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু সদ্যঃ সমুৎপন্ন অর্থাৎ ৪।৫ দিন মাত্র রক্তপিত্তরোগ প্রকাশ পাইলে ও তাহার

সঙ্গে প্রবল জ্বর থাকিলে, সেই অবস্থায় এই ঔষধ সেবনে তাদৃশ উপকার দর্শে না। অনুপান—বাসক পাতার রস বা পানের রস ও মধু।

মহারাজবটী। প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে দাহ, পার্শ্বশূল ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব সকল নিবৃত্ত হইলে এবং কেবলমাত্র জ্বর লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ পানের রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রকোপ কাল হইতে সপ্তাহ অতীত হইলে, পুরাতনাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া উচিত।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব। প্রস্তুতবিধি ১০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বিষমজ্বরারি রস। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এবং রক্তপিত্ত সপ্তাহ অতীত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে পানের রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ বিষমজ্বরারি রস। প্রস্তুতবিধি ১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বতোভদ্র রস। ঊর্দ্ধ বা অধোগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এবং তৎসঙ্গে কাস, হৃদয় বেদনা ও উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ পানের রস অথবা বাসক পাতার রস ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

রক্তপিত্তে—কাস-চিকিৎসা।

সর্ব্বতোভদ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রামৃতরস। রক্তপিত্তরোগে কাস লক্ষিত হইলে অর্থাৎ রক্তের সহিত শ্লেষ্মা মুখ হইতে নির্গত হইলে অথবা গলা সুড়্‌সুড়্ করিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ বাসক পাতার রস ও মধু অথবা ছাগীদুগ্ধ বা কেশুর্ত্তার রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে।

চন্দ্রামৃতরস। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রামৃত লৌহ। রক্তপিত্তরোগে অল্প বা অধিক রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা অথবা কেবল মাত্র শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় রোগীকে

সেবন করিতে দিবে। কাসের সহিত অধিক রক্ত নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—বাসক পাতার রস ও মধু।

চন্দ্রামৃত লৌহ। প্রস্তুতবিধি ২২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সমশর্করচূর্ণ। রক্তপিত্তরোগে কাসের সহিত অল্প বা অধিক রক্ত নির্গত হইলে অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে শ্বাস ও জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে জলসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

সমশর্কর চূর্ণ। লবঙ্গ, কট্‌ফল, কুড়, যমানী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রক্তচিতা, পিপুলমূল, বাসকছাল, কণ্টকারী, চই, কাকড়াশৃঙ্গী, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, শঠী, কাকোলী, মুথা, লৌহ, অভ্র ও যবক্ষার; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব্ব সমষ্টির সমান ইক্ষুচিনি একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা।

তালীশাদি চূর্ণ। রক্তপিত্তরোগে কাসের সহিত রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং শ্বাস ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ জল-সহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

তালীশাদি চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ২২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রক্তপিত্তে—শ্বাস-চিকিৎসা।

শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে)। রক্তপিত্তরোগে কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে অথবা রক্তপিত্তের প্রকোপবশতঃ শ্বাসের বেগ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ বহেড়া চূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে।

শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে)। লৌহ ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, মুক্তা ॥০ তোলা ও স্বর্ণ ॥০ তোলা; এই সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া কণ্টকারীরসে, আদার রসে, ছাগদুগ্ধে ও যষ্টিমধুর ক্কাথে সাত সাত বার ভাবনা দিবে। বটী ৪ রত্তি।

মহাশ্বাসারি লৌহ। রক্তপিত্তরোগে কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে অথবা রোগের প্রকোপ বশতঃ শ্বাসের বেগ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বহেড়া ঘসা ও মধু।

মহাশ্বাসারিলৌহ। লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, পিপ্পলী, কুলের বীজের শাস, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, কুড় ও নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য লৌহ পাত্রে লৌহদণ্ডে ২ প্রহর মর্দ্দন করিবে। বটী ১০ রতি।

রক্তপিত্তরোগে—দাহ-চিকিৎসা।

দাহান্তকলৌহ। অধোগত ও ঊর্দ্ধগত অথবা উভয়বিধ রক্তপিত্তরোগে দাহ প্রবল হইলে, এই ঔষধ ইন্দ্রযবের ক্বাথ অথবা রক্তচন্দনের ক্বাথ সহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দাহান্তক লৌহ। প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধান্যশর্করা। রক্তপিত্তরোগে দাহ প্রবল হইলে ও তৎসঙ্গে পিপাসা বলবতী থাকিলে, এই জল সেবন করিতে দিবে।

ধান্যশর্করা। প্রস্তুতবিধি ৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দাহমঞ্জরী। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে প্রবল দাহ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—করলা-পাতার রস ও মধু।

দাহমঞ্জরী। প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রক্তপিত্তে—উদরাময়-চিকিৎসা।

বৃহৎ গগনসুন্দর রস। রক্তপিত্তরোগে উদরাময় দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে জীরা চূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে, রোগীর অত্যধিক পাতলা দাস্ত হইলে, মুথার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। রক্তস্রাব হইলে, ছাগীদুগ্ধ সহ সেব্য।

বৃহৎ গগনসুন্দর রস। পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, কড়িভস্ম, রূপা ও আতইচ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা; এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক ধনে ও শুঁঠের মিলিত ক্বাথ দ্বারা ৭বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

কণাদ্য লৌহ। রক্তপিত্তরোগে পাতলা দাস্ত হইলে অথবা আম বা

রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে; অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

কণাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতার্ণব রস। রক্তপিত্তরোগে পাতলা দাস্ত হইলে অথবা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ গান্ধালের পাঁতার রস অথবা মুথার রসের সহিত দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে।

অমৃতার্ণব রস। প্রস্তুতবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রক্তপিত্তে—পিপাসা-চিকিৎসা।

ষড়ঙ্গপানীয়। রক্তপিত্তরোগে জ্বর, দাহ ও তৎসঙ্গে পিপাসা প্রবল হইলে অথবা কেবলমাত্র পিপাসা থাকিলে, শুঁঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধ করিয়া এই জল রোগীকে পান করিতে দিবে।

ষড়ঙ্গপানীয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৃষ্ণাহর যোগ। রক্তপিত্তরোগে পিপাসা প্রবল হইলে, এই জল রোগীকে ইচ্ছানুসারে পান করিতে দিবে।

তৃষ্ণাহরযোগ। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রক্তপিত্তরোগে—পথ্য।

নূতন রক্তপিত্তরোগে কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, ছাগ, পায়রা, ঘুঘু ও শশক প্রভৃতি প্রাণীর মাংসের যূষ এবং এক বেলা গমের রুটী পথ্য প্রদান করিবে, ছাগদুগ্ধ অল্পপরিমাণে দেওয়া উচিত; কিন্তু রোগের প্রবলতা অর্থাৎ বিকার দৃষ্ট হইলে অনেক সময় অন্নাহার বন্ধ করিয়া মাংসযূষ, যবমণ্ড (বার্লি) ও ছাগদুগ্ধ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, যব, গমের রুটী, অড়হর, বনমুগ, মুগ, মসুর ও ছোলা, প্রভৃতির ডাইল; চিঙ্গড়িমাছ বা কই, খলিসা, মাগুর, রুই প্রভৃতি মৎস্য, গব্য দুগ্ধ, ছাগী দুগ্ধ, গব্যঘৃত, ছাগঘৃত, নটেশাক, পটোল, লাউ, পলতা,

বেতাগ্র ও পুরাতন কুমড়া প্রভৃতি তরকারী, কচিতালের শাস, ফল্‌সা, কিস্‌-মিস্‌, ইক্ষু চিনি, মধু, ইক্ষুরস ও পাকাতাল প্রভৃতি ফল অবস্থা বিশেষে সেবন করিতে দেওয়া যায়। শীতল জলে স্নান, গাত্রে তৈল মর্দ্দন ও শীতল দ্রব্য অর্থাৎ চন্দনাদি গাত্রে লেপন করা কর্ত্তব্য।

অতিসার-চিকিৎসা।

বাতাতিসার-লক্ষণ। বাতাতীসারে অরুণবর্ণ, ফেণাযুক্ত, রুক্ষ ও অল্প পরিমিত অপক্ক মল পুনঃপুনঃ নির্গত হয় এবং দাস্তের সময়ে মলদ্বারে শব্দ হয় ও রোগী উদরে বেদনা অনুভব করে।

পিত্তাতিসার-লক্ষণ। পিত্তাতিসারে পীতবর্ণ, নীলবর্ণ বা লোহিতবর্ণ পাতলা মল নির্গত হয় এবং রোগীর তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ ও মলদ্বারে জ্বালা অনুভূত হয়।

শ্লৈষ্মিকাতীসার-লক্ষণ। কফজাতীসারে শুক্লবর্ণ, গাঢ়, কফমিশ্রিত অপক্ক মলের গন্ধযুক্ত মল নির্গত হয়, পরন্তু রোগী রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে।

দ্বিদোষজাতীসার-লক্ষণ। অতীসারে দুই দোষের অর্থাৎ বাতিক ও পৈত্তিক অথবা বাতিক ও শ্লৈষ্মিক কিম্বা পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অতীসারের লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে দ্বিদোষজ অতীসার কহে।

ত্রিদোষজাতীসার-লক্ষণ। ত্রিদোষজনিত অতীসারে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অতীসারের লক্ষণ উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ ইহাতে মল শূকরের চর্ব্বির ন্যায় অথবা মাংস ধোয়া জলের ন্যায় লক্ষিত হয়। এই অতীসার কষ্টসাধ্য জানিবে।

শোকজাতীসার-লক্ষণ। আত্মীয় বন্ধুর বিচ্ছেদ বশতঃ শোকে আকুল অথবা ধনক্ষয় বশতঃ অধীর ব্যক্তির অল্পাহার জন্য শোকজ বাষ্প ও উষ্মা (দেহাশ্রিত তেজঃ) কোষ্ঠে গমন পূর্ব্বক জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া রক্তকে স্থানান্তরিত করে, গুঞ্জার (কুচের) ন্যায় লোহিতবর্ণ সেই রক্তই কখনও মল মিশ্রিত অবস্থায় কখনও বা মল রহিত অবস্থায়

মলদ্বার হইতে নির্গত হয়, মল মিশ্রিত রক্তে দুর্গন্ধ থাকে এবং বিশুদ্ধ রক্তে কোন গন্ধ অনুভূত হয় না; এই শোকজাতীসার অত্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য এবং কষ্টসাধ্য।

আমাতীসার লক্ষণ। অন্নের অপরিপাক বশতঃ বাতাদি দোষত্রয় কোষ্ঠদেশ, রক্তাদি ধাতু ও মল দূষিত করিলে বিবিধ বর্ণযুক্ত মল পুনঃপুনঃ নির্গত হয়। ইহাকে আমাতীসার কহে।

রক্তাতীসার-লক্ষণ। পিত্তাতীসার গ্রস্ত ব্যক্তির পিত্তপ্রধান দ্রব্য সেবন বশতঃ প্রবল রক্তাতিসার জন্মে।

প্রবাহিকারোগের-লক্ষণ। অহিত দ্রব্যভোজী ব্যক্তির বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় অল্প মলমিশ্রিত সঞ্চিত শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে পুনঃপুনঃ নির্গত হয়, ইহাকে প্রবাহিকা কহে। বাতিক প্রবাহিকারোগে উদরে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়। পিত্তজনিত প্রবাহিকারোগে দাহ বিদ্যমান থাকে। কফজ প্রবাহিকারোগে মলের সহিত শ্লেষ্মা অধিক মিশ্রিত থাকে। রক্তজ-প্রবাহিকারোগে আম ও রক্ত সংযুক্ত মল নির্গত হয়।

অতীসারে—মলের পক্কাপক্ক-লক্ষণ। সর্ব্বপ্রকার অতীসার রোগীর মল যদ্যপি জলে নিমজ্জিত হয় এবং মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ অনুভূত হয়, তাহা হইলে মলের অপক্কাবস্থা এবং যদ্যপি মল জলের উপর ভাসমান থাকে এবং তাদৃশ দুর্গন্ধ না থাকে, তাহা হইলে মলের পক্কাবস্থা বুঝিতে হইবে। কিন্তু মল অত্যন্ত দ্রব বা অত্যন্ত শীতল বা কফসংসৃষ্ট হইলে, পক্ক মলও জলে নিমগ্ন হয়।

অতীসারের অসাধ্য-লক্ষণ। অতীসারাক্রান্ত ব্যক্তির মল যদ্যপি ঘৃত, তৈল, চর্ব্বি, মজ্জা, অস্থি রহিত মাংস, দুগ্ধ, দধি ও মাংসধৌত জলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অথবা কৃষ্ণ, নীল, অরুণবর্ণ, কৃষ্ণরুক্ষ, স্নিগ্ধ, বিবিধবর্ণ বা ময়ূর পুচ্ছের বর্ণ, ঘন, শবগন্ধি, মস্তকের মধ্যস্থ স্নেহ দ্রব্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বা সুগন্ধ অথবা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং রোগীর পিপাসা, দাহ, অন্ধকার প্রবেশবৎ বোধ, শ্বাস, হিক্কা, পদদ্বয়ে এবং অস্থির অভ্যন্তরে বেদনা, মূর্চ্ছা, অশান্তিবোধ, মোহ, গুহস্থিত বলির পক্কতা ও প্রলাপ ইত্যাদি লক্ষণ

বিদ্যমান থাকিলে, রোগ অসাধ্য, সুতরাং সেই রোগীর আশা পরিত্যাগ করিবে।

যে অতীসার রোগীর সর্ব্বদা গুহ্যদেশ হইতে মল নির্গত হয় এবং দেহ অতি কৃশ, উদরাধ্মান বিদ্যমান ও গুহ্যদেশের পক্বতাসত্ত্বে শরীর শীতল থাকে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

যে অতীসারাক্রান্ত রোগীর শ্বাস, শূল, পিপাসা ও জ্বর বিদ্যমান এবং শরীর কৃশ, এই প্রকার ব্যক্তি বিশেষতঃ বৃদ্ধ হইলে, তাহার রোগ অসাধ্য, সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

অতীসার-চিকিৎসা-বিধি।

অতীসারের উৎপত্তি বিষয়ে বিবিধকারণ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে আমাদের দেশে যে সমস্ত অতীসার জন্মে, তাহার অধিকাংশই ঋতু পরিবর্ত্তন বশতঃ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এক ঋতুর অবসান এবং অন্য ঋতুর আগমন কালে অধিকাংশ বালক, বালিকা, যুবক ও বৃদ্ধদিগের উদরাময় প্রকাশ পায়। গ্রীষ্মকালেই পিত্তের প্রকোপ বশতঃ অনেক স্থানে অতীসার উৎপন্ন হয় এবং বিবিধ উপদ্রবের সহিত উহা বিসূচিকারোগে পরিণত হয়; ইহাকে ইংরেজী ভাষায় কলেরা বলে। তদ্ভিন্ন গুরুপাক দ্রব্য, তৈল বা ঘৃতবহুল মাংস, পোলাও প্রভৃতি দ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য, তরল পানীয় এবং অতিশয় শীতল দ্রব্য ভোজন বশতঃ অতীসার উৎপন্ন হয়; বিরুদ্ধ দ্রব্য অর্থাৎ দুগ্ধ মাংসাদি একত্র ভোজনে ভুক্তদ্রব্যের অজীর্ণতা, উদরাধ্মান কালে দিনে ভোজন, তৈল বা ঘৃতাদি দ্রব্য ঔষধ স্বরূপ বা অন্য কারণে অধিক মাত্রায় সেবন, বিষাক্ত দ্রব্য ভোজন, সহসা ভয়প্রাপ্তি, ধনক্ষয় বা বন্ধুবান্ধবাদির বিয়োগ, পক্বাশয়ে ক্রিমি-সঞ্চয়, দূষিত জলপান এবং অধিক পরিমাণে মদ্য সেবন প্রভৃতি কারণেও অতীসার উৎপন্ন হইয়া থাকে। অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্যাবস্থায় অধিক পরিমাণে শীতল দ্রব্য সেবন বা শীতল জলে অবগাহন করিলেও ২। ১ বার তরল দাস্ত হইয়া ক্রমশঃ প্রবল অতীসারে পরিণত হয়। অত্যধিক উপবাস দ্বারাও এই রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, দীর্ঘকাল জ্বরাদি রোগে পাচকাগ্নির তেজঃ নষ্ট হইলেও অতীসার জন্মে।

অহিতকর দ্রব্য সেবন বশতঃ অতীসাররোগ উৎপন্ন হইলে, শরীরস্থ জলীয় ধাতু অর্থাৎ রস, মূত্র, ঘর্ম্ম, মেদঃ, কফ, পিত্ত ও রক্ত প্রভৃতি প্রকুপিত হয়; অনন্তর ঐ সমস্ত জলীয় ধাতু পাচকাগ্নিকে নিরতিশয় মন্দীভূত করিয়া থাকে এবং রসাদি জলীয় ধাতুসকল মলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বেগে নির্গত হয়। এই জন্য ২।১ বার দাস্ত হইলেই অতীসার রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

শরীরের জলীয়াংশ অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হওয়ায় রোগী পিপাসায় অভিভূত হয় এবং পিত্তের ক্রিয়ার বিপর্য্যয় বশতঃ প্রবল দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে; শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ সমস্ত দ্রব্য অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ করে। জলীয়-রসরক্তাদি ধাতু এবং মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র প্রভৃতি উষ্মাময় ধাতুসমূহের অত্যধিক নির্গম বশতঃ শরীর শিথিল হইলে, শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়, সুতরাং শ্বাসবাহিনী ধমনী সমূহের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে; তখন মুহুর্মুহুঃ শ্বাসের বেগ ও হিক্কা পরিলক্ষিত হয় এবং রক্তস্থিত আগ্নেয় গুণের অভাব বশতঃ বা শৈত্য ক্রিয়াদি দ্বারা পার্শ্ব শূলাদি উপস্থিত হয়। এই সমস্ত উপদ্রব বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মার ন্যূনাধিক্য বশতঃ হইয়া থাকে এবং মলের সহিত শরীরস্থ ভিন্ন ভিন্ন জলীয় ধাতুসমূহের সংমিশ্রণ বশতঃ মলের বিভিন্ন বর্ণতা লক্ষিত হয়।

বাতাতিসারে বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় উদরে বেদনা অনুভূত হয় এবং বায়ুর চাপ প্রযুক্ত মল সম্যক্‌রূপে এক সময়ে নির্গত হইতে পারে না; সুতরাং অল্প অল্প পরিমাণে নির্গত ও দাস্তের সময় শব্দ হয়।

পিত্তাতিসারে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ জলীয় ধাতুর শোষণ হইতে থাকে এবং পিত্তের স্বস্থানগত ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকাতীসারে সঞ্চিত শ্লেষ্মার সহিত মল নির্গত হইয়া থাকে, ঐ সমস্ত শ্লেষ্মা আমাশয়ে ভূয়োভূয়ঃ সঞ্চিত হইতে থাকে ও রোগের প্রকোপ বশতঃ ঐরূপ ভাবে মল দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নির্গত হয়, সুতরাং যাবৎ শ্লেষ্মার পরিপাক না হয় এবং মল স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ না করে, তাবৎ রোগের প্রবলতা বিদ্যমান বুঝিতে হইবে।

ক্রিমিজন্য অতিসাররোগ বড়ই কঠিন; ক্রিমিসকল পক্বাশয়ে সঞ্চিত হইলে, পুনঃপুনঃ দাস্ত হইতে থাকে, এবং বড় কেচোর ন্যায় ক্রিমি সকল আমাশয় হইতে ঊর্দ্ধগামী হইয়া পুনঃ পুনঃ বমন জন্মায় ও মুখ হইতে বমনকালে নির্গত হয় এবং হৃদয়ে বেদনা উৎপাদন করে। এই অবস্থায় জ্বর প্রবলরূপে প্রকাশ পায় ও পিপাসা, দাহ প্রভৃতি লক্ষণও অনেকস্থলে দৃষ্ট হয়। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত অতীসাররোগ বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। কারণ উহা অনেক স্থলে পিত্তাতীসার বা ত্রিদোষজ অতীসার বা জ্বরাতীসার বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। এই অতীসারে বড় কেচোর ন্যায় ক্রিমি মুখ হইতে বা গুহ্যদ্বার হইতে পুনঃপুনঃ নির্গত হইতে দেখা যায়।

আমাতীসাররোগে নানাবর্ণ আমরক্তাদি সংযুক্ত মল নির্গত হয় এবং উদরে বেদনার আধিক্য লক্ষিত হয় ও ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ না হওয়ায় বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া সহসা এই রোগ উৎপাদন করে; এই রোগের চিকিৎসা কালে উহার স্বীয় লক্ষণ দ্বারা রোগ বিশেষরূপে স্থিরীকৃত করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সর্ব্ব প্রকার অতীসারের চিকিৎসাকালে রোগীর মলের উপর বিশেষ লক্ষ্য করিবে অর্থাৎ মলের বর্ণ, মলে শ্লেষ্মা বা রক্ত অল্প বা অধিক পরিমাণে সংযুক্ত আছে অথবা কেবলমাত্র শ্লেষ্মা বা রক্ত দাস্ত হয়, দাস্ত জলের ন্যায় পাতলা বা গাঢ় ইত্যাদি পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। অতীসাররোগ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, কারণ গ্রহণী-রোগ কুপথ্যাদি বশতঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অনেক সময়ে অতীসাররূপে পরিণত হয় এবং অজীর্ণতাসত্বে অহিতাচরণ দ্বারা সহসা প্রবল অতীসাররোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। যেরূপ পুরাতন জ্বররোগী অহিতাচরণ করিলে নবজ্বরে আক্রান্ত হয়, সেইরূপ অহিতাচার বশতঃ গ্রহণীরোগও অতীসাররোগে পরিণত হইয়া থাকে। চিকিৎসাকালে তত্তৎকারণের উপর লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

সাধারণতঃ অতিসারের নূতন অবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে, যেহেতু সহসা মল রুদ্ধ হইলে, তাহা হইতে শোথ, জ্বর, প্লীহা, উদরী,

প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং অগ্রে পাচক ঔষধ সেবন করাইবে পরে দোষ সংশোধন ও মল পরিপাক হইলে, ধারক ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। উদরাময়রোগে দ্বিবিধ ঔষধ শাস্ত্রকারগণ নিরূপিত করিয়াছেন, যথা-- পাচক ও ধারক; যাহা দ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত ও বাতাদিদোষ প্রশমিত হয়, সেই সমস্ত ঔষধ পাচক, এবং যে সমস্ত ঔষধ মলরোধক তাহারা ধারক; কিন্তু পাচক ঔষধের মধ্যে অধিকাংশ ঔষধ অগ্নি প্রদীপ্ত ও বাতাদি দোষ প্রশমিত করিয়া ক্রমশঃ মলরোধ করে, যথা—সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস,অগ্নিকুমাররস ও নৃপতি-বল্লভ ইত্যাদি। কতকগুলি ঔষধ স্বভাবতঃ মলরোধক, যথা—অহিফেণবটী ও গঙ্গাধরচূর্ণ ইত্যাদি। অতীসারের পুরাতন অবস্থায় বিশেষতঃ রোগী অত্যন্ত কৃশ হইলে কেবল পাচক ঔষধ সেবন না করাইয়া ধারক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য; যেহেতু কেবল পাচক গুণ বিশিষ্ট হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ বা অগ্নিমুখ চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে মল অধিক নিঃসৃত হইলে, দুর্ব্বল রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ হইতে অতীসার উপস্থিত হইলে, অগ্নিমান্দ্য নাশক ঔষধ যথা—মহাশঙ্খবটী, ভাস্করলবণ ও হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ প্রভৃতি ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য; ঐরূপ অজীর্ণ সঞ্জাত অতীসারে রোগীর প্রায়শঃ বমন লক্ষিত হয় এবং সেই বমনে দুর্গন্ধবিশিষ্ট ভুক্ত দ্রব্যের উদ্গীরণ হইয়া থাকে এবং উদরাধ্মান, দাহ প্রভৃতি উপদ্রবগুলিও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়; এই অবস্থায় অতীসারের প্রকোপ কালে ২।১ বার দাস্ত হইবামাত্র, ধারক ঔষধ সেবন করাইলে সহসা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা; সুতরাং অগ্নিবর্দ্ধক-পাচক ঔষধ সেবন করান বিশেষ কর্ত্তব্য। সমস্ত অতীসারের পুরাতন অবস্থায় যেরূপ গ্রহণীরোগে প্রযোজ্য বটিকা, চূর্ণ ও মোদক প্রভৃতি সেবন করান যায়, তদ্রূপ গ্রহণী রোগের নূতন অবস্থায়ও অতীসারে প্রযোজ্য বটিকা, চূর্ণ প্রভৃতি সেবন করান যাইতে পারে। আমাতীসারের প্রথমাবস্থায় ধারক ঔষধ সেবন করা-ইলে উদরে মল বদ্ধ হইয়া বেদনা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ অন্যান্য উপদ্রবও উপস্থিত হইতে পারে, অতএব এই অবস্থায় লঘুপাক পথ্য ও পাচক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য; মল পরিপক্ক হইয়া বাতাদি দোষের শমতা হইলে এবং উদরের বেদনা ও মলের তরলতা থাকিলে, ধারক ঔষধ সেবন করান উচিত।

আমাতিসারের প্রবলাবস্থায় উদরে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে, জাতীফলাদি-বটী, অমৃতার্ণবরস, উশীরাদিকাথ ও হ্রীবেরাদি কাথ প্রভৃতি ঔষধ আমপাচনার্থ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উদরে শূল নিবারণার্থ শূলহরণ যোগ, শঙ্খাদি চূর্ণ, হরীতক্যাদিকল্ক বা পাঠাদি চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। আমাতীসারে উদরে বেদনার আধিক্য বশতঃ রোগী অনেক সময় ব্যাকুলিত হইয়া ধারক ঔষধ সেবন দ্বারা অনেক দিন কষ্ট ভোগ করে; এই অবস্থায় যাহাতে উদরস্থিত সঞ্চিত শ্লেষ্মা নির্গত এবং অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও শ্লেষ্মা পুনরায় সঞ্চিত না হইতে পারে, তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। উদরে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে, বিবিধ উপদ্রব উৎপাদন করে এবং উদরস্থিত সঞ্চিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, রোগী ক্রমশঃ সুস্থ হইতে থাকে; আমাতীসার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, আমরোধক ঔষধ যথা—অগ্নিকুমার; জাতীফলাদ্যা-বটী, বৃহৎ লবঙ্গাদি প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। এইরূপ অবস্থায় হাত বা পায়ে শোথ লক্ষিত হইলে, দুগ্ধান্ন পথ্যসহ লবণ ও জল বন্ধ করিয়া দুগ্ধবটী বা পর্পটী সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। নূতন আমাতীসার রোগীর শরীর অতিকৃশ হইলে ও জ্বর, কাস প্রভৃতি তৎসঙ্গে লক্ষিত হইলে, সহসা মলরোধক ধারক ঔষধ সেবন করান উচিত নহে; যেহেতু উহাতে জ্বর, শোথ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা, এমতাবস্থায় আমের পাচক অথচ ধারক গুণযুক্ত ঔষধ অর্থাৎ পীযুষবল্লীরস, মহাগন্ধক বা জাতীফলরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, পুটপাক বিষম জ্বরান্তক লৌহ, বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহ এবং কাসের অত্যন্ত প্রকোপ লক্ষিত হইলে, চন্দ্রামৃতরস বা সর্ব্বতোভদ্ররস সেবন করিতে দিবে; কাস প্রায়শঃ উদরাময় ও জ্বর নিবৃত্ত হইলে স্বয়ং কমিয়া আইসে, তজ্জন্য পৃথক্ ঔষধ সেবন করাইতে হয় না। আমাতিসার ক্রমশঃ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সমূহ দ্বারা তাদৃশ উপকার লক্ষিত না হইলে, পর্পটী সেবন করান কর্ত্তব্য। রোগীকে অবস্থানুসারে রসপর্পটী, পঞ্চামৃতপর্পটী, বা বিজয়পর্পটী সেবন করাইলে, সমধিক উপকার পাওয়া যায়। বৃদ্ধ বা অতি কৃশব্যক্তিকে স্বর্ণপর্পটী সেবন করান যাইতে পারে। জ্বর, শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রবসমূহও পর্পটী সেবনে ক্রমশঃ কমিয়া আইসে।

পুরাতন অবস্থায় মুস্তকাদি মোদক, জীরকাদি মোদক প্রভৃতি ঔষধ সেবনেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বাতিক অতীসারে উদরে বেদনা থাকিলে ও মল পুনঃপুনঃ অল্প অল্প পরিমাণে নির্গত হইলে, পাচনার্থ পথ্যাদিকষায় অথবা সিদ্ধপ্রাণেশ্বর-রস প্রয়োগ করিবে। এই সকল ঔষধ দ্বারা আমের পরিপাক এবং উদরের বেদনার লাঘব হইলে, রোগীকে পূর্ব্বোল্লিখিত সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস, বৃহৎ অগ্নি-কুমার রস বা লবঙ্গাদিবটী সেবন করিতে দিবে। এই সকল ঔষধে অগ্নি বৃদ্ধি পাইয়া রোগীর ক্রমশঃ ক্ষুধা-বৃদ্ধি ও মল পরিপাক হইলে অর্থাৎ মল কথঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া আসিলে, যদ্যপি পুনঃপুনঃ দাস্ত হয়, তাহা হইলে গ্রহণী-গজেন্দ্ররস বা নৃপতিবল্লভরস নিয়মপূর্ব্বক তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লৈষ্মিক অতীসারেও পূর্ব্ববৎ আমপাচনার্থ সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস, হরীতক্যাদি-চূর্ণ সেবন করাইবে, অনন্তর বৃহৎ অগ্নিকুমাররস, বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

পৈত্তিকাতীসারে রোগীর দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি নিবারণার্থ পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং অপক্ক মলের পাচনার্থ রোগীকে উশীরাদি ক্বাথ, বিল্বাদি ক্বাথ, রসাঞ্জনাদিচূর্ণ অথবা অমৃতার্ণবরস সেবন করাইবে। মলের ক্রমশঃ পরিপাক হইয়া আসিলে, পূর্ব্বোল্লিখিত অমৃতার্ণবরস, লবঙ্গাদিবটী রোগীকে সেবন করিতে দিবে; ঐ সকল ঔষধ সেবনে যদ্যপি দাস্ত ক্রমশঃ কমিয়া না আইসে, তাহা হইলে পীযুষবল্লীরস ও নৃপতিবল্লভরস সেবন কবিতে দিবে। পিত্তাতিসারে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ জ্বর হইলে, জ্বরাতীসারের নিয়মে রোগীর চিকিৎসা করিবে।

বাতপৈত্তিকাতিসারে পূর্ব্ববৎ উশীরাদি ক্বাথ, হ্রীবেরাদি ক্বাথ, গুড়ূচ্যাদি-ক্বাথ, অমৃতার্ণব রস ও রসাঞ্জনাদি চূর্ণ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু বায়ুর প্রকোপ-বশতঃ উদরে বেদনা লক্ষিত হইলে, ভাস্করলবণ বা শূলহরণযোগ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। আম পরিপাক হইলে, লবঙ্গাদি বটী, অমৃতার্ণবরস, প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে।

শ্লৈষ্মিক অতীসারের প্রথমাবস্থায় অধিক পরিমাণে অপক্ক শ্লেষ্মাসংযুক্ত

মল নির্গত হইলে, চব্যাদিকষায়, হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ, পথ্যাদি চূর্ণ, জাতীফলাদি-বটী বা অগ্নিকুমাররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইয়া আমের পরিপাক করিবে। এই ঔষধ দ্বারা শ্লেষ্মার পরিপাক হইলে বৃহৎ অগ্নিকুমার, লবঙ্গাদি বটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে, উহাতে অগ্নিবল বৃদ্ধি পায় এবং দাস্ত কমিতে থাকে; তৎপরে আবশ্যক হইলে নৃপতিবল্লভ বা গ্রহণীগজেন্দ্র রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

পিত্তশ্লেষ্মাতীসারেও পূর্ব্ববৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু শীতক্রিয়া বশতঃ জ্বর প্রকাশ পাইলে, তন্নিবারণার্থ প্রথমে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পিত্তের অধিক্য বশতঃ দাহ ও পিপাসার আধিক্য হইলে, দাহ ও পিপাসা নিবারণার্থ পৃথক ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং অমৃতার্ণবরস ও সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস প্রভৃতি ঔষধ আম-পাচনার্থ প্রয়োগ করিবে, অনন্তর পূর্ব্বোল্লিখিত পিত্তাতীসার-রোগের ঔষধ যথানিয়মে সেবন করাইবে।

ত্রিদোষজনিত অতীসার অত্যন্ত কঠিন, উহা অনেক সময়ে বিসূচিকা (কলেরা) রূপে প্রতীয়মান হয়; তখন বিসূচিকারোগের চিকিৎসার নিয়মানুসারে উহার চিকিৎসা করিবে। দাহ, পিপাসা, বমন, উদরে বেদনা প্রভৃতি বিসূচিকার বহুবিধ লক্ষণও বর্ত্তমান সময়ে জলবায়ুর দোষে সান্নিপাতিক অতীসাররোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সুতরাং ইহার চিকিৎসা কালে উপদ্রব সমূহের নিবারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ত্রিদোষাতীসারে শ্লেষ্মার বা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ জনিত বিবিধ উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে), মহা লক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ কফকেতু এবং পিত্তের বা পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে বৃহৎ রত্নগর্ভ ও বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে) এবং বায়ুর বা বাতপিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, চতুর্ম্মুখ রস বা বৃহৎ চিন্তামণি প্রয়োগ করা আবশ্যক। ত্রিদোষ প্রকুপিত হইলে, উল্লিখিত ত্রিদোষনাশক ঔষধ এবং যোগ সমূহ বক্ষ্যমাণ উপদ্রব চিকিৎসার নিয়মানুযায়ী প্রয়োগ করিবে। উপদ্রব-সমূহ বিনষ্ট হইলে, ধারক ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। সিদ্ধ-প্রাণেশ্বররস, অমৃতার্ণবরস, উশীরাদি কাথ ও হ্রীবেরাদি কাথ প্রভৃতি ঔষধ প্রথমাবস্থায় মলের তরলতা বিবেচনা করিয়া অল্প মাত্রায় সেবন করান যাইতে

পারে, তৎপরে উপদ্রব হ্রাস এবং অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, সিদ্ধ প্রাণেশ্বর রস, বৃহৎ অগ্নি কুমার বা লবঙ্গাদি বটী যথানিয়মে প্রয়োগ করিবে; এই অবস্থায় অনেকের জ্বর প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। সুতরাং জ্বর প্রকাশ পাইবা মাত্র বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে) বা আগর কস্তূরী প্রয়োগ করা উচিত; ত্রিদোষাতীসারে মলের পক্বাবস্থা পর্য্যন্ত উপদ্রবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

রক্তাতীসারে প্রথমতঃ যাহাতে মলের পরিপাক ও রক্তরোধ হয় তাদৃশ ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য, যেহেতু রক্তাতীসারে পুনঃপুনঃ রক্তস্রাব হইলে, শরীর বলহীন হয় এবং অন্যান্য উপদ্রব উৎপন্ন হইতে পারে। আম সঞ্চিত হইলে ও উদরে বেদনা থাকিলে আমের পাচক ও রক্তরোধক রসাঞ্জনাদি চূর্ণ, হ্রীবেরাদি কাথ বা উশীরাদি কাথ সেবন করাইবে। ঐ সকল ঔষধে জ্বর, দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রবগুলিও অনেকাংশে হ্রাস পায়। রক্তস্রাবের আধিক্য দৃষ্ট হইলে, কুটজদাড়িমকষায়, কণাভ্রলৌহ ও চন্দনাদি চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রক্তাতীসার দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলেও শ্লেষ্মসংযুক্ত মল নির্গত হইলে কুটজাষ্টক, কুটজাবলেহ, কণাভ্রলৌহ বা পীযুষবল্লীরস প্রভৃতি ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। পুরাতন অবস্থায় লৌহপর্পটী, বিজয়পর্পটী প্রভৃতি ঔষধ সেবনে শীঘ্রই উপকার দৃষ্ট হয়। এইরূপ রক্তাতীসারে, জ্বর, কাস, শোথ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, ঐ সকল পর্পটী সেবনে তৎসমস্তই বিনষ্ট হয়; আবশ্যক হইলে, জ্বরের জন্য পুটপক্ক বিষমজ্বরান্তকলৌহ বা সর্ব্বজ্বরহরলৌহ এবং কাসের জন্য চন্দ্রামৃতরস, সর্ব্বতোভদ্ররস, শোথের জন্য শোথকালানল রস বা দুগ্ধবটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। পুরাতন অবস্থায় উক্ত জ্বর ও কাসের উল্লিখিত ঔষধ, লৌহপর্পটী প্রভৃতি বা কুটজাবলেহ প্রভৃতির সঙ্গে সেবন করান যায়, কিন্তু পুরাতনাবস্থায় শোথ থাকিলে কেবলমাত্র শোথের ঔষধ সেবন না করাইয়া পর্পটী সেবন করাইবে, যেহেতু, উহা দ্বারাই রক্তাতীসার, শোথ এবং অন্যান্য উপদ্রব গুলিও বিনষ্ট হয়, সুতরাং শোথের জন্য পৃথক ঔষধ সেবন করাইতে হয় না,

সেবনেও উপকার না হইলে, রোগ প্রায়শঃ মারাত্মক হয়, তখন

পথ্যের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। রক্তাতিসারের পুরাতন অবস্থায় কেবল আম সংযুক্ত সরক্ত মল নির্গত হইলে, জীরকাদিমোদক, বৃহৎ জীরকাদিমোদক বা বৃহৎ পীযূষবল্লীরস প্রভৃতি সেবনেও যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। রক্তাতীসারের সকলাবস্থায় লঘুপাক দ্রব্য অর্থাৎ যাহাতে পিত্ত প্রকুপিত না হয়, তাদৃশ পথ্য ব্যবস্থা করা উচিত এবং তীক্ষ্ণ রৌদ্র, ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি পরিত্যাগের উপদেশ প্রদান একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রবাহিকারোগের প্রথমাবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে, কারণ প্রবাহিকারোগে সঞ্চিত শ্লেষ্মা উদরে বদ্ধ হইলে, বিবিধ রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। বাতজ প্রবাহিকারোগে, উদরে বেদনার আধিক্য থাকিলে, পথ্যাদি ক্বাথ অথবা ১ তোলা পরিমাণে ইসবগুল দিনে ২ বার (মুখে জল লইয়া) সেবন করিতে দিবে এবং রাত্রে আহারের পর ১ বার সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে সঞ্চিত শ্লেষ্মা বিনা ক্লেশে মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। পৈত্তিক প্রবাহিকারোগে লবঙ্গাভ্রযোগ ও জাতীফলরস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্ত প্রবাহিকারোগেও লবঙ্গাভ্রযোগ, জাতীফলরস ও বিল্বক্ষীর সেবন করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকায় জাতীফলাদ্য বটিকা অথবা অগ্নিকুমার রস প্রভৃতি আম পাচক ঔষধ সেবন করাইবে। সর্ব্বপ্রকার প্রবাহিকারোগে সর্ব্বদা লঘুপাক পথ্য রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং উদরে বেদনা ও আমরক্ত সংযুক্ত অর্থাৎ অধিক রক্ত সংযুক্ত বা অধিক শ্লেষ্মা সংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে, পীযূষবল্লীরস, জাতীফলরস, কুটজাবলেহ বা বৃহৎ কুটজাবলেহ সেবন করিতে দিবে, রক্ত প্রবাহিকায় কুটজাষ্টক বা বৃহৎ কুটজাবলেহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্লৈষ্মিকপ্রবাহিকায় শ্লেষ্মা সংযুক্ত মল অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে রোগের পুরাতন অবস্থায় মুস্তকাদ্য মোদক, মেথী মোদক, পঞ্চামৃতপর্পটী বা বিজয় পর্পটী প্রভৃতি ঔষধে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। কুটজাবলেহ বা বৃহৎ কুটজাবলেহ ও পীযূষবল্লীরস প্রভৃতি দ্বারাও শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকার পুরাতনাবস্থায় অনেকস্থানে উপকার পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু সর্ব্ববিধ প্রবাহিকারোগ পুরাতন হইলে ও তৎসঙ্গে অল্প জ্বর, কাস, হস্তপদাদিতে শোথ দৃষ্ট হইলে, পর্পটী সেবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া যায়। লৌহপর্পটী,

পঞ্চামৃত পর্পটী বা বিজয়পর্পটী যথানিয়মে দুগ্ধান্ন ব্যবহার পূর্ব্বক সেবনে সমস্ত উপদ্রবই নষ্ট হয়। রক্ত প্রবাহিকার পুরাতন অবস্থায়ও লৌহপর্পটী ও স্বর্ণপর্পটী সেবনে অনেক উপকার হয়। প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, আহারের নিয়ম প্রতিপালন করা বিশেষ কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় তীক্ষ্ণ দ্রব্য, লঙ্কা মরিচ, শাক, অম্ল দ্রব্য ও ডাইল প্রভৃতি একেবারে পরিত্যাগ একান্ত কর্ত্তব্য।

ভয়জনিত ও শোকজ অতীসারে রোগীকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিবে; বিশেষতঃ ভয় ও শোকে বায়ু প্রকুপিত হয়, এমতাবস্থায় বাতাতীসারের ঔষধ, মলের তরলতা বিবেচনা করিয়া সেবন করিতে দিবে। শোকাতীসারে পৃশ্নিপর্ণ্যাদি কষায় রোগীকে সেবন করান বিশেষ কর্ত্তব্য। রক্ত নির্গত হইলে, অমৃতার্ণব রস বা কণাদ্য লৌহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অতিসারে-উপদ্রব। ত্রিদোষ অতীসারে বাতাদি দোষের প্রবলতা বশতঃ বমন, হিক্কা, শ্বাসের প্রকোপ, পিপাসা ও দাহ প্রভৃতি বিবিধ লক্ষণ উপস্থিত হয়; এমতাবস্থায় তন্নিবারণার্থ বিবিধ যোগ, বটিকা ও চূর্ণ প্রভৃতি প্রয়োগ করা আবশ্যক। বমন নিবারণার্থ সরিষার গুড়া করিয়া তাহা উদরের উপরিভাগে লেপন করিতে দিবে অথবা বমনের আতিশয্য দৃষ্ট হইলে, পিপ্পল্যাদ্যলৌহ বা চন্দ্রকান্তিরস সেবন করিতে দিবে। হিক্কা প্রকাশ পাইলে, রাই-সরিষা বাটিয়া গ্রীবায় বা মেরুদণ্ডে প্রলেপ দিবে অথবা শর্করাযোগ (ইক্ষুচিনি-ও মরিচ সমভাগে মধুর সহিত) লেহন বা পিপ্পল্যাদ্য লৌহ সেবন করাইবে; পুনঃপুনঃ বমন বশতঃ হিক্কা উপস্থিত হইয়া থাকে, সুতরাং তন্নিবারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। আধ্মান উপস্থিত হইলে, দারুষট্ক প্রলেপ, যবপ্রলেপ অথবা ফলবর্ত্তি প্রয়োগ করিবে; এই উভয়বিধ প্রলেপ এবং বর্ত্তি দ্বারা উদর-বেদনা ও আধ্মানের লাঘব হয়, এই অবস্থায় চতুর্ম্মুখরস ২।৩ ঘণ্টা অন্তর তৎসঙ্গে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, শ্বাসচিন্তামণি, শ্বাসকুঠার বা অবস্থা ভেদে বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি প্রয়োগ করিবে। উদরাধ্মান বশতঃ শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, তন্নিবারণার্থ বাহ্য প্রলেপ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক, যেহেতু আধ্মানের সহিত শ্বাসের নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে।

এই রোগে পুনঃ পুনঃ পিপাসা প্রকাশ পাইলে, লবঙ্গাম্বু অথবা জ্বরচিকিৎ-সোক্ত ষড়ঙ্গ-পানীয় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অতীসাররোগে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা থাকিলে, উষ্ণস্বেদ প্রদান করিবে; বক্ষঃস্থল ভিন্ন হস্তপদাদি সন্ধিস্থলে ও পার্শ্বে বালুকা স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ তন্দ্রা প্রবল ও শরীর শীতল বোধ হইলে, মহালক্ষীবিলাস ও মৃগনাভি যোগ ২৷৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করান উচিত। এই অবস্থায় বৃহৎ কস্তূরী ভৈরব (মতান্তরে) সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; শ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, পূর্ব্বোক্ত ধারক ঔষধ সমূহ প্রয়োগ করা অনুচিত; শরীর শীতল বোধ হইলে এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তখন মৃতসঞ্জীবনী (অভাবে ব্রাণ্ডি), মৃগমদাসব অথবা বৃহৎ চন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ সেবন করান কর্ত্তব্য। রোগীর দুর্ব্বলাবস্থায় নাড়ী শিথিল হইলে, মৃগনাভি যোগ অথবা বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে) ব্যবহারে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। রোগীর শরীর ক্রমশঃ উষ্ণবোধ ও তন্দ্রার লাঘব হইলে, শ্লেষ্মার প্রকোপ হ্রাস পাইয়াছে বুঝিতে হইবে; কিন্তু রোগীর যাবৎ ক্ষুধার উদ্রেক না হয়, তাবৎ রোগের নিবৃত্তি হয় না, ইহা স্মরণ রাখা উচিত। এইরূপ অবস্থায় রোগীকে লঘুপাক পথ্য অর্থাৎ যবমণ্ড (বার্লি), চিড়ারমণ্ড, খৈর মণ্ড প্রভৃতি প্রদান করা কর্ত্তব্য। আহারের অনিয়ম অথবা ঔষধের বিপর্য্যয় হইলে, জ্বর, কাস ও শোথ প্রভৃতি উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে; সুতরাং যাবৎ অগ্নি প্রবল ও মল গাঢ় না হয়, তাবৎ রোগীকে সাগু, যবমণ্ড (বার্লি) প্রভৃতি লঘু পথ্য প্রদান করিবে।

অতীসারে অহিত দ্রব্য সেবন করিলে, হস্ত পদাদি অঙ্গে শোথ উৎপন্ন হয় এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস প্রভৃতি মারাত্মক উপদ্রব ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে ও অপক্ব মল প্রায়শঃ নির্গত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় দুগ্ধবটী, দধিবটী বা স্বর্ণপর্পটী, পঞ্চামৃতপর্পটী বা লৌহপর্পটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পর্পটী সেবন-কালে প্রথমে অন্নাহার বন্ধ করিয়া রোগীকে নির্জ্জল দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে, পরে মলের পরিপাক হইলে, অন্নমণ্ড ও দুগ্ধ সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু রোগীর হস্তপদাদিতে বা সর্ব্বাঙ্গে শোথের আধিক্য লক্ষিত হইলে, পর্পটী সেবন কালে মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিলে, বিশেষ উপ-

কার হয়। উদরাময়ের সঙ্গে জ্বর, কাস, শোথ প্রভৃতি উপদ্রবও পর্পটী সেবনে প্রায়শঃ বিনষ্ট হয়; কিন্তু রোগীর জ্বরের আধিক্য প্রকাশ পাইলে, পুটপক্ক-বিষম জ্বরান্তক লৌহ, বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ বা সর্ব্বজ্বরহরলৌহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। কাসের প্রকোপ থাকিলে সর্ব্বতোভদ্ররস বা চন্দ্রামৃত রস প্রয়োগ করা যাইতে পারে; তাহাতে পর্পটীর ক্রিয়ার কোনও ব্যাঘাত হয় না।

পর্পটী সেবনকালে জ্বরনাশক বা কাসনাশক ঔষধ অল্প মাত্রায় দিনে ২।১ বার মাত্র প্রয়োগ করিবে। যথানিয়মে পর্পটী সেবন দ্বারা শোথ ও উদরাময় একেবারে হ্রাস হইয়া আসিলে এবং মল ক্রমশঃ গাঢ় ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হইলে, রোগীকে ব্যঞ্জনাদি সংযোগে অন্নাহার করিতে দিবে এবং রাত্রিতে সাগু, বার্লি বা সুজির রুটী কয়েক দিন সেবন করিতে দিবে, তৎপরে সহ্য হইয়া আসিলে মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে অভ্যাসমত বা অন্নাহার করিতে দিবে। এই অবস্থায় রোগীকে উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণজল পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

অতীসারের পর আহারের ব্যতিক্রম বশতঃ অগ্নিমান্দ্য হইলে, উদরাধ্মান ও উদরাময় প্রায়শঃ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, সুতরাং রোগীর কিছু দিন অতি সাবধানে অন্নাহার ও স্নানাদি করা কর্ত্তব্য। অগ্নিমান্দ্য অবস্থায় শীতল দ্রব্য অর্থাৎ তরমুজ, নারিকেল, আম, লিচু প্রভৃতি ফল সেবনে অগ্নিমান্দ্য প্রবল হইয়া পুনরায় গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইতে পারে; অতএব ঐ অবস্থায় অতি সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য।

অতীসাররোগে—ঔষধ।

পথ্যাদিক্বাথ। বাতাতীসারে রোগীর উদরে ও মলদ্বারে বেদনা এবং অল্প অল্প মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে, এই ক্বাথ পান করিতে দিবে।

পথ্যাদিক্বাথ। হরীতকী, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, মুথা, আতইষ ও গুলঞ্চ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

চব্যাদিক্বাথ। শ্লৈষ্মিকাতীসারে রোগীর দুর্গন্ধ ও আমসংযুক্ত মল নির্গত এবং বমন হইলে, এই ক্বাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা আম পাচক; সুতরাং উদরে বেদনা থাকিলে, তাহাও এই ক্বাথ সেবনে বিনষ্ট হয়।

চব্যাদি ক্বাথ। চৈ. আতইষ, মুথা, বেলশুঁঠ, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব ও হরীতকী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

গুড়ূচ্যাদিক্বাথ। বাতপিত্তাতীসারে রোগীর বমন, অরুচি, পিপাসা ও দাহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এবং বিবিধ বর্ণের পাতলা মল নির্গত হইলে, এই ক্বাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অতীসারে জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পৃশ্নিপর্ণ্যাদিক্বাথ। শোকজাতীসারে, রক্তসংযুক্ত দুর্গন্ধ বা গন্ধহীন মল নির্গত হইলে এবং অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পৃশ্নিপর্ণ্যাদিক্বাথ। চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধনে, মুন্দি, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আতইষ, মুথা, দেবদারু, আকনাদি ও কুড়চির ছাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বিশল্যকরণীক্বাথ। রক্তাতীসারে অধিক পরিমাণে রক্তভেদ অথবা প্রবাহিকারোগে সরক্ত মল নির্গত হইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বিশল্যকরণীক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উশীরাদিক্বাথ। পিত্তাতীসারে, আমাতীসারে, রক্তাতীসারে, পিত্ত-শ্লেষ্মাতীসারে ও সান্নিপাতিক অতীসারে ঐ সকল রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, মলের অপকাবস্থায় উদরে বেদনা থাকিলে এবং জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ঐ সমস্ত অতীসারের প্রথমা-বস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এই ক্বাথ সেবনে মলবদ্ধতা জন্য নাভি-দেশের বেদনা নিবারিত হয় এবং অতীসার উৎপন্ন হওয়ার পর জ্বর প্রকাশ পাইলে, তাহাও দূরীভূত হইয়া থাকে।

উশীরাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হ্রীবেরাদিক্বাথ। পিত্তাতীসারে, আমাতীসারে, রক্তাতীসারে, পিত্ত-

শ্লেষ্মাতীসারে ও সান্নিপাতিক অতীসারে ঐ সকল রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত তরল ভেদ অর্থাৎ জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলে, রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে উদরের বেদনা, মলের বদ্ধতা অথবা রক্তভেদ প্রভৃতি নিবৃত্ত হয়। অতীসার উৎপন্ন হওয়ার পর বা তৎসঙ্গে জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই কাথ সেবনে সেই জ্বরও দূরীভূত হইয়া থাকে।

হ্রীবেরাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ১২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধান্যচতুষ্ক। পিত্তাতীসারের প্রথমাবস্থায় রোগীর বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই কাথ পান করিতে দিবে।

ধান্যচতুষ্ক। ধনে, মুথা, বালা ও বেলশুঁঠ; এই চারিটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া কুট্টিত করত ৩২ তোলা জলে পাক করিয়া শেষ ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে।

ধান্যপঞ্চক। সর্ব্ববিধ অতীসাররোগে মলের বদ্ধতা ও তজ্জন্য নাভিদেশে বেদনা এবং পাতলা দাস্ত হইলে, এই কাথ রোগীকে পান করিতে দিবে। এই কাথ সেবনে অগ্নি স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়।

ধান্যপঞ্চক। ধনে, শুঁঠ, মুথা, বালা ও বেলশুঁঠ, এই পাঁচটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কুটজাদিকাথ। পিত্তাতীসারে পুনঃপুনঃ নানা বর্ণের পাতলা দাস্ত এবং আমাতীসারে উদরে বেদনা ও অপক্ক মল নির্গত অথবা রক্তাতীসারে রক্ত ভেদ হইলে, রোগের প্রথমাবস্থায় এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত উপকারী।

কুটজাদি কাথ। ইন্দ্রযব, দাড়িমের খোসা, মুথা, ধাইপুষ্প, বেলশুঁঠ, লোধ, বালা, রক্তচন্দন ও আকনাদি; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

বিল্বাদিকাথ। পিত্তাতীসারে বিবিধ বর্ণের জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলে এবং গুহ্যদেশে জ্বালা থাকিলে, এই কাথ রোগের প্রথমাবস্থায় মলের পরিপাকার্থ রোগীকে পান করিতে দিবে।

বিল্বাদি কাথ। বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, মুথা, বালা ও আতইষ; এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

কুটজদাড়িমকাথ। রক্তাতীসারে অধিক পরিমাণে বা পুনঃপুনঃ রক্তস্রাব হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অতিশয় উপকারী।

কুটজদাড়িম কাথ। কুড়চির ছাল ১ তোলা ও দাড়িম ফলের খোসা ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা; ইহা ছাকিয়া শীতল হইলে মধু।০ আনা বা ৷৷০ আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে এক ছটাক মাত্রায় ২ বার সেবন করিতে দিবে, এইরূপ দিনে ২ বার পাক করিয়া সেবন করাইবে।

মুস্তকক্ষীর। আমাতীসাররোগে অত্যধিক শ্লেষ্মা সংযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে বা আমাতীসারে শ্লেষ্মার পরিপক্কতা দৃষ্ট হইলে, এই দুগ্ধ পাক করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মুস্তকক্ষীর। মুথা ২০টী কুট্টিত করিবে, তাহার পরিমাণ যত হয়, তাহার আট গুণ পরিমাণ ছাগীদুগ্ধ ও দুগ্ধের ৪ গুণ জল একত্র করিয়া পাক করিবে; জল নিঃশেষ হইলে, দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

বিল্বক্ষীর। রক্তাতীসারে রক্ত সংযুক্ত অপক্ক মল অর্থাৎ আম ও রক্ত দাস্ত অথবা প্রবাহিকারোগে বিবিধ বর্ণযুক্ত মল ও রক্ত নির্গত হইলে, এই দুগ্ধ রোগীকে পান করিতে দিবে। বালকদিগের জন্য অৰ্দ্ধ মাত্রায় এবং শিশুদিগের জন্য ঐ রোগে সিকি মাত্রায় ঔষধ ও দুগ্ধ লইয়া প্রস্তুত করত প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই ক্ষীর, আম রক্ত সংযুক্ত মল ভেদ হইলে, সেই অবস্থায় অত্যন্ত উপকারী। রোগ উপস্থিত হইবার পর ৩।৪ দিন গত হইলে, ইহা সেব্য, এই ঔষধ পাচক ও ধারক, সুতরাং রোগের প্রথমাবস্থায় সেবন করান কর্ত্তব্য নহে।

বিল্বক্ষীর। বেলশুঁঠ ২ তোলা কুট্টিত করিয়া লইবে, অনন্তর ছাগীদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিবে এবং দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ইক্ষুচিনি।০ আনা, মোচরসচূর্ণ ৶০ আনা ও ইন্দ্রযব চূর্ণ ৶০ আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে দিনে সমভাগে ২ বার পান করিতে দিবে।

পথ্যাদিচূর্ণ। শ্লৈষ্মিক অতীসারে অথবা বাতশ্লেষ্মাতীসারে শ্লেষ্মা মিশ্রিত দুর্গন্ধ অপক্ক মল (যাহা জলে নিমগ্ন হয়) নির্গত হইলে, এই চূর্ণ রোগীকে দিনে ২ বার সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে মলের পরিপক্কতা সাধিত হয়। অনুপান—উষ্ণ জল।

পথ্যাদি চূর্ণ। হরীতকী,, আকনাদি, বচ, কুড়, রক্তচিতা ও কট্‌কী; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৴০ আনা বা ৶০ আনা।

রসাঞ্জনাদিচূর্ণ। রক্তাতীসাররোগে অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে অথবা পিত্তাতীসাররোগে বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত হইলে, এই চূর্ণ রোগীকে আতপ চাউল ধোয়া জল ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে।

রসাঞ্জনাদি চূর্ণ। শোধিত রসাঞ্জন, আতইষ, ইন্দ্রযব, কুড্‌চির ছাল, ধাইপুষ্প ও শুঁঠ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৶০ আনা বা ।০ আনা।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ। শ্লৈষ্মিকাতীসারে রোগীর উদরে বেদনা এবং দুর্গন্ধযুক্ত অপক্ক মল নির্গত হইলে, মলের পরিপাকার্থ এই চূর্ণ তাহাকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে অগ্নির দীপ্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ। শোধিত হিং, সৌবর্চ্চল লবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আতইষ ও বচ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৶০ আনা বা ।০ আনা।

কলিঙ্গাদিগুড়িকা। রক্তাতীসারে রোগীর অত্যধিক রক্ত নির্গত এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রক্তাতিসারে অথবা পিত্তাতীসারে, রোগীর জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার জল সহ সেবন করিতে দিবে।

কলিঙ্গাদি গুড়িকা। প্রস্তুতবিধি ১২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

খরযোগ। প্রবাহিকারোগে মলের ঈষৎ পরিপক্কাবস্থায়, শ্লেষ্মাসংযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দধির সর।

খয়যোগ। ঘুটের আগুণে দগ্ধ কচি বেলের শাস এবং তাহার সমান তিলশাস একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা /০ আনা বা ৶০ আনা।

আম্রলেপ। পিত্তাতীসারে, বাতপিত্তাতীসারে অথবা অন্যান্য অতীসারে পুনঃপুনঃ পাতলা দাস্ত হইলে, এই প্রলেপ নাভিদেশে প্রয়োগ করিবে। অতীসারে জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলেই, এই প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

আম্রলেপ। আমের ছাল কাঁজিতে পেষণ করত নাভিদেশে প্রলেপ দিবে; একবার শুষ্ক হইলে পুনরায় এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

জাতীফললেপ। অতীসার রোগীর জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলে, এই প্রলেপ নাভির চতুষ্পার্শ্বে পুনঃপুনঃ লাগাইবে।

জাতীফললেপ। জাতীফল জল সহ মর্দ্দন করিয়া নাভির উপর লাগাইয়া দিবে এবং উহা শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার লাগাইবে।

তিলযোগ। রক্তাতীসারে অধিক রক্তভেদ হইলে, এই যোগ দিনে ২।৩ বার ছাগীদুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে, কিন্তু রক্তাতীসারের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। জ্বর অথবা অন্যান্য উপদ্রব থাকিলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে না।

তিলযোগ। শিলায় পেষিত কৃষ্ণতিল ৮ তোলা, ইক্ষুচিনি ২ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৶০ আনা বা ।০ আনা।

লবঙ্গাভ্রযোগ। রক্তপ্রবাহিকা অথবা রক্তাতীসারের মধ্যাবস্থায় রক্তসংযুক্ত অপক্ক মল অথবা কেবল রক্তভেদ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। দীর্ঘকালজাত অতীসারে শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। অনুপান—জল।

লবঙ্গাভ্র যোগ। কুড়চিছাল, দাড়িমফলের খোসা, কলার মোচা, কাঁচড়া দাম, তালমূলী, জামছাল, আমছাল, পানিফল, বটের শুঙ্গা ও শালছাল, ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের থাকিতে ছাকিয়া ঐ ক্বাথ পুনরায় মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে এবং গাঢ় হইয়া আসিলে অগ্নি হইতে পাত্র অবতরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ উহাতে লবঙ্গ, জীরা, জাতীফল, আতইষ, এলাইচ, মৌরী, খয়ের, ভৃঙ্গরাজ, মোচরস, বেলশুঁঠ, শ্বেতধূপ ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রদান করিবে এবং যথাবিধি আলোড়ন করিয়া লইবে। মাত্রা ।০ আনা।

কুটজাষ্টক। রক্তপ্রবাহিকা ও রক্তাতীসাররোগে, রক্তসংযুক্ত বিবিধ বর্ণের পাতলা বা গাঢ় মল অথবা কেবলমাত্র রক্তভেদ হইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী; কিন্তু রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ নিষিদ্ধ। এই ঔষধ প্রবাহিকা, গ্রহণী, রক্তপ্রদর এবং রক্তার্শোরোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ বা শীতল জল।

কুটজাষ্টক। প্রস্তুতবিধি ২৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুটজলেহ। রক্তাতীসার ও রক্তপ্রবাহিকারোগে, রক্তসংযুক্ত বিবিধ বর্ণের পাতলা বা গাঢ় মল বা কেবল রক্তভেদ ও উদরে বেদনা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ নিষিদ্ধ। এই ঔষধ গ্রহণী ও অতীসারের অন্যান্য অবস্থায়ও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা শীতল জল।

কুটজলেহ। কুড়চির কাঁচা ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং ঘন হইলে উহাতে সৌবর্চ্চল লবণ, যবক্ষার, বিট-লবণ, সৈন্ধব লবণ, পিপুল, ধাইপুষ্প, ইন্দ্রযব ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

বৃহৎ কুটজাবলেহ। রক্তাতীসারে ও রক্তপ্রবাহিকায় পুনঃপুনঃ রক্ত-সংযুক্ত, দুর্গন্ধ বিবিধ বর্ণের পাতলা বা গাঢ় মলভেদ বা কেবল রক্তভেদ এবং উদরে বেদনা অনুভূত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গ্রহণী এবং অতিসাররোগেও এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধ প্রবাহিকা, রক্তাতীসার বা গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় প্রয়োগেও উপকার পাওয়া যায়। প্রবাহিকারোগে ইহা পরীক্ষিত ঔষধ। অনুপান—ছাগদুগ্ধ, দধির মাত, চাঁপা কলের রস অথবা কদলী মূলের রস, ইহাদের যে কোন একটীর সহিত সেব্য।

বৃহৎ কুটজাবলেহ। কুড়চির কাঁচা ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া উহাতে ইক্ষুচিনি /২ সের মিশ্রিত করত পুনর্ব্বার পাক করিবে; গাঢ় হইলে অতি মৃদু অগ্নির তাপে লবঙ্গ, জীরা, মুথা, ধাইপুষ্প, বেলশুঁঠ, বালা, বড়এলাইচ, আকনাদি, দারুচিনি, কাকড়াশৃঙ্গী, জাতীফল, মৌরী, ইন্দ্রযব, আতইষ, যবক্ষার, কাকোলী, রসাঞ্জন,

মোচরস, যষ্টিমধু, বরাহক্রান্তা, রক্তচন্দন, বটের শুঙ্গা, খদির, জামপাতা, আমপাতা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া, হাতা দ্বারা পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে মধু ॥০ সের মিশাইবে। মাত্রা—॥০ তোলা।

অমৃতার্ণবরস। আমাতীসারের প্রবলাবস্থায় দুর্গন্ধ ও শ্লেষ্মবহুল অপক্ক মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আমাতীসারের মধ্যাবস্থায় মল পরিপক্ক হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বাবস্থা হইতে মলের অবস্থান্তর দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পিত্তাতীসারে বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত অতীসারে, রোগীর পুনঃপুনঃ পাতলা দাস্ত হইলে এবং সান্নিপাতিক অতীসারে, পিত্তের প্রকোপ বশতঃ বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত হইলে, প্রথমাবস্থায় ও মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পিত্তাতীসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতীসারে অথবা পিত্তপ্রবল সান্নিপাতিক অতীসারে মলের পরিপক্কাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধ পিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগেও অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—আমাতীসারের ও পিত্তাতীসারের প্রথমাবস্থায় কলার মোচার রস অথবা ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু। আমাতীসারে ও পিত্তাতীসারে, মলের পরিপক্কাবস্থায় ছাগীদুগ্ধ। গ্রহণীরোগে ছাগীদুগ্ধ বা শীতল জল।

অমৃতার্ণব রস। প্রস্তুতবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লবঙ্গাদিবটী। শ্লৈষ্মিক অতীসারে বা বাতশ্লেষ্ম প্রধান অতীসারে দুর্গন্ধ অপক্ক মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, রোগের প্রথমাবস্থায় মলের পরিপাকার্থ রোগীকে ইহা প্রদান করিবে। যাহাদের অজীর্ণ দোষে অতীসার জন্মে, তাহাদেরও এই ঔষধ সেবনে অগ্নিবৃদ্ধি ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। রোগের মধ্যাবস্থায় অর্থাৎ আমদোষ নষ্ট হইলে এবং বাতাতীসারে এই ঔষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু।

লবঙ্গাদি বটী। লবঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ ও সোহাগার খৈ, ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক আপাঙ্গ ও রক্তচিতার রসে যথাক্রমে সাত সাতবার ভাবনা দিবে। বটী ১০রতি।

বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী। শ্লৈষ্মিকাতীসারে, বাতাতীসারে, বাতশ্লৈষ্মিকাতী-

সারে ও সান্নিপাতিকাতীসারের প্রথমাবস্থায় বদ্ধ মল বা শ্লেষ্মসংযুক্ত দুর্গন্ধ মলের পরিপাকার্থ এই ঔষধ প্রদান করিবে। মলের সহিত অধিক শ্লেষ্মা-সংযুক্ত থাকিলে অথবা অল্প মল পুনঃপুনঃ নির্গত এবং রোগীর নাভিদেশে বেদনা অনুমিত হইলে, এই ঔষধ প্রদান করা যায়। আমাতীসারে এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। ইহা বাতশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—জীরাচূর্ণ মধু অথবা শীতল জল।

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী। লবঙ্গ, জাতীফল, ধনে, কুড়, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, এলাইচ, দারুচিনি, সোহাগার খৈ, কড়িভস্ম, মুথা, বচ, যমানী, বিট্ লবণ ও সৈন্ধব লবণ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং পারদ, গন্ধক ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকের ।৷৹ তোলা ও লৌহ ১ তোলা এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস। বাতাতীসারে, শ্লৈষ্মিকাতীসারে, বাতশ্লৈষ্মিকাতীসারে বা সান্নিপাতিক অতীসারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রথমাবস্থায় আমদোষ পরিপাকার্থ এই ঔষধ রোগীকে প্রদান করিবে। মলের সহিত শ্লেষ্মা সংযুক্ত থাকিলে এবং মলবদ্ধ জন্য শূল প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ প্রদান করা যায়। ইহা অতীসারের মধ্যাবস্থায় এবং পিত্তাতীসারে প্রয়োগেও উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধ গ্রহণীদোষ নাশক। অতীসার-রোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও এই বটী প্রয়োগে ফললাভ হয়। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা উষ্ণজল।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অগ্নিকুমার রস। বাতাতীসারে, বাতশ্লৈষ্মিকাতীসারে, সান্নিপাতিক অতীসারে, বিশেষতঃ অজীর্ণদোষে অতীসার জন্মিলে, এই ঔষধ প্রথমাবস্থায় অপক্ক দোষের পরিপাকার্থ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে অগ্নির বল বর্দ্ধিত এবং মলের অপক্কতা দোষ দূরীভূত হইয়া থাকে। অনুপান—উষ্ণজল।

অগ্নিকুমাররস। পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ, কড়িভস্ম ৩ ভাগ ও শঙ্খ ভস্ম ৩ ভাগ; এই সমুদয় একত্র করিয়া গোড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

বৃহৎ অগ্নিকুমার রস। বাতাতীসার, বাতশ্লেষ্মাতীসার, পিত্তশ্লেষ্মাতীসার বা সান্নিপাতিক অতীসারের প্রথমাবস্থায় পাতলা দাস্ত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ মলের পরিপাকার্থ রোগীকে প্রদান করিবে। অজীর্ণতা বশতঃ পাতলা দাস্ত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে আহার্য্য পদার্থ জীর্ণ হয় এবং উদরের বেদনা নিবৃত্তি হয়। অতীসারে মলের পক্কাবস্থায় এবং বাতাশ্রিত গ্রহণীরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। সংগ্রহগ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায়ও এই ঔষধ ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ অগ্নিকুমার রস। শুঁঠ, মরিচ, জাতীফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা, কাকড়াশৃঙ্গী, সোহাগার খৈ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, ঘৃতভর্জ্জিত হিং, পারদ, গন্ধক, রূপা, লৌহ ও অভ্র; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ ও পিপুলচূর্ণ ২ ভাগ; এই সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, জম্বীর (গোড়ালেবু) রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৪ রতি।

অগ্নিকুমার। আমাতীসারে ও শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকার মধ্যাবস্থায় মলের পরিপক্কতা দৃষ্ট হইলে ও রোগীর উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রক্তপ্রবাহিকার মধ্যাবস্থায়ও এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার দর্শে। আমাতীসারের বা শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকার প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে না; যেহেতু এই ঔষধ ধারক, সুতরাং আমের অপরিপক্কাবস্থায় ইহা প্রয়োগে জ্বরাদি উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে। অনুপান—মুথার রস ও মধু।

অগ্নিকুমার। রস, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খই, লৌহ, যমানী ও অহিফেণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং অভ্র সর্ব্ব সমান, এই সকল একত্র করিয়া রক্তচিতার ক্বাথে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

মহাগন্ধক। আমাতীসারে, প্রবাহিকায়, পিত্তাতীসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতীসারে অথবা রক্তাতীসারের প্রথমাবস্থায় জলবৎ পাতলা বিবিধ বর্ণের মল অথবা শ্লেষ্মসংযুক্ত অপক্ব মল পুনঃপুনঃ অল্প বা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অতীসাররোগে

জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—মুথার রস ও মধু।

মহাগন্ধক। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ গগনসুন্দর রস। পিত্তাতীসার, আমাতীসার ও রক্তাতীসার-রোগের প্রথমাবস্থায় শ্লেষ্মসংযুক্ত পাতলা দাস্ত বা রক্তসংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে এবং রোগীর উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। মলের পরিপক্ক অবস্থায় পুনঃপুনঃ দাস্ত হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়। পৈত্তিক গ্রহণী বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। আমাতীসারে বা রক্তাতীসারে জ্বর থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—আমাতীসারে ও রক্তাতীসারে দগ্ধ বিল্ব ও ইক্ষু গুড়। গ্রহণীরোগে ও পক্কাতীসারে ছাগীদুগ্ধ বা জামছালের রস ও মধু।

বৃহৎ গগনসুন্দর রস। প্রস্তুতবিধি ২৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জাতীফলাদ্য বটিকা। আমাতীসার, পিত্তাতীসার বা প্রবাহিকার প্রথমাবস্থায় পাতলা অপক্ক মল দাস্ত এবং পক্কাতীসারে শ্লেষ্মসংযুক্ত বা গাঢ় মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অতীসারে জ্বর ও শোথ প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা মুথার রস ও মধু।

জাতীফলাদ্য বটিকা। প্রস্তুতবিধি ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জাতীফলাদ্যা বটী। আমাতীসার ও প্রবাহিকার মধ্যাবস্থায় মল পরিপক্ক এবং রোগীর উদরে বেদনা ও পুনঃপুনঃ দাস্ত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রক্তাতীসারের প্রথমাবস্থায় রক্তভেদ হইলে, এই ঔষধ সেবনে শীঘ্রই রক্তভেদ হ্রাস পাইতে থাকে। অতীসারে উদরাধ্মান বা কোষ্ঠবদ্ধের সম্ভাবনা থাকিলে, ইহা কখনও সেবন করাইবে না। অনুপান—মধু।

জাতীফলাদ্যা বটী। জাতীফল, সোহাগার খৈ, অভ্র ও ধুস্তূর বীজ; এই সকল দ্রব্য

প্রত্যেকে ১ তোলা ও অহিফেণ ২ তোলা; একত্র করিয়া গন্ধভাদুলের রসে মর্দন করিবে। বটী ১ রতি।

অহিফেণ বটী। রক্তাতীসারের প্রথমাবস্থায় অধিক পরিমাণে রক্ত-ভেদ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মুথাররস বা আম্রপানের রস অথবা কচি দাড়িম পাতার রস ও মধু।

অহিফেণবটী। আফিং এবং পিণ্ডখেজুর; সমভাগে লইয়া জলে মর্দন করিবে। বটী ১ রতি।

পীযূষবল্লী রস। আমাতীসার, রক্তাতীসার ও বিবিধ প্রবাহিকার মধ্যাবস্থায় রক্তসংযুক্ত বা শ্লেষ্মসংযুক্ত অপক্ক (পিচ্ছিল) বা পক্কমল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অতীসারের ও প্রবাহিকার পুরাতন অবস্থায় এবং আমাতীসার, রক্তাতীসার বা প্রবাহিকার সঙ্গে জ্বর ও শোথ উপদ্রব থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই ঔষধ অতীসার ও প্রবাহিকার সর্ব্বাবস্থায় অত্যন্ত উপকারী; কিন্তু ইহার উপকার কালবিলম্বে প্রকাশ পায়। প্রসূতির উদরাময় ও জ্বররোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—দগ্ধ বিল্ব ও ইক্ষুগুড়।

পীযূষবল্লী রস। প্রস্তুতবিধি ১১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কণাদ্যলৌহ। রক্তাতীসারে ও রক্তপ্রবাহিকার প্রথম বা মধ্যা-বস্থায় অত্যধিক রক্তভেদ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্তাতীসারেও এই ঔষধ সেবনে উপকার পাওয়া যায়। বাতপিত্তাধিক্য শরীরে বা বৃদ্ধাবস্থায় রক্তভেদ হইলে, ইহা সমধিক উপকারী। বাতপিত্তাধিক্য গ্রহণীরোগেও এই ঔষধ সেবনে উপকার হয়। অনুপান—আম্রপানের রস অথবা কচি দাড়িমপাতার রস ও মধু।

কণাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কনকসুন্দর রস। বাতশ্লেষ্মাতীসারে বা শ্লৈষ্মিক অতীসারের প্রথমা-বস্থায় অপক্ক মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ঐরূপ অতীসারে জ্বর প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

কনক সুন্দররস। প্রস্তুতবিধি ১২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা। পিত্তাতীসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতীসারে বা শ্লৈষ্মিক অতীসারে জলবৎ পাতলা মল নির্গত হইলে এবং বাতাতীসারের পকাবস্থায় পুনঃপুনঃ দাস্ত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গ্রহণীরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—অতীসারের প্রথমাবস্থায় মুথার রস ও মধু। মলের পকাবস্থায় ছাগীদুগ্ধ।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা। রস, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ, হিং, শঠীর পালো, তালীশপত্র, মুথা, ধনে, জীরা, সৈন্ধবলবণ, ধাইপুষ্প, আতইষ, শুঁঠ, গৃহধূম, (ঝুল), হরীতকী, রক্তচন্দন, তেজপত্র, জাতীফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাইচ, বালা, বেলশুঁঠ, মেথী ও শোধিত সিদ্ধিপত্র; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

দুগ্ধবটী। আমাতীসার, পৈত্তিকাতীসার ও পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত অতীসার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অথবা রোগ উৎপন্ন হইবার অল্পদিন পরেই হস্তপদাদিতে শোথ প্রকাশ পাইলে, ইহার এক বটী প্রাতে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে উদরাময় এবং তদাশ্রিত শোথ ও জ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। পথ্য—দুগ্ধান্ন। লবণ ও জল সংযুক্ত খাদ্যদ্রব্য ও স্নান নিষিদ্ধ। শোথ অতি প্রবল থাকিলে, দুগ্ধান্নের পরিবর্ত্তে মাণমণ্ড পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

দুগ্ধবটী। প্রস্তুতবিধি ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জাতীফল রস। আমাতীসাররোগের মধ্যাবস্থায় বা শেষ অবস্থায় মল পরিপক্ক হইলে এবং রক্তপ্রবাহিকার ও শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকার মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আমাতীসার ও প্রবাহিকা প্রভৃতি রোগে অল্প জ্বর থাকিলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। গ্রহণীরোগে পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হইলেও, এই ঔষধে উপকার লক্ষিত হয়। অনুপান—বেলশুঁঠ চূর্ণ ও মধু।

জাতীফল রস। পারদ, গন্ধক, অভ্র, রসসিন্দুর, জাতীফল, ইন্দ্রযব, ধুস্তূরবীজ, সোহাগার-খৈ; শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুথা, হরীতকী, আম্রবীজের শাস ও দাড়িমের খোসা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এবং বেলশুঁঠচূর্ণ ২ ভাগ লইয়া সিদ্ধি পত্রের কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

রসপর্পটী। আমাতীসার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, রোগীকে যথানিয়মে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অন্যান্য অতীসারেও শোথ এবং জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধে উপকার পাওয়া যায়; কিন্তু বৃদ্ধ বা যাহাদের শরীর কৃশ অথবা বায়ুপিত্ত জনিত অন্যান্য ব্যাধি শরীরে বিদ্যমান আছে, তাহাদের পক্ষে ইহার উপকারিতা স্থায়ী হয় না অর্থাৎ ঔষধ সেবনে কিছু সময় রোগ নিবৃত্ত থাকিয়া পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বাতশ্লেষ্ম প্রধান শরীরে বিশেষতঃ অল্প বয়স্ক বালকদিগের পক্ষে এই ঔষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অগ্নিবৃদ্ধি, শোথ-নাশ বা আমবাতাশ্রিত অপক্ক রসকে শোষণ করিতে এই ঔষধ সমধিক শক্তিশালী। এই ঔষধ সেবনকালে রোগীকে দুগ্ধপান করিতে দিবে, তৎপর ক্রমশঃ ক্ষুধা প্রকাশ পাইলে, পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ও দুগ্ধ পথ্য দিবে। রোগের প্রবলাবস্থায় ও শোথ না থাকিলে, মাংস যুষ প্রদান করা যাইতে পারে এবং সৈন্ধবলবণ, জীরা ও ধনে দ্বারা পক্ক পটোল, মাণ প্রভৃতির ব্যঞ্জন রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু দুগ্ধ সর্ব্বাবস্থায়ই সেব্য। **অনুপান**—নির্জ্জল পক্ক দুগ্ধ।

রসপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চামৃতপর্পটী। আমাতীসার, পিত্তাতীসার, পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত বা শ্লেষ্মাশ্রিত প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তৎসঙ্গে শোথ, জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, রোগীকে যথানিয়মে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে গ্রহণী ও অন্যান্য রোগ বিনষ্ট হয়। উদরাময়রোগে শোথ থাকিলে দুগ্ধান্ন সেব্য। **অনুপান**—ঘৃত ও মধু। এই ঔষধের পথ্যাপথ্যবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চামৃতপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লৌহপর্পটী। আমাতীসার, পিত্তাতীসার, পিত্তশ্লেষ্মাতীসার, রক্ত-প্রবাহিকা, পৈত্তিকপ্রবাহিকা বা রক্তাতীসাররোগ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বা এক অবস্থায় থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। যে সকল ব্যক্তির শরীর অতি কৃশ এবং বায়ু ও পিত্ত প্রধান

অথবা বিবিধ রোগ বশতঃ যাহাদের শরীরে রক্তের হীনতা সমধিক লক্ষিত হয়, তাহাদের উদরাময়রোগে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। পুরাতন জ্বর, সূতিকা প্রভৃতি রোগে উদরাময় বা শোথ থাকিলে অথবা অতীসারের সঙ্গে, জ্বর ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উদরাময়রোগে শোথ থাকিলে, দুগ্ধান্ন পথ্য দিবে। এই ঔষধ সেবনের পথ্যাপথ্যবিধি ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। অনুপান—ধনে ও জীরার ক্বাথ।

লৌহপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। বাতাতীসার, পিত্তাতীসার, বাতপিত্তাতীসার, রক্তাতীসার ও প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে অথবা তৎসঙ্গে জ্বর ও শোথ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যাহাদের শরীর কৃশ অথবা অন্যান্য রোগে শরীরের দুর্ব্বলতা অধিক লক্ষিত হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ সেবন একান্ত কর্ত্তব্য। অনুপান—দুগ্ধ। উদরাময়ের সঙ্গে শোথ থাকিলে দুগ্ধান্ন সেব্য। এই ঔষধ সেবনের পথ্যাপথ্যবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজয়পর্পটী। আমাতীসারের প্রথমাবস্থায় অথবা মধ্য ও পুরাতনাবস্থায় মলের পরিপক্কতা দৃষ্ট হইলে ও প্রবাহিকারোগে, পিত্তাতীসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতীসারে এবং সান্নিপাতিক অতীসারের পুরাতনাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার লাভ হয়। অতীসারের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগে শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রবও বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিষমজ্বর, পাণ্ডু বা যকৃৎ প্রভৃতি রোগে উদরাময় প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ঐ সমস্ত রোগে দুর্ব্বলতা ও কৃশতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবনে তাহাও অনেকাংশে দূরীভূত হয়। পথ্য—দুগ্ধান্ন। এই ঔষধ সেবনের পথ্যাপথ্যবিধি স্বর্ণপর্পটীর ন্যায়।

বিজয়পর্পটী। প্রস্তুতবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতীসারে—শূল-চিকিৎসা।

হরীতক্যাদিকল্ক। আমাতীসারের প্রথমাবস্থায় রোগীর শ্লেষ্মাসংযুক্ত দুর্গন্ধ মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত দিনে ২। ৩ বার সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ আমপাচক এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

হরীতক্যাদিকল্ক। হরীতকী, আতইচ, হিং, সচললবণ, বচ ও সৈন্ধবলবণ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৶৹ আনা বা ।৹ আনা।

পাঠাদিচূর্ণ। আমাতীসারে রোগীর অধিক শ্লেষ্মা সংযুক্ত মল পুনঃ-পুনঃ নির্গত হইলে এবং তজ্জন্য উদরে বেদনা থাকিলে, এই চূর্ণ তাহাকে উষ্ণ জলের সহিত দিনে ২। ৩ বার সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বেদনার লাঘব, অগ্নিবৃদ্ধি ও আমের পরিপাক হয়।

পাঠাদিচূর্ণ। আকনাদি, হিং, যমানী, বচ, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /৹ আনা বা ৶৹ আনা।

শঙ্খাদিচূর্ণ। অতীসাররোগে উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণ জল।

শঙ্খাদিচূর্ণ। শঙ্খভস্ম, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সাম্ভার লবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, করকচ লবণ, যবক্ষার, সোহাগার খৈ, জাতীফল, শুল্‌ফা, যমানী, হিং, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /৹ হইতে ।৹ আনা।

শূলহরণযোগ। বাতাতীসার, আমাতীসার, বাতশ্লৈষ্মিক অতীসার, ও প্রবাহিকা প্রভৃতি রোগে উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ জল সহ সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে উষ্ণ দুগ্ধসহ সেব্য।

শূলহরণযোগ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতীসারে—পিপাসা-চিকিৎসা।

হ্রীবেরাদিপানীয়। অতীসাররোগে পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই জল রোগীকে পিপাসা নিবৃত্তির জন্য পান করিতে দিবে।

হ্রীবেরাদি পানীয়। বালা ও মুথা ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা লইয়া /৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, অনন্তর ঐ জল ছাকিয়া লইবে।

মুস্তকাদিপানীয়। অতীসাররোগে পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে, এই জল রোগীকে পিপাসা কালে পান করিতে দিবে।

মুস্তকাদি পানীয়। মুথা ও ক্ষেতপাপড়া ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা লইয়া /৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে, অনন্তর /২ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইবে।

ষড়ঙ্গপানীয়। অতীসার রোগীর পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে, এই পানীয় রোগীকে পিপাসা কালে পান করিতে দিবে।

ষড়ঙ্গ পানীয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জম্ব্বাদিকাথ। অতীসার রোগীর প্রবল পিপাসা উপস্থিত হইলে, পিপাসার সময়ে এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

জম্ব্বাদিকাথ। জামের কচিপাতা, আমের কচিপাতা, বেণারমূল, বটের শুঙ্গা ও বটের ঝুরি; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; শীতল হইলে, প্রক্ষেপ মধু ॥০ তোলা। পিপাসাকালে অল্প অল্প মাত্রায় সেব্য।

অতীসারে—বমন-চিকিৎসা।

সর্ষপলেপ। অতীসার অত্যন্ত প্রবল এবং তজ্জন্য রোগীর পুনঃপুনঃ বমন হইলে, তাহার নিবারণার্থ এই লেপ আমাশয়ে প্রদান করিবে।

সর্ষপলেপ। সরিষা প্রথমতঃ পরিষ্কার করিয়া শিলায় পেষণ করিবে এবং কিঞ্চিৎ জল দিয়া নরম করত পুরু করিয়া আমাশয়ের উপরিভাগে লাগাইবে।

চন্দ্রকান্তি রস। অতীসারে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পুনঃপুনঃ বমন হইলে, এই ঔষধ শশার বীজবাটা ও স্তনদুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে। বমন-বেগ হ্রাস হইলে, ঔষধ সেবন বন্ধ করিবে।

চন্দ্রকান্তিরস। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ। অতীসাররোগে পিত্তের প্রবলতা বশতঃ হরিদ্রাক্ত বমন এবং রোগীর শরীর বায়ু ও পিত্তপ্রধান হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে

দিবে। অত্যন্ত বমন বেগ বশতঃ হিক্কা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে তাহাও দূরীভূত হয়। অনুপান—শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধ।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃষধ্বজরস। অতীসাররোগে পুনঃপুনঃ বমন হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শালপাণীর রস।

বৃষধ্বজরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, আমলা, ছোটএলাইচ, লবঙ্গ, সোহাগার খৈ, পিপুল ও জটামাংসী; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া শালপাণী ও ইক্ষুরসে পৃথক্ পৃথক্ ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

অতীসারে—উদরাধ্মান-চিকিৎসা।

দারুষট্কপ্রলেপ। অতীসার রোগীর উদরাধ্মান হইলে, এই প্রলেপ উদরে লাগাইবে; একবার নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় আধ্মানের আশঙ্কা থাকিলে, পুনঃপুনঃ এই প্রলেপ লাগাইবে। এই প্রলেপ প্রদান করিলে আধ্মানজনিত উদরের বেদনাও দূরীভূত হয়।

দারুষট্ক প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যবপ্রলেপ। অতীসার রোগীর বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরাধ্মান এবং তজ্জন্য উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে, এই প্রলেপ রোগীর উদরে লাগাইয়া দিবে।

যবপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দারুযোগ। বাতজ অতীসাররোগে রোগীর উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এবং উদরে বেদনা অনুভব হইলে, এই ঔষধ তাহাকে আধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। বিসূচিকারোগে উদরাধ্মান হইলে, এই ঔষধ সেবনে তাহারও উপকার হয়।

দারুযোগ। দারুচিনি ২ তোলা কুট্টিত করিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিবে, এবং ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া সেই কাথে ।০ আনা বা ৵০ আনা কর্পূর মিশ্রিত করত রোগীকে দুই তিন বার সেবন করিতে দিবে। দারুচিনির কাথের অভাবে দারুচিনির আরক ব্যবহার করা যায়, কিন্তু উহাতে জল মিশ্রিত করা আবশ্যক।

√এলাদিচূর্ণ। বাতজ অতীসারে বা আমাতীসারে রোগীর উদরাধ্মান ও তৎসঙ্গে উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ কর্পূর ভিজান জলসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে, আমবদ্ধ জনিত বেদনাও এই ঔষধে দূরীভূত হইয়া থাকে।

এলাদি চূর্ণ। এলাইচ, দারুচিনি, পিপুল ও শুঁঠ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /০ আনা বা ৷০ আনা।

কাঞ্জিকস্বেদ। অতীসাররোগে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরে বেদনা এবং উদরাধ্মান হইলে, মুহুর্মুহুঃ এইরূপ স্বেদ প্রদান করিবে; যাবৎ উদরাধ্মান নিবৃত্ত না হয়, তাবৎ স্বেদ প্রদান করা যাইতে পারে।

কাঞ্জিকস্বেদ। কাঁজি অত্যন্ত উষ্ণ করিয়া একটি কাঁচপাত্র বা ধাতুপাত্র পূর্ণ করিবে, পরে রোগীর যতদূর সহ্য হয়, এইরূপ উষ্ণ থাকিতে ঐ পাত্র দ্বারা উদরে স্বেদ প্রদান করিবে, কাঁজি শীতল হইলে পুনরায় অত্যুষ্ণ কাঁজি পূর্ণ করিয়া লইবে।

চতুর্ম্মুখরস। অতীসাররোগে উদরাধ্মান ও তৎসঙ্গে বস্তিদেশে বেদনা এবং প্রস্রাব বন্ধ প্রভৃতি বায়ুজনিত উপদ্রব সকল লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে আতপ চাউল ধোয়া জলসহ ২ ঘণ্টা অন্তর ১ বটী সেবন করাইবে। ইহা সেবনে উদরাধ্মান নিবৃত্ত হয় এবং প্রস্রাবের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতীসারে—জ্বর-চিকিৎসা।

মৃতসঞ্জীবনীবটী। নূতন পিত্তাতীসাররোগে রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইলে এবং সেই জ্বরের বেগ অধিক হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শীতল জল অথবা জীরাচূর্ণ ও মধু।

মৃতসঞ্জীবনীবটী। প্রস্তুতবিধি ১২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আনন্দভৈরব রস। নূতন পিত্তাতীসাররোগে অথবা অন্যান্য অতীসারে অহিতাচরণ বশতঃ রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

আনন্দভৈরব রস। প্রস্তুতবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে)। নূতন অতীসার, আমাতীসার ও রক্তাতীসারে রোগীর তীব্রবেগে বা মধ্যবেগে জ্বর প্রকাশ পাইলে অথবা তজ্জন্য বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ দাহ, ঘর্ম্ম, প্রলাপ ও নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে ২ ঘণ্টা বা ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। পুরাতন অতীসারে ঐরূপ বিকার উৎপন্ন হইলে, বিশেষ ফল দর্শে না। অনুপান—রুদ্রাক্ষ-ঘসা ও মধু ২ ফোটা।

বৃহৎ কস্তূরী ভৈরব (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব। পুরাতন অতীসার, আমাতীসার, প্রবাহিকা ও রক্তাতীসাররোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় জ্বরের বেগ মধ্যবিধ হইলে অথবা সর্ব্বদা জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রদান করিবে। অনুপান—ভাজা জীরা চূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ কস্তূরী ভৈরব। প্রস্তুতবিধি ১০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুটপক্ক বিষমজ্বরান্তক লৌহ। পুরাতন অতীসার, রক্তাতীসার, প্রবাহিকা ও আমাতীসাররোগে মলের পরিপক্কাবস্থায় অর্থাৎ পুরাতন অতীসাররোগে রোগীর উদরে বেদনা এবং অপক্ক, শ্লেষ্মবহুল অথবা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে এবং সেইরূপ অবস্থায় সর্ব্বদা অথবা দিনে বা রাত্রিতে অল্পকাল মাত্র অল্পবেগে জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে জ্বরের বেগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়। উদরাময়াশ্রিত জ্বরে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

পুটপক্ক বিষমজ্বরান্তলৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহ। পুরাতন অতীসার, আমাতীসার ও প্রবাহিকারোগে রোগীর জ্বর অল্পবেগে কিছুকাল প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বজ্বরহর লৌহ। পুরাতন রক্তাতীসার, পিত্তাতীসার, রক্তপ্রবাহিকা ও অন্যান্য প্রবাহিকারোগে বায়ু ও পিত্ত প্রধান অবস্থায় রোগীর জ্বর অল্পকাল

মৃদু বেগে প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে জ্বরের বেগ এবং উদরাময় উভয়ই হ্রাস হয়।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতীসারে-নাড়ীরগতির বিশৃঙ্খলতা ও হিমাঙ্গ-চিকিৎসা।

মৃতসঞ্জীবনী। অতীসাররোগে পুনঃপুনঃ দাস্ত, বমন প্রভৃতি দ্বারা রোগীর জ্ঞানলোপ, হিমাঙ্গ বা নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইলে, ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। শরীর উষ্ণ বোধ হইলে, ঔষধ ৫।৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। এই ঔষধ সান্নিপাতিক জ্বরে বা বিসূচিকারোগে হিমাঙ্গ অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়।

মৃতসঞ্জীবনী। বৎসরাধিক পুরাতন গুড় ৩২ সের, বাবলাছাল /২॥০ সের এবং দাড়িমছাল, বাসকছাল, মোচরস, বরাহক্রান্তা, আতইষ, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, লোধছাল, শোণাছাল, পারুল-ছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রাখালশশারমূল, কুলছাল, রক্তচিতা-মূল, আলকুশীবীজ ও পুনর্নবা ইহাদের প্রত্যেকের /১।০ সের, কুট্টিত করিয়া একত্র করত ২৫৬ সের জল সহ একটী মাটীর পাত্রে ১৬ দিন রাখিবে এবং পাত্রের মুখ এরূপ ভাবে বন্ধ করিবে, যাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে; অনন্তর ১৬ দিন পরে উহার সহিত সুপারী ৪ সের এবং ধুতুরার মূল, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, রক্তচন্দন, শুলফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, জটামাংসী, দারুচিনি, এলাইচ,জাতীফল, মুথা, গেঁঠেলা, শুঁঠ, মেথী, মেষশৃঙ্গী ও শ্বেতচন্দন; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা কুট্টিত করিয়া মিশ্রিত করত জালার মুখবন্ধ করিয়া ৪ দিন রাখিবে, পরে ঐ সমুদয় একত্র বকযন্ত্রে চুয়াইয়া, কাচপাত্রে মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে।

মৃগমদাসব। অতীসাররোগে পুনঃপুনঃ দাস্ত হওয়ায় রোগীর জ্ঞান লোপ বা মতিভ্রম ঘটিলে অথবা হিমাঙ্গ বা নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। নাড়ীর গতি প্রকৃতিস্থ ও শরীর যথোচিত উষ্ণ হইলে, ঔষধ সেবন বন্ধ করিবে।

মৃগমদাসব। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে প্রস্তুত মৃতসঞ্জীবনী /৬।০ সের অর্থাৎ ৪০০ ভরি, মধু /৩৵০ ছটাক, জল /৩৵০ ছটাক, মৃগনাভি ৩২ তোলা এবং মরিচ, লবঙ্গ, জাতীফল, পিপুল ও দারুচিনি; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা একত্র করিয়া একটী মৃৎ পাত্রে

একমাস মুখবন্ধ করিয়া রাখিবে, পরে দ্রবাংশ ছাকিয়া বোতলে পূর্ণ করত মুখবন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। মাত্রা ১ তোলা বা ২ তোলা।

মৃগনাভিযোগ। অতীসাররোগে প্রবল দাস্ত, বমন ও অন্যান্য উপদ্রব উপস্থিত হওয়ায় রোগীর শরীর একবারে শীতল হইলে এবং চৈতন্য লোপ পাইলে, এই ঔষধ ১ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবনে নাড়ীর এবং শরীরের উষ্ণতা বোধ হইলে, ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে হইবে। অধিক বমনের পর শরীর শীতল হইলে, এই ঔষধ সেবন বন্ধ রাখিবে; যেহেতু বমন দ্বারা শরীরের শীতলতা প্রকাশ পায়। অনুপান--জল।

মৃগনাভিযোগ। প্রস্তুতবিধি ৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কফকেতু। নূতন অতীসাররোগে বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত, অথবা আম বা রক্তসংযুক্ত পাতলা দাস্ত হইবার পর রোগীর শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইলে, নাড়ীর ক্রিয়ার বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয় ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা আবদ্ধ থাকায় জ্ঞান লোপ এবং শ্বাসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে, সেই অবস্থায় রোগীকে এক ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—রুদ্রাক্ষ-ঘসা ও স্তনদুগ্ধ অথবা তালের বাগুড়ার রস ও মধু।

বৃহৎ কফকেতু। প্রস্তুতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ রত্নগর্ভ। নূতন অতীসাররোগে অত্যধিক দাস্ত বা বমন, ঘর্ম্ম, পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইবার পর রোগীর অবস্থার বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—রুদ্রাক্ষ ঘসা ও স্তনদুগ্ধ।

বৃহৎ রত্নগর্ভ। প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতীসারে—শ্বাস-চিকিৎসা।

শ্বাসচিন্তামণি। অতীসার রোগীর বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত অথবা অপক্ক মলযুক্ত রক্তভেদ, বমন, দাহ ও পিপাসা উৎপন্ন হইবার পর অনেক স্থানে বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে, শ্বাস ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয়; এইরূপ অবস্থায় ঊর্দ্ধ, ছিন্ন, ক্ষুদ্র বা মহাশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে

এই ঔষধ দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বহেড়া ঘসা ও মধু।

শ্বাসচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি। অতীসাররোগে বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইবার পর রোগীর শ্বাসের প্রবলতা প্রকাশ পাইলে এবং সেই অবস্থায় ক্ষুদ্র, উর্দ্ধ, ছিন্ন বা মহাশ্বাসের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, তাহাকে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অতীসাররোগের নূতন অবস্থায় এই ঔষধে সমধিক উপকার হয়; কিন্তু পুরাতন অতীসাররোগে শরীর জীর্ণ ও শ্বাসে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলে, তাদৃশ উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই। অনুপান—বহেড়া-ঘসা ও স্তনদুগ্ধ।

বৃহৎ শ্বাস চিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতীসাররোগে—পথ্য।

অতীসাররোগের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত মলের পরিপাক না হয়, তাবৎ অন্নাহার বন্ধ করিয়া লঘুপথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। পুরাতন ধান্যের খৈয়ের মণ্ড, যবমণ্ড (বার্লি) বা চিড়ার মণ্ড প্রভৃতি অবস্থা-বিশেষে সেবন করিতে দেওয়া উচিত। আমাতীসারের অবস্থাবিশেষে ও দেশবিশেষে খৈয়ের মণ্ড বা চিড়ার মণ্ড অতি উপকারী। অতীসাররোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও ঐরূপ পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। অতীসারাক্রান্ত ব্যক্তির মল পরিপক্ক হইলে, তাহাকে শিঙ্গী, খলিসা, মৌরলা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল এবং রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ও দাস্ত কমিয়া আসিলে পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন ও ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল এবং মসূরযূষ, অড়হরযূষ প্রদান করিবে। ছাগীদুগ্ধ, ছাগঘৃত, গব্যদধি, গব্যতক্র, কলার মোচা, জাম, চালিতা, আমাদা, বৈচী, কয়েতবেল, বেল, গাবফল, আমরুল শাক ও মিষ্ট দাড়িম ফল, এই সকল দ্রব্য এবং অন্যান্য অগ্নিবর্দ্ধক দ্রব্য পুরাতন অতীসাররোগে হিতকর।

গ্রহণীরোগ-চিকিৎসা।

বাতিক গ্রহণীর লক্ষণ। বিবিধ অহিত দ্রব্য সেবনে বায়ু কুপিত হইলে, ক্রমশঃ পাচকাগ্নি দূষিত হইয়া বাতজ গ্রহণী উৎপাদন করে। এই রোগ উপস্থিত হইলে, ভুক্তদ্রব্য অতিকষ্টে অর্থাৎ কালবিলম্বে অম্লরসে পরিণত হয়। এই রোগে শরীরের রুক্ষতা, কণ্ঠ এবং মুখের শুষ্কতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অন্ধকারবৎ দর্শন, কর্ণে শন্ শন্ শব্দ, পার্শ্ব, উরু, কুচ্‌কি ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং বিসূচিকার লক্ষণ (উদরাধ্মান, দাস্ত ও বমন প্রভৃতি) প্রকাশ পায় এবং রোগীর বক্ষঃস্থলে বেদনা, শরীরের কৃশতা, দুর্ব্বলতা, মুখের বিরসতা, গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা, মধুরাদি ষড়্‌বিধ রসাত্মক দ্রব্য ভোজনে ইচ্ছা, মনের অবসাদ অর্থাৎ কার্য্যে অনিচ্ছা, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। বাতজ গ্রহণীরোগে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলে অথবা জীর্ণ হইবার কালে উদরাধ্মান অর্থাৎ পেটফাঁপা প্রকাশ পায় এবং রোগী ভোজন করিলে সুস্থ মনে করে। এই রোগে সময় সময় পাতলা, শুষ্ক (গুঠ্‌লা), অল্প শ্লেষ্মা বা ফেণাযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হয় এবং রোগী বাতগুল্ম, হৃদ্রোগ ও প্লীহার আশঙ্কা করিয়া থাকে।

পৈত্তিক গ্রহণীর লক্ষণ। এই রোগে দুর্গন্ধযুক্ত অম্লোদ্গার, হৃদয়ে ও গলায় জ্বালা, অরুচি ও পিপাসা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং নীল বা পীতবর্ণ পাতলা দাস্ত হইয়া থাকে ও রোগীর শরীর পীতাভ হইয়া যায়।

শ্লৈষ্মিকগ্রহণীর লক্ষণ। এই রোগে অতি কষ্টে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হয়, মুখ শ্লেষ্মা দ্বারা লিপ্ত থাকে ও মিষ্ট বোধ হয়, কাস, সর্দ্দি, মুখ হইতে থুথু নিঃসরণ, হৃদয়ে ভারবোধ, উদর বিবদ্ধ ও নিশ্চল বোধ, বিকৃত মধুর উদ্গার ও স্ত্রীব্যবহারে অনাসক্তি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগী দুর্ব্বলতা বোধ করে ও তাহার আলস্য জন্মে এবং রোগীর ভাঙ্গা অথচ অপক্ক শ্লেষ্মা সংযুক্ত ও গুরু মল (যে মল জলে নিমগ্ন হয়) নির্গত হয়।

সান্নিপাতিক গ্রহণীর লক্ষণ। বাতাদি দোষত্রয়ের যে সকল লক্ষণ

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগে সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সংগ্রহ গ্রহণীর লক্ষণ। সংগ্রহ গ্রহণীরোগে রোগীর পেট্‌ডাকা, আলস্য, শরীরের দুর্ব্বলতা, মনের অবসন্নতা এবং ঘন, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, অপক্ব ও পিচ্ছিল মল নির্গত হয়; পরন্তু উদরে বেদনা, দাস্ত হইবার সময় শব্দ ও কটিদেশে বেদনা হইয়া থাকে এবং এক পক্ষ, একমাস, দশদিন অন্তর বা প্রত্যহ এইরূপ পাতলা দাস্ত হয়, দিবাভাগে এই রোগ বৃদ্ধি পায় এবং রাত্রি কালে কমে। এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগী চিরকাল এই রোগে কষ্ট ভোগ করে। ইহাতে আমবাতের লক্ষণ অর্থাৎ কটিদেশ ও হস্ত-পদাদি সন্ধিস্থানে বেদনা প্রকাশ পায়।

গ্রহণীরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

অতীসার ও গ্রহণীরোগের চিকিৎসাবিধি প্রায়শঃ একই প্রকার, যেহেতু অতীসার নিবৃত্ত হইলে, পুনরায় অহিতদ্রব্য সেবন দ্বারা পাচকাগ্নি মন্দীভূত হইয়া গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হয়। অতীসাররোগের উৎপত্তি ব্যতীতও মন্দাগ্নি ব্যক্তির পাচকাগ্নি দুর্ব্বল বা নিস্তেজ হইলে গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। যেরূপ অহিত সম্ভূত অন্নদোষ হইতে অথবা নবজ্বর বিরাম হইলে কোন কারণে দোষ কুপিত হইয়া বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়, গ্রহণীরোগও সেই রূপ ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে, গ্রহণীরোগে বাতাদি দোষভেদে পাচকাগ্নি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে এবং উহাতে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাতজ গ্রহণীরোগে বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্যসেবন ও বায়ুবর্দ্ধক ক্রিয়াদ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইলে, পাচকাগ্নিকে দূষিত করিয়া রোগ উৎপাদন করে; সেই জন্যই ভুক্ত দ্রব্যস্থ রস বায়ু কর্ত্তৃক পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে নীত হইয়া বেদনা জন্মায় এবং বায়ুর প্রকোপ বশতঃ বিসূচিকার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। কটু ও ক্ষারাদি পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য সেবনে বা পিত্তবর্দ্ধক ক্রিয়া দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইলে, পিত্তের আগ্নেয় (পচন) ক্ষমতা নষ্ট হয়; সুতরাং পিত্তের পচন ক্রিয়ার অভাব বশতঃ অম্লোদ্গার উপস্থিত হয় ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফজ গ্রহণীরোগে শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন বা শ্লেষ্মবর্দ্ধক ক্রিয়া দ্বারা শ্লেষ্মা

প্রকুপিত হইয়া পাচকাগ্নির ক্ষমতা হ্রাস করে; সুতরাং দীর্ঘকালে অন্নের পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হয় এবং ভুক্ত দ্রব্য হইতে যে রস উৎপন্ন হয়, উহা দ্বারা রক্তের কণিকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া দৈহিক ক্রিয়ার বিধানানুসারে ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃ সর্দ্দি, কাস এবং শরীরের অলসতা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এইরূপ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক ক্রিয়া বা দ্রব্যাদির সেবন দ্বারা দোষত্রয় প্রকুপিত হইলে, সান্নিপাতিক গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক গ্রহণীরোগে দোষত্রয়ের প্রকোপ বিদ্যমান থাকায়, উহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।

গ্রহণীরোগের চিকিৎসাকালে অতীসাররোগের ন্যায় উহার বাতাদি প্রকোপের ও আম পক্কাপক্কের লক্ষণ চিন্তা করিয়া উহার চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। যেরূপ অহিত দ্রব্য সেবন দ্বারা বিষম জ্বর নবজ্বরে পরিণত হয় এবং সেই অবস্থায় নব জ্বরের বিধানানুসারে লঙ্ঘনাদি প্রদান করা কর্ত্তব্য; সেইরূপ গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায়ও শাস্ত্রকারগণ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিকাতীসারের ঔষধ সমূহ দোষানুসারে প্রয়োগ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অতীসাররোগের উৎপত্তি ব্যতীত মন্দাগ্নি ব্যক্তির অহিতাচরণ বশতঃ গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইলে, প্রথমাবস্থায় অজীর্ণরোগ চিকিৎসার ন্যায় লঙ্ঘনাদি ও ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অতীসার যেরূপ শীঘ্র প্রাণ-নাশক এবং অতীসারে যে প্রকার লঙ্ঘনাদির আবশ্যকতা অনুমিত হয়, গ্রহণীরোগ প্রায়শঃ সেই রূপ নহে, উহা বিষমজ্বরের ন্যায় সময় সময় হ্রাস ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গ্রহণীরোগে গ্রহণী নাড়ী (অন্ন গ্রাহিণী নাড়ী) দুর্ব্বল বা শিথিল হইয়া পড়ে; সুতরাং এই উভয় রোগের পুরাতন অবস্থায় অনেকাংশে পৃথক্ ঔষধের প্রয়োজন। অনেক স্থলে শুক্রাদি ধাতুর ক্ষীণতা প্রযুক্ত অগ্নি দুর্ব্বল হইলেও গ্রহণীরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে, আবার অনেকস্থলে প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতও ঐ রোগ উৎপন্ন হয়; এরূপ স্থলে মূলরোগ নিবর্ত্তক পাচক ও ধারক ঔষধ প্রয়োগ বিধেয়। গ্রহণীরোগী আহার বিহারের নিয়ম লঙ্ঘন বশতঃ পুনঃ পুনঃ ঐ রোগে পীড়িত হইয়া থাকে, সুতরাং পুনরায় ঋতু পরিবর্ত্তন কালপর্য্যন্ত রোগীর অতিসাবধানে

আহারাদি করা কর্ত্তব্য ; বিশেষতঃ ঋতু পরিবর্ত্তন কালে সাবধানে লঘুপাক অন্ন ও ব্যঞ্জন ভোজন করিবে।

বাতজ গ্রহণী রোগীর রোগ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ দ্বারা বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া উহাকে বৃহৎ অগ্নিকুমার রস, নৃপতিবল্লভরস বা রাজবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতজ গ্রহণীরোগে বায়ুর প্রবলতা বশতঃ উদরাধ্মান প্রায়শঃ প্রবল হয় এবং সময় সময় পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা অনুভূত হয়, সুতরাং তজ্জন্য চিন্তামণি ও চতুর্ম্মুখরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে, উহাদ্বারা উদরাধ্মানের হ্রাস হয়। গ্রহণীজনিত উদরাধ্মান ও পার্শ্ব শূলাদিতে হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ বা সৈন্ধবাদিচূর্ণ অথবা শঙ্খবটী প্রয়োগ করিলে, অনেক স্থানে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ; কিন্তু যাহাদের বায়ুর রুক্ষতা-বশতঃ নিদ্রার অভাব ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, উদরা-ধ্মানের জন্য তাহাদিগকে চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ রস প্রভৃতি ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বাতজ গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় বৃহৎ নৃপতিবল্লভ, মহারাজনৃপতিবল্লভ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে ও বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন, পরিশ্রম এবং রাত্রি জাগরণাদি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিতে রোগীকে উপদেশ দিবে।

পৈত্তিক গ্রহণীরোগে দুর্গন্ধ, অম্লোদ্গার ও বক্ষঃস্থলে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং অধোগত অম্লপিত্তরোগেও ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ; এরূপ অবস্থায় উহা পৈত্তিকগ্রহণী কিম্বা অধোগত অম্লপিত্তরোগ, তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য ; যেহেতু অধোগত ও উর্দ্ধগত এই দ্বিবিধ অম্লপিত্তরোগে সহসা গ্রহণীরোগনাশক ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে, দাস্ত বন্ধ হইয়া বিপরীত ফল দর্শে। পৈত্তিক গ্রহণীরোগে গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা, অমৃতার্ণবরস ও পূর্ণকলাবটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে, কিন্তু অধিক পরিমাণে জলবৎ পাতলা দাস্ত ও শরীর কৃশ হইলে, রোগীকে গঙ্গাধরচূর্ণ ও মহাগঙ্গাধরচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। এই রোগে অম্লোদ্গার ও বক্ষঃজ্বালা প্রভৃতি গৌণ উপদ্রবসকল, ধাত্রীলৌহ বা মহাপিত্তান্তকরস প্রয়োগে বিনষ্ট হয় ; রোগ পুরাতন হইলে, মহারাজ নৃপতি-বল্লভ বা বিজয়পর্পটী ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পৈত্তিক গ্রহণীরোগে রোগীকে কটু দ্রব্য, লঙ্কা ও রৌদ্রের উত্তাপ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিবে।

গ্রীষ্মঋতু ও শরৎঋতুতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়, সুতরাং ঐ সময় রোগীকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিবে।

শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকার মলের পরিপক্ক লক্ষণ অনেকাংশে প্রকাশ পায় ও পুনঃ পুনঃ দাস্ত হয়; কিন্তু ইহাতে মলের সহিত অল্প অপক্কশ্লেষ্মা সংযুক্ত থাকে ও অল্প পরিমাণে দাস্ত হয়। যাবৎ ঐ শ্লেষ্মার লাঘব না হয় ও মল স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ না করে, তাবৎ যথানিয়মে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; এই রোগের প্রথমাবস্থায় অগ্নিকুমাররস, বৃহৎ অগ্নিকুমাররস, বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, জীরকাদ্যচূর্ণ, জীরকাদ্যমোদক, কামেশ্বরমোদক ও মুস্তকাদ্যমোদক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে রোগীকে স্নিগ্ধ দ্রব্য, দধি ও অম্ল প্রভৃতি শীতল দ্রব্য ব্যবস্থা করিবে না। বিশেষতঃ রোগের প্রবলাবস্থায় রাত্রিকালে সাগু, বার্লি প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্য সেবন করিতে দিবে।

ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগ অতি কষ্টদায়ক; ইহাতে কখনও পাতলা জলের ন্যায় মল নির্গত হয় এবং কখনও বা শ্লেষ্মসংযুক্ত ভাঙ্গা ছিবড়া মল নির্গত হয়; কখনও বা গুঠ্‌লা শুষ্ক মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইতে থাকে। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিন দোষেরই লক্ষণ ইহাতে লক্ষিত হয়; কিন্তু যখন যে দোষের প্রবলতা দেখিবে, তখন সেই দোষজ গ্রহণীরোগোক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিবে; অর্থাৎ যাহার শ্লৈষ্মিক গ্রহণীর লক্ষণ অর্থাৎ ভাঙ্গা শ্লেষ্মসংযুক্ত মল অধিক সময় নির্গত হয় ও কোনও সময় পাতলা জলবৎ, কখনও বা গুঠ্‌লে মল নির্গত হয়, তাহাকে প্রথমে শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগোক্ত বৃহৎ অগ্নিকুমাররস বা বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী সেবন করিতে দিবে, তৎপরে মলের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইলে, বিবেচনা পূর্ব্বক অন্যরূপ বাতিক বা পৈত্তিক গ্রহণীরোগোক্ত ঔষধ যথাক্রমে সেবন করাইবে। ত্রিদোষের প্রবলতা থাকিলেও একই শরীরে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা একই সময়ে সমান ভাবে প্রবল হইয়া রোগোৎপাদন করে না, সুতরাং যখন যে দোষের লক্ষণ প্রবল দেখিবে, তখন সেই দোষাশ্রিত গ্রহণীনিবারক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ

ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগে বায়ুর প্রবলতা থাকিলে, বৃহৎ নৃপতিবল্লভ বা রাজবল্লভ-রস প্রভৃতি ঔষধ, পিত্তের প্রবলতা থাকিলে, গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা বা অমৃতার্ণব-রস, শ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় বৃহৎ লবঙ্গাদি বা বৃহৎ অগ্নিকুমাররস প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। ত্রিদোষজনিত গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় মুস্তকাদ্য-মোদক, বৃহৎ জীরকাদ্যমোদক ও মহারাজ নৃপতিবল্লভ প্রভৃতি ঔষধ দোষ-ভেদে অত্যন্ত উপকারী।

সংগ্রহ গ্রহণীরোগে মলের বিভিন্নতা লক্ষিত হয় ও মলের সহিত শ্লেষ্মা সংযুক্ত থাকে এবং উদরে বেদনা ও দাস্তের সময়ে মলদ্বারে শব্দ, অলসতা এবং কটিদেশে বেদনা হয়; রোগী প্রায়শঃ আমবাত লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া মনে করে। প্রকৃত পক্ষে গ্রহণীরোগের নিবৃত্তি হইলে, ঐ বেদনার লাঘব হয়; সুতরাং ঐ অবস্থায় সংগ্রহ গ্রহণীর প্রশমনের জন্য শ্লেষ্মার পাচক অথচ বায়ুনাশক অগ্নিবল বর্দ্ধক ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থায় বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী, বৃহৎ অগ্নিকুমাররস ও ভাস্কর লবণ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা উচিত; যদি ঐ সমস্ত ঔষধ সেবনে অগ্নির বলবৃদ্ধি ও শ্লেষ্মার লাঘব এবং মল জলে ভাসমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে রাজবল্লভ রস, বৃহৎ নৃপতিবল্লভ বা মহারাজ নৃপতিবল্লভ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে; যদি পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সেবনে মলের পরিপক্কতা না জন্মে এবং দাস্ত পূর্ব্বের ন্যায় জলবৎ পাতলা হয়, তাহা হইলে অন্যান্য ঔষধ সেবন না করাইয়া পঞ্চামৃত-পর্পটী বা বিজয়পর্পটী সেবন করাইবে; সংগ্রহ গ্রহণীরোগের পুরাতনাবস্থায় বিজয়পর্পটী সেবনে সমধিক উপকার পাওয়া যায়, পর্পটী সেবনকালে রোগীকে একমাত্র পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন ও নির্জ্জল গোদুগ্ধ পথ্য দিবে। যথানিয়মে একবার (১৪ বা ২১ দিন) পর্পটী সেবনে সম্যক্‌রূপে রোগ নিবৃত্ত না হইলে অর্থাৎ পর্পটীর মাত্রা হ্রাস হইয়া আসিবার সময় যদি মলের পূর্ব্বাবস্থা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব নিয়মে পুনর্ব্বার ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি ও হ্রাস করিয়া কয়েক দিন পর্পটী সেবন করাইবে। একবার সেবনে রোগ নিবৃত্ত হইলেও শেষ দিন হইতে দুই রতি নিয়মে ৭ দিন বা ১০ দিন পর্পটী সেবন করাইবে। সংগ্রহ গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় বৃহৎ জীরকাদি মোদক ও মুস্তকাদি মোদক প্রভৃতি নিয়ম পূর্ব্বক

প্রয়োগেও অনেক স্থানে উপকার পাওয়া যায়। সংগ্রহ গ্রহণীরোগে দাস্ত কম ও মলের পক্কতা দৃষ্ট হইলে, রোগীকে ২।৩ মাস অর্থাৎ ঋতুপরিবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত বিশেষ সাবধানে রাখিবে, যেহেতু এই রোগ ১৫ দিন বা ১ মাস পর্য্যন্ত নিবৃত্ত থাকিয়াও পুনরায় প্রকাশ পায়; সুতরাং রোগ নিবৃত্ত হইলেও কিছুদিন রোগীকে অতি সাবধানে রাখিবে।রোগের পুরাতন অবস্থায় চাঙ্গেরী ঘৃত বা বিল্বাদি ঘৃত প্রভৃতি প্রয়োগে যথেষ্ট উপকার হয়। ঐ অবস্থায় বা বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ থাকিলে,গ্রহণীমিহির তৈল মর্দ্দনে মূলরোগ ও আনুষঙ্গিক বেদনাদি হ্রাস হয়।

গ্রহণীরোগের উপদ্রব। গ্রহণীরোগে কটিদেশ বা পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা, অকালে দন্তপাত, দন্তমূলে ক্ষত, মাথায় ভার, সময় সময় কাস, চক্ষুর দৃষ্টিহানি, বক্ষঃস্থলে জ্বালা, মনের অপ্রসন্নতা (সর্ব্বদা চিত্তের অনুৎসাহ) ও রতিশক্তির হীনতা প্রভৃতি উপসর্গসকল রোগী প্রায়শঃ অনুভব করিয়া থাকে; প্রকৃত প্রস্তাবে মূলরোগ নষ্ট না হইলে, আনুষঙ্গিক উপদ্রব সকল ঔষধ সেবনে সমূলে নষ্ট হয় না, তথাপি প্রবল উপসর্গ সকল নিবারণের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

গ্রহণীরোগ পুরাতন হইলে বাতদ্বারা শরীর আক্রান্ত হয়; হস্ত, পদাদি অঙ্গের অসাড়তা এবং কাহারও বা গাত্রে বেদনা লক্ষিত হয়; এইরূপ কটিদেশে বা শরীরের স্থান বিশেষে বেদনা থাকিলে, বাতগজেন্দ্র সিংহ, রামবাণ রস বা আমবাতগজসিংহ মোদক প্রভৃতি ঔষধ অনুপান ভেদে ও অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। হস্ত, পদাদি অসাড় বোধ হইলে, আমবাত চিকিৎসায় বক্ষ্যমাণ সৈন্ধবাদি তৈল ও বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল এবং বাতব্যাধিচিকিৎসার ঔষধ সকল ব্যবস্থা করিবে। মাথায় ভার বা বেদনা, দন্তমূলে ঘা, জিহ্বায় ঘা, চক্ষুর দৃষ্টিহানি প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস রস ও শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু পিত্তের প্রবলতা বশতঃ গ্রহণীরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে চক্ষুর দৃষ্টিহানি ও শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে; এমতাবস্থায় বৃহৎ বাতচিন্তামণি সেবন ও মহা ভৃঙ্গরাজ-তৈল মস্তকে ধারণ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। পিত্তের প্রকোপ-বশতঃ বক্ষঃস্থলে জ্বালা থাকিলে, পূর্ব্বোল্লিখিত ধাত্রীলৌহ ও সপ্তামৃতলৌহ বিশেষ উপযোগী; ইহা সেবনে পিত্তাশ্রিত অন্যান্য রোগও দূরীভূত হইয়া থাকে।

গ্রহণীরোগে শ্লেষ্মার অথবা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষণ সকল সমধিক প্রকাশ পাইলে, শ্রীকামেশ্বর মোদক বা শ্রীমদনানন্দমোদক সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়, উহাদ্বারা গ্রহণীরোগ ও দুর্ব্বলতা উভয়ই বিনষ্ট হয়। দীর্ঘকালজাত গ্রহণীরোগে প্রায়শঃ রতিশক্তির হীনতা দেখিতে পাওয়া যায়। বাতাধিক্য বা বাতপিত্তাধিক্য গ্রহণীরোগে ঐরূপ রতিশক্তির হীনতা থাকিলে, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস ও কার্শ্যহর লৌহ প্রভৃতি সেবনে গ্রহণীরোগ এবং তদানুষঙ্গিক গাত্রবেদনাদির লাঘব হইয়া থাকে।

গ্রহণীরোগে—ঔষধ।

পাঠাদ্যচূর্ণ। জ্বরাতীসারে, নূতন পিত্তাতীসারে ও প্রবাহিকারোগে মলের পকাবস্থায় এবং পৈত্তিক গ্রহণীরোগে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আতপ চাউল ধোয়া জল ও মধু।

পাঠাদ্য চূর্ণ। আকনাদি, বেলশুঁঠ, রক্তচিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জামের বীজ, দাড়িমের বীজ, ধাইফুল, কট্‌কী, আতইষ, মুথা, দারুহরিদ্রা, চিরতা ও ইন্দ্রযব; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং কুড়্‌চির ছালচূর্ণ সর্ব্ব দ্রব্যের সমান, সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা বা ।০ চারি আনা।

স্বল্প গঙ্গাধরচূর্ণ। পিত্তাতীসাররোগে মলের পকাবস্থায়, প্রবাহিকা-রোগে, আমাতীসারে, পৈত্তিক গ্রহণীরোগে এবং আমগ্রহণীর প্রথমাবস্থায় (মলের অপকাবস্থায়) বা পকাবস্থায় এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সূতিকারোগে আমসংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—আতপ চাউল ধোয়া জল ও মধু।

স্বল্প গঙ্গাধর চূর্ণ। মুথা, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, ধাইপুষ্প, লোধ, কুড়চিছাল বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ইন্দ্রযব, বালা, আম্রকেশী, আতইষ ও বরাহক্রান্তা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ বা ।০ আনা।

বৃহৎ গঙ্গাধরচূর্ণ। জ্বরাতীসার, আমাতীসার ও পিত্তাতীসাররোগের মধ্যাবস্থায় অর্থাৎ মলের পরিপকাবস্থায় পুনঃপুনঃ দাস্ত হইলে এবং পৈত্তিক গ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থায় রোগীকে এই চূর্ণ সেবন করিতে দিবে। অনুপান-আতপচাউল ধোয়া জল ও মধু।

বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ। বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ধাইপুষ্প, ধনে, বরাহক্রান্তা, শুঁঠ, মুথা, আতইষ, আফিং, লোধ, দাড়িমেরখোসা, কুড়্চিছাল, পারদ ও গন্ধক; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে মাত্রা। ৵০ আনা বা।০ আনা।

মহাগঙ্গাধরচূর্ণ। জ্বরাতীসার, রক্তাতীসার, রক্তপ্রবাহিকা, পিত্তাতীসার, আমাতীসার ও সান্নিপাতিক অতীসাররোগে মলের পরিপক্কতা দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় পুনঃপুনঃ দাস্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গ্রহণীরোগেও পুনঃ পুনঃ নানাবর্ণের আমসংযুক্ত বা পাতলা দাস্ত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান —ছাগদুগ্ধ অথবা শীতল জল।

মহাগঙ্গাধর চূর্ণ। বেলশুঁঠ, পাণিফলের পাতা, দাড়িমপাতা, মুথা, আতইষ, শ্বেতধূনা, ধাইপুষ্প, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা, চিরতা; নিমছাল, জামছাল, রসাঞ্জন, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, বালা, মোচরস, শোধিত সিদ্ধিপত্র ও ভৃঙ্গরাজ; ইহাদের সূক্ষ্ম চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্ব দ্রব্যের সমষ্টির সমান কুড়্চিছালের চূর্ণ লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা বা।০ আনা।

জীরকাদ্যচূর্ণ। শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে আমসংযুক্ত বিবিধ বর্ণের দাস্ত হইলে এবং শ্লৈষ্মিক অতীসার বা বাতশ্লৈষ্মিক অতীসার-রোগে মলের পক্কতা দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। গ্রহণী এবং অতীসাররোগে ঐ রূপ অবস্থায় অগ্নিমান্দ্য হইলে, এই ঔষধ সেবনে তাহাও দূরীভূত হয়। অনুপান—জল।

জীরকাদ্যচূর্ণ। জীরা, সোহাগার খৈ, মুথা, আকনাদি, বেলশুঁঠ, ধনে, বালা, শুলফা, দাড়িমের খোসা, কুড়্চিছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইপুষ্প, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব; অভ্র, গন্ধক ও পারদ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বদ্রব্যের সমান জাতিফল চূর্ণ; এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

ভাস্কর লবণ। বাতাশ্রিত, বাতপিত্তাশ্রিত অথবা বাতশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণী-রোগে উদরাধ্মান এবং সময় সময় উদরে, হৃদয়ে ও পার্শ্বস্থানে বেদনা, শরীরের অবসন্নতা ও পাতলা দাস্ত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক অথচ বায়ু শান্তিকারক। অনুপান—উষ্ণজল।

ভাস্কর লবণ। পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, তেজপত্র, তালীশপত্র ও নাগকেশর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা; সচল লবণ ৪০ তোলা এবং মরিচ, জীরা ও শুঁঠ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা; দারুচিনি ৪ তোলা, এলাইচ ৪ তোলা, করকচ্ লবণ ৬৪ তোলা, অম্লদাড়িমফলের খোসা চূর্ণ ৩২ তোলা ও অম্লবেতস চূর্ণ ১৬ তোলা; এই সমুদয় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা বা ॥০ তোলা।

নাগরাদ্যচূর্ণ। পৈত্তিক গ্রহণীরোগে কিঞ্চিৎ নীল বা পীতবর্ণের পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে রক্তভেদ এবং উদরে বেদনা হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রক্তপ্রবাহিকা ও রক্তাতীসাররোগে মল কথঞ্চিৎ পরিপক্ক হইলে এবং রক্তার্শোরোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—আতপ-চাউল ধোয়া জল ও মধু।

নাগরাদ্য চূর্ণ। শুঁঠ, আতইষ, মুথা, ধাইফুল, রসাঞ্জন, কুড়্চির ছাল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আকনাদি, কট্কী; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ চারি আনা বা ॥০ আট আনা।

যমানিকাযোগ। গ্রহণীরোগে অথবা বিষ্টব্ধাজীর্ণে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে এবং উদর মধ্যে গুড়্গুড়্ শব্দ ও অগ্নিমান্দ্য থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে।

যমানিকাযোগ। যমানী ও বিট্লবণ সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা /০ আনা।

অগ্নিকুমাররস। বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায় পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য, বমন, ভেদ, উদরে গুড়্গুড়্ শব্দ ও পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

অগ্নিকুমার রস। প্রস্তুতবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ অগ্নিকুমাররস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক বা পিত্তশ্লৈষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে দাস্ত ক্রমশঃ কমিয়া আইসে এবং অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা উদরাধ্মান, বক্ষঃস্থল ও পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপদ্রব সমূহও দূরীভূত হয়। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ অগ্নিকুমার রস। প্রস্তুতবিধি ৩১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর বিবিধ উপদ্রবসহ পাতলা দাস্ত হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতিক গ্রহণীরোগে যাহাদের শ্লেষ্মানুবন্ধ অর্থাৎ আমসংযুক্ত মল ও বাতজন্য অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ প্রশস্ত ; ইহা সেবনে বিশেষ উপকার লক্ষিত হয়। যে সকল ব্যক্তির দীর্ঘকাল হইতে গ্রহণীরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং যাহাদের শরীরে বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ বর্ত্তমান থাকে, তাহাদিগের পক্ষেও তাদৃশ উপকার হয়। আম-গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—মুথার রস অথবা ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী। প্রস্তুতবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতার্ণব রস। পিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগে বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ; কিন্তু যাহাদের অগ্নির বিদগ্ধতা হেতু অম্লোদ্গার ও বদহজম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদের পক্ষে প্রথমতঃ তাদৃশ উপকার হয় না, কিন্তু দাস্ত অনেকাংশে হ্রাস পাইয়া থাকে।

অমৃতার্ণব রস। প্রস্তুতবিধি ১১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা। পৈত্তিক অথবা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায় পাতলা ও বিবিধ বর্ণের দাস্ত হইলে এবং রোগীর জ্বর ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান —ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু ; মলের পক্কাবস্থায় ছাগদুগ্ধ।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা। প্রস্তুতবিধি ৩১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পূর্ণকলাবটী। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক গ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থায় রোগীর পাতলা দাস্ত, দাহ ও ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এবং সংগ্রহগ্রহণীরোগে পিত্তের আধিক্য লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ঘোল।

পূর্ণকলাবটী। পারদ,গন্ধক, মুথা, লৌহ, ধাইপুষ্প, বেলশুঁঠ, বিষ, ইন্দ্রযব, আকনাদি,

জীরা, ধনে, রসাঞ্জন, সোহাগার খৈ, শিলাজতু ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৩ তোলা, থুলকুড়ি, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, কাচড়াদাম, দাড়িমের খোসা, পাণিফলের পালো, নাগেশ্বর, জামছাল, দধির মাত, জয়ন্তীছাল, কেশুর ও ভীমরাজ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা; জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১০ রতি।

নৃপতিবল্লভ। বাতিকগ্রহণী, বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণী ও সংগ্রহগ্রহণী-রোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থার সময় সময় কোষ্ঠবদ্ধ, কটিশূল, পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, বাতজ এবং বাতশ্লেষ্মাতীসারে রোগীর মল পরিপক্ব হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ দোষে পাতলা দাস্ত ও বিসূচিকারোগের বিবিধ উপদ্রব নষ্ট হইলে, যখন কেবল রোগীর অগ্নি-মান্দ্য বা দাস্ত বিদ্যমান থাকে, সেই অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু। অত্যন্ত পাতলা দাস্ত হইলে মুথার রস ও মধু। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ।

নৃপতিবল্লভ। জাতীফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, এলাইচ, সোহাগার খৈ, হিং,জীরা, তেজ-পাতা, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, লৌহ, অভ্র, রস, গন্ধক ও তাম্র (অসহত্বে রৌপ্য); ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং মরিচ ১৬ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৫ রতি।

বৃহৎ নৃপতিবল্লভ। বাতজগ্রহণী, বাতশ্লেষ্মজগ্রহণী ও সংগ্রহগ্রহণী-রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। গ্রহণীরোগে হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল ও কটিশূল প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অগ্নিমান্দ্যদোষে যাহাদের উদরে অর্থাৎ হৃদয় ও নাভি এই উভয়ের মধ্যভাগে পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত শূল বিদ্য-মান থাকে, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এতদ্ভিন্ন আমাজীর্ণে ও অগ্নিমান্দ্যে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ভাজা জীরা-চূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠবদ্ধাবস্থায় হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ। শূলরোগে ছাগদুগ্ধ।

বৃহৎ নৃপতিবল্লভ। পারদ, গন্ধক; লৌহ, অভ্র, সীসা, রক্তচিতা, তেউড়ী মূল, সোহাগার-খৈ জাতীফল, হিং, দারুচিনি, এলাইচ, মুথা, লবঙ্গ, তেজপত্র, কৃষ্ণজীরা, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব লবণ, মরিচ ও রূপা; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং স্বর্ণভস্ম ৶০ আনা; এই সমুদয় চূর্ণ

একত্র মিশ্রিত ও মর্দ্দন করিয়া আদার রসে ও আমলকীর ক্বাথে যথাক্রমে সাত সাত বার ভাবনা দিবে। বটী ১০ রতি। পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত শূলরোগে বায়ুর প্রবলতা দৃষ্ট হইলে স্বর্ণ ভস্ম, পারদের সমভাগে বা অর্দ্ধভাগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মহারাজ নৃপবল্লভরস। বাতাশ্রিতগ্রহণী, বাতশ্লেষ্মাশ্রিতগ্রহণী ও সংগ্রহগ্রহণীরোগে, পাতলা বা আমসংযুক্ত দাস্ত অথবা কোষ্ঠবদ্ধ, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, উদরে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বিসূচিকা, পুরাতন ও উপদ্রববিহীন অলসক, বিলম্বিকা, পুরাতন বাতশ্লেষ্মাশ্রিত অতীসার ও পুরাতন বাতাজীর্ণরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অধোগত অম্লপিত্ত-রোগে এবং শূলরোগে অগ্নিমান্দ্য থাকিলে, ইহা সেবন করিতে দিবে। গ্রহণী বা উদরাময়রোগে ও বাতশ্লেষ্মাশ্রিত রোগীর পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—ভাজা জীরা চূর্ণ ও মধু।

মহারাজ নৃপবল্লভ রস। প্রস্তুতবিধি ২৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস। পুরাতন পিত্তাশ্রিত বা বাতপিত্তাশ্রিত গ্রহণী-রোগে রোগীর দাহ, হাত পা জ্বালা, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, কটিশূল ও আম-সংযুক্ত পাতলা দাস্ত বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অধোগত অম্লপিত্তরোগে ও পিত্তশূলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে; বিশেষতঃ যে সকল ব্যক্তির শরীর অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল এবং বায়ু, পিত্ত প্রবল ও যাহাদের প্রমেহ বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ অমৃতের ন্যায় উপকারী। উদরাময় রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ঐ সমস্ত রোগ বিদ্যমান থাকিলেও এই ঔষধ সেব্য। সংগ্রহ গ্রহণীরোগে আমবাতের লক্ষণ অর্থাৎ কটিশূল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উদরাময়ের প্রবল অবস্থায় জীরা চূর্ণ ও মধু, অন্যান্য অবস্থায় পানের রস ও মধু।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস। পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা এবং স্বর্ণ, তাম্র ও কাংস্য; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা; জাতীফল, লবঙ্গ, এলাইচ, দারুচিনি, জীরা, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করত ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ত্রিফলার

ক্বাথ ও এরণ্ড মূলের রস দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ সাত বার ভাবনা দিবে; শুষ্ক হইলে এই ঔষধ এরণ্ডপত্রদ্বারা বেষ্টন করত ধান্যের মধ্যে ৩ দিন রাখিবে, তৎপরে পুনরায় মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

রাজবল্লভরস। বাতিক গ্রহণী, বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণী এবং সংগ্রহ গ্রহণী-রোগের মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় পাতলা দাস্ত, বা বিবিধ বর্ণের দাস্ত হইলে অথবা গ্রহণীরোগে, আমবাতের লক্ষণ অর্থাৎ কটিশূল, পৃষ্ঠশূল ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়; পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত শূলরোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বাতজ বা বাতশ্লেষ্মাতীসারের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—উদরাময়রোগে জীরা-চূর্ণ ও মধু। শূলরোগে কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা আমবাতের আধিক্য থাকিলে, হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ।

রাজবল্লভরস। জাতীফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, এলাইচ, সোহাগার খৈ, হিং, জীরা, তেজপাতা, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব লবণ, লৌহ, অভ্র, তাম্র, পারদ, গন্ধক, মরিচ, তেউড়ীমূল ও রৌপ্য; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা পরিমাণে লইয়া আমলকীর রসে বা ক্বাথে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

পীযূষবল্লীরস। পৈত্তিক গ্রহণীরোগে বা বাতপিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগে রোগীর বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত এবং আম সংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। গ্রহণীরোগে রক্তসংযুক্ত দাস্ত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার হয়। আমাতীসার, রক্তাতীসার, রক্তপ্রবাহিকারোগে ও অন্যান্য অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনু-পান—দগ্ধবিল্ব ও ইক্ষু গুড়।

পীযূষবল্লীরস। প্রস্তুতবিধি ১৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ পীযূষবল্লীরস। পৈত্তিকগ্রহণী অথবা বাতপিত্তাশ্রিত গ্রহণী-রোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় এবং পিত্তাতীসার, প্রবাহিকা, আমাতীসার ও রক্তাতীসাররোগে মল পরিপক্ক হইলে, মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার লক্ষিত হয়। প্রবাহিকা বা আমাতীসারে জ্বর ও অন্যান্য উপদ্রব থাকিলে, তাহাও ইহা সেবনে বিনষ্ট হয়। অনুপান—দগ্ধ বিল্ব ও ইক্ষু গুড়।

বৃহৎ পীযূষবল্লীরস। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগার খৈ, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক ও মুক্তা, ইহাদের প্রত্যেকে ॥০ তোলা এবং পারদ, গন্ধক, লবঙ্গ, মুথা, রক্তচন্দন, আকনাদি, আতইষ, ধনে, জীরা, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, দারুচিনি, দাড়িমের খোসা, বেলশুঁঠ, বালা, শুঁঠ, জাতীফল, কুড় ও বরাহক্রান্তা; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করত কেশুর্ত্তে-রসে মর্দ্দন করিয়া কেশুর্ত্তে রসে, আকনাদির রসে ও কুড়চির ক্বাথে যথাক্রমে সাতসাত বার ভাবনা দিবে; অনন্তর ছাগীদুগ্ধে পুনরায় মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

শম্বূকাদিবটিকা। বাতজ গ্রহণীরোগে হৃদয়, পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, উদরাধ্মান ও শূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য জনিত শূলরোগও দূরীভূত হইয়া থাকে। অনুপান—জল।

শম্বূকাদি বটিকা। শামুকভস্ম ও সৈন্ধবলবণ; সমভাগে লইয়া মধুসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ৶০ আনা।

হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরস। বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা সংগ্রহ-গ্রহণীরোগ পুরাতন হইলে এবং রোগীর অল্পজ্বর, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি তৎ-সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে অথবা বাতিক, পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক অতীসার-রোগে কিম্বা রক্তাতীসারের পুরাতন অবস্থায় রোগীর মল পরিপক্ব হইলে এবং তৎসঙ্গে অল্পজ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বিষমজ্বরে যাহাদের উদরাময় অর্থাৎ আমসংযুক্ত মলনির্গত হইয়া থাকে, তাহাদিগকেও এই ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। অনুপান—ঘৃত, মধু ও ২।৩টী মরিচচূর্ণ।

হিরণ্যগর্ভ পোট্টলীরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, কাঁসা ৬ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা ও সোহাগার খৈ ২ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া পাকা লেবুর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক মুষামধ্যে স্থাপন করিবে; অনন্তর ৩০ খানা বিলঘুটে দ্বারা মৃদুপুটে পাক করিবে। মাত্রা ৪ রতি।

লৌহপর্পটী। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিলে অথবা আম গ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থায় মলের সহিত শ্লেষ্মার ভাগ সমধিক দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গ্রহণীরোগাক্রান্ত ব্যক্তির অল্প জ্বর, কাস অথবা শোথ প্রভৃতি

উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। সূতিকাশ্রিত গ্রহণী-রোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সূতিকারোগে উদরাময় এবং শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে ও শরীরে বাতপিত্তের আধিক্য থাকিলে বিশেষতঃ সূতিকারোগের ঐরূপ অবস্থায় শোথ, জ্বর প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার লাভ হয়। ইহার সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য-বিধি ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লৌহপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। গ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় বাতপিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্মার আধিক্য বিদ্যমান থাকিলে এবং রোগীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ নিয়ম পূর্ব্বক তাহাকে সেবন করিতে দিবে। গ্রহণী-রোগে জ্বর, শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগে উদরাময় হ্রাস হয় এবং উপদ্রবসকল দূরীভূত হয়। এই ঔষধ অত্যন্ত বলবর্দ্ধক। ইহার সেবনবিধি ও পথ্যাপথ্য বিধি ১৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চামৃতপর্পটী। পিত্তাশ্রিত গ্রহণী, পিত্তশ্লেষ্মজ গ্রহণী এবং সংগ্রহ গ্রহণীরোগে নানাবর্ণের আমসংযুক্ত বা অপক্ব শ্লেষ্মা বা রক্তসংযুক্ত অপক্ব মল নির্গত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রবল গ্রহণী-রোগে শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। গ্রহণীরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার লাভ হয়; কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে অনেক সময় তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না। পুরাতন অতীসাররোগে ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধের সেবনবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চামৃত পর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজয়পর্পটী। পিত্তাশ্রিত, পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত, বাতশ্লেষ্মাশ্রিত, সান্নি-পাতিক বা সংগ্রহ-গ্রহণীরোগে বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত, অপক্ব শ্লেষ্ম বহুল মল বা আমরক্ত সংযুক্ত পাতলা মল অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে। পুরাতন আমাতীসার,

প্রবাহিকা, পিত্তশ্লেষ্মাতীসার এবং পুরাতন গ্রহণীরোগের পক্ষে এইরূপ ঔষধ আর নাই ; বিশেষতঃ উদরাময়রোগে জ্বর, শোথ প্রভৃতি উপদ্রব এই ঔষধ প্রয়োগে দূরীভূত হয়। যখন অন্যান্য ঔষধে কোনও রূপ উপকার লাভের আশা থাকে না, সেই অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া যায়। এই ঔষধের সেবন বিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজয়পর্পটী। প্রস্তুতবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মুস্তকাদ্যমোদক। শ্লৈষ্মিকগ্রহণী ও বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় অপক্ব শ্লেষ্মবহুল মল নির্গত হইলে এবং আমাতীসার ও শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকারোগের পুরাতন অবস্থায়, এই ঔষধ ব্যবস্থা করিলে, সমধিক উপকার লাভ হয়। ইহাতে আমদোষ বিনষ্ট হয়। বিসূচীরোগে যাবতীয় উপদ্রব নষ্ট হইবার পরে, যখন পাতলা দাস্ত ও অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান থাকে, সেই অবস্থায় এই ঔষধে উপকার লাভ হয় অনুপান— শীতল জল।

মুস্তকাদ্যমোদক। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিতা, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, মৌরী, পান, শুল্ফা, শতমূলী, ধনে, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন ও মেথী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, মুথা-চূর্ণ ৪৮ তোলা, ইক্ষুচিনি ১৯২ তোলা, যথানিয়মে মোদক পাক করিবে। মাত্রা।॰ আনা হইতে ॥॰ তোলা।

জীরকাদ্যমোদক। বাতশ্লেষ্মজ বা পিত্তশ্লেষ্মজ গ্রহণীরোগে রোগীর শ্লেষ্মবহুল বিবিধবর্ণের অপক্ব মল অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে অথবা আম ও রক্তাতীসারের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পুরাতন জ্বর ও উদরাময় একত্র বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় ; কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যাহাদের বাতপিত্ত প্রবল বা বাতপিত্তাশ্রিতরোগে শরীর অতি কৃশ, এই ঔষধ প্রয়োগে তাহাদের তাদৃশ উপকার হয় না ; বাতশ্লেষ্ম বা পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তিকে প্রয়োগ করিলেই সমধিক উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—জল।

জীরকাদ্যমোদক। জীরা চূর্ণ ৬৪ তোলা ভর্জ্জিত সিদ্ধিপত্র চূর্ণ ৩২ তোলা এবং লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, মৌরী, তালীশপত্র, জয়িত্রী, জাতীফল, ধনে, হরীতকী, আমলা, বহেড়া,

দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, কিস্‌মিস, শটী, সোহাগারখৈ, কুন্দুরখোটি, যষ্টিমধু, বংশলোচন, কাকোলী, বালা, গোরক্ষচাকুলে, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, অর্জ্জুনছাল, শুল্‌ফা, দেবদারু, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরস, কট্‌কী, পদ্মকাষ্ঠ ও লালুকা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং সর্ব্ব সমষ্টির দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি লইয়া যথানিয়মে মোদক পাক করিবে। মাত্রা।• আনা, ॥• তোলা বা ১ তোলা।

বৃহৎ জীরকাদ্য মোদক। বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্ত-শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক গ্রহণীরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এবং সংগ্রহ গ্রহণীরোগে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আম গ্রহণীরোগেও এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। অতীসাররোগ পুরাতন হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সূতিকারোগে উদরাময় প্রবল হইলে এবং বাতপিত্তপ্রবল প্রদররোগে ও বাতপিত্তপ্রধান বিষমজ্বরে উদরাময় বিদ্যমান থাকিলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পিত্তাশ্রিত বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত অর্শরোগেও উদরাময় অবস্থায় এই ঔষধ প্রশস্ত। অনুপান—দুগ্ধ ও ইক্ষুচিনি।

বৃহৎ জীরকাদ্যমোদক। জীরা, কৃষ্ণজীরা (সাজীরা), কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, লবঙ্গ, শৈলজ, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জয়িত্রী, জায়ফল, যষ্টিমধু, মৌরী, জটামাংসী, মুথা, সৌবর্চ্চল লবণ, শঠীর পালো, ধনে, দারুহরিদ্রা, মুরামাংসী কিস্‌মিস, নখী, শুল্‌ফা, পদ্মকাষ্ঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, লালুকা, সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু ও কুন্দুরুখোটি; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ প্রত্যেকে ২ তোলা এবং সর্ব্বসমান ভাজা জীরা চূর্ণ. সর্ব্ব সমষ্টির দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি। প্রথমে চিনি পাক করিয়া যথানিয়মে ঐ সমস্ত চূর্ণ প্রদান পূর্ব্বক অতি মৃদু অগ্নিসন্তাপে আলোড়ন করিবে। পাকাবসানে নামাইয়া শীতল হইলে ঘৃত ও মধু-সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা।০ আনা বা ॥• তোলা।

শ্রীকামেশ্বর মোদক। বাতশ্লেষ্মপ্রধান অথবা শ্লেষ্মপ্রধান গ্রহণী-রোগের পুরাতন অবস্থায় অথবা বাতশ্লেষ্মপ্রধান পুরাতন অতীসাররোগে রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের শরীর বাতশ্লেষ্মপ্রধান অথবা শ্লেষ্মপ্রধান, তাহাদের এই ঔষধদ্বারা সমধিক উপকার হয়; কিন্তু বাতপ্রধান শরীরে এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। পুরাতন উদরাময়রোগে শরীর অত্যধিক, দুর্ব্বল হইলে অথবা

বাতশ্লেষ্ম প্রধান বা শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে স্বভাবতঃ কোষ্ঠ শুদ্ধি থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগদ্বারা শারীরিক বল ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। বাতিক বা পৈত্তিক মেহাক্রান্ত বা শিরোরোগাক্রান্ত ব্যক্তির উদরাময় থাকিলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা বিধেয় নহে। অনুপান—দুগ্ধ।

শ্রীকামেশ্বরমোদক। অভ্র, কট্‌ফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চের পালো, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কোকিলাক্ষবীজ, কদলীমূল, শতমূলী, যমানী, মাষকলাই, তিলের শাস, ধনে, যষ্টিমধু, গোরক্ষচাকুলে, গন্ধমাত্রা, ময়না ফল, জায়ফল, সৈন্ধবলবণ, বামনহাটী, কাকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, রক্তচিতা, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্নবা, গজপিপ্পলী, কিস্‌মিস্‌, শঠী, বালা, পিপুলমূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও আলকুশী বীজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, শোধিত সিদ্ধিপত্র চূর্ণ ৪৫ তোলা, ইক্ষুচিনি ১৮০ তোলা; যথানিয়মে মোদক পাক করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

শ্রীমদনানন্দমোদক। বাতশ্লৈষ্মিক বা শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগের অথবা বাতশ্লেষ্মপ্রধান বা শ্লৈষ্মিক অতীসাররোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। গ্রহণীরোগে যাহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল অথবা যাহাদের অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান, তাহাদিগকে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। পুরাতন সূতিকারোগে বাতশ্লেষ্মার আধিক্য ও উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু বাতপিত্তপ্রধান প্রসূতির উদরাময় রোগে ইহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। স্বভাবতঃ যাহাদের কোষ্ঠশুদ্ধি ও শরীরে শ্লেষ্মা বা বাতশ্লেষ্মার আধিক্য থাকে, তাহাদিগকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে রতিশক্তি ও ক্ষুধা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই ঔষধ অত্যন্ত বীর্য্য-বর্দ্ধক। গ্রহণী ও উদরাময়রোগে অনুপান—ছাগীদুগ্ধ, প্রাতঃকালে সেব্য। রতিশক্তির হীনতা থাকিলে, বাজীকরণার্থ গব্য দুগ্ধ ও ইক্ষু চিনি সহ সায়ংকালে সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

শ্রীমদনানন্দমোদক। পারদ, গন্ধক, লৌহ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, অভ্র ৩ তোলা এবং কর্পূর, সৈন্ধব, জটামাংসী, আমলকী, এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জয়িত্রী, জাতীফল, তেজপাতা, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, কুড়, বচ, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজ্জলবীজ, সোহাগার খৈ, বামনহাটীর ছাল, শুঁঠ, নাগেশ্বর, কাকড়াশৃঙ্গী, তালীশপত্র, কিস্‌মিস্‌, রক্তচিতামূল, দন্তীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, দারুচিনি, ধনে, গজপিপ্পলী, শঠীর পালো, বালা, মুথা,

গজভাদুলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, আকন্দমূল, আলকুশীবীজ, গোক্ষুরবীজ, বিস্তারকবীজ, সিদ্ধিবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা; এই সমুদয় চূর্ণ শতমূলীর রসে পেষণ করত শুষ্ক করিয়া পুনরায় চূর্ণ করিবে, অনন্তর সমস্ত চূর্ণের চারি ভাগের এক ভাগ শিমুলমূল চূর্ণ এবং শিমুল মূল চূর্ণের সহিত অন্যান্য চূর্ণসমষ্টির অর্দ্ধেক শোধিত সিদ্ধিপত্র চূর্ণ লইবে, সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক সমুদয় চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি কিঞ্চিৎ ছাগীদুগ্ধে গুলিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করত উহাতে সমুদয় চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া যথানিয়মে মোদক পাক করিবে। মোদক পাক হইলে উহার সহিত দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, কর্পূর, সৈন্ধব, শুঁঠ পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত করিবে এবং উপযুক্ত ঘৃত ও মধু দ্বারা মোদক বান্ধিবে। মাত্রা ।০ আনা হইতে ॥০ তোলা। ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য ও ধ্বজভঙ্গ রোগে ॥০ তোলা মাত্রায় সেব্য।

বিল্বাদিঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক, অথবা বাতপৈত্তিক গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু গ্রহণীরোগে অম্লোদ্গার, উদরাধ্মান, বক্ষঃস্থলে জ্বালা ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ঘৃত সেবন করিতে দেওয়া উচিত নহে; যেহেতু ঘৃত স্বভাবতঃ গুরুপাক, গ্রহণীরোগে প্রথমতঃ অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া সেবন করাইবে। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ।

বিল্বাদিঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—বেল-শুঁঠ /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। রক্তচিতারমূল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। চই /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। আদার রস ৪ সের। ছাগীদুগ্ধ ৪ সের। কল্কদ্রব্য—বেলশুঁঠ, রক্তচিতা, চৈ ও আদা, ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ৷০ আনা হইতে ॥০ তোলা।

চাঙ্গেরীঘৃত। বাতপিত্ত প্রধান গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর অগ্নিমান্দ্য, সময় সময় কোষ্ঠকাঠিন্য ও গাত্র বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঘৃত উষ্ণ দুগ্ধ সহ তাহাকে সহমত সেবন করিতে দিবে। যে সকল ব্যক্তির অধিক আমসংযুক্ত মল নির্গত হয় অথচ শরীর অত্যন্ত শ্লেষ্মপ্রধান, তাহাদিগকে সেবন করাইলে তাদৃশ উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই।

চাঙ্গেরীঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। আমরুল শাকের

রস ১৬ সের। দধির মাত ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ; পিপুলমূল, রক্তচিতা, চৈ, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও যমানী, এই সকল দ্রব্য মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ৵০ আনা হইতে ॥০ তোলা।

দাড়িম্বাদিতৈল। বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, আমগ্রহণী ও প্রবাহিকারোগের পুরাতন অবস্থায় যখন রোগীর স্নান ও আহার সহ্য হয় অথচ সময় সময় রোগ প্রবল ভাবে প্রকাশ পায়, সেই অবস্থায় এই তৈল উদরে ও নাভিদেশে মালিষ করিতে দিবে। পুরাতন প্রমেহ ও অর্শোরোগে এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

দাড়িম্বাদি তৈল। তিলতৈল ১৬ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—দাড়িমের খোসা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বালা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ধনে ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কুড়্‌চিছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। তক্র ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া মুথা, চই, জীরা, সৈন্ধব লবণ, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, মৌরী, জটামাংসা, লবঙ্গ, জয়িত্রী, জায়ফল, ধনে, যমানী, বনযমানী, কাচড়াদাম, বালা, আতইষ, থুলকুড়ি, পানিফল, বৃহতী, কণ্টকারী, আমছাল, জামছাল, শালপাণী, চাকুলে, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শতমূলী, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, মোচরস, তালমূলী, বেড়েলা, কুড়্‌চিছাল, গোক্ষুর, লোধ, আকনাদি, খদিরকাষ্ঠ, গুলঞ্চ ও শিমুলছাল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা লইয়া চাউল ধোয়া জলে পেষণপূর্ব্বক প্রদান করিয়া যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

বিল্বতৈল। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক বা সংগ্রহগ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর স্নান ও আহার সহ্য হইলে, এই তৈল তাহাকে উদরে ও নাভিদেশে মর্দ্দন করিতে দিবে। এই তৈল আমপাচক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। পুরাতন গ্রহণীরোগে বা তৎসঙ্গে জীর্ণজ্বর অথবা জীর্ণজ্বরে গ্রহণীদোষ বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে ও উদরে মালিষ করিতে দিবে। পুরাতন শোথ এবং উদরাময়রোগে এই তৈল মালিষ করিতে পারা যায়। পুরাতন সূতিকারোগে উদরাময় বা অল্পজ্বর লক্ষিত হইলে, এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিষ করিতে দিবে এবং প্রসূতির শিরঃশূল, হৃৎশূল, বস্তিশূল, নিদ্রার অভাব ও শরীরের দুর্ব্বলতা থাকিলে, এই তৈল মাথায় মাখাইয়া স্নান করাইবে। প্রসূতির জীর্ণজ্বর ও তৎসঙ্গে কাস ও শ্বাসরোগ অথবা সূতিকারোগের পুরাতন অবস্থায়

কেবলমাত্র কাস ও শ্বাস প্রবল থাকিলে, এই তৈল রোগিণীর বক্ষঃস্থলে যথারীতি মর্দ্দন করিতে দিবে। স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় উদরে বেদনা এবং গর্ভস্রাবের আশঙ্কা থাকিলে, এই তৈল মালিষ করিতে দেওয়া যায়। স্ত্রীলোকের রজোদোষেও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বিল্বতৈল। তিলতৈল ৪ সের, যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—বেলশুঁঠ /৬।• সোয়া ছয় সের এবং বিল্বছাল, শ্যোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকের /॥৵• দশ ছটাক, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। আদার রস /৪ সের। কাঁজি /৪ সের। গোদুগ্ধ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—ধাইপুষ্প, বেলশুঁঠ, কুড়, শটী, রাস্না, পুনর্ণবা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, রক্তচিতা, গজপিপ্পলী, দেবদারু, বচ, কুড়, মোচরস, কট্‌কী, তেজপাতা, বনযমানী, গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা, লইয়া যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

বৃহৎ গ্রহণীমিহির তৈল। বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্ত-শ্লৈষ্মিক, সংগ্রহগ্রহণী, প্রবাহিকা ও আমাতীসাররোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর স্নান ও আহার সহ্য হইলে, এই তৈল তাহার উদরে ও নাভি-দেশে মর্দ্দন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে স্নান ও আহার সহ্য না হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই তৈল রক্তপ্রবাহিকা ও রক্তাতীসারে অত্যন্ত উপকারী। গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় জ্বর, শ্বাস, কাস বা হিক্কা বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যে সকল ব্যক্তির দীর্ঘকাল হইতে প্রবাহিকা অর্থাৎ আম ও রক্তসংযুক্ত মল অথবা কেবল আমসংযুক্ত মল নির্গত হয় এবং নাভিমূলে প্রবল বেদনা থাকে, সেই সকল ব্যক্তিকে এই তৈল উদরে ও নাভিমূলে মর্দ্দন করিতে দিবে। ঐ রোগের পুরাতন অবস্থায় জ্বর ও কাস অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে তাহাও এই তৈল মর্দ্দনে দূরীভূত হয়।

বৃহ গ্রহণীমিহির তৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্য-দ্রব্য—কুড়চিছাল ১২॥• সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ধনে ১২॥• সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। তক্র ১৬ সের। কল্কার্থ—ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাহক্রান্তা, আতইষ, হরীতকী, লবঙ্গ, বালা, পানিফলের পাতা, রসাঞ্জন, নাগেশ্বর, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব,

কুড়্চির ছাল, যমানী, জীরা, প্রিয়ঙ্গু, কট্কী, পদ্মকেশর তগরপাদুকা, শরমূল, ভৃঙ্গরাজ, কেশুর্ত্যা, পুনর্ণবা, আমছাল, জামছাল ও কদমছাল; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা লইয়া যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

গ্রহণীরোগে—উদরাধ্মান-চিকিৎসা।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। বাতাশ্রিত, বা বাতশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরাধ্মান ও তৎসঙ্গে উদ্গারাদি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রত্যহ উদরাধ্মান বশতঃ আমরস কর্ত্তৃক শরীরের পৃষ্ঠাদি গ্রন্থিস্থানে বেদনা বা শরীরের অবসন্নতা অনুমিত হইলে, এই ঔষধ সেবনে গ্রহণীরোগীর সেই সমস্ত উপদ্রবও অনেকাংশে দূরীভূত হয় প্রত্যহ প্রাতে এই ঔষধ উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে। উদরাধ্মান প্রবল হইলে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় দুই বার সেবন করিতে দিবে।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। প্রস্তুত বিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখরস। বাতিক গ্রহণীরোগে রোগীর উদরাধ্মান পরিলক্ষিত হইলে এবং উদরাধ্মান বশতঃ আমরস কর্ত্তৃক শরীরের গ্রন্থিস্থলে (কটিদেশ, পৃষ্ঠদেশ ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে) বেদনা অনুভূত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রমেহ বা ধাতুক্ষয়াদি বশতঃ যাহাদের শরীর অত্যন্ত কৃশ তাহাদিগের বাতাশ্রিত গ্রহণীরোগে উদরাধ্মান থাকিলে, এই ঔষধ সমধিক উপকারী। বৈকালে প্রয়োগ করিবে। অনুপান—চাউলধোয়া জল।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণিরস। গ্রহণীরোগে উদরাধ্মান লক্ষিত হইলে এবং বায়ু-পিত্তাশ্রিত অন্যান্য উপদ্রবসমূহ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গ্রহণীরোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রমেহ ও ধাতুক্ষয় প্রভৃতি রোগ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার হয়। উদরাধ্মানের প্রকোপ বশতঃ কটিশূল, পৃষ্ঠশূলাদি লক্ষণসমূহও এই ঔষধের প্রভাবে নিবারিত হইয়া থাকে। বৈকালে বা সন্ধ্যাকালে এক একটী প্রযোজ্য। অনুপান—চাউলধোয়া জল।

চিন্তামণিরস। রসসিন্দূর ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা এবং স্বর্ণ ॥০ তোলা, এই সমস্ত ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

গ্রহণীরোগে—আমবাত-চিকিৎসা।

বাতগজেন্দ্রসিংহ। সংগ্রহ গ্রহণীরোগে অথবা বাতিক বা বাতশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগে দীর্ঘকাল পরে আমবাতের লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ হস্ত, পদ, গ্রীবা, কটিদেশ প্রভৃতি বৃহত্তর সন্ধিস্থানে সমধিক বেদনা অনুভূত হয়; অথবা উদরাময়ের প্রকোপ বশতঃ কাহারও হস্ত পদাদি অসাড় বোধ হয়; এইরূপ লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ। স্বাভাবিক কোষ্ঠে উষ্ণ জল, বায়ু এবং পিত্তপ্রধান অবস্থায় ত্রিফলার জল ও মধু ২।৩ ফোঁটা।

বাতগজেন্দ্রসিংহ। অভ্র, লৌহ, রস, গন্ধক, তাম্র, সীসা, সোহাগার খৈ, বিষ, সৈন্ধবলবণ, লবঙ্গ, হিং ও জাতীফল; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করত ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রত্তি।

রামবাণরস। সংগ্রহ গ্রহণীরোগে রোগীর অঙ্গবিশেষে বা সর্ব্বাঙ্গে প্রবল বেদনা অনুমিত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং আমরসের পাচক। আমরস কর্ত্তৃক যে সমস্ত ব্যাধি উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত রোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় আদার রস ও সৈন্ধবলবণ। দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে জীরাচূর্ণ ও মধু। উদরাময়াশ্রিত শোথে শ্বেত পুনর্ণবার রস ও মধু।

রামবাণরস। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আমবাতেশ্বররস। গ্রহণীরোগ পুরাতন হইলে বিশেষতঃ সংগ্রহ গ্রহণীরোগে কটি, পৃষ্ঠ ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও আমরস-পাচক। অনুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ, স্বভাব কোষ্ঠে উষ্ণজল।

আমবাতেশ্বর রস। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, তাম্র ৪ তোলা ও লৌহ ২ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া এরণ্ডমূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে, পরে শুষ্ক হইলে চূর্ণ

করিয়া পঞ্চকোলের (পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ) ক্কাথ দ্বারা ২০ বার ভাবনা দিয়া পরে পদ্মগুড়ূচীর রসে ১০ বার ভাবনা দিবে; ঔষধ শুষ্ক হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ঔষধের সমান সোহাগার খৈ এবং তাহার অর্দ্ধাংশ বিট্ লবণ ও মরিচচূর্ণ লইবে; তেঁতুলের খোসা ভস্ম ও দন্তীমূল চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও লবঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করত বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ৩ রতি।

গ্রহণীরোগে—পথ্য-বিধি।

অতীসাররোগের নূতন ও পুরাতন অবস্থায় যে সমস্ত পথ্য নিরূপিত হইয়াছে, গ্রহণীরোগেও নূতন ও পুরাতন অবস্থাভেদে সেই সকল পথ্য প্রদান করিবে।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা চিকিৎসা।

অগ্নিমান্দ্যের লক্ষণ। অগ্নিমান্দ্যরোগে অল্পমাত্রভুক্তদ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং কফজন্য বিবিধ রোগ (আলস্য, নিদ্রাধিক্য, মাথায় ভার, চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের জড়তা) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তীক্ষ্ণাগ্নির লক্ষণ। অধিক মাত্রায় ভোজন করিলেও অতিশীঘ্র পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ভস্মক ইহার নামান্তর। এই রোগে তৃষ্ণা, কাস, মূর্চ্ছা, ক্লান্তি, দাহ, মলের শুষ্কতা, মোহ, ভ্রমবোধ ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বিষমাগ্নির লক্ষণ। বিষমাগ্নিরোগে অল্প পরিমাণে ভোজন করিলে কখনও যথাসময়ে কখনও কালবিলম্বে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়া থাকে।

আমাজীর্ণের লক্ষণ। আমাজীর্ণে দেহের গুরুতা অর্থাৎ ভারবোধ, বমনবেগ, গণ্ড এবং চক্ষুর পাতায় শোথ ও আহার্য্য দ্রব্যানুরূপ মধুরাদি রসাত্মক উদ্গার প্রকাশ পায়। আমাজীর্ণ কফের প্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিদগ্ধাজীর্ণের লক্ষণ। বিদগ্ধাজীর্ণে ভ্রম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, পিত্তজনিত বহুবিধ রোগ, ধূমের উদ্গীরণবৎ অম্লোদ্গার, ঘর্ম্ম এবং দাহ প্রকাশ পায়। বিদগ্ধাজীর্ণ পিত্তের প্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিষ্টব্ধাজীর্ণের লক্ষণ। বিষ্টব্ধাজীর্ণে শূল, উদরাধ্মান, বায়ুজনিত বিবিধ পীড়া, মল ও বায়ুর অনির্গম, শরীরের স্তব্ধতা, মূর্চ্ছা ও শরীরের বেদনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিষ্টব্ধাজীর্ণ বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

রসশেষাজীর্ণের লক্ষণ। রসশেষাজীর্ণে অন্নে বিদ্বেষ, হৃদয়ের অবিশুদ্ধি ও গুরুতা প্রকাশ পায়। এই অজীর্ণ ভুক্তান্নজাত রসধাতুর অবশিষ্টাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিসূচিকার লক্ষণ। বিসূচিকারোগে মূর্চ্ছা, অতীসার, বমন, পিপাসা, শূল, ভ্রম, হাত ও পায় খাইলধরা, হাই, দাহ, শরীরের বিবর্ণতা, কম্প, হৃদয়ে বেদনা ও শিরোবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অলসকরোগের লক্ষণ। অলসকরোগ অত্যন্ত কষ্টদায়ক; এই রোগে উদরাধ্মান ও মোহ উপস্থিত হয়, রোগী যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে, অধোগত বায়ু এবং মলের অনির্গম, কুক্ষিদেশস্থ বায়ু অধোপ্রতিরুদ্ধগতি অর্থাৎ অধোদিকে নির্গত না হইয়া, হৃদয় ও কণ্ঠাদিস্থানে ধাবিত হওয়া; অলসক-রোগেএই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বিলম্বিকার লক্ষণ। বিলম্বিকারোগে, বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ ভুক্তদ্রব্য দূষিত হইলে উর্দ্ধ ও অধোমার্গে চালিত হয় না; এই প্রকার কষ্টদায়ক রোগকে বিলম্বিকা কহে।

অজীর্ণরোগের উপদ্রব। মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমি, মুখ হইতে লালাস্রাব, শরীরের অবসন্নতা ও ভ্রম; এই সমস্ত উপসর্গ অজীর্ণরোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অজীর্ণরোগে আমরসের কার্য্য। অজীর্ণতাবশতঃ অপকরস দেহের যে স্থানে অবস্থান করে, সেই স্থানেই অধিক বেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে,

অন্যান্য স্থানেও অল্প বেদনা প্রকাশ পায়, অনন্তর বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে যে দোষ শরীরকে আক্রমণ করে, সেই দোষের লক্ষণ এবং আমজনিত অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বিসূচিকারোগের উপদ্রব। নিদ্রানাশ, শরীরে গ্লানিবোধ, কম্প, মূত্ররোধ ও অজ্ঞানতা ; এই পাঁচটী বিসূচিকারোগের ভয়ঙ্কর উপদ্রব।

বিসূচিকা এবং অলসকরোগের অরিষ্ট লক্ষণ। যদি রোগীর দন্ত, ওষ্ঠ এবং নখ কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষুর্দ্বয় কোটরগত এবং মোহ, বমন, ক্ষীণস্বর ও সন্ধিসমূহের শিথিলতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার জীবনের আশা থাকে না।

অগ্নিমান্দ্যাদি-চিকিৎসা-বিধি।

অতীসার, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচীকা (কলেরা), অলসক ; বিলম্বিকা এবং বক্ষ্যমাণ অম্লপিত্ত এই কয়েকটী রোগে প্রধানতঃ পাচকাগ্নির ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু অতীসার ও গ্রহণীরোগে পাচকপিত্ত পূর্ব্বোল্লিখিত বিবিধ কারণে বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া মলকে দ্রবীভূত করে, সেই জন্যই ঐ সমস্ত রোগে পাতলা দাস্ত হয় ; কিন্তু অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে শরীরস্থ বাতাদি দোষ বশতঃ অথবা বিবিধ অহিত দ্রব্য সেবনে পিত্ত দূষিত (মন্দীভূত) হইলেও সর্ব্বদা জলবৎ পাতলা দাস্ত হয় না। অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণরোগ হইতে আহারাদির ব্যতিক্রম ও ঋতুবিপর্য্যয় বশতঃ প্রায়শঃ অতীসার অথবা গ্রহণী উৎপন্ন হইয়া থাকে, যেরূপ দীর্ঘকালস্থিত মৃদু বেগযুক্ত পুরাতন জ্বর হইতে অনিয়ম বশতঃ সহসা বিবিধ উপদ্রবযুক্ত নবজ্বরের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অগ্নিমান্দ্যাদি হইতেও অতীসার অথবা গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে পুরাতন অতীসার, ক্রিমি ও জ্বর প্রভৃতি বিবিধ রোগ অথবা ঋতুবিপর্য্যয়, শোথ ও দূষিত পানীয় প্রভৃতি বিবিধকারণ হইতে অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগ সমুৎপন্ন হইয়া পাচক অগ্নিকে দূষিত বা মন্দীভূত করত অন্যান্য রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে, অথবা অন্যান্য রোগের কারণ স্বরূপ হয়। অজীর্ণরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে উহা হইতে কালপ্রকর্ষে বিসূচী, অলসক প্রভৃতি রোগ সহসা সমুৎপন্ন হইতে পারে। অনেকের বিশ্বাস বিসূচিকা (কলেরা),

অলসক বা বিলম্বিকারোগ সহসা উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঐরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পূর্ব্ব হইতে অথবা অন্ততঃ ৩।৪ দিন পূর্ব্ব হইতে অগ্নির ক্রিয়ার বিপর্য্যয় ঘটে, কিন্তু তখন রোগী বিশেষ কিছু অনুভব করিতে পারে না, অনন্তর ঐ দোষ সঞ্চিত হইলে সহসা আহারাদির নিয়মের ব্যতিক্রম বা দৈহিক যন্ত্রাদির ক্রিয়ার বিপর্য্যয় বশতঃ বিসূচিকাদি রোগের উৎপত্তি হয়।

যেরূপ নবজ্বর বা পুরাতন মৃদুজ্বরে স্নানাহারাদি ক্রিয়ার বিপর্য্যয় বশতঃ সহসা মৃত্যুপ্রদ সান্নিপাতিক জ্বর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অজীর্ণরোগ হইতে সহসা প্রাণ নাশক বিসূচী, অলসক ও বিলম্বিকা রোগের উৎপত্তি হইতে পারে, এই সমস্ত রোগে বাতাদিদোষ শরীরে অত্যন্ত প্রকুপিত হয়; সুতরাং ইহার চিকিৎসা কালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে বাতাদি দোষত্রযের প্রকোপ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অগ্নিমান্দ্যরোগে কফের প্রকোপ বশতঃ পাচকাগ্নি হীনবল হয় ও ভুক্তান্ন দীর্ঘকালে পরিপক্ক হয়, আমাজীর্ণরোগেও কফের প্রবলতা বশতঃ তদ্রূপ পাচকাগ্নি হীনবল হওয়াতে ভুক্তান্নের যথাসময়ে পরিপাক হয় না এবং তজ্জাত রস শিরা ও ধমনীদ্বারা শরীরের বিবিধ স্থানে চালিত হইয়া চক্ষুগোলকে শোথ (ফুলা) এবং গাত্রবেদনা প্রভৃতি উৎপাদন করে। বায়ুর প্রকোপ বশতঃ বিষমাগ্নিরোগে ভুক্তান্নের অনিয়মিতরূপে পরিপাক হয়, কিন্তু ঐ বিষমাগ্নিরোগও আবার বিবিধকারণে বিষ্টব্ধাজীর্ণে পরিণত হইতে পারে। এই বিষ্টব্ধাজীর্ণে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ ভুক্তদ্রব্য যথাসময় পরিপাক না হওয়ায় উদরাধ্মান ও কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি উপদ্রব উৎপন্ন হয়। তীক্ষ্ণাগ্নিরোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ ভুক্তদ্রব্য শীঘ্র জীর্ণ হইলেও পিত্তের বিকৃতিহেতু তৃষ্ণা, কাস, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব জন্মিয়া থাকে। বিদগ্ধাজীর্ণেও পিত্তের বিকৃতি বশতঃ তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তৃদিগের মধ্যে কাহারও মতে আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ হইতে যথাক্রমে বিসূচী, অলসক ও বিলম্বিকারোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু এই মত যুক্তিসিদ্ধ নহে, যেহেতু বিলম্বিকারোগে বাতশ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়, শাস্ত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে। বিসূচিকারোগেও বাতাদি দোষত্রয়ের প্রকোপ অনেকাংশে দৃষ্ট হইয়া থাকে, বিশেষতঃ উহা অত্যন্ত

ভয়জনক ও মারাত্মক। আবার অলসক ও বিলম্বিকা উভয়রোগেই বাতশ্লেষ্মার প্রকোপের লক্ষণ পরিব্যক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু অলসক-রোগে বায়ুর প্রকোপই অধিক লক্ষিত হয় এবং সেই জন্যই ঐ রোগে তীব্র শূলাদি উপস্থিত এবং মল মূত্র রুদ্ধ হয়। উহার চিকিৎসা আমাশয়াদিগত বাতের ন্যায়। এই অলসকরোগ উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মারাত্মক হইয়া থাকে। বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা এই ত্রিবিধ রোগই শীঘ্র প্রাণনাশক; সুতরাং প্রথমে এই তিন রোগের উপদ্রব নিবারণার্থ চেষ্টিত হইবে।

বাতাদির প্রকোপ বশতঃ ত্রিবিধ অগ্নিমান্দ্যের উৎপত্তি পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু শাস্ত্রকারগণ সমাগ্নিকে রোগমধ্যে ধরিয়া চতুর্ব্বিধ অগ্নিমান্দ্যরোগ স্বীকার করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাগ্নি রোগমধ্যে গণনীয় নহে, কারণ তজ্জন্য কোন উপদ্রবের সম্ভাবনা নাই। তীক্ষ্ণাগ্নি বশতঃ যেরূপ মূর্চ্ছা ও কাসাদি উপদ্রব জন্মে, সমাগ্নি বিদ্যমান সত্ত্বে দেহির তাদৃশ কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। শ্লেষ্মাদি দোষত্রয়ের প্রকোপ বশতঃ অজীর্ণরোগ তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং রস শেষ বশতঃ চতুর্থ অজীর্ণ, দিনপাকী পঞ্চম অজীর্ণ এবং প্রতিদিনগত বিকার রহিত ষষ্ঠ অজীর্ণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই পঞ্চম ও ষষ্ঠ অজীর্ণের মধ্যে পঞ্চম অজীর্ণে ভুক্ত দ্রব্যের অহোরাত্রে পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হয়, কিন্তু দীর্ঘকালে পরিপাক হইলেও উদরাধ্মান, উদ্গার প্রভৃতি কোনরূপ উপদ্রব লক্ষিত হয় না, কিন্তু পুনঃপুনঃ ঐরূপ অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন দ্বারা বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ উহাকে রোগমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ষষ্ঠ অজীর্ণেও প্রত্যহ ভুক্ত-দ্রব্যের অজীর্ণতা দিন ব্যাপিয়া লক্ষিত হয় অর্থাৎ আহারের পর আট প্রহরের মধ্যে ক্ষুধা বোধ হয় না, কিন্তু ঐরূপ অজীর্ণে পূর্ব্ববৎ উদরাধ্মান প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

ঐরূপ সর্ব্ববিধ অজীর্ণরোগেই অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন করা অন্যায়; যেহেতু অপরিপাক সত্ত্বে ভোজন করিলে পিত্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, উদরাধ্মান ও দাস্ত প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। চতুর্থ রসশেষাজীর্ণে ভুক্তদ্রব্য হইতে উৎপন্ন রস বায়ু কর্ত্তৃক হৃদয়ে নীত হইয়া হৃদয়ের গুরুতা এবং বেদনা উৎপাদন

করে। এইরূপ আমাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ, মন্দাগ্নি এবং বিষমাগ্নি প্রভৃতি রোগেও আমবাতের লক্ষণ প্রধানতঃ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

চিকিৎসা কার্য্যের সুবিধার জন্য, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও বিসূচী প্রভৃতি পাচকাগ্নির বিকৃতিজনক রোগসমূহকে প্রাচীন চিকিৎসকগণ একই শ্রেণীতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যেহেতু একই ঔষধদ্বারা উক্ত ত্রিবিধ রোগ বিনষ্ট হইতে পারে। যথা—অগ্নিমুখ চূর্ণ, হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ বিষমাগ্নি, বিষ্টব্ধাজীর্ণ (বাতাজীর্ণ), অলসক ও বিলম্বিকা প্রভৃতি রোগে সমান উপকারী।

অগ্নিমান্দ্যরোগে সর্ব্ব প্রথমে রোগীকে লঘুপাক দ্রব্য অর্থাৎ পুরাতন সরু তণ্ডুলের অন্ন, মসূরেরযূষ, মুগেরযূষ, কই ও খলিসা প্রভৃতি ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। শীতল, বাসি অথবা শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য কখনও সেবন করিতে দিবে না। মাংস, দধি, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্রব্য সেবন একবারে নিষিদ্ধ। রাত্রিতে অন্নাহার বন্ধ করিয়া সাগু, যবমণ্ড (বার্লি) প্রভৃতি পথ্য প্রদান ও উষ্ণজলে স্নান ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ নিয়ম পালনদ্বারাও অনেকাংশে রোগের লাঘব হয়, কিন্তু ঐ সমস্ত নিয়ম পালনে অগ্নিমান্দ্য নিবৃত্ত না হইলে রোগীকে হুতাশন রস, বৃহৎ-হুতাশন রস, অজীর্ণকণ্টক রস, লবঙ্গাদিবটী, শঙ্খবটী, অথবা মহাশঙ্খবটী প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত অনুপানে সেবন করিতে দিবে এবং পূর্ব্বের উল্লিখিত পথ্য প্রয়োগ করিবে। ঐসকল ঔষধ সেবন দ্বারা আমাশয়স্থ শ্লেষ্মার লাঘব হইলে অগ্নি সবল হইতে থাকে। অগ্নিমান্দ্য অবস্থায় আহারের বিপর্য্যয় ঘটিলে আমাজীর্ণ, বিসূচিকা বা অতীসার প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং অতি সাবধানে আহারাদির ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

বিষমাগ্নিরোগে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ অল্পপরিমিত ভুক্তদ্রব্যও প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে জীর্ণ হয় না, বায়ু প্রায়শঃই স্তম্ভিত থাকে; সুতরাং অগ্নির উদ্দীপক লঘুপাক পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোল্লিখিত অগ্নিমান্দ্যে যে সমস্ত পথ্য বিহিত হইয়াছে, বিষমাগ্নিরোগেও ঐ সমস্ত পথ্য বিবেচনা পূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে; বিশেষতঃ বিষমাগ্নিরোগে বায়ুর অনুলোম কারক দ্রুলপাক পথ্য প্রয়োগ এবং উষ্ণজল পান ও উষ্ণজল শীতল করিয়া

তদ্দ্বারা স্নান করান আবশ্যক। রাত্রিতে অন্নাহার বন্ধ রাখিয়া যবমণ্ড (বার্লি), সাগু প্রভৃতি পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা রোগের লাঘব না হইলে, বড়বানলচূর্ণ, হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ, স্বল্পাগ্নিমুখ চূর্ণ ও শঙ্খবটী প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পথ্য প্রদান করা উচিত। উপযুক্ত ঔষধ এবং উপযুক্ত পথ্য যথানিয়মে সেবন দ্বারা যখন পাচক অগ্নি স্বীয় অবস্থা ধারণ করে, তখন ভুক্ত দ্রব্য পূর্ব্ববৎ নিয়মিত সময়ে প্রত্যহ জীর্ণ হইতে থাকে, এবং প্রত্যহ যথাবিধি কোষ্ঠশুদ্ধি ও ভোজনের ইচ্ছা পূর্ব্ববৎ বলবতী হইয়া থাকে। এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারা রোগের উপশম বুঝিতে পারা যায়।

তীক্ষ্ণাগ্নি অর্থাৎ ভস্মকরোগে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতেই রোগীকে পুনরায় আহার করিতে দিবে, যেহেতু পরিপাক কার্য্যের অবসর না হওয়াতে অগ্নি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। তীক্ষ্ণাগ্নিরোগে দীর্ঘকালান্তে ভোজন দ্বারা পাচকাগ্নি প্রবল হইয়া ধাত্বাদি শোষণ পূর্ব্বক রোগীকে নিহত করিতে পারে; সুতরাং তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তিকে শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও গুরুপাক দ্রব্য সেবন করিতে দেওয়া আবশ্যক। মহিষদুগ্ধ সাধারণতঃ তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তির প্রধান পথ্য ও আহারান্তে দিবানিদ্রা একান্ত কর্ত্তব্য। এইরূপ নিয়ম পালন পূর্ব্বক উড়ুম্বরযোগ, উড়ুম্বরাদিপায়স রোগীকে সেবন করাইবে। পিত্তপ্রশমনার্থ রোগীকে ত্রিফলালৌহ, সপ্তামৃতলৌহ বা ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঐ সকল ঔষধ সেবন দ্বারা পিত্ত শমতা প্রাপ্ত হয়। পিত্তের শমতা হইলে, যথানিয়মে পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হয় এবং পিপাসা, দাহ ও ভ্রান্তি প্রভৃতি উপদ্রবের লাঘব হইয়া থাকে।

আমাজীর্ণরোগে শ্লেষ্মার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে; বিশেষতঃ ক্ষুধা প্রায়শঃ অনুভূত হয় না এবং শরীর স্তম্ভিত থাকে, এই অবস্থায় রোগীকে প্রথমতঃ বচাদিপানীয় বা পিপ্পল্যাদিপানীয় সেবন করাইবে, অথবা ধন্যাকক্কাথ প্রয়োগ করিয়া দোষের সংশোধন করিবে; অনন্তর অগ্নিমান্দ্যের ন্যায় লঘুপথ্য, উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণজল পান এবং অজীর্ণকণ্টক রস, বৃহৎ হুতাশনরস, লবঙ্গাদিবটী ও শঙ্খবটী প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে নিয়ম পালন পূর্ব্বক সেবনের ব্যবস্থা করিবে। অজীর্ণরোগে

আহারের নিয়ম পালন বিশেষ আবশ্যক। আহারের নিয়ম পালন ও লঘুপাক পথ্য সেবন না করিলে শত ঔষধ সেবন দ্বারাও রোগের প্রতীকার হয় না; বিশেষতঃ অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে পরিমাণ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিতে সক্ষম, তদপেক্ষা অল্পপরিমাণে ভোজন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। দধি, দুগ্ধাদি শীতল ও জলীয় দ্রব্য কখনও ভোজন করিতে দেওয়া উচিত নহে; কিন্তু সাগু বা যবমণ্ড প্রভৃতি দ্রব্য তরল হইলেও উহা লঘুপাক; সুতরাং রাত্রিতে উহা ভোজনে উপকার ভিন্ন অপকার হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে আহারাদির নিয়ম প্রতিপালনের ন্যায় শারীরিক ব্যায়ামও অত্যন্ত উপকারী।

বিষ্টব্ধাজীর্ণে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরাধ্মান, উদরে বেদনা প্রধানতঃ লক্ষিত হয়। কটিদেশে এবং পৃষ্ঠাদি স্থানেও সময় সময় বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে, রোগীর প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে ও শরীরের স্তব্ধতা অনুমিত হয়। শারীরিক অবস্থাভেদে এই সমস্ত লক্ষণের অনেক স্থানে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কাহারও বা বাতাজীর্ণে উদরাধ্মান অধিক হয়, কাহারও বা উদরে বেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্যের আতিশয্য হইয়া থাকে; এইরূপ উদরের বেদনায় অনেক চিকিৎসক শূলরোগানুযায়ী ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, যাহা হউক রোগীর উদরাধ্মানের আতিশয্য হইলে, হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ বা বড়বানলচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিবে; উহাদ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বায়ুজনিত বেদনার অনেকাংশে লাঘব হয়। বায়ুর রুক্ষতা বশতঃ ঐরূপ অবস্থায় নিদ্রার অল্পতা ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, তৎসঙ্গে চতুর্ম্মুখরস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। উদরে বেদনা এবং কোষ্ঠবদ্ধ প্রবল থাকিলে, বৃহৎ শঙ্খবটী, বৃহৎ নৃপতিবল্লভ, রাজবল্লভরস বা শূলহরণ যোগ প্রভৃতি অনুপান বিশেষে সেবন করিতে দিবে। যদি ঐ সকল ঔষধ ধারক গুণযুক্ত হইয়া কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মায়, তথাপি আগ্নেয় গুণাধিক্য বশতঃ উহা বাতানুলোমক অনুপান সহযোগে সেবন করাইলে বেদনার নিবৃত্তি করে। কোষ্ঠবদ্ধ প্রবল হইলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ ব্যবহারকালে মধ্যে মধ্যে হরীতকীখণ্ড বা সুকুমার মোদক সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

বাতাশ্রিত শূল ও বাতাজীর্ণরোগে শূলের প্রভেদ নিরূপণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যদিও বাতিক শূলের ন্যায় বাতাজীর্ণরোগেও কটিদেশ, পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পায়; তথাপি উদরাধ্মানই অজীর্ণ-রোগের প্রধান লক্ষণ। বাতাশ্রিত শূলরোগ অন্নজীর্ণ কালে এবং বায়ুর প্রকোপকালে, সন্ধ্যার সময়, মেঘাচ্ছন্ন দিনে ও শীতকালে প্রবল হয়। অজীর্ণ-রোগে ঐরূপ শূলোৎপত্তির কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, ইহাতে প্রায়শঃ বেদনা থাকে, বিশেষতঃ রাত্রিতে অধিক হয় এবং উদরাধ্মান ও অজীর্ণদোষ হ্রাস পাইলে ঐ বেদনাও অনেকাংশে হ্রাস পায়; কিন্তু বাতাজীর্ণজনিত শূল দীর্ঘ-কাল স্থায়ী হইলে, বক্ষ্যমাণ শূলরোগের ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। অজীর্ণাশ্রিত শূলরোগে কেবলমাত্র বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বেদনার হ্রাস করিবার চেষ্টা করিলে, উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার সাধিত হয়। অজীর্ণরোগে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক সময়ে তীব্র বেদনা উপস্থিত হইলে তৎকালে বেদনা নিবারণার্থ আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না; কিন্তু অজীর্ণদোষে শূলরোগ প্রকাশ পাইলে, অগ্নির উদ্দীপক মৃদু বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। রোগের প্রথমাবস্থায় কটিদেশ, হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে যে বেদনা লক্ষিত হয়, তাহা অজীর্ণদোষ নষ্ট হইলেই প্রায়শঃ প্রশমিত হইয়া থাকে। শূল চিকিৎসার চিকিৎসাবিধিস্থলে সেই সমস্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইবে।

বিদগ্ধাজীর্ণ রোগে—অম্লোদ্গার, হৃদয়ে ভারবোধ ও দাহ প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়, বক্ষ্যমাণ ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগেও ঐ সকল লক্ষণ অনেকাংশে লক্ষিত হয়। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে অনেক সময় ভোজনা-বস্থায় কখনও ভোজনের পূর্ব্বে বিবিধ তিক্তরস বা অম্লরসসংযুক্ত বমন হইয়া থাকে এবং জ্বরাদি অন্যান্য উপসর্গও প্রধানতঃ প্রতীয়মান হয়। বিদগ্ধাজীর্ণে রোগীকে শীতল জল পান করিতে দেওয়া আবশ্যক; যেহেতু শীতল পানীয় ব্যবহারে বিদগ্ধান্নের পরিপাক ক্রিয়া শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং জলের শীতলতা ও দ্রবত্ব গুণ বিদ্যমান থাকায় পিত্ত প্রশমিত ও অন্ন অধোদেশে নীত হয়। এই রোগে রোগীকে লঘুপাক পিত্ত নাশক দ্রব্য যথা—পলতা, হিঞ্চা, নিমের ঝোল ও বেতের ডগা প্রভৃতি তরকারী পথ্য প্রদান

করিবে। অম্লরসযুক্ত বমন বা শূলাদি প্রকাশ পাইলে, ধাত্রীলৌহ, সপ্তামৃত-লৌহ এবং অন্যান্য উপদ্রব নিবারণার্থ ত্রিবৃতাদি মোদক ও লবঙ্গাদ্য মোদক প্রভৃতি অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে ভোজনের ব্যতিক্রম বশতঃ অম্লপিত্তাদি রোগ এবং পিত্তজনিত শূলরোগ উৎপন্ন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা; যে পর্য্যন্ত ভুক্ত দ্রব্য যথাসময়ে জীর্ণ না হয় ও বুকজ্বালা, অম্লোদ্গার প্রভৃতি উপসর্গের নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ যথানিয়মে ঐ সমস্ত ঔষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

রসশেষাজীর্ণে রোগীকে দিবানিদ্রা, উপবাস ও নির্ব্বাতস্থানে অবস্থান এবং শঙ্খবটী, মহাশঙ্খবটী, বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ বা ভাস্করলবণ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। দিবানিদ্রা রসশেষাজীর্ণের প্রধান ঔষধ। দিনপাকী পঞ্চম অজীর্ণ ও ষষ্ঠ অজীর্ণ যাহা শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে, তন্নিবারণার্থ, বৃহৎ শঙ্খ-বটী, বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ বা ভাস্করলবণ প্রভৃতি ঔষধ সমধিক উপযুক্ত এবং রোগের মূলদোষ নাশক। ঐ সমস্ত ঔষধ সেবনে ভুক্তদ্রব্য অল্প সময়ে জীর্ণ হয় ও পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে।

বিসূচিকা (কলেরা) রোগ শীঘ্রই প্রাণনাশক। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে সমস্ত কারণে ঐ রোগের উৎপত্তি হয়, তাহার মধ্যে অনেকস্থলে জল ও বায়ুর পরিবর্ত্তনই এই রোগের প্রধান কারণ। এই রোগে শীঘ্রই ইন্দ্রিয় শক্তি নাশ করে। বোধ হয় পুরাকালে (আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি কালে) কলেরারোগ ঐরূপ প্রাণনাশক ছিল না, তাহা হইলে প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তৃগণ তদ্বিষয়ে বিশেষ চিকিৎসাবিধি লিপিবদ্ধ করিতেন। বর্ত্তমানে এই রোগ ক্রমশই সাংঘাতিক ও সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ জলবায়ুর দোষ এবং আহার ও নিদ্রার বিপর্য্যয়, এই রোগের প্রধান কারণ। দূষিত জল বা দূষিত বায়ু শরীরে প্রবেশ করিলে অনেক স্থানে এই রোগ উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন গ্রীষ্মকালে শীত, শীতকালে গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর বিপর্য্যয়বশতঃ এই রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এক ঘরে এক জনের এই রোগ উৎপন্ন হইলে, অন্যান্য লোকও এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাহাদের মল মূত্রাদি দ্বারা দূষিত জল বায়ুর দোষে, পল্লী, গ্রাম ও নগরবাসী লোক ঐ উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে; সুতরাং

উহাকে সংক্রামক বলা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন গ্রীষ্মাতিশয্যে অগ্নির মন্দতা প্রযুক্ত অথবা ভয়, শোক প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলেও এইরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। তদ্ভিন্ন ঐ রোগ যখন পল্লীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তখন আতঙ্কের সঞ্চার বশতঃ রোগের সংক্রামতা বৃদ্ধি পায়; তাহার কারণ এই— ভয়বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় যথারীতি কোষ্ঠশুদ্ধি হয়না এবং ক্ষুধা হ্রাস হয় ও অগ্নিমান্দ্য প্রকাশ পায়, সুতরাং পল্লীগ্রামস্থ লোকের এই সময়ে যাহাতে মন প্রফুল্ল থাকে, তদ্রূপ কার্য্য করা ও অন্ন পানীয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে সমস্ত বিসূচীরোগে কেবলমাত্র পিত্তের প্রকোপ বশতঃ প্রবলাতীসার, দাহ, বমন, ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই সমস্ত বিসূচীরোগে পিত্তনাশক ক্রিয়া দ্বারা দোষের সংশোধন হইতে পারে। ঐসকল বিসূচীরোগে দাহ, বমন ও ঘর্ম্ম নিবারক বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বক্ষ্যমাণ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা উপদ্রবসমূহ নষ্ট হইলে, পশ্চাৎ ধারক ঔষধ অর্থাৎ অমৃতার্ণবরস, মহাগন্ধক, সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পিত্তের প্রকোপ বশতঃ বিকার লক্ষিত হইলে, বৃহৎ রত্নগর্ভ, কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে) প্রয়োগে অনেকাংশে উপকার লক্ষিত হয়। বিসূচীরোগে যেস্থানে শ্লেষ্মার আতিশয্য দৃষ্ট হয়, সেই স্থানে বায়ু বা পিত্ত মিলিত ভাবে তাহার সঙ্গে প্রায়শঃ প্রকাশ পায়, অনেক স্থানে দোষত্রয় প্রকোপের লক্ষণও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

বিসূচিকারোগ একদোষোৎপন্ন হয় না, তন্নিবন্ধন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিবিধ-যুক্তি দ্বারা "অজীর্ণমামং বিষ্টব্ধমিত্যাদি" শ্লোকে আমাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ এবং বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে বিসূচী, অলসক ও বিলম্বিকারোগ উৎপন্ন হয়, এই যুক্তি খণ্ডন করিয়া "অজীর্ণাৎ পবনাদীনাং বিভ্রমো বলবান ভবেৎ" এই শ্লোকার্থ স্থিরীকৃত হইয়াছে; প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ রোগে তিন দোষের বা দুই দোষের প্রকোপই দৃষ্ট হয়, সুতরাং তাহার চিকিৎসাকালে দোষ সমূহের (বাতশ্লেষ্মা, পিত্তশ্লেষ্মা বা বাত পিত্ত শ্লেষ্মা) প্রকোপ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। সন্নিপাত জ্বর চিকিৎসার ন্যায় বিসূচিকারোগের উপদ্রবগুলি হ্রাস পাইলে রোগও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে; কিন্তু সন্নিপাত জ্বরের উপদ্রবগুলি

ক্রমান্বয় কালবিলম্বে প্রকাশ পায়, বিসূচীরোগের উপদ্রব মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকাশ পায় ও তদ্দ্বারা রোগীর আশু জীবন নষ্ট হইতে পারে, সুতরাং অতি সাবধানে সত্বর তাহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য।

বিসূচিকারোগে শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ যে সমস্ত উপদ্রব প্রকাশ পায়, তজ্জন্য বৃহৎ কস্তূরীভৈরব, মৃগমদাসব, মৃতসঞ্জীবনী সুরা ও বৃহৎ সূচিকাভরণ প্রভৃতি ঔষধে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত ঔষধ দ্বারা শ্লৈষ্মিক উপদ্রব অর্থাৎ নাড়ীর বিশৃঙ্খলতা ও শরীরের শীতলতা এবং জ্ঞানলোপ প্রভৃতি শীঘ্রই দূরীভূত হয়; কিন্তু ঐ সমস্ত শ্লৈষ্মিক উপদ্রব সমূহ বায়ুর প্রকোপ জনিত উদরাধ্মান, দাস্ত ও প্রস্রাব বন্ধ, খাইল ধরা, কম্প প্রভৃতি উপদ্রবের সহিত বা অনতিবিলম্বেই প্রকাশ পায়; এই উভয়বিধ লক্ষণ মিলিত হইলে বাতশ্লেষ্মনাশক ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যদিও পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লৈষ্মিক বিকারোক্ত ঔষধগুলি শ্লেষ্মদোষ বিদূরিত করিয়া বায়ুজনিত উপদ্রবগুলি বিনষ্ট করিয়া থাকে, তথাপি বিসূচিকারোগে বায়ু এত বলবান্ হইয়া রোগীর শীঘ্রই বিনাশ সাধন করে, যে তজ্জন্য বাতঘ্ন ক্রিয়া সর্ব্বদাই আবশ্যক হয়। দারুষট্‌ক প্রলেপ ও যবপ্রলেপ প্রভৃতি ঔষধ আমাশয় ও পক্বাশয়গত বাতনাশক। উদরাধ্মান নিবারণার্থ হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি,ত্রিকট্বাদ্যবর্ত্তি যাহা প্রয়োগ করা হয়, তাহাও পক্বাশয়গত বায়ুর অনুলোমকারক। বিম্বিকাদ্য প্রলেপাদি বস্তিগত বায়ুনাশক। খল্লী অর্থাৎ খাইলধরা ও মূত্রসংজননার্থ যে-সমস্ত ঔষধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা শিরাগত বাতনাশক। এইরূপে বায়ু-নাশক ঔষধসকল এবং শ্লেষ্মনিবর্ত্তক ঔষধসমূহ বিসূচিকারোগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিসূচিকারোগে পিপাসা, বমন, দাহ ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপস্থিত হইলে যে সমস্ত বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তাহার অনেক ঔষধই পাচক অগ্নির এবং কতকগুলি ভ্রাজক অগ্নির ক্রিয়া বর্দ্ধিত করিয়া ঐ সকল উপদ্রবের নিবৃত্তি করে। এই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিসূচিকারোগের উপদ্রব সমূহ বিনষ্ট হয়, সুতরাং উহা ত্রিদোষগত অর্থাৎ সান্নিপাতিক, তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রধানতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়াই বাতশ্লৈষ্মিক বিকারে পরিণত হইয়া থাকে।

বিসূচিকা (কলেরা) রোগ উৎপন্ন হইলে, প্রথমেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করা বিশেষ আবশ্যক; যেহেতু রোগের কারণ নির্ণীত না হইলে তাহার চিকিৎসা বড়ই কঠিন। অজীর্ণদোষে দুই একবার পাতলা দাস্ত বা বমন দ্বারা এই রোগ প্রকাশ পাইলে, অজীর্ণদোষ সংশোধনে চেষ্টিত হওয়া এবং রোগীর বমন ও মল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। বমনে দুর্গন্ধযুক্ত ভুক্ত-দ্রব্য এবং মলের সঙ্গে ঐরূপ ভুক্ত দ্রব্যের কণিকা নির্গত হইলে অজীর্ণ দোষে বিসূচিকা উৎপন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় অগ্নির উদ্দীপক ভাস্করলবণ, মহাশঙ্খবটী ও স্বল্প অগ্নিকুমার প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু যাহাতে দাস্ত অথবা বমন বন্ধ হয়, তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে; যেহেতু অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য নির্গত না হইলে সহসা উদরাধ্মানের সম্ভাবনা; কিন্তু পুনঃপুনঃ বমনে যখন আর দূষিত পদার্থ নির্গত না হইয়া কেবল জলবৎ পদার্থ নির্গত হইতে থাকে, তখন বমন বন্ধ-কারক চন্দ্রকান্তিরস ও পিপ্পল্যাদ্য লৌহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য কারণে বিসূচিকা উৎপন্ন হইলে, রোগীর দাস্ত বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টিত হওয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্য; কারণ দাস্ত বন্ধ হইলে উদরাধ্মান দ্বারা সহসা বিপদের আশঙ্কা, এই অবস্থায় অগ্নির উদ্দীপক ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এই রোগ অবস্থান্তরে পরিণত অর্থাৎ হাত পায়ে খাইলধরা, ঘর্ম্ম, দাহ প্রভৃতি উপদ্রবসহ প্রকাশিত হইলে, তখন অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠে। এই অবস্থায় উপদ্রবনাশক ঔষধ সেবন ও বাহ্য প্রলেপ এবং স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য; যেহেতু উপদ্রব সকল বিনষ্ট না হইলে, রোগ কোনও রূপে প্রশমিত হয় না এবং রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিসূচিকারোগে উপদ্রব বিনাশার্থ চেষ্টা করাই একান্ত কর্ত্তব্য; কারণ উপদ্রব সকল বিনষ্ট এবং নাড়ীর গতি প্রকৃতিস্থ হইলে রোগের লাঘব হইয়া থাকে।

বিসূচিকারোগে-বমন। বিসূচীরোগে পুনঃপুনঃ বমন হইলে এবং বমনে কেবলমাত্র জলীয়পদার্থ উত্থিত হইলে বমন নিবারণার্থ, চন্দ্রকান্তি-রস, পিপ্পল্যাদ্যলৌহ, বৃষধ্বজরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে এবং রোগীর উদরের ঊর্দ্ধভাগে সরিষা বাটিয়া তাহা দ্বারা প্রলেপ

দিবে; এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা বমনের বেগে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। রোগীর উদরাধ্মানের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং অল্প বমন থাকিলে প্রথমে উদরাধ্মান নিবারণের চেষ্টা করিয়া পশ্চাৎ বমন নিবারণার্থ ঔষধ প্রদান করিবে; যেহেতু বমনের নিবৃত্তি হইলে সহসা আধ্মান দ্বিগুণিত হইয়া রোগীকে বিপন্ন করিতে পারে।

বিসূচিকারোগে-হিক্কা। বিসূচীরোগে হিক্কা প্রকাশ পাইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং এই হিক্কা ক্রমশঃ মুহুর্মুহুঃ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, সুতরাং প্রথমাবস্থায়ই উহা নিবারণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। হিক্কা-প্রকাশ পাইলে, রোগীকে পিপ্পল্যাদ্যলৌহ ও অন্যান্য যোগ প্রয়োগ করিবে এবং রাইসরিষা মর্দ্দন করিয়া রোগীর ঘাড়ে ও মেরুদণ্ডে প্রলেপ দিবে। এই অবস্থায় শ্বাসের প্রকোপ লক্ষিত হইলে, শ্বাস নিবারণের জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগও আবশ্যক।

বিসূচিকারোগে পিপাসা। বিসূচীরোগে পিপাসার আধিক্য হইলে, শীতল জলে কর্পূর দিয়া সেই জল পিপাসাকালে রোগীকে পান করিতে দিবে; ইহাতে পিপাসার লাঘব হয় এবং পাকস্থলীতে পিত্তের আগ্নেয় ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ কর্পূরের উত্তেজক গুণ বিদ্যমান থাকায়, উহা নাড়ীর গতিকে প্রকৃতিস্থ করে, অথবা লবঙ্গসিদ্ধ জল শীতল করিয়া পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। বিসূচীরোগে সময় সময় জম্বুকাথ বা তৃষ্ণান্তকরস প্রভৃতি প্রয়োগ করিলেও রোগীর পিপাসার অনেক লাঘব হয়। অনেকেই এই রোগে পিপাসা উপস্থিত হইলে জল প্রদান করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না; কিন্তু এই রোগে পিপাসায় রোগী অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়ে, সুতরাং জল প্রদান বিশেষ কর্ত্তব্য।

বিসূচিকারোগে-মূত্ররোধ। বিসূচিকারোগে প্রস্রাব বন্ধ হইলে, প্রস্রাব করাইবার জন্য বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করা বিশেষ কর্ত্তব্য; কারণ প্রস্রাব ও দাস্ত বন্ধ হইলে শীঘ্রই উদরাধ্মান দ্বিগুণিত হয়। উদরাধ্মানের নিবৃত্তি হইলেও অনেক স্থানে কালবিলম্বে প্রস্রাব হয়, কোনও স্থানে প্রস্রাব হয় না; সুতরাং উদরাধ্মান এবং মূত্ররোধ নিবর্ত্তক ঔষধ প্রয়োগ

করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রস্রাব করাইবার জন্য বটপত্রী প্রলেপ বস্তিস্থানে প্রয়োগ করিবে অথবা স্থলপদ্মের রস ইক্ষুচিনি সহযোগে সেবন করিতে দিবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা প্রস্রাব হইয়া থাকে, কিন্তু সম্যকরূপে উদরাধ্মানের নিবৃত্তি এবং অগ্নিসবল না হইলে প্রস্রাব হয় না, এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্রাব হইলে রোগের প্রকোপ হ্রাস হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

বিসূচিকারোগে-উদরাধ্মান। বিসূচিকারোগে উদরাধ্মান হইলে, তাহার নিবারণার্থ সর্ব্বদা চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য; যেহেতু বিসূচীরোগে উদরাধ্মান রোগীর আশু মারাত্মক উপসর্গ, এরূপ অবস্থায় দারুষট্‌ক প্রলেপ বা যবপ্রলেপ উদরে প্রদান করিবে। উদরাধ্মান হ্রাস না হইলে, বর্ত্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কারণ বর্ত্তিপ্রয়োগ দ্বারা বায়ু অনুলোম হইলে উদরাধ্মানের নিবৃত্তি হয়। বর্ত্তি প্রয়োগের সঙ্গে স্থায়ী উপকারের জন্য বায়ুনাশক চিন্তামণিরস বা চতুর্ম্মুখরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উদরাধ্মানকালে মূত্রবন্ধ হইলে, তাহাব জন্য বস্তি স্থানে প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বিসূচিকারোগে-বেদনা। বিসূচীরোগে রোগীর উদরে বেদনা থাকিলে, উদরে তার্পিন তৈল মাখাইয়া উষ্ণজলপূর্ণ পাত্র দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে, ইহাতে উদরের বেদনার লাঘব হয়; বিশেষতঃ উদরাধ্মানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

বিসূচিকারোগে-ঘর্ম্ম। বিসূচিকারোগে অধিক ঘর্ম্ম হইলে, রোগীর গাত্রে পুনঃপুনঃ আবির মাখাইবে। একবার ঘর্ম্মের লাঘব হইয়া পুনরায় ঘর্ম্মের উদ্রেক হইলে, সেই সময় পুনরায় আবির মাখাইবে; এইরূপে উপর্য্যুপরি আবির মাখান উচিত। এই অবস্থায় প্রবাল ভস্ম ২।১ রতি মাত্রায় মধুর সহিত সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বিসূচিকারোগে-খল্লী। বিসূচিকাগ্রস্ত রোগীর হাত, পায় খাইল ধরিলে কুষ্ঠাদি তৈল বা ত্বগাদ্য তৈল তাহার হস্তে ও পায়ে মর্দ্দন করাইবে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা হাত পায়ের খাইল ধরা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে।

বিসূচিকারোগে-হিমাঙ্গ। বিসূচিকারোগে রোগীর শরীর শীতল বোধ হইলে, হাত ও পায় মুহুর্মুহুঃ স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু রোগীর শরীর ঘর্ম্মাধিক্য বশতঃ শীতল হইয়াছে কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া স্বেদ প্রদান করা আবশ্যক, কারণ ঘর্ম্মাধিক্য বশতঃ শরীর শীতল হইলে উষ্ণস্বেদ প্রদান করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না, বরং উহাতে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ঐরূপ অবস্থায় অগ্নিবর্দ্ধক মৃতসঞ্জীবনী সুরা (অভাবে ব্রাণ্ডি) ও তৎসঙ্গে পুষ্টিকর পথ্য সেবনদ্বারা অনেক উপকার হয় এবং মৃগনাভি যোগ বা মৃগমদাসব অথবা বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে) সেবনদ্বারাও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অনেক স্থানে এইরূপ অবস্থায় শরীর শীতল হইবার কারণ এই যে, সাধারণতঃ পিত্ত দ্বারাই শরীরের উষ্ণতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু সেই পিত্তের ক্রিয়ার হ্রাস বা বিকৃতি হইলে, আবার শরীরের শীতলতা প্রকাশ পায় এবং ঔষধ ও পুষ্টিকারক পথ্যাদি দ্বারা পিত্তের শমতা হইলে, শরীর পুনরায় উষ্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাধিক্য বশতঃ শরীর অত্যন্ত শীতল হইয়া পড়িলে এবং নাড়ীর গতির বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইলে বৃহৎ কস্তূরীভৈরব, মৃগনাভি যোগ ও মৃগমদাসব প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

বিসূচিকারোগে-জ্ঞানলোপ। বিসূচীরোগীর সংজ্ঞালোপ হইলে এবং নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় অথবা নাড়ীর গতি অনুভূত না হইলে মৃগমদাসব, মৃগনাভিযোগ বা মৃতসঞ্জীবনী প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয়। এই অবস্থায় বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে) সেবনে অনেক উপকার পাওয়া যায় ; কিন্তু বমনের প্রবলতাসত্বে বৃহৎ কস্তূরীভৈরব প্রয়োগে অনেক স্থানে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না ; আবার অনেক স্থানে অনুপান বিশেষে উহা প্রয়োগে সমধিক উপকার দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিসূচিকারোগের প্রবলাবস্থায় যখন অন্যকোন ঔষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ রোগীর জীবনের আশা থাকেনা, তখন তাহার বয়স ও বলাবল বিবেচনা করিয়া, বৃহৎ সূচিকাভরণ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক এবং ঔষধ সেবনান্তে ঔষধের ক্রিয়া অনুভব করিয়া অর্থাৎ শরীর উষ্ণ ও চক্ষু রক্তাভ হইলে, শৈত্য দ্রব্যাদি পুঃনপুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বিসূচিকারোগে-শিরোবেদনা। বিসূচীরোগে মাথায় উদ্বেগ ও বেদনা থাকিলে এবং শিরোদেশ অত্যন্ত উষ্ণ হইলে, শীতল জলে কাপড় ভিজাইয়া রোগীর কপালে তাহা দ্বারা পুল্‌টিস প্রদান করিবে। চক্ষু রক্তবর্ণ হইলেও ঐরূপ ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

বিসূচিকারোগে-শ্বাস। বিসূচীরোগে বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা প্রায়শঃ আবদ্ধ হয় না এবং প্রবল দাস্ত হওয়ায় বায়ুর অনুলোম বশতঃ শ্বাসের বেগ তাদৃশ প্রবল হয় না, কিন্তু উদরাধ্মান দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে শ্বাস প্রবল হইতে দেখা যায়; সেই অবস্থায় শ্বাসচিন্তামণি, বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি বা বৃহৎ কফকেতু প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

উৎকট বিসূচীরোগে প্রধানতঃ বায়ুর অনুলোমতার জন্য বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ এবং উদরাধ্মান ও মূত্ররোধ নিবৃত্তি ও শারীরিক উষ্ণতা রক্ষার প্রতি যত্নবান্ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণ সমূহ একবার কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, এই জন্য যে পর্য্যন্ত নাড়ী প্রকৃতিস্থ ও ক্ষুধার উদ্রেক না হয়, তাবৎ অন্নপথ্য প্রদান করা নিতান্ত গর্হিত; বিশেষতঃ ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে অন্নপথ্য প্রদান করিলে, রোগ পুনরায় প্রকাশ পায় অথবা উদরাময়, জ্বর প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সুতরাং ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে যবমণ্ড (বার্লি) ও অন্নমণ্ড প্রভৃতি লঘুপথ্য প্রদান করিবে এবং যথারীতি ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল প্রভৃতি পথ্য দিবে।

বিসূচিকারোগ অন্যান্য কারণেও উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ঋতুপরিবর্ত্তন, গ্রীষ্মাতিশয্য, রোগের আক্রমণ দর্শনে মনে ভয়ের উদ্রেক ও জলবায়ুর দোষ প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশে যে সমস্ত বিসূচিকার উৎপত্তি হয়, তাহাতেও লক্ষণভেদে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ এবং বাহ্য প্রলেপাদি প্রয়োগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে; যে সমস্ত বিসূচিকারোগে শীঘ্রই অর্থাৎ ২। ১ বার দাস্ত বা বমন হইয়াই নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় হয় বা নাড়ী একেবারে অনুভূত হয় না, সেই সমস্ত বিসূচিকারোগে

ঔষধ প্রয়োগ করিবারও সময় পাওয়া যায় না অর্থাৎ শীঘ্রই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কখনও বা আশু বিপদ্ জনক ২।১টী লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সাঙ্ঘাতিক বিসূচীরোগে ২। ১ টী লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্রই যে সমস্ত ঔষধে শরীরের উষ্ণতা অথচ বাতাদির অনুলোমতা রক্ষা হয়, তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু বিসূচী-রোগে বায়ুর প্রকোপ অধিকাংশ স্থলেই লক্ষিত হইয়া থাকে; সুতরাং যাহাতে উদরাধ্মান নিবৃত্ত থাকে ও দাস্ত, প্রস্রাব প্রভৃতি বন্ধ না হয়, তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সমূহ প্রয়োগের প্রতি মনঃসংযোগ করা আবশ্যক; বিশেষতঃ যে ঘরে ঐ রোগ প্রকাশ পায়, সেই ঘরের বা সেই বাটীস্থ অন্যান্য ঘরেও জল বায়ু যাহাতে রোগীর মলমূত্র দ্বারা দূষিত হইতে না পারে, তাহার প্রতীকার করা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে প্রত্যেক ঘরের বায়ু সংশোধনার্থ গন্ধক ও ধুনা জ্বালান উচিত এবং জল উষ্ণ করিয়া কাষ্ঠের কয়লা ও বালুকা দ্বারা তাহা সংশোধন করিয়া পান করা আবশ্যক। যখন বিসূচীরোগ সংক্রামক হইয়া দেশ ব্যাপ্ত হয়, তখন গ্রামবাসীর মনে একটা ভয়ের উদ্রেক হয়, তাহা নিবারণার্থ গ্রামে পূজা ও হরিনাম কীর্ত্তনাদি করা কর্ত্তব্য।

অলসকরোগে যদিও বায়ু ও শ্লেষ্মা উভয়ই প্রকুপিত হয়, তথাপি সর্ব্বদা উদরাধ্মান এবং মল ও মূত্ররোধ প্রভৃতি বায়ুর প্রকোপ লক্ষণই অনেকাংশে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিসূচীরোগে যেরূপ বমন এবং দাস্ত হয়, অলসকরোগে তাহার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে; মল, মূত্র অনির্গমন হেতু রোগী যাতনায় অস্থির হয়, অনেক স্থানে পিচ্‌কারী প্রয়োগ দ্বারাও উদরস্থ মল নির্গত এবং মূত্রকারক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা মূত্র নির্গত হয় না; সময় সময় কাহারও তৃষ্ণা বা উদ্গার প্রকাশ পায়। এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সর্ব্ব প্রথমে রোগীকে বমনকারক করঞ্জাদি-পানীয় বা অন্যান্য যোগ প্রয়োগ দ্বারা বমন করাইবে, বমন দ্বারা দোষ অনেকাংশে দূরীভূত হয়, কিন্তু বমন না হইলে উদরাধ্মান নিবৃত্তিকারক ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। বায়ুর প্রতিলোমতা বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয় এবং বায়ু অনুলোম হইলে রোগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে ও দাস্ত প্রস্রাব সহজেই হইয়া থাকে; সুতরাং

দারুষট্‌ক প্রলেপ অথবা যবপ্রলেপ উদরে প্রদান করিবে, অথবা কাঁজি অত্যন্ত উষ্ণ করিয়া একটী পাত্র পূর্ণ করত ঐ পাত্র দ্বারা, যাবৎ আধ্মান নিবৃত্ত না হয়, তাবৎ উদরে মুহুর্মুহুঃ স্বেদ প্রদান করিবে। ফ্লানেলের বস্ত্রাদি উষ্ণ করিয়া তাহা দ্বারাও উদরে স্বেদ প্রদান করা যাইতে পারে; কিন্তু রোগের প্রবলতা লক্ষিত হইলে, দারুষটকপ্রলেপ বা যবপ্রলেপ প্রদান করা আবশ্যক; অনেক স্থলে কষ্টসাধ্য রোগেও এই প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া বিশেষ উপকার লক্ষিত হইয়াছে। রোগী পিপাসাক্রান্ত হইলে ভাজা ধনে ভিজান জল অল্প পরিমাণে পান করিতে দিবে। উদরাধ্মান নিবৃত্তির সঙ্গে মূত্রসঞ্জননার্থ বটপত্রী-প্রলেপ অথবা বিম্বিকাণ্ড-প্রলেপ বস্তি স্থানে প্রয়োগ করিলে মূত্রনির্গত হয়; এই অবস্থায় চতুর্মুখরস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি বায়ুর অনুলোমকারক ঔষধ আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগীর দাস্ত বন্ধ হওয়া প্রযুক্ত উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে ত্রিকটাদ্যবর্ত্তি, ফলবর্ত্তি বা হিঙ্গাদ্যবর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রদান করিবে, উহাতে বায়ুর অনুলোমতা সম্পাদন ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। এই সমস্ত বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগে রোগীর উদরাধ্মান নিবৃত্তি এবং মলমূত্রের নির্গমন দ্বারা রোগের প্রকোপ হ্রাস হইলে, রোগীকে হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ, মহা শঙ্খবটী বা গুড়াষ্টক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগের পুনরায় আক্রমণের আশঙ্কা থাকিলে বিরেচনার্থ ত্রিবৃতাদি বটিকা বা সুকুমার মোদক এবং তৎসঙ্গে চতুর্মুখরস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে দিনে ২। ১ বার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগ নিবৃত্তি হইলেও যাহাতে প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, তাদৃশ ঔষধ ও ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক। রোগ পুরাতন হইলে অথবা পুনরায় ঐরূপ আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে কিছুদিন নিয়মপূর্ব্বক ঔষধ ও পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। রোগের পুরাতন অবস্থায় উদরে বিষ্ণুতৈল মর্দ্দন এবং চিন্তামণিরস বা চতুর্মুখরস প্রভৃতি ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বিলম্বিকারোগেও অলসকরোগের ন্যায় কষ্টদায়ক লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগেও উদরাধ্মান এবং ভুক্তদ্রব্যের ঊর্দ্ধ ও অধো গমন ক্রিয়ার

অন্যথা পরিলক্ষিত হয়; ভুক্তদ্রব্য সকল একভাবে অবস্থিতি করে। রোগের প্রারম্ভে লবণ মিশ্রিত জল পান করাইয়া বমন করাইলে অনেক উপকার দর্শে; কিন্তু বমনের সময় অতীত হইলে বমন করাইবার চেষ্টা দ্বারা প্রায়শঃ বমন হয় না; এইরূপ অবস্থায় উদরাধ্মান নিবারণার্থ যবপ্রলেপ, দারুষট্‌ক-প্রলেপ এবং মূত্র সঞ্জননার্থ বটপত্রীপ্রলেপ বা আমলকীপ্রলেপ বস্তি স্থানে প্রয়োগ করিবে। উদরাধ্মান নিবারণ এবং কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্য ফলবর্ত্তি, ত্রিকট্বাদ্যবর্ত্তি বা হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি প্রভৃতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিলম্বিকারোগের প্রবলাবস্থায় অলসকরোগের ন্যায় অন্যান্য আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিবে; এবং পুরাতন অবস্থায় অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুর অনুলোমকারক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অনেক চিকিৎসক এই অবস্থায় নিরূহণ (পিচ্‌কারী) প্রয়োগ দ্বারা দাস্ত করাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বর্ত্তি প্রয়োগ দ্বারাই ঐ কার্য্য সাধিত হইতে পারে; বিশেষতঃ এই রোগে বায়ু এত প্রবল হয় যে, উদরাধ্মান নিবৃত্তি হইলে বর্ত্তি প্রয়োগ বা পিচ্‌কারি দ্বারা দাস্ত করাইবার চেষ্টা বিফল হইয়া থাকে। উদরাধ্মানের নিবৃত্তি হইলে, বিরেচনার্থ সুকুমার মোদক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা রোগে—ঔষধ।

বচাদিপানীয়। আমজীর্ণরোগে বমনেচ্ছা, দেহের গুরুতা ও উদ্গার প্রকাশ পাইলে, এই পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে বমন হইলে অজীর্ণ দোষের শান্তি হয়।

বচাদিপানীয়। বচচূর্ণ ১ তোলা ও সৈন্ধব লবণ ১ তোলা; উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া /১ সের পরিমিত উষ্ণ জলে গুলিয়া আকণ্ঠ পান করিতে দিবে।

পিপ্পল্যাদি পানীয়। আমাজীর্ণরোগে বমনেচ্ছা, দেহের গুরুতা, ভুক্তদ্রব্যানুরূপ মধুর, লবণ বা তিক্তাদি রসযুক্ত উদ্গার প্রকাশ পাইলে, এই

পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে বমন হইলে, অজীর্ণ দোষের নিবৃত্তি হয়।

পিপ্পল্যাদি পানীয় পিপুল, বচ ও সৈন্ধব লবণ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ॥৶০ আনা পরিমাণে লইয়া /১ সের শীতল জলে মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ পান করিতে দিবে।

করঞ্জাদি পানীয়। অলসক বা বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান এবং দাস্ত ও প্রস্রাব বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে, এই জল রোগীকে আকণ্ঠ পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে বমন হইলে দোষ অনেকাংশে মন্দীভূত হয়।

করঞ্জাদি পানীয়। ডহরকরঞ্জফল, নিমছাল, আপাঙবীজ, গুলঞ্চ, শ্বেততুলসী ও ইন্দ্রযব; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল দুই সের, শেষ একসের।

ধন্যাকক্কাথ। আমাজীর্ণরোগে রোগীর উদরে বেদনা, দেহের গুরুতা, বমনবেগ বা ভুক্তদ্রব্যানুরূপ উদ্গার প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা অজীর্ণ দোষ এবং উদর বেদনার নিবৃত্তি ও মূত্রাশয় বিশোধিত হয়।

ধন্যাক ক্বাথ। ধনে ও শুঁঠ ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে এবং ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া রোগীকে পান করাইবে।

উড়ুম্বর যোগ। তীক্ষ্ণাগ্নিরোগে রোগীর ভুক্তদ্রব্য অতি অল্প কালের মধ্যে জীর্ণ হইয়া পুনরায় ভোজনেচ্ছা বলবতী হয়, এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে এই ঔষধ দিনে দুই তিন বার ও রাত্রে ২। ১ বার সেবন করিতে দিবে।

উড়ুম্বর যোগ। যজ্ঞডুমুরের ছাল স্তনদুগ্ধে পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। মাত্রা ১ এক তোলা হইতে ২ দুই তোলা।

উড়ুম্বর পায়স। তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তির ভোজনেচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইলে এই পায়স তাহাকে দিনে ও রাত্রে আহার কালে যথেচ্ছ আহার করিতে দিবে।

উড়ুম্বর পায়স। যজ্ঞডুমুরের ছালচূর্ণ ৶০ পোয়া ও তণ্ডুল।০পোয়া লইয়া উপযুক্ত পরিমাণে স্তনদুগ্ধ প্রদান করিবে এবং কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া পায়স প্রস্তুত করিবে।

বড়বানল চূর্ণ অগ্নিমান্দ্যরোগে ভুক্ত দ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাক এবং তজ্জন্য অরুচি, অলসতা ও কার্য্যে অনিচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজল সহ প্রাতে ও অবস্থা ভেদে সন্ধ্যার পর সেবন করিতে দিবে। বিষমাগ্নিরোগেও অযথানিয়মে অর্থাৎ কোনও দিন কাল বিলম্বে কোনও দিন নিয়মিত সময়ে অন্নের পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হইলে, এই চূর্ণ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহা বাতানুলোমক এবং কোষ্ঠ-শুদ্ধি কারক।

বড়বানল চূর্ণ। সৈন্ধবলবণ ১ ভাগ, পিপুলমূল ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, চই ৪ ভাগ, রক্ত-চিতা ৫ ভাগ, শুঁঠ ৬ ভাগ ও হরীতকী ৭ ভাগ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

সৈন্ধবাদ্য চূর্ণ। অগ্নিমান্দ্যরোগে দীর্ঘকালে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, কার্য্যে অনিচ্ছা ও অলসতা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এবং বিষমাগ্নিরোগে অযথানিয়মে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, উদরে নানাবিধ শব্দ ও বায়ুর অবরোধ অনুভূত হইলে, এই চূর্ণ প্রত্যহ প্রাতে এবং অবস্থা ভেদে সন্ধ্যার পর উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে।

সৈন্ধবাদ্য চূর্ণ। সৈন্ধবলবণ, রক্তচিতার মুল, হরীতকী, লবঙ্গ, মরিচ, পিপুল, সোহাগার-খৈ, শুঁঠ, চৈ, যমানী, মৌরী ও বচ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /০ আনা হইতে।০ আনা।

হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ। বিষমাগ্নিরোগে যথানিয়মে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক না হইলে এবং উদরে বায়ুরোধজন্য বিবিধ শব্দ অনুমিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বিষ্টব্ধাজীর্ণে পেট ফাঁপা, উদরে বেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও এই চূর্ণ ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—উষ্ণজল।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। প্রস্তুত বিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ। বিষমাগ্নিরোগে ভুক্তদ্রব্য যথাসময়ে পরিপাক না হওয়ায় শরীরে বিবিধ গ্লানি বা উদরে নানারূপ শব্দ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। বিষ্টব্ধাজীর্ণে কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাধ্মান ও উদরে

বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা রোগীকে সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। এই ঔষধ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, বাতানুলোমক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। অলসক ও বিলম্বিকারোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রাতে ও সন্ধ্যার পর প্রযোজ্য। অনুপান—উষ্ণজল।

স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যলেপ। বিষ্টব্ধাজীর্ণ, আমাজীর্ণ ও বিদগ্ধাজীর্ণরোগে বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীর উদরে লেপন করিয়া দিনে নিদ্রা যাইতে উপদেশ দিবে। অজীর্ণরোগীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত সুখকর ঔষধ। ইহাতে অজীর্ণদোষ দূরীভূত হয়।

হিঙ্গ্বাদ্যলেপ। হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধব লবণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া উদরে প্রলেপ দিবে।

ভাস্করলবণ। বিষমাগ্নিরোগে ভুক্তদ্রব্য যথাসময়ে পরিপক না হইলে ও তজ্জন্য বিবিধ গ্লানি প্রকাশ পাইলে এবং বিষ্টব্ধাজীর্ণ বা আমাজীর্ণরোগে ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে শূল, মলের পিচ্ছিলত্ব ও অপক্ব মল নির্গমন, কখনও পাতলাদাস্ত বা আম রসের অপরিপাক বশতঃ বিবিধ বাতবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজল সহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রাত্যহিক অজীর্ণদোষে ও রসশেষাজীর্ণ প্রভৃতি রোগেও ব্যবস্থা করা যায়।

ভাস্করলবণ। প্রস্তুতবিধি ৩৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ অগ্নিমুখ চূর্ণ। বিষমাগ্নিরোগে অযথাসময়ে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক ও তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব ও অগ্নিমান্দ্যরোগে পুরাতন অবস্থায় রোগীর ভুক্ত দ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাক হেতু বিবিধ গ্লানি উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বহুকালের আমাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণরোগে এই ঔষধ সেবন দ্বারা উপকার দৃষ্ট হয়। প্লীহা ও গুল্মাদিরোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। দিনব্যাপী প্রাত্যহিক অজীর্ণরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধের আবিষ্কারকর্ত্তা, এই ঔষধকে ঘৃত

মিশ্রিত অন্ন ও ব্যঞ্জনাদির সহিত মিলিত করিয়া সেবন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বৃহৎ অগ্নিমুখ চূর্ণ। যবক্ষার, সাজিমাটী, রক্তচিতামূল, আকনাদি, করঞ্জমূলের ছাল, বিট্‌লবণ, সাম্ভার লবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, কর্কচ লবণ, সৈন্ধবলবণ, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, বামনহাটীরছাল, বিড়ঙ্গশাস, হিং, কুড়, শটীর পালো, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, মুথা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলা, জীরা, মহাদা, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, অম্লবেতস, তেঁতুলের খোসাভস্ম, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতইষ, বিণ্ডাড়কবীজ, হবুষা, সোঁদালফলের শাস, তিল-নালের ক্ষার, ঘণ্টাপারুলের ক্ষার, শজিনামূলের ছালের ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, পলাশের ক্ষার, অগ্নিতাপে উষ্ণীকৃত ও গোমূত্রে নিমজ্জিত মণ্ডুরভস্ম, এই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ সমভাগে লইয়া টাবা লেবুর রসে ৩ দিন, কাঁজিতে ৩ দিন এবং আদার রস দ্বারা ৩ দিন যথাক্রমে ভাবনা দিবে; অনন্তর চূর্ণ করিয়া রাখিবে। মাত্রা ।০ আনা বা ৷৷০ তোলা।

হুতাশন রস। অগ্নিমান্দ্যরোগে ভুক্তদ্রব্য দীর্ঘকালে জীর্ণ হইলে ও তজ্জন্য বিবিধ গ্লানি উপস্থিত হইলে এবং আমাজীর্ণরোগে অগ্নিমান্দ্য বশতঃ বিবিধ উদ্গার ও অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ আদার রস সহ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অজীর্ণদোষে ও বিসূচিকারোগের প্রথমাবস্থায় ২। ১ বার দাস্ত হইলে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—মুথার রস মধু।

হুতাশন রস। গন্ধক, পারদ ও সোহাগার খৈ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং বিষ ৩ ভাগ ও মরিচ ৮ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ একত্র করিয়া কাগজীলেবুর রসে ১ দিন মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

বৃহৎ হুতাশন রস। অগ্নিমান্দ্যরোগে ভুক্তদ্রব্য দীর্ঘকালে জীর্ণ হইলে এবং বিবিধ গ্লানি প্রকাশ পাইলে ও আমাজীর্ণরোগে দেহের গুরুতা এবং মলের বিকৃতভাব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা শ্লেষ্মাধিক্য জনিত অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণদোষের উৎকৃষ্ট ঔষধ; কিন্তু বাতাধিক্য শরীরে বিশেষতঃ তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য সেবন দ্বারা বায়ুর প্রকোপ বশতঃ যাহাদের অজীর্ণদোষ প্রবল, তাহাদের পক্ষে তাদৃশ উপকারী নহে। অনুপান—জল।

বৃহৎ হুতাশন রস। বিষ ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ ও মরিচ ১২ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

অজীর্ণকণ্টকরস। অগ্নিমান্দ্যরোগে ভুক্তদ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাক, শরীর ভার ও বেদনা অনুভূত হইলে এবং আমাজীর্ণরোগে নানাবিধ উদ্গার ও বমনেচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতাজীর্ণরোগেও অবস্থানুসারে ইহা সেবনে উপকার পাওয়া যায়। স্নিগ্ধদেহ ও পুষ্টধাতু সম্পন্ন ব্যক্তির অতিরিক্ত ভোজন দ্বারা বাতাজীর্ণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহার এই ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। বিসূচিকারোগের প্রথমাবস্থায় ২।৩ বার দাস্ত হইলে এবং কোন উপদ্রব উপস্থিত না হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—অগ্নিমান্দ্যরোগে জল। বিসূচিকায়—মুথার রস ও মধু।

অজীর্ণকণ্টক রস। পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং মরিচ চূর্ণ ৩ ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কণ্টকারী ফলের রসে ২১ বার ভাবনা দিবে। বটী তিন রতি।

অগ্নিকুমার রস। অগ্নিমান্দ্যরোগের প্রবলাবস্থায় ভুক্তদ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাক, উদ্গার ও শরীরের অলসতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এবং আমাজীর্ণরোগে নানাবিধ রসসংযুক্ত উদ্গার, বমনেচ্ছা ও অন্যান্য বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। বাতাজীর্ণ, বিসূচিকা ও গ্রহণীরোগের প্রথম অবস্থায়ও ইহা ব্যবস্থা করা যায়। এই ঔষধে অপক্ক দোষের পরিপাক হয় এবং মল ক্রমশঃ গাঢ় হইতে থাকে। অনুপান—জল। বিসূচিরোগে—জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু।

অগ্নিকুমার রস। প্রস্তুতবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ অগ্নিকুমার রস। অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ, বাতাজীর্ণ, রসশেষাজীর্ণ ও অন্যান্য যে সমস্ত অজীর্ণ দোষরহিত অথচ সমস্ত দিনে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হয়, সেই সমস্ত রোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধ বাত, পিত্তাদি প্রকৃতিভেদে প্রায় সমস্তদেহে তুল্য উপকারী।

ইহা ধারক, অগ্নিবর্দ্ধক অথচ বায়ুজনিত উদরাধ্মানাদি বিনাশক। বিসূচিকারোগের শেষ অবস্থায় উপদ্রব সমুহ দূরীভূত হইলে, মলের গাঢ়তা ও অগ্নির উদ্দীপনার্থ এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অনুপান—জীরাচূর্ণ এবং মধু ২। ৩ ফোটা।

বৃহৎ অগ্নিকুমার রস। প্রস্তুতবিধি ৩১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লবঙ্গাদি বটী। অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ এবং অজীর্ণদোষ সমুৎপন্ন বিসূচীরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে পাচকাগ্নি বর্দ্ধিত এবং অজীর্ণদোষ দূরীভূত হয়। অনুপান—জল।

লবঙ্গাদি বটী। প্রস্তুতবিধি ৩১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী। অগ্নিমান্দ্য ও আমাজীর্ণরোগে ক্ষুধামান্দ্য, বমনবেগ ও বিবিধ রস সংযুক্ত উদ্গারের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে এবং রোগীর অজীর্ণদোষে পাতলা জলের ন্যায় বা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে পুরাতন অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যরোগ দূরীভূত হয় এবং বাতাজীর্ণ রোগেও অবস্থা বিশেষে ইহা প্রয়োগে উপকার লক্ষিত হইয়া থাকে। বিসূচিকারোগের পুরাতন অবস্থায় পাতলা বা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—পানের রস ও মধু। বিসূচিকা বা গ্রহণীরোগে জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী। প্রস্তুতবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অগ্নিতুণ্ডী রস। অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে ভুক্তদ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়ায়, পুনরায় ভোজনে অনিচ্ছা, শরীরে ভারবোধ ও আলস্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং অজীর্ণরোগাক্রান্ত ব্যক্তির ক্রিমিজন্য জ্বর, সর্দ্দি, মুখ হইতে থুথু উদ্গীরণ ও সময় সময় বমন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অজীর্ণরোগে পাতলা দাস্ত হইলে, ইহা মুথার রস ও মধুসহ প্রয়োগ করিবে।

অগ্নিতুণ্ডী রস। রস, গন্ধক, বিষ, যমানী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, সাজিমাটী, যব-

ক্ষার, রক্তচিতা, সৈন্ধবলবণ, জীরা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, করকচ্ লবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্ব সমান শোধিত কুচিলা চূর্ণ; এই সমুদয় একত্র করত গোড়ালেবু (জামীর) রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

ভাস্কর রস। আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্যরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ অজীর্ণদোষে পাতলা দাস্ত, বক্ষঃ জ্বালা, উদরে ও নাভিমূলে শূল প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বিসূচিকারোগের প্রারম্ভে অথবা উপদ্রবাদি বিনষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে পানের সহিত বটী চর্ব্বণ করিয়া সেবন করিতে দিবে।

ভাস্কর রস। বিষ, পারদ, গন্ধক, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খৈ ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং লৌহ, অভ্র ও কড়িভস্ম; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, সমুদয়ের সমান লবঙ্গচূর্ণ; এই সমুদয় মিশ্রিত করিয়া জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

শঙ্খবটী। অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ ও বিষমাগ্নিরোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর অনুলোমক, উদরাধ্মান ও অজীর্ণদোষ নাশক। ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক বশতঃ অম্লোদ্গার এবং তজ্জনিত বক্ষঃস্থলে ও হৃদয়ে জ্বালা প্রভৃতি উপদ্রব, এই ঔষধ সেবনে বিনষ্ট হয়। অধোগত অম্লপিত্ত-রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ অজীর্ণদোষে উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে, তাহাও এই ঔষধে বিনষ্ট হয়। অনুপান—জল। পাতলা দাস্ত হইলে মুথার রস বা ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

শঙ্খবটী। পারদ ৩ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, বিষ ৬ তোলা, মরিচ ১২ তোলা, শঙ্খভস্ম ১২ তোলা এবং শুঁঠ, সাজিমাটী, হিং, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, বিট্ লবণ, করকচ্ লবণ ও পাঙ্গালবণ, ইহাদের প্রত্যেকে ১০ তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করত মর্দ্দন করিয়া কাগজী লেবুর রসে ৭ দিন ভাবনা দিবে। বটী২ রতি।

মহাশঙ্খবটী। আমাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ, রসশেষাজীর্ণ ও দোষ রহিত দিনপাকী অজীর্ণরোগে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। দীর্ঘকালের আমাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধের

প্রভাবে ভুক্তদ্রব্য শীঘ্রই জীর্ণ এবং ক্ষুধার উদ্রেক হয় ও দীর্ঘকালজাত প্রবল উদরাধ্মান ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে, অথচ আমদোষ বিনষ্ট ও মলের গাঢ়তা সম্পাদিত হয়। অলসক ও বিলম্বিকারোগে এই ঔষধ প্রয়োগে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। প্রাতঃকালে সেব্য। অনুপান—উষ্ণজল।

মহাশঙ্খবটী। শঙ্খভস্ম, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, করকচ্‌ লবণ; সাম্ভার লবণ, সৌবর্চ্চল-লবণ, তেঁতুলখোসার ক্ষার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, বিষ, পারদ, গন্ধক, লৌহ ও বঙ্গ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইবে; সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া আপাঙ্‌রস, রক্তচিতার-মূলের রস (অভাবে কাথ), জম্বীররস (গোড়ালেবুর রস) ছোলঙ্গলেবুররস, টাবালেবুররস, অম্লবেতস, আলরুলশাক, তেঁতুল, কুল ও করঞ্জ; এই সকল অম্ল দ্রব্যের কাথ দ্বারা যথাক্রমে সাত সাত বার ভাবনা দিবে এবং ঔষধ অম্লরস হইলে ভাবনা শেষ হইয়াছে বুঝিবে। বটি ২ রতি। এই ঔষধে লৌহ ও বঙ্গ প্রদান না করিলে তাহাকে শঙ্খবটী কহে, তাহাও পূর্ব্ববৎ গুণশালী।

ত্রিফলালৌহ। তীক্ষ্ণাগ্নিরোগে অগ্নির প্রবলতা বশতঃ ভুক্তদ্রব্য অতি শীঘ্র জীর্ণ হয় এবং ভোজনেচ্ছা অতীব বলবতী হয়, পিত্তের বিকৃতি বশতঃ এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ বা জল।

ত্রিফলালৌহ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, ইক্ষুচিনি, পিপুল, আপাঙ্গ-বীজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্ব সমান লৌহ; এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

সুকুমারমোদক। বিষ্টব্ধাজীর্ণে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাধ্মান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু যে সকল ব্যক্তির নিয়মিতরূপে কোষ্ঠবদ্ধ না থাকে অর্থাৎ কোনও দিন কোষ্ঠবদ্ধ হয় এবং কোনও দিন পাতলা দাস্ত হয়, তাহাদিগকে ইহা প্রদান করিবে না। এই ঔষধ উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে অত্যন্ত উপকারী। স্বাভাবিক কোষ্ঠকাঠিন্য ব্যক্তির পক্ষে ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। প্রাতঃকালে বা রাত্রে ভোজনান্তে সেব্য। অনুপান—জল।

সুকুমার মোদক। পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, রক্তচিতা, অভ্র,

গুলঞ্চের পালো ও কট্‌কী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২তোলা, দন্তীমূল চূর্ণ ৮ তোলা, তেউড়ী-মূল চূর্ণ ১৬ তোলা, ইক্ষুচিনি ২৪ তোলা যথানিয়মে চিনির পাক শেষ হইলে পাত্র অবতরণ করিয়া সমস্ত চূর্ণ প্রদান করত আলোড়ন করিবে; অনন্তর উপযুক্ত মধুসহ মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ।০ আনা হইতে ১ তোলা।

ত্রিবৃতাদিমোদক। বিদগ্ধাজীর্ণে, আমাজীর্ণে, অগ্নিমান্দ্য ও বিবিধ কারণে অগ্নির বিকৃতি হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তরোগে অগ্নিমান্দ্যাবস্থায় বিশেষতঃ দাস্ত বন্ধ, হাত পা জ্বালা ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার লক্ষিত হয়। অনুপান—জল।

ত্রিবৃতাদিমোদক। তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, পিপুলমূল, পিপুল ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, গুলঞ্চের পালো ৪০ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ৪০ তোলা, ইক্ষু চিনি ২৪০ তোলা; এই সমস্ত দ্বারা যথানিয়মে মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ।৷০ তোলা হইতে ১ তোলা।

লবঙ্গাদ্যমোদক। বিদগ্ধাজীর্ণরোগে অম্লোদ্গার, পাতলা দাস্ত, ঘর্ম্ম ও বক্ষঃস্থলে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধে দীর্ঘকালের অজীর্ণদোষ দূরীভূত হয়। পিত্তাতীসারের পুরাতন অবস্থায় এবং অধোগত অম্লপিত্তরোগে দাস্ত বমন প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। অনুপান—জল।

লবঙ্গাদ্যমোদক। লবঙ্গ, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, নাগেশ্বর, তগরপাদুকা, এলাইচ, জাতীফল বংশলোচন, কট্‌ফল, তেজপাতা, পদ্মবীজ, রক্তচন্দন, কাকোলী, অগুরু, বেণারমূল, অভ্র, কর্পূর, জয়িত্রী, মুথা, জটামাংসী, যবতণ্ডুল, ধনে ও শুলফা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সমস্ত চূর্ণের সমান লবঙ্গ চূর্ণ; লবঙ্গচূর্ণসহ অন্যান্য চূর্ণের সমষ্টির দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি, যথাবিধানে মোদক পাক করিবে। মাত্রা ।৷০ তোলা হইতে ১ তোলা।

মুস্তকারিষ্ট। আমাজীর্ণ অথবা অগ্নিমান্দ্যরোগের প্রথম বা মধ্যা-বস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বিসূচিকারোগের পুরাতন অবস্থায় পাতলা দাস্ত, অগ্নির দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। আমগ্রহণীরোগে বা সংগ্রহ গ্রহণীরোগে

আমসংযুক্ত পাতলা দাস্ত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা সন্ধ্যাকালে বা প্রাতঃকালে একবার সেব্য।

মুস্তকারিষ্ট। মুথা ২৫ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথ ছাকিয়া লইয়া ইহার সহিত ইক্ষুগুড় ৩৭।।০ সের, ধাইপুষ্প ২ সের এবং যমানী, শুঁঠ, মরিচ, লবঙ্গ, মেথী, রক্তচিতা ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা মিশ্রিত করিয়া একটা মাটীর পাত্রে ১ মাস কাল মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে, যেন পাত্রের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবিষ্ট না হয়, অনন্তর ১ মাস পরে ঔষধ ছাকিয়া কাচ পাত্রে মুখরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা।

অমৃতহরীতকী। বিষ্টব্ধাজীর্ণরোগে কোষ্ঠবদ্ধ, উদর, কটিদেশ ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা, উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ, উদরাধ্মান, উদরে বায়ু পূর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আনাহ, বাতজ অর্শঃ এবং বাতাশ্রিত গ্রহণীরোগেও ইহা প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধ নূতন ও পুরাতন উভয় অবস্থায় সমান ফলপ্রদ। ইহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি ও অজীর্ণদোষ দূরীভূত হয় এবং পাচকাগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনুপান—জল।

অমৃতহরীতকী। উৎকৃষ্ট সুপক্ক হরীতকী ১০০টী লইয়া উপযুক্ত পরিমাণ তক্রে সিদ্ধ করিবে; অনন্তর সাবধানে ঐ হরীতকীর মধ্যস্থিত বীজ এরূপ ভাবে ফেলিয়া দিবে, যেন হরীতকী ভগ্ন না হয়, পরে শুঁঠ পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, চৈ, রক্তচিতা, বিট্ লবণ, সৈন্ধব লবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সাম্ভারলবণ, করকচ্ লবণ, 'হিং, যবক্ষার, সাজিমাটী, কৃষ্ণ-জীরা ও যমানী এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া চূর্ণ সমষ্টির অর্দ্ধ ভাগ তেউড়ীমূল-চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে সমস্ত চূর্ণ চুকাপালঙ্গের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া আর্দ্র অবস্থায় ঐ শূন্য গর্ভ হরীতকীর মধ্যে পূর্ণ করিবে এবং রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া একটী পাত্রে রাখিবে। প্রত্যহ উহার ১টী হরতকী মর্দ্দন করিয়া জলসহ প্রাতঃকালে সেবন করাইবে।

অগ্নিঘৃত। অগ্নিমান্দ্যরোগ পুরাতন হইলে, আমরস কর্তৃক হৃদয়, পার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানে বেদনা, এবং পিত্তের বিপর্য্যয় বশতঃ ক্ষুধা-মান্দ্য, সময় সময় দাস্ত, বক্ষঃস্থলে জ্বালা ও দৃষ্টির হানি প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়, এইরূপ অবস্থায় বায়ু ও পিত্তের বৈষম্য বিবেচনা করিয়া

রোগীকে এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ যাহাদের কোষ্ঠকাঠিন্য অথচ অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান, তাহাদিগকে ইহা ব্যবস্থা করা বিধেয়। কিন্তু যে সকল ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য বশতঃ প্রায়শঃ জলবৎ পাতলা অথবা আম সংযুক্ত মল নির্গত হয়, তাহাদিগকে ইহা ব্যবস্থা করিবে না; বিশেষতঃ বালক, নবপ্রসূতি এবং জ্বর, কাস, সর্দ্দি প্রভৃতি রোগাভিহত ব্যক্তির পক্ষে এই ঘৃত প্রযোজ্য নহে। অপরাহ্নে সেব্য। অনুপান— উষ্ণ ছাগী দুগ্ধ।

অগ্নিঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছা পাক করিবে। দধি ৪ সের। কাঁজি ৪ সের। শুক্ত ৪ সের। আদার রস ৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতা, গজপিপুল, হিং, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সাম্ভারলবণ, করকচলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, যবক্ষার, সাজিমাটী ও হবুষ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা লইয়া যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা।০ আনা হইতে ১ তোলা।

অজীর্ণরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।

অগ্নিকুমার রস। অগ্নিমান্দ্য, বিষমাগ্নি, আমাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণরোগে জ্বর প্রকাশ পাইলে, রোগীকে লবঙ্গচূর্ণ সহ এই ঔষধের এক এক বটিকা সেবন করিতে দিবে। অজীর্ণতা বশতঃ ২। ১ বার দাস্ত এবং তৎসঙ্গে জ্বর প্রকাশ পাইলে, অথবা অজীর্ণ দোষে অত্যধিক পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে শুঁঠচূর্ণ কিম্বা ধনে ও শুঁঠের কাথ সহ প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ উদরাময় অর্থাৎ অতীসারে মল পরিপক্ক হইলে অথবা গ্রহণীরোগে আম সংযুক্ত পাতলা দাস্ত হইলে বা আমাতীসারের অল্প প্রকোপ অবস্থায় জ্বর প্রকাশ পাইলে, ধনে ও শুঁঠের কাথ বা মুথার রস ও মধু অথবা ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু সহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অগ্নিকুমার রস। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুঞ্জয় রস। অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণরোগে পুরাতন জ্বর মৃদুভাবে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে অর্দ্ধ তোলা জম্বীর (গোড়ালেবুর) রস সহ সেবন করিতে দিবে; কিন্তু অজীর্ণ দোষ প্রবল হওয়ায় জ্বরের বেগ অধিক হইলে, জম্বীররসের পরিবর্ত্তে পানের রস সহ সেবন করিতে দেওয়া উচিত;

যেহেতু জ্বরের প্রবলাবস্থায় আমরসের বৃদ্ধিহেতু অম্লরসাত্মক জম্বীররস সহ-যোগে ঔষধ সেবনে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে।

মৃত্যুঞ্জয় রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অজীর্ণরোগে—শিরঃশূল ও গাত্রবেদনা-চিকিৎসা।

রামবাণরস। আমাজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ক্রমশঃ কটিদেশ, গ্রীবা ও অন্যান্য সন্ধিস্থান বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভূত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—নিসিন্দাপাতার রস ও মধু। অজীর্ণতা বশতঃ দাস্ত বা পাতলা মল নির্গত হইলে, জীরা চূর্ণ ও মধু অথবা কেবল মাত্র জলসহ ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলে মুথার রস ও মধুসহ প্রযোজ্য।

রামবাণ রস। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস আমাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, তৎসঙ্গে শিরোবেদনা, চক্ষুর দৃষ্টিহানি ও গাত্রবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, এইরূপ অবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে নিসিন্দাপাতার রস বা পানের রস ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। জ্বরাদি রোগেও শিরোবেদনা এবং গাত্রবেদনা থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার হয়।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস। প্রস্তুতবিধি ৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতগজেন্দ্রসিংহ। অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ ও বিদগ্ধাজীর্ণরোগ দীর্ঘ-কাল স্থায়ী হইলে অর্থাৎ পুরাতন অবস্থায় কটিদেশ, হস্ত, পদ ও অন্যান্য স্থানে বেদনা বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতাজীর্ণরোগে সর্ব্বদা কোষ্ঠকাঠিন্যাবস্থায় ইহা প্রয়োগে শীঘ্র উপকার পাওয়া যায় না। অনুপান—হরীতকী চূর্ণ বা হরীতকীবাটা ও সৈন্ধব লবণ।

বাতগজেন্দ্র সিংহ। প্রস্তুতবিধি ৩৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অজীর্ণরোগে—শূল-চিকিৎসা।

শূলহরণযোগ। অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ রোগীর আমাশয়, পক্কাশয় বা বস্তি স্থানে (নাভির নিম্নভাগে) কাহারও বা সমস্ত উদরে বেদনা প্রকাশ পায়; অজীর্ণ দোষ হইতে এইরূপ বেদনা উপস্থিত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ উষ্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। উদরের স্থান বিশেষে নিয়মিত কালে প্রত্যহ বেদনা প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধে উপকার পাওয়া যায়। অজীর্ণ-জনিত সাধারণ বেদনায় ইহা প্রযোজ্য নহে।

শূলহরণযোগ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শঙ্খাদিচূর্ণ। অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে উদরের স্থান বিশেষে প্রত্যহ বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ রোগীকে উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে। অজীর্ণদোষে সাধারণ বেদনায়, এই ঔষধ প্রযোজ্য নহে।

শঙ্খাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিসূচিকারোগে—হিক্কা ও বমন-চিকিৎসা।

চন্দ্রকান্তি রস। বিসূচিকারোগে বমন উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরাধ্মান এবং মল মূত্র রোধ অথবা তজ্জনিত কোন লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ইহা সেবন নিষিদ্ধ। অনুপান—শশারবীজ ও স্তনদুগ্ধ।

চন্দ্রকান্তিরস। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। বিসূচিকারোগে পুনঃপুনঃ বমন প্রকাশ পাইলে এবং পিত্তের প্রকোপ বশতঃ বমনে তিক্তরস বিশিষ্ট নীল অথবা হরিদ্রাভ জলীয় পদার্থ নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের বমনে পিত্তের আধিক্য প্রকাশ পায়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ

অত্যন্ত উপকারী। বমনের সহিত হিক্কা প্রকাশ পাইলেও ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—শশারবীজবাটা ও স্তনদুগ্ধ।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃষধ্বজ রস। বিসূচিকারোগে পুনঃপুনঃ বমন লক্ষিত হইলে এবং বায়ু জনিত উপদ্রব অর্থাৎ উদরাধ্মান ও মলমূত্ররোধ প্রভৃতির নিবৃত্তি হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বিসূচিকারোগের পুরাতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মাপ্রধান রোগীকে ইহা ব্যবস্থা করা যায়। এই ঔষধ বমন নিবৃত্তিকারক এবং ক্ষুধাবর্দ্ধক। অনুপান—শালপাণীর রস।

বৃষধ্বজরস। প্রস্তুতবিধি ৩২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিসূচিকারোগে-উদরাধ্মান, মল ও মূত্ররোধ-চিকিৎসা।

দারুষট্কপ্রলেপ। বিসূচিকারোগে অন্যান্য উপদ্রবের সহিত অথবা কেবলমাত্র উদরাধ্মান লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগীর উদরে প্রলেপ প্রদান করিবে। যাবৎ উদরাধ্মানের নিবৃত্তি না হয় অথবা পুনরায় আধ্মানের আশঙ্কা থাকে, তাবৎ এই প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

দারুষট্কপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যবপ্রলেপ। বিসূচিকারোগের প্রবলাবস্থায় অন্যান্যউপদ্রবের সহিত অথবা কেবলমাত্র উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে, উদরে এই ঔষধের প্রলেপ দিবে।

যবপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখ রস। বিসূচিকারোগে প্রস্রাব বন্ধ, হাত পায় খাইল ধরা ও অন্যান্য উপদ্রবের সহিত উদরাধ্মান লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—চাউল ধোয়া জল।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্ষারযোগ। বিসূচিকারোগের প্রবল অবস্থায় উদরাধ্মান এবং তৎসঙ্গে প্রস্রাব বন্ধ হইলে, এই ঔষধ এক ঘণ্টা অন্তর রোগীকে সেবন

করিতে দিবে। অনুপান—সোরা ভিজান জল অথবা পাথরকুচির রস। প্রস্রাব হইলে ঔষধ সেবন বন্ধ করিবে।

ক্ষারযোগ। স্বর্ণসিন্দুর ও প্রবালভস্ম ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ এবং যবক্ষার উভয়ের সমষ্টির তুলা লইয়া পাথরকুচির রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রত্তি।

বটপত্রী প্রলেপ। বিসূচিকারোগের প্রবল অবস্থায়, রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাধ্মান প্রভৃতি অন্যান্য উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ দ্বারা বস্তিস্থানে প্রলেপ দিবে। প্রস্রাব যথারীতি পরিষ্কার হইলে প্রলেপ বন্ধ করিবে।

বটপত্রীপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিম্বিকাদ্য প্রলেপ। বিসূচিকারোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইলে ও তৎসঙ্গে উদরাধ্মানাদি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ বস্তি স্থানে প্রয়োগ করিবে। যাবৎ প্রস্রাব না হয়, তাবৎ পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিবে।

বিম্বিকাদ্য প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যা বর্ত্তি। বিসূচিকারোগে দাস্ত বন্ধ হওয়ায় উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে, এই বর্ত্তি যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইবে। ইহা ব্যবহারে দাস্ত হয় এবং উদরাধ্মানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদ্যা বর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিকটুকাদ্যা বর্ত্তি। বিসূচিকারোগে অধোগত বায়ু রুদ্ধ হওয়ায় দাস্ত ও প্রস্রাব বন্ধ হইলে, এই বর্ত্তিতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মাখাইয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইবে। ইহা ব্যবহারে দাস্ত পরিষ্কার ও প্রস্রাব হয় এবং উদরাধ্মান হ্রাস পায়।

ত্রিকটুকাদ্যা বর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বিসূচিকারোগে—পিপাসা-চিকিৎসা।

তৃষ্ণান্তক রস। বিসূচিকারোগে রোগী পিপাসায় অভিভূত হইলে

এই ঔষধ মুহুর্মুহুঃ মধুসহ লেহন করিতে দিবে; রোগী লেহন করিতে (চাটিয়া খাইতে) অসমর্থ হইলে তাহার জিহ্বার উপর লাগাইয়া দিবে।

তৃষ্ণান্তক রস। কাবাবচিনি ১ তোলা, যষ্টিমধু ॥০ তোলা, কজ্জলী ।০ আনা; এই সকল চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /০ আনা বা ৵০ আনা।

কর্পূর পানীয়। বিসূচিকারোগে রোগী পিপাসায় অভিভূত হইলে এই জল তাহাকে পিপাসা কালে পুনঃপুনঃ পান করিতে দিবে।

কর্পূরপানীয়। শীতল জল ১ পোয়া ও কর্পূর ৩ রতি একত্র ভিজাইয়া রাখিবে।

জম্বুক্বাথ। বিসূচিকারোগের প্রবলাবস্থায় নিরন্তর পিপাসা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে বমন বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথ শীতল করিয়া অল্প অল্প মাত্রায় রোগীকে পান করিতে দিবে।

জম্বুক্বাথ। জামের কচিপাতা ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ মধু ॥০ অৰ্দ্ধ তোলা।

বিসূচিকারোগে—হিমাঙ্গ, জ্ঞানলোপ ও নাড়ীর গতির-বিপর্য্যয়-চিকিৎসা।

মৃতসঞ্জীবনী সুরা। বিসূচিকারোগে নাড়ীর গতির শিথিলতা এবং শ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ রোগীর শরীর শীতল বোধ হইলে, এই ঔষধ তাহাকে ১ ঘণ্টা বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। ইহা সন্নিপাত জ্বরে হিমাঙ্গ অবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া যায়। এই ঔষধ সেবনে সুনিদ্রা হইলে বিসূচিকারোগের শান্তি হয়।

মৃতসঞ্জীবনীসুরা। প্রস্তুতবিধি ৩২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মৃগমদাসব। বিসূচিকারোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর জ্ঞান লোপ, শরীরের শীতলতা, নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। যাবৎ নাড়ীর গতি স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ না করে এবং শরীর উষ্ণবোধ না হয়, তাবৎ এই ঔষধ পুনঃপুনঃ সেবন করাইবে। সন্নিপাত জ্বরে হিমাঙ্গ ও নাড়ীর গতির শিথিলতা অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিকার ভাব লক্ষিত হইলে ইহা অত্যন্ত উপকারী।

মৃগমদাসব। প্রস্তুতবিধি ৩২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মৃগনাভি যোগ। বিসূচিকারোগের প্রবলাবস্থায় নাড়ীর শিথিলতা, শরীরের শীতলতা, জ্ঞানলোপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। সমধিক ঘর্ম্ম বা বমন দ্বারা নাড়ী শিথিল এবং হিমাঙ্গ হইলে, ইহা প্রয়োগে তাদৃশ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

• মৃগনাভি যোগ। প্রস্তুতবিধি ৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে)। বিসূচিকারোগে শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ শরীরের শীতলতা, জ্ঞানলোপ ও নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রুদ্রাক্ষ ঘসা ও স্তনদুগ্ধ অথবা তালের বাগুড়ার ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। পিত্তের আধিক্য বশতঃ বমন প্রবল থাকিলে, ইহা দ্বারা তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না; কিন্তু বমন নিবৃত্তি হইলে অথবা অল্প বমন থাকিলে, শশার বীজের শাস ও স্তনদুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সূচিকাভরণ রস। বিসূচিকারোগে শ্লেষ্মার সমধিক প্রকোপ বশতঃ নাড়ীর গতিলোপ, শরীর একেবারে শীতল, জ্ঞানলোপ ও অন্যান্য উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এবং অন্য কোনও ঔষধে কোনও উপকার না হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবনান্তে নাড়ী কথঞ্চিৎ উষ্ণবোধ হইলে, সেই মুহূর্ত্তেই রোগীর মস্তক ও গাত্রে তিল তৈল মাখাইয়া জলধারা দিবে এবং বিবিধ শীতল দ্রব্য অর্থাৎ দধি, নারিকেলজল প্রভৃতি পুনঃপুনঃ রোগীকে পান করিতে দিবে। একটী বটী সেবন করাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত তাহার গুণ পরীক্ষা করিবে। ১বটীতে উপকার না হইলে পুনরায় আর ১বটী সেবন করিতে দিবে এবং তাহাতেও উপকার না হইলে অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আর একবটী সেবন করাইবে। এইরূপ ৪।৫ টী বা অবস্থা বিশেষে ও বয়ঃক্রম অনুসারে ৭।৮টী বটীও প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ বালক, বৃদ্ধ বা গর্ভিণী-দিগকে সেবন করাইবে না। অনুপান—ডাবের জল।

বৃহৎ সূচিকাভরণ রস। প্রস্তুতবিধি ৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ চন্দ্রোদয়মকরধ্বজ। বিসূচিকারোগে অত্যধিক দাস্ত ও বমন এবং অন্যান্য উপদ্রব সমূহ দ্বারা রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, নাড়ীর শিথিলতা এবং যাবতীয় শারীরিক শক্তির হীনতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রত্যহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বাত, বমন ও উদরাধ্মান প্রভৃতি উপদ্রব সমূহ বিদ্যমানে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। উপদ্রব সমূহ দূরীভূত হইলে, নাড়ীর সুস্থতা ও শরীরের যথোচিত তাপ সংরক্ষণার্থ, এই ঔষধ পানের রস সহ প্রয়োগ করা আবশ্যক। বায়ু ও পিত্তপ্রধান শরীরে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে। অনুপান—পানের রস ও মধু।

বৃহৎ চন্দ্রোদয়মকরধ্বজ। স্বর্ণসিন্দূর ৮ তোলা, কর্পূর ৮ তোলা, এবং জাতীফল, মরিচ ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা, মৃগনাভি ॥০ তোলা,এই সমুদয় একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৫ রতি।

মকরধ্বজ বটিকা। বিসূচিকারোগে বমন দাস্ত, হিক্কা ও অন্যান্য উপদ্রব দ্বারা শরীরের সমধিক দুর্ব্বলতা, নাড়ীর শিথিলতা, ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে পানের রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। উপদ্রব সমূহ বিদ্যমানে শরীর সমধিক দুর্ব্বল বা কৃশ হইলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ কোনও উপকার হয় না; ইহা সেবনে শরীরের দুর্ব্বলতা ও তজ্জনিত নাড়ীর বিশৃঙ্খলতা বিনষ্ট হয়। রোগী সমধিক দুর্ব্বল হইলে মাংসের যুষ ও দুগ্ধ প্রভৃতি পুষ্টিকর ও বলকর পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

মকরধ্বজ বটিকা। প্রস্তুতবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিসূচিকারোগে—খল্লী-চিকিৎসা।

কুষ্ঠাদ্যমর্দ্দন ও কুষ্ঠাদ্যতৈল। বিসূচিকারোগে হাত পায় খাইল ধরিলে ও রোগী উদরের বেদনায় অভিভূত হইলে, এই ঔষধ তাহার তৎতৎ স্থানে মর্দ্দন করিতে দিবে। যাবৎ খাইল ধরা নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ এই ঔষধ রোগীর হাত, পায় মালিষ করিবে। খল্লী নামক বাতব্যাধিরোগে এই মর্দ্দন এবং তৈল প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়।

কুষ্ঠাদ্যমর্দ্দন ও কুষ্ঠাদ্যতৈল। কুড় ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেকে ২ তোলা লইয়া, তিলতৈল ✓০ পোয়া এবং কাঁজি অৰ্দ্ধ পোয়া সহ মিশ্রিত করত অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া লইবে। ইহা দ্বারা তৈল পাক করিতে হইলে তিলতৈল ১ সের, চুক্র (অভাবে কাঁজি) ৪ সের। কল্কার্থ—সৈন্ধব লবণ ৮ তোলা ও কুড় ৮ তোলা লইয়া যথাবিধি পাক করিবে।

দার্ব্বাদি মর্দ্দন ও দার্ব্বাদি তৈল। বিসূচিকারোগে হাত পায় খাইল ধরিলে, এই ঔষধ রোগীর তৎতৎ স্থানে মালিশ করিতে দিবে। যে পর্য্যন্ত খাইল ধরা নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ মালিশ করা উচিত। এই ঔষধ দ্বারা তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলেও খাইল ধরা নিবৃত্তি হয়। খল্লী নামক বাতব্যাধি-রোগে এই তৈল প্রয়োগ করা যায়।

দার্ব্বাদি মর্দ্দন ও দার্ব্বাদি তৈল। দারুচিনি, তেজপাতা, রাস্না, অগুরু, শজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুল্ফা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাঁজিদ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিবে। এই ঔষধ দ্বারা তৈল পাক করিতে হইলে, তিলতৈল /১ সের ও কাঁজি ৪ সের এবং কল্কার্থ—দারুচিনি, তেজপাতা, রাস্না, অগুরু, শজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুল্ফা ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

অলসক ও বিলম্বিকারোগে—উদরাধ্মান-চিকিৎসা।

যব প্রলেপ। অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে মল মূত্ররোধ ও উদ্গার প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগীর উদরে প্রলেপ দিবে। ২।৩ ঘণ্টা অন্তর পুনরায় প্রলেপ পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

যব প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দারুষট্‌ক প্রলেপ। অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রবল এবং তজ্জন্য দাস্ত ও প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হইলে ও সময় সময় উদ্গার প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর উদরে প্রদান করিবে। অলসক ও বিলম্বিকা-রোগে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ২।৩ ঘণ্টা অন্তর প্রলেপ পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় নূতন প্রলেপ দিলে সমধিক উপকার হয়।

দারুষট্‌ক প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাঞ্জিক স্বেদ। অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে, উদরে পুনঃপুনঃ স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য; যাবৎ আধ্মানের নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ এইরূপ স্বেদ প্রদান আবশ্যক।

কাঞ্জিক স্বেদ। প্রস্তুতবিধি ৩২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফলবর্ত্তি। অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রবল এবং তজ্জন্য দাস্ত ও প্রস্রাব বন্ধ হইলে, এই বর্ত্তি গুহ্য দেশে প্রবেশ করাইয়া কিছু সময় রাখিয়া দিবে। এইরূপ ভাবে বর্ত্তি কিছুক্ষণ থাকিলে বায়ু নির্গত এবং কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়। এই বর্ত্তি বিসূচিকা ও অন্যান্য বায়ুপ্রধান রোগে আধ্মান নিবর্ত্তক।

ফলবর্ত্তি। ময়নাফল, পিপুল, কুড়, বচ ও শ্বেতসর্ষপ ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ; গুড় সর্ব্বসমান এবং দুগ্ধ উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া একত্র পেষণ করত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।

হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ। অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণ জল সহ দুই ঘণ্টা অন্তর রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অজীর্ণজন্য অলসকরোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে, বিশেষ উপকার হয়। রোগের প্রবলাবস্থায় ও অন্যান্য বাহ্য প্রলেপাদি ব্যবহার কালেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ। অলসক ও বিলম্বিকারোগে রোগীর উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। অজীর্ণদোষ বিদ্যমান থাকিলে, রোগের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। রোগ প্রবল হইলে বাহ্য প্রলেপ প্রয়োগ কালেও ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। উদরাধ্মান হ্রাস পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে কোষ্ঠ শুদ্ধি হয় এবং রোগীর ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। অলসক ও বিলম্বিকারোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ অতি উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হরীতক্যাদি চূর্ণ। অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রকাশ

পাইলে, এই চূর্ণ রোগীকে এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রবলাবস্থায় অন্যান্য বাহ্য ঔষধ প্রয়োগ কালে, ইহা আময়িক প্রয়োগ করিবে। অনুপান—উষ্ণ জল।

হরীতক্যাদি চূর্ণ। হরীতকী, পিপুল, সৌবর্চ্চললবণ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

চতুর্ম্মুখ রস। অলসক ও বিসূচিকারোগে উদরাধ্মান এবং তৎসঙ্গে মল মূত্র রোধ ও উদ্গার প্রকাশ পাইলে, রোগীকে ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর ইহার ১ বটী সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কোষ্ঠাশ্রিতবায়ুর অনুলোম হয়। অলসক ও বিলম্বিকারোগে বায়ুর সমধিক প্রবলাবস্থায় এবং বায়ু পিত্তাধিক শরীরে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—ত্রিফলাভিজান জল।

চতুর্ম্মুখ রস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণি রস। অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান এবং তৎসঙ্গে মল মূত্র রোধ ও উদ্গারাধিক্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ত্রিফলাভিজান জল।

চিন্তামণি রস। প্রস্তুতবিধি ৩৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি। অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে দাস্ত ও প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হইলে, এই বর্ত্তি রোগীর গুহ্যদেশে কিছুকাল অর্থাৎ যেপর্য্যন্ত উদরাধ্মানের নিবৃত্তি বা মলত্যাগ না হয়, তাবৎ প্রবেশ করাইয়া রাখিবে; এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা উরাধ্মানের নিবৃত্তি ও কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিকটুকাদ্যা বর্ত্তি। অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রবল এবং তজ্জন্য দাস্ত ও প্রস্রাব বন্ধ হইলে, এই বর্ত্তিতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মাখাইয়া রোগীর গুহ্য দেশে প্রবেশ করাইবে। ইহা দ্বারা বায়ু অনুলোম এবং কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া থাকে।

ত্রিকটুকাদ্যা বর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অলসক ও বিলম্বিকারোগে—মল ও মূত্ররোধ-চিকিৎসা।

বটপত্রী প্রলেপ। অলসক ও বিলম্বিকারোগে প্রস্রাব বন্ধ এবং রোগীর বস্তি স্থান স্ফীত হইলে, এই প্রলেপ বস্তিস্থানে লাগাইয়া দিবে। ইহা দ্বারা বস্তিগত বায়ু অনুলোম হয় এবং প্রস্রাব হইতে থাকে।

বটপত্রী প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আমলকী প্রলেপ। অলসক ও বিলম্বিকারোগে প্রস্রাব বন্ধ হইলে, বস্তি স্থানে এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

আমলকী প্রলেপ। শুষ্ক আমলকীর বীজগুলি পরিত্যাগ করিয়া, উহাকে জলে মর্দ্দন করিয়া বস্তি স্থানে প্রলেপ দিবে।

সুকুমার মোদক। অলসক ও বিলম্বিকারোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বাহ্য ও আময়িক অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, এই ঔষধ উষ্ণ জল সহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

সুকুমার মোদক। প্রস্তুতবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকারোগে—পথ্য।

অগ্নিমান্দ্য ও বিষমাগ্নিরোগের প্রথমাবস্থায় মধ্যাহ্নে অতিপুরাতন রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন, কই, খলিসা, শিঙ্গি ও মৌরলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র টাট্কা মৎস্যের ঝোল, বেতের ডগা, বেতোশাক, কচি মূলা, কাঁচাকলা, পটোল, শজিনার ডাটা, কচিবেগুন, গন্ধভাদুলেশাক, করোলা প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যঞ্জন ও অন্যান্য লঘুপাক দ্রব্য এবং রাত্রিতে খৈরমণ্ড, যবমণ্ড অর্থাৎ বার্লি, সাগু বা কাঁচামুগের যূষ পথ্য দিবে। ঐ রোগে সর্ব্বদা উষ্ণ জল পান এবং উষ্ণ জল শীতল করিয়া তাহাদ্বারা রোগীকে স্নান করান বিধেয়, এবং যাহাতে রাত্রিতে সুনিদ্রা হয়, এরূপভাবে শয়নের ব্যবস্থা করা উচিত। রোগ পুরাতন হইলে অথবা রোগ অনেকাংশে নিবৃত্ত হইলে, মধ্যাহ্নে ঐ সমস্ত দ্রব্য এবং রাত্রিতেও অন্নব্যঞ্জনাদি সহমত পথ্য দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তীক্ষ্ণাগ্নি-

রোগে পুনঃপুনঃ আহার এবং গুরুপাক ও শ্লেষ্মবৰ্দ্ধক দ্রব্য অর্থাৎ দধি প্রভৃতি ও অন্যান্য দ্রব্য রোগের প্রবলতা বিবেচনা করিয়া পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। এই রোগে আহারান্তে দিবানিদ্রা প্রশস্ত।

আমাজীর্ণরোগের প্রারম্ভে বা প্রকোপাবস্থায় অতি লঘুপথ্য, সাগু, যবমণ্ড অর্থাৎ বার্লি, অন্নমণ্ড বা খৈরমণ্ড রোগীকে প্রদান করিবে এবং অগ্নি সবল ও উপদ্রব সমূহ হ্রাস হইলে, অগ্নিমান্দ্যরোগের পথ্যবৎ প্রাতে অতি পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ও রাত্রিতে যবমণ্ড বা সাগু প্রভৃতি পথ্য দিবে এবং উষ্ণজল পান ও উষ্ণজল শীতল করিয়া রোগীকে স্নান করাইবে। রোগ নিবৃত্ত হইলে মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে অতি পুরাতন রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন ও ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল ও অন্যান্য ব্যঞ্জনাদি প্রদান করিবে। দেশ, কাল ও রোগীর প্রকৃতিভেদে রাত্রিতে সুজির রুটী ও ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল পথ্য দেওয়া যাইতে প্যরে; কিন্তু গুরুপাক দ্রব্য, অধিক পরিমাণে আহার, শীতল বা বাসি দ্রব্য পথ্য দেওয়া কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

বিষ্টব্ধাজীর্ণরোগেও আমাজীর্ণের ন্যায় রোগারম্ভে অতি লঘুপাক দ্রব্য পথ্য, উষ্ণজল পান এবং উষ্ণজলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে এবং রোগের বিবিধ উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে, আমাজীর্ণরোগের ন্যায় মধ্যাহ্নে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল এবং অগ্নিমান্দ্যরোগের পথ্যানুযায়ী বিবিধ দ্রব্যের ব্যঞ্জন, রাত্রিতে সাগু, যবমণ্ড, মুগেরযূষ বা মসূরযূষ প্রভৃতি এবং রোগী আরোগ্যলাভ করিলে মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল ও অন্যান্য পূর্ব্বোক্ত ব্যঞ্জনাদি পথ্য দিবে।

বিদগ্ধাজীর্ণেও পূর্ব্ববৎ লঘু অথচ পিত্তনাশক অন্ন পানীয় এবং অম্লপিত্ত-রোগের পথ্যানুসারে তিক্ত, মধুরাদি দ্রব্য অবস্থাবিশেষে পথ্য দেওয়া যায়। তক্র (ঘোল), কাঁজি প্রভৃতি অজীর্ণরোগীর পক্ষে সমধিক উপকারী।

বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকারোগের প্রবল অবস্থায়, রোগীকে প্রথমে লঙ্ঘন প্রদান কর্ত্তব্য, অনন্তর অতি লঘুপথ্য সাগু, যবমণ্ড, শটীরপালো, এরারুট, বা চিড়ার মণ্ড প্রভৃতি আবশ্যক মত সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ রোগের প্রকোপাবস্থায় উপবাস ও ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা উপদ্রবসমূহ নিবৃত্ত হইলে অগ্নির বল অনুসারে সাগু বা বার্লি প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যাইতে

পারে, তদনন্তর মলের পরিপক্কতা, প্রস্রাব পূর্ব্ববৎ নির্গমন, উদরাধ্মান, বমন, উদরের বেদনা প্রভৃতি নিবৃত্ত হইয়া, অগ্নি সবল হইলে ও ক্ষুধা যথোচিত প্রকাশ পাইলে, রোগীকে মধ্যাহ্নে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল এবং অগ্নিমান্দ্যরোগের পথ্যানুযায়ী পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। রাত্রিতে সাগু, যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্য এবং উষ্ণ জল পান করিতে দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ ভাবে কিছুদিন অতীত হইলে এবং শরীর সবল ও ক্ষুধা প্রকাশ পাইলে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে দুই বেলা অন্ন পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। যে পর্য্যন্ত রোগীর শারীরিক বল ও অগ্নিবল যথারীতি প্রকাশ না পায়, তাবৎ গুরুপাক দ্রব্য অর্থাৎ দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রদান করা উচিত নহে। শরীরের বল রক্ষার্থ পায়রা, কুক্কুট, হরিণ, খরগোশ ও লাবপক্ষী প্রভৃতির মাংসের অতি পাতলা যুষ রোগীকে প্রদান করা যাইতে পারে। বিসূচী, অলসক ও বিলম্বিকারোগে অতিসাবধানে রোগীকে পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য, যেহেতু পথ্যের অনিয়ম হইলে পুনর্ব্বার রোগ প্রবল হইয়া রোগীর প্রাণ নষ্ট করিতে পারে। অনিচ্ছাক্রমে বা অজীর্ণে পুনরায় ভোজন, রাত্রিজাগরণ, অধিক জলপান, পিষ্টক, আলু, ছানা, ক্ষীর, দধি, সরবৎ, মিঠাই, ঘৃত ও তৈল বহুল দ্রব্য, মাংস, ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধদ্রব্য একত্র ভোজন, সর্ব্বপ্রকার ডাইল, বাসি বা পচামৎস্যের ব্যঞ্জনাদি ও অধিক মিষ্ট দ্রব্য সেবন অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকারোগে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। যে পর্য্যন্ত রোগী সবল না হয়, ততদিন উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহা দ্বারা স্নান করান আবশ্যক।

অম্লপিত্ত-চিকিৎসা।

অম্লপিত্তরোগের লক্ষণ।

অম্লপিত্তের সাধারণ লক্ষণ। ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক, ক্লান্তিবোধ, বমন, তিক্ত অথবা অম্ল উদ্গার, শরীর ভারবোধ, বক্ষঃস্থল ও গলা জ্বালা এবং অরুচি এই সমস্ত অম্লপিত্তরোগের সাধারণ লক্ষণ।

অধোগত অম্লপিত্তের লক্ষণ। হরিৎ, পীত অথবা অন্যান্য বর্ণবিশিষ্ট দুর্গন্ধ পাতলা মল ভেদ এবং পিপাসা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, জ্ঞানের বিপর্য্যয়, বমনবেগ, শরীরের স্থানে স্থানে কোঠ (চক্রাকার) উৎপত্তি, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম, শরীরের পীতাভা, এই সমস্ত উপদ্রব অধোগত অম্লপিত্ত-রোগের লক্ষণ।

ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তের লক্ষণ। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে হরিৎ, পীত, নীল, কৃষ্ণ, ঈষৎ রক্তাভ বা রক্তাভ, মাংস প্রক্ষালিত জলের ন্যায় পিচ্ছিল, [কফ সংসৃষ্ট এবং বিবিধ বর্ণযুক্ত তিক্ত, অম্ল বা লবণ রসাত্মক বমন, ভুক্ত দ্রব্যের বিদগ্ধাজীর্ণ অবস্থায় অথবা অভুক্তাবস্থায় বমন করিলে তিক্ত বা অম্লরসাত্মক বমন এবং উদ্গারেও ঐরূপ তিক্ত বা অম্লরস প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই রোগে হৃদয়, কণ্ঠ ও কুক্ষিদেশে দাহ, শিরোবেদনা, হাত পা জ্বালা, শরীর সর্ব্বদা উষ্ণ বোধ, অত্যন্ত অরুচি, গাত্রে চুলকণা, মণ্ডলাকৃতি বহুসংখ্যক পীড়কার উৎপত্তি,অবিপাক ও বমন বেগ ; এই সমস্ত লক্ষণপ্রকাশ পায় এবং রোগী কফপিত্ত লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে।

বাতিক অম্লপিত্তের লক্ষণ। কম্প, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, শরীর ঝিন্‌ঝিন্ বোধ, অবসাদ, গাত্র বেদনা, অন্ধকারবৎ দর্শন,বিভ্রম,মোহ ও শরীর রোমাঞ্চ, এই সমস্ত লক্ষণ বাতিক অম্লপিত্তরোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক অম্লপিত্তের লক্ষণ। মুখ হইতে শ্লেষ্মক্ষরণ, শরীরের গুরুতা, জড়তা ও অবসাদ, অরুচি, শীতবোধ, বমি, কফলিপ্তপ্রায় বোধ, অগ্নি-মান্দ্য, বলহানি, কণ্ডু ও অতিশয় নিদ্রা, এই সমস্ত লক্ষণ অম্লপিত্তরোগে কফের আধিক্য থাকিলে প্রকাশ পায়।

বাতশ্লৈষ্মিক অম্লপিত্তের লক্ষণ। কম্প, প্রলাপ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি বাতিক অম্লপিত্তের লক্ষণ এবং মুখ হইতে শ্লেষ্মক্ষরণ, শরীর ভারবোধ ও জড়তা প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক অম্লপিত্তের লক্ষণ মিলিত ভাবে প্রকাশ পাইলে তাহাকে বাতশ্লৈষ্মিক অম্লপিত্ত কহে।

শ্লেষ্মপিত্তরোগের লক্ষণ। অন্ধকারবৎ দর্শন, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি,

আলস্য, শিরোবেদনা, প্রসেক, মুখের মধুর আস্বাদ, এই সমস্ত শ্লেষ্মপিত্তের লক্ষণ।

অম্লপিত্তরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। অম্লপিত্তরোগ অল্পদিন হইতে প্রকাশ পাইলে এবং যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে, উহা সাধ্য। বহু দিনোৎপন্ন এবং কুপথ্যসেবী ব্যক্তির অম্লপিত্ত অসাধ্য।

অম্লপিত্তরোগের চিকিৎসা-বিধি।

বিরুদ্ধ দ্রব্য, দূষিত অন্ন, বিদাহি দ্রব্য ও অন্যান্য পিত্তপ্রকোপকারী দ্রব্য ভোজনে পাচকাগ্নি বিরুদ্ধ হয় এবং তাহা হইতে উর্দ্ধগত ও অধোগত উভয়বিধ অম্লপিত্তরোগের প্রায় সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু বিদগ্ধাজীর্ণে অম্লপিত্তের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় না, অথচ বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে অনেক স্থলে অম্লপিত্তরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অধোগত অম্লপিত্তরোগে পৈত্তিক গ্রহণীর লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। সুতরাং সাধারণতঃ বিদগ্ধাজীর্ণ ও পৈত্তিক গ্রহণীর চিকিৎসার সহিত অম্লপিত্তরোগের চিকিৎসার সাদৃশ্য আছে। অম্ল-পিত্তরোগ প্রবল হইলে, যখন অন্যান্য বাহ্য লক্ষণ (গাত্রে কোঠ বা মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন ও পীড়কা প্রভৃতির উৎপত্তি) এবং হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি স্থানে শূল ও উদরে গুল্মাদি প্রকাশ পায়, তখন উহার চিকিৎসা সাধারণ চিকিৎসাপ্রণালী হইতে অনেকাংশে পৃথক্ বুঝিতে হইবে। উর্দ্ধগত এবং অধোগত উভয়বিধ অম্লপিত্তরোগেই পিত্তের আধিক্য প্রকাশ পায়। উর্দ্ধ-গত অম্লপিত্তরোগে অম্ল, তিক্ত বা কটু রসবিশিষ্ট বিবিধবর্ণের বমন এবং অধো-গত অম্লপিত্তরোগে বিবিধবর্ণের পাতলা দাস্ত হইয়া থাকে; অতএব বমন ও দাস্ত দ্বারা অম্লপিত্তরোগের গতি নিরূপণ করা যায়। অবস্থাবিশেষে এই বমন ও দাস্ত যুগপৎ লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা হইলে অম্লপিত্ত-রোগ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। বিদগ্ধাজীর্ণরোগ অহিতাচরণ বশতঃ পৈত্তিকগ্রহণী অথবা উভয়বিধ অম্লপিত্তে পরিণত হইতে পারে। বিবিধ-কারণে পাচকাগ্নির বিদাহই অম্লপিত্তের প্রধান কারণ।

অম্লপিত্তে বমন। বমন অম্লপিত্তরোগের একটী প্রধান উপদ্রব; কিন্তু উর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগেই বমন প্রবল হয়, অধোগত অম্লপিত্তরোগে সময় সময়

বমনবেগ মাত্র প্রকাশ পায় এবং শ্লেষ্মপিত্তরোগেও সময় সময় বমন প্রকাশ পাইয়া থাকে। অম্লপিত্তরোগে বমন অনেক স্থানে দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে, বিবিধ মুষ্টিযোগ ও বিবিধ ঔষধ দ্বারাও অনেক সময়ে উপকার পাওয়া যায় না। এই বমন বা উদ্গার, তিক্ত, অম্ল বা কটু প্রভৃতি রসবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, পিত্তের আধিক্য বা বিকৃতি বশতঃই ঐরূপ হয়, তথাপি ভুক্ত-দ্রব্যের অপরিপাক বশতঃ অম্লরসাত্মক বমন হইয়া থাকে। ক্রিমির প্রকোপ-বশতঃ অথবা ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়ার অন্তে তিক্তবহুল অম্লরসযুক্ত বমন প্রকাশ পায়; অনেক স্থলে তিক্ত, অম্ল, কটু রসাত্মক ভুক্ত দ্রব্যের রস হইতে, তিক্ত, অম্ল বা কটু রস বিশিষ্ট বমন প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই প্রকার বমনে পাচকাগ্নির ক্রিয়ার ব্যতিক্রম সহজেই অনুমিত হয়। এইরূপ বমন প্রকাশ পাইলে, ধাত্রীলৌহ ও সপ্তামৃতলৌহ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু অম্লপিত্তরোগে হৃৎশূল ও গুল্মশূলাদি উপদ্রব সকল প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে বমন থাকিলে, ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) ও অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অম্লপিত্তরোগে যাহাদের প্রায়শঃ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে; অথচ অজীর্ণ-জন্য উদরাধ্মান বা অন্য কোনরূপ উপসর্গ প্রবলভাবে প্রকাশ পায় না, তাহাদিগকে বিরেচনার্থ হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সপ্তাহে ২।১ দিন প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। বিরেচন দ্বারা অনেকাংশে বমনের নিবৃত্তি হয়; কিন্তু যাহাদের দাস্ত, উদরাধ্মান ও অজীর্ণজন্য বিবিধ উপদ্রব বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকে বিরেচক ঔষধ প্রদান না করিয়া, বমন নিবারণার্থ ধাত্রীলৌহ, ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে), সিতামণ্ডুর বা সপ্তামৃতলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তরোগে বমন ও দাস্ত, উভয় এক সময় প্রবল হইলে, প্রথমে বমন নিবারক ঔষধই প্রদান করা কর্ত্তব্য, কারণ এক সময়ে বমন ও দাস্ত উভয় বন্ধ করিলে রোগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা, অত-এব বমনের নিবৃত্তি ও তজ্জনিত বুক জ্বালা, হৃৎশূল ও পার্শ্বশূলাদি হ্রাস পাইলে দাস্ত নিবারণার্থ ঔষধ প্রদান করিবে; কেবলমাত্র পিত্তপ্রশমনার্থ পিত্তান্তক-রস বা মহাপিত্তান্তক রস, অধিক পাতলা দাস্ত হইলে দিবসে ১ বার মাত্র সেবন করিতে দিবে।

অম্লপিত্তে-উদরাময়। অধোগত অম্লপিত্তরোগে উদরাময় একটী

প্রধান উপসর্গ; উদরাময় প্রবল হইলে নানাবর্ণের পাতলা দাস্ত হইয়া থাকে। উদরাময় প্রবল রোগীর অবস্থানুসারে উদরাধ্মান এবং কটি, পার্শ্ব ও গ্রীবা প্রভৃতি সন্ধিস্থানে সময় সময় বেদনাও প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং রোগী অনেক সময় আমবাত বা বাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত বলিয়া মনে করে; প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ বাত, অম্লপিত্তাশ্রিত উদরাময় ও উদরাধ্মানাদি উপসর্গ নিবৃত্ত না হইলে, দূরীভূত হয় না, তবে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা কিছু সময়ের জন্য প্রশমিত হইতে পারে। উদরাময় নিবারণার্থ অমৃতার্ণব রস, গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা, শঙ্খবটী, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস বা লবঙ্গাদ্যমোদক রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উদরাময় পুরাতন হইলে এবং মলের সহিত আম লক্ষিত হইলে, মহারাজ নৃপতিবল্লভরস বা বিজয়পর্পটী প্রভৃতি ঔষধ যথানিয়মে প্রয়োগ করিলে, সমধিক উপকার হয়। এই অবস্থায় পিত্তান্তক রস ও মহা-পিত্তান্তকরস অতিশয় উপকারী। উদরাময় এবং বমন যুগপৎ প্রকাশ পাইলে প্রথমে বমন নিবারক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বমনের নিবৃত্তি করিয়া পশ্চাৎ উদরাময় নিবারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

অম্লপিত্তে উদরাধ্মান। অম্লপিত্তরোগে সাধারণতঃ উদরাধ্মান সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না; কিন্তু কাহারও কাহারও অজীর্ণদোষবশতঃ উদরাধ্মান প্রকাশ পায়; ঐ সকল ব্যক্তি অনেক সময়ে বাতকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় অর্থাৎ কটি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও গ্রীবা প্রভৃতিস্থানে সময় সময় বেদনা অনুভব করে। উদরাধ্মান হইতেও অনেক সময় পাতলা দাস্ত হইয়া থাকে, অবস্থাভেদে আবার ঐ উদরাধ্মান ক্রমশঃ হ্রাস পায়, এরূপ অবস্থায় চিন্তামণি রস, চতুর্মুখ রস অথবা বৃহৎ বাতচিন্তামণি অপরাহ্নে ব্যবস্থা করিবে, এবং রোগীর উদরে উষ্ণজল দ্বারা সেক প্রদান করিবে। উদরাধ্মান প্রবল হইলে অতিশয় লঘু পাক অন্ন পানীয় ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অবস্থাভেদে রাত্রিতে অন্নাহার পরিত্যাগের পরামর্শ দেওয়া উচিত।

অম্লপিত্তে-চিত্তচাঞ্চল্য ও শিরঃকম্প। অম্লপিত্তরোগে বায়ুর প্রবলতা বশতঃ মনের অস্থিরতা, মানসিক দুর্ব্বলতা ও শরীরের কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে; অনেকের রাত্রিতে একবারে নিদ্রা হয় না

এবং নিদ্রার অভাব প্রযুক্ত সর্ব্বদাই দুর্ব্বলতা অনুভূত হয়। এইরূপ অবস্থা ঊর্দ্ধগত ও অধোগত উভয়বিধ অম্লপিত্তেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। নিদ্রার অভাব প্রযুক্ত মানসিক দুশ্চিন্তা, উদরাধ্মান ও তজ্জনিত বহুবিধ উপদ্রব সংঘটিত হয়; এই অবস্থায় বায়ু পিত্তাশ্রিত হওয়ায় শীতল ক্রিয়া দ্বারা আশু কিয়দংশে উপকার পাওয়া যায়। রাত্রিতে নিদ্রার অভাব, শিরোঘূর্ণন ও শরীর কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, গুড়ূচ্যাদি তৈল, বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি তৈল বা বাতব্যাধিচিকিৎসায় বক্ষ্যমাণ মধ্যমনারায়ণ তৈল বা ত্রিশতিপ্রসারণী তৈলাদি বাহ্য প্রয়োগে এবং চিন্তামণিরস, বৃহৎবাতচিন্তামণি বা বীরেশ্বর রস প্রভৃতি ঔষধ সেবনে অনেকাংশে উপকার সাধিত হয়; কিন্তু রোগীর উদরাময় প্রবল থাকিলে, কেবলমাত্র ঐ সকল ঔষধের উপর নির্ভর না করিয়া উদরাময় নাশক পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সকল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তে শিরোঘূর্ণন ও মানসিক দুর্ব্বলতা নিবারণার্থ পূর্ব্বোক্ত বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ঔষধের সহিত শতাবরীঘৃত প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু উদরাধ্মান বা পাতলা দাস্ত অথবা অম্লোদ্গার থাকিলে ঘৃত ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে।

অম্লপিত্তে-শূল। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে হৃদয়, মস্তক, গ্রীবা ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পায় এবং ঐ বেদনার সময় সময় হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কারণ অম্লোদ্গার ও বমন প্রভৃতি উপদ্রবের সহিত হৃদয়, গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনার সম্বন্ধ রহিয়াছে; সুতরাং অম্লোদ্গার, উদরাধ্মান প্রভৃতির নিবৃত্তি হইলে, আবার ঐ সকল বেদনা অনেকাংশে হ্রাস পায়। অম্লপিত্তরোগে বায়ু ও পিত্তের আধিক্য বশতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগে, কুক্ষিদেশে ও উদরে শূল প্রকাশ পাইলে, বিরেচনার্থ অগস্ত্যচূর্ণ বা হরীতকীখণ্ড ২।১ দিন অন্তর রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই প্রকার শূল প্রথমাবস্থায় বক্ষঃস্থলেই প্রকাশ পায়, অনন্তর হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি অন্যান্য স্থানেও প্রকাশিত হয়। এইরূপ শূলে ধাত্রীলৌহ, ত্রিফলা-মণ্ডূর, সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক, বিদ্যাধরাভ্র ও সপ্তামৃতলৌহ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঐ সকল ঔষধ সেবনে অম্লোদ্গার, বমন এবং তজ্জনিত শূলাদির নিবৃত্তি হয়; কিন্তু রোগীর উদরাধ্মান প্রবল থাকিলে চিন্তামণিরস, বৃহৎ বাতচিন্তামণি বা

চতুর্ম্মুখরস তৎসঙ্গে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যে সমস্ত অম্লপিত্তরোগীর দাস্ত, অজীর্ণদোষ ও তৎসঙ্গে শূল প্রবল থাকে, তাহাদিগকে মহাশঙ্খ বটী, বৃহৎ নৃপতিবল্লভ বা মহারাজ নৃপতিবল্লভ সেবন করাইবে; কিন্তু অম্লপিত্তশূলে দাস্ত ও বমন উভয়ই প্রবলরূপে প্রতীয়মান হইলে, প্রথমাবস্থায় বমন নিবর্ত্তক ঔষধ সমূহ ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

অম্লপিত্তে-জ্বর। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে রোগীর দাস্তবন্ধ হয় ও অনেক সময় জ্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু ঐ জ্বর অল্পবেগেই প্রকাশ পাইতে দেখা যায় এবং তৎসঙ্গে উদরাধ্মান, বমন প্রভৃতি লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় স্নান, আহার বন্ধ অথবা রুক্ষগুণযুক্ত ঔষধ সেবন করাইলে ঐ জ্বর কোনও মতে হ্রাস পায় না, আবার অনেক স্থলে স্নান আহারেও রোগ কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না, এইরূপ দেখা গিয়াছে কিন্তু, উদরাধ্মান,বমন ও দাস্ত প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে স্নান ও আহারের নিয়ম প্রতি পালনের সহিত রোগীকে যথানিয়মে জ্বরঘ্ন ঔষধ অর্থাৎ বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ, সর্ব্বজ্বরহর-লৌহ বা পুটপক্ক বিষম জ্বরান্তকলৌহ প্রভৃতি বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থা করিবে।

অম্লপিত্তে-কোষ্ঠবদ্ধ। অম্লপিত্তরোগে প্রায়শঃ কোষ্ঠ বদ্ধের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় প্রায়শঃ উদরাধ্মান লক্ষিত হয়, এবং কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাধ্মান বশতঃ আবার পিত্তাশ্রিত শূল ও গুল্ম বৃদ্ধি পাইতেও দেখা যায়। এইরূপ উদরাধ্মান, শূল ও গুল্ম প্রভৃতি একত্র প্রকাশ পাইলে রোগ অত্যন্ত কঠিন হয় অর্থাৎ উহার চিকিৎসায় ফল লাভ করা প্রায়শঃ কষ্ট-কর হইয়া থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় রোগীর উদরাধ্মান থাকিলে, তাহার প্রতীকার করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; যেহেতু আধ্মানের নিবৃত্তি না হইলে, বিরেচক ঔষধ সেবনদ্বারা বিশেষ কোন উপকার হয় না, আবার বিবেচনক্রিয়া ভিন্ন গুল্ম (চাকা বা চাপ) অথবা শূলেরও নিবৃত্তি হয় না; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে উদরাধ্মান নিবারণার্থ বাতানুলোমক চিন্তামণিরস বা চতুর্ম্মুখরস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ বৈকালে প্রয়োগ করা আবশ্যক। উদরাধ্মানের কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইলে, অগস্ত্যচূর্ণ বা হরীতকীখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ বিরেচনার্থ রোগীকে ২।৩ দিন অন্তর প্রাতে সেবন করিতে দিবে, ঐ সকল ঔষধ সেবনে ২।১ বার

দাস্ত হইলে শূল নিবারণার্থ যথোক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যথা-রীতি কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে শূল অনেকাংশে নিবৃত্ত হয়, গুল্মও হ্রাস পায়, এবং অম্লপিত্তরোগের সমস্ত উপদ্রবও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাইয়া থাকে; কিন্তু অধোগত অম্লপিত্ত রোগীকে বিরেচন ঔষধ অতি সাবধানে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে ২।১ বার প্রত্যহ কোষ্ঠাশ্রিত মল সহজে নির্গত হয়, এইরূপ মৃদু ঔষধ ব্যতীত কখনও তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে। এই জন্যই শাস্ত্রে অধোগত অম্লপিত্তরোগীর মৃদু বিরেচন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যেহেতু অধিক পাতলা দাস্ত হইতে পুনরায় উদরাময় জন্মিবার আশঙ্কা। অধোগত অম্লপিত্তে শিরোঘূর্ণন, শূল, গাত্রদাহ ও বমনবেগ প্রভৃতি উপদ্রব সকল উপস্থিত হয়, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং তন্নিবারণার্থ চেষ্টাকরা একান্ত কর্ত্তব্য। যে সকল অম্লপিত্তরোগীর অজীর্ণ দোষ প্রবল অথচ তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং বক্ষঃস্থল ও হাত পা জ্বালা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে বিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে না; কেবল মাত্র, মহাশঙ্খবটী, ভাস্করলবণ প্রভৃতি ও অন্যান্য উপদ্রবের জন্য যথানির্দ্দিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অম্লপিত্তে-গাত্রদাহ। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে রোগীর হস্ত, পদ প্রভৃতি স্থানে সময় সময় জ্বালা বোধ হয়; ঐ জ্বালা সময় সময় এত বৃদ্ধি পায় যে রোগীর নিদ্রার পর্য্যন্ত ব্যাঘাত হয়, আবার সময় সময় উহা স্বয়ং কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়া থাকে; এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীর গাত্রে গুড়ূচ্যাদিতৈল বা বৃহৎ গুড়ূচ্যাদিতৈল মালিশ করিতে দিবে এবং গুড়ূচ্যাদিলৌহ বা ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি ঔষধ অনুপান বিশেষে সেবন করাইবে। রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং উদরাধ্মান বা অজীর্ণদোষ বিদ্যমান না থাকিলে, তাহাকে তিক্তকঘৃত, মহাতিক্তঘৃত বা পঞ্চ-তিক্তকঘৃত সেবন করাইলে ঐ জ্বালা সত্বরই বিনষ্ট হয়। অম্লপিত্তরোগে অজীর্ণদোষ বা অম্লোদ্গার অবস্থায় ঘৃত সেবনে বিশেষ উপকার হয় না, বরং অনিষ্ট ঘটে; অতএব বিবেচনা পূর্ব্বক রোগীকে ঘৃত সেবন করিতে দিবে।

অম্লপিত্তে-গাত্রকণ্ডূ ও পীড়কা। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে গাত্র-কণ্ডূ, পীড়কা প্রভৃতি লক্ষিত হয় এবং তৎসঙ্গে বমন, দাহ প্রভৃতি লক্ষণও

প্রকাশ পাইয়া থাকে ; এইরূপ অবস্থায় রোগীকে বিরেচনার্থ বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড সেবন করিতে দিবে ; উহাদ্বারা বিরেচন হইলে পীড়কার নিবৃত্তি হয়। এই অবস্থায় তিক্তক ঘৃত বা মহাতিক্তক ঘৃত রোগীর অগ্নিবল বুঝিয়া সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

শ্লেষ্মপিত্তের চিকিৎসা। শ্লেষ্মপিত্তরোগেও অম্লপিত্তের ন্যায় বমন, মূর্চ্ছা ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ; অধিকন্তু শিরোবেদনার আধিক্য প্রায়শঃ লক্ষিত হয়। অম্লপিত্তরোগে বমন, মূর্চ্ছা, অরুচি প্রভৃতি অবস্থায় যে সমস্ত ঔষধ পৃথক্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে, শ্লেষ্মপিত্তরোগেও ঐ সকল অবস্থায় সেই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। মূর্চ্ছা, নিদ্রার অভাব ও শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি অবস্থায় বীরেশ্বর রস, বৃহৎ বীরেশ্বর রস বা শ্লেষ্মপিত্তান্তক রস সেবন করিতে দিবে। রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য ও গাত্রদাহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়।

অম্লপিত্তরোগে—ঔষধ।

বাসাদি ক্বাথ। অম্লপিত্তরোগে রোগীর জ্বর, গাত্রকণ্ডু ও গাত্রজ্বালা লক্ষিত হইলে, এই ক্বাথ শীতলাবস্থায় তাহাকে অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে।

বাসাদি ক্বাথ। বাসক ছাল, পদ্মগুলঞ্চ ও কণ্টকারী ; এই তিনটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ত্রিফলাদি ক্বাথ। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে জ্বর, বমন ও গাত্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া শীতল করত বৈকালে সেবন করিতে দিবে।

ত্রিফলাদি ক্বাথ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পলতা ও কটুকী ; এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; শীতল হইলে প্রক্ষেপ ইক্ষুচিনি, যষ্টিমধু চূর্ণ ও মধু এই সকল সমভাগে মিলিত ॥০ তোলা।

গুড়ূচ্যাদিক্বাথ। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে হাত পা জ্বালা, জ্বর, বমন

গাত্রকণ্ডূ ও পীড়কা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই কাথ শীতল করত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

গুড়ূচ্যাদি কাথ। পদ্মগুলঞ্চ, নিমছাল, পটোলপত্র, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা। শীতল হইলে প্রক্ষেপ মধু ॥০ তোলা।

দশাঙ্গ কাথ। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে হাত পা জালা, জ্বর, বমন, গাত্রকণ্ডূ বা পীড়কা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ শীতল করত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দশাঙ্গ কাথ। বাসকছাল, পদ্মগুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, চিরতা, ভৃঙ্গরাজ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পটোলপত্র; এই সমুদয় সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। শীতল হইলে প্রক্ষেপ মধু ॥০ তোলা।

পটোলাদি কাথ। পিত্তশ্লেষ্মরোগে অথবা অম্লপিত্তরোগে পিত্তশ্লেষ্মা প্রবল হইলে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বর, বমন, গাত্রকণ্ডূ ও ভ্রম প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পটোলাদি কাথ। পটোলপত্র, শুঁঠ, পদ্মগুলঞ্চ ও কট্‌কী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

বৃহৎ এলাদি চূর্ণ। অম্লপিত্তরোগে গাত্রজালা, জ্বর ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ কিঞ্চিৎ মধুসহ অথবা ইক্ষু-চিনি সহ অপরাহ্নে বা মধ্যাহ্নে সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ এলাদি চূর্ণ। এলাইচ, চাঁপাবৃক্ষের ছাল, রক্তচন্দন, হরীতকী, ধনে, রক্তচিতা, আমলা, গোরক্ষচাকুলে, পলুতা ও মুথা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ও মধু প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে রোগীর বমন, শূল ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ। শোধিত হিং ১ ভাগ, নির্ম্মলীফল ২ ভাগ, তেঁতুলছাল ৪ ভাগ এবং গব্য-ঘৃত ৮ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া একটী পাত্রে রাখিয়া মুখবন্ধ করত পাক করিবে এবং ভস্মীভূত হইলে উহার পাক সম্পন্ন হইয়াছে জানিবে। মাত্রা ।০ আনা।

পিত্তান্তক রস। অধোগত অম্লপিত্তরোগে বমনবেগ, দাস্ত, ভ্রান্তি ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ধনে ও পলূতা ভিজান জল।

পিত্তান্তকরস। জাতীফল, জটামাংসী, কুড়, তালীশপত্র, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, লবঙ্গ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্ব-সমান রৌপ্য ভস্ম; একত্র জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

মহাপিত্তান্তক রস। অধোগত অম্লপিত্তরোগে প্রবল বমনবেগ, অরুচি, দাস্ত ও উদরে শূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ অপরাহ্নে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে ঐ সমস্ত উপদ্রব শীঘ্রই দূরীভূত হয়। অনুপান—ধনে ও পলূতা ভিজান জল।

মহাপিত্তান্তক রস। পিত্তান্তক রসে স্বর্ণমাক্ষিকের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ মিশ্রিত করিলে তাহাকে মহাপিত্তান্তক রস কহে।

বীরেশ্বর রস। অম্লপিত্ত ও শ্লেষ্মপিত্তরোগে নিদ্রার অভাব, হাত পা জ্বালা এবং ভ্রম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অথবা শ্লেষ্মপিত্তরোগে রোগীর মূর্চ্ছা, অন্ধকারবৎ দর্শন এবং অন্যান্য লক্ষণ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সন্ধ্যাকালে বা অপরাহ্নে ক্ষেতপাপড়ার রস সহ সেবন করাইবে। নিদ্রার-অভাব ও তজ্জনিত অন্যান্য উপদ্রব প্রবল হইলে, ইহা সমধিক উপকারী।

বীরেশ্বর রস। রসসিন্দুর, তামা, অভ্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, কাকড়াশৃঙ্গী, বচ, সোহাগারথৈ, বামনহাটী, হরীতকী, বালা ও ধনে; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া পটোলপত্ররস অথবা ক্ষেতপাপড়ার রস দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

বৃহৎ বীরেশ্বর রস। অম্লপিত্তরোগে বা শ্লেষ্মপিত্তরোগে নিদ্রার অভাব, হাত পা জ্বালা, ভ্রম ও অন্যান্য লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে এবং শ্লেষ্ম-পিত্তরোগে রোগীর মূর্চ্ছা, অন্ধকারবৎ দর্শন ও অন্যান্য বাতজনিত লক্ষণ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সন্ধ্যার সময় বা অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের নিদ্রার অভাব এবং তজ্জনিত অন্যান্য লক্ষণ সকল অনেক দিন হইতে প্রকাশ পায়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনু-পান—ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু।

বৃহৎ বীরেশ্বর রস। স্বর্ণসিন্দুর, রূপা, স্বর্ণ, অভ্র, হরিতাল, রস, গন্ধক, সোহাগার খৈ, শুঁঠ, বামনহাটী, হরীতকী, বালা ও ধনে; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ক্ষেতপাপড়ার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

শ্লেষ্মপিত্তান্তক রস। শ্লেষ্মপিত্তরোগে মূর্চ্ছা, ভ্রম, বমন, আলস্য ও শিরোবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে পিত্তজনিত উপদ্রব সমূহও দূরীভূত হয়। অনুপান—হরীতকী, পিপুল, গুড় ও শুঁঠচূর্ণ সমভাগ।

শ্লেষ্মপিত্তান্তক রস। রসসিন্দুর, তাম্র, লৌহ, রক্তচিতা, গন্ধক, সোহার খৈ, চিরতা, ইন্দ্রযব, রাস্না, পদ্মগুলঞ্চের পালো ও পদ্মকাষ্ঠ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ক্ষেতপাপড়ার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

পিত্তান্তকলৌহ। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে রোগীর উদরে ও কুক্ষি-দেশে বেদনা, হাত পা জ্বালা, জ্বর, গাত্র-কণ্ডু ও পীড়কা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ পটোল পত্রের রসসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বক্ষঃস্থলে জ্বালা, কুক্ষিদেশে বেদনা ও অম্লপিত্তাশ্রিত গাত্রকণ্ডু প্রভৃতিতেও ইহা অতিশয় উপকারী।

পিত্তান্তকলৌহ। পারদ, গন্ধক, অভ্র, জাতীফল, লবঙ্গ, কুড়, দারুচিনি, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিরতা, সৈন্ধবলবণ, রসসিন্দুর, তাম্র, বঙ্গ, পলাশবীজ, মুথা, যমানী ও তেজপাতা; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা ও লৌহ ২৫ তোলা; এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া পটোলপত্র, গীমা, হিঞ্চা, নিমপাতা ও আপাঙ্‌ ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি।

পানীয়ভক্ত বটিকা। অম্লপিত্তরোগে উদরে বা কুক্ষিদেশে শূল, পার্শ্ব-শূল, মন্দাগ্নি ও গ্রহণীদোষ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—চাউলধোয়া জল।

পানীয়ভক্ত বটিকা। তেউড়ীমূল, মুথা, হরীতকী, আমলা, বহেঁড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা; পারদ ও গন্ধক ইহাদের প্রত্যেকে ॥০ তোলা এবং লৌহ, অভ্র ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া ত্রিফলার ক্কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী ৪ রতি।

অম্লপিত্তান্তক রস। অম্লপিত্তরোগে গাত্রদাহ, কুক্ষিশূল, বমনবেগ

প্রভৃতি উপদ্রব অথবা ঊর্দ্ধগত বা অধোগত অম্লপিত্তের লক্ষণ সকল লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু অথবা ধনে ও পলুতার জল।

অম্লপিত্তান্তক রস। সিন্দুর, অভ্র ও লৌহ; এই সকল সমভাগ এবং সর্ব্ব সমান হরীতকী চূর্ণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, জলে পেষণ করিবে। বটী ৫ রতি।

শুণ্ঠীখণ্ড। অম্লপিত্তরোগে হৃদয় ও কুক্ষিদেশে শূল, অগ্নিমান্দ্য, বমন ও কটিদেশ বা সন্ধিস্থানে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মাশ্রিত বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত অম্লপিত্তে অতিশয় উপকারী।

শুণ্ঠীখণ্ড। শুঁঠ চূর্ণ ৩২ তোলা, ইক্ষুচিনি /২ সের, গব্য ঘৃত /১ সের ও গোদুগ্ধ /৮ সের; এই সমুদয় একত্র পাক করিয়া পাকশেষে পাত্র নামাইয়া উষ্ণাবস্থায় আমলকী, ধনে, মুথা, জীরা, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, কৃষ্ণজীরা ও হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১।৷৹ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিয়া শীতল হইলে মধু ২৪ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা।৹ আনা।

সৌভাগ্যশুণ্ঠী মোদক। অম্লপিত্তরোগে অগ্নিমান্দ্য ও তৎসঙ্গে গাত্রবেদনা ও ভার বোধ, কুক্ষিশূল, হৃৎশূল, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল ও রোগীর অলসতা প্রভৃতি বাতশ্লৈষ্মিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক অম্লপিত্তের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ শীতল জল বা গোদুগ্ধ সহ সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা অম্লপিত্তরোগে অতিশয় উপকারী এবং পুষ্টিকারক, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

সেভাগ্যশুণ্ঠী মোদক। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ভৃঙ্গরাজ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কুড়, যমানী, লৌহ, অভ্র, কাকড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, মুথা, এলাইচ, জাতীফল, জটামাংসী, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর; পদ্মযাত্রা, শটীর পালো, যষ্টিমধু, লবঙ্গ ও রক্তচন্দন; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বচূর্ণের সমষ্টির সমান শুঁঠ চূর্ণ এবং শুঁঠ চূর্ণ ও অন্যান্য চূর্ণের সমষ্টির দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি ও সমুদয়ের চতুর্গুণ গব্য দুগ্ধ। প্রথমে গোদুগ্ধে চিনি পাক করিয়া অনন্তর অতি মৃদু অগ্নিতাপে অন্যান্য চূর্ণ ঐ চিনির সহিত মোদকবৎ পাক করিয়া নামাইবে। মাত্রা ৷৷৹ তোলা বা ১ তোলা।

শতাবরী ঘৃত। অম্লপিত্তরোগে রোগীর মূর্চ্ছা, নিদ্রানাশ, গাত্রদাহ,

পিত্তাধিক্য বা বিবিধ উপদ্রব জনিত মানসিক দুর্ব্বলতা অর্থাৎ চিত্ত চাঞ্চল্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে। উদরাময়ের প্রবল অবস্থায় ঘৃত সেবন করাইবে না। সাধারণতঃ মন্দাগ্নি থাকিলে অল্প পরিমাণে অপরাহ্নে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা শুক্র ও বল বর্দ্ধক। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

শতাবরী ঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। শতমূলীর স্বরস ৪ সের। গোদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শতমূলী /১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ।০ আনা।

জীরকাদ্য ঘৃত। শ্লেষ্মপিত্তরোগে মন্দাগ্নি, বমন ও অরুচি প্রকাশ পাইলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

জীরকাদ্য ঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথাবিধানে মূর্চ্ছাপাক করিবে। পাকার্থ জল—১৬ সের। কল্কদ্রব্য—কৃষ্ণজীরা ৩২ তোলা ও ধনে ২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ।০ আনা।

নারায়ণ ঘৃত। অম্লপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় গাত্রজ্বালা, বমন ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এবং রোগীর উদরাময় ও উদরাধ্মান প্রভৃতি বিদ্যমান না থাকিলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

নারায়ণ ঘৃত। গব্যঘৃত /৫ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছা পাক করিবে। কল্কদ্রব্য—দ্রাক্ষা, আমলকী, পটোলপত্র, শুঁঠ, কট্‌কী ও বচ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা। কাথ্য দ্রব্য—পিপুল /২ সের, জল ২০ সের, শেষ /৫ সের। পদ্মগুলঞ্চরস /৪ সের। আমলকীর রস /৭॥০ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ।০ আনা।

শ্রীবিল্বতৈল। অম্লপিত্তরোগে রোগীর উদরাময়, হাত পা জ্বালা, শরীরের সমধিক দুর্ব্বলতা ও জ্বরভাব প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, রোগের পুরাতন অবস্থায়, এই তৈল তাহাকে নাভিদেশে ও অন্যান্য অঙ্গে মালিশ করিতে দিবে। ইহা উদরাময় প্রশমক ও পুষ্টিকারক। স্ত্রীদিগের সূতিকারোগে উদরাময় অবস্থায় এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শ্রীবিল্বতৈল। তিলতৈল ৪ সের। কাথ্য দ্রব্য—কচি বেলশুঁঠ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। আমলকীরস ৪ সের। ছাগীদুগ্ধ ৮ সের। কল্কদ্রব্য—আমলা, লাক্ষা, হরীতকী, মুথা, রক্তচন্দন, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতচন্দন, কুড়, এলাইচ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুল্‌ফা ও পুনর্ণবা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

অম্লপিত্তে—বমন-চিকিৎসা।

ধাত্রীলৌহ। অম্লপিত্তরোগে অম্লরস বিশিষ্ট বমন হইলে অথবা তিক্ত বা অম্লরস বিশিষ্ট উদ্গার উঠিলে, এই ঔষধ অপরাহ্নে পটোল পত্র-রস অথবা ধনে ও পলূতা ভিজান জল সহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তরোগে বমনের সঙ্গে হাত পা জ্বালা এবং কুক্ষিদেশে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা বা শূল প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধে ঐ সমস্তই বিনষ্ট হয়। ইহা অত্যন্ত উপকারী।

ধাত্রীলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে)। অম্লপিত্তরোগে ভোজনের অন্তে বা অপরাহ্নে অথবা অন্য সময়ে অম্লরস বিশিষ্ট বমন বা অম্লোদ্গার হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরে ও কুক্ষিদেশে শূল এবং জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ অসহনীয় হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তাশ্রিত শূলরোগে ইহা অতিশয় উপকারী। অম্লপিত্তাশ্রিত হাত পা জ্বালা ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব এই ঔষধে বিনষ্ট হয়। ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে ইহা সেবন করিলে উৎকট শূলরোগ বিনষ্ট হয়।

ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে)। কুট্টিত যবতণ্ডুল ৩২ তোলা, পাকার্থ জল ১২৮ তোলা শেষ ৩২তোলা; বস্ত্রপূত শতমূলীর রস, আমলকীররস, দধি ও দুগ্ধ ইহাদের প্রত্যেকে ৬৪ তোলা; ভূমিকুষ্মাণ্ডেররস, গব্য ঘৃত ও ইক্ষুরস ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া গোমূত্র দ্বারা শোধিত ও চূর্ণীকৃত মণ্ডূর ৪৮ তোলা উহাতে প্রদান করত পাক করিবে; পাক শেষে অতি মৃদু অগ্নিসন্তাপে জীরা, ধনে; দারুচিনি, তেজপাতা এলাইচ, গজপিপ্পলী, মুথা, হরীতকী, লৌহ, অভ্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রেণুক, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তালীশ-

পত্র ও নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। মাত্রা।০ আনা হইতে ১ তোলা।

সপ্তামৃত লৌহ। অম্লপিত্তরোগে ভোজনের অন্তে বা অপরাহ্নে অম্লরস বিশিষ্ট বমন হইলে, এই ঔষধ রোগীকে মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। ইহা অম্লপিত্তাশ্রিত শূলরোগেও অতিশয় উপকারী। অনুপান—গোদুগ্ধ।

সপ্তামৃত লৌহ। প্রস্তুতবিধি ১১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সিতামণ্ডূর। অম্লপিত্তরোগে আহারের পর, মধ্যাহ্নে অথবা অন্য কোন সময়ে বমন হইলে, এই ঔষধ রোগীকে আহারের পূর্ব্বে সেবন করিতে দিবে। ইহা অম্লপিত্ত জনিত শূলরোগে অতিশয় উপকারী। হাত পা জ্বালা, মূর্চ্ছা, শূল ও দাহ প্রভৃতি উপদ্রব অম্লপিত্তের সহিত প্রকাশ পাইলে, তাহাও এই ঔষধে বিনষ্ট হয়। অনুপান—শীতল গোদুগ্ধ।

সিতামণ্ডূর। মণ্ডূর অগ্নিতে দগ্ধ করত ক্রমান্বয় সাতবার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে ও রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। এই নিয়মে মণ্ডূর চূর্ণ ৮০ তোলা, ইক্ষুচিনি ৪০ তোলা, পুরাতন গব্যঘৃত ৬৪ তোলা, গব্য দুগ্ধ ১২৮ তোলা, এই সমস্ত একত্র মৃদু অগ্নিতে লৌহপাত্রে পাক করিবে, পাক সিদ্ধ হইলে পাত্র নামাইয়া উষ্ণ থাকিতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যষ্টিমধু, এলাইচ, দুরালভা, বিড়ঙ্গশাস, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কুড় ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, উহাতে প্রদান করিবে এবং শীতল হইলে মধু ১৬ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৷৷০ তোলা।

অম্লপিত্তে—উদরাময়-চিকিৎসা।

অমৃতার্ণবরস। অধোগত অম্লপিত্তরোগে জলবৎ বা শ্লেষ্মসংযুক্ত পাতলা দাস্ত হইলে এবং উদরে শূল বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় অথবা ১ বার মাত্র সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মুথার রস অথবা ভাজা জীরা চূর্ণ ও মধু।

অমৃতার্ণবরস। প্রস্তুতবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা। অধোগত অম্লপিত্তরোগে জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরে বেদনা ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান

থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় বা ১ বার মাত্র সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা। প্রস্তুতবিধি ৩:৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস। অধোগত অম্লপিত্তরোগে রোগীর পাতলা দাস্ত এবং তৎসঙ্গে বুকে, পৃষ্ঠে, কুক্ষিদেশে বা কটিদেশে বেদনা প্রভৃতি বাতের উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এবং শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত ও উদরাময়জনিত যাবতীয় উপসর্গ বিনষ্ট হয়, বিশেষতঃ ইহা অত্যন্ত বল ও শুক্রবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকারক। অনুপান—অত্যন্ত পাতলা দাস্ত হইলে ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু এবং দাস্তের তাদৃশ তারল্য না থাকিলে পানের রস ও মধু।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস। প্রস্তুতবিধি ৩০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী। অধোগত অম্লপিত্তরোগে উদরাময় প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ আমসংযুক্ত পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে উদরাধ্মান, কটি, পৃষ্ঠ ও কুক্ষিস্থানে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী। প্রস্তুতবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহারাজ নৃপতিবল্লভ রস। অধোগত অম্লপিত্তরোগে প্রত্যহ বা ২।৩ দিন অন্তর মুহুর্ম্মুহুঃ জলবৎ পাতলা দাস্ত অথবা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে ও তৎসঙ্গে রোগীর বমন এবং হৃদয়, পার্শ্ব বা কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও অজীর্ণদোষ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অম্লপিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় বা একবার মাত্র প্রযোজ্য। অনুপান—ভাজা জীরা-চূর্ণ ও মধু।

মহারাজ নৃপতিবল্লভ রস। প্রস্তুতবিধি ২৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসপর্পটী। অধোগত অম্লপিত্তরোগে বাতশ্লেষ্মাধিক্য রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে এবং ঐরূপ দাস্ত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে, যখন অন্যান্য ঔষধে

উপকারের আশা থাকে না, তখন তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তরোগে যাহাদের উদরাময়ের প্রবলতা বশতঃ যাবতীয় সন্ধিস্থানে বেদনা এবং উর্দ্ধ শ্লেষ্মগত রোগ সকল প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে এই ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন কালে অতি লঘুপাক পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু দুগ্ধ প্রতিদিনই সহ্যমত সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধের সেবন বিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসপর্প্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজয়পর্প্পটী। অধোগত অম্লপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ উদরাময় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে, যখন অন্যান্য ঔষধে উপকারের আশা থাকে না, সেই সময় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে উদরাময়াশ্রিত আমবাত প্রশমিত এবং শারীরিক বলবৃদ্ধি হয়। অম্লপিত্ত-রোগে ইহা উদরাময় নাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এই ঔষধ সেবনকালে প্রতি-দিন লঘুপাক অন্ন ও ব্যঞ্জন এবং দুগ্ধ সহ্যমত পথ্য দিবে। ইহার সেবন ও পথ্যবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজয়পর্প্পটী। প্রস্তুতবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শঙ্খবটী। অধোগত অম্লপিত্তরোগে পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে উদরা-ধ্মান, বুকজ্বালা, অথবা দুর্গন্ধ উদ্গার থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যে সকল ব্যক্তির উদরাধ্মান বা উদ্গার প্রকাশ পায় না এবং কেবল মাত্র দাস্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষেও ইহা দ্বারা অনেকাংশে উপ-কার হয়। এই ঔষধ অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—ভাজাজীরাচূর্ণ ও মধু অথবা মুথার রস ও মধু।

শঙ্খবটী। প্রস্তুতবিধি ৩৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লবঙ্গাদ্য মোদক। অধোগত অম্লপিত্তরোগে রোগীর বিবিধবর্ণের পাতলা দাস্ত এবং তৎসঙ্গে বক্ষঃস্থলে জ্বালা, অগ্নিমান্দ্য ও উদ্গার প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বল ও পুষ্টিজনক। অনুপান—জল।

লবঙ্গাদ্য মোদক। প্রস্তুতবিধি ৩৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অম্লপিত্তে—উদরাধ্মান-চিকিৎসা।

চিন্তামণি রস। অম্লপিত্তরোগে বায়ুর প্রবলতা বশতঃ সর্ব্বদা বা কিছু সময়ের জন্য উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে নিদ্রার অভাব ও শিরোঘূর্ণন বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে ১ বার অথবা অবস্থাভেদে অর্থাৎ রোগের আতিশয্যে মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে ২ বার সেবন করিতে দিবে। ইহা বল ও পুষ্টিজনক। অনুপান—কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় শুঁঠ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ভিজান জল আধছটাক ও মধু ২ ফোটা। স্বভাব কোষ্ঠ বা উদরাময় থাকিলে চাউলধোয়া জল অৰ্দ্ধছটাক ও মধু ২ ফোটা।

চিন্তামণি রস। প্রস্তুতবিধি ৩৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখ রস। অম্লপিত্তরোগে রোগীর বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে শিরোঘূর্ণন, মাথায় বিবিধপ্রকার যন্ত্রণাবোধ, বুকজ্বালা ও অম্লোদ্গার প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে কেবল অপরাহ্নে ১ বার অথবা মধ্যাহ্নে ২ বার সেবন করিতে দিবে। ইহা পুষ্টিকারক। অনুপান—কোষ্ঠবদ্ধে হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল। উদরাময় থাকিলে চাউলধোয়া জল।

চতুর্ম্মুখ রস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। অম্লপিত্তরোগে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ রোগীর উদরাধ্মান থাকিলে অথবা অম্লপিত্তের প্রবলতা বশতঃ শিরোঘূর্ণন, নিদ্রার অভাব, হাত পা জ্বালা, বমন ও পাতলা দাস্ত প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উদরাধ্মান ভিন্ন উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে তাহাও দূরীভূত হয়। ইহা অত্যন্ত বলকারক ও পুষ্টিজনক। অপরাহ্নে ১ বার প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ বাতপিত্ত প্রধান রোগীকেই সেবন করাইবে। অনুপান—আতপ চাউলধোয়া জল।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। স্বর্ণ ৩ ভাগ, রূপা ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৫ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ এবং স্বর্ণসিন্দুর ৭ ভাগ, এই সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন এবং ছায়ায় শুষ্ক করিবে। বটী ২ রতি।

মহাশঙ্খবটী। অম্লপিত্তরোগে, অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণদোষপ্রযুক্ত উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে বমনভাব বা দাস্ত কিম্বা বক্ষঃ বা হাত পা জ্বালা থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করাইবে। অনুপান—জল।

মহাশঙ্খবটী। প্রস্তুতবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অম্লপিত্তে—কোষ্ঠবদ্ধ-চিকিৎসা।

অগস্ত্যচূর্ণ। অম্লপিত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধ এবং তৎসঙ্গে বমন, হাত পা জ্বালা, প্রবল বেদনা এবং মাথা ঘূর্ণন প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে। কেবলমাত্র কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও ব্যবস্থা করা যায়। ইহা অবস্থাবিশেষে প্রত্যহ সেবন না করাইয়া ২।৩ দিন অন্তর সেবন করাইবে। অনুপান—জল বা নারিকেল জল।

অগস্ত্যচূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, বড় এলাইচ ও তেজপাতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লবঙ্গচূর্ণ ১০ তোলা, তেউড়ীচূর্ণ ৪০ তোলা এবং ইক্ষুচিনি ৮০ তোলা; এই সমস্ত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—॥০ তোলা।

হরীতকীখণ্ড। অম্লপিত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রবল-শূল, বমনবেগ বা হাত পা জ্বালা প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু মন্দাগ্নি বা স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রত্যহ ইহা সেবন করাইলে, উদরাময় হইবার সম্ভাবনা, এমতাবস্থায় ২।৩ দিন অন্তর এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তে কেবলমাত্র কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ বা উষ্ণজল।

হরীতকীখণ্ড। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, যমানী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, মৌরী, শুলফা ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, তেউড়ীমূল ও সোণামুখী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা, হরীতকীচূর্ণ ৬৪ তোলা, ইক্ষুচিনি ২৫৬ তোলা; প্রথমে চিনি পাক করিয়া অতি মৃদু অগ্নির তাপে অন্যান্য চূর্ণ প্রদান পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—॥০ তোলা।

অম্লপিত্তে—শূল-চিকিৎসা।

ধাত্রীলৌহ। অম্লপিত্তরোগে প্রথমতঃ বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগে অর্থাৎ কুক্ষিদেশে, অনন্তর বক্ষঃস্থলে এবং গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও তৎসঙ্গে বক্ষঃস্থলে জ্বালা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তে কেবলমাত্র রোগীর বেদনা প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—পলুতার রস বা ধনে ও পলুতা ভিজান জল, বায়ুপিত্তপ্রধান শরীরে অর্থাৎ গরম ধাতুতে ডাবের জল।

ধাত্রীলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে)। অম্লপিত্তরোগে রোগীর প্রথমতঃ, বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগে, অনন্তর হৃদয় ও পার্শ্বে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা অতিশয় উপকারী। অম্লপিত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধের সহিত প্রবল বমন বা বমনবেগ, হাত পা ও বক্ষঃস্থলে জ্বালা প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলেও এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহা বৈকালে অথবা ভোজনের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে সেব্য। অনুপান—ধনে ভিজান জল ও ইক্ষুচিনি। বায়ু ও পিত্তের অত্যন্ত প্রাধান্য থাকিলে—অর্থাৎ গরম ধাতুতে পলুতার রস ও ইক্ষুচিনি কিম্বা ডাবের জল।

ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৪০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সপ্তামৃতলৌহ। অম্লপিত্তরোগে কুক্ষিদেশে বা হৃদয়ে প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বেদনার সহিত বমন, বমনবেগ, বক্ষঃস্থলে জ্বালা ও অন্যান্য লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলেও, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—দুগ্ধ বা তদভাবে জল।

সপ্তামৃতলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাধরাভ্র। অম্লপিত্তরোগে কুক্ষিদেশে, হৃদয়ে বা নাভি ও হৃদয়ের মধ্যভাগে, প্রবল শূল বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তশ্লেষ্মজনিত শূলরোগেও ইহা অত্যন্ত উপকারী। অম্লপিত্ত-

রোগে, অগ্নিমান্দ্য, বমন প্রভৃতি উপদ্রবগুলিও এই ঔষধে অনেকাংশে দূরীভূত হয়। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ ও ইক্ষুচিনি। গরম ধাতুতে পলতার রস ও ইক্ষুচিনি কিম্বা ডাবের জল।

বিদ্যাধরাভ্র। বিড়ঙ্গশাস, মুথা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পদ্মগুলঞ্চের পালো, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, রক্তচিতা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, গোমূত্রে জারিত মণ্ডুরভস্ম ৩২ তোলা, লৌহ ৩২ তোলা, কৃষ্ণাভ্রভস্ম ৮ তোলা, থুলকুড়ীর রসে মর্দ্দিত ও বস্ত্রপূত পারদ ১৷৷০ তোলা এবং শোধিত গন্ধক ২ তোলা, প্রথমে যথানিয়মে পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিয়া অন্যান্য চূর্ণ উহাতে মিশ্রিত করত, লৌহ পাত্রে ঘৃত ও মধু সহ লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিবে। অনন্তর ঘৃতের পাত্রে ঔষধ রাখিবে। মাত্রা ১০ দশ রতি।

ত্রিফলা মণ্ডুর। অম্লপিত্তরোগে রোগীর উদরে ও কুক্ষিদেশে প্রবল শূল বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বেদনার সহিত হৃদয়ে বা বক্ষঃস্থলে জ্বালা ও বমন প্রভৃতি উপদ্রবও ইহাতে বিনষ্ট হয়। অনুপান—শীতলজল বা গোদুগ্ধ।

ত্রিফলা মণ্ডুর। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং মণ্ডুর ভস্ম ৩ তোলা; এই সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

সৌভাগ্যশুণ্ঠী মোদক। অম্লপিত্তরোগে হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, মস্তক ও কুক্ষিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর অগ্নিমান্দ্য, গলাজ্বালা, বুকজ্বালা, সময় সময় জ্বর ও কার্য্যে অনুৎসাহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—গোদুগ্ধ বা শীতল জল।

সৌভাগ্যশুণ্ঠী মোদক। প্রস্তুতবিধি ৪০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শঙ্খাদি চূর্ণ। অম্লপিত্তরোগে, বমনবেগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাধ্মান, হৃদয় ও কুক্ষিদেশে বেদনা, মাথাঘোরা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শীতলজল।

শঙ্খাদি চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অম্লপিত্তে—গাত্রকণ্ডু ও দাহ-চিকিৎসা।

গুড়ূচ্যাদিলৌহ। অম্লপিত্তরোগে রোগীর হাত পা জ্বালা এবং তৎসঙ্গে রাত্রিতে নিদ্রার অভাব বা গাত্রকণ্ডু ও অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হিঞ্চার রস বা পলতার রস ও মধু।

গুড়ূচ্যাদিলৌহ। গুলঞ্চের পালো ৯ তোলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গশাস, মুথা ও রক্তচিতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লৌহ ১৮ তোলা; একত্র জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

ভাস্করামৃতাভ্র। অম্লপিত্তরোগে গাত্রদাহ, গাত্রকণ্ডু অথবা ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রতিদিন পলতার রস সহ সেবন করাইবে।

ভাস্করামৃতাভ্র। কৃষ্ণাভ্র ভস্ম ২ তোলা লইয়া উহাকে বাসক ছালের ক্বাথ, পদ্মগুলঞ্চ, কেশুর্ত্ত্যা, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, ভৃঙ্গরাজ, মুথা, শ্বেতপুনর্ণবা, বৃহতী, বেড়েলার মূল ও শতমূলী; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা রসে ভাবনা দিয়া, পুনর্ব্বার শতমূলীর রস ১২ তোলা দ্বারা ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি।

হরিদ্রা-খণ্ড। অম্লপিত্তরোগে রোগীর হাত পা জ্বালা, গাত্রে কণ্ডু ও পিড়কা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, স্বভাব কোষ্ঠ ব্যক্তিকে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা বিস্ফোটক ও দদ্রু প্রভৃতি রোগেও ব্যবহৃত হয়। অনুপান—উষ্ণজল।

হরিদ্রাখণ্ড। হরিদ্রাচূর্ণ ৬৪ তোলা, গব্য ঘৃত ৪৮ তোলা, গব্য দুগ্ধ ১৬ সের, ইক্ষু চিনি /৬।০ সের। এই সমস্ত দ্রব্য মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নাগেশ্বর, মুথা ও লৌহ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিবে এবং পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা।

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড। অম্লপিত্তরোগে রোগীর হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গে কণ্ডু বা পিড়কা লক্ষিত হইলে এবং কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে, এই ঔষধ

বিরেচনার্থ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা শীতপিত্ত, উদর্দ্দ এবং ক্রিমিরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড। হরিদ্রাচূর্ণ ৩২ তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৩২ তোলা, হরীতকীচূর্ণ ৩২ তোলা, ইক্ষু চিনি ৫ সের এবং দারুহরিদ্রা, মুথা, যমানী, বনযমানী, রক্তচিতা, কটকী, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, শুঁঠ, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, বিড়ঙ্গ, পদ্মগুলঞ্চের পালো, বাসকমূলের ছাল, কুড় হরীতকী, আমলা, বহেড়া, চই, ধনে, লৌহ ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা। প্রথমে ইক্ষুচিনি কিঞ্চিৎ জলসহ পাক করিবে, যথারীতি পাক হইলে অতি মৃদু অগ্নির তাপে অন্যান্য চূর্ণ উহাতে প্রদান করিয়া পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা।

তিক্তক ঘৃত। অম্লপিত্তরোগে রোগীর হাত পা জ্বালা এবং গাত্রে কণ্ডু ও পিড়কাদি উৎপন্ন হইলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু অম্লপিত্ত রোগীর অম্লোদ্গার, উদরাধ্মান ও দাস্ত প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ঘৃত সেবন নিষিদ্ধ। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

তিক্তকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছা পাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাসকছাল, দুরালভা, ক্ষেতপাপ্ড়া, পটোলপত্র, বলাডুমুর, কট্কী ও নিমছাল; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, মুথা, রক্তচন্দন, বলালতা, ইন্দ্রযব ও চিরতা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

মহাতিক্তক ঘৃত। অম্লপিত্তরোগীর দাহ এবং গাত্রে কণ্ডু ও পিড়কা উৎপন্ন হইলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু উদরাময়, অম্লোদ্গার ও উদরাধ্মানাদি উপদ্রব বিদ্যমানে, এই ঘৃত সেবন করাইবে না। এই ঔষধ গাত্রকণ্ডু প্রভৃতি চর্ম্মগত বিবিধ রোগে, অতিশয় উপকারী। ইহাতে জীর্ণজ্বরাদি উপদ্রবও দূরীভূত হয়।

মহাতিক্তক ঘৃত। গব্য ঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছা পাক করিবে। আমলকীর রস ৮ সের। কল্কদ্রব্য—ছাতিমছাল, আতইষ, সোন্দাল, কট্কী, আকনাদি, মুথা, বেণার মূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পটোলপত্র, নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, দুরালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, গজপিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, রাখালশসা, শতমূলী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ইন্দ্রযব, বাসকছাল, মূর্ব্বা, পদ্মগুলঞ্চ, চিরতা, যষ্টিমধু ও বলালতা; এই সকল

দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ‖॰ তোলা।

গুড়ূচীতৈল। অম্লপিত্তরোগে হাত, পা এবং অন্যান্য অঙ্গে প্রবল দাহ উপস্থিত হইলে, এই তৈল গাত্রে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। অম্লপিত্তরোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ নিদ্রার অভাব হইলে, এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করা যাইতে পারে।

গুড়ূচীতৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছা পাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—পদ্মগুলঞ্চ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পদ্ম গুলঞ্চ ১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বৃহৎ গুড়ূচী তৈল। অম্লপিত্তরোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ গাত্রদাহ, গাত্রকণ্ডু বা বিবিধ পিড়কা প্রকাশ পাইলে, এই তৈল স্নানের পূর্ব্বে ২।৩ ঘণ্টা কাল গাত্রে মালিশের ব্যবস্থা করিবে। কুষ্ঠ ও বাতরক্তরোগেও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বৃহৎ গুড়ূচীতৈল॥ তিল তৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছা পাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—পদ্মগুড়ূচী ১২‖॰ সের, জল ৬৪ সের, শেষ, ১৬ সের। গোদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—অশ্বগন্ধা, ভুমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ. হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রাস্না, বলাডুমুর,অনন্তমূল, জীবন্তী, পিপুলমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোমরাজীবীজ, থুলকুড়ি, রাখালশশার মূল, গেঠেলা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কাঁচা হলুদ, শুল্‌ফা ও ছাতিমছাল; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

অম্লপিত্তরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।

বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহ। অম্লপিত্তরোগে রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইলে এবং পাতলা দাস্ত হইলে, এই ঔষধ বৈকালে সেবন করিতে দিবে। জ্বরের অল্প বেগ এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অম্লপিত্তরোগে কোষ্ঠ বদ্ধ এবং তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে, পানের রস ও মধু।

*বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বজ্বরহর লৌহ। অম্লপিত্তরোগে রোগীর জ্বর অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় বা বমনবেগ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ বৈকালে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। যে সকল ব্যক্তির পিত্তের বা বাতপিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ অমৃতবৎ উপকারী। শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তিকে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কোষ্ঠবদ্ধাবস্থায় অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অধোগত অম্লপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে পানের রস ও মধু।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুটপক্ক বিষমজ্বরান্তক লৌহ। অম্লপিত্তরোগে রোগীর অল্পবেগেবা মধ্যবেগে জ্বর প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় প্রবল থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায়ও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অধোগত অম্লপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় উদরাময় থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠবদ্ধাবস্থায় পিপুলচূর্ণ ও মধু।

পুটপক্ক বিষমজ্বরান্তক লৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অম্লপিত্তরোগে—চিত্তচাঞ্চল্য ও বুদ্ধিভ্রম-চিকিৎসা।

চিন্তামণি রস। অম্লপিত্তরোগে মনের অস্থিরতা, স্মৃতিলোপ ও চিত্তচাঞ্চল্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতাশ্রিত পিত্তের প্রকোপ বশতঃ নিদ্রার অভাব বা সর্ব্বদা চিত্তের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইলে, ইহা বৈকালে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ভিজান জল এবং মধু ২।১ ফোঁটা। উদরাময় থাকিলে, চাউলধোয়া জল ও মধু।

চিন্তামণি রস। প্রস্তুতবিধি ৩৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। অম্লপিত্তরোগে রোগীর মনের অস্থিরতা, শিরোঘূর্ণন, নিদ্রার অভাব, সর্ব্বদা বিষন্নভাব ও স্মৃতিশক্তির লোপ প্রভৃতি

উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগীর বায়ু ও পিত্তের সমধিক প্রকোপ ও উদরাময় প্রকাশ পাইলে, ইহা সমধিক উপকারী। পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করাইবেনা। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ভিজান জল ও মধু। উদরাময় থাকিলে, আতপচাউল-ধোয়া জল ও মধু

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখ রস। অম্লপিত্তরোগে রোগীর মনের চাঞ্চল্য, নিদ্রার অভাব, শিরোঘূর্ণন, শরীরের কম্প ও স্মৃতিশক্তির লোপ প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ভিজান জল ও মধু। উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে চাউল ধোয়া জল ও মধু।

চতুর্ম্মুখ রস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ গুড়ূচী তৈল। অম্লপিত্তরোগে নিদ্রার অভাব, শিরোঘূর্ণন ও স্মৃতিলোপ প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে।

বৃহৎ গুড়ূচী তৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অম্লপিত্তরোগে—পথ্যাপথ্য।

অম্লপিত্তরোগে ঊর্দ্ধ ও অধোগতি ভেদে পথ্য নিরূপণ করিবে। সাধারণতঃ অধোগত অম্লপিত্তরোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, জাঙ্গল প্রাণীর মাংসের যূষ, করলা, পটোল, হিঞ্চাশাক, বেতের ডগা, পাকাকুমড়া, কলার মোচা, ও বেতোশাক প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যঞ্জন এবং অন্যান্য তিক্তরস প্রধান দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে। অম্লপিত্তে কোষ্ঠবদ্ধ বা বমন প্রবল থাকিলে রাত্রিতে অন্নাহার বন্ধ করিয়া টাট্‌কা খৈ ও গরম দুগ্ধ ব্যবস্থা করিবে। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগেও ঐ সমস্ত পথ্য প্রদান করা যাইতে পারে। অম্লপিত্তরোগে নূতন তণ্ডুলের অন্ন, লঙ্কা ও অন্যান্য কটু (ঝাল) দ্রব্য, দুগ্ধ, দধি এবং মদ্য প্রভৃতি বিদাহী অর্থাৎ পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য-সেবন একবারে পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

অর্শোরোগ-চিকিৎসা।

বাতিক অর্শের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ। কষায়, কটু অথবা তিক্ত রসবিশিষ্ট এবং রুক্ষ, লঘু বা শীতল দ্রব্য ভোজন, অত্যল্প পরিমাণে ভোজন, তীক্ষ্ণ মদ্যপান, উপবাস, শীতলদেশে বাস, ব্যায়াম, শোক, শীতকাল, প্রবল বায়ু ও রৌদ্র সেবা; এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা বাতজ অর্শোরোগ উৎপন্ন হয়। ঐ অর্শের বলি স্রাবরহিত, চিম্‌চিম্ বেদনাযুক্ত, ম্লান, ধূমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বা অরুণবর্ণ, কঠিন, অপিচ্ছিল, গোজিহ্বাবৎ কর্কশ, সূক্ষ্ম-অগ্র কণ্টকাকীর্ণ, বিভিন্নরূপ, বক্রভাবাপন্ন, তীক্ষ্ণাগ্র ও স্ফুটিত মুখ হইয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে কোন বলির আকার বন কার্পাসের ফলের ন্যায় এবং কোনটীর আকার কদম্বপুষ্পের ন্যায়, কোনটীর আকার বা শ্বেতসর্ষপের ন্যায় হইয়া থাকে। বাতিক অর্শোরোগে মস্তক, পার্শ্ব, স্কন্ধ, কটি, উরু ও বঙ্ক্ষণ (কুচ্‌কী) প্রভৃতি স্থানে বেদনা অনুমিত হয় এবং হাঁচি, উদ্গার, উদরে ভারবোধ, বক্ষঃস্থলে বেদনা, অরুচি, কাস, শ্বাস, বিষমাগ্নি, কর্ণের অভ্যন্তরে শব্দ ও ভ্রান্তি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে আমাশয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ পিচ্ছিল, ফেনাবিশিষ্ট, বদ্ধ গুঠ্‌লে মল নির্গত হয় এবং মলত্যাগ কালে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব, শব্দের সহিত মল নির্গমন ও রোগীর ত্বক্, নখ, মল, মূত্র, নেত্র, মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে, এই বাতজ অর্শঃ হইতে প্লীহা, উদরী ও অষ্ঠীলারোগ জন্মিতে পারে।

পৈত্তিক অর্শের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ। কটু, অম্ল, বা লবণরসাত্মক অথবা উষ্ণ দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম, অগ্নি এবং রৌদ্রের উত্তাপ, উষ্ণদেশ ও উষ্ণ কাল, ক্রোধ, মদ্যপান, ঈর্ষা, বিদাহী ও তীক্ষ্ণ দ্রব্য ভোজন এবং উষ্ণবীর্য্য পানীয়, অন্ন ও ঔষধ সেবন, এই সমস্ত কারণে পিত্তার্শ উৎপন্ন হয়। পৈত্তিক অর্শের মাংসাঙ্কুর সকল পাতলা রক্তস্রাবকারী আয়ত্তি, নীল, রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে, উহার অগ্রভাগ নীলবর্ণ দৃষ্ট হয় ও উহা ঈষৎ কোমল ও লম্বমান এবং শুকের জিহ্বা, যকৃৎ খণ্ড ও জোকের মুখের ন্যায়

আকৃতি বিশিষ্ট, যবের ন্যায় মধ্যভাগ স্থূল এবং উষ্মাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। পৈত্তিক অর্শোরোগে দাহ, পাক, জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, অরুচি, মোহ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং নীল, পীত বা রক্তবর্ণ পাতলা অপক্কমল ভেদ হয় ও রোগীর ত্বক্, নখ, মল, মূত্র, নেত্র ও মুখ হরিত, পীত অথবা হরিদ্রাবর্ণ দৃষ্ট হয়।

শ্লৈষ্মিক অর্শের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ। মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অম্ল বা গুরু দ্রব্য ভোজন, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, দিবানিদ্রা, সর্ব্বদা সুখজনক (কোমল) শয্যায় শয়ন ও সর্ব্বদা সুখজনক আসনে উপবেশন, পূর্ব্বদিগাগত বায়ু সেবন, শীতল দেশে বাস, শীতকাল এবং চিন্তাশূন্যতা, এই সমস্ত কারণে শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগ উৎপন্ন হয়। শ্লৈষ্মিক অর্শের অঙ্কুর সকলের মূলভাগ বৃহৎ, ঘন অর্থাৎ গাঢ় অবয়বযুক্ত, অল্প বেদনা বিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, স্থূল, তৈলাভ্যঙ্গবৎ স্নিগ্ধ, সরল, গোলাকৃতি, গুরুদ্রব্যা-ক্রান্তবৎ ভারী, নিশ্চল, পিচ্ছিল, আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ মসৃণ, অত্যন্ত কণ্ডূযুক্ত ও স্পর্শে সুখজনক; ইহাদের আকার বংশাঙ্কুর, কাঁঠালবীজ বা গোস্তন সদৃশ। শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে রোগীর বঙ্ক্ষণদ্বয়ে অর্থাৎ কুচ্‌কিতে বন্ধনবৎ কষ্ট এবং গুহ্যদেশে, বস্তি ও নাভিস্থানে আকর্ষণবৎ বেদনা, শ্বাস, কাস, বমনবেগ, মুখ ও নাসিকা হইতে স্রাব, অরুচি, সর্দ্দি, মেহ, মূত্রের কৃচ্ছ্রতা, মস্তকের জড়তা, শীতজ্বর, ক্লীবতা, অগ্নিমান্দ্য, বমন, অপক্ব মলবহুল পীড়ার উৎপত্তি বা প্রবাহিকার লক্ষণযুক্ত বসা সদৃশ কফমিশ্রিত মলের নির্গমন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা হইতে ক্লেদ রক্তাদি স্রাব হয় না; এবং মলের কাঠিন্য থাকাতেও অর্শের বলিসকল বিদীর্ণ হয় না; এই রোগে রোগীর ত্বক্ ও মলাদি তৈলাভ্যঙ্গবৎ স্নিগ্ধ ও পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হয়।

বাতপৈত্তিক অর্শের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ। বাতিক ও পৈত্তিক অর্শোরোগের মিলিত কারণ হইতে, বাতপৈত্তিক অর্শোরোগ উৎপন্ন হয় এবং ঐ অর্শোরোগে বাতিক ও পৈত্তিক অর্শের সমুদয় লক্ষণ মিলিত থাকে।

বাতশ্লৈষ্মিক অর্শের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ। বাতিক এবং শ্লৈষ্মিক

অর্শের যে সমস্ত কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বাতশ্লেষ্মজনিত অর্শঃ সেই সমস্ত কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং বাতিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শের যে সমস্ত লক্ষণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, বাতশ্লেষ্মজনিত অর্শে সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পিত্তশ্লৈষ্মিক অর্শের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ। পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগের যে সমস্ত কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত কারণে পিত্ত-শ্লেষ্মজনিত অর্শোরোগ উৎপন্ন হয়, এবং পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শের লক্ষণ সকল পিত্তশ্লেষ্মজনিত অর্শে মিলিত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক অর্শের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগের যে সমস্ত কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,সেই সমস্ত কারণে সান্নিপাতিক অর্শোরোগ উৎপন্ন হয় এবং বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই তিন দোষোৎপন্ন অর্শোরোগের লক্ষণ সকল যুগপৎ সান্নিপাতিক অর্শোরোগে প্রকাশ পায়।

রক্তার্শের লক্ষণ। রক্তার্শের লক্ষণ পিত্তার্শের ন্যায় হইয়া থাকে। রক্তার্শের মাংসাঙ্কুর সকলের আকৃতি বটাঙ্কুরবৎ ও কুঁচফল এবং প্রবালের ন্যায় লোহিত বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ অর্শের বলি কঠিন মলের আঘাতে পেষিত হইলে, অর্শঃ হইতে সহসা উষ্ণ রক্ত নির্গত হইয়া থাকে; রক্তের অধিক স্রাব বশতঃ রোগী ভেকবৎ পীতবর্ণ লক্ষিত হয় এবং রক্ত-ক্ষয় জনিত রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। রোগীর বল, বর্ণ, উৎসাহ ও ওজোধাতুর ক্ষয় হইয়া যায় এবং রোগী বিকলেন্দ্রিয় অবস্থায় পরিণত হয়। ইহাতে কৃষ্ণবর্ণ, কঠিন ও রুক্ষ মলত্যাগ হয় এবং অধোগত বায়ুর নিঃসরণ হয় না।

বাতোল্বণ রক্তার্শের লক্ষণ। রক্তার্শোরোগে বায়ুর আধিক্য হইলে তরল, অরুণ বর্ণ ও ফেণাযুক্ত রক্ত নির্গত হইয়া থাকে এবং কটি, উরু ও গুহ্যদেশে বেদনা ও অধিক রুক্ষতা বশতঃ রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

পিত্তোল্বণ রক্তার্শের লক্ষণ। রক্তার্শোরোগে পিত্তের প্রকোপ হইলে

রক্তার্শের সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পায়, যেহেতু পিত্তের প্রকোপ বশতই রক্তার্শোরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং তজ্জন্য পৃথক্ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

শ্লেষ্মোল্বণ রক্তার্শের লক্ষণ। শ্লেষ্মাধিক রক্তার্শোরোগ, গুরু ও স্নিগ্ধদ্রব্য সেবন দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং ঐ রোগে রোগীর মল শিথিল, শ্বেত বা পীতবর্ণ, স্নিগ্ধ, গুরু ও শীতল হয়। অর্শের রক্ত গাঢ়, পাণ্ডুবর্ণ, পিচ্ছিল ও সুতার ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং মলদ্বার আর্দ্র চর্ম্মাবৃতবৎ ও পিচ্ছিল হইয়া থাকে।

সহজ অর্শের লক্ষণ। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শের যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সহজ (জন্ম হইতে জাত) অর্শেও সেই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

নাসাদিগত অর্শের লক্ষণ। নাসা, লিঙ্গ ও নাভিস্থলে কেঁচোর মুখের ন্যায়, পিচ্ছিল ও কোমল অর্শ উৎপন্ন হয়, উহার লক্ষণ বাতাদি ভেদে অর্থাৎ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শের ন্যায় প্রকাশ পায়।

চর্ম্মকীল লক্ষণ। সর্ব্ব শরীরস্থিত ব্যান বায়ু শ্লেষ্মাকে আশ্রয় পূর্ব্বক চর্ম্মের বহির্ভাগে গোজার ন্যায় অচল ও কর্কশ মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, ইহার নাম চর্ম্মকীল বা আচিল। এই রোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে ঐ সকল চর্ম্মকীল সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত ও কর্কশ হইয়া থাকে। পিত্তপ্রধান চর্ম্মকীলের মুখ কৃষ্ণবর্ণ। কফপ্রধান চর্ম্মকীল স্নিগ্ধ, গ্রন্থিযুক্ত ও গাত্রের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

অর্শোরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। বাহ্যবলি (সংবরণী) আশ্রিত একদোষোত্থিত (বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক) অর্শোরোগ, উৎপত্তির কাল হইতে এক বৎসর অতীত না হইলে, সুখসাধ্য। বাহ্যবলিজাত অর্শঃ দ্বিদোষাশ্রিত এবং সম্বৎসরব্যাপী অথবা একবৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হইলে, কষ্টসাধ্য এবং ত্রিদোষাশ্রিত হইলে সেই অর্শো যাপ্য হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় বলিতে (বিসর্জ্জনীতে) উৎপন্ন অর্শোরোগ এক বৎসর ব্যাপী এবং একদোষাশ্রিত হইলে, উহা কষ্টসাধ্য; দ্বিদোষাশ্রিত হইলে ঔষধ ও পথ্যাদি সেবনে যাপ্য হয় এবং ত্রিদোষাশ্রিত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে।

তৃতীয় বলিতে (প্রবাহিনীতে) উৎপন্ন অর্শঃ, একদোষাশ্রিত হইলে তাহা যাপ্য, দ্বিদোষ বা ত্রিদোষাশ্রিত হইলে, উহা অসাধ্য এবং সহজঅর্শও ত্রিদোষাশ্রিত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে।

অর্শোরোগের উপদ্রব ভেদে অসাধ্য লক্ষণ। অর্শোরোগে হস্ত পদ, মুখ, নাভি, গুহ্যদেশ ও অণ্ডকোষ, এই সকল স্থানে শোথ এবং হৃদয়ে ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, এই সমস্ত উপদ্রব মিলিত ভাবে উপস্থিত হইলে, রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

হৃদয় ও পার্শ্বদ্বয়ে সমধিক বেদনা, মোহ, বমন, অঙ্গবেদনা, জ্বর, পিপাসা ও গুহ্যদেশের পক্বতা ; এই সমস্ত লক্ষণ একত্র বা ইহার কোন একটী পৃথক্ রূপে প্রকাশ পাইলে অর্শোরোগী বিনষ্ট হয়।

পিপাসা, অরুচি, গাত্রবেদনা, অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব, শোথ ও অতীসার, এই সমস্ত লক্ষণ মিলিত হইলে বা ইহাদের কোন একটী পৃথক্রূপে প্রকাশ পাইলে, সেই অর্শোরোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

অর্শোরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

গুহ্যদেশের অভ্যন্তরে ৫৷৷০ সাড়ে পাঁচ অঙ্গুলি প্রমাণ একটী স্থূল নাড়ী আছে, ঐ নাড়ীতে শঙ্খের আবর্ত্তের ন্যায় তিনটী বলি উপর্য্যুপরি অবস্থিত। উহার ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত অঙ্গুলি পরিমিত অংশকে সংবরণী নাড়ী বা প্রথম বলি কহে ; তাহার ঊর্দ্ধাংশে ১৷৷ অঙ্গুলি পরিমিত বিসর্জ্জনী নাড়ী অবস্থিত, উহাকে দ্বিতীয় বলি কহে এবং তদূর্দ্ধে ১৷৷ অঙ্গুলি পরিমিত তৃতীয় বলি অবস্থিত, উহাকে প্রবাহিনী কহে। বাতাদি দোষভেদে ঐ সকল বলি আবার ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই তিনটী বলিতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং ঐ সকল অঙ্কুর হইতে রক্ত নির্গত হইয়া থাকে, ইহারই নাম অর্শোরোগ। এই অর্শোরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে বিবিধ কারণে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয় এবং ঐ দোষত্রয় শরীরস্থ ত্বক্, মাংস ও মেদঃ সংদূষিত করিয়া গুহ্যবলিতে অঙ্কুর উৎপাদন করে। একই অর্শোরোগে পঞ্চবিধ বায়ু, পঞ্চবিধ পিত্ত ও পঞ্চবিধ কফ এবং গুহ্যান্তর্গত ত্রিবিধ বলি, ইহারা সকলেই যুগপৎ প্রকুপিত হয়।

এই অর্শোরোগ হইতে অন্যান্য বহু ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। এই স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, পঞ্চবিধ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা একই সময় প্রকুপিত হইয়া কি প্রকারে একই সময়ে পীড়া উৎপাদন করে? যেহেতু প্রাণবায়ু হৃদয়ে, উদানবায়ু কণ্ঠদেশে, সমানবায়ু নাভিদেশে, ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীরে এবং অপান বায়ু গুহ্য দেশে অবস্থান করে, এইরূপে পঞ্চবিধ শ্লেষ্মা ও পঞ্চ পিত্ত শরীরের পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থিত, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে পঞ্চবিধ বায়ু, পঞ্চপিত্ত ও পঞ্চশ্লেষ্মার মধ্যে দেহের কোন স্থানে বায়ু প্রকুপিত হইলে, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের বায়ুও প্রকুপিত হয় অর্থাৎ গুহ্যস্থিত অপান বায়ু প্রকুপিত হইলে, মল মূত্রাদি নির্গমনের ব্যাঘাত জন্মায়, সুতরাং দৈহিক বিধানানুসারে নাভিমণ্ডলস্থিত সমান বায়ুও প্রকুপিত হয়, আবার বায়ু প্রকুপিত হইলে, শ্লেষ্মা এবং পিত্তও ক্রমশঃ কুপিত হয়। এইরূপ একদোষ প্রকুপিত হইলে, অন্যান্য দোষও ক্রমশঃ প্রকুপিত হইতে থাকে, এইজন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "একঃ প্রকুপিতো দোষঃ সর্ব্বানেব প্রকোপয়েৎ।" এইরূপ, দোষকর্ত্তৃক রস, রক্তাদি ধাতু সমূহের মধ্যে কোনও একটী প্রকুপিত হইলে, তৎসঙ্গে অন্যান্য ধাতু ক্রমশঃ দূষিত হইয়া থাকে। সর্ব্ববিধ অর্শোরোগে রোগীর মলবদ্ধ থাকে ;কিন্তু বাতাদি দোষভেদে উহা কঠিন, পাতলা বা আমসংযুক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং পাচক অগ্নির বৈষম্য বা মন্দতা অর্শোরোগের প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণনীয়।

বাতিক অর্শোরোগে পঞ্চ বায়ু প্রকুপিত হইলে, বায়ু জনিত বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ শির, পার্শ্ব, স্কন্ধদেশ, কটি, কুচ্‌কি ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা, তৎসঙ্গে উদ্গার, বিষ্টম্ভ ও পাচকাগ্নির বৈষম্য প্রভৃতি বাতাশ্রিত লক্ষণ গুলি প্রকাশ পায়। মল অল্প পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে, কোষ্ঠবদ্ধজন্য গুল্ম, প্লীহোদর প্রভৃতি উৎপন্ন হইবারও সম্ভাবনা থাকে ; কাস, শ্বাসাদি উপসর্গও প্রকাশ পায়, এই সকল লক্ষণ দ্বারা পঞ্চস্থানে অবস্থিত পঞ্চবিধ বায়ুর ক্রিয়ার বৈষম্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

পৈত্তিক অর্শোরোগে পঞ্চ পিত্ত প্রকুপিত হইয়া দাহ, জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা ও মলের বিভিন্নবর্ণতা প্রভৃতি উপসর্গ উৎপাদন করে। এই রোগে পিত্তের বিকৃতি বশতঃ অন্যান্য বিবিধ রোগও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগেও পূর্ব্ববৎ পক্ক শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উৎপাদন করে এবং ঐ সকল উপদ্রব হইতে কালপ্রকর্ষে আবার ভিন্ন ভিন্ন রোগ উৎপন্ন হয়। শ্লৈষ্মিক অর্শে অগ্নির মন্দতা প্রযুক্ত ভুক্তদ্রব্য দীর্ঘকালে জীর্ণ হয়। সুতরাং উহা হইতে ক্রমশঃ আম সঞ্চয় হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ঐ রোগে মল সম্যক্ রূপে নির্গত না হওয়ায় উদরে অধিক পরিমাণে আম (অপক্ক শ্লেষ্মা) সঞ্চিত হয়, এবং অবশেষে ঐ শ্লেষ্মা সময় সময় নির্গত হইয়া থাকে। অর্শো-রোগে বায়ু ও পিত্ত অথবা বায়ু ও শ্লেষ্মা কিম্বা পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই উভয় দোষের লক্ষণ সকল যখন মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়, তখন অর্শোরোগ অতীব কষ্ট দায়ক হইয়া থাকে; কিন্তু তিন দোষের লক্ষণ মিলিত হইলে, রোগ প্রায়ই অসাধ্য হয়।

রক্তার্শোরোগে পিত্তার্শের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং সমধিক রক্ত নির্গত হয়, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং রক্তার্শোরোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ আর পৃথক্ উপসর্গ প্রকাশ পায় না, বায়ু এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ ভেদে পৃথক্ পৃথক্ উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সহজ অর্থাৎ জন্ম হইতে যে অর্শঃ প্রকাশ পায়, তাহাতেও ত্রিদোষ-জনিত অর্শের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সাধারণতঃ অর্শোরোগের চিকিৎসা প্রণালী চারি প্রকার শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে, যথা,—ঔষধ-প্রয়োগ, ক্ষার-প্রয়োগ, শস্ত্র-প্রয়োগ এবং অগ্নি-প্রয়োগ। অর্শের অবস্থানুসারে ঐ সকল চিকিৎসার তারতম্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ বাতজনিত বা অন্যান্য অর্শে বায়ু ও পিত্তাদি নাশক ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি এবং বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা দোষের নিবৃত্তি হইলে, বলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত করা, ক্ষার প্রয়োগ দ্বারা প্রবৃদ্ধ বলি ক্ষয়ীকরণ, শস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা বলি ছেদন এবং শ্লেষ্মজনিত বৃহন্মূল অর্শে অগ্নি প্রয়োগ দ্বারা বলি দগ্ধীকরণ, শাস্ত্রে এইরূপ চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন জলৌকা দ্বারা অর্শের রক্তপাত এবং প্রলেপ প্রয়োগ দ্বারা বলির স্খলনবিধিও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; কিন্তু সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ প্রলেপ দ্বারা বলির স্খলন, স্বেদ-

প্রদান ও ঔষধ সেবন দ্বারাই অর্শের চিকিৎসা হইয়া থাকে। প্রলেপাদি দ্বারা বলি স্খলনের চেষ্টা না করিলে, আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগে তাদৃশ উপকার হয় না অথবা পুনঃপুনঃ রোগ প্রকাশ পায়, এই জন্যই বলির স্খলনার্থ প্রলেপ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। অর্শের বলি স্খলিত হইলে, পুনরায় ঐ রোগ প্রকাশ পায় না, এইরূপ অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে।

বাতজনিত অর্শোরোগে কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ প্রয়োগ করা বিশেষ কর্ত্তব্য। যে সমস্ত ঔষধে বায়ু অনুলোম হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি পায়, সেই প্রকার ঔষধ অর্শোরোগীর পক্ষে হিতকর।

সাধারণতঃ বাতজনিত অর্শে অঙ্কুর বৃদ্ধি পাইলে, যাহাতে ঐ অঙ্কুর স্খলিত হয়, সেইরূপ বিবিধ প্রলেপ প্রয়োগ এবং কর্পূরাদি চূর্ণ, মরিচাদি চূর্ণ, লবণোত্তম চূর্ণ বা বিজয়চূর্ণ অবস্থানুসারে রোগীকে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। এই সমস্ত ঔষধ আগ্নেয় এবং বাতানুলোমক। বাতজ অর্শোরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাধ্মান প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ,অগ্নিমুখলবণ এবং অবস্থা-বিশেষে বিরেচনার্থ নারাচচূর্ণ বা হরীতকীযোগ পৃথক্ পৃথক্ সেবন করিতে দিবে। উদরাধ্মান প্রবল হইলে, চতুর্ম্মুখরস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি প্রয়োগ-করা আবশ্যক। রোগের মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় প্রাণদাগুড়িকা, কর্পূরাদ্যচূর্ণ, শূরণমোদক বা কাঙ্কায়ণ মোদক প্রভৃতি ঔষধ, বাতাদিদোষ-ভেদে সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বাতশ্লেষ্মপ্রধান অর্শোরোগে প্রথমে অর্শের অঙ্কুর যাহাতে বিনষ্ট হয়,তজ্জন্য প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, যমানীচূর্ণ ও বিটলবণ একত্র করিয়া তক্র সহ অথবা বিজয়চূর্ণ বা স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কাঙ্কায়ণ মোদক, শ্রীবাহুশালগুড়, শূরণ মোদক বা বৃহৎ শূরণ মোদক প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে ব্যবস্থা করিবে।

পিত্তপ্রধান অর্শোরোগে অর্শের অঙ্কুর বৃদ্ধি পাইলে, তন্নিবারণার্থ যথোক্ত প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং সমশর্করচূর্ণ বা মাণশূরণাদ্য লৌহ সেবন করাইবে। রোগ পুরাতন হইলে, প্রাণদাগুড়িকা বা শ্রীবাহুশালগুড় সেবন করিতে দিলেও উপকার হয়। উদরাময় প্রবল থাকিলে, পীযুষবল্লী রস বা বৃহৎ অগ্নি-কুমার প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

রক্তার্শোরোগের প্রথমাবস্থায় রক্তস্রাব নিবারক কোন ঔষধ প্রদান করিবে না, যেহেতু দূষিতরক্ত বন্ধ হইলে, তাহা হইতে বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। এইরোগে প্রথমতঃ পিত্তের সমতাকারক বিবিধ যোগ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কারণ পিত্ত প্রশমিত হইলে, রক্তস্রাব আপনিই নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

রক্তার্শোরোগে অঙ্কুর সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, প্রলেপ প্রয়োগ করিবে, অনন্তর রক্তস্রাব নিবৃত্তিকারক বিবিধ যোগ, চন্দনাদিকাথ, মাণাম্বলৌহ, কুটজলেহ বা কুটজাষ্টক প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রক্তার্শরোগ পুরাতন হইলে, কুষ্মাণ্ডাবলেহ বা বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ রোগীকে সেবনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

বাতপিত্তপ্রধান অর্শোরোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, বাতার্শ নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ উদরাধ্মান ও শূল প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে, তন্নিবারণার্থ চতুর্ম্মুখ রস বা চিন্তামণি রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য এবং জ্বর, কাস প্রভৃতি উপদ্রব তৎসঙ্গে দৃষ্ট হইলে, তন্নিবারণার্থ বক্ষ্যমাণ উপদ্রব চিকিৎসার নিয়মানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাতপৈত্তিক অর্শো-রোগে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, বিরেচনার্থ নারাচচূর্ণ বা হরীতকী যোগ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে; কিন্তু পিত্তের প্রবলতা বশতঃ পাতলা বা অপক্কমল নির্গত অথবা রক্তস্রাব হইলে, ভাস্করলবণ, বৃহৎ অগ্নিকুমাররস, মহাশঙ্খবটী বা কণাম্বলৌহ অনুপানভেদে প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠ-কাঠিন্য উপস্থিত না হয়, এইরূপ অনুপান সহযোগে পীযূষবল্লী রস বা বৃহৎ পীযূষবল্লী রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ প্রাণদাগুড়িকা, তীক্ষ্ণমুখ রস, চন্দ্র-প্রভাগুড়িকা বা অগ্নিমুখলৌহ প্রভৃতি ঔষধ বায়ু বা পিত্তের হ্রাস-বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া অর্শোরোগে সেবন করিতে দিবে এবং রোগের পুরাতন অবস্থায় চব্যাদিঘৃত বা কুটজাদ্যঘৃত প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে।

শ্লৈষ্মিক অর্শের অঙ্কুরসকল কঠিন ও দীর্ঘাকৃতি হইলে, প্রথমতঃ অর্শে তীক্ষ্ণ প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু ঐ সকল অঙ্কুর ক্ষয় না হইলে, আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাদৃশ উপকার হয় না। আভ্যন্তরিক প্রয়োগের জন্য বিবিধ যোগ এবং জাতীফলাদি বটী বা রসগুড়িকা ব্যবস্থা

করিবে ও আমপাচনার্থ মহাশঙ্খবটী বা বৃহৎ অগ্নিকুমার প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

পিত্তশ্লেষ্মজনিত অর্শোরোগে অর্শের অঙ্কুরসকল তীক্ষ্ণ ও বর্দ্ধিত হইলে, তন্নিবারণার্থ প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পাতলা দাস্ত বা রক্তস্রাব প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, অগ্নিবর্দ্ধক ও পাচক ভাস্করলবণ, বৃহৎ অগ্নিকুমার বা পীযূষবল্লী রস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে, এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ অগ্নিমান্দ্য, পুনঃপুনঃ পাতলা দাস্ত ও কাস প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে, বৃহৎ অগ্নিকুমার, বৃহৎ লবঙ্গাদ্যচূর্ণ, ভাস্কর-লবণ বা পীযুষবল্লী রস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে এবং অর্শোরোগে আভ্যন্তরিক প্রয়োগার্থ প্রাণদাগুড়িকা, অগ্নিমুখ লৌহ বা কুটজলেহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায়ও, ঐ সকল ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

সান্নিপাতিক অর্শোরোগে যে দোষের প্রবলতা দৃষ্ট হইবে, তদনুসারে চিকিৎসা করিবে এবং অর্শের অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইলে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক অর্শে যাহাতে সহজে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, এরূপ বাতানুলোমক ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই রোগে সময় সময় কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাধ্মান হইলে, স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ, হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ বা নারাচ চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ ও দাস্ত হইলে বৃহৎ লবঙ্গাদ্যচূর্ণ, ভাস্করলবণ বা পীযুষবল্লী রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। জ্বর, কাস প্রভৃতি উপদ্রব নিবারণার্থ, বক্ষ্যমাণ উপদ্রব চিকিৎ-সার নিয়মানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক অর্শোরোগে দশমূল-গুড়, শ্রীবাহুশালগুড়, শূরণমোদক, বৃহৎ শূরণমোদক, প্রাণদাগুড়িকা বা চন্দ্র-প্রভা গুড়িকা প্রভৃতি ঔষধ দোষের বলাবল অনুসারে সেবন করিতে দিবে এবং পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, পিপ্পল্যাদ্য তৈল অনুবাসন অর্থাৎ পিচ্‌কারীর দ্বারা প্রয়োগ করিবে ও মালিশের জন্য কাসীসাদ্যতৈল বা বৃহৎ কাসীসাদ্য তৈল ব্যবস্থা করিবে। ইহা প্রয়োগে অর্শের অঙ্কুর নিপতিত হয়। সহজ অর্শ সান্নিপাতিক অর্শের চিকিৎসানুসারে চিকিৎসা করিবে।

অর্শোরোগে—উপদ্রব। অর্শরোগে বাতাদি দোষভেদে মস্তক, পার্শ্ব, কটি, কুচ্‌কি, গুহ্যদেশ, বক্ষঃস্থল, বস্তি ও নাভিমূল প্রভৃতি স্থানে বেদনা,

কাস, শ্বাস, অগ্নির বিষমতা, পাতলা বা আমসংযুক্ত দাস্ত, গ্রহণীরোগ, কখনও বা গুঠ্লেমল নির্গমন অথবা কোষ্ঠবদ্ধ বা পুনঃপুনঃ অল্প অল্প মল নির্গমন, দাস্তের সময় গুহ্যদেশে বেদনা, উদরে বায়ুপূর্ণতা, কর্ণাভ্যন্তরে স্বন্ স্বন্ শব্দ, ভ্রম, জ্বর, পিপাসা, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, অরুচি, সর্দ্দি, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বমন প্রভৃতি বহুবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সকল উপদ্রবের মধ্যে বলবান্ উপদ্রবের চিকিৎসা না করিলে, রোগী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়; সুতরাং যখন যে উপদ্রব প্রবল হইবে, তখন সেই উপদ্রবের নিবারণার্থ বাহ্য ও অভ্যন্তরিক উভয়বিধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অর্শোরোগে—উদরাধ্মান বা উদরে বায়ুরোধ। অর্শোরোগে উদরাধ্মান হইলে, চতুর্ম্মুখরস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বায়ুর প্রকোপজন্য উদরাধ্মানের সহিত পার্শ্ব, বস্তিদেশ, বক্ষঃস্থল ও কটিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, তাহাও ঐ সমস্ত ঔষধ সেবনে বিনষ্ট হয়। উদরাধ্মানের সঙ্গে অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, অগ্নিমান্দ্য চিকিৎসোক্ত স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ, বড়বানলচূর্ণ বা হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে; কোষ্ঠবদ্ধ প্রবল হইলে, নারাচচূর্ণ বা হরীতকীযোগ সেবন করাইবে; কিন্তু তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দাস্ত করান উচিত নহে; যেহেতু উহাতে দুর্ব্বলতা বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হয়, সুতরাং উদরাধ্মান নিবৃত্ত হয় না।

অর্শোরোগে—কোষ্ঠবদ্ধ। অর্শরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, অগ্নিবর্দ্ধক মৃদু বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। উদরাধ্মান নিবারণ জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত নারাচচূর্ণ, হরীতকীযোগ বা স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করিবে এবং উহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে ফলবর্ত্তি বা হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি প্রভৃতি বাহ্য ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগীকে দাস্ত করাইবে। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরে ও কটিদেশে বেদনা থাকিলে, বায়ু ও পিত্তের প্রবলতা অনুসারে সুকুমারমোদক, হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; কিন্তু এই সকল বিরেচক ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবন করাইবে না, যাহাতে ২। ১ বার মাত্র দাস্ত হয়, এইরূপ ভাবে

প্রয়োগ করিবে। অর্শোরোগ চিকিৎসা করিতে হইলে, কোষ্ঠশুদ্ধির উপর দৃষ্টি প্রদান অত্যন্ত আবশ্যক।

অর্শোরোগে—বেদনা। অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, শরীরের নানাস্থানে বেদনা প্রকাশ পায়, কোষ্ঠবদ্ধজন্য উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এই বেদনা প্রবল হয়; উদরাময়ের জন্যও সময় সময় স্থান বিশেষে অল্প বেদনা প্রকাশ পাইয়া থাকে। অর্শোরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও মন্দাগ্নি হইতে শরীরে বেদনা হইলে, অলম্বুষাদ্য চূর্ণ, বৈশ্বানর চূর্ণ বা যোগরাজ গুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ তাহাকে অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। এই সমস্ত ঔষধ বায়ুর অনুলোমক ও কোষ্ঠশুদ্ধি কারক এবং অগ্নিবলবর্দ্ধক; সুতরাং অর্শো-রোগীর কটি, গ্রীবা অথবা পার্শ্বাদি সন্ধিস্থিত বাতের পক্ষে, উহা অত্যন্ত উপকারী। মস্তক এবং তৎসন্নিহিত স্থানে বেদনা থাকিলে, স্বল্পলক্ষ্মী-বিলাস, মহালক্ষ্মীবিলাস বা শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উদরে ও নাভিস্থানে বেদনা থাকিলে, অগ্নিদীপক ও পাচক ঔষধ অর্থাৎ মহাশঙ্খবটী বা শূলহরণ যোগ প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিতে দিবে। গুহ্যদেশ বা বস্তিস্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, চিন্তামণি রস বা চতুর্ম্মুখ রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

অর্শোরোগে—জ্বর। অর্শোরোগে পিত্তাধিক্য বশতঃ জ্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই জ্বরের বেগ কখনও হ্রাস হয়, কখনও বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। জ্বর প্রকাশ পাইলে, রোগী সমধিক কষ্ট অনুভব করে। অর্শোরোগের প্রবলাবস্থায় জ্বরবৃদ্ধি হইয়া থাকে। জ্বরের প্রবলাবস্থায় ও শরীর সবল থাকিলে, জয়াবটী, মৃত্যুঞ্জয় রস অথবা মহাজ্বরাঙ্কুশ প্রভৃতি ঔষধ অনুপানভেদে সেবন করাইবে। এইরূপ অবস্থায় অন্ন-পথ্য বন্ধ করিয়া রোগীকে অবস্থানুসারে পথ্য প্রদান করিবে; কিন্তু জ্বর অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর স্নান ও আহার সহ্য হইলে, চূড়ামণি রস বা বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহ প্রভৃতি ঔষধ দোষানুসারে তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অর্শে ক্ষার বা তীক্ষ্ণ প্রলেপাদির প্রয়োগকালে শারীরিক অবস্থানুসারে

অনেকের জ্বর হইয়া থাকে, ঐ জ্বর অর্শের ক্ষত শুষ্ক হইলেই দূরীভূত হয়; সুতরাং তজ্জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রায়শঃ প্রয়োগ করিতে হয় না।

অর্শোরোগে—মেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র। অর্শোরোগাক্রান্ত ব্যক্তির অনেক সময় মেহ বা মূত্রকৃচ্ছ্র দোষ অর্থাৎ প্রস্রাবের কষ্টতা অথবা পুনঃপুনঃ অল্প অল্প প্রস্রাব হইয়া থাকে;. এইরূপ মেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা বস্তিগত বায়ুর প্রকোপ, কোষ্ঠশুদ্ধির অভাব অথবা অগ্নিমান্দ্য জনিত অন্যান্য উপদ্রব বশতঃ প্রকাশ পায়। এই মেহরোগে অনেক সময় প্রস্রাবের নিম্নভাগে চূণের ন্যায় বা লালামিশ্রিত পদার্থ দৃষ্ট হয়, বিবিধ শীতল দ্রব্য প্রয়োগদ্বারা উহার বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। এইরূপ মেহ প্রায়শঃ রোগের প্রবলাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় লক্ষিত হয়; সুতরাং তন্নিবারণার্থ মেহমুদ্গরবটিকা, চন্দ্রপ্রভাবটিকা, মহাবঙ্গেশ্বর বা বঙ্গাষ্টক প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঐ সকল ঔষধে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মেহ অনেকাংশে দূরীভূত হইয়া থাকে; তজ্জন্য প্রায়শঃ অন্য ঔষধ সেবন করিতে হয় না। মূত্রকৃচ্ছ্র প্রবল হইলে, মেহ-মুদ্গরবটিকা, বৃহৎ সোমনাথরস বা চন্দ্রপ্রভাবটিকা সেবনে সমধিক উপকার হয়। অর্শোরোগে প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে, স্নান ও আহারাদির নিয়ম পালন করা অতি আবশ্যক।

অর্শোরোগে—উদরাময়। অর্শোরোগে পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ-বশতঃ উদরাময় প্রবল হইয়া থাকে। পিত্তাধিক্য বশতঃ পাতলা দাস্ত হয়, শ্লেষ্মাধিক্য বশতঃ প্রবাহিকা রোগের ন্যায় আমসংযুক্ত মল নির্গত হইয়া থাকে। এই উভয় অবস্থায় বাতানুলোমক অথচ ধারক ঔষধ ভাস্করলবণ, বৃহৎ লবঙ্গাদ্য চূর্ণ, পীযূষবল্লীরস বা মহাশঙ্খবটী প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। ইহা-দের মধ্যে পীযূষবল্লীরস ও বৃহৎ লবঙ্গাদ্যচূর্ণ আমদোষ নিবৃত্তিকারক এবং অন্যান্য ঔষধ ধারক অথচ বায়ুর অনুলোমক। আমসংযুক্ত রক্তবর্ণ অথবা সরক্ত পাতলা দাস্ত হইলে, পীযূষবল্লীরস, কুটজাষ্টক বা বৃহৎ কুটজাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার হয়। জ্বর ও উদরাময় একত্র মিলিত হইলে, কুটজাষ্টক বা বৃহৎ কুটজাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে জ্বর ও উদরাময় উভয়ই প্রায়শঃ প্রশমিত হয়, তবে আবশ্যক হইলে সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস, মহাগন্ধক ও অমৃতার্ণব রস প্রভৃতি ঔষধও রোগের নূতন অবস্থায় সেবন করিতে দেওয়া

যাইতে পারে; কিন্তু উদরাময় পুরাতন হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে, পুটপাক বিষমজ্বরান্তকলৌহ, সর্ব্বজ্বরহর লৌহ বা বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অর্শোরোগে—সর্দ্দি ও কাস। শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে অনেক সময় সর্দ্দি, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হয়। কোষ্ঠবদ্ধ হইলেও এই সর্দ্দি, কাস প্রভৃতি প্রবল হইয়া থাকে; সর্দ্দি ও কাস প্রভৃতির জন্য পৃথক্ ঔষধ সেবন না করাইয়া, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস, মহালক্ষ্মীবিলাস, কফচিন্তামণি বা শৃঙ্গারাভ্র প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে; ঐ সকল ঔষধ অনুপানভেদে সেবন দ্বারা সমধিক উপকার পাওয়া যায়। শ্বাসচিন্তামণি, শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ কাস ও শ্বাসের প্রবলাবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু ঐ সকল ঔষধদ্বারা পুরাতন কাস বা শ্বাস সমূলে বিনষ্ট হয় না।

অর্শোরোগে—ঔষধ।

অর্কক্ষীরাদি লেপ। অর্শোরোগীর অর্শের অঙ্কুর বর্দ্ধিত, কঠিন বা তীক্ষ্ণাগ্র হইলে, এই প্রলেপ বলিতে প্রয়োগ করিবে। ইহা লাগাইলে, ঐ সমস্ত অঙ্কুর খসিয়া যায়।

অর্কক্ষীরাদি লেপ। আকন্দের ক্ষার, সিজের ক্ষীর, তিতলাউয়ের কচিপাতা ও ডহরকরঞ্জার ছাল; এই সকল দ্রব্য সমানাংশে লইয়া ছাগীমূত্রে পেষণ করিবে; অনন্তর উহা বলিতে লাগাইবে।

স্নুহীক্ষীরাদ্য লেপ। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক অর্শের অঙ্কুর কঠিন ও বৃহৎ এবং ঐ অর্শের মূলভাগ বৃহত্তর হইলে, এই প্রলেপ বলির মুখে লাগাইয়া দিবে। ইহাতে অর্শের অঙ্কুর সকল খসিয়া পড়ে।

স্নুহীক্ষীরাদ্যলেপ। সিজের ক্ষীর ও হরিদ্রা চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া বলিতে লাগাইবে, অথবা উভয় দ্রব্য একত্র কাপাসের সূতায় মাখাইয়া পুনঃপুনঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, তদ্দ্বারা দৃঢ়রূপে অর্শের বলি বন্ধন করিবে, এইরূপ বাঁধিয়া রাখিলে ঐ বলি ছিন্ন হয়।

তুম্বিকাদ্য লেপ। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক অর্শের অঙ্কুর বর্দ্ধিত এবং অর্শের মূল বৃহৎ ও কণ্টকাকীর্ণ হইলে, এই প্রলেপ বলিতে প্রয়োগ করিবে। উহা লাগাইলে বলি খসিয়া পড়ে।

তুম্বিকাদ্য লেপ। সবীজ তিত লাউ কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক উহাতে গুড় মিশ্রিত করিয়া অর্শে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

হরিদ্রাদি লেপ। শ্লৈষ্মিক অর্শে বলির মূলভাগ বৃহৎ এবং উহা বেদনা বিশিষ্ট হইলে ও অর্শের বলি বাহিরে থাকিলে, এই প্রলেপ লাগাইবে।

হরিদ্রাদি লেপ। হরিদ্রা, রক্তচিতা, সোহাগার খৈ এবং ওল; ইহাদের চূর্ণ ও গুড় একত্র করিয়া কাঁজি দ্বারা পেষণ পূর্ব্বক অর্শে প্রলেপ দিবে।

অপামার্গ লেপ। লিঙ্গস্থিত অর্শঃ প্রবল হইলে, ঐ অর্শের মুখে এই প্রলেপ লাগাইবে, ইহা লিঙ্গার্শোরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অপামার্গ লেপ। আপাঙ মূল অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ঐ ক্ষার এবং হরিতাল সমভাগে লইয়া জলে পেষণ করিবে; অনন্তর অর্শে লাগাইবে।

পঞ্চকোল যোগ। শ্লৈষ্মিক অথবা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে কাস, শ্বাস, অরুচি, মস্তকে ভারবোধ ও গাত্র বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তক্র (ঘোল) সহ সেবন করিতে দিবে।

পঞ্চকোল যোগ। পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, রক্তচিতা ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵৹ হইতে ।৹ আনা।

হরীতকী যোগ। বাতিক বা বাতপৈত্তিক অর্শোরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ এবং তৎসঙ্গে কটি, পৃষ্ঠ, বক্ষঃস্থল ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

হরীতকী যোগ। গোটা হরীতকী পূর্ব্বদিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে এবং পরদিন প্রাতে পেষণ পূর্ব্বক, উহার সহিত কিঞ্চিৎ ইক্ষু গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। হরীতকী চূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলেও উপকার পাওয়া যায়।

হরীতক্যাদি চূর্ণ। বাতিক বা বাতপৈত্তিক অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধ, এবং কটি, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, মাথায় নানাপ্রকার উদ্বেগ, দাহ, রক্তস্রাব ও পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ফল্‌সা ছালের রস সহ সেবন করিতে দিবে।

হরীতক্যাদি চূর্ণ। হরীতকী, খোসাবিহীন কৃষ্ণতিল, আমলকী, কিস্‌মিস্ ও যষ্টিমধু; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵৹ আনা হইতে ||৹ তোলা।

শূরণ যোগ। শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, আমাশয় এবং অন্যান্য উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

শূরণ যোগ। বন্যওল মাটীদ্বারা লেপন পূর্ব্বক, বনঘুটের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, পরে সিদ্ধ ওলের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ ও কিঞ্চিৎ তিলতৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

তিল যোগ। রক্তার্শোরোগে মলদ্বার হইতে সমধিক রক্ত নির্গত হইলে এবং রক্তার্শের অন্যান্য লক্ষণ অর্থাৎ হস্ত, পদ ও চক্ষু প্রভৃতি স্থানে পাণ্ডুতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

তিল যোগ। কৃষ্ণতিল ১ তোলা পেষণ পূর্ব্বক উহার সহিত ইক্ষুচিনি ॥০ তোলা, ছাগীদুগ্ধ ৪ তোলা মিলিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

শতমূলী যোগ। রক্তার্শোরোগে মলদ্বার হইতে অধিক রক্ত নির্গত হইলে এবং রক্ত নির্গমন হেতু দাহ, পিপাসা ও শরীর পাণ্ডুবর্ণ প্রভৃতি রক্তার্শের লক্ষণ সকল মিলিত ভাবে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ বৈকালে বা মধ্যাহ্নে সেবন করিতে দিবে। রক্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে দুই বেলা দুই বার ঔষধ প্রযোজ্য।

শতমূলী যোগ। শতমূলী ২ তোলা পরিমাণে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক উহার সহিত ছাগীদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

অপামার্গ যোগ। রক্তার্শোরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও অঙ্কুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

অপামার্গ যোগ। আপাঙবীজ ॥০ তোলা, চাউলধোয়া জলসহ পেষণ করিয়া সেবন করিতে দিবে।

কুটজ যোগ। রক্তার্শে মলদ্বার হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হইলে এবং পিত্তার্শে রক্তসংযুক্ত তরল মলভেদ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

কুটজ যোগ। কুড়চিছাল ॥০ তোলা পরিমাণে পেষণ পূর্ব্বক উহার সহিত তক্র মিশ্রিত করিয়া, দিনে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে।

দেবদালী যোগ। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে অর্শের অঙ্কুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং বিবিধ উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই জল দ্বারা অর্শের বলি ধৌত করিতে দিবে। অর্শোরোগের ইহা প্রধান ঔষধ।

দেবদালী যোগ। ঘোষালতা পূর্ব্ব দিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে; অথবা অর্দ্ধ সের ঘোষালতা ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /১ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইয়া, সেই জল দ্বারা অর্শের বলি দিনে ৩।৪ বার ধৌত করিতে দিবে।

পদ্মক যোগ। রক্তার্শোরোগে মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব হইলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে রক্তার্শোজনিত বিবিধ উপদ্রবও বিনষ্ট হয়।

পদ্মক যোগ। কচি পদ্মপাতা পেষণ করত উহার সহিত কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

অশ্বগন্ধাদি ধূপ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা রক্তার্শোরোগে অর্শের অঙ্কুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং গুহ্যদেশে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ধূপ অর্শে লাগাইবে।

অশ্বগন্ধাদি ধূপ। অশ্বগন্ধা, নিসিন্দা, বৃহতী ও পিপুল; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া তাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিবে এবং উহাতে অগ্নি ধরাইয়া তাহার ধূম অর্শে গ্রহণ করিতে দিবে।

চন্দনাদিক্বাথ। রক্তার্শোরোগে অর্শঃ হইতে রক্তস্রাব হইলে এবং তজ্জন্য বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ দাহ, জ্বর ও পাণ্ডুতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

চন্দনাদি ক্বাথ। রক্তচন্দন, চিরতা, দুরালভা ও নাগরমুথা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; এই ক্বাথ ছাকিয়া শীতল হইলে সেবন করিতে দিবে।

দার্ব্ব্যাদিক্বাথ। রক্তার্শোরোগে অর্শঃ হইতে রক্ত নির্গত হইলে এবং পিত্তের প্রকোপ বশতঃ দাহ, জ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে, রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দার্ব্ব্যাদি কাথ। দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, বেণারমূল ও নিমছাল, এই সকল দ্রব সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

করঞ্জাদিচূর্ণ। রক্তার্শোরোগে অর্শঃ হইতে রক্তস্রাব এবং তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ বস্তিদেশে বেদনা, শরীরের পীতাভা ও কৃশতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ তক্রসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

করঞ্জাদি চূর্ণ। করঞ্জফলের শাস, রক্তচিতা, সৈন্ধব, শুঁঠ, ইন্দ্রযব ও সোন্দাল; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা হইতে ।০ চারি আনা।

কর্পূরাদিচূর্ণ। বাতিক অর্শোরোগে, রোগীর সমধিক দুর্ব্বলতা, এবং কটি, পৃষ্ঠ ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা,অথবা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে পাতলা দাস্ত, অতীসার, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে।

কর্পূরাদি চূর্ণ। কর্পূর, লবঙ্গ, এলাইচ, দারুচিনি, নাগেশ্বর, জাতীফল, বেণার মূল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা (সাজীরা), কৃষ্ণাগুরু, বংশলোচন, জটামাংসী, নীলসুন্দি, পিপুল, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, বালা ও কাকোলী; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা হইতে ।০ আনা।

মরিচাদিচূর্ণ। বাতিক অথবা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে অগ্নিমান্দ্য এবং কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

মরিচাদি চূর্ণ। মরিচ, পিপ্পুল, কুড়, সৈন্ধব, জীরা, শুঁঠ, বচ, হিং, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, রক্তচিতা ও যমানী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং পুরাতন গুড় ৪ তোলা; একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

লবণোত্তমচূর্ণ। বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে অগ্নিমান্দ্য এবং কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ তক্রের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

লবণোত্তম চূর্ণ। সৈন্ধবলবণ, রক্তচিতা, ইন্দ্রযব, ডহরকরঞ্জার মূলের ছাল এবং মহানিমের ছাল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

বিজয়চূর্ণ। বাতিক অর্শে অগ্নিমান্দ্য এবং কটি, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি

স্থানে বেদনা, ভোজনে অনিচ্ছা ও বাতশ্লৈষ্মিক অর্শে উদরাময়, জ্বর, কাস, শ্বাস ও মাথার বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক অর্শোরোগে বায়ুর বা বাতশ্লেষ্মার আধিক্য প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—জল।

বিজয় চূর্ণ। শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ; বচ, হিং, আকনাদি, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চৈ, কট্কী, ইন্দ্রযব, রক্তচিতা, শুল্‌ফা, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সাম্ভারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, কয়ক চ্‌লবণ, পিপুলমূল, বেলশুঁঠ ও যমানী; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

সমশর্করচূর্ণ। পৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে অগ্নিমান্দ্য, কাস, অরুচি ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কাস এবং শ্বাস রোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—জল।

সমশর্কর চূর্ণ। ছোট এলাইচ ১ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ, তেজপাতা ৩ ভাগ, নাগেশ্বর ৪ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ, পিপুল ৬ ভাগ ও শুঁঠ ৭ ভাগ এই সমস্ত চূর্ণের সমান ইক্ষুচিনি, একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০ আনা হইতে ।০ আনা।

অগ্নিমুখলবণ। বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শে অগ্নিমান্দ্য, উদরাধ্মান, কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, মাথায় ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগীর প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি অথবা গুল্ম প্রভৃতি রোগ প্রকাশ পাইলে কিম্বা সাধারণতঃ প্লীহা বা যকৃৎ রোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও, ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রাতে প্রযোজ্য। অনুপান—উষ্ণজল।

অগ্নিমুখলবণ। রক্তচিতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল ও কুড়; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান সৈন্ধবলবণ; এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া, সিজের ক্ষীর দ্বারা ভাবনা দিয়া সিজের গাছ অথবা সিজের ডালের মধ্যে পূর্ণ করিবে, অনন্তর রন্ধ্র মুখ সিজের ডাল দ্বারা রুদ্ধ করিয়া উহাকে মাটী দ্বারা লিপ্ত করিবে এবং ঔষধ একেবারে ভস্মীভূত না হয়, এরূপভাবে বনঘুটের অগ্নিতে পাক করিবে। মাত্রা ৫ রতি।

প্রাণদাগুড়িকা। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, পিত্ত-

শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক অর্শের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ কোষ্ঠবদ্ধ, অগ্নিমান্দ্য অথবা পাতলা দাস্ত, অরুচি, জ্বর, কাস এবং কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, মাথায় ভার, ক্ষুধামান্দ্য ও অন্যান্য লক্ষণ সকল লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

প্রাণদা গুড়িকা। শুঁঠ ২৪ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ১৬ তোলা, চৈ ৮ তোলা, তালীশপত্র ৮ তোলা, নাগেশ্বর ৪ তোলা, পিপুলমূল ১৬ তোলা, তেজপাতা ১ তোলা, ছোট এলাইচ ২ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা এবং বেণার মূল ১ তোলা; এই সমুদয় চূর্ণ এবং পুরাতন গুড় ২৪০ তোলা একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা হইতে ৷০ তোলা পর্য্যন্ত। এই ঔষধ কোষ্ঠবদ্ধ ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইলে, ঔষধে শুঁঠের পরিবর্ত্তে হরীতকীচূর্ণ এবং পিত্ত প্রবল ব্যক্তির পাতলা দাস্ত অবস্থায় সেবন করাইতে হইলে, পুরাতন গুড়ের পরিবর্ত্তে ইক্ষুচিনি দিবে।

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা। বাতিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক অর্শে কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানে বেদনা, প্রমেহদোষ, বা মূত্রকৃচ্ছ্রতা, পুরাতন জ্বর ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রশস্ত। ইহা সেবনে অর্শোরোগীর ঐ সমস্ত উপদ্রব বিনষ্ট হয় এবং শারীরিক বল বৃদ্ধি পায়। এই ঔষধ প্রমেহ, অশ্মরী এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগেও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহা সেবন করিয়া নিয়ম পূর্ব্বক আহারাদি করা কর্ত্তব্য। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি, কোষ্ঠ পরিষ্কার এবং বায়ু অনুলোম হইয়া থাকে। ঔষধ সেবনান্তে শীতল জল পান করিতে দিবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা। পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, অভ্র ৮ তোলা এবং বিড়ঙ্গশাস, রক্তচিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, চৈ, চিরতা, পিপুলমূল, মুথা, শটীর পালো, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, যবক্ষার, সাজীমাটী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, গজপিপ্পলী ও আতইব; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, শোধিত শিলাজতু ৬৪ তোলা, শোধিত গুগ্গুলু ১৬ তোলা, লৌহ ১৬ তোলা, ইক্ষুচিনি ৩২ তোলা, বংশলোচন, দন্তীমূল ও তেউড়ীমূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, এবং দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাইচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২৷৵৪ রতি; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত ও জলদ্বারা মর্দ্দন করিয়া গুলি করিবে। মাত্রা ✓০ আনা হইতে ।০ আনা।

রসগুড়িকা। শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শে অগ্নিমান্দ্য ও আব-

সংযুক্ত মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে কাস, জ্বর বা শরীরের অবসন্নতা বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হরীতকী চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ।

রসগুড়িকা। রসসিন্দুর ১ তোলা এবং বিড়ঙ্গ, মরিচ ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, এই সমস্ত একত্র করিয়া গাংরাই শাকের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

চক্রেশ্বররস। বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শে রোগীর অগ্নিমান্দ্য, কাস ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ সহ সেবন করিতে দিবে।

চক্রেশ্বররস। রসসিন্দুর ৪ তোলা, সোহাগার খৈ এবং অভ্র প্রত্যেকে ৫ তোলা, এই সকল একত্র করিয়া শ্বেত পুনর্ণবার রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

জাতীফলাদি বটী। শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে আমসংযুক্ত মল নির্গত হইলে এবং অগ্নিমান্দ্য, কাস ও সর্দ্দি প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হরীতকী চূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ।

জাতীফলাদি বটী। জাতীফল, লবঙ্গ, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, ধুস্তূরবীজ, হিঙ্গুল ও সোহাগার খৈ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া জম্বীর (গোড়া লেবু) রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

অগ্নিমুখলৌহ। বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক অর্শে অগ্নিমান্দ্য, শরীরের পাণ্ডুতা, আমসংযুক্ত পাতলা দাস্ত, কটি ও পৃষ্ঠাদি স্থানে বেদনা এবং প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি ও শরীরের অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বল ও অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—ঘৃত বা দুগ্ধ।

অগ্নিমুখ লৌহ। তেউড়ী মূল, রক্তচিতা, নিসিন্দা, সিজমূল, মুণ্ডিরী ও ভুঁইআমলা; ইহাদের প্রত্যেকের ৬৪ তোলা, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাকিয়া লইয়া উহাতে উষ্ণীকৃত গব্যঘৃত ১৯২ তোলা, বৈচীমূলের রসদ্বারা শোধিত উৎকৃষ্ট লৌহভস্ম ১৬ তোলা এবং ইক্ষুচিনি ১৬ তোলা প্রদান করিয়া পাক করিবে এবং ঘন হইলে উহাতে বিড়ঙ্গ চূর্ণ ২৪ তোলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, ইহাদের সমভাগে মিশ্রিত চূর্ণ ৪০ তোলা, শিলাজতু ৮ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য প্রদান

করিয়া আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে মধু ১৬ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা ।/০ আনা হইতে ।০ আনা বা ॥০ তোলা।

মাণাদ্যলৌহ। পৈত্তিক বা রক্তার্শে রোগীর পাতলা দাস্ত বা রক্ত-সংযুক্ত দাস্ত হইলে এবং দেহের পাণ্ডুতা, দাহ, অম্লজ্বর, শরীরের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—রক্তার্শে ছাগীদুগ্ধ। পিত্তার্শে—শতমূলীর রস ও ইক্ষুচিনি।

মাণাদ্যলৌহ। মাণ; ওল, রক্তচন্দন, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্ব সমান লৌহ; জলদ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

তীক্ষ্মমুখ রস। বাতিক,বাতপৈত্তিক অথবা সান্নিপাতিক অর্শে রোগীর কটি, পৃষ্ঠাদি স্থানে বেদনা, কাস, মাথার উদ্বেগ, প্রমেহ বা মূত্রকৃচ্ছ্র ও সর্ব্বদা বায়ুজনিত বিবিধ উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে বৈকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ভিজান জল ২ তোলা ও মধু ২ ফোটা অথবা ইক্ষুচিনি।

তীক্ষ্মমুখ রস। রসসিন্দুর, তাম্র, স্বর্ণ, অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ, মুণ্ডলৌহ, গন্ধক, মণ্ডুর ও স্বর্ণ-মাক্ষিক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, ঘৃতকুমারীর রসে একদিন মর্দ্দন করিবে, পরে মুষামধ্যে রাখিয়া মাটীদ্বারা লেপ প্রদান পূর্ব্বক, রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ঘুটের অগ্নিতে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি।

অর্শঃকুঠার রস। বাতিক বা শ্লৈষ্মিক অর্শে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাধ্মান, কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি অর্শের সহিত প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ জল সহ সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শের প্রবলাবস্থায় ইহা অতি উপকারী।

অর্শঃ কুঠার রস। পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা এবং লৌহ, তাম্র, দন্তীমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ এবং ওল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা; বংশলোচন, সোহাগার খৈ, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪০ তোলা,শোধিত সিজের ক্ষীর ৬৪ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিবে; প্রথমে গোমূত্র ৪ সের পাক করিবে এবং অর্দ্ধাবশেষে উহার সহিত ঐ সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নির সন্তাপে পাক করিবে। মাত্রা ।০ আনা।

কুটজলেহ। পৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক সান্নিপাতিক বা রক্তার্শোরোগে পাতলা দাস্ত, আমরক্ত সংযুক্ত গুঠ্‌লা মল অথবা কেবল রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগীর গ্রহণীদোষ অর্থাৎ উদরাময় অবস্থায়ও ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ বাধক অথচ কোষ্ঠবদ্ধকারক নহে। রক্তার্শঃ বা পিত্তার্শজনিত পাণ্ডুতা, অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব ইহাতে বিনষ্ট হয়। ইহা রক্তার্শের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় প্রযোজ্য। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা শীতল জল।

কুটজলেহ। সরস কুড়চির ছাল ৮০০ তোলা, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই ক্বাথ ছাকিয়া লইয়া পুনরায় অগ্নিতে পাক করিবে এবং উহাতে পুরাতন গুড় ২৪০ তোলা, গব্যঘৃত ৬৪ তোলা প্রদান করিবে; ঔষধ ঘন হইলে, ঐ পাত্র অবতরণ পূর্ব্বক, রক্তচন্দন বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রসাঞ্জন, রক্তচিতা, ইন্দ্রযব, বচ, আতইষ ও বেলশুঁঠ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রদান পূর্ব্বক মৃদু অগ্নির সন্তাপে পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিয়া পাক করিবে, ঔষধ শীতল হইলে, উহাতে মধু ৬৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা বা ॥০ তোলা।

কুটজাষ্টক। রক্তার্শে বা পৈত্তিক অর্শে রোগীর সমধিক রক্তস্রাব অথবা আম বা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা রক্তরোধক, রক্তার্শের প্রথম অবস্থায় অথবা অল্প রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু পুনঃপুনঃ অথবা অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হইলে, ইহা সেবনে রক্ত একেবারে বন্ধ হইয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করিতে পারে, সুতরাং ঐ অবস্থায়, ইহা প্রয়োগ সমীচীন নহে। রক্তার্শের মধ্যাবস্থায় পিত্তশ্লেষ্মা প্রবল হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা শীতল জল।

কুটজাষ্টক। প্রস্তুতবিধি ২৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শূরণমোদক। বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বাদিতে বেদনা এবং কাস, শ্বাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগের মধ্য ও পুরাতন অবস্থায়, এই ঔষধ অতি উপকারী। অনুপান—জল।

শূরণমোদক। মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, রক্তচিতা ৮ তোলা এবং ওল ১৬ তোলা এই সমুদয় চূর্ণের সমান পুরাতন গুড় অর্থাৎ ৩০ তোলা; এই সমস্ত একত্র করিয়া মোদক পাক করিবে। মাত্রা।০ আনা হইতে ॥০ তোলা।

বৃহৎ শূরণমোদক। বাতিক ও বাতশ্লৈষ্মিক অর্শের পুরাতন বা মধ্যাবস্থায়, রোগীর অগ্নিমান্দ্য, কাস, শ্বাস, কোষ্ঠবদ্ধ, কটি ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। পুরাতন অর্শোরোগে প্লীহা, যকৃৎবৃদ্ধি প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলেও এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও বলবর্দ্ধক। পুরাতন অর্শোরোগীর পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ শূরণমোদক। ওল ১৬ তোলা, রক্তচিতা ৮ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, মরিচ ২ তোলা, এবং হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পিপুল, পিপুলমূল, তালীশপত্র, শোধিত ভেলা ও বিড়ঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, তালমূলী ৮ তোলা, বিস্তাড়কবীজ ১৬ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া পুরাতন গুড় ১৮০ তোলা সহ মিশ্রিত করতঃ মোদক পাক করিবে। মাত্রা।০ আনা বা ॥০ তোলা।

কাঙ্কায়ন মোদক। বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শের মধ্যাবস্থায়, বা পুরাতন অবস্থায় কটি, পার্শ্বাদি স্থানে বেদনা শরীরের কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে. এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধে অর্শোরোগের বিবিধ উপদ্রব বিনষ্ট হয়। পৈত্তিক এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক অর্শে পাতলা দাস্ত, দাহ, জ্বর, এবং অন্যান্য উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ অতি সাবধানে সেবন করিতে দিবে। প্রথমে অতি অল্প মাত্রায় প্রয়োজ্য। অনুপান—তক্র।

কাঙ্কায়ন মোদক। হরীতকী ৪০ তোলা, জীরা ৮ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, পিপুলমূল ১৬ তোলা, চৈ ২৪ তোলা, রক্তচিতা ৩২ তোলা, শুঁঠ ৪০ তোলা, যবক্ষার ১৬ তোলা, উৎকৃষ্ট রূপে শোধিত ভেলা ৬৪ তোলা, ওল ১২৮ তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে এবং সমস্ত ঔষধের দ্বিগুণ পুরাতন গুড় গ্রহণ করিয়া মোদক পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি হইতে ৬ বা ৮ রতি।

দশমূল গুড়। বাতিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক অর্শোরোগের

পুরাতন অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, কটি, উদর বা পার্শ্বাদিতে বেদনা, মাথায় ভার, কাস, শ্বাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক, অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। অনুপান—উষ্ণজল।

দশমূল গুড়। বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রক্তচিতা ও দন্তীমূল; ইহাদের প্রত্যেকে ৪০ তোলা, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ ছাকিয়া উহাতে পুরাতন গুড় /১২॥০ সের মিশ্রিত করিয়া যথানিয়মে পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে পাত্র নামাইয়া শীতল হইলে উহাতে তেউড়ীমূল চূর্ণ ২ সের ও পিপুল চূর্ণ /১ সের মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

শ্রীবাহুশাল গুড়। বাতিক, পৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক অর্শের পুরাতন অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ বা স্বাভাবিকরূপে মল নির্গত হইলে, অথচ কটি, পার্শ্বাদি স্থানে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, কাস, শ্বাস, জ্বর ও প্লীহা প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বহুকালের পুরাতন অর্শে ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রথমে অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। অনুপান—কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে উষ্ণজল। পৈত্তিক অর্শে বা সহজকোষ্ঠে ছাগীদুগ্ধ।

শ্রীবাহুশাল গুড়। তেউড়ীমূল, চই, দন্তীমূল, গোক্ষুর, রক্তচিতা, শটী, রাখালশশা, মুথা, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ ও হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, শোধিত ভেলা ৬৪ তোলা, বিস্তাড়কবীজ ৪৮ তোলা, ওল ১২৮ তোলা, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। ঐ ক্বাথ ছাকিয়া উহার সহিত পুরাতন গুড় ৯৮৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া পুনরায় পাক করিবে এবং ঘন হইলে পাত্র নামাইয়া উহার সহিত তেউড়ীমূল, চই, ওল ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং এলাইচ, দারুচিনি, মরিচ ও গজপিপ্পলী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪৮ তোলা প্রদান করিয়া পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবে। মাত্রা ১ তোলা।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ। রক্তার্শঃ পুরাতন হইলে এবং রোগীর বায়ু ও পিত্তের আধিক্য থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রক্তার্শো-রোগে দাহ, শরীরের পাণ্ডুতা ও কৃশতা প্রভৃতি উপদ্রবও ইহাতে দূরীভূত হয়। পুরাতন রক্তার্শোরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—জল।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ। রক্তার্শোরোগের পুরাতন অবস্থায় রক্ত-নিঃসরণ ও রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে, এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্য থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রক্তার্শোরোগে পাণ্ডু, দাহ, পিপাসা ও অন্যান্য উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে তাহারও উপকার হয়। পুরাতন রক্তার্শোরোগে ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন। ইহা সেবন করিলে শারীরিক বল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অনুপান—জল।

বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুটজাদ্যঘৃত। রক্তার্শোরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর অগ্নি সবল থাকিলে এবং সময় সময় আমসংযুক্ত মল নির্গত অথবা রক্তস্রাব হইলে, এই ঘৃত উষ্ণ দুগ্ধ সহ তাহাকে অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে।

কুটজাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছা পাক করিবে। কল্কদ্রব্য—ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, নাগেশ্বর, নীলশুন্দি, লোধ ও ধাইফুল, এই সকল দ্রব্য মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ৷৹ তোলা।

পিপ্পল্যাদ্য তৈল। পুরাতন অর্শোরোগে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ কোষ্ঠ শুদ্ধি না হইলে, বিশেষতঃ উদাবর্ত্তের লক্ষণ অর্থাৎ উদর বায়ুপূর্ণ অনুভূত হইলে, এই তৈল দ্বারা মলদ্বারে পিচ্‌কারী দিবে; ইহাতে বায়ু অনুলোম হয়, সুতরাং কটি, পৃষ্ঠ ও গুহ্যদেশ প্রভৃতি স্থানের বেদনা, মলের বদ্ধতা ও মূত্র-কৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি দোষ দূরীভূত হইয়া থাকে।

পিপ্পল্যাদ্য তৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছা পাক করিবে। গব্যদুগ্ধ ৮ সের। জল ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ, শুল্‌ফা, ময়নাফল, বচ, শটী, রক্তচিতা ও দেবদারু প্রত্যেকে ১ ভাগ ও কুড় ২ ভাগ, এই একাদশ ভাগ দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের লইয়া যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

বৃহৎ কাসীসাদ্য তৈল। অর্শোরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল অতি উপকারী। পূর্ব্বোক্ত প্রলেপাদি দ্বারা যে সমস্ত বলি স্খলিত না হয়, তাহাও এই তৈল প্রয়োগে স্খলিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ কাসীসাদ্য তৈল। তিলতৈল ৪ সের। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—হীরাকস, সৈন্ধব, পিপুল, শুঁঠ, কুড়, ঈশ লাঙ্গলিয়া, পাথরকুচি, করবীর, দন্তী, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা,

হরিতাল, মনঃশিলা, সোণামুখী, সিজের ক্ষীর ও আকন্দের ক্ষীর; এই সকল দ্রব্য সম ভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে। পাকাবসানে তৈল ছাকিয় লইবে।

অর্শোরোগে—উদরাধ্মান-চিকিৎসা।

চতুর্ম্মুখরস। অর্শোরোগে বায়ুর আধিক্য বশতঃ উদরাধ্মান বা উদর বায়ুপূর্ণ অনুভূত হইলে এবং তৎসঙ্গে কটি, পৃষ্ঠ ও গুহ্যদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা বায়ুর অনুলোমক এবং প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক। অপরাহ্নে সেব্য। অনুপান—হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া ভিজান জল ও মধু।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণি রস। বাতিক, বাতপৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অর্শোরোগে উদরাধ্মান বা উদর বায়ুপূর্ণ অনুভূত হইলে, এই ঔষধ বৈকালে প্রয়োগ করিবে। বায়ুর প্রকোপ বশতঃ কটি, পৃষ্ঠ ও গুহ্যদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদন থাকিলে, ইহা সেবনে তাহাও দূরীভূত হয়। অনুপান—সমানাংশে হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া ভিজান জল ও মধু।

চিন্তামণি রস। প্রস্তুতবিধি ৩৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্প-অগ্নিমুখ চূর্ণ। অর্শোরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ উদরাধ্মান, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও কোষ্ঠশুদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এবং তৎসঙ্গে উদরে, পার্শ্বদেশে বা কুক্ষিতে বেদনা অনুভূত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। প্রাতে বা সন্ধ্যার পর সেব্য। অনুপান—উষ্ণজল।

স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বড়বানল চূর্ণ। অর্শোরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ উদরাধ্মান, কোষ্ঠাশুদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এবং তজ্জন্য উদর, কুক্ষি বা পার্শ্বদেশে বেদনা অনুভূত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

বড়বানল চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৩৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতহরীতকী। অর্শোরোগে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ উদরাধ্মান, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠাশুদ্ধি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এবং তজ্জন্য উদরে কুক্ষিস্থানে বা পার্শ্বদেশে বেদনা অনুভূত হইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই হরীতকী, ভক্ষণ করিতে দিবে। অর্শোরোগে পাতলা বা আমসংযুক্ত দাস্ত এবং তৎসঙ্গে উদরাধ্মান থাকিলেও, ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

অমৃতহরীতকী। প্রস্তুতবিধি ৩৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অর্শোরোগে—কোষ্ঠবদ্ধ-চিকিৎসা।

নারাচচূর্ণ। বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদর বায়ুপূর্ণ হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগে মল কঠিন হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। ভোজনের পূর্ব্বে ইহা সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু।

নারাচ চূর্ণ। ইক্ষুচিনি ৮ তোলা, তেউড়ী মূল চূর্ণ ৮ তোলা, এবং পিপুল চূর্ণ ২ তোলা; এই সমস্ত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ তোলা।

হরীতকী খণ্ড। বাতিক বা বাতপৈত্তিক অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধ অথচ মলের কঠিনতা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং উদর ও কুক্ষিদেশের বেদনা দূরীভূত হইয়া থাকে। ঔষধ প্রাতে প্রযোজ্য। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

হরীতকী খণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৪১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অগস্ত্যচূর্ণ। বাতিক বা বাতপৈত্তিক অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধ অথচ মলের কাঠিন্য লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং উদর ও কুক্ষিদেশের বেদনা দূরীভূত হইয়া থাকে। অর্শোরোগে পাতলা দাস্ত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ নিষেধ। অনুপান—জল।

অগস্ত্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সুকুমার মোদক। অর্শোরোগীর বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এবং তজ্জন্য গুঠ্‌লে মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে

সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে মল তরল ও বায়ু অনুলোম হয়। প্রাতে এক বটী প্রযোজ্য। অনুপান—উষ্ণজল।

সুকুমার মোদক। প্রস্তুতবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফলবর্ত্তি। অর্শোরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাধ্মান বিদ্যমান থাকিলে এবং পূর্ব্বোক্ত বিরেচক ঔষধ সেবনে উপকার না হইলে অথবা বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা অনুচিত বোধ হইলে, অর্থাৎ মলের তরলাবস্থায় বায়ু দ্বারা উদর পূর্ণতা বা উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে, এই বর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বায়ুর অনুলোমতা, উদরাধ্মানের নিবৃত্তি এবং কুপিত মল নির্গত হইয়া থাকে।

ফলবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৩৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি। অর্শোরোগে বায়ু বা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ উদরাধ্মান ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই বর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বায়ু অনুলোম হয় এবং কুপিত মল নির্গত হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অর্শোরোগে—বেদনা-চিকিৎসা।

অলম্বুষাদ্য চূর্ণ। অর্শোরোগে বাতশ্লেষ্মা বা বায়ুর প্রকোপ বশতঃ কটি, পৃষ্ঠ অথবা পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও বাতনাশক অথচ বিরেচক নহে, এই জন্য অর্শোরোগে রোগীর স্বাভাবিক দাস্ত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ঘোল। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে উষ্ণজল।

অলম্বুষাদ্য চূর্ণ। মুণ্ডিরি, গোক্ষুর, গুলঞ্চের পালো, বিস্তারক বীজ, পিপুল, তেউড়ীমূল, মুথা, বরুণবৃক্ষের মূল, পুনর্নবা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও শুঁঠ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা হইতে ৷৷০ তোলা।

বৈশ্বানর চূর্ণ। বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগীর কটি, পৃষ্ঠ বা পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং তৎসঙ্গে, কোষ্ঠবদ্ধ বা অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

ইহা মৃদু বিরেচক ও অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—উষ্ণজল। স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে তক্র অর্থাৎ ঘোল।

বৈশ্বানর চূর্ণ। সৈন্ধব লবণ ২ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, শুঁঠ ৫ ভাগ ও হরীতকী ১২ ভাগ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৶০ আনা হইতে ॥০ তোলা।

যোগরাজ গুগ্‌গুলু। অর্শোরোগে বায়ু বা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ-বশতঃ কটি, পৃষ্ঠ বা পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে সমধিক বেদনা ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে প্রকুপিত বায়ু অনুলোম ও মল দ্রবীভূত হয় অথচ জলবৎ পাতলা দাস্ত হয় না। অনুপান—উষ্ণজল।

যোগরাজ গুগ্‌গুলু। রক্তচিতা, পিপুলমূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, যমানী, জীরা, দেবদারু, চই, এলাইচ, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনে, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, বেণারমূল, যবক্ষার, তালীশপত্র এবং তেজপত্র; এই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ এবং সর্ব্বসমান শোধিত গুগ্‌গুলু লইবে। গুগ্‌গুলু প্রথমে দুগ্ধে শোধন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া তাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিবে, অনন্তর মর্দ্দন পূর্ব্বক ক্রমে অন্যান্য চূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিতে থাকিবে এবং মধ্যে মধ্যে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া গুগ্‌গুলু নরম করিয়া লইবে এইরূপে সমস্ত চূর্ণ গুগ্‌গুলুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃতাক্ত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা ।০ আনা হইতে ॥০ তোলা।

মহালক্ষ্মীবিলাস রস। শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে মাথার ভার বা বেদনা ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান অর্শোরোগে মাথাভার, মাথাঘোরা, সময় সময় মাথাবেদনা বা কর্ণে শন্ শন্ শব্দ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে; কিন্তু কেবল মাত্র বায়ুর প্রাধান্য বশতঃ মাথাঘোরা ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে না। অনুপান—পানের রস ও মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস রস। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস। শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে মাথায় বেদনা বা ভার থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জ্বর, কাস, শ্বাস ও গাত্র-বেদনা প্রভৃতি উপদ্রবগুলি তৎসঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে

তাহাও দূরীভূত হয়। শ্লেষ্মপ্রধান অর্শোরোগীর জ্বরে, ইহা প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—নিসিন্দাপাতার রস ও মধু।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস রস। অর্শোরোগে রোগীর মাথায় বেদনা ও ভার থাকিলে, এবং তৎসঙ্গে গাত্রে বেদনা, জ্বর ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পানের রস ও মধু।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস রস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অর্শোরোগে—জ্বর চিকিৎসা।

জয়াবটী। অর্শোরোগে জ্বর প্রবল হইলে জ্বরের অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরের সহিত কাস, দাহ প্রভৃতি থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—পানের রস ও মধু। পাতলা দাস্ত হইলে, জীরাচূর্ণ ও মধু।

জয়াবটী। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুঞ্জয় রস। অর্শোরোগীর জ্বরের নূতনাবস্থায় জ্বরের বেগ প্রবল হইলে, এবং তৎসঙ্গে কাস, সর্দ্দি ও মাথাভার প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—পানের রস ও মধু। পাতলা দাস্ত হইলে, জীরাচূর্ণ ও মধু।

মৃত্যুঞ্জয় রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাজ্বরাঙ্কুশ। অর্শোরোগীর জ্বরের নূতনাবস্থায় কাস, সর্দ্দি, মাথায়-ভার প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। অনুপান—পানের রস ও মধু; অথবা নিসিন্দাপাতা ও পালিধাপাতার রস ও মধু।

মহাজ্বরাঙ্কুশ। প্রস্তুতবিধি ১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ জ্বরাস্তক লৌহ। অর্শোরোগে জ্বরের বেগ অল্প থাকিলে ও স্নানাহার দ্বারা জ্বরবৃদ্ধি না হইলে, বিশেষতঃ ঐ অবস্থায় রোগীর উদরা-

ময় বা আমসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চূড়ামণি রস। অর্শোরোগীর জ্বরের পুরাতন অবস্থায় অল্প বা মধ্য বেগে জ্বর প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ ঐ অবস্থায় স্নানাহার সহ্য হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কাস, শ্বাস, সর্ব্বাঙ্গশূল ও শিরোরোগ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও ইহা ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—পানের রস ও মধু।

চূড়ামণি রস। রসসিন্দূর, প্রবাল, স্বর্ণ, রূপা, বঙ্গ, তামা, মুক্তা, লৌহ ও অভ্র; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

অর্শোরোগে—প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র-চিকিৎসা।

মেহমুদ্গার বটিকা। অর্শোরোগে প্রস্রাবের সহিত শুক্র নির্গত বা প্রস্রাব ঘোলাটে, লাল অথবা প্রস্রাবের নিম্নভাগে চূণের ন্যায় পদার্থ সঞ্চয় বা প্রস্রাবে কষ্টতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ছাগীদুগ্ধ সহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগীর পাণ্ডু, কামলা, অরুচি প্রভৃতি থাকিলেও, ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বাতপিত্ত-প্রধান ব্যক্তির এই ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার হয়।

মেহমুদ্গার বটিকা। রসাঞ্জন, বিট্‌লবণ, দারুহরিদ্রা, বেলশুঁঠ, গোক্ষুর বীজ, দাড়িমের-খোসা, চিরতা, পিপুলমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও তেউড়ীমূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লৌহ ১৫ তোলা ও শোধিত গুগ্‌গুলু ৮ তোলা; এই সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা। অর্শোরোগীর প্রস্রাব ঘোলাটে বা হরিদ্রাবর্ণ হইলে এবং প্রস্রাবের নিম্নে চূণের ন্যায় পদার্থ সঞ্চয় বা প্রস্রাবে কষ্টতা প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগীর পাণ্ডুতা, কাস, দাহ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলেও, ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বাতপিত্ত বা পিত্তপ্রধান ব্যক্তির প্রমেহরোগে ইহা সমধিক কার্য্যকরী। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা জল।

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা। সোমরাজী, বচ, মুথা, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা, আতইষ, দারু-হরিদ্রা, পিপুলমূল, রক্তচিতা, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ ও বংশ-লোচন; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা; ধনে, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, চই, বিড়ঙ্গ, গজপিপুল, স্বর্ণমাক্ষিক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাজিমাটী, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চল-লবণ ও বিটলবণ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ॥• তোলা, লৌহ ৪ তোলা, ইক্ষুচিনি ৮ তোলা, শিলাজতু ১৬ তোলা এবং শোধিত গুগ্‌গুলু ১৬ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রত্তি।

বঙ্গাষ্টক। অর্শোরোগীর প্রস্রাবের সহিত শুক্রক্ষরণ, প্রস্রাবে জ্বালা ও অন্যান্য উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান অর্শোরোগীর পুরাতন জ্বরের সহিত মেহ থাকিলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। শ্লেষ্মাধিক বা বাতাশ্রিত শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ সমধিক উপকারী। অনুপান—হরিদ্রাচূর্ণ, আমলকীর রস ও মধু।

বঙ্গাষ্টক। পারদ, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, দস্তা, অভ্র ও তাম্র, এই সকল সমভাগ এবং সর্ব্ব-সমান বঙ্গ, এই সমুদয় একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষামধ্যে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রত্তি।

মহাবঙ্গেশ্বর রস। অর্শোরোগীর প্রস্রাবে জ্বালা, শুক্রনিঃসরণ, প্রস্রাবের নিম্নে চুণের ন্যায় পদার্থ সঞ্চয় বা প্রস্রাবে হরিদ্রাভা বিদ্যমান থাকিলে, বিশেষতঃ প্রমেহদোষ বশতঃ রোগীর শরীর অতি কৃশ হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ।

মহাবঙ্গেশ্বর রস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ, বঙ্গ, মুক্তা ও স্বর্ণমাক্ষিক; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রত্তি।

বৃহৎ সোমনাথ রস। অর্শোরোগে বস্তিগত বায়ুর প্রকোপ বশতঃ প্রস্রাবে সমধিক কষ্টতা, জ্বালা ও হরিদ্রাভা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কষ্টসাধ্য বায়ুরোগে বা পিত্তপ্রধান অর্শোরোগে প্রস্রাবের কষ্টতা থাকিলে এই ঔষধে তাহাও দূরীভূত হয়। ইহা অশ্মরী এবং মূত্রাঘাতরোগেও উপকারী। অনুপান—আমলা ভিজান জল ও মধু, অথবা হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ভিজান জল ও মধু।

বৃহৎ সোমনাথ রস। হিঙ্গুলোত্থ পারদকে পালিধাপাতার রসে ৭বার এবং শোধিক গন্ধককে ইন্দুরকাণীর রসে ৭ বার ভাবনা দিবে, অনন্তর ঐ পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে ২ তোলা লইয়া কজ্জলী করিবে। তৎপরে লৌহভস্ম ঘৃতকুমারীর রসদ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া ঐ লৌহ ৮ তোলা এবং অভ্র. বঙ্গ, রূপা, দস্তা, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ ইহাদের প্রত্যেকে ১তোলা লইবে। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক ঘৃতকুমারীর রসে ৭ বার ভাবনা দিবে : বটী ২ রতি।

অর্শোরোগে—উদরাময়-চিকিৎসা।

ভাস্করলবণ। বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক অর্শোরোগে রোগীর পাতলা দাস্ত অথচ উদরাধ্মান ও শরীরের গ্লানি প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতানুলোমক ও অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—জল।

ভাস্করলবণ। প্রস্তুতবিধি ৩৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ লবঙ্গাদ্য চূর্ণ। বাতিক, বাতপৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক অর্শোরোগীর উদরাময় বা আমসংযুক্ত,পাতলাদাস্ত এবং তৎসঙ্গে উদরাধ্মান, কাস বা সর্দ্দি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

বৃহৎ লবঙ্গাদ্য চূর্ণ। লবঙ্গ, আতইষ, মুথা, পিপুল, মরিচ, সাম্ভারলবণ, সৈন্ধব-লবণ, ধনে, কট্‌ফল, কুড়, জয়িত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণজীরা সচললবণ, রসাঞ্জন, ধাইফুল. মোচরস, আকনাদি, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, রক্তচিতা, বিটলবণ, জীরা, বেলশুঁঠ, দারুচিনি, এলাইচ, পিপুলমূল, বনযমানী যমানী, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, দাড়িমের খোসা, যবক্ষার, নিমছাল, ধূনা, সাচিক্ষার, সমুদ্রফেন, সোহাগার খৈ, বালা, কুড়্‌চির ছাল; জামছাল, আমছাল, কটকী, অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং ধনে চূর্ণ ২ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা।

পীযূষবল্লীরস। পৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক বা শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগীর পাতলা বা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে, অথবা আমবদ্ধ হইয়া অগ্নিমান্দ্য, শোথ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উদরাময়

পুরাতন হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই ঔষধ আমপাচক। অনুপান—বেলপোড়া ও ইক্ষুগুড়।

পীযুষবল্লীরস। প্রস্তুতবিধি ১৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাশঙ্খবটী। অর্শোরোগীর আমসংযুক্ত পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে উদরে ভারবোধ বা উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে, এবং অগ্নিমান্দ্য, কাস বা অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ বাতানুলোমক, অগ্নিবর্দ্ধক, আমশূলনাশক ও আমপাচক। অনুপান—জল।

মহাশঙ্খবটী। প্রস্তুতবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুটজাষ্টক। অর্শোরোগীর রক্তস্রাব হইলে, অথবা আম কিম্বা রক্ত-সংযুক্ত অপকমল দাস্ত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। উদরাময়ের সহিত জ্বর, কাস ও হস্ত পদাদিতে শোথ থাকিলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পুরাতন অর্শোরোগেও ইহা উপকারী। অনুপান—জল বা ছাগীদুগ্ধ।

কুটজাষ্টক। প্রস্তুতবিধি ২৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কুটজাবলেহ। অর্শোরোগীর বলি হইতে সমধিক রক্তস্রাব অথবা আম কিম্বা রক্তসংযুক্ত মল নির্গমন এবং তৎসঙ্গে উদরে বেদনা, জ্বর, কাস, শরীরের গ্লানি প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে,এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগের নূতন ও পুরাতন উভয় অবস্থায়ই, এই ঔষধ তুল্য কার্য্যকারী। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা জল।

বৃহৎ কুটজাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ৩১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অর্শোরোগে—পথ্য।

নূতন ও পুরাতন অর্শোরোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং কুলথ-কলাইয়ের ডাইল, পটোল, ওল, মাণ, বেতোশাক, কচিবেগুণ, পল্‌তা, নিম ও হিঞ্চে প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্যের ব্যঞ্জন ও তক্র প্রভৃতি হিতকর। গুরুপাক-দ্রব্য, শীতল দ্রব্য এবং অনূপদেশজাত প্রাণীর মাংস, মৎস্য, দধি, পিষ্টক,

মাষকলাই, বাঁশের কোর, সীম, বেল, লাউ, পুইশাক প্রভৃতি শ্লেষ্মা ও পিত্ত-বর্দ্ধক দ্রব্য অর্শোরোগীর কুপথ্য।

রক্তার্শোরোগে রোগীকে পূর্ব্বোল্লিখিত রক্তপিত্তরোগের নিয়মানুযায়ী পথ্য প্রদান করিবে।

ক্রিমিরোগ-চিকিৎসা।

ক্রিমির ভেদ। ক্রিমি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—বাহ্যক্রিমি ও আভ্যন্তর ক্রিমি।

ক্রিমির উৎপত্তিভেদ। বাহ্যক্রিমি শরীরস্থ মল বা ময়লা হইতে উৎপন্ন হয়। আভ্যন্তরিক ক্রিমিসকলের কতকগুলি রক্তগত, কতকগুলি আমাশয়স্থিত ও কতকগুলি পক্কাশয়স্থ পুরীষগত; সর্ব্বসমেত এই চারি প্রকার ক্রিমি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বাহ্যক্রিমিসকল শরীরের মল ও ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। উহারা সাধারণতঃ কেশ ও চর্ম্মাশ্রয়ী। যথা—যুক, লিখী ইত্যাদি।

রক্তগত ক্রিমিসকল রক্তবাহি শিরায় অবস্থিতি করে। উহারা ছয়প্রকার। উহারা পাদরহিত, অতিসূক্ষ্ম; উহাদের মধ্যে কতকগুলি একেবারে দৃষ্টিগোচর হয় না। যথা—কেশাদ, রোমবিধ্বংশ ইত্যাদি। আমাশয়স্থিত ক্রিমির মধ্যে কতকগুলি কেঁচোর ন্যায়, কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরবৎ, কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম, উহারা আমাশয়স্থিত শ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্কাশয়গত অর্থাৎ পুরীষজ ক্রিমি পাঁচ প্রকার। উহাদের মধ্যে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ এবং কতকগুলি পীত বা শ্বেতবর্ণ ও কতকগুলি স্থূল।

বাহ্যক্রিমির উৎপত্তির কারণ ও উপদ্রব। সর্ব্বাঙ্গে বা মস্তকে ময়লা সঞ্চিত হইলে, তাহা হইতে অথবা ঘর্ম্ম হইতে এই ক্রিমি অর্থাৎ উকুন বা চর্ম্মকীটের উৎপত্তি হয়। এই বাহ্যক্রিমিসকল পিড়কা, কণ্ডূ অর্থাৎ চুলকণা ও গণ্ডরোগ উৎপাদন করে।

রক্তজ ক্রিমির কারণ ও উপদ্রব। ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধদ্রব্য একত্র ভোজন, অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন এবং শাকাদি দ্রব্য ভোজনে, রক্তজ ক্রিমি উৎপন্ন হয়। ইহারা কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করে।

আমাশয়স্থিত ক্রিমির কারণ ও উপদ্রব। মৎস্য, মাংস, গুড়, ক্ষীর, দধি, মধুর ও অম্লরসাত্মক দ্রব্য, অত্যধিক তরলদ্রব্য, দিবানিদ্রা এবং ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য একত্র ভোজন, এই সমস্ত কারণে আমাশয়স্থিত ক্রিমির উৎপত্তি হয়। এই সমস্ত ক্রিমি বর্দ্ধিত হইয়া উদরের নানা স্থানে বিচরণ করে এবং বমনেচ্ছা, মুখ হইতে জলস্রাব, অপরিপাক, অরুচি, মূর্চ্ছা, বমন, জ্বর, উদরে বন্ধনবৎ পীড়া অর্থাৎ বায়ু দ্বারা মল মূত্রের অনির্গমজনিত ক্লেশ, কৃশতা, হাঁচি, সর্দ্দি; এই সমস্ত উপসর্গ উৎপাদন করে।

পক্বাশয়স্থিত ক্রিমির কারণ ও উপদ্রব। মাষকলায়, পিষ্টক, অম্লদ্রব্য, লবণ, গুড়, শাক, মধুররস বা অম্লরসাত্মক দ্রব্য ভোজন, অধিক পরিমাণে দ্রব অর্থাৎ তরল পদার্থ পান এবং ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধদ্রব্য একত্র ভোজন; এই সমস্ত কারণে পক্বাশয়স্থ পুরীষজ ক্রিমি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পুরীষজ ক্রিমি বিমার্গগামী হইলে পাতলা দাস্ত, শূল, উদরে বেদনা ও স্তব্ধতা, শরীরের কৃশতা, পাণ্ডুতা, রোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও মলদ্বারে চুলকণা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পায়।

ক্রিমিরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

ক্রিমি কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা প্রথমেই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। যে সমস্ত দ্রব্য ভোজনে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হয়, সেই সকল দ্রব্য ভোজন করিলে, আমাশয় শ্লেষ্মাবহুল হয়, এবং তজ্জন্য আমাশয়স্থ ক্রিমি উৎপন্ন হয়। শ্লেষ্মবহুল দ্রব্য ও ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধদ্রব্য এক সঙ্গে সেবন দ্বারা পক্বাশয়ে শ্লেষ্মা বা মল সঞ্চিত হইলে, ঐ মলে ক্রিমি উৎপন্ন হয়, ইহাই পুরীষজ ক্রিমি। বিবিধ বিরুদ্ধ দ্রব্য ও শাকাদি সেবন দ্বারা রক্তবাহি শিরাসমূহে একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম কীট উৎপন্ন হয়, ঐ কীট উৎপন্ন হইলে চর্ম্মে বিবিধ পীড়কা ও কুষ্ঠ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মস্তকের ময়লা হইতে এক প্রকার ক্রিমি জন্মে,

ইহাকে ইকুন কহে। গাত্রেও ইকুনের ন্যায় এক প্রকার ক্রিমি জন্মিয়া থাকে, ঐ ক্রিমি সময় সময় কাহারও কাহারও গাত্রে দৃষ্ট হয়। এই চারি প্রকার ক্রিমির মধ্যে আমাশয় ও পক্বাশয়গত ক্রিমি বিবিধ রোগ উৎপাদন করে। এই দুই প্রকার ক্রিমি শিশুদিগের উদরে প্রায়শঃ উৎপন্ন হয়; যেহেতু দুগ্ধ ও মিষ্টবহুল দ্রব্যই শিশুদিগের প্রধান খাদ্য। এইরূপ যে সকল বালক ও যুবক অধিক মিষ্ট ও দুগ্ধপ্রিয়, তাহাদিগের উদরেও ঐ ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে। শিশুদিগের ঐরূপ আমাশয়গত ক্রিমিরোগ হইতে জ্বর, সর্দ্দি, হাঁচি, বমন এবং অরুচি জন্মে; কাহারও পেটে বেদনা, বমন, দাস্ত বা অতীসার, জ্বর ও সর্দ্দি প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়, এইরূপ উপসর্গ প্রকাশ পাইবার কারণ নিরূপণ করিতে না পারিয়া অনেক সময় চিকিৎসকের মতিভ্রম হইয়া থাকে। ক্রিমি হইতে শিশু ও বালক বালিকাদিগের অনেক সময় উদরাময় বা অতীসার উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ অতীসারে জ্বর প্রকাশ পায়; সুতরাং এই অবস্থায় উহা ক্রিমিজনিত অতীসার বা জ্বরাতীসার তাহা নিরূপণ করা বিশেষ আবশ্যক। বালক বা যুবকদিগের পুরীষজ ক্রিমি হইতে নাভিদেশে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ শরীরের কৃশতা ও পাণ্ডুতা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়; কাহারও পাতলা দাস্ত, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্রিমি উর্দ্ধগামী হইলে, তাহা হইতে হৃদ্রোগ, শ্বাস, উদরাধ্মান প্রভৃতি উৎকট পীড়া জন্মে, এমন কি শিরোরোগাদি পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমাশয়স্থ ও পক্বাশয়স্থ উভয়বিধ ক্রিমিই উর্দ্ধগামী ও অধোগামী হইয়া থাকে, অর্থাৎ আমাশয়গত বড় (কেঁচোর আকৃতি) ক্রিমি সকল হৃদয়ে গমন পূর্ব্বক সময় সময় মুখ হইতে নির্গত হয় এবং সময় সময় উহারা পক্বাশয়ে গমন পূর্ব্বক মলের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। আমাশয়স্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধান্যাঙ্কুরবৎ ক্রিমিসকলও পক্বাশয়ে গমন করিয়া মলের সহিত অনেক সময় নির্গত হয়। আমাশয়গত ক্রিমি সকল এইরূপ ভাবে উর্দ্ধ ও অধোগামী হইতে দেখা যায়। পক্বাশয়গত সূক্ষ্ম ক্রিমিসকল মলের সহিত নির্গত হয়, কিন্তু উহারা উর্দ্ধগামী হইলে, শ্বাস প্রশ্বাসে মলের গন্ধ প্রতীয়মান হয়, ঐ সকল সূক্ষ্ম (ধান্যাঙ্কুরবৎ লেলিহ নামক) ক্রিমি হইতে গুহ্যদেশে কণ্ডূ অর্থাৎ চুলকণা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ সকল পক্বাশয়গত ক্রিমি বৃদ্ধি পাইয়া সময় সময়

দাস্ত, উদরে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ উৎপাদন করে। মানবের দেহমধ্যে এইরূপ ক্রিমির বিচিত্র গতি প্রকাশ পায়।

ক্রিমি হইতে যে সকল উপসর্গের উৎপত্তি হয়, তাহাদের সহিত অন্যান্য মূলরোগের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে ; সুতরাং কোনও রোগের চিকিৎসা-কালে তাহার লক্ষণ দ্বারা উভয়ের ভেদ নিরূপণ করা কর্ত্তব্য ; অর্থাৎ ক্রিমি-জনিত শূল ও পিত্তশূল এই উভয়ের লক্ষণের মধ্যে যেমন অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে, তেমনি আবার ঐ উভয় লক্ষণের মধ্যে কিয়দংশে ভেদও দৃষ্ট হয়, এই ভেদ নিরূপণ দ্বারা রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করাই চিকিৎসকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। এইরূপ ক্রিমিজনিত বমন এবং পিত্তের প্রকোপ বা অজীর্ণাদি দোষ বশতঃ বমন এই উভয়ের মধ্যে বমনের প্রভেদ বিবেচনা করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগ ও বাতাদি দোষভেদে মূল হৃদ্রোগ এই উভয়ের ভেদ বিবেচনা করিয়া হৃদ্রোগের চিকিৎসা করিবে। ক্রিমিজনিত শিরোরোগের এবং পিত্তশ্লেষ্মাদি ভেদে মূল শিরোরোগের প্রভেদ নিরূপণ করা বিশেষ প্রয়োজন। ক্রিমিজনিত অগ্নিমান্দ্য বা শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ পাচকাগ্নির দুর্ব্বলতা, তাহা বিবেচনা করাও আবশ্যক। ক্রিমিদোষে অতীসার বা অজীর্ণাদি দোষে অতীসার, ইহা বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ না করিলে বিপরীত ফল দর্শে। এইরূপ ক্রিমিজনিত জ্বর, সর্দ্দি, কোষ্ঠ-বদ্ধ অথবা অন্যান্য কারণে জ্বর, সর্দ্দি ও কোষ্ঠবদ্ধ, এই সমুদয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসকের ঔষধ নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ ক্রিমির চিকিৎসা করিতে হইলে, অগ্নিবর্দ্ধক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ অর্থাৎ ক্রিমিমুদ্গররস, ক্রিমিধূলিজলপ্লব রস প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

ক্রিমিরোগে—বমন। ক্রিমিজন্য বমন ও পিত্তদোষে বমন, এই উভয়ের মধ্যে ভেদ নিরূপণ করিতে হইলে, বমন কোন্ রসবিশিষ্ট, তাহা রোগীকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যেহেতু অম্লপিত্ত বা অজীর্ণাদিদোষে বমন হইলে, সেই বমন প্রায়শঃ অম্লরসবিশিষ্ট হয়, কিন্তু সাধারণতঃ ক্রিমি-দোষে যে বমন হয়, তাহা প্রায়শঃ তিক্তরসবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ক্রিমিজনিত বমন প্রায়শঃ শূন্য উদরে অধিক হয় ও আহার দ্বারা নিবৃত্ত হয় এবং বমনের পূর্ব্বে মুখ হইতে জল উঠিয়া থাকে। ক্রিমির প্রকোপ-

জন্য পুনঃপুনঃ বমন হইলে, জ্বরে বমনচিকিৎসায় বর্ণিত ক্রিমিনাশক যোগসমূহ রোগের প্রথমাবস্থায় প্রদান করিবে। বমনের সহিত মুখ হইতে ক্রিমি নির্গত হইলে, উক্ত ক্রিমিনাশক যোগ এবং স্বর্ণমৎস্যণ্ডী ও পিপ্পল্যাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ক্রিমি হইতে বিকারের ভাব লক্ষিত হইলে, উল্লিখিত যোগ এবং ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যদি বমনে বিকার লক্ষিত না হয় অথবা রোগ পুরাতন হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত ঔষধে বিশেষ উপকার হয় না, এরূপ অবস্থায় ক্রিমিভদ্রবটিকা, বিড়ঙ্গাদিলৌহ বা বিড়ঙ্গাদিঘৃত প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। ক্রিমিজন্য বমনে রোগীকে অধিক বেলায় আহার করিতে দেওয়া উচিত নহে, প্রত্যহ এক বা দেড় প্রহরের মধ্যেই পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া মাত্রই ভোজন করিতে দিবে। শীতল পানীয় বা শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য কখনও সেবন করিতে দেওয়া উচিত নহে।

ক্রিমিরোগে—অতীসার। ক্রিমিজন্য অতীসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি অনেক সময়ে মলের সহিত নির্গত হয়। কখনও বা বড়ক্রিমি মলের সহিত অথবা মুখ হইতে পুনঃপুনঃ নির্গত হইয়া থাকে। রোগীর অগ্নিমান্দ্য প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, এই অবস্থা অতি ভয়ানক। অনেক সময় ইহাকে অতীসার, পিত্তাতীসার বা বিসূচিকা বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। এইরূপ অতীসার উপস্থিত হইলে, অনেক সময় জ্বর প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, আবার কাহারও বা জ্বর একেবারেই অনুভূত হয় না। ক্রিমিজনিত অতীসারের বমন একটী প্রধান লক্ষণ, এই ক্রিমিজন্য অতীসারে প্রাগুক্ত ক্রিমিনাশক যোগ, স্বর্ণমৎস্যণ্ডী, বিড়ঙ্গাদিলৌহ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগীর বমননিবৃত্তি করা আবশ্যক। বমন নিবৃত্তি হইলে, ক্রিমিজনিত অতীসার নিবারণার্থ ক্রিমিকালানলরস বা ক্রিমিরোগারি রস প্রয়োগ করিবে। উদরাময় ও অগ্নিমান্দ্য প্রবল হইলে, গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা, মহাগন্ধক বা অমৃতার্ণব রস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে।

এই রোগের প্রবলাবস্থায় জ্বর থাকিলে, প্রথমতঃ অতীসার ও বমন নিবারণার্থ ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। বমনের নিবৃত্তি হইলে, অতীসার

নিবারণার্থ যে সমস্ত ঔষধ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করিবে; এবং তৎকালে জ্বরের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জ্বর প্রবল হইলে বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে) বা কস্তুরীভৈরব প্রভৃতি ঔষধ অনুপান-বিশেষে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ক্রিমিজনিত উদরাময়ের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ক্রিমিবিনাশার্থ ক্রিমিভদ্রবটিকা, ক্রিমিরোগারিরস, ক্রিমি-কালানলরস বা বিড়ঙ্গলৌহ প্রভৃতি ঔষধই সমধিক উপকারী। উদরাময়ের জন্য গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা এবং অমৃতার্ণবরস প্রভৃতি বিশেষ উপযোগী। রোগ পুরাতন হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, পুরাতন জ্বরে প্রযোজ্য ঔষধ সকল বিবেচনা পূর্ব্বক রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ক্রিমিরোগে-শূল। উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে, এক প্রকার বেদনার উৎপত্তি হয়, তাহাকে ক্রিমিশূল কহে। ইহা অনেক সময় এতদূর প্রবল হয় যে, রোগী আহারাদি করিতে পারে না, দিন রাত্রি বেদনায় অস্থির হয়, রোগীর প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, অনেক সময় আবার বমনও হইয়া থাকে, এইরূপ কষ্টসাধ্য রোগে আহারাদির নিয়ম প্রতিপালনে সমধিক যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। বিরেচনার্থ রোগীকে অগস্ত্যচূর্ণ প্রয়োগ দ্বারা ২।৩ দিন অন্তর দাস্ত করান বিশেষ প্রয়োজন। হরীতকীখণ্ড প্রত্যহ প্রয়োগ করিলেও কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। এই অবস্থায় যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এরূপ আহার ও পানীয় ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। বেদনার জন্য বিড়ঙ্গাদিলৌহ, বিদ্যাধরাভ্র প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। ক্রিমিজনিত শূলরোগ পুরাতন হইলে, ঐ সকল ঔষধ দ্বারাই সমধিক উপকার পাওয়া যায়। এই রোগে রুক্ষ বা শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য-সেবন একেবারে পরিত্যাগ ও এইসকল নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক যাবৎ রোগ একেবারে দূরীভূত না হয়, তাবৎ ঔষধ সেবন বিশেষ আবশ্যক।

ক্রিমিরোগে-সর্দ্দি। আমাশয়ে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে, শিশু ও বালক বালিকাদিগের সর্দ্দি প্রকাশ পাইতে দেখা যায় এবং ঐ সর্দ্দি হইতে অনেক সময় কাস বা জ্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই অবস্থায় জ্বরঘ্ন ঔষধ দ্বারা অনেক সময় জ্বরনিবৃত্তি হয় না এবং ক্রিমিনাশক ঔষধ দ্বারাও ঐ সর্দ্দি কাস প্রভৃতি হ্রাস পায় না। এই অবস্থায় প্রথমতঃ বাতানুলোমক কোষ্ঠ-

শুদ্ধিকারক শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ, স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। উহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং তৎসঙ্গে কাস ও সর্দ্দি প্রশমিত হইয়া থাকে। এই সঙ্গে জ্বরের ঔষধ রোগীর বয়স এবং দোষ-ভেদে সেবন করিতে দিবে। যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এইরূপ অনুপান সহযোগে ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরের পুরাতন অবস্থায় জ্বর-চিকিৎসায় বর্ণিত গুড়ূচ্যাদি চূর্ণ, জ্বরসংহার চূর্ণ, বিষমজ্বরান্তক চূর্ণ, শ্লেষ্ম-শৈলেন্দ্র রস বা সার্ব্বভৌম রস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। জ্বরনিবৃত্তি হইলে রোগীকে অন্নপথ্য ব্যবস্থা করিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় জ্বরচিকিৎসার বিধি অনুসারে অন্নপথ্য ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ক্রিমি অধোগামী হইয়া পতিত ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে অনেকাংশে জ্বর-নিবৃত্তি হইয়া থাকে, আবার অনেকস্থলে জ্বর পুরাতন হইলে, সহসা নিবৃত্ত হয় না; এই অবস্থায় জ্বর-চিকিৎসার নিয়মানুযায়ী ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং উল্লিখিত সর্দ্দি ও কাসের ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং তৎসঙ্গে ক্রিমিনাশক ঔষধ পৃথক-রূপে প্রয়োগ করাও কর্ত্তব্য।

ক্রিমিরোগে-অগ্নিমান্দ্য। পক্কাশয়ে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে, ক্ষুধা একেবারে হ্রাস পায়। শিশু ও বালক বালিকাদিগের প্রায়শঃ এই রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐরূপ অগ্নিমান্দ্য হইলে, সময় সময় পাতলা দাস্ত ও আহারে অরুচি বা অনিচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। অনেক বালকের উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হওয়ায় গুহ্যদেশ চুলকায়, এইরূপ অবস্থায় যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি অথচ অগ্নিবৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ ও তৎসঙ্গে ক্রিমিমুদ্গর-রস, ক্রিমিধূলিজলপ্লবরস তাহাকে প্রতিদিন সেবন করাইবে এবং রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে ক্রিমিকালানলরস, ক্রিমিরোগারি রস প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

রক্তজক্রিমি। রক্তবাহি শিরাস্থিত ক্রিমিসকল গাত্রে বিবিধ পিড়কা উৎপাদন করে, ঐ সকল পিড়কা আবার সময় সময় পাকিতে দেখা যায়, আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ ভিন্ন উহা একেবারে দূরীভূত হয় না। এই অবস্থায়

যাহাতে কোষ্ঠস্থ কুপিত মল নির্গত ও রক্তস্থ কীট বিনষ্ট হয়, তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। হরিদ্রাখণ্ড, বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, রক্ত শোধিত হয়, সুতরাং রক্তগত ক্রিমিরোগে অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা, এই ঔষধই সমধিক উপকারী, ইহা ভূয়োভূয়ঃ পরীক্ষা করা হইয়াছে। যাহাদের স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধ, তাহাদের পক্ষে হরীতকীখণ্ড ও পঞ্চতিক্তঘৃত সমধিক উপকারী; স্বভাবকোষ্ঠে হরীতকীখণ্ড ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

চর্ম্মগত ক্রিমি। চর্ম্মগত ক্রিমি সর্ব্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মস্তকের কেশবৃদ্ধি ও মস্তকে ময়লা সঞ্চিত হইলে, অধিকাংশ স্থলে এই ক্রিমি (ইকুন) উৎপন্ন হয়; গাত্রে এবং চক্ষুর পাতায়ও সময় সময় ইকুন দেখিতে পাওয় যায়। মস্তকে বা গাত্রে ইকুন উৎপন্ন হইলে, মস্তক ও গাত্র সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে এবং স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে ও মস্তকে সরিষার তৈল, মর্দ্দন করিবে। পানের রসসহ কর্পূর মিশ্রিত করিয়া মাথায় মর্দ্দন করিলে অথবা ধুতুরা পাতার রস সহ কর্পূর মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলেও মাথার ইকুন নষ্ট হয়। এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন দ্বারাও যদি ঐ ইকুন নষ্ট না হয়, তবে ধুস্তূরতৈল বা বিড়ঙ্গাদিতৈল মাথায় মালিশ করিয়া স্নান করিবে। সাধারণতঃ সমস্ত কেশ ছেদন করিলেও মাথার ইকুন বিনষ্ট হয়, তবে কেশবৃদ্ধির সহিত ইকুন পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়, কিন্তু এই সমস্ত তৈল প্রয়োগ দ্বারা ইকুনসমূহ বিনষ্ট হইলে, কিছুদিনের মধ্যে আর ইকুন দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ চর্ম্মগত ক্রিমিরোগে গাত্র পরিষ্কার রাখা ও স্নানের পূর্ব্বে সরিষার তৈল মালিশ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগ। আমাশয়াদিতে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে, হৃদয়ে বেদনা জন্মে, ইহাকেই ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগ কহে। এই হৃদ্রোগে আমাশয়-জাত ক্রিমির লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ বমন, মুখ হইতে থুথু নিঃসরণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, মূর্চ্ছা ও কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণসকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, যাহাতে ক্রিমিসকল অধোগামী হইয়া পতিত হয়, সেই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বমন প্রকাশ পাইলে,

বিড়ঙ্গাদিলৌহ, বিড়ঙ্গযোগ বা বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই রোগে অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান থাকিলে, অতি লঘুপাক দ্রব্য পথ্য দিবে। রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে, শঙ্খবটী বা মহাশঙ্খবটী এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ বা বাড়বানলচূর্ণ প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। হৃদয়ের বেদনা প্রবল হইলে, শূলহরণযোগ, শঙ্খাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে অনেক সময় অম্লপিত্তশূল বা পিত্তশূলাদি বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; সুতরাং বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। মিষ্টদ্রব্য, শীতল বা শ্লেষ্মবর্দ্ধক অন্ন ও পানীয় রোগীকে কখনও সেবন করাইবে না, যাহাতে ক্রিমি সকল অধোগামী হইয়া পতিত হয়, এইরূপ অন্ন ও পানীয় সর্ব্বদা প্রয়োগ করিবে।

ক্রিমিজনিত শিরোরোগ। ক্রিমিজন্য শিরোরোগ উপস্থিত হইলে, মাথায় উৎকট বেদনা, মাথার ভিতরে অত্যন্ত যন্ত্রণা ও ভিতরে দপ্ দপ্ করা এবং নাসিকা হইতে জলস্রাব; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্রিমিজনিত শিরোরোগ কষ্টসাধ্য, উহার পরীক্ষার্থ ক্রিমিজন্য পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ সমূহের উপর দৃষ্টি করা একান্ত কর্ত্তব্য; অর্থাৎ ক্রিমিজন্য শিরোরোগে বমন, মূর্চ্ছা, বুকে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণসকলও অনেক স্থানে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, ঐ সকল লক্ষণ দ্বারা এই রোগ বিশেষরূপে নির্ণীত হইতে পারে। এই রোগ অত্যন্ত কষ্টদায়ক। মাথার ভিতরে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হইলে, শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, মহালক্ষ্মীবিলাস বা নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধ সেবন এবং অপামার্গ তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে।

ক্রিমিরোগে—ঔষধ।

যমানীযোগ। উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং তজ্জন্য অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

যমানীযোগ। খোরাসানীযমানী চূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ; ইহাদের প্রত্যেকের এক তোলা একত্র মিলিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

বিড়ঙ্গযোগ। ক্রিমিসকল উদরে সঞ্চিত হওয়ায়, উদরে বেদনা, মুখ হইতে জল উঠা ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আনারসের কচিপাতার রস ও মিশ্রী।

বিড়ঙ্গ যোগ। বিড়ঙ্গের শাসচূর্ণ ও পিপুল চূর্ণ সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা /০ এক আনা।

দাড়িমক্বাথ। আমাশয় ও পক্বাশয়স্থিত ক্ষুদ্রক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা বহুপরীক্ষিত।

দাড়িম ক্বাথ। দাড়িম গাছের মূলের ছাল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ তিল তৈল ৷৷০ তোলা।

মুস্তকাদিক্বাথ। উদরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি বৃদ্ধি পাইলে এবং তজ্জন্য উদরাময়, শূল ও জ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মুস্তকাদিক্বাথ। মুথা, ইন্দুরকাণির পাতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু ও শজিনা-বীজ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—পিপুলচূর্ণ ৵০ আনা।

বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ। আমাশয় ও পক্বাশয়স্থিত ক্রিমি বৃদ্ধি পাইলে এবং তজ্জন্য বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ উদরে বেদনা, সর্দ্দি, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ। বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, কমলাগুড়ি ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

পলাশাদিচূর্ণ। আমাশয়স্থ ক্রিমি বর্দ্ধিত হইলে এবং তজ্জন্য জ্বর, অরুচি, উদরাধ্মান ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ইক্ষু গুড়ের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা কিছুদিন সেবনে ক্রিমিসকল মৃতাবস্থায় পতিত হয়।

পলাশাদি চূর্ণ। পলাশবীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিরতা; ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

পারসীয়াদিচূর্ণ। আমাশয়স্থ বা পক্বাশয়স্থ ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে,

এবং তজ্জন্য উদরাময়, জ্বর, সর্দ্দি ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজল সহ ব্যবস্থা করিবে। ক্রিমিরোগে ইহা উৎকৃষ্ট।

পারসীয়াদি চূর্ণ। খোরাসানীযমানী, মুথা, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গের শাস ও আতইস, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

ক্রিমিমুদ্গর রস। আমাশয় ও পক্বাশয়ে জাত ক্রিমিসকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য কোষ্ঠবদ্ধ, গুহ্যদেশে কণ্ডূয়ন, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষুধালোপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আমাশয়জাত ক্রিমিরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—পলুতার রস, জল বা ঘেঁটুপাতার রস ও মধু।

ক্রিমিমুদ্গর রস। রস ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, বনযমানী ৩ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৪ ভাগ, দুগ্ধে শোধিত কুচিলা ৫ ভাগ ও পলাশবীজ ৬ ভাগ; এই সমুদয়ের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া জল দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

ক্রিমিকালানল রস। আমাশয় বা পক্বাশয়জাত ক্রিমিসকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য উদরাময় ও অগ্নিমান্দ্য প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ধনে ও জীরার কাথের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহা ক্রিমিরোগের পুরাতন অবস্থায় উদরাময় প্রকাশ পাইলে অত্যন্ত উপকারী। অর্শঃ, শোথ ও উদরীরোগে উদরাময় থাকিলে বা গ্রহণীরোগে এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

ক্রিমিকালানল রস। প্রস্তুতবিধি ১৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিরোগারি রস। পুরীষজ ক্রিমিসকল বৃদ্ধি পাইলে এবং তজ্জন্য রোগীর উদরাময়, শরীরের কৃশতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে ক্রিমি ও উদরাময় বিনষ্ট এবং অগ্নি সবল হয়।

ক্রিমিরোগারি রস। প্রস্তুতবিধি ১৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিড়ঙ্গলৌহ। পক্বাশয়জাত ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য শূল, অরুচি বা বমন প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। ক্রিমি-

জনিত শূলরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ; বিশেষতঃ এই ঔষধ গ্রহণীনাশক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—পলুতার রস ও মধু অথবা শটীর রস ও মধু।

বিড়ঙ্গলৌহ। রস, গন্ধক, মরিচ, জাতীফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুঁঠ ও সোহাগার খৈ ; এই সকল চূর্ণ সমভাগ, লৌহ ৭ ভাগ এবং বিড়ঙ্গ চূর্ণ ১৬ ভাগ, এই সমস্ত একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

ক্রিমিভদ্র বটিকা। বালক ও শিশুদিগের আমাশয় ও পকাশয়গত ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য উদরাময়, বমন বা অগ্নিমান্দ্য প্রবল হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও ইহা অনুপান-ভেদে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—পলুতার রস ও মধু বা কনক চাঁপার পাতার রস ও মধু।

ক্রিমিভদ্র বটিকা। প্রস্তুতবিধি ১৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিধুলিজলপ্লব রস। কোষ্ঠস্থ ক্রিমি বর্দ্ধিত হওয়ায়, উদরে প্রবল বেদনা হইলে এবং তজ্জন্য পাণ্ডু বা কামলা প্রভৃতি পিত্তবিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। অনুপান—শীতল জল।

ক্রিমিধুলিজলপ্লব রস। পারদ, গন্ধক, বঙ্গ ও শঙ্খভস্ম, ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ এবং সমষ্টির সমান হরীতকী চূর্ণ; এই সমুদয় একত্র করিয়া পটোলপত্রের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

পারিভদ্রাবলেহ বা হরিদ্রাখণ্ড। রক্তগত ক্রিমিরোগে শরীরের কৃশতা, পিড়কা বা চুলকণা অথবা কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ স্বভাবকোষ্ঠব্যক্তিকে সেবন করিতে দিবে। ইহা দদ্রু,বিদ্রধি, নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রক্তদুষ্টিজনিত রোগের মহৌষধ। অনুপান—জল।

পারিভদ্রাবলেহ বা হরিদ্রাখণ্ড। পালিধা পাতার রস ৪ সের, ইক্ষুচিনি ২ সের, গব্যঘৃত ২ সের, হরিদ্রা-চূর্ণ ১ সের, এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া শেষ পাকে উহার সহিত রক্তচিতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, সৈন্ধবলবণ, নিসিন্দাফল, আকনাদি, শ্যামালতা, অনন্তমূল, বাসকছাল, পলাশবীজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, রেণুকা, নিমছাল, সোমরাজী ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, এবং বিড়ঙ্গচূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া অতি মৃদু অগ্নির সন্তাপে পাক করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড। রক্তগত ক্রিমিরোগে গাত্রে পিড়কা, চুলকণা, শরীরের কৃশতা বা বর্ণের বিপর্য্যয় অথবা কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ অথবা স্বভাব-কোষ্ঠ, সেই সকল ব্যক্তিকে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; কিন্তু উদরাময় দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিকে, ইহা কখনও প্রয়োগ করিবে না। এই ঔষধ ক্রিমিজনিত জ্বর, পাণ্ডু এবং কামলারোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও প্রয়োগ করা যায়। শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ, কণ্ডু, পামা ও বিস্ফোটক প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধ বা স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তিকে, ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত। রক্তগত ক্রিমিরোগে, কণ্ডু, পিড়কা এবং কুষ্ঠ-রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত কোষ্ঠবদ্ধ বা স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তিকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত। গব্য ঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্য দ্রব্য—নিমছাল, পটোলপত্র, কণ্টকারী, পদ্মগুলঞ্চ, বাসকছাল; ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ইহারা সমভাগে মিলিত ১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ।।০ তোলা।

বিড়ঙ্গঘৃত। ক্রিমিরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর বমন প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ, পাণ্ডুতা অথবা শিরোরোগ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঘৃত অপরাহ্নে প্রয়োগ করিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বিড়ঙ্গঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্য দ্রব্য—হরীতকী, বহেড়া, আমলা ও বিড়ঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ সের, পিপুল, পিপুলমূল, চই রক্তচিতা, শুঁঠ, ইহারা সমভাগে মিলিত /২ সের এবং বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; ইহারা সমভাগে মিলিত ২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—সৈন্ধবলবণ /২ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা।

বিড়ঙ্গতৈল। মাথার ইকুন বৃদ্ধি হইলে, এই তৈল প্রত্যহ স্নানের পূর্ব্বে মর্দ্দন করিয়া ১ ঘণ্টা পরে স্নানের ব্যবস্থা করিবে।

বিড়ঙ্গ তৈল। কটুতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বিড়ঙ্গ, গন্ধক ও মনঃশিলা ইহারা সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

ধুস্তূরতৈল। মাথায় ইকুন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইলে,এই তৈল স্নানের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে মাথায় মর্দ্দন করিতে দিবে।

ধুস্তূরতৈল। কটুতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ধুতুরাপাতার রস-১৬ সের। কল্ক দ্রব্য—ধুতুরাপত্র ১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

ক্রিমিরোগে—বমন-চিকিৎসা।

ক্রিমিনাশক যোগ। ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ পুনঃ পুনঃ বমন অথবা তৎসঙ্গে বড়ক্রিমি মুখ হইতে উদ্গীরণ হইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ক্রিমিজন্য বিকারে, এই ক্বাথ অতি উপকারী।

ক্রিমিনাশক যোগ। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণমৎস্যণ্ডী। ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ পুনঃপুনঃ বমন অথবা অতীসার প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ক্রিমিজন্য অতীসারের প্রবলতা বশতঃ অন্যান্য উপদ্রব সকলও ইহা সেবনে দূরীভূত হয়। অনুপান—শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধ।

স্বর্ণমৎস্যণ্ডী। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ। ক্রিমি বা পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পুনঃপুনঃ বমন এবং বমনবেগে হিক্কা ও শ্বাস উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ শশারবীজ ও স্তনদুগ্ধ-সহ প্রয়োগ করিবে।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিরোগে—উদরাময়-চিকিৎসা।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা। পক্বাশয়গত ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে, উদরাময়ের নূতন বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা। প্রস্তুতবিধি ৩১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাগন্ধক। পক্বাশয়গত ক্রিমির বৃদ্ধি বশতঃ রোগীর পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে অল্পজ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শিশু, বৃদ্ধ ও প্রসূতির উদরাময়ে ইহা অতিশয় উপকারী। অনুপান—মুথার রস ও মধু।

মহাগন্ধক। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতার্ণব রস। পক্বাশয়স্থিত ক্রিমি বর্দ্ধিত হওয়ায় রোগীর বিবিধ-বর্ণের পাতলা দাস্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে দাহ, পিপাসা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু।

অমৃতার্ণব রস। প্রস্তুতবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিরোগে—শূল-চিকিৎসা।

বিদ্যাধরাভ্র। ক্রিমি বা পিত্তের প্রকোপ বশতঃ রোগীর নাভিমূলে প্রবল বেদনা হইলে এবং আহারেঅনিচ্ছা, বমন বা অরুচির আধিক্য থাকিলে, তাহাকে এই ঔষধ পলতার রস ও ইক্ষুচিনি সহ প্রতিদিন অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নি ও বলবর্দ্ধক।

বিদ্যাধরাভ্র। প্রস্তুতবিধি ৪১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হরীতকীখণ্ড। ক্রিমি বা পিত্তের প্রকোপ বশতঃ উদরে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণ-দুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে।

হরীতকী খণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৪১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিরোগে—অগ্নিমান্দ্য-চিকিৎসা।

স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ। পক্বাশয়গত ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য অগ্নিমান্দ্য, ক্ষুধাহ্রাস ও সময় সময় কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে।

স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অগ্নিতুণ্ডীরস। পকাশয়স্থ ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর অগ্নিমান্দ্য ও সময় সময় পাতলা দাস্ত, উদরাধ্মান ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রাতে জলসহ সেবন করিতে দিবে।

অগ্নিতুণ্ডী রস। প্রস্তুতবিধি ৩৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিরোগে—সর্দ্দি ও কাস-চিকিৎসা।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ। আমাশয়ের ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধ এবং তজ্জন্য সর্দ্দি ও কাস হইলে, এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে। শিশু ও বালক বালিকাদিগের সর্দ্দি ও কাসে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস। আমাশয়স্থিত ক্রিমিরোগে সর্দ্দি ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই ঔষধ পালিধাপাতার রস বা নিসিন্দাপাতার রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস। প্রস্তুতবিধি ৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিরোগে—হৃদ্রোগ-চিকিৎসা।

বিড়ঙ্গাদিযোগ। ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে হৃদয়ে বেদনা থাকিলে এবং তৎসঙ্গে হৃদ্রোগের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ গোমূত্র সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে ক্রিমিসমূহ নির্গত হয়। অনুপান—উষ্ণ জল।

বিড়ঙ্গাদিযোগ। বিড়ঙ্গের শাস ও কুড় এই উভয়ের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ✓০ হইতে।০ আনা।

শূলহরণ যোগ। ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে হৃদয়ে প্রবল বেদনা হইলে এবং ক্রিমিজন্য অন্যান্য উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ চাঁপাবৃক্ষের পাতার রস সহ সেবন করিতে দিবে।

শূলহরণ যোগ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হৃদ্রোগান্তক। ক্রিমিজন্য হৃদ্রোগে হৃদয়ে প্রবল বেদনা হইলে এবং

তৎসঙ্গে অন্যান্য উপদ্রব অর্থাৎ বমন, মুখ হইতে জলস্রাব (থু থু নিঃসরণ) ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু।

হৃদ্রোগান্তক। পারদ, গন্ধক ও অভ্রভস্ম, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অর্জ্জুন ছালের রসে ২১ বার ভাবনা দিবে। বটী ৫ রতি।

ক্রিমিরোগে—শিরঃশূল-চিকিৎসা।

ত্রিকটুকাদ্য নস্য। ক্রিমিজনিত শিরঃশূল প্রবল হইলে, এই নস্য প্রত্যহ প্রাতে নাসিকাদ্বারা গ্রহণের ব্যবস্থা করিবে।

ত্রিকটুকাদ্য নস্য। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, করঞ্জবীজ এবং শজিনাবীজ; এই সকলদ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগীর মূত্রে মর্দ্দন করিবে এবং ছাগীমূত্র মিশাইয়া তরল করিয়া লইবে।

লক্ষ্মীবিলাস। ক্রিমিজন্য শিরোবেদনা প্রবল হইলে এবং মস্তকে অসহ্য যন্ত্রণা ও নাসিকা হইতে জলস্রাব হইলে, এই ঔষধ পানের রসসহ সেবন করিতে দিবে।

লক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহালক্ষ্মীবিলাস রস। ক্রিমিজন্য শিরঃশূল প্রবল হইলে এবং মস্তকে অসহ্য যন্ত্রণা ও নাসিকা হইতে জলবৎ স্রাব হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—নিসিন্দাপাতা ও পালিধাপাতার রস এবং মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস রস। পারদ, গন্ধক, অভ্র, জয়িত্রী, জাতীফল, কর্পূর, স্বর্ণ, রৌপ্য, হরিতাল, খর্পর, কস্তুরী, মুক্তা, প্রবাল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ধুস্তুরবীজ, বৃদ্ধদারকবীজ, সীসা ও তামা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস। ক্রিমিজনিত শিরোরোগ প্রবল হইলে অর্থাৎ মাথার ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা, নাসিকা হইতে জলস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে নিসিন্দাপাতা ও পালিধাপাতার রস এবং মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অপামার্গ তৈল। ক্রিমিজনিত শিরোরোগ অত্যন্ত প্রবল হইলে অর্থাৎ মাথার বেদনায় রোগী অস্থির হইলে বা চীৎকার আরম্ভ করিলে, এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে। ইহাতে বেশী হাঁচি হয়, সুতরাং প্রাতঃকালই ইহার নস্য গ্রহণের উপযুক্ত সময়।

অপামার্গ তৈল। কটু তৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছা পাক করিবে। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—আপাঙ বীজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিদ্রা, বিছুটী (বড়চোতরাপাতা), হিং ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

ক্রিমিরোগে—পথ্য।

ক্রিমিরোগে সাধারণতঃ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, বেতোশাক, কলার মোচা, নিমপাতা, নালিতাপাতা এবং কাঁচামুগ, মসুর বা বুট প্রভৃতির যুষ ও ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল রোগীকে পথ্য প্রদান করিবে। ক্রিমিরোগে অতীসার বা উদরাময় প্রকাশ পাইলে, অতীসার রোগীর পথ্যানুযায়ী চিড়ারমণ্ড, শটীরপালো বা যবমণ্ড প্রভৃতি অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। ক্রিমিরোগে বমন হইলে, তিক্তরসপ্রধান বাতানুলোমক পথ্যাদি প্রদান করিবে। ক্রিমিরোগে শূল প্রবল হইলে, শূলরোগের পথ্যানুযায়ী পথ্য ব্যবস্থা করিবে। অজীর্ণকারক ও সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য, দধি, মাষকলাই, অম্লরস ও মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ কলা, চিনি, গুড় প্রভৃতি এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্যভোজন ও দিবানিদ্রা ক্রিমিরোগীর সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

দাহ-চিকিৎসা।

মদ্যপানজনিত দাহের লক্ষণ। মদ্যপান বশতঃ কুপিত পিত্তস্থিত উষ্মা, পিত্ত ও রক্ত দ্বারা দূষিত হইয়া দেহস্থিত ত্বক্ আশ্রয় করত দাহ উৎপাদন করে।

রক্তজ দাহের লক্ষণ। সমস্ত দেহাশ্রিত রক্ত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে, শরীরে দাহ উপস্থিত হয়; অধিকন্তু রোগীর পিপাসা এবং শরীর ও চক্ষু তাম্রবর্ণ হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তির সমস্ত অঙ্গে বিশেষতঃ মুখ মণ্ডলে

লোহের বা রক্তের গন্ধ প্রতীয়মান হয় এবং ঐ ব্যক্তি নিজেকে অগ্নিব্যাপ্ত বলিয়া মনে করে।

পিত্তজনিত দাহের লক্ষণ। পিত্তজনিত দাহে পিত্তজ্বরের লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

তৃষ্ণানিরোধ জনিত দাহের লক্ষণ। পিপাসা বন্ধ হওয়ায় শরীরস্থ জলীয় ধাতু ক্ষীণ হইলে, পিত্তের উষ্মা বর্দ্ধিত হইয়া দেহের ভিতরে ও বাহিরে দাহ উৎপাদন করে। তৃষ্ণা নিরোধ জনিত দাহে রোগীর গল, তালু ও ওষ্ঠদেশ শুকাইয়া যায় এবং রোগী জিহ্বা বাহির করিয়া কম্পিত হইতে থাকে।

রক্তপূর্ণকোষ্ঠজনিত দাহের লক্ষণ। তীব্র শস্ত্রাঘাতে হৃদয়াদি স্থানে রক্ত পরিপূর্ণ হইলে, এক প্রকার দাহ উৎপন্ন হয়; এই দাহ অতি ভয়ঙ্কর।

ধাতুক্ষয়জনিত দাহের লক্ষণ। রসরক্তাদি ধাতুক্ষয় বশতঃ এক প্রকার দাহ উৎপন্ন হয়। ঐ দাহ উপস্থিত হইলে, রোগীর মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, ক্ষীণ-স্বর প্রকাশ পায় এবং কোন কার্য্যে উৎসাহ থাকে না।

মর্ম্মাভিঘাত জনিত দাহের লক্ষণ। মস্তক, হৃদয়, বস্তিদেশ প্রভৃতি মর্ম্মস্থান আহত হইলে, এক প্রকার দাহ উপস্থিত হয়, তাহা অসাধ্য।

দাহরোগে অসাধ্য লক্ষণ। দাহরোগে রোগীর শরীর শীতল, অথচ শরীরের অভ্যন্তরে দাহ থাকিলে, রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

দাহ-চিকিৎসা-বিধি।

পিত্তের প্রকোপ বশতঃ দাহরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। জ্বর, অতীসার প্রভৃতি রোগে বিবিধ অহিতাচরণ বশতঃ পিত্ত প্রকুপিত হইলে, পিত্তস্থিত উষ্মা রক্তের সহিত মিলিত হইয়া চর্ম্মকে আশ্রয় করত দাহ উৎপাদন করে। ফলতঃ পিত্তের বিকৃতি বশতই দাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং পিত্তই নানাকারণে বাতাদি দ্বারা সংরুদ্ধ হইয়া দাহ উৎপাদন ও কোষ্ঠবদ্ধ আনয়ন করে এবং অবস্থাবিশেষে আবার কখনও দাস্ত ও দাহ একদা উৎপন্ন করিয়া থাকে; এই দুই প্রকার অবস্থা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দাহ রোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। পিত্ত স্বয়ং প্রকুপিত হইলে রোগীর

পাতলা দাস্ত বা অতীসার হয়, অথচ এইরূপ অবস্থায় দাহও বিদ্যমান থাকে, আবার পিত্তজ্বর, পৈত্তিকপাণ্ডু অথবা পিত্তাতীসার প্রভৃতি অন্যান্য রোগ বশতঃ পিত্ত প্রকুপিত হইলেও পাতলা মলভেদ ও তৎসঙ্গে দাহ বিদ্যমান থাকে; কিন্তু বাতপৈত্তিক জ্বর, অর্শঃ প্রভৃতি কতকগুলি রোগে কোষ্ঠবদ্ধের সহিত দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। মদ্যপান, তৃষ্ণারোগ বা রক্তজ দাহরোগেও পূর্ব্ববৎ দৈহিক ক্রিয়ানুসারে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ বা কোষ্ঠশুদ্ধির সহিত সর্ব্বত্র দাহ উৎপন্ন হয়। জ্বরাদিরোগে পিত্তের প্রকোপ অবস্থায় সাধারণতঃ মলভেদ হইয়া থাকে, কিন্তু বাতাদি দোষের সংমিশ্রণ বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পায়। জ্বরাদিরোগের চিকিৎসাকালে দাহনিবারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময়ে এই দুই শ্রেণীর ঔষধের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু বাতপিত্ত প্রধান জ্বরাদি রোগে কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় দাহ প্রকাশ পাইলে, যে সকল দাহনাশক ঔষধে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, তাদৃশ ঔষধই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। আবার পিত্তজ্বর ও পিত্তাতীসার প্রভৃতি রোগে মলের তরলাবস্থায় দাহ প্রকাশ পাইলে, যে সকল দাহনিবারক ঔষধে মলরুদ্ধ ও পিত্ত প্রশমিত হয়, তাহাই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যে স্থলে স্বভাবতঃ কোষ্ঠশুদ্ধি হয় অর্থাৎ মলের কাঠিন্য বা তরলতা নাই, অথচ দাহ বিদ্যমান থাকে, সেই স্থলে অবস্থা-বিশেষে বিরেচক বা অবস্থাবিশেষে ধারক, দাহনাশক ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু মদ্যজ দাহ, রক্তজ দাহ, অস্ত্রাঘাতজনিত দাহ বা ধাতুক্ষয়জনিত দাহরোগে ঐরূপ বিরেচক বা ধারক দাহনিবর্ত্তক ঔষধের বিচার করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র রোগীর মলের প্রতি সামান্য দৃষ্টি রাখিয়া বাহ্য ও অভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিলেই চলিতে পারে। এই সকল দাহ রোগের মধ্যে কেবল রক্তজ দাহে শীতল দ্রব্যদ্বারা প্রলেপ বা শীতল জলে অবগাহন ব্যবস্থেয়; ধাতুক্ষয় জনিত বিবিধ দাহরোগে তৎতৎ রোগনাশক ঔষধ ও তৎসঙ্গে রসরক্তাদি ধাতুবর্দ্ধক অথচ দাহনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ প্রমেহ, যক্ষ্মা, কাস, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ জটিল হইলে এবং রসরক্তাদি ধাতুর ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইলে, এক প্রকার দাহ উপস্থিত হয়, এইরূপ দাহরোগে প্রধানতঃ মূলরোগ নাশক অথচ বাতপিত্তদোষপ্রশমক ঔষধই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, যেহেতু

এই সকল ঔষধ প্রায়শঃ দাহ নাশক ও পিত্তপ্রশমক। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে প্রমেহ, ক্ষয়কাসাদি রোগে দাহ নিবারণার্থ সুধাকররস এবং পুরাতন অবস্থায় কুশাদ্যতৈল ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রক্তপূর্ণকোষ্ঠজনিত এবং মর্ম্মস্থানাভিঘাত জন্য দাহ উপস্থিত হইলে, রোগের প্রথমাবস্থায় আহত স্থানে রক্তের প্রবাহ সুন্দর রূপে সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ দাহ প্রশমিত করা কষ্টকর; সুতরাং ঐ সকল আহত স্থানে প্রলেপাদি প্রয়োগ করিবে এবং তৎসঙ্গে ত্রিফলাদ্য ক্বাথ সেবন করিতে দিবে। মদ্যপানদ্বারা দাহ উপস্থিত হইলে, নিম বা কুলের পাতা কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক মন্থন দণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিয়া উহার ফেণা গাত্রে লেপন করিবে, ইহা দ্বারাই মদ্যপানজনিত দাহ দূরীভূত হয়; কিন্তু অত্যধিক মদ্যপানজনিত দাহে রোগীকে মদাত্যয় চিকিৎসানুসারে চিকৎসা করা কর্ত্তব্য, নচেৎ ঐ দাহ কেবল একমাত্র প্রলেপ দ্বারা সম্যক্ রূপে দূরীভূত হয় না।

পিত্তজনিতদাহে জ্বর চিকিৎসোক্ত দাহ চিকিৎসার দাহহরলেপ, দাহমঞ্জরী বা দাহান্তক লৌহ প্রভৃতি ঔষধ এবং চন্দনাদিক্বাথ বা পর্পটাদিক্বাথ প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ঐ অবস্থায় কাঁজির জলে পেষিত নিম বা কুলপাতা কাঁজির জলে মিশাইয়া আলোড়ন পূর্ব্বক তাহার ফেণা গাত্রে প্রয়োগ করিলেও অনেক উপকার হয়।

পিত্তজদাহরোগে কুশাদ্য তৈল ব্যবহারে অনেক উপকার হয়, কিন্তু যে স্থলে রক্তের বিকৃতি বশতঃ রক্ত ও পিত্ত উভয় প্রকুপিত হইয়া (বাতরক্তাদি রোগে) দাহ উৎপাদন করে, সেই স্থলে গুড়ূচীতৈল মর্দ্দনে সমধিক উপকার হয়।

রক্তজদাহে বিবিধ পিত্তঘ্ন দ্রব্য সহযোগে সিদ্ধ জল শীতল করিয়া তাহাতে অবগাহন এবং কুশাদ্যতৈল বা গুড়ূচ্যাদিতৈল গাত্রে মর্দ্দন অত্যন্ত উপকারী।

জ্বর, অতীসার, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগে দাহ উপস্থিত হইলে, উপদ্রব চিকিৎসার নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে; যে স্থলে দাহ প্রধান উপদ্রবরূপে উপস্থিত হয়, সেই স্থানে সেই সেই রোগের পিত্তনাশক ঔষধ প্রয়োগেই প্রায়শঃ দাহ প্রশমিত হয়, তবে প্রয়োজন হইলে, পিত্তজদাহ নাশক পৃথক্ ঔষধও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ঐ সমস্ত রোগের পুরাতন

অবস্থায় পিত্তের প্রকোপ বশতঃ প্রবল দাহ উপস্থিত এবং স্নানাহার সহ্য হইলে, তৃণাদ্য তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে।

দাহরোগে—ঔষধ।

আরণাল লেপ। রক্তজদাহ, পিত্তজদাহ বা তৃষ্ণানিরোধজনিত দাহরোগে, এই প্রলেপ উপর্য্যুপরি রোগীর গাত্রে লেপন করিবে। পাণ্ডু, কামলা ও মেহ প্রভৃতি রোগেও দাহ উপস্থিত হইলে এবং রোগীর জ্বরের প্রবলতা না থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আরণাল লেপ। বেণার মূল ও শ্বেতচন্দন সমভাগে লইয়া কাঁজির জলে পেষণ করিয়া রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে।

হ্রীবেরাদি যোগ। রক্তজদাহ, পিত্তজদাহ এবং তৃষ্ণানিরোধজনিত দাহ প্রবল হইলে, রোগীকে এই জলে অবগাহন করিতে দিবে।

হ্রীবেরাদি যোগ। বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও রক্তচন্দন; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া শীতল জলে গুলিযা তদ্দ্বারা রোগীকে স্নান করাইবে।

চন্দনাদি ক্বাথ। পিত্তজদাহে, বাতপিত্তজদাহে এবং পিত্তজ্বর, পাণ্ডু ও অন্যান্য রোগে দাহ প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠশুদ্ধি বা উদরাময় থাকিলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

চন্দনাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৪৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পর্পটাদি ক্বাথ। পিত্তজদাহে এবং পৈত্তিক জ্বর, পাণ্ডু, কামলা বা অন্যান্য রোগে দাহ ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠশুদ্ধি বা উদরাময় থাকিলে, এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

পর্পটাদি ক্বাথ। ক্ষেৎপাপড়া, মুথা ও বেণারমূল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ত্রিফলাদ্য ক্বাথ। পিত্তজদাহে অথবা বাতপৈত্তিক জ্বর, পাণ্ডু, কামলা বা অন্যান্য রোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, এই ঔষধে পিত্তজ শূলও নিবারিত হয়।

ত্রিফলাদ্য ক্বাথ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও সোন্দাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ক্বাথ শীতল হইলে প্রক্ষেপ ইক্ষুচিনি ।০ আনা ও মধু ।/০ আনা।

খর্জ্জুরাদ্য চূর্ণ। প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ দাহ প্রকাশ পাইলে, অথবা মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে বস্তিদেশে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—চাউলধোয়া জল।

খর্জ্জুরাদ্য চূর্ণ। পিণ্ডীখেজুর, আমলকীবীজ, পিপুল, শোধিত শিলাজতু, এলাইচ, যষ্টিমধু পাথরকুচি, শ্বেতচন্দন, কাকুড়বীজ, ধনে ও ইক্ষুচিনি ;এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /০ আনা হইতে ।০ আনা।

সুধাকর রস। প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও ক্ষয়কাস ইত্যাদি রোগে পিত্ত প্রকুপিত হইলে এবং দাহ প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবন করিতে দিবে। রসাদি ধাতুক্ষয় বশতঃ দাহে (ধাতুক্ষয়জনিত দাহে) এই ঔষধ সমধিক উপকারী। ইহা শুক্রবর্দ্ধক।

সুধাকর রস। রসসিন্দূর, অভ্র, স্বর্ণ ও মুক্তা এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন-পূর্ব্বক হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ভিজানজল এবং শতমূলীর রস, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

কাঞ্জিক তৈল। পুরাতন জীর্ণজ্বরে দাহ প্রবল থাকিলে অথবা পিত্ত-জনিত দাহরোগে এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে।

কাঞ্জিক তৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিয়া কাঁজি ১৬ সের সহ তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

কুশাদ্য তৈল। পিত্তজদাহে, রক্তজদাহে এবং প্রমেহ, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় পিত্তাধিক্য বশতঃ দাহ প্রবল হইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে।

কুশাদ্য তৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য-কুশ-মূল, কাশমূল, বেণামূল, কুক্ষেক্ষুমূল, খাগড়া ও শালপাণী, ইহারা সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগাণী,

মাষাণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

দাহরোগে—পথ্য।

সর্ব্ববিধ দাহরোগে শালি তণ্ডুলের অন্ন, কাঁচামুগ, মসুর ও বুটের দাইলের যূষ, কুমড়া, কাকুড়, মোচা, কাঁঠাল, লাউ, নারিকেল, খর্জ্জুর, চিনি, দুগ্ধ ও মাখন প্রভৃতি শীতল দ্রব্য সেবন করিতে দিবে এবং রোগীকে শীতল জলে স্নান করাইবে; কিন্তু জ্বরাদি রোগের নূতন অবস্থায় দাহ থাকিলে, সেই সেই রোগের দোষের বলাবল অনুসারে খৈরমণ্ড, যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

তৃষ্ণা-চিকিৎসা।

তৃষ্ণার সাধারণ লক্ষণ। পিপাসা উপস্থিত হইলে রোগীর তালু, ওষ্ঠ, কণ্ঠ ও মুখে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, ঐ সকল স্থানে দাহ, সর্ব্বাঙ্গে সন্তাপ, মোহ, ভ্রান্তি ও প্রলাপ; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বাতিক তৃষ্ণার লক্ষণ। বাতিক তৃষ্ণারোগে মুখের মলিনতা, শুষ্কতা ও বিরসতা, ললাটের এক প্রদেশে ও মস্তকে বেদনা, এবং রস ও বারিবহা ধমনী রুদ্ধ হয়; শীতল জল প্রয়োগ দ্বারা এই রোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

পৈত্তিক তৃষ্ণার লক্ষণ। পৈত্তিক তৃষ্ণারোগে রোগীর মূর্চ্ছা, অরুচি, প্রলাপ, দাহ, অত্যন্ত মুখশোষ, শীতল দ্রব্য সেবনে অভিলাষ, মুখের তিক্ততা, চক্ষু রক্তবর্ণ এবং কণ্ঠদেশ হইতে ধূম নির্গমবৎ বোধ হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক তৃষ্ণার লক্ষণ। স্বীয় কারণে কুপিত শ্লেষ্মা পাচকাগ্নিকে আচ্ছাদিত ও বারিবহা ধমনীকে শুষ্ক করিয়া শ্লৈষ্মিক তৃষ্ণা উৎপাদন করে। এই রোগে রোগীর নিদ্রাধিক্য, শরীর ভারবোধ এবং মুখ মধুররস বিশিষ্ট হয়। বিশেষতঃ রোগী তৃষ্ণা দ্বারা পীড়িত হইয়া অত্যন্ত কৃশ হইয়া থাকে।

ক্ষতজতৃষ্ণার লক্ষণ। শস্ত্রাদিদ্বারা আহত ব্যক্তির ক্ষতস্থান হইতে শোণিত নির্গম ও ক্ষতস্থানের বেদনার জন্য ক্ষতজ তৃষ্ণারোগ জন্মিয়া থাকে।

ক্ষয়জতৃষ্ণার লক্ষণ। রসাদিধাতুর ক্ষয়জন্য ক্ষয়জতৃষ্ণার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই রোগে দিবারাত্রি পুনঃপুনঃ জলপান করিয়াও রোগী পরিতৃপ্ত হয় না। বিশেষতঃ রোগীর হৃদয়ে বেদনা ও শূন্যতা, কম্প, মুখশোষ এবং অত্যন্ত পিপাসা হইয়া থাকে। ক্ষয়তৃষ্ণাকে কেহ কেহ সান্নিপাতিক তৃষ্ণা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

আমজতৃষ্ণার লক্ষণ। আমজনিত তৃষ্ণারোগে সান্নিপাতিক অর্থাৎ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক পিপাসার লক্ষণসকল মিলিত ভাবে এবং রস-ক্ষয়ের লক্ষণ বিশেষরূপে প্রকাশ পায়, ও রোগীর হৃদয়ে বেদনা, থুথু নির্গম, শরীরের অবসন্নতা প্রভৃতি উপসর্গও উপস্থিত হইয়া থাকে।

অন্নজতৃষ্ণার লক্ষণ। স্নিগ্ধ, অম্ল, লবণ ও কটুরস বিশিষ্ট দ্রব্য এবং গুরুপাক দ্রব্য সেবন দ্বারা অন্নজ তৃষ্ণার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

তৃষ্ণারোগের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ। তৃষ্ণারোগে রোগীর স্বরক্ষীণ, মূর্চ্ছা, ক্লান্তি এবং মুখ, কণ্ঠ, হৃদয় ও তালুশোষ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, রোগ কষ্টসাধ্য ও ধাতুশোষণকারী হইয়া থাকে। এই রোগে জ্বর, মূর্চ্ছা, কাস, শ্বাস, অত্যন্ত মুখশোষ, কৃশতা এবং অত্যধিক বমির বেগ ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে রোগ অসাধ্য হয়।

তৃষ্ণারোগ-চিকিৎসা-বিধি।

তৃষ্ণারোগ উৎপন্ন হইবার কারণ প্রথমতঃ অবগত হওয়া আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পিপাসার উৎপত্তির বহুবিধ কারণ উক্ত হইয়াছে। বিবিধ কারণে বায়ু ও পিত্ত প্রকুপিত হইলেই পিপাসা উৎপন্ন হয়; কিন্তু পিপাসা উৎপন্ন হইলে, হৃদয়স্থিত ক্লোম নামক যন্ত্রের ও রসবহা ধমনীর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে। ক্লোমযন্ত্রই পিপাসার স্থান। ভয়, শ্রম, বলক্ষয় প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলে, পিত্তও প্রকুপিত হয়, তজ্জন্য ক্লোম নামক যন্ত্রের ও রসবহা ধমনীর জলীয়াংশ হ্রাস হয়, এবং তৎসঙ্গে জিহ্বা, গলা, ও তালু শুষ্ক হইতে থাকে। বায়ুর শোষণগুণ ও পিত্তের আগ্নেয় গুণ বশতঃই এইরূপ হইয়া

থাকে, এই অবস্থায় জলপান দ্বারা পিত্ত প্রশমিত এবং বায়ু প্রকৃতিস্থ হয়; সুতরাং ঐ ক্লোমযন্ত্র ও ধমনী প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। কটু ও অম্লরসবিশিষ্ট দ্রব্য সেবন, ক্রোধ বা উপবাসাদি দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইলেও, ঐ যন্ত্রের ও রসবহা ধমনীর ক্রিয়ার লাঘব হয়। শাস্ত্রে কফজ তৃষ্ণার বিভিন্ন সংপ্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে; সুতরাং বাতিক ও পৈত্তিক তৃষ্ণার সম্প্রাপ্তি হইতে উহার উৎপত্তি ভিন্নরূপ। কফজ তৃষ্ণায় উদরস্থিত উষ্মা (তেজোময় পিত্ত). কফদ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, পিত্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে, ঐ পিত্তস্থিত উষ্মা অধোগামী হইয়া জলবাহী সূক্ষ্ম স্রোতঃসমূহকে শুষ্ক করত যে তৃষ্ণা জন্মায়, তাহাতে মুখ শুষ্ক হয় না, বরং মুখের মিষ্টাস্বাদ অনুভূত হয় এবং দেহ শুষ্ক হইতে থাকে। জ্বর, অতীসার, বমন ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে বায়ু বা পিত্তের প্রকোপ বা রসক্ষয় বশতঃ তৃষ্ণা উপস্থিত হয় অর্থাৎ জ্বররোগে পিত্তাধিক্য বা বাতপিত্তের আধিক্য অবস্থায়, অতীসারে জলীয় রসধাতুর অত্যধিক নির্গমন হেতু জ্বরাদিরোগে উদরাময়ের প্রবলতা বশতঃ এবং গ্রহণীরোগেও রসক্ষয় বশতঃ তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। অন্যান্য রোগে দৈহিক যন্ত্রাদির কোনও একটীর ব্যতিক্রম বশতঃ অন্যান্য যন্ত্রের ক্রিয়ার লাঘব হওয়াতে পিপাসার উৎপত্তি হয়। সমধিক রক্তক্ষয়, সহসা অঘাতপ্রাপ্তি প্রভৃতি কারণেও পিপাসা উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রমেহ, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে মূত্রাশয়ের পীড়া হইতেও পিপাসার উৎপত্তি হয়, বিবিধরোগে শরীর দুর্ব্বল হইলেও পিপাসা প্রকাশ পাইয়া থাকে। নানাবিধ রোগে উপসর্গ রূপেও পিপাসা প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। রসধাতুর ক্ষয় হইলে যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। ক্ষয়জ তৃষ্ণারোগেও বায়ু এবং তৎসঙ্গে পিত্ত প্রকুপিত হয়; রসধাতুর অত্যধিক ক্ষয় হইলে রসবহা ধমনী ও ক্লোমযন্ত্র শুষ্ক হয়, তজ্জন্য পিপাসার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অজীর্ণদোষে এক প্রকার পিপাসা উৎপন্ন হয়, উহাকে আমতৃষ্ণা কহে। আমতৃষ্ণায় রোগীর হৃদয়ে বেদনা, শরীরের অবসন্নতা, প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। তৈলঘৃতাদি স্নেহযুক্ত খাদ্য এবং অন্যান্য গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে এক প্রকার তৃষ্ণা হয়। উপরে যে সকল তৃষ্ণার বিষয় বর্ণিত হইল, সেই সমস্ত তৃষ্ণায় মূলরোগনাশক ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া কেবলমাত্র তৃষ্ণানাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলে পিপাসা সমূলে নষ্ট হয় না, তবে কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত থাকে।

পিপাসা উপস্থিত হইবামাত্রই রোগীকে পানার্থ জল প্রদান করিবে; যেহেতু পিপাসায় অভিভূত হইলে রোগীর মূর্চ্ছা হইতে পারে, সেই জন্যই শাস্ত্রকারগণ পিপাসাকালে রোগীকে জল প্রদান করিতে উপদেশ করিয়াছেন। এই জল প্রদান সম্বন্ধে সর্ব্বত্র এক প্রকার বিধি নহে, কোনও তৃষ্ণায় শীতলজল, কোনও তৃষ্ণায় ঈষদুষ্ণজল, কোনও পিপাসায় শীতকষায় প্রদান করা আবশ্যক।

শ্লেষ্মাদ্বারা জঠরাগ্নি আচ্ছাদিত হইলে, প্রথমতঃ বমনদ্বারা শ্লেষ্মার লাঘব করিয়া, পরে বিল্বাদিপানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে। গুরুপাক দ্রব্যভোজনে যে তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহাতেও বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কারণ বমনদ্বারা ঐ সকল ভুক্তদ্রব্য বহির্গত হইলে, তৃষ্ণার শান্তি হয়। অতিশয় কৃশ ও দুর্ব্বলব্যক্তিকে পিপাসাকালে দুগ্ধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। রসধাতুর ক্ষয় বশতঃ যে সকল রোগে পিপাসা প্রকাশ পায়, তাহাতে রোগীকে মধুমিশ্রিত জল বা দুগ্ধ প্রদান করিবে। মৈথুনাসক্ত ব্যক্তিকে পিপাসাকালে দুগ্ধপান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। শাস্ত্রাদির আঘাত বা অন্যান্য কারণে শরীর হইতে অধিক রক্তক্ষয় হইলে, যে পিপাসা উপস্থিত হয়, তাহাতে রোগীকে ছাগ, মৃগ প্রভৃতি প্রাণীর মাংসের যূষ ব্যবস্থা করিবে। সাধারণতঃ মূর্চ্ছা, বমন, দাহ প্রভৃতি রোগে এবং মদ্যপানদ্বারা তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে, রোগীকে শীতল জল পান করিতে দিবে। সাধারণতঃ জ্বরাদি রোগে পিপাসা হইলে, রোগীকে ঈষদুষ্ণ জল পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু পিত্তজ্বরে উষ্ণজল শীতল করিয়া পান করিতে দেওয়া উচিত। পিত্তজ্বর, অতীসার ও অন্যান্য রোগে পিপাসা নিবারণার্থ যে সমস্ত পানীয়ের উল্লেখ আছে, তাহাই প্রদান করিবে। তদ্ব্যতীত তৃষ্ণারোগে পিত্তের আধিক্য থাকিলে, অর্থাৎ তৃষ্ণার সহিত দাহ, পৈত্তিক বমন প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, ষড়ঙ্গপানীয় বা দ্রাক্ষাদি কষায় প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। বায়ুর আধিক্য বশতঃ রোগীর পিপাসা উপস্থিত হইলে, মাংসযূষ প্রভৃতি পথ্য, লঘু ও শীতল পানীয় এবং রসাদিচূর্ণ বা মহোদধিরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উপসর্গরূপে পিপাসার চিকিৎসাকালে রোগীকে মুখ্যরোগনাশক অথচ তৃষ্ণানিবারক ঔষধই প্রদান করা কর্ত্তব্য।

তৃষ্ণারোগে—ঔষধ।

দ্রাক্ষাদি কষায়। তৃষ্ণারোগে পিত্তের প্রবলতা লক্ষিত হইলে, অর্থাৎ দাহ, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম ও বমন প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। দাহ, মূর্চ্ছা, বমন প্রভৃতি রোগেও তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

দ্রাক্ষাদি কষায়। কিস্‌মিস্‌, রক্তচন্দন, খেজুর, বেণারমূল, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা কুট্টিত করিয়া ৪৮ তোলা জলে ভিজাইয়া রাখিবে; পর দিন ছাকিয়া তাহাতে ইক্ষুচিনি দুই তোলা মিশাইয়া সেবন করিতে দিবে।

ষড়ঙ্গপানীয়। পিত্তের প্রবলতা বশতঃ তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে ও তৎসঙ্গে দাহ, ঘর্ম্ম বা বমন, প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই জল রোগীকে পিপাসাকালে সেবন করিতে দিবে। পিত্তাশ্রিত জ্বর এবং অন্যান্য রোগে পিপাসা প্রকাশ পাইলেও এই কাথ ব্যবস্থা করা যায়।

ষড়ঙ্গপানীয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাশ্মর্য্যাদি পানীয়। পিত্তাধিক্য বশতঃ তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে দাহ, ঘর্ম্ম, বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, এই পানীয় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তাশ্রিত জ্বর, কাস, মেহ প্রভৃতি রোগে পিপাসা প্রকাশ পাইলেও এই পানীয় ব্যবস্থা করা যায়।

কাশ্মর্য্যাদি পানীয়। গাম্ভারীফল, ইক্ষুচিনি, রক্তচন্দন, বেণারমূল, পদ্মকাষ্ঠ, কিস্‌মিস্‌ ও যষ্টিমধু; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৮ তোলা লইয়া কুট্টিত করত ৪৮ তোলা জলে পূর্ব্বদিন ভিজাইয়া পরদিন ছাকিয়া ঐ জল পিপাসাকালে রোগীকে পান করাইবে।

লাজোদক। পিত্তাধিক্য বশতঃ তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে দাহ, ঘর্ম্ম বা বমন প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে; এই জল রোগীকে পান করিতে দিবে। পিত্তাশ্রিত জ্বর, কাস, রক্তপিত্ত, মেহ প্রভৃতি রোগে পিপাসা প্রকাশ পাইলে, ইহা পানে পিপাসার শান্তি হয়। এই পানীয় কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

লাজোদক। খৈ ১৬ তোলা এবং উষ্ণজল /২ সের একত্র করিয়া একটা পাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, পরদিন প্রাতে উহার সহিত গাম্ভারীফল চূর্ণ ১ তোলা, মধু ১ তোলা, ইক্ষুগুড় ১ তোলা ও ইক্ষুচিনি ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে অল্প অল্প মাত্রায় পান করাইবে।

তৃণপঞ্চমূলপানীয়। পিত্তাধিক্য বশতঃ রোগীর পিপাসা প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রমেহ, দাহ, রক্তপিত্ত, কাস, মূর্চ্ছা ও অশ্মরী প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে, পিত্তাশ্রিত-কাস, রক্তমেহ, হরিদ্রামেহ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে পিপাসা বিদ্যমান থাকিলেও এই জল ব্যবস্থা করা যায়। ইহা সেবনে পিত্তাশ্রিত ঐ সকল রোগও অনেকাংশে দূরীভূত হয়।

তৃণপঞ্চমূলপানীয়। কুশমূল, কাশমূল, নল, উলুখড় ও খাগড়া, এই সকল মূল সমভাগে মিলিত ৮ তোলা একত্র কুট্টিত করিয়া ৪৮ তোলা জলে পূর্ব্বদিন ভিজাইয়া রাখিবে এবং পর-দিন প্রাতে এই জল ছাকিয়া পিপাসাকালে রোগীকে অল্পমাত্রায় পান করিতে দিবে।

বিল্বাদিপানীয়। কফদ্বারা জঠরাগ্নি আচ্ছাদিত হইলে, যে পিপাসা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে যে পিপাসা প্রকাশ পায়, সেই পিপাসায় রোগীকে এই পানীয় সেবন করিতে দিবে।

বিল্বাদিপানীয়। বিল্বছাল, অড়হরপত্র, ধাইফুল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী গোক্ষুর ও কুশমূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল /৪ সের, শেষ /২ সের।

বিল্বশুণ্ঠ্যাদিকাথ। অজীর্ণদোষে পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে পিপাসা উপস্থিত হইলে, রোগীকে এই কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

বিল্বশুণ্ঠ্যাদিকাথ। বেলশুঁঠ ও বচ ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বটশুঙ্গাদ্যযোগ। অজীর্ণদোষে বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে পিপাসা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে চাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

বটশুঙ্গাদ্য যোগ। বটের শুঙ্গা, ইক্ষুচিনি, লোধ, দাড়িমেরখোসা, যষ্টিমধু ও মধু সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা /০ আনা।

রসাদিচূর্ণ। ক্ষয়জ তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ আমবাত, প্রমেহা-শ্রিতবাত অথবা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে ভূয়োভূয়ঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ ও বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে পিপাসা প্রকাশ পাইলে, তাহাও এই ঔষধে দূরীভূত হয়। অনুপান—বাসি জল।

রসাদি চূর্ণ। পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, কর্পূর ৩ ভাগ, শিলাজতু ৪ ভাগ, বেণার মূল ৫ ভাগ, মরিচ ৬ ভাগ, ইক্ষুচিনি ৭ ভাগ, এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৩ রতি।

কুমুদেশ্বর রস। ক্ষয়জ তৃষ্ণারোগে বা প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, বহুমূত্র ও শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ পিপাসা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে রক্তচন্দন, অনন্তমূল, মুথা, ছোট এলাইচ ও নাগেশ্বর; ইহাদের কাথ সহ সেবন করিতে দিবে।

কুমুদেশ্বর রস। অমৃতীকরণ নিয়মানুসারে জারিত তাম্র ২ ভাগ এবং বঙ্গ ১ ভাগ, একত্র করিয়া যষ্টিমধুর কাথে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি।

তৃষ্ণারোগে—পথ্যাপথ্য।

তৃষ্ণারোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, পেয়া, বিলেপী, খৈর ছাতু, অন্নমণ্ড, মাংসযূষ, চিনি, কলার মোচা, কিস্‌মিস্, কয়েত বেল, কুল, পুরাতন তেঁতুল, কুমড়া, পুইশাক, খর্জ্জুর, দাড়িম, আমলকী, কাকুড়, জামীর, করঞ্জ, ছোলঙ্গ লেবু, গোদুগ্ধ, মধুররস ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য, কচি তালশাসের জল ও মধু, এই সমস্ত দ্রব্য সুপথ্য এবং গাত্রে চন্দন ও শীতল দ্রব্যের প্রলেপ প্রভৃতি হিতকর।

জ্বর, অতীসার, গ্রহণী ও বমন প্রভৃতি রোগে উপদ্রবস্বরূপ তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে, সেই সেই রোগানুযায়ী তৃষ্ণানাশক পথ্য ব্যবস্থা করিবে। ঐ সমস্ত রোগের প্রবল উপদ্রব সমূহ নিবৃত্ত হইলেও যদি পিত্তাধিক্য বশতঃ পিপাসা বিদ্যমান থাকে এবং আমবাত, প্রমেহাশ্রিত বাত, ও অন্যান্য রসক্ষয় রোগের পুরাতন অবস্থায় তৃষ্ণা বলবতী হয়, তবে রোগীকে ভাজামুগ, মসূর ও ছোলার যূষ এবং তিক্তরসপ্রধান দ্রব্য অর্থাৎ পলতা, নিম, হিঞ্চা প্রভৃতির তরকারী সেবন করিতে দিবে, এই সমস্ত দ্রব্য তৃষ্ণারোগে সুপথ্য। ব্যায়াম, তৈলঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য পান, ধূমপান, রৌদ্রসেবন, দন্তধাবন, অম্লরস বা কটু-রস বিশিষ্ট দ্রব্য ও তীক্ষ্ণ গুণযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ এবং দূষিত জলপান; এই সমস্ত তৃষিত ব্যক্তির কুপথ্য।

বমন-চিকিৎসা।

বাতিক বমির লক্ষণ। বাতজন্য বমিরোগে রোগীর হৃদয়, পার্শ্ব, মস্তক ও নাভিদেশে বেদনা, মুখশোষ, কাস, স্বরভঙ্গ, শব্দের সহিত প্রবল উদ্গার এবং অত্যন্ত কষ্ট ও বেগের সহিত ফেণাযুক্ত, উষ্ণ অথচ কষায়রস বিশিষ্ট ঈষৎ তরল পদার্থ বমন হইয়া থাকে।

পৈত্তিক বমির লক্ষণ। পিত্তজনিত বমিরোগে রোগীর মূর্চ্ছা, পিপাসা, মুখশোষ, ভ্রান্তি ও অন্ধকারে প্রবিষ্টবৎ বোধ হয়, মস্তক, তালু ও নেত্রে দাহ জন্মে এবং দাহ অর্থাৎ গলা জ্বালার সহিত, পীত, হরিৎ, কৃষ্ণ বা লোহিতবর্ণ, অত্যন্ত উষ্ণ অথচ তিক্তরস বিশিষ্ট তরল পদার্থ বমন হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক বমির লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক বমিরোগে রোগীর তন্দ্রা, মুখের মধুরাস্বাদ, মুখ হইতে স্রাব, সন্তোষ (ভুক্তব্যক্তির ন্যায় তৃপ্তিবোধ), নিদ্রা, অরুচি, শরীরের গুরুতা এবং রোমহর্ষ (রোমাঞ্চ) হয় ও অল্প বেদনার সহিত স্নিগ্ধ, ঘন অথচ মধুররস বিশিষ্ট শুক্লবর্ণ বমি হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক বমির লক্ষণ। ত্রিদোষজনিত বমিরোগে রোগীর নিরন্তর প্রবল বেদনা, অপরিপাক, অরুচি, দাহ, পিপাসা, শ্বাস ও মোহ হয় এবং অম্লরস বিশিষ্ট, নীল কিম্বা রক্তবর্ণ, ঘন অথচ উষ্ণ বমি হইয়া থাকে।

বমির উপদ্রব। কাস, তমকশ্বাস, জ্বর, পিপাসা, হিক্কা, চিত্তের বিকৃতি, হৃদ্রোগ এবং অন্ধকারে প্রবিষ্টবৎ বোধ, এই সকল উপসর্গ বমিরোগে উপস্থিত হয়।

বমির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। বমিরোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি ক্ষীণ ও উক্ত উপদ্রব সমন্বিত হয় এবং অনবরত রক্ত পূয সমন্বিত কিম্বা ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট পদার্থ বমন করে, তবে তাহার রোগ অসাধ্য; কিন্তু বমি-রোগ উক্ত কাসাদি উপসর্গ রহিত হইলে, তাহা সাধ্য।

বমির অপর অসাধ্য লক্ষণ। যখন বায়ু বিষ্ঠা, ঘর্ম্ম, মূত্র ও বারি-বহা স্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করে, তখন সঞ্চিত দোষ

অর্থাৎ পিত্ত, কফ ও স্বেদাদি কোষ্ঠ (আশয়) হইতে বহির্গত হয় বলিয়া, অতিশয় বেগের সহিত মল মূত্রাদির ন্যায় গন্ধ ও বর্ণবিশিষ্ট বমন হয়, এবং রোগী নিরন্তর কাস, হিক্কা ও তৃষ্ণাদি উপসর্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়, এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইলে, রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

বমনরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

যে রোগে কুপিত দোষ অত্যন্ত বেগ ও অঙ্গ পীড়নের সহিত উর্দ্ধদেশে অর্থাৎ মুখ পর্য্যন্ত ধাবিত হয় এবং ভুক্তদ্রব্য মুখপরিপূর্ণ হইয়া বহির্গত হয়, তাহাকে বমি কহে। বমিরোগের সংস্কৃত নাম ছর্দ্দি। অতি তরলদ্রব্য, অতি স্নিগ্ধ দ্রব্য, অপ্রিয় দ্রব্য, অতিশয় লবণ, অসময়ে ভোজন, অধিক পরিমাণে ভোজন, অনভ্যস্ত দ্রব্যভোজন, অতিশয় দ্রুতভোজন, আমদোষ, ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণ ও ক্রিমিদোষ দ্বারা, গর্ভিণীদিগের গর্ভোৎপীড়ন হেতু এবং অপ্রিয় বস্তুর দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণ দ্বারা দোষ (বায়ু পিত্ত ও কফ) প্রকুপিত হইয়া ভুক্তদ্রব্যকে বেগের সহিত উর্দ্ধগামী করে, এই জন্য বমি হইয়া থাকে। বমি হওয়ার পূর্ব্বে বমনোদ্বেগ, উদ্গারবোধ, মুখ হইতে লবণাক্ত জলস্রাব এবং আহারীয় ও পানীয়দ্রব্যে অরুচি হইয়া থাকে। বমিরোগ সাধারণতঃ পাঁচ-প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং আগন্তুক। ইহাদের মধ্যে আগন্তুক বমি আবার পাঁচ প্রকার। অসাত্ম্যজা, ক্রিমিজা, আমজা, বীভৎসজা ও দৌহৃদজা। অনভ্যস্ত দ্রব্যভোজন দ্বারা যে বমি হয়, তাহাকে অসাত্ম্যজা, কোষ্ঠস্থিত ক্রিমি বর্দ্ধিত হইলে, তজ্জন্য যে বমি হয়, তাহাকে ক্রিমিজা, অজীর্ণহেতু আমরস সঞ্চিত হইলে, তজ্জন্য যে বমি হয়, তাহাকে আমজা, অপ্রিয় বস্তুর দর্শন, শ্রবণ ও আঘ্রাণ দ্বারা যে বমি হয়, তাহাকে বীভৎসজা এবং গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের যে বমি হয়, তাহাকে দৌহৃদজা কহে। জ্বর, অতীসার, অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি মূলরোগে এই বমন উপসর্গ রূপে প্রকাশ হইয়া থাকে, ঐ সমস্ত রোগ হইতে প্রথমতঃ দোষ সঞ্চিত হইয়া বমন প্রকাশ পায়, অর্থাৎ জ্বরাদি রোগে আমাশয়স্থিত পিত্ত প্রকুপিত হইলে, আমাশয়ের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটে, তদনন্তর পুনঃপুনঃ বমন হয়। সর্ব্ব প্রকার বমনরোগেই পিত্তবিকৃতি হয়, সুতরাং পিত্তের বিকৃতি ও আধিক্য বশতঃ সময়

সময় বমন এত প্রবল হইয়া থাকে যে, রোগীর জল পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ হয় না, ক্রিমিরোগে যে বমন হয়, তাহাতেও পিত্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে ; কিন্তু ঐ সমস্ত বমন ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ ও পথ্যাদির দ্বারা নিবৃত্ত হয়। বমনের কারণ অনেক সময় নিরূপণ করা অত্যন্ত কষ্টকর। ক্রিমি, অম্লপিত্ত, যকৃৎবৃদ্ধি, কাসের নিরন্তর বেগ, অতীসার প্রভৃতি কতকগুলি রোগে স্বভাবতঃ বমন-বেগ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত পিত্তাধিক্য এবং অন্যান্য বিবিধ কারণেও বমনবেগ উপস্থিত হয়। বমনরোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিকভেদে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার বমনেই সাধারণতঃ পিত্তের আধিক্য প্রকাশ পায়। যে রোগে যে দোষের প্রাবল্যে বমন হয়, বমনেও সেই দোষের লক্ষণ প্রায়শঃ প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ বাতজ গ্রহণীরোগে বমন হইলে, তাহাতে বাতিক বমনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, পৈত্তিকজ্বরে বমন হইলে, পৈত্তিক বমনের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। সান্নিপাতিক পাণ্ডু বা সান্নিপাতিক জ্বররোগে বমন হইলে, সান্নিপাতিক বমনের লক্ষণ এবং শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে বমন হইলে, শ্লৈষ্মিক বমনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপে যে রোগে বমন প্রকাশ পায়, সেই রোগে যে দোষের আধিক্য থাকে, বমনেও সেই দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সুতরাং কোন্ রোগে বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে কোন্‌টির প্রকোপ অধিক, তাহা বমন দ্বারাও নিরূপিত হইতে পারে ; যেমন শ্লেষ্মার আধিক্যবশতঃ বমন হইলে, মুখের মধুর আস্বাদ, অরুচি ইত্যাদি লক্ষণ, পিত্তের আধিক্যে বমন হইলে, তিক্তরসাত্মক বমন ও কণ্ঠাদি স্থানে জ্বালা, এবং বায়ুর আধিক্যবশতঃ বমন হইলে, কষায় রসবিশিষ্ট ফেণাযুক্ত বমন ও বমনের সময় প্রবল উদ্গার, এবং উক্ত ত্রিদোষের প্রবলতা বশতঃ বমন হইলে, অম্লরসাত্মক, নীল, লোহিতবর্ণ, ঘন ও উষ্ণ বমন হইয়া থাকে। কোনও কোনও স্থলে বমন এরূপ প্রবলভাব ধারণ করে যে, উহাকে প্রধান রোগ-মধ্যে গণনা করিয়া তৎক্ষণাৎ উহার চিকিৎসা করা প্রয়োজন হয় ; এই জন্যই বমনের দোষ নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। অনেক স্থানে কোনও রোগ তাদৃশ প্রবল না হইলেও বমন প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, আবার কোনও স্থলে বা স্বভাবতঃ দৈহিক নিয়মের বিপর্য্যয় বশতঃও বমন লক্ষিত হয়, এইরূপ অবস্থায় বমনের বাতাদি দোষ নিরূপণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ না করিলে বিশেষ কোন উপকার

পাওয়া যায় না। বমন প্রবল হইলে রোগীর অবস্থা এতদূর শোচনীয় হয় যে, বমনে মূত্রাদির গন্ধ পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে, এইরূপ অবস্থা অতি ভয়ানক; তখন কাস, শ্বাস, হিক্কা প্রভৃতি উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং রোগী এরূপ কৃশ ও হতাশ হয় যে, তাহার প্রাণের আশা থাকে না। বমনের প্রবল বেগ হ্রাস হইলেও রোগীর কাস, হিক্কা, তমক শ্বাসের লক্ষণ, অল্প বা মধ্য বেগে জ্বর, পিপাসা, হৃদয়ে বেদনা, অন্ধকার দর্শণ, ভ্রমি, এই সমস্ত লক্ষণের মধ্যে কাহারও বা ২।৩টী, কাহারও বা সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐ সমস্ত উপদ্রব বিশিষ্ট বমিরোগ উপযুক্ত পথ্যাদি দ্বারাও সময় সময় অনেকাংশে নিবৃত্ত হইতে দেখা যায় এবং অনেক স্থানে আবার ঔষধেরও প্রয়োজন হয়। অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে, এই অবস্থায় রোগীকে সর্ব্বদা পুষ্টিকর পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

বাতিক বমন। বাতিক বমন কোনও রোগের উপসর্গ রূপে প্রকাশ পাইলে, রোগীকে বৃষধ্বজরস প্রয়োগ করিবে অথবা স্বল্পপঞ্চমূলীর কাথদ্বারা প্রস্তুত যবাগু মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে; কিন্তু কোনও রোগের উপসর্গীভূত না হইয়া যদি দৈহিক যন্ত্রাদির ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ বাত-জনিত বমনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে রোগীকে প্রথমে অতিলঘু পথ্য বা অবস্থা-বিশেষে সহমত উপবাস প্রদান করিয়া পরে সজল দুগ্ধ অথবা মুগ ও আমলকীর যুষ ঘৃতে সন্তলন পূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে। এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারাই ঐ বমন নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অবস্থা-বিশেষে এই সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা রোগীর বমন নিবৃত্ত না হইলে, পূর্ব্বোক্ত বৃষধ্বজরস বা স্বল্পপঞ্চমূলীর কাথদ্বারা প্রস্তুত যবাগু মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে এবং পথ্যের জন্য অতি লঘু-পাক দ্রব্য ব্যবস্থা করিবে।

পৈত্তিক বমন। পিত্তজনিত বমন কোনও রোগের উপসর্গরূপে প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ বমনে তিক্তাস্বাদ ও বমনকালে কণ্ঠাদিতে জ্বালা অনুভূত হইলে, রোগীকে পিপ্পল্যাদ্যলোহ বা চন্দনাদিযোগ অথবা মধুর সহিত পর্পটক কাথ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বমন নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে, মধু ও চিনিসহ খৈরমণ্ড পথ্যরূপে দেওয়া যাইতে পারে। পিত্তপ্রধান বমিরোগে বায়ুর অনুবন্ধ থাকিলে, অনেক স্থলে রোগীর

কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে, এবং বমনবেগ প্রবল হয়, এমতাবস্থায় মৃদুবিরেচক অথচ বমননিবারক হরীতকীচূর্ণ মধুসহ সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বমননিবৃত্তি হইতে পারে; কিন্তু কোষ্ঠশুদ্ধি হইলেও যগ্যপি বমননিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মধুসহ খৈরমণ্ড পথ্য এবং পিপ্পল্যাদ্যলৌহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এইরূপ পথ্য ও ঔষধ সেবনে ঐ বমন প্রায়শঃ নিবৃত্ত হয়। এই বমনের সহিত ক্রিমিজনিত বমনের অনেক সাদৃশ্য আছে, সুতরাং ঐ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণদ্বারা বমন পিত্তজনিত কিম্বা ক্রিমিজনিত তাহা নিরূপণ করিবে।

শ্লৈষ্মিক বমন। শ্লৈষ্মিক বমন প্রায়শঃ শ্লেষ্ম-প্রধান শরীরেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোনও রোগের উপসর্গ বা মুখ্যরোগরূপে শ্লৈষ্মিকবমন প্রকাশ পাইলে, রোগীর আমাশয়ের শোধনার্থ প্রথমে পিপুলচূর্ণ ও বিড়ঙ্গচূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে; কিন্তু রোগী কৃশ বা বমনের অনুপযুক্ত বিবেচিত হইলে, অন্যান্য ঔষধ সেবন না করাইয়া বিড়ঙ্গাদিযোগ বা মুস্তকাদিযোগ মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা আমাশয় শোধিত হইলে, বমিনিবারণজন্য এলাদিচূর্ণ বা রসযোগ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বমন নিবারণের ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ত্রিদোষজনিত বমন। সান্নিপাতিক বমন বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই দোষত্রয়ের একত্র প্রকোপ বশতঃ কোনও রোগের উপসর্গরূপে অথবা দৈহিক যন্ত্রাদির ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ মুখ্যরোগরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অনেক স্থলে সান্নিপাতিক বমনেও বাতাদি দোষের ন্যূনাধিক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধসমূহ প্রায়শঃ বাতাদি দোষের হ্রাসবৃদ্ধির শমতা করিয়া রোগ দূরীভূত করে, এইজন্যই তাহার পৃথক্ চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হয় না। এই বমন কোনও রোগের উপসর্গরূপে প্রকাশ পাইলে, রোগীকে মধুসহ গুলঞ্চের কাথ বা জ্বরাধিকারোক্ত ছর্দ্দিহরযোগ অথবা ক্ষৌদ্রাবলেহ, পথ্যাদ্যবলেহ ব্যবস্থা করিবে। এই সকল বমননিবারক ঔষধ সেবনে বমননিবৃত্তি না হইলে, বাতাদি দোষের হ্রাসবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বমননিবারক ঔষধ সেবন করাইবে এবং এলাদিচূর্ণ বা পিপ্পল্যাদ্য-

লৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ত্রিদোষজনিত বমনের সহিত অম্লপিত্তরোগের বমনের অনেক সাদৃশ্য আছে, সুতরাং অম্লপিত্তরোগের অন্যান্য লক্ষণ, বমনের সময় এবং স্বাদদ্বারা প্রকৃতরোগ নিরূপণ করিয়া চিকিৎসা করিবে; যেহেতু অম্লপিত্তরোগে বমননিবারণার্থ যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, ত্রিদোষজনিত বমনের ঔষধ তাহা হইতে ভিন্ন। আবার এই ত্রিদোষ-জনিত বমনের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহার সহিত প্রায়শঃ অন্য কোনও রোগ প্রবলভাবে প্রকাশ পায়, সুতরাং যে রোগ প্রবল হইবে, বমনের সঙ্গে তাহারও চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

আমজনিত বমন। অজীর্ণদোষ বশতঃ বমন প্রকাশ পাইলে রোগীকে প্রথমতঃ অজীর্ণদোষ সংশোধক ঔষধ এবং লঙ্ঘন প্রদান একান্ত আবশ্যক, যেহেতু যাবৎ অজীর্ণদোষের শান্তি না হয়, তাবৎ ঐ বমন নিবৃত্ত হয় না। অতীসার বা অগ্নিমান্দ্যাদিরোগে আহারের নিয়মের বিপর্য্যয় বশতঃ অজীর্ণ প্রবল হইলেও বমন প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই বমনে ভুক্তদ্রব্যাদি উত্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত বমনবেগ হ্রাস হয় না। এমতাবস্থায় অজীর্ণদোষে পুনঃপুনঃ বমনবেগ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে সৌবর্চ্চলাদ্যযোগ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে; এবং অজীর্ণনিবারণার্থ শঙ্খবটী, মহাশঙ্খবটী বা ভাস্কর লবণ প্রভৃতি সেবন করাইবে।

ক্রিমিজনিত বমন। এই বমন অন্যরোগের সহিত প্রায়শঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ জ্বর অতীসার প্রভৃতি রোগেও ক্রিমিজনিত বমন প্রকাশ পায়। ক্রিমিজনিত বমন ক্রিমিরোগের প্রধান উপদ্রব। এই সম্বন্ধে ক্রিমিরোগে বর্ণিত হইয়াছে এবং জ্বরের সহিত ক্রিমিজন্য বমনের চিকিৎসা জ্বররোগে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এই স্থানে তদ্বিষয়ে বর্ণন আবশ্যক।

মনের অপ্রীতিকর দ্রব্য দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণ দ্বারা যে বমন উপস্থিত হয়, তন্নিবারণার্থ মনের তৃপ্তিকর পদার্থ সেবন এবং ব্যবহার করিতে দেওয়া আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের যে বমন হইয়া থাকে, তাহাতেও অভিলষিত পদার্থ আহার করিতে দেওয়া আবশ্যক। অনভ্যস্ত দ্রব্যভোজন দ্বারা বমন হইলে, তৃপ্তিজনক দ্রব্য সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য অর্থাৎ যাহার যে

দ্রব্যে অভিলাষ, তাহাকে সেই দ্রব্য প্রদান করা আবশ্যক। এই সকল আগন্তুজ বমনে বাতাদিদোষের প্রবলতা লক্ষিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত বাতাদি-দোষজনিত বমননিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

বমনের উপদ্রব। বমন হইতে কাস প্রকাশ পাইলে, রোগী অনেক সময় কাসের বেগে ব্যাকুল হয়, রাত্রে নিদ্রা হয় না, তখন কাসই রোগীর অসহ্য হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় চন্দ্রামৃতরস, কাসান্তকরস বা তালীশাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বমন হইতে অল্পকাস ও তমকশ্বাসের অসহ্য বেগ অনেক স্থানে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, এই অবস্থায় রোগীকে মহাশ্বাসারিলৌহ, চন্দ্রামৃতরস, তরুণানন্দরস্ বা কণ্টকার্য্যাদি অবলেহ সেবন করিতে দিবে। তৎসঙ্গে অল্পজ্বর থাকিলে জ্বরচিকিৎসোক্ত জয়াবটী, জ্বরসংহারচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধেই উহা বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্বর ও কাস সমভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ায় শরীর কৃশ হইলে, বৃহৎচূড়ামণিরস, মহারাজবটী প্রভৃতি ঔষধ অনুপানভেদে ব্যবস্থা করিবে এবং শ্বাসের জন্য পূর্ব্বোক্ত ঔষধই সেবন করাইবে। যাহাদের অল্প বা মধ্যবেগে জ্বর প্রকাশ পায়; কিন্তু শ্বাস প্রকাশ পায় না, তাহাদিগকে জয়াবটী, বিষমজ্বরান্তকচূর্ণ; জ্বরসংহারচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে, ইহাতেই প্রায়শঃ জ্বর হ্রাস পাইয়া থাকে; কিন্তু এই জ্বর পুরাতন হইলে, বাতাদি দোষভেদে বিষমজ্বরের চিকিৎসার ন্যায় জ্বরের চিকিৎসা করিবে।

বমন হইতে হিক্কা প্রায়শঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই অবস্থায় রোগীকে পিপ্পল্যাদ্য লৌহ, অথবা ক্ষীরপাকের নিয়মানুসারে শুণ্ঠীক্ষীর পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে।

বমনের নিরন্তর বেগ বশতঃ হৃদয়ে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হয়, এই বেদনা প্রকাশ পাইলে, রোগীকে হৃদ্রোগের বিধানানুসারে গোরক্ষচাকুলে-চূর্ণ ।।০ তোলা উষ্ণদুগ্ধ সহ অথবা গোধূমচূর্ণ ও অর্জ্জুনছালচূর্ণ সমভাগে লইয়া ঘৃত, চিনি ও ছাগীদুগ্ধ সহযোগে মোহন ভোগের ন্যায় পাক করিয়া ভক্ষণ করিতে দিবে। বমন হইতে ভ্রান্তি বা শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইলে, রোগীকে পুষ্টিকর দ্রব্য ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ পুষ্টিকর

দ্রব্যদ্বারাই ঐ দোষ অনেকাংশে দুরীভূত হইয়া থাকে। এই বমন অনেকস্থানে পৈত্তিকজ্বর বা অতীসারাদি রোগ হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে ; ও মূলরোগ নিবৃত্ত হইলে, শেষে বমনই প্রবল হয়। এই অবস্থায় পথ্যাদি প্রদান কালে মূলরোগের প্রতি দৃষ্টিপ্রদান কর্ত্তব্য। যেহেতু জ্বর বা অতীসার হইতে বমন প্রকাশ পাইয়া বলবৎ হইলেও বমন নিবৃত্তির পর পুনরায় জ্বর উদরাময়াদি প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

বমনরোগে-ঔষধ।

চন্দনাদি যোগ। পিত্তের বিকৃতি বা আধিক্য বশতঃ তিক্তরস-বিশিষ্ট বমন এবং তৎসঙ্গে কণ্ঠজ্বালা, মূর্চ্ছা বা পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্য-মান থাকিলে, এই চূর্ণ চাউলধোয়া জল ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ; কিন্তু অম্লপিত্তরোগে পিত্তাধিক্য বশতঃ অথবা ক্রিমিজনিত বমনরোগে তিক্ত রসবিশিষ্ট বমন হইলে, এই কাথ সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না।

চন্দনাদি যোগ। রক্তচন্দন, বেণার মূল, বালা, শুঁঠ ও বাসকছাল, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইবে ; অথবা ঐ সমস্ত দ্রব্য সমভাগে একত্র মর্দ্দন করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মাত্রা ৵৹ আনা।

বিড়ঙ্গাদি যোগ। শ্লেষ্মাধিক্য বশতঃ বমনে মুখের মধুরাস্বাদ, দেহের গুরুতা এবং মধুররসাত্মক বমন হইলে, এই ঔষধ মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বিড়ঙ্গাদি যোগ। বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵৹ দুই আনা।

মুস্তকাদি যোগ। শ্লৈষ্মিকরোগে রোগীর মুখের মধুরাস্বাদ ও মধুর-রসাত্মক শুক্লবর্ণ বমন হইলে এবং তৎসঙ্গে কাস, সর্দ্দি প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

মুস্তকাদি যোগ। মুথা ও কাকড়াশৃঙ্গীচূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা-৵৹ দুই আনা।

সৌবর্চ্চলাদ্য যোগ। অজীর্ণ বশতঃ বমন হইলে এবং রোগীর

বমনে অম্লতিক্তাদি আস্বাদ অনুভূত হইলে, এই ঔষধ মধুর সহিত মাড়িয়া, জল সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন মাত্র বমনের নিবৃত্তি হয়।

সৌবর্চ্চলাদ্য যোগ। সৌবর্চ্চললবণ (অভাবে সৈন্ধব), যমানী, ইক্ষুচিনি ও মরিচ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা বা ।০ আনা।

মধুকাদ্য যোগ। অম্লপিত্ত বা ত্রিদোষাশ্রিতরোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ রক্তবমন হইলে, এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

মধুকাদ্য যোগ। যষ্টিমধু এবং রক্তচন্দন; এই উভয়ের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

পর্পটক ক্বাথ। পিত্তাধিক্য বশতঃ যে বমন হয়, তাহাতে রোগীর তিক্তরসবিশিষ্ট বমন এবং তৎসঙ্গে কণ্ঠজ্বালা, পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিকজ্বরে এই ক্বাথ সেবনে উপকার হয়। ক্রিমিজনিত বমনে ইহা প্রযোজ্য নহে। অম্লপিত্তজনিত বমনে ইহা সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না।

পর্পটক ক্বাথ। ক্ষেৎপাপড়া ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ শীতল হইলে প্রক্ষেপ মধু ॥০ তোলা।

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ। অম্লপিত্তরোগে অম্ল বা তিক্তরসযুক্ত বমন এবং অম্লপিত্তের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ। পদ্মগুড়ূচী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল এবং পলতা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, ক্বাথ শীতল হইলে প্রক্ষেপ মধু ॥০ তোলা।

গুড়ূচী ক্বাথ। ত্রিদোষজনিত রোগে বমন হইলে এবং তাহাতে পিত্তের আধিক্য ও রোগীর পিপাসা, ঘর্ম্ম, গাত্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথ মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

গুড়ূচী ক্বাথ। পদ্মগুড়ূচী ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ক্বাথ শীতল হইলে প্রক্ষেপ মধু ।০ বা ॥০ তোলা।

ক্ষৌদ্রাবলেহ। সান্নিপাতিক অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিন দোষের প্রকোপবশতঃ কোনও রোগে অম্ল বা লবণাক্ত বমন হইলে, এবং

তাহার সঙ্গে রোগীর অরুচি, পিপাসা, দাহ বা অন্যকোনও রূপ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই অবলেহ সেবন করিতে দিবে, কিন্তু অম্লপিত্তরোগে অম্লরসাত্মক বমন হইলে, এই ঔষধ সেবনে তাদৃশ উপকারের সম্ভাবনা নাই।

ক্ষৌদ্রাবলেহ। হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে ও জীরা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ এবং মধু সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।৵০ আনা।

পথ্যাদি অবলেহ। ত্রিদোষজনিতরোগে রোগীর অম্ল বা লবণ-রসাত্মক বমন হইলে এবং দাহ, পিপাসা বা অরুচি প্রভৃতি উপসর্গের কোনও একটী তৎসঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে, তাহাকে এই অবলেহ সেবন করিতে দিবে।

পথ্যাদি অবলেহ। হরীতকী, পদ্মগুলঞ্চের পালো, মরিচ ও পিপুল; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ ও মধু সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা।

এলাদি চূর্ণ। শ্লৈষ্মিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিকরোগে বমন হইলে, এবং ঐ বমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হইলে, এই চূর্ণ রোগীকে ইক্ষুচিনি ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। বমনে এই ঔষধ অতি উপকারী।

এলাদি চূর্ণ। এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুলের বীজের শাস, খৈ, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, রক্ত-চন্দন ও পিপুল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /০ আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত।

রসযোগ। শ্লৈষ্মিকরোগে বমন হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর মুখের মধুরাস্বাদ এবং বমনে মধুর রসবিশিষ্ট শুক্ল পদার্থ নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শশার বীজবাটা ও স্তনদুগ্ধ।

রসযোগ। জীরা, ধনে, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইহাদের চূর্ণ ও মধু সমভাগ এবং রসসিন্দূর সর্ব্ব সমান; একত্র জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

বৃষধ্বজ রস। বাতিক বা পৈত্তিক রোগে বমন হইলে এবং সেই বমন কষায় বা তিক্তরসবিশিষ্ট হইলে ও তৎসঙ্গে রোগীর পিপাসা, দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, মুখশোষ, কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস সহ সেবন করিতে দিবে।

বৃষধ্বজরস। প্রস্তুতবিধি ৩২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক রোগে বমন

হইলে এবং ঐ বমনে পিত্তের বা বায়ুর আধিক্য লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শশার বীজবাটা ও স্তনদুগ্ধ।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বমনে—কাস-চিকিৎসা।

চন্দ্রামৃত রস। বমনের নিরন্তর বেগ নিবৃত্ত হইলে পর রোগীর কাস উপস্থিত হইলে এবং ঐ কাসের বেগ পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। নিরন্তর কাসের বেগ বশতঃ বমন হইলে এবং কাসের সঙ্গে শ্বাস প্রকাশ পাইলে, তাহাও ইহা সেবনে দূরীভূত হইয়া থাকে।

চন্দ্রামৃত রস। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাসান্তক রস। বমনের অন্তে অথবা বমনের বেগ বশতঃ কাস প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

কাসান্তক রস। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তালীশাদ্য চূর্ণ। বমনের নিরন্তর বেগ বশতঃ অথবা বমন প্রশমিত হইবার পরে, রোগীর কাস প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

তালীশাদ্য চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ২২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বমনে—শ্বাসকাস-চিকিৎসা।

কণ্টকার্য্যাদ্যবলেহ। নিরন্তর বমনের বেগ হইতে রোগীর শ্বাস-কাস (হাপানী) প্রকাশ পাইলে, এই অবলেহ রোগীকে উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে।

কণ্টকার্য্যাদ্যবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে)। বমনের বেগ বশতঃ বা বমন-নিবৃত্তি হইবার পরে, রোগীর শ্বাসকাস প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে শুণ্ঠী ও বামন হাটীর কাথের সহিত সেবন করিতে দিবে।

শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ২৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাশ্বাসারি লৌহ। বমনের নিরন্তর বেগ কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইবার পরে রোগীর কাসের সহিত শ্বাস প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু।

মহাশ্বাসারি লৌহ। লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ১ তোলা, ইক্ষুচিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা ও হরীতকী, আমলা, বহেড়া, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, পিপুল, কুলের বীজের শাস, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, কুড়, নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, এই সমুদয় একত্র করিয়া লৌহপাত্রে, লৌহদণ্ড দ্বারা দুই প্রহর মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

বমনে—হিক্কা-চিকিৎসা।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ। বমনের পুনঃপুনঃ বেগ বশতঃ হিক্কা প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্য রোগী অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে বমন এবং হিক্কা উভয়ই দূরীভূত হয়।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শুণ্ঠীক্ষীর। বমনের প্রকোপ বশতঃ হিক্কা প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্য রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে, এই দুগ্ধ রোগীকে পান করিতে দিবে। হিক্কা নিবারণের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শুণ্ঠীক্ষীর। শুঁঠ ২ তোলা, ছাগীদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিবে এবং দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

বমনরোগে—পথ্যাপথ্য।

বমিরোগে সাধারণতঃ বিরেচন, বমন, উপবাস, স্নান, শরীর মার্জ্জন, খৈর মণ্ড, পুরাতন ষষ্টিক বা রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন, মুগ ও মাষকলায়ের যূষ, গম বা যব দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য, মধু এবং শশক, ময়ূর, তিত্তিরি ও লাঁব প্রভৃতি পক্ষীর মাংস, মৃগমাংস, বেতাগ্র, ধনিয়া, সুপক্ক নারিকেল, জামীর, আমলকী, আম্র, কুল, দ্রাক্ষা, কয়েতবেল, কমলালেবু, বেদানা, হরীতকী, দাড়িম, ছোলঙ্গলেবু প্রভৃতি ফল, বালা, নিম, বাসক, জায়ফল, চিনি, শতমূলী, নাগেশ্বর, এই সকল হৃদ্য অথচ হিতকর দ্রব্য সুপথ্য। এতদ্ব্যতীত মনের প্রীতিজনক শব্দ শ্রবণ, রূপ দর্শন, রস আস্বাদন, গন্ধ আঘ্রাণ প্রভৃতি উপকারী।

নস্য, বস্তি ও স্বেদপ্রদান, ঘৃত তৈলাদি স্নেহপান, রক্তমোক্ষণ, দন্তধাবন, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, মনের অপ্রীতিকর বস্তুর দর্শন ও আঘ্রাণ, উষ্ণ দ্রব্য, স্নিগ্ধদ্রব্য, অনভ্যস্ত দ্রব্য, অহৃদ্য দ্রব্য, সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য, শিম, তেলাকুচা, ঘোষাফল, মৌয়াফল, রক্তচিতা ও ছোটএলাইচ প্রভৃতি দ্রব্য বমনরোগে কুপথ্য।

জ্বরাদি রোগের সঙ্গে বমন প্রবলরূপে প্রকাশ পাইলে, রোগীকে তত্তৎ রোগানুযায়ী খৈর মণ্ড বা যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে এবং যখন বমন মূল রোগ মধ্যে পরিগণিত অর্থাৎ একমাত্র বমনই প্রবল হইবে,তখন রোগীকে লঘুপাক দ্রব্য পথ্য প্রদান করিবে। বমন হ্রাস হইলেও যাবৎ রোগীর অন্যান্য উপদ্রব হ্রাস না হয়, তাবৎ ঐরূপ লঘু পথ্যই প্রদান করা কর্ত্তব্য। তৎপর রোগীর অগ্নি সবল হইলে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগের যূষ, ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল এবং নারিকেল, লেবু, সুপক্ক আম,কিস্‌মিস্‌, ইক্ষুচিনি ও মিশ্রী, প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য অল্প পরিমাণে প্রদান এবং শীতল জলে স্নান ব্যবস্থা করিবে, অনন্তর ক্রমশঃ শারীরিক বল বৃদ্ধির সহিত রোগীকে অন্যান্য দ্রব্য সেবন করিতে দিবে।

অরুচি-চিকিৎসা।

বাতিক অরুচির লক্ষণ। বাতজ অরুচিরোগে রোগীর মুখ কষায়-রস বিশিষ্ট ও দন্ত পরিহৃষ্ট অর্থাৎ অম্ল দ্রব্য ভক্ষণ করিলে দন্ত যে প্রকার হয়, তদ্রূপ হইয়া থাকে।

পৈত্তিক অরুচির লক্ষণ। পৈত্তিক অরুচিরোগে রোগীর মুখ কটু, তিক্ত ও অম্লরস বিশিষ্ট, উষ্ণ, বিরস ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

শ্লৈষ্মিক অরুচির লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক অরুচিরোগে রোগীর মুখ, লবণ ও মধুররস বিশিষ্ট, পিচ্ছিল, গুরু, শীতল ও দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং মুখের বহির্দ্দেশ স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক অরুচির লক্ষণ। সান্নিপাতিক অর্থাৎ ত্রিদোষজনিত

অরুচিরোগে রোগীর মুখ কটু, তিক্ত, অম্ল, কষায়, লবণ ও মধুর রসবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

আগন্তুক অরুচির লক্ষণ। শোক, ভয়, অতিলোভ, ক্রোধ এবং অপ্রিয় গন্ধের আঘ্রাণ বশতঃ অরুচি হইলে, মুখ স্বাভাবিকই থাকে, কোন প্রকার বিকৃত হয় না, অথচ আহারে অরুচি হয়।

অরুচিরোগের অন্য প্রকার লক্ষণ। বাতিক অরুচিরোগে হৃদয়ে শূলবিদ্ধবৎ বেদনা, পৈত্তিক অরুচিরোগে শরীরে বেদনা, পিপাসা ও গাত্র-দাহ, শ্লৈষ্মিক অরুচিতে কফস্রাব, ত্রিদোষজনিত অরুচিতে নানাপ্রকার বেদনা এবং আগন্তুজ অরুচিতে মনের ব্যাকুলতা, মোহ, শরীরের জড়তা প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

অরুচিরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

অরুচি উৎপন্ন হইবার বিবিধ কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায়শঃ জ্বর, অতীসার, গ্রহণী, অজীর্ণ ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে,অরুচি হয়, আবার কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগের সহিতও অরুচি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই অরুচির সহিত পক্বাশয়ের ক্রিয়ার সম্বন্ধ রহিয়াছে, কারণ যে কোনও রোগে অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইলে, অবশেষে অরুচি হয়, উদরাময় বা অজীর্ণ রোগ তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত, যেহেতু উদরাময় বা অগ্নিমান্দ্যাদি দোষে অথবা জ্বর, অতীসার প্রভৃতি রোগে অগ্নি নিস্তেজ হইলে, দীর্ঘকাল অন্ন ভোজন অভাবে রক্তের হীনতা বশতঃ পাচকাগ্নি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয় ও অরুচি প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্রিমি, পাণ্ডু, কামলা ও কাস প্রভৃতি রোগে আবার বাতাদি দোষভেদে কোষ্ঠবদ্ধ হইলেও পাচক পিত্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ অরুচি হয়। নবজ্বর, সর্দ্দি, কাস প্রভৃতি রোগে আমাশয়স্থ শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইলে অরুচি জন্মে। অম্লপিত্ত ও পৈত্তিক গ্রহণীরোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ উদরাময় প্রবল হইলে যে অরুচি জন্মে, তাহাতে মুখ তিক্ত হয়, আবার পিত্তের প্রকোপ বশতঃ বমন ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে যে অরুচি জন্মে, তাহাতেও মুখের তিক্ততা অনুভূত হয়, কিন্তু বমন বশতঃ অরুচি হইলে

সর্ব্বত্র মুখের তিক্ততা অনুভূত হয় না, কেবল যে বমনে পিত্তের আধিক্য থাকে, তাহাতে মুখের তিক্ততা অনুভূত হয়। এই অরুচি সর্ব্বাবস্থায় এবং সকল ব্যক্তির প্রকাশ পায় না; কতকগুলি রোগে স্বভাবতঃ প্রায়শঃ অরুচি প্রকাশ পায় না, কিন্তু অন্যান্য রোগ তৎসঙ্গে প্রকাশ পাইলে, আবার অরুচি প্রকাশ পাইয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সহিত অনেকের অরুচিদোষ প্রকাশ পায়। অরুচি প্রকাশ পাইলে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিন দোষের মধ্যে কোন্ দোষ প্রবল তাহা নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। বাতিকরোগে, পৈত্তিকরোগে, শ্লৈষ্মিক-রোগে এবং সান্নিপাতিকরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে, প্রায়শঃ সেই সেই দোষজনিত অরুচির লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ বাতজনিত অর্শঃ প্রভৃতি রোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে, তাহাতে মুখের কষায় আস্বাদ অনুভূত হয়। পৈত্তিক জ্বরে যে অরুচি হয়, তাহাতে মুখের তিক্ততা প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং শ্লৈষ্মিকজ্বরে যে অরুচি প্রকাশ পায়, তাহাতে মুখের মধুরাস্বাদ অনুভূত হয়।

এইরূপ একদোষজনিত রোগে এক দোষজ, দ্বিদোষজনিত রোগে দ্বিদোষজ এবং ত্রিদোষজনিত রোগে ত্রিদোষজ অরুচির লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু একটি রোগের সহিত অন্য একটী রোগ প্রকাশ পাইলে, অর্থাৎ ২।৩টী রোগ মিলিত হইলে, অরুচির বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক প্রভৃতি দ্বিদোষজরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে, যে দোষের প্রবলতা থাকে, সেই দোষের লক্ষণ লক্ষিত হয়, সুতরাং অরুচি সম্বন্ধে যে দোষের প্রবলতা লক্ষিত হইবে, সেই দোষনাশক অরুচিনিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শোক, ভয়, অতিলোভ, ক্রোধ ও অহৃদ্য গন্ধ আঘ্রাণ দ্বারা যে সকল অরুচি প্রকাশ পায়, সেই সকল অরুচিতে মুখের স্বাদের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না, কেবলমাত্র অরুচি প্রকাশ পায়। এই সকল অরুচিরোগের চিকিৎসা বাতিক অরুচি রোগের নিয়মানুসারে করিবে। অধিকন্তু শোক, ভয় ও ক্রোধাদি দ্বারা পীড়িত অরুচি রোগীকে সান্ত্বনা করিবে। যদি কোনও রোগে অরুচি প্রকাশ পায়, তবে সেই মুখ্য রোগনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু মুখ্য-রোগ নষ্ট না হইলে, কেবলমাত্র অরুচিনাশক ঔষধে অরুচি সমূলে নষ্ট হয় না, সাধারণতঃ অরুচি জন্মিলে রোগীর আহারে ইচ্ছা থাকে না, এবং রোগী দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে; এমতাবস্থায় মূলরোগনাশক ঔষধের সহিত অরুচি

নাশক ঔষধও রোগীকে পৃথক্ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ভোজনে রুচি থাকিলে এবং রোগী যথেচ্ছ ভোজন করিতে পারিলে অনেক উৎকট রোগও সাধ্য হয়, কিন্তু প্রবল অরুচিতে রোগীর অন্নাহার বন্ধ হইলে রোগী ক্রমশঃ কৃশ হইয়া পড়ে এবং সাধ্যরোগও তখন কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হয়। পুরাতন জীর্ণ-জ্বর, কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে অরুচি হইলে, তাহা প্রায়শঃ কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার প্রতীকার করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বাতিক অরুচিতে বস্তিক্রিয়া, পৈত্তিকে মৃদু বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ, শ্লৈষ্মিক অরুচিরোগে বমন-ক্রিয়া শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু পৈত্তিক অরুচিতে উদরের পীড়া বিদ্যমান থাকিলে সেই অবস্থায় বিরেচক ঔষধ প্রযোজ্য নহে।

বাতিক অরুচির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে বিবিধ কবল দ্বারা মুখ ধৌত করিতে দিবে, কবল দ্বারা মুখ ধৌত করিলে জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং পান ভোজনে রুচি জন্মে। অরুচি প্রবল হইলে ঐ সমস্ত কবল গ্রহণের সহিত দাড়িমাদি চূর্ণ, সুধানিধি রস, সুলোচনাভ্র প্রভৃতি ঔষধ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক দোষভেদে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অর্থাৎ পৈত্তিক অরুচিতে সুলোচনাভ্র, বাতিক অরুচিতে আর্দ্রকমাতুলুঙ্গা-বলেহ বা যমানীখাড়ব, শ্লৈষ্মিক অরুচিতে সুধানিধিরস, কলহংস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, সান্নিপাতিক অরুচিতে যে দোষের যখন প্রবলতা দেখিবে, তদনুযায়ী ঔষধ সেবন করাইবে, বিশেষতঃ সুলোচনাভ্র সেবন করিতে দিবে। অন্যান্য রোগের সহিত অরুচি জন্মিলে, মুখরোচক অথচ সেই সকল মূল রোগের পক্ষে অনিষ্টকারী না হয়, এইরূপ দ্রব্য পথ্য ব্যবস্থা করাই উচিত। অন্নভোজী ব্যক্তির অরুচি হইলে ভোজনের পূর্ব্বে আদা ও সৈন্ধব একত্র সেবন করিতে দিবে। উহাতে অরুচি বিনষ্ট, অগ্নি-প্রদীপ্ত এবং জিহ্বা ও কণ্ঠস্বর পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। অরুচি উপস্থিত হইলে প্রায়শঃ অম্লমধুররস মুখপ্রিয় হয়, সুতরাং রোগীর অবস্থা বিশেষে পুরাতন আমসত্ব, পুরাতন আমসী, অতি পুরাতন তেঁতুল, দাড়িম, বেদানা, কিস্‌মিস্ প্রভৃতি অম্লমধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অরুচিরোগে আমরুল শাকের টক্ অতি প্রশস্ত, ইহা অরুচি নাশক ও অম্লমধুর, সুতরাং মুখ-প্রিয়।

অরুচিরোগে—ঔষধ।

কুষ্ঠাদ্যযোগ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিকরোগে অরুচির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে মধু ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কবল করিতে দিবে।

কুষ্ঠাদ্য যোগ। কুড়, সচললবণ, জীরা, ইক্ষুচিনি, মরিচ ও বিটলবণ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে।

আমলাদ্য যোগ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিকরোগে অরুচি হইলে, এই ঔষধ রোগীকে তৈল ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া কবল করিতে দিবে।

আমলাদ্য যোগ। আমলা, এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, পিপুল, রক্তচন্দন ও শুন্দি; এই সমুদয়ের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে।

মুস্তকাদি যোগ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিকরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজল সহ কিছুক্ষণ মুখে রাখিয়া কবল করিতে দিবে।

মুস্তকাদি যোগ। মুথা, দারুচিনি, এলাইচ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে।

অম্লিকাযোগ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিকরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ কিছুক্ষণ মুখে রাখিয়া রোগীকে কবল করিতে দিবে। ইহা অরুচিতে অত্যন্ত উপকারী।

অম্লিকাযোগ। পুরাতন তেঁতুল ও ইক্ষুগুড় একত্র জলে গুলিয়া উহার সহিত দারুচিনি, এলাইচ ও মরিচ চূর্ণ এমত ভাবে মিশ্রিত করিবে, যাহাতে ঐ জল কিঞ্চিৎ কটুরস অথচ সুগন্ধ বিশিষ্ট হয়।

রাজিকাদি যোগ। বাতিক বা পৈত্তিকরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে, এবং রোগীকে অন্নপথ্য প্রদান করা হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অরুচির ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, পুরাতন, গ্রহণী, অতীসার, প্রভৃতি রোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবনে তাহাও প্রশমিত হয়।

রাজিকাদি যোগ। রাইসরিষা, জীরা, হিং, এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ ভাজিয়া চূর্ণ করিবে, তৎপরে শুঁঠচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ এবং উহাদের প্রত্যেকের ১ ভাগ লইয়া সমষ্টির ৫ গুণ

গব্য দধির সহিত মিশ্রিত ও আলোড়ন করিয়া বস্ত্রখণ্ডে ছাকিয়া লইবে; অনন্তর সর্ব্বসমান ঘোল উহাতে মিশ্রিত করিবে।

দাড়িমাদ্য চূর্ণ। শ্লৈষ্মিকরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে। গ্রহণী, অতীসার, অর্শঃ, কাস প্রভৃতি রোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে, তাহাও এই ঔষধ সেবনে বিনষ্ট হয়।

দাড়িমাদ্য চূর্ণ। দাড়িমচূর্ণ ১৬ তোলা, খাড়গুড় ৬৪ তোলা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে ২৪ তোলা, এবং দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা প্রত্যেকে ৮ তোলা; এই সমস্তচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

সুধানিধি রস। শ্লৈষ্মিক বা কফপ্রধান সান্নিপাতিকরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ বিসূচিকা, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, হৃৎশূল প্রভৃতি রোগে অরুচি হইলে, এই ঔষধ রোগীকে ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিতে দিবে।

সুধানিধিরস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কলহংস। শ্লৈষ্মিক বা শ্লেষ্মোল্বন সান্নিপাতিকরোগের পুরাতন অবস্থায় অরুচি প্রকাশ পাইলে,এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা স্বরভঙ্গও বিনষ্ট হয়।

কলহংস। শজিনাবীজ ১৮টা, মরিচ ১০টা, পিপুল ২০টা, আদা ৮ তোলা, ইক্ষুগুড় ৮ তোলা, কাঁজি ১২ সের, বিট্‌লবণ ৮ তোলা; এই সমস্ত একত্র করত মন্থনদণ্ডদ্বারা আলোড়িত করিয়া তাহার সহিত দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা করিয়া মিশ্রিত করিবে।

সুলোচনাভ্র। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বা সান্নিপাতিকরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগের নূতন বা পুরাতন অবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কাস, শ্বাস, ক্ষয়, স্বরভঙ্গ, যকৃৎ, ভগন্দর, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, মেহ, কুষ্ঠ, শূল, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, অর্শঃ, বমি, দাহ, অশ্মরী প্রভৃতি রোগে অরুচি হইলেও প্রয়োগ করা যায়।

সুলোচনাভ্র। অভ্র ৮ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, এবং চই, কুলের শাঁস, বেণার মূল, দাড়িম, আমলা, আমরুলশাক ও ছোলঙ্গলেবু; ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ তোলা; এই সকল একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ।০ আনা।

আর্দ্রকমাতুলুঙ্গাবলেহ। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিকরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ কামলা, পাণ্ডু, শোথ, শ্বাস, কাস, প্লীহা,

শূল, প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর অরুচি হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক সুতরাং উদরাময় থাকিলে, সেবন করাইবে না।

আর্দ্রকমাতুলুঙ্গাবলেহ। আদার রস ৪ সের, ইক্ষুগুড় ২ সের, টাবালেবুর রস অর্দ্ধ সের, এই সমস্ত মৃদু অগ্নির তাপে পাক করিবে এবং গাঢ় হইয়া আসিলে, উহাতে দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, আমলা, বহেড়া, দুরালভা, রক্তচিতা, পিপুলমূল, ধনে, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে।

যমানীষাড়ব। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বা সান্নিপাতিক রোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। হৃদ্রোগ, পার্শ্বশূল, বিবন্ধ, আনাহ, কাস, শ্বাস, অর্শঃ প্রভৃতি রোগে অরুচি থাকিলেও ইহা সেবন করিতে দেওয়া যায়। এই ঔষধ মলরোধক ও অগ্নিবর্দ্ধক, সুতরাং গ্রহণী বা পুরাতন অতীসারে অরুচি থাকিলে, অতি উপকারী। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুর অনুলোমক, এই জন্য বাতরোগেও সেবন করিতে দেওয়া যায়। অনুপান—জল।

যমানীষাড়ব। যমা[illegible]ন তেঁতুল, শুঁঠ, অম্লবেতস, দাড়িম, টককুল; এই সমুদয় প্রত্যেকে ২ তোলা, ধ[illegible] সৌবর্চ্চললবণ, জীরা, দারুচিনি, ইহাদের প্র[illegible] তোলা, পিপুল ১০০টা, মরিচ ২০০টা, ইক্ষুচিনি ৩২ তোলা; এই সকল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা বা ৷৷০ তোলা।

অরুচিরোগে—পথ্য।

অরুচিরোগে নানাপ্রকারে প্রস্তুত রুচিকারক অন্নপানীয় নানাবিধ আচার ও অম্লমধুর দ্রব্য হিতকর। সাধারণতঃ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসূর ও ছোলা প্রভৃতির দাইল, চেঙ্গ, ইলিশ, মৌরলা, পুটি, খলিসা, রুই প্রভৃতি মৎস্য; মাছের ডিম, কুমড়া, পটোল, ওল, পলতা, কচিবেগুণ, শজিনার খাড়া, মোচা, বেতের ডগা, কচিমূলা প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যঞ্জনাদি এবং ছাগ, মৃগ, প্রভৃতির মাংসের যূষ, রোগীকে ব্যবস্থা করিবে। কোনও রোগের পুরাতন অবস্থায় অরুচি হইলে, এবং রোগীর অন্নপথ্য সহ্য হইলে, চালতা, ছোলঙ্গ, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, কচিতালের শাঁস, তক্র, চিনি প্রভৃতি দ্রব্য প্রদান করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ।